ক্যাথারিন নেভিল-এর

দ্য এইট

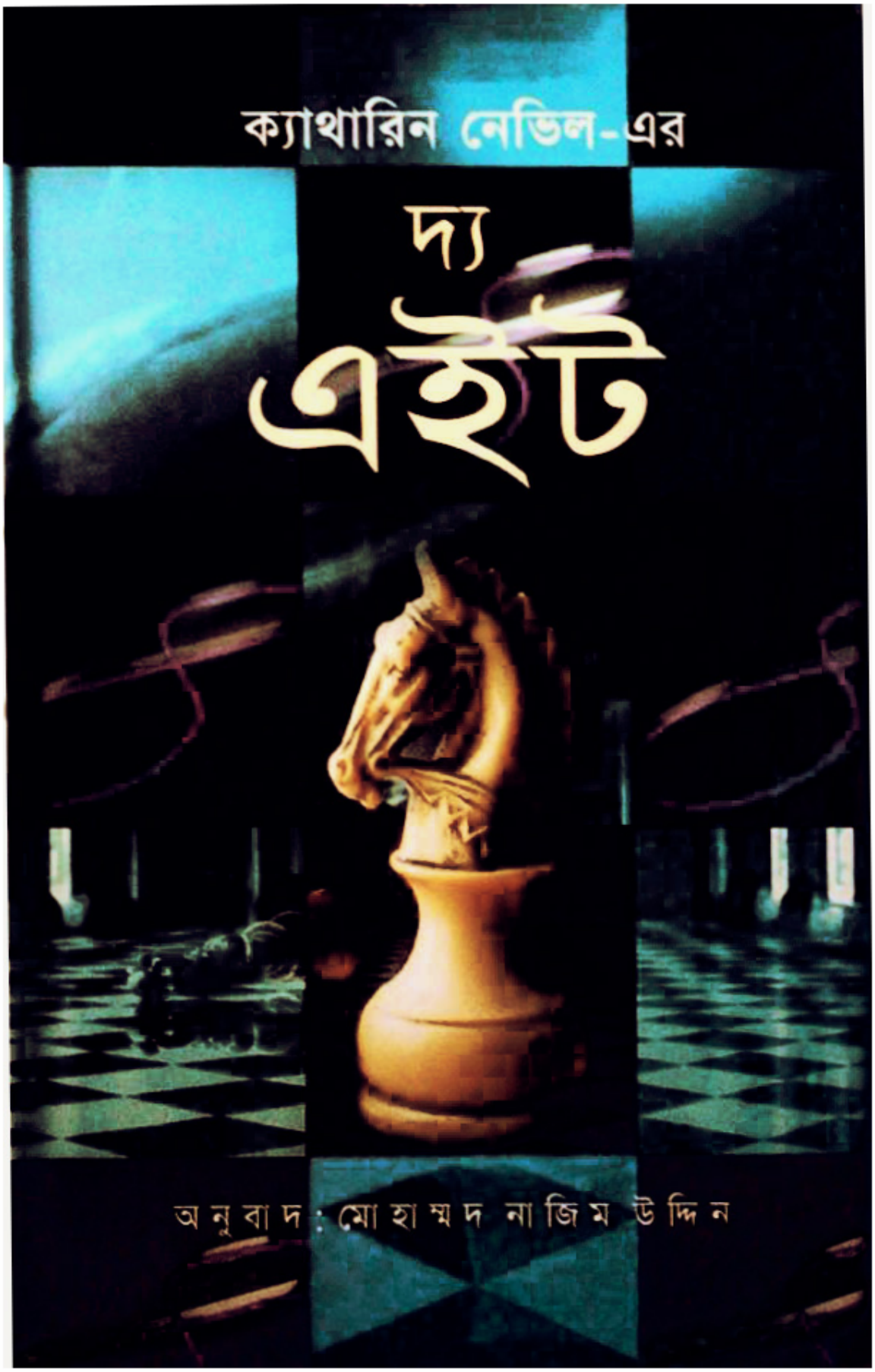

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

হাজার বছর ধরে এক বিস্ময়কর সিক্রেট ফর্মুলা লুকিয়ে রাখা হয়েছে শার্লেমেইনের কিংবদন্তীতুল্য দাবাবোর্ডে। প্রকৃতির নিয়মকে পাল্টে দেবার ক্ষমতা রাখে এটি–যেমন শক্তিশালী তেমনি বিপজ্জনক। দার্শনিক রুশো, ভলতেয়ার, আইজ্যাক নিউটন, ক্যাথারিন দি গ্রেট, গণিতবিদ লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি, পিথাগোরাস, সঙ্গিতজ্ঞ বাখ, রিশেলু আর ফরাসি সম্রাট নেপোলিওন বোনাপার্তসহ ইতিহাসের অসংখ্য মহানব্যক্তিত্ব এই ফর্মুলার খোঁজে ছিলেন। ফর্মুলাটি করায়ত্ত করতে ফরাসি বিপ্লব আর আধুনিক সময়কালে সমান্তরালভাবে ঘটে চলেছে দুটো ঘটনা। সেই দুটো ঘটনা একবিন্দুতে এসে মিলিত হয় অভাবনীয় রোমাঞ্চ আর গোলোকধাঁধাতুল্য অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে।

যারা ড্যান ব্রাউন-এর দুনিয়া কাঁপানো থ্রিলার 'দ্য দা ভিঞ্চি কোড' পড়ে রোমাঞ্চিত হয়েছেন তাদের জন্যে ক্যাথারিন নেভিল-এর বহুস্তরবিশিষ্ট সিক্রেট আর পাজলের সমন্বয়ে গড়া বিশাল ক্যানভাসের *দ্য এইট* অবশ্যই পাঠ্য।

'*দ্য এইট* বিস্ময়কর এক ফ্যান্টাসি-অ্যাডভেঞ্চার...অনন্য একটি প্লট আর দুঃসাহসিক একটি প্রচেষ্টা...ইতিমধ্যেই কাল্ট ক্লাসিকে পরিণত হয়েছে এই উপন্যাসটি'

-পাবলিশার্স উইকলি

'শুধুমাত্র প্রথম বই হিসেবেই অসাধারণ নয়..যারা দুর্দান্ত প্লট আর রহস্য পছন্দ করে তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত একটি উপহার'

-লাইব্রেরি জার্নাল

'এক অদ্ভুত আর বিপজ্জনক খেলা!...ইতিহাসের অনেক রথিমহারথি ছুটেছে এই ফর্মুলার পেছনে...অবশেষে কম্পিউটার এক্সপার্ট ক্যাথারিন ভেলিস জড়িয়ে পড়লো অজ্ঞাত এক কারণে...শুরু হলো অভিনব এক অ্যাডভেঞ্চার...*দ্য এইট* পাঠককে চমকে দেয়ার ক্ষমতা রাখে'

-কিরকুস রিভিউ

'*দ্য দা ভিঞ্চি কোড* পড়ে যেসব পাঠক রোমাঞ্চিত হয়েছেন বহুস্তরবিশিষ্ট সিক্রেটের *দ্য এইট* পড়ে আরেকবার মুগ্ধ হবেন তারা'

-ম্যাথিউ পার্ল, লেখক, দান্তে ক্লাব

'বিশাল, সমৃদ্ধ, দুই স্তরবিশিষ্ট একটি প্লট...দুর্নিবার কৌতুহল জাগিয়ে তোলার মতো একটি খেলা...শুধু চরিত্রগুলোকেই নয় পাঠককেও টেনে আনবে এই খেলায়'

-সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল্স

'*দ্য দা ভিঞ্চি কোড*-এর মতো উপন্যাস লেখার বহু আগেই ক্যাথারিন নেভিল *দ্য এইট* লিখেছেন...পাঠকের বিশ্বাস করতেই কষ্ট হবে'

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872937-2
9789848729373

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni/220274597996760

ক্যাথারিন নেভিল ১৯৪৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইয়ে জন্ম গ্রহন করেন। কলেজ শেষ করে নিউইয়র্কে চলে আসেন একজন কম্পিউটার এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করার জন্য। এছাড়াও পেইন্টার এবং ফটোগ্রাফার হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। পরবর্তীকালে *দ্য এইট* বইটি লিখে পরিণত হয়ে ওঠেন থ্রিলার সাহিত্যের অসাধারণ এক লেখকে। তার এই বইটি অন্যান্য থ্রিলার লেখকদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে। শুরু হয় পাজল-রহস্য আর সিক্রেট সোসাইটি নিয়ে থ্রিলার লেখার হিড়িক। দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ২০০৮ সালে *দ্য এইট*-এর সিকুয়েল *ফায়ার* বের করেন তিনি।

প্রায় সমগ্র আমেরিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন, থেকেছেন বহু রাজ্যে। সত্তুরের দশকে আলজেরিয়ান সরকারের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন কনসালটেন্ট হিসেবেও কাজ করেছেন কিছুদিন। তবে আশির দশকে সানফ্রান্সিসকোতে ফিরে এসে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগ দেন।

বর্তমানে তিনি ওয়াশিংটনের ভার্জিনিয়াতে বসবাস করছেন এবং শুরু করেছেন পেইন্টিংয়ের উপর একটি থ্রিলার লেখার কাজ।

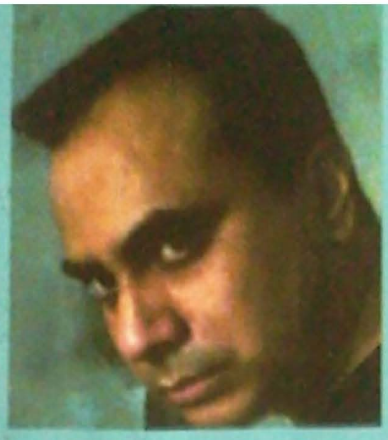

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর জন্ম ঢাকায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটে এক বছর পড়াশোনা করলেও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

সাড়া জাগানো উপন্যাস দ্য দা ভিঞ্চি কোড, লস্ট সিম্বল, গডফাদার, বর্ন আইডেন্টিটি, বর্ন আলটিমেটাম, দ্য ডে অব দি জ্যাকেল, দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্, রেড ড্রাগন, ডিসেপশন পয়েন্ট, আইকন, মোনালিসা, পেলিকান বৃফ, এ্যাবসলিউট পাওয়ার, ওডেসা ফাইল, ডগস অব ওয়ার, অ্যাভেঞ্জার, দান্তে ক্লাব, দ্য কনফেসর, স্লামডগ মিলিয়নেয়ার, দ্য গার্ল উইথ দি ড্রাগন টাট্টু এবং ফায়ারফক্সসহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন।

'প্রস্থানের পথ নেই' নামের মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি নাটকও লিখেছেন। এছাড়া মানিক বন্দ্যোপধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতি কথা'র নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি।

তার মৌলিক থৃলার *নেমেসিস* এবং *কন্ট্রাক্ট* প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।

তার পরবর্তী থৃলার উপন্যাস *কন্ট্রাক্ট-২*, *মেডুসা কানেকশান* এবং *ম্যাজিশিয়ান* শীঘ্রই প্রকাশ হবে।

e-mail:
naazims2006@yahoo.com
Facebook:
http://www.facebook.com/mohammad.n.uddin

ক্যাথারিন নেভিল-এর

দ্য এইট

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য এইট

মূল : ক্যাথারিন নেভিল

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Eight

copyright©2011 by Katherine Neville

অনুবাদস্বত্ব © ২০১১ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদ : দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট ৩য় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স : ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উপন্যাসের প্লটের কারণে অনুবাদের সময় দাবার ঘুঁটিগুলোর ইংরেজি নামই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে পাঠকের সুবিধার্থে নীচে ঘুঁটিগুলোর বাংলা নামগুলো দেয়া হলো :

কিং/রাজা

কুইন/মন্ত্রী

নাইট/ঘোড়া

বিশপ/হাতি

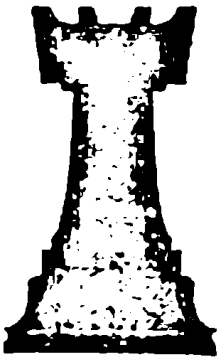

রুক/কিস্তি

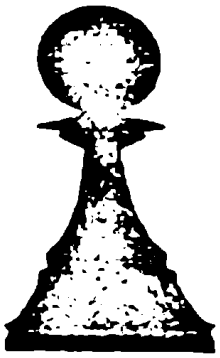

পন/সৈন্য

দাবা হলো জীবন।

–ববি ফিশার

জীবন এক ধরণের দাবা।

–বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

ডিফেন্স

দু'ধরণের চরিত্র আছে–একদল অন্বেষণপ্রিয় আরেকদল এর বিরুদ্ধে। যারা অন্বেষণপ্রিয় তারা অভাবনীয় কিছু লাভ করে; আর যারা এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তারা কাপুরুষ এবং খলনায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়।
এভাবে প্রতিটি সাধারণ মানুষই...দাবাখেলার সাদা-কালো ঘুঁটির মতো বিরুদ্ধ নৈতিকতার হয়ে থাকে।
–অ্যানাটমি অব ক্রিটিসিজম
নরথ্রোপ ফ্রাইয়ে

মন্তগ্নেইন অ্যাবি, ফ্রান্স
১৭৯০ সালের বসন্তকাল

একদল নান রাস্তা পার হচ্ছে, তাদের মাথার ঘোমটা গাংচিলের মতো উড়ছে প্রবল বাতাসে। শহরের বিশাল পাথুরে প্রবেশদ্বার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই তাদের পথ থেকে ভীতসন্ত্রস্ত মোরগ-মুরগি আর হাঁসের দল কাদার মধ্য দিয়ে যে যেদিকে পারলো সরে গেলো। প্রতি সকালে উপত্যকা ঢেকে দেয়া ঘন কুয়াশা ভেদ করে নিঃশব্দে চলে গেলো তারা। সামনে পাহাড়ের চূড়া থেকে যে ঘণ্টা ধ্বনি বাজছে নানের দলটি সেদিকেই এগিয়ে গেলো ধীরে ধীরে।

এই বসন্তকালকে তারা *প্রিম্পটেম্পস স্যাঙ্গলান্ট* বলে অভিহিত করছে, অর্থাৎ রক্তঝরা বসন্ত। পাহাড়ের চূড়া থেকে বরফ গলার অনেক আগেই এ বছর চেরি গাছে ফুল ধরে যায়। লাল টকটকে চেরির ভারে নাজুক ডালপালা মাটি ছুঁয়ে ফেলেছিলো। অনেকে বলছিলো, আগেভাগে চেরিফল আসা নাকি ভালো কিছু ঘটার লক্ষণ। দীর্ঘ আর অসহনীয় শীতের পরে পুণর্জন্মের একটি প্রতীক। কিন্তু তারপরই এলো সুতীব্র হিমশীতল বৃষ্টি, ডালে থাকা লাল চেরি ফল জমে বরফ হয়ে গেলো, অনেকটা ক্ষতস্থান থেকে বের হওয়া জমাটবাধা রক্তের মতো। এটাকেও আরেকটা ঘটনার অশনি সংকেত বলে ভাবা হলো তখন।

উপত্যকার উপরে মন্তগ্নেইন অ্যাবিটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দূর্গতুল্য স্থাপনাটি হাজার হাজার বছর ধরে রক্ষা পেয়ে গেছে বর্হিশক্তির হাত থেকে। পর পর ছয় স্তরের দেয়ালের উপর ভিত্তি করে এটা গড়ে উঠেছে। পুরনো পাথরের দেয়াল শত শত বছর পর ক্ষয়ে গেলে তার উপর নতুন দেয়াল তৈরি

করা হয়েছিলো। সেইসব দেয়াল ঠেকনা দেয়ার জন্যে বড় বড় পিলার নির্মাণ করা হয়। ফলে স্থাপনাটির যে দশা হয় সেটা অনেক গুজবের জন্ম দেয়। এই অ্যাবিটা ফ্রান্সের সবচাইতে পুরনো চার্চ যা একটি প্রাচীন অভিশাপ বহন করে যাচ্ছে আর সেই অভিশাপটি খুব শীঘ্রই জেগে উঠবে। বিশাল ঘণ্টা বাজছে, বাকি নানেরা একে অন্যের দিকে তাকালো, তারপর সারি সারি চেরিগাছের মাঝখান দিয়ে যে পথ চলে গেছে অ্যাবির দিকে সেটা ধরে এগোতে শুরু করলো তারা।

দীর্ঘ দলটির পেছনে আছে দু'জন শিক্ষানবীশ ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে, তারা হাতে হাত ধরে কর্দমাক্ত বুট জুতা পরে এগিয়ে যাচ্ছে। নানদের সুশৃঙ্খল সারিতে তারা দু'জন একেবারেই বেমানান। লম্বা, লালচুল, দীর্ঘ পদযুগল আর চওড়া কাঁধের মিরিয়েকে দেখে নান বলে মনে হয় না, মনে হয় কোনো কৃষককন্যা। নানের আলখেল্লার উপর বেশ ভারি একটা বুচার অ্যাপ্রোন পরে আছে সে, মাথায় যে টুপিটা পরেছে সেটার কানায় ঝুলছে লাল টকটকে লেস। তার পাশে থাকা ভ্যালেন্টাইন তার মতো লম্বা হলেও স্বাস্থ্য বেশ ভঙ্গুর। তার গায়ের চামড়া একেবারে ফ্যাকাশে সাদা, সেই ফ্যাকাশে রঙটা আরো বেশি প্রকট করে তুলেছে কাঁধ অবধি নেমে আসা ধবধবে সাদা চুল। মাথার টুপিটা সে আলখেল্লার পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। একান্ত অনিচ্ছায় মিরিয়ের পাশে পাশে হেটে যাচ্ছে, পায়ের বুট দিয়ে বার বার লাথি মারছে কাদায়।

অ্যাবির সবচাইতে অল্পবয়সী এই দুই নান একে অন্যের খালাতো বোন। তারা দু'জনেই খুব অল্প বয়স থেকে এতিম, ভয়ঙ্কর প্লেগ রোগের মহামারিতে ফ্রান্স যখন প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো তখন এদের বাপ-মা মারা যায়। তাদের বৃদ্ধ নানা কাউন্ট দ্য রেমি চার্চের হাতে এদেরকে তুলে দেন। তার মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া এস্টেটের সহায়-সম্পত্তির আয় থেকে এ দু'জনের ভরণপোষণের ব্যয় মেটানো হয়।

দু'জনের এই অভিন্ন প্রেক্ষাপট তাদেরকে একে অন্যের কাছ থেকে অবিচ্ছেদ্য করে রেখেছে। যৌবনের সীমাহীন উদ্দামতায় তারা পরাভূত। অ্যাবিসের কাছে বৃদ্ধ নানেরা প্রায়শই অভিযোগ করে, দিনকে দিন এই মেয়ে দুটোর আচার আচরণ মঠ জীবনের সাথে বেখাপ্পা হয়ে উঠছে। কিন্তু অ্যাবিস নিজে একজন মেয়েমানুষ হিসেবে ভালো করেই জানেন, যৌবনের উদ্দামতাকে ঝেটিয়ে বিদায় করার চেয়ে এর লাগাম টেনে ধরাই বেশি ভালো।

তবে এটাও ঠিক, অ্যাবিস এই দুই এতিম তরুণীর প্রতি কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট, তার যে রকম ব্যক্তিত্ব তাতে করে এরকম আচরনকে ব্যতিক্রমই বলা যায়। বুড়ি নানেরা আরেকটা কথা জেনে অবাক হবে যে, অ্যাবিস নিজেও তার যৌবনে এক তরুণীর সাথে এরকম উচ্ছ্বল বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু অনেক অনেক বছর আগেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, বর্তমানে তারা দু'জন প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধানে বসবাস করছে।

এখন, তার হাত ধরে অলসভঙ্গিতে হাটতে থাকা ভ্যালেন্টাইনকে আলস্য কতো বড় পাপ সে সম্পর্কে লেকচার দিয়ে যাচ্ছে মিরিয়ে।

"তুমি যদি এভাবে শ্লথ গতিতে হাটতে থাকো তাহলে রেভারেন্ড মাদার আমাদেরকে আবারো শাস্তি দেবেন," বললো সে।

ভ্যালেন্টাইন চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো। "বসন্তে সব ভরে উঠেছে," চিৎকার করে কথাটা বলেই দু'হাত শূন্যে দোলাতে লাগলো সে। এটা করতে গিয়ে আরেকটুর জন্যে কাছের গিরিখাদে পড়ে যেতে উদ্যত হলো অবশ্য তার বোন তাকে ধরে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। "বাইরের দুনিয়া যখন ফুলেফলে নতুন জীবনস্পন্দে ভরে উঠছে তখন আমরা কেন ঐ অ্যাবিতে দরজা জানালা বন্ধ করে থাকি?"

"কারণ আমরা নান," ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বললো মিরিয়ে। শক্ত করে ধরলো ভ্যালেন্টাইনের হাতটা। "আর আমাদের কাজ হলো মানুষের জন্য প্রার্থনা করা।" উপত্যকা থেকে যে উষ্ণ কুয়াশা উঠে আসছে তাতে মিশে আছে চেরি ফলের মিষ্টি ঘ্রাণ। মিরিয়ে এই ঘ্রাণকে আমলে না নেবার চেষ্টা করলো।

"আমরা এখনও নান হই নি, এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," বললো ভ্যালেন্টাইন। "শপথ নেবার আগপর্যন্ত আমরা কেবলই শিক্ষানবীশ। এ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি। আমি বুড়ি নানদেরকে ফিসফাস করে বলতে শুনেছি, ফ্রান্সে নাকি সৈন্যের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব মনাস্টেরির সম্পদ লুট করে নিচ্ছে তারা, পাদ্রীদেরকে হাত বেধে মার্চ করাচ্ছে প্যারিসের পথেঘাটে। হয়তো এখানেও কিছু সৈন্য চলে আসবে, তারা আমাকেও প্যারিসে মার্চ করাবে ওভাবে। প্রতিরাতে অপেরা দেখাতে নিয়ে যাবে আমায়, তারা আমার পায়ের জুতায় করে শ্যাম্পেইন পান করবে!"

"তুমি যেরকম ভাবছো সৈন্যেরা কিন্তু সব সময় ওরকম চার্মিং হয় না," মিরিয়ে বললো। "তাদের কাজ হলো মানুষ হত্যা করা, অপেরায় নিয়ে যাওয়া নয়।"

"সবাই ওরকম হয় না," ফিসফিস করে কণ্ঠটা নীচে নামিয়ে বললো ভ্যালেন্টাইন। তারা পর্বতের একেবারে শীর্ষে চলে এসেছে, এখানে পথ মোটেই ঢালু নয়, একদম সমতল। এই রাস্তাটি বেশ চওড়া, কাঁকর বিছানো পথ। বড় বড় শহরে যেমনটি দেখা যায়। পথের দু'ধারে বিশাল বিশাল সাইপ্রেস বৃক্ষ। চেরি আর অর্চাড গাছ ছাড়িয়ে বহু উপরে উঠে গেছে সেগুলো। দেখতে যেনো নিষ্প্রাণ দৈত্যের মতো লাগছে, অ্যাবিটাও দেখতে অদ্ভুত।

"আমি শুনেছি," বোনের কানে কানে ফিসফিস করে বললো ভ্যালেন্টাইন, "সৈন্যেরা নাকি নানদের সাথে ভয়ঙ্কর সব কাজ করে! কোনো সৈন্য যদি বনেবাদারে কোনো নানকে একা পেয়ে যায় তাহলে নাকি প্যান্ট খুলে কী একটা

জিনিস বের করে নানের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় কিছুক্ষণের জন্য, এরপরই নানের পেটে বাচ্চা এসে যায়!"

"কী জঘন্য কথা! এটা তো ব্লাসফেমি!" ভ্যালেন্টাইনের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে বললো মিরিয়ে, তার ঠোঁটে যে চাপা হাসি ফুটে উঠেছে সেটা আড়াল করার চেষ্টা করলো সে। "তোমার এরকম সাহসী কথাবার্তা নান হবার পক্ষে একদম বেমানান।"

"ঠিক বলেছো, এতোক্ষণ ধরে তো আমি এটাই বলে আসছিলাম," বললো ভ্যালেন্টাইন। "আমি জিশুর বউ হবার চেয়ে একজন সৈন্যের বউ হতেই বেশি আগ্রহী।"

অ্যাবির দিকে এগোতেই দুই বোনের চোখে পড়লো সারি সারি সাইপ্রেস বৃক্ষের মাধ্যমে তৈরি করা ক্রুসিফিক্সের আদলটা। কালচে কুয়াশা ভেদ করে তারা অ্যাবির প্রাঙ্গনে ঢুকে পড়লো। মূল ভবনের প্রবেশদ্বারের বিশাল কাঠের দরজার সামনে চলে এলো তারা, তখনও ঘণ্টা বেজে চলছে। যেনো ভারি ঘন কুয়াশ ভেদ করে মৃত্যুর বারতা পৌছে দেয়া হচ্ছে।

তারা দু'জনেই দরজার কাছে এসে পায়ের বুট জুতা থেকে কাদা মুছে নিয়ে বুকে ক্রুস আঁকলো দ্রুত। তারপর প্রবেশদ্বারের উপরে যে খোদাই করা লেখাটা আছে সেটার দিকে না তাকিয়েই ঢুকে পড়লো ভেতরে। তবে তারা দু'জনেই জানে সেই লেখাটা কী বলছে। এটা তাদের হৃদয়ে খোদাই করে লেখা হয়ে আছে যেনো :

এখানকার দেয়াল যারা মাটির সাথে গুড়িয়ে দেবে তারা অভিশপ্ত হবে
রাজা চেক হবে শুধুমাত্র ঈশ্বরের হাতে।

এই বাণীটার নীচে একটা নাম বড় বড় অক্ষরে খোদাই করা আছে, 'কারোলাস ম্যাগনাস।'

ইনি হলেন এই অ্যাবির স্থপতি, যারা এই স্থাপনা ধ্বংস করবে তাদের জন্যে সতর্কবার্তা এটি। প্রায় হাজার বছর আগে ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যের মহান অধিপতি ছিলেন তিনি, শার্লেমেইন নামেই যিনি সবার কাছে পরিচিত।

∞

অ্যাবির ভেতরকার দেয়ালগুলো কালো, শীতল আর আদ্র। একটু কান পাতলেই শোনা যাবে ভেতরের স্যাঙ্কটাম থেকে শিক্ষানবীশ নানেরা প্রার্থনা করছে। মিরিয়ে এবং ভ্যালেন্টাইন দ্রুত নানদের দলের সাথে ঢুকে পড়লো বেদীর পেছনে থাকা ছোট্ট দরজা দিয়ে, এখানে রেভারেন্ড মাদারের স্টাডিরুম অবস্থিত। বয়স্ক এক

নান সবার পেছনে থাকা দুই বোনের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন। ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো একসঙ্গে।

এভাবে অ্যাবির স্টাডিতে সবাইকে ডেকে আনাটা অদ্ভুতই বটে। খুব কম নানই এখানে ঢুকতে পারে, আর যারা ঢোকে তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি নেমে আসে। ভ্যালেন্টাইনকে বার কয়েক এই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। তবে একটু আগে অ্যাবির ঘণ্টাধ্বনি সব নানকে এখানে ডেকে এনেছে জমায়েতের উদ্দেশ্যে। রেভারেন্ড মাদারের স্টাডিতে তাদের সবাইকে নিশ্চয় একসাথে ডেকে আনা হয় নি?

কিন্তু ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে যখন নীচু ছাদের বিশাল কক্ষটাতে প্রবেশ করলো দেখতে পেলো অ্যাবির সব নানই সেখানে উপস্থিত–তাদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। অ্যাবিসের লেখার যে ডেস্কটা আছে সেটার সামনে কয়েক সারি কাঠের বেঞ্চ, নানেরা সবাই সেই বেঞ্চগুলোতে বসে আছে। এভাবে ডেকে আনার জন্যে নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কথা বলছে তারা। দুই বোন ভেতরে ঢুকতেই যেসব নান তাদের দিকে তাকালো তাদের মুখে ভীতি ছড়িয়ে আছে। তারা দু'বোন বসলো সবার শেষ বেঞ্চে। ভ্যালেন্টাইন শক্ত করে মিরিয়ের হাতটা ধরে রাখলো।

"এসবের মানে কি?" সে জানতে চাইলো ফিসফিস করে।

"আমার তো ভালো ঠেকছে না," জবাব দিলো মিরিয়ে। তার কণ্ঠ আরো নীচু। "রেভারেন্ড মাদারকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। তাছাড়া এখানে এমন দু'জন মহিলা আছে যাদেরকে আগে কখনও দেখি নি।"

কক্ষের শেষে অবস্থিত নিজের ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালেন জরাজীর্ণ পার্চমেন্ট কাগজের মতো দেখতে বৃদ্ধ আর ভগ্ন স্বাস্থ্যের রেভারেন্ড মাদার। অবশ্য নিজের কর্তৃত্বের ব্যাপারে তিনি সচেতন। সেজন্যেই ভাবভঙ্গিতে বেশ দৃঢ়তা বজায় রেখে চলেছেন। তার মধ্যে এমন শান্ত আর ধীরস্থির একটা ব্যাপার আছে যে, মনে হতে পারে অনেক বছর আগেই তিনি আত্মার শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। তবে আজ একটু উদ্বিগ্নতা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। এরকমটি কোনো নান কোনোদিন দেখে নি।

তার দু'পাশে বেশ দীর্ঘাঙ্গি আর শক্তসামর্থ্য দুই তরুণী আজরাইলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। একজনের কালো চুল, ফ্যাকাশে গায়ের রঙ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। অন্যজন দেখতে ঠিক মিরিয়ের মতো, ক্রিম রঙের গায়ের রঙ আর বাদামী রঙের চুল, মিরিয়ের চেয়ে কিছুটা গাঢ়। তারা দু'জন নান হলেও নানদের পোশাক পরে নেই। তারা পরে আছে সাধারণ কোনো ভ্রমণকারীদের পোশাক।

সব নান নিজেদের আসনে বসার পর দরজা বন্ধ করার আগপর্যন্ত অ্যাবিস

কিছু বললেন না। পুরো কক্ষটায় নীরবতা নেমে এলে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। তার কণ্ঠ শুনে ভ্যালেন্টাইনের কাছে সব সময়ই মনে হয় শুকনো পাতার খসখসানি।

"আমার কন্যারা," বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে বললেন অ্যাবিস। "প্রায় হাজার বছর ধরে এই পর্বতের উপর অর্ডার অব মন্তগ্রেইন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মানুষ আর ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত আছে। যদিও আমরা বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকি, তারপরেও বাইরের পৃথিবী যে অশান্ত হয়ে উঠছে সে খবর আমাদের অজানা নয়। দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি, আমাদের এই ছোট্ট নিভৃতস্থানে সেই অশান্তির প্রভাব পড়ছে। সেজন্যে এতোদিন ধরে আমরা যে নিরাপত্তা ভোগ করে আসছিলাম তাতে বিরাট পরিবর্তন হতে যাচ্ছে এখন। আমার দু'পাশে যে দু'জন মহিলাকে দেখতে পাচ্ছো তারা এরকম খবরই নিয়ে এসেছে। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি সিস্টার আলেক্সান্দ্রিয়ে ফর্বোয়াঁ"–কালো চুলের মহিলার দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করলেন তিনি–"এবং ম্যারি-শার্লোত্তে দ্য কোরদে, তারা দু'জনেই উত্তর প্রভিন্সের কায়েন-এর অ্যাবি-অ-ড্যাম থেকে এসেছে। ফ্রান্সের বিশাল অঞ্চল ঘুরে এসে আমাদেরকে সতর্ক করতে এসেছে তারা। সেজন্যে আমি তোমাদেরকে বলবো তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে। এটা আমাদের সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

অ্যাবিস নিজের আসনে বসতেই আলেক্সান্দ্রিয়ে নামের মহিলা গলা খাকারি দিয়ে মৃদু স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। তার নীচুস্বরের কথা শুনতে নানদের বেগ পেতে হলো তবে মহিলার শব্দচয়ন একেবারেই স্পষ্ট।

"আমার ধর্মবোনেরা, যে গল্পটা এখন বলবো সেটা দূর্বলচিত্তের কারোর জন্যে না শোনাই ভালো। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা মানুষকে রক্ষা করার আশা নিয়ে খৃস্টের কাছে এসেছে, আবার অনেকে এ দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ানোর জন্যে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। অনেকেই এসেছে নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে।" কথাটা বলেই মহিলা জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো ভ্যালেন্টাইনের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্যাকাশে মুখটা লাল হয়ে গেলো।

"তোমাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, আজ থেকে সেটা বদলে গেছে। আমি আর সিস্টার শার্লোত্তে সমগ্র ফ্রান্স ঘুরে প্যারিস হয়ে এখানে এসেছি। আমরা দেখেছি ক্ষুধা আর দুর্ভিক্ষ। এক টুকরো রুটির জন্যে লোকজন একে অন্যের সাথে পথেঘাটে মারামারি করছে। রক্তারক্তি ব্যাপার। মহিলারা পাত্রে করে কর্তিত মস্তক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে। ছোটো ছোটো বাচ্চারা পর্যন্ত খুনখারাবির হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। লোকজনকে রাস্তার মধ্যে ফেলে নির্যাতন করা হচ্ছে, হিংস্র দস্যুরদল তাদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে পৈশাচিক উল্লাসে..."

আলেক্সান্দ্রিয়েঁর কাছ থেকে এসব ভয়ঙ্কর গল্প শুনে নানরা আর চুপ থাকতে পারলো না।

মিরিয়ে ভাবলো ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত একজন নারী হিসেবে এরকম মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কোনোরকম করুণ অভিব্যক্তি প্রকাশ না করাটা অদ্ভুতই বটে। এটা ঠিক যে, বক্তার কণ্ঠে কোনোরকম কম্পন ছিলো না। ছিলো না কোনো আবেগের বর্হিপ্রকাশ। ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকালো মিরিয়ে, তার চোখ দুটোয় খুশির ঝিলিক উপচে পড়ছে। পুরো কক্ষটায় নীরবতা নেমে আসার আগপর্যন্ত আলেক্সান্দ্রিয়েঁ দ্য ফরবোয়াঁ চুপ করে রইলো।

"এখন এপ্রিল মাস। গত অক্টোবরে এক হিংস্র দস্যু রাজা আর রাণীকে অপহরণ করে ভার্সাই থেকে, তাদেরকে বাধ্য করা হয় প্যারিসের তুইলেরিতে ফিরে যেতে। সেখানে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। রাজা বাধ্য হয়ে সকল মানুষের সম অধিকারের দলিল 'মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে' স্বাক্ষর করেন। বর্তমানে কার্যত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিই দেশ চালাচ্ছে। রাজার কোনো ক্ষমতাই নেই। আমাদের দেশে যা হচ্ছে তা কোনো বিপ্লব নয়, এটা হলো অরাজকতা। অ্যাসেম্বলি জানতে পেরেছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোনো স্বর্ণ মজুদ নেই। রাজা পুরো দেশটাকে দেউলিয়া করে ফেলেছেন। প্যারিসের লোকজন বিশ্বাস করছে তিনি আর বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারবেন না।"

বেঞ্চে বসা নানেরা আৎকে উঠলো। শুরু হয়ে গেলো ফিসফিসানি। মিরিয়ে শক্ত করে ভ্যালেন্টাইনের হাতটা ধরে রাখলো। তাদের দু'জনের চোখ সামনে থাকা বক্তার দিকে নিবদ্ধ। এ কক্ষের মহিলারা কখনও এরকম কথা কানে শোনে নি। এসব কথা তাদের বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। নির্যাতন, অরাজকতা, রাজা-নিধন। এটা কিভাবে সম্ভব?

অ্যাবিস টেবিলের উপর হাত ঠুকে সবাইকে চুপ করতে নির্দেশ দিলে নানেরা চুপ মেরে গেলো। এবার আলেক্সান্দ্রিয়েঁ আসনে বসে পড়লে কেবল দাঁড়িয়ে রইলো সিস্টার শার্লোত্তে। তার কণ্ঠ খুবই দৃঢ় আর জোরালো।

"অ্যাসেম্বলিতে একটা শয়তান আছে। ক্ষমতার জন্যে সে লালায়িত, যদিও নিজেকে সে যাজকদের একজন বলেই দাবি করে থাকে। এই লোকটা হলো অঁতুয়াঁর বিশপ। রোমের চার্চ অবশ্য মনে করে লোকটা শয়তানের পুণর্জন্ম হওয়া পাপাত্মা। বলা হয়ে থাকে শয়তানের চিহ্ন হিসেবে পরিচিত অশ্বখুড় সদৃশ্য পা নিয়ে জন্মেছে লোকটা। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের রক্ত পান করে সে চিরযৌবন পাবার আশায়। ব্ল্যাক মাসের আয়োজন করে এই লোক। অক্টোবর মাসে এই বিশপ অ্যাসেম্বলিতে প্রস্তাব করে চার্চের সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসতে হবে। নভেম্বরের দুই তারিখে তার প্রস্তাবিত বিল অব সিজার অর্থাৎ 'সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিল' মহান রাষ্ট্রনায়ক মিরাবিউ কর্তৃক সমর্থিত হলে

অ্যাসেম্বলিতে পাস হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারির তেরো তারিখ থেকে এই অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। কোনো যাজক এর বিরোধীতা করলে তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হচ্ছে। ফেব্রুয়ারির ষোলো তারিখে অ্যাসেম্বলির সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছে অঁতুয়াঁর বিশপ। তাকে এখন কেউ থামাতে পারবে না।"

নানের দল চরম উত্তেজনা আর ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো। অনেকে প্রতিবাদও করলো এসব কথাবার্তার কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গেলো শার্লোত্তের দৃঢ় জোরালো কণ্ঠ।

"অধিগ্রহণ আইন পাস হবার অনেক আগেই অঁতুয়াঁর বিশপ ফ্রান্সের সমস্ত চার্চের সহায়-সম্পত্তি কোথায় কিভাবে আছে সেসবের একটি তালিকা তৈরি করে রেখেছিলো। যদিও বিলটাতে নির্দিষ্ট করে বলা আছে সর্বাগ্রে পতন ঘটাতে হবে যাজকদের, নানদেরকে এ ব্যাপারে রেহাই দেয়া হবে, কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি বিশপের কুনজর পড়েছে মন্তগ্নেইন অ্যাবির উপর। এজন্যেই আমরা আপনাদেরকে এসব জানাতে তড়িঘড়ি করে ছুটে এসেছি। মন্তগ্নেইনের সম্পদ কোনোভাবেই যেনো ঐ বদমাশটার হাতে না পড়ে।"

অ্যাবিস উঠে দাঁড়িয়ে শার্লোত্তের কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন সামনে বসা কালো আলখেল্লা পরা নানদের দিকে। তাদের মাথার স্কার্ফ একটু দুলে উঠলো একসঙ্গে। অ্যাবিসের ঠোঁটে দেখা গেলো মুচকি হাসি। দীর্ঘদিন তিনি এদের রাখালের ভূমিকা পালন করে এসেছেন, এরা তার ভেড়ারপাল। এখন যে কথাটা তিনি বলবেন সেটা বলার পর তাদের সাথে আর এই জীবনে তার দেখা হবে না। চিরজীবনের জন্যে বিদায় জানাতে হবে সবাইকে।

"এখন তোমরা নিশ্চয় পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেছো," বললেন অ্যাবিস। "অবশ্য এসব কথাবার্তা আমি কয়েক মাস আগেই জানতে পেরেছিলাম, তবে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তোমাদেরকে এ কথা বলে ঘাবড়ে দিতে চাই নি। আমার অনুরোধেই কায়েন-এর এই দুই সিস্টার আমাকে নিশ্চিত করেছে, আমার আশংকাই সত্যি।" নানের দল এবার মৃতলাশের মতো নিশ্চুপ হয়ে পড়লো। অ্যাবিসের কণ্ঠ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেলো না পুরো কক্ষে। "আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, হয়তো খুব শীঘ্রই ঈশ্বর আমাকে তার কাছে ডেকে নেবেন। এই কনভেন্টে প্রবেশ করার সময় আমি যে শপথ নিয়েছিলাম সেটা কেবল ঈশ্বরের প্রতি ছিলো না। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, এই কনভেন্টের অ্যাবিস হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার সময় আমাকে আরেকটা শপথ নিতে হয়েছিলো–একটা সিক্রেট রক্ষা করার শপথ। নিজের জীবন দিয়ে হলেও সেটা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। এখন সময় এসেছে সেই শপথ রক্ষা করার। তবে সেটা করার আগে আমি তোমাদের প্রত্যেককে সিক্রেটটার কিছু অংশ বলবো। সেইসাথে এও

বলবো তোমরা জীবন দিয়ে হলেও এটা গোপন রাখবে। আমার গল্পটা অনেক দীর্ঘ, আশা করি ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না কারোর। গল্পটা বলা শেষ হলে তোমরা প্রত্যেকেই জেনে যাবে কেন আমাদের এ কাজটা করতে হবে।"

অ্যাবিস একটু থেমে টেবিল থেকে পানির গ্লাস তুলে নিয়ে এক ঢোক পান করে নিলেন, তারপর বলতে শুরু করলেন আবার।

"আজ ১৭৯০ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের চার তারিখ। আমার গল্পটা অনেক অনেক বছর আগের এই এপ্রিলের চার তারিখেই শুরু হয়েছিলো। গল্পটা আমাকে পূর্বসূরীরা বলে গেছেন আমার অ্যাবিস হওয়ার প্রক্কালে, তাদেরকে আবার বলে গেছেন তাদের পূর্বসূরীরা। এভাবেই এটা চলে আসছে। এখন আমি তোমাদেরকে সেটা বলছি..."

অ্যাবিসের গল্প

৭৮২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের চার তারিখে আচেনের ওরিয়েন্টাল প্রাসাদে এক জমকালো উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মহান রাজা শার্লেমেইনের চল্লিশতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে। তিনি তার রাজ্যের সমস্ত গন্যমান্য আর জ্ঞানীদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সেন্ট্রাল রাজসভা আর পেঁচানো সিঁড়িতে রঙবেরঙের ফেস্টুন আর ফুলে সাজানো হয়। স্বর্ণ-রূপার লণ্ঠনের আলোতে বাদকের দল বাজনা বাজাতে ব্যস্ত। উপস্থিত সভাসদেরা বাহারি পোশাকে সজ্জিত। পাপেট শোয়েরও ব্যবস্থা ছিলো সেখানে। বন্য ভাল্লুক, সিংহ, জিরাফ আর খাঁচায় ভরে ঘুঘু আনা হয় রাজসভায়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজার জন্মদিন পালন করা হয় আনন্দমুখর পরিবেশে।

আসল উৎসবটি ছিলো রাজার জন্মদিনের দিন। সেদিন সকালে রাজা তার আঠারো জন সন্তানসন্ততি, রাণী আর সভাসদদের নিয়ে হাজির হন রাজসভায়। শার্লেমেইন বেশ লম্বা ছিলেন, অনেকটা অশ্বারোহী আর সাঁতারুদের মতো হালকাপাতলা গড়নের অধিকারী। তার গায়ে রঙ ছিলো রোদে পোড়া, চুল সোনালী রঙের, চমৎকার গোঁফও ছিলো মুখে। এ বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের যোগ্য রাজা আর মহান যোদ্ধার মতোই দেখাতো তাকে।

এই দিনটিতে রাজা বিশেষ এক আয়োজন রেখেছিলেন। রণকৌশলের একজন মাস্টার হিসেবে একটা খেলার প্রতি তার ছিলো প্রচণ্ড আসক্তি। যুদ্ধ আর রাজাদের খেলা হিসেবে সেটা পরিচিত, আর সেই খেলাটা হলো দাবা। নিজের চল্লিশতম জন্মদিনে তার রাজ্যের সবচাইতে সেরা দাবা খেলোয়াড়ের সাথে খেলার আয়োজন করেন তিনি। সেই খেলোয়াড়টি ছিলো গরিয়াঁ দি ফ্রাঙ্ক নামের এক সৈনিক।

চারপাশে ট্রাম্পেটের বাজনার সাথে সাথে গরিয়াঁ প্রবেশ করে রাজসভায়।

অ্যাক্রোবেটরা তার সামনে ডিগবাজি খেতে থাকে, মহিলারা তার পায়ের নীচে বিছিয়ে দেয় পাম গাছের পাতা আর গোলাপের পাপড়ি। গরিয়াঁ ছিলো বেশ শক্তসামর্থ, গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। বয়সে বেশ তরুণ। চোখ দুটো গভীর আর ধূসর বর্ণের। পশ্চিমাঞ্চলের সেনাবাহিনীতে ছিলো সে। রাজা যখন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ালেন তখন সেও হাটু মুড়ে রাজাকে সম্ভাষণ জানায়।

দাবার বোর্ডটি আটজন কৃষ্ণাঙ্গ মুর দাস কাঁধে করে বিশাল এক হলরুম থেকে নিয়ে আসে। এইসব দাস আর দাবাবোর্ডটি চার বছর আগে পিরেনিজ বাস্কদের সাথে যুদ্ধের সময় সাহায্য করার জন্যে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন স্পেনের বার্সেলোনার মুসলিম শাসক ইবনে আল আরাবি। তবে এরপর রাজার প্রাণপ্রিয় সৈনিক, চাসোয়াঁ দ্য রোল্যাঁ নাভায়ে'রের যুদ্ধে নিহত হবার পর থেকে অসুখি শার্লেমেইন আর দাবা খেলেন নি, এমনকি জনসম্মুখে দাবাবোর্ডটিও প্রদর্শন করা হয় নি।

রাজসভার বিশাল টেবিলের উপর দাবাবোর্ডটি এনে রাখার পর উপস্থিত সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। আরবিয় কারুশিল্পীরা এটা নির্মাণ করলেও দাবার ঘুঁটিগুলোতে ভারতীয় আর পারস্য ঐতিহ্য বহাল ছিলো। অনেকেই বিশ্বাস করে এই দাবা খেলাটি জিশুর জন্মেরও চারশ' বছর আগে ভারতের মাটিতে জন্ম নেয়। ভারতীয়দের কাছ থেকে পারস্যবাসীর কাছে খেলাটি প্রচলন হয়। আর আরবরা ৬৪০ খৃস্টাব্দে পারস্য জয় করলে তখন থেকে সেটা তাদের ঐতিহ্যে চলে আসে।

দাবাবোর্ডটি সোনা-রূপা দিয়ে তৈরি করা, প্রতিটি দিক এক মিটার করে দীর্ঘ। দাবার ঘুঁটিগুলো মূল্যবান ধাতুতে তৈরি, আর তাতে খচিত মহামূল্যবান হীরা-জহরত। পালিশ করা রত্নগুলোর একেকটার আকার মুরগীর ডিমের মতো। রাজসভার উজ্জ্বল বাতির আলোয় ঝিকিমিকি করছিলো সেগুলো। মনে হচ্ছিলো ওগুলো ভেতর থেকে আলো উদগীরিত করছে আর মোহাবিষ্ট করে রেখেছে উপস্থিত সবাইকে।

দাবার যে ঘুঁটিটাকে শাহ্ অর্থাৎ রাজা বলে সেটা লম্বায় পনেরো সেন্টিমিটার, মাথায় মুকুট পরিহিত এক রাজা হাতির পিঠে সওয়ার হওয়ার একটি চমৎকার ভাস্কর্যের আকৃতির। ফার্জ অর্থাৎ রাণী ঘুঁটিটি সিংহাসনে বসা মুকুট পরা রাণী। বিশপগুলো হাতির অবয়বের। নাইটগুলো উদ্দাম আরবিয় ঘোড়া। রুকগুলো পিঠে আসন বসানো উটের আকৃতি। পন অর্থাৎ সৈন্যগুলো সাত সেন্টিমিটার উচ্চতাবিশিষ্ট পদাতিক সৈন্য। তাদের চোখ আর তলোয়াড় থেকে ছোটো ছোটো জহরত চিক চিক করছে।

দু'পাশ থেকে শার্লেমেইন আর গরিয়াঁ দাবাবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর রাজা হাত তুলে এমন একটা কথা উচ্চারণ করলেন যা শুনে বিস্মিত

হলো উপস্থিত সভাসদেরা। তারা তাকে ভালো করেই চেনে, এরকম কথা বলার লোক তিনি নন।

"আমি একটা বাজি ধরতে চাই," অদ্ভুত কণ্ঠে বললেন তিনি। শার্ল জুয়া খেলার লোক ছিলেন না। সভাসদেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে শুরু করলো।

"আমার সৈনিক গরিয়াঁ যদি আমার সাথে জিতে যায় তাহলে আমি তাকে আমার রাজ্যের আচেন আর বাস্ক পিরেনিজ অঞ্চলটি দান করে দেবো, সেই সাথে তার বিয়ে দেবো আমার বড় মেয়ের সাথে। আর সে যদি হেরে যায় তাহলে ভোরবেলায় তার গর্দান কাটা হবে এই রাজসভায়।

পুরো রাজসভায় ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেলো। সবাই জানতো রাজা তার মেয়েদের এতোটাই ভালোবাসেন যে তিনি চান তারা যেনো তার জীবিত অবস্থায় বিয়ে না করে।

রাজার সবচাইতে প্রিয়বন্ধু বারগুন্ডির ডিউক এগিয়ে এসে রাজার একহাত ধরে তাকে একটু পাশে নিয়ে গেলেন। "এটা কি ধরণের বাজি?" নীচুকণ্ঠে বললেন তিনি। "আপনি দেখছি মাতাল আর অসভ্য-বর্বরদের মতো বাজির কথা বলছেন!"

শার্ল টেবিলে বসে পড়লেন। তাকে দেখে মনে হলো তিনি বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছেন। ডিউকও মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলো না। গরিয়াঁ নিজেও দ্বিধাগ্রস্ত। রাজা ডিউকের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর কোনো কথা না বলেই খেলা শুরু করে দিলেন। গরিয়াঁ বেছে নিলো সাদা ঘুঁটি। প্রথম চাল দিলেন রাজা। শুরু হয়ে গেলো খেলা।

সম্ভবত পরিস্থিতির উত্তেজনার কারণেও হতে পারে, তবে খেলাটা যতোই এগোতে লাগলো মনে হলো দু'জন খেলোয়াড় যেনো অদৃশ্য কোনো শক্তির প্রভাবে দাবার ঘুঁটি চাল দিচ্ছে, এক অদৃশ্য হাত যেনো ভেসে বেড়াচ্ছে বোর্ডের উপরে। একটা সময় এমনও মনে হলো দাবার ঘুঁটিগুলো যেনো নিজে থেকেই জায়গা বদল করছে। খেলোয়াড় দু'জন নিশ্চুপ আর ফ্যাকাশে হয়ে বসে রইলো, হতভম্ব হয়ে পড়লো সভাসদেরা।

এক ঘণ্টা খেলা চলার পর বারগুন্ডির ডিউক লক্ষ্য করলেন রাজা অদ্ভুত আচরণ করছেন। তার ভুরু কুচকে আছে, দেখে মনে হচ্ছে একেবারেই উদভ্রান্ত। গরিয়াঁ নিজেও এক ধরণের অস্থিরতার মধ্যে আছে। চালচলনে অযথাই এক ধরণের অস্থিরতা আর কাঁপাকাঁপি দেখা গেলো। তার কপাল বেয়ে শীতল ঘাম ঝরে পড়ছে। দু'জন খেলোয়াড়ের চোখই দাবাবোর্ডে নিবদ্ধ, যেনো তারা অন্য দিকে তাকাতে পারছে না।

আচমকা চিৎকার করে রাজা উঠে দাঁড়ালেন, দাবাবোর্ডের ঘুঁটি ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন মেঝেতে। বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা সভাসদেরা রাজাকে পথ করে

দেয়ার জন্যে একটু সরে গেলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজের মাথার চুল হাত দিয়ে খামচে ধরে উন্মাদ কোনো পশুর মতো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চলে গেলেন তিনি। গরিয়াঁ আর বারগুন্ডির ডিউক রাজার কাছে ছুটে যেতেই তিনি ধাক্কা মেরে তাদের দু'জনকে সরিয়ে দিলেন। ছয়জন সভাসদ ছুটে এসে রাজাকে নিবৃত্ত করলো অবশেষে। রাজা ধাতস্থ হবার পর এমনভাবে মুখ তুলে তাকালেন যেনো এইমাত্র লম্বা একটা ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন।

"মাই লর্ড," নরম কণ্ঠে বললো গরিয়াঁ। মেঝে থেকে দাবার ঘুঁটিগুলো তুলে রাজার হাতে দিলো সে। "আমাদেরকে খেলা বাতিল করতে হবে মনে হচ্ছে। কোন্ ঘুঁটি কোথায় ছিলো সেটা তো আমার মনে নেই। আমি এই দাবার বোর্ডটাকে ভয় পাচ্ছি। আমার বিশ্বাস এটার মধ্যে অশুভ শক্তি আছে, এজন্যেই আপনি আমার জীবন নিয়ে এমন বাজি ধরতে বাধ্য হয়েছেন।"

শার্লেমেইন একটা চেয়ারে আরাম করে বসলেন, এক হাত কপালে রাখলেও কিছু বললেন না।

"গরিয়াঁ," সতকর্তার সাথে বললেন বারগুন্ডির ডিউক, "তুমি ভালো করেই জানো আমাদের রাজা এ ধরণের কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না। উনার কাছে এগুলো প্যাগান আর বর্বরদের চিন্তাভাবনা। জাদুটোনা আর ভাগ্যগণনা এই রাজসভায় তিনিই নিষিদ্ধ করেছেন–"

কথার মাঝখানে শার্লেমেইন মুখ খুললেও তার কণ্ঠ ভঙ্গুর আর ক্লান্ত শোনালো। "আমার নিজের সৈনিকেরাই যেখানে এসব জাদুটোনায় বিশ্বাস করে সেখানে আমি কি করে খৃস্টিয় আলোকবর্তিকা ইউরোপে ছড়িয়ে দেবো?"

"প্রাচীনকাল হতেই এই জাদু আরব থেকে শুরু করে সমগ্র প্রাচ্যে চর্চা করা হচ্ছে," বললো গরিয়াঁ। "না আমি এসবে বিশ্বাস করি, না আমি নিজে এগুলো বুঝি। কিন্তু–" গরিয়াঁ হাটু মুড়ে রাজার মুখের দিকে তাকালো। "–আপনি নিজে এটা অনুভব করেছেন।"

"আমাকে যেনো আগুনের হলকা গিলে ফেলেছিলো," শার্লেমেইন স্বীকার করলেন। "আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করছে। আমি আসলে বোঝাতে পারবো না ব্যাপারটা।"

"কিন্তু স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যে যা কিছু ঘটে তার একটা কারণ থাকে," গরিয়াঁর পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো দাবাবোর্ড বয়ে আনা আটজন কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসদের একজনকে। মাথা নেড়ে কৃতদাসকে কথা বলতে ইশারা করলেন রাজা।

"আমাদের দেশে এক ধরণের লোক আছে, যাদেরকে আমরা *বাদাওয়ি* বলে ডাকি, মানে মরুভূমির বেদুইন। ঐসব লোকের মধ্যে রক্ত নিয়ে বাজি ধরাটাকে

সবচাইতে সম্মানের বলে মনে করা হয়। বলা হয়ে থাকে একমাত্র রক্ত-বাজিই মানবমনের কালো পর্দা 'হাব' দূর করতে পারে। জিব্রাইল ফেরেশতা এই কালো পর্দাই মুহাম্মদের বুক থেকে অপসারিত করেছিলো। মহামান্য রাজা দাবা খেলায় একজন মানুষের জীবন নিয়ে রক্ত-বাজি ধরেছেন, এটা ন্যায়বিচারের সর্বোত্তম প্রকাশ। মুহাম্মদ বলেছেন, 'কোনো সাম্রাজ্য কুফরি, নাস্তিকতা সহ্য করতে পারে কিন্তু জুলুম সহ্য করতে পারে না। এটা হলো অবিচার।' "

"জীবন নিয়ে বাজি ধরাটা সব সময়ই শয়তানি কাজ," শার্লেমেইন বললেন। গরিয়াঁ এবং বারগুন্ডির ডিউক অবাক হয়ে তাকালো রাজার দিকে। তিনি নিজেই তো একটু আগে এ কাজ করেছেন, করেন নি?

"না!" কৃতদাস দৃঢ়তার সাথে বললো। "রক্ত-বাজির মাধ্যমেই বেহেস্ত লাভ করা সম্ভব। কেউ যদি শতরঞ্জ নিয়ে এরকম বাজি ধরে তাহলে শতরঞ্জ নিজেই 'সার' বাস্তবায়ন করে!"

"দাবাকে এইসব আরবিয় কৃতদাস শতরঞ্জ বলে, মাই লর্ড," গরিয়াঁ বললো।

"আর 'সার'?" শার্লেমেইন জানতে চাইলেন। আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে ঘিরে থাকা সবার দিকে তাকালেন তিনি।

"এটা হলো প্রতিশোধ," নির্বিকারভাবে জবাব দিলো কৃতদাস। রাজাকে কুর্ণিশ করে পিছু হটলো সে।

"আমরা আবারো খেলবো," রাজা ঘোষণা দিলেন। "এবার কোনো বাজি ধরে খেলা হবে না। শুধুমাত্র খেলার প্রতি ভালোবাসা থেকে খেলবো। বর্বর আর ছেলেমানুষের মতো কোনো কুসংস্কারে বশবর্তী হয়ে খেলা হবে না।" সভাসদেরা পুণরায় দাবাবোর্ডে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করলো। এক ধরণের স্বস্তি নেমে এলো পুরো কক্ষে। বারগুন্ডির ডিউকের দিকে ফিরে তার হাতটা ধরলেন রাজা।

"আমি কি সত্যি ওরকম কোনো বাজি ধরেছিলাম?" আস্তে করে বললেন তিনি।

অবাক হলেন ডিউক। "হ্যা, মাই লর্ড। আপনি কি মনে করতে পারছেন না?"

"না," বিষন্ন কণ্ঠে জবাব দিলেন রাজা।

শার্লেমেইন আর গরিয়াঁ আবারো খেলতে বসলো। অসাধারণ এক যুদ্ধের পর বিজয়ী হলো গরিয়াঁ। রাজা বাস্ক-পিরেনিজের মন্তগ্নেইন রাজ্যটির মালিকানা দিয়ে গরিয়াঁ দ্য মন্তগ্নেইন উপাধিতে ভূষিত করলেন তাকে। দাবা খেলায় গরিয়াঁর অসাধারণ দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে তার সদ্য অর্জিত রাজ্য সুরক্ষিত করার জন্য একটি দূর্গ নির্মাণ করতে বললেন। অনেক বছর পর গরিয়াঁর কাছে রাজা মহামূল্যবান একটি উপহার পাঠান। যে দাবাবোর্ডে তারা বিখ্যাত খেলাটি

খেলেছিলো সেটি দিয়ে দেয়া হয় গরিয়াঁকে। এরপর থেকে এটাকে মন্তগ্লেইন সার্ভিস নামে ডাকা হতে থাকে।"

∞

"এই হলো মন্তগ্লেইন অ্যাবির গল্প," নিজের গল্পটা শেষ করে অ্যাবিস বললেন। নিশ্চুপ বসে থাকা নানদের দিকে তাকালেন তিনি। "অনেক বছর পর গরিয়াঁ দ্য মন্তগ্লেইন যখন মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলো তখন সে দূর্গসহ পুরো সম্পত্তিটা চার্চকে দান করে দেয়। এরফলে দূর্গটি হয়ে ওঠে একটি অ্যাবি, যা এখন আমরা ব্যবহার করছি। সেইসাথে চার্চের কাছে চলে আসে মন্তগ্লেইন সার্ভিস নামে পরিচিত দাবাবোর্ডটি।"

একটু থামলেন অ্যাবিস, যেনো এরপরের কথাগুলো কিভাবে বলবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না। অবশেষে বলতে আরম্ভ করলেন তিনি।

"তবে গরিয়াঁ সব সময়ই বিশ্বাস করতো এই মন্তগ্লেইন সার্ভিসটায় রয়েছে ভয়ঙ্কর এক অভিশাপ। দাবাবোর্ডটি তার হাতে আসার অনেক আগে থেকেই গুজব শুনেছিলো এটাতে নাকি শয়তানের আছর আছে। বলা হয়ে থাকে, চ্যারিয়ট নামের শার্লেমেইনের এক ভাতিজা এই দাবাবোর্ডে খেলার সময় নিহত হয়েছিলো। এই দাবাবোর্ডে খেলার সময় নাকি অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে–যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রক্তপাতের মতো ভয়ঙ্কর সব ঘটনা।

"বার্সেলোনা থেকে শার্লেমেইনের কাছে এই দাবাবোর্ডটি যে আটজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস বয়ে নিয়ে এসেছিলো তারা অনেক অনুনয় করেছিলো মন্তগ্লেইনে ওটা স্থানান্তরের সময় যেনো তাদেরকেও ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজা তাই করেছিলেন। কিন্তু গরিয়াঁ কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারলো রাতের বেলায় দূর্গে রহস্যময় আচার পালন করা হয়। আর কাজটি করে ঐসব কৃতদাসেরা। গরিয়াঁ তার উপহারটি নিয়ে ভয় পেতে শুরু করলো, যেনো এটা শয়তানের কোনো হাতিয়ার। দূর্গের ভেতরে সার্ভিসটাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দিলো সে। শার্লেমেইনকে অনুরোধ করলো দেয়ালে যেনো একটা অভিশাপ বাণী লিখে রাখা হয় যাতে করে জিনিসটা কেউ সরাতে না পারে। রাজার কাছে অনুরোধটি হাস্যকর শোনালেও তিনি গরিয়াঁর কথামতো কাজ করলেন। এভাবেই আমাদের অ্যাবির দরজার উপরে যে বাণীটা আছে সেটা আমরা পেয়ে যাই।"

অ্যাবিস থেমে গেলে তাকে দেখে মনে হলো অনেক বেশি ক্লান্ত আর ফ্যাকাশে, নিজের চেয়ারে বসতে গেলে আলেক্সান্দ্রিয়েঁ উঠে তাকে সাহায্য করলেন।

"মন্তগ্লেইন সার্ভিসের কি হবে, রেভারেন্ড মাদার?" সামনের বেঞ্চে বসা এক বৃদ্ধ নান জানতে চাইলো।

অ্যাবিস হেসে ফেললেন। "আমি তোমাদেরকে ইতিমধ্যেই বলেছি এই

অ্যাবিতে থাকলে বিরাট বিপদে পড়তে হবে। ফ্রান্সের সৈন্যেরা চার্চের সম্পত্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। আমি তো বলেছিই, এখানে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে মহামূল্যবান একটি জিনিস, সম্ভবত সেই জিনিসটা অশুভশক্তিও হতে পারে। এখানে অ্যাবিস হিসেবে ঢোকার সময় আমাকে জানানো হয়েছিলো ঠিক কোথায় দাবার প্রতিটি অংশ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এখন শুধুমাত্র আমিই এই সিক্রেটটা জানি। আমাদের মিশন হলো শয়তানের অস্ত্রটা যথা সম্ভব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া যাতে করে পুরো জিনিসটা কখনও ক্ষমতালোভী কারোর হস্তগত না হয়। এই জিনিসটার রয়েছে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা, প্রকৃতির নিয়মকানুন এর কাছে অসহায়।

"তবে এই জিনিসগুলো ধ্বংস করার মতো সময় যদি আমাদের হাতে থাকেও তারপরেও আমি সে কাজ করবো না। এরকম মহাক্ষমতাধর জিনিস ভালো কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। এজন্যে আমাকে শুধু মন্তগ্নেইন সার্ভিসের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যে শপথ করানো হয় নি, একে রক্ষা করার শপথও করানো হয়েছিলো। সম্ভবত, ইতিহাসের কোনো এক সময়, যদি সব কিছু অনুকূলে থাকে, আমরা এর সবগুলো অংশ একত্রিত করে এর রহস্য উন্মোচন করবো।"

∞

যদিও অ্যাবিস জানতেন মাটির নীচে ঠিক কোথায় মন্তগ্নেইন সার্ভিসের বিভিন্ন অংশ লুকিয়ে রাখা হয়েছে তারপরও সব নানেরা মিলে সবগুলো অংশ মাটি খুড়ে বের করে ধুয়েমুছে সাফ করতে দুই সপ্তাহ লেগে গেলো। মেঝের পাথর থেকে বোর্ডটা সরাতে প্রয়োজন হলো চারজন নানের। প্রতিটি দাবাবোর্ডের বর্গের নীচে সিম্বল আঁকা। বিশাল ধাতব বাক্সে রাখা হলো একটা কাপড়। তারপর বাক্সের এককোণে মোম দিয়ে সীলগালা করা হলো যাতে করে ছত্রাক কিংবা আদ্রতায় নষ্ট না হয়ে যায়। কাপড়টা মিডনাইট ব্লু রঙের ভেলভেট, স্বর্ণের এম্ব্রয়ডারি করে রাশিচক্রের প্রতীক আঁকা আছে তাতে। কাপড়টার মাঝখানে সাপের আকৃতিতে দুটো পেঁচানো বৃত্ত অঙ্কিত থাকলো যা দেখতে অনেকটা ইংরেজি **8** সংখ্যার মতো। অ্যাবিস বিশ্বাস করলেন এই কাপড়ে মোড়ানো থাকলে মন্তগ্নেইন সার্ভিস পরিবহনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে অ্যাবিস সব নানকে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। প্রত্যেক নানকে একান্তে ডেকে নির্দেশ দিতে শুরু করলেন ঠিক কোথায় তাকে পাঠানো হবে যাতে করে অন্যের অবস্থান কারো পক্ষে জানা না যায়। এরফলে প্রত্যেকের ঝুঁকিও অনেকটা কমে আসবে। মন্তগ্নেইন সার্ভিসের অল্প সংখ্যক অংশ যখন বাকি তখন নানদের সংখ্যা তারচেয়ে বেশি রয়ে গেলো

অ্যাবিতে, কিন্তু অ্যাবিস ছাড়া আর কেউ জানতো না কোন্ কোন্ নান সার্ভিসের অংশ বহন করবে আর কারা তা করবে না।

ভ্যালেন্টাইন এবং মিরিয়েকে অ্যাবিস তার স্টাডিতে ডেকে পাঠালেন। তারা কক্ষে ঢুকে দেখলো বিশাল ডেস্কে বসে আছেন তিনি। তাদেরকে সামনের চেয়ারে বসার আদেশ করলেন অ্যাবিস। ডেস্কের উপর মন্তগ্লেইন সার্ভিসের কয়েকটি অংশ নীল ভেলভেট কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় আছে। কলমটা ডেস্কের উপর রেখে অ্যাবিস তাকালেন তাদের দিকে। মিরিয়ে আর ভ্যালেন্টাইন একে অন্যের হাত ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছে।

"রেভারেন্ড মাদার," ভ্যালেন্টাইন মুখ ফস্কে বলে ফেললো। "আম চাই আপনি জানুন, আমি আপনাকে খুব মিস্ করবো। আমি বুঝতে পারছি আমি আপনার কাঁধে বিরাট বোঝা হয়ে ছিলাম এতো দিন। আমি একজন ভালো নান হতে পারলে আর আপনার জন্যে কম সমস্যা তৈরি করতে পারলে ভালো হতো–"

"ভ্যালেন্টাইন," মিরিয়ে কনুই দিয়ে গুতো মেরে ভ্যালেন্টাইনকে চুপ করতে বললে অ্যাবিস মুচকি হেসে বললেন, "তুমি আসলে কি বলতে চাচ্ছো? তুমি আসলে ভয় পাচ্ছো তোমার খালাতো বোন মিরিয়ে থেকে আলাদা হয়ে যাবার–এই বিলম্ব উপলব্ধির উদ্রেক কি সেজন্যে হয়েছে?" ভ্যালেন্টাইন বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। অবাক হয়ে ভাবলো অ্যাবিস কি করে তার মনের কথা পড়ে ফেলতে পারলেন।

"এ নিয়ে আমিও চিন্তিত," বলতে লাগলেন অ্যাবিস। মিরিয়ের কাছে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন তিনি। "এখানে তোমার তত্ত্বাবধান যিনি করবেন সেই গার্জিয়ানের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। এর নীচে লেখা আছে তোমাদের দু'জনের ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশনা।"

"আমাদের দু'জনের!" ভ্যালেন্টাইন অনেকটা চিৎকার করে বললো। পারলে নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। "ওহ্, রেভারেন্ড মাদার, আপনি আমার কাঙ্খিত ইচ্ছেটা পূরণ করলেন!"

অ্যাবিস হেসে ফেললেন। "আমি ভালো করেই জানি তোমাদের দু'জনকে যদি একত্রে না পাঠাই তাহলে তোমরা আমার কথার অবাধ্য হয়ে আমার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়ে একত্রিত হয়ে যাবে কোনো না কোনোভাবে। তাছাড়া তোমাদের দু'জনকে একত্রে পাঠানোর অন্য আরেকটা কারণও আছে। ভালো করে শোনো। এই অ্যাবির প্রত্যেক নানের জন্যেই টাকাপয়সা আসে। যেসব নানদেরকে তাদের পরিবার পুণরায় ফিরিয়ে নিয়েছে তারা চলে গেছে নিজেদের বাড়িতে। কিছু কিছু নানকে তাদের দূরসম্পর্কিয় আত্মীয়স্বজন আশ্রয় দিয়েছে। তারা যদি অ্যাবিতে ভরণপোষনের জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে আসে আমি

সেসব টাকা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো তাদের ভালোমতো থাকাখাওয়ার জন্য। আর যদি কোনো তহবিল না পাওয়া যায় তাহলে অন্য কোনো দেশে ভালো কোনো অ্যাবিতে ঐসব তরুণীদের পাঠিয়ে দেবো। আশা করি সেখানে তারা নিরাপদেই থাকবে। আমার সব মেয়েদের নিরাপদ ভ্রমণ আর বেঁচে থাকার জন্যে যা যা করা দরকার আমি তা করবো।" অ্যাবি তার হাত দুটো ভঁজ করে আবার বলতে লাগলেন। "তবে অনেক দিক থেকেই তোমরা দু'জন বেশ ভাগ্যবতী, ভ্যালেন্টাইন। তোমার নানা তোমার জন্য বিশাল পরিমাণের সম্পদ রেখে গেছেন। তা থেকে বছরে যে আয় হয় সেই টাকা দিয়ে আমি তোমার এবং তোমার বোন মিরিয়ের ভরণপোষণ করি। আর যেহেতু তোমাদের কোনো পরিবার-পরিজন নেই তাই তোমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন গডফাদার আছেন। তিনিই তোমাদের সব কিছু দেখভাল করবেন। এই কাজ করতে তিনি রাজি হয়েছেন। আমার কাছে তার লিখিত সম্মতিপত্র রয়েছে। আর এটাই আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।"

অ্যাবিস যখন গডফাদারের কথা উল্লেখ করছিলেন তখন মিরিয়ে তাকিয়েছিলো ভ্যালেন্টাইনের দিকে, এখন সে হাতে ধরা কাগজটার দিকে তাকালো। সেখানে অ্যাবিস গোটা গোটা অক্ষরে লিখে রেখেছেন : 'এম জ্যাক-লুই ডেভিড, চিত্রকর,' এর নীচে প্যারিসের একটি ঠিকানা। ভ্যালেন্টাইনের যে একজন গডফাদার আছে এ কথা সে জানতো না।

"আমি বুঝতে পারছি," অ্যাবিস আবার বলতে শুরু করলেন, "সবাই যখন জানবে আমি অ্যাবিটা বন্ধ করে দিয়েছি তখন ফ্রান্সে অনেকেই বেজায় নাখোশ হবে। আমাদের অনেকেই তখন বিপদে পড়ে যাবে, বিশেষ করে অঁতুয়াঁর বিশপের মতোন লোকজনের কাছ থেকে। তিনি জানতে চাইবেন এখান থেকে আমরা কি কি জিনিস সরিয়েছি। বুঝতেই পারছো, আমাদের কর্মকাণ্ডের খবর পুরোপুরি গোপন রাখা কিংবা আড়াল করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু নানকে হয়তো খুঁজে বের করাও হবে। তাদের জন্যে হয়তো দেশ ছেড়ে পালানোরও প্রয়োজন পড়তে পারে। সেজন্যে আমি আমাদের মধ্য থেকে আটজনকে বেছে নিয়েছি, তাদের প্রত্যেকের কাছে সার্ভিসের কয়েকটি অংশ থাকবে তবে তারা সেইসাথে সম্মিলিতভাবে আরেকটা কাজও করবে, কেউ যদি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় তখন তার রেখে যাওয়া অংশটা কোথায় আছে সেটা তারা জানবে। অথবা কোথায় সেটা রাখা আছে সেটা খুঁজে বের করার ব্যাপারটা জানবে। ভ্যালেন্টাইন, তুমি এই আটজনের একজন।"

"আমি!" বললো ভ্যালেন্টাইন। ঢোক গিললো সে। তার গলা আচমকা শুকিয়ে গেলো। "কিন্তু রেভারেন্ড মাদার, আমি...মানে আমি চাই না..."

"তুমি বলতে চাচ্ছো এই গুরুদায়িত্ব নিতে তুমি অপারগ," মুচকি হেসে

বললেন অ্যাবিস। "আমি এ ব্যাপারে অবগত আছি। এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আমি তোমার নম্রভদ্র খালাতো বোনের উপর নির্ভরশীল।" মিরিয়ের দিকে তাকালেন তিনি। মাথা নেড়ে সায় জানালো সে। "আমি যে আটজনকে বাছাই করেছি তাদের শুধু এ কাজ করার সক্ষমতাই আছে তা নয়, বরং তাদের কৌশলগত অবস্থানও এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। তোমার গডফাদার এম. ডেভিড থাকেন প্যারিসে, ফ্রান্সের দাবাবোর্ডের একেবারে কেন্দ্রে। একজন বিখ্যাত চিত্রকর তিনি, ফ্রান্সের উপরমহলে তাকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। তিনি অ্যাসেম্বলির একজন সদস্যও বটে। ভদ্রলোক বিপ্লবীদের সমর্থক হিসেবেও পরিচিত। প্রয়োজন পড়লে তিনি তোমাদের দু'জনকে রক্ষা করতে পারবেন। তোমাদের ভরণপোষণের জন্যে তাকে আমি উপযুক্ত খরচাপাতিও দেবো।"

অ্যাবিস তার সামনে বসা দুই তরুণীর দিকে তাকালেন। "এটা কোনো অনুরোধ নয়, ভ্যালেন্টাইন," দৃঢ়তার সাথে বললেন তিনি। "তোমার বোনেরা হয়তো বিপদে পড়তে পারে, তুমি তাদেরকে রক্ষা করার মতো অবস্থানে আছো। আমি তোমার নাম আর ঠিকানা এমন কিছু লোকের কাছে দিয়েছি যারা এরইমধ্যে নিজেদের বাড়ি ছেড়েছে। তুমি প্যারিসে যাবে, আমি যা বললাম ঠিক তাই করবে। তোমার বয়স পনেরো, তুমি ভালো করেই জানো জীবনে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার থাকে যা তাৎক্ষনিক চাওয়া-পাওয়া থেকে অনেক অনেক বেশি জরুরি।" অ্যাবিসের কণ্ঠটা রুক্ষ হতেই আবার নরম হয়ে গেলো। ভ্যালেন্টাইনের সাথে কথা বলার সময় এরকমটিই হয়ে থাকে সব সময়। "তাছাড়া শাস্তি হিসেবে প্যারিস জায়গাটা মোটেও খারাপ না," তিনি আরো বললেন।

অ্যাবিসের দিকে চেয়ে হেসে ফেললো ভ্যালেন্টাইন। "হুম, রেভারেন্ড মাদার," সে একমত পোষণ করে বললো। "ওখানে অপেরা আছে, বেশ পার্টি হয়, মেয়েরা সুন্দর সুন্দর গাউন পরে–" মিরিয়ে আবারো ভ্যালেন্টাইনের পাঁজরে কঁনুই দিয়ে গুতো মারলো এ সময়। "মানে আমি আন্তরিকভাবে রেভারেন্ড মাদারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার একজন সেবিকাকে এরকম জায়গায় পাঠানোর জন্য।" এ কথা শুনে অ্যাবিস এমন অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লেন যা তিনি অনেক যুগ ধরে করেন নি।

"খুব ভালো, ভ্যালেন্টাইন। তোমরা দু'জন এখন সব কিছু গোছগাছ করতে শুরু করে দাও। আগামীকাল ভোরে তোমরা রওনা দেবে। ঘুম থেকে উঠতে দেরি কোরো না।" উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্ক থেকে ভারি দুটো দাবার ঘুঁটি তুলে তাদের দু'জনের হাতে দিয়ে দিলেন তিনি।

ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে অ্যাবিসের হাতের আঙটিতে চুমু খেয়ে জিনিস

দুটো সযত্নে তুলে নিয়ে দরজার দিকে চলে গেলো। স্টাডি থেকে বের হবার ঠিক আগে মিরিয়ে পেছন ফিরে এই প্রথম মুখ খুললো।

"আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি, মাদার?" বললো সে। "আপনি কোথায় যাবেন? আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আমরা আপনার কথা মনে করবো, আপনার জন্যে প্রার্থনা করবো।"

"আমি এমন একটা ভ্রমনে যাচ্ছি যা বিগত চল্লিশ বছর ধরে মনে মনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে গেছি," অ্যাবিস জবাব দিলেন। "আমার এমন একজন বান্ধবি আছে যার সাথে আমার সেই শৈশব থেকে কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই। অনেক দিন আগের কথা–ভ্যালেন্টাইনকে দেখলে আমার সেই বান্ধবির কথা মনে পড়ে যায়। খুবই প্রাণবন্ত আর উচ্ছ্বল এক মেয়ে ছিলো সে..." অ্যাবিস একটু থামলেন। মিরিয়ে অবাক হলো অ্যাবিসের মুখ থেকে এরকম কথা শুনে।

"আপনার সেই বান্ধবি কি ফ্রান্সে থাকে, মাদার?" সে জানতে চাইলো।

"না," জবাব দিলো অ্যাবিস। "সে থাকে রাশিয়ায়।"

∞

পরদিন খুব ভোরে, প্রায় অন্ধকারেই দুই তরুণী ভ্রমণের পোশাক পরে মন্তগ্নেইন অ্যাবি ছেড়ে একটা খড়ভর্তি ঘোড়াগাড়িতে গিয়ে উঠলো। বিশাল দরজা দিয়ে ঘোড়াগাড়িটা বের হয়ে পাহাড়ের ঢালুপথ বেয়ে নামতে শুরু করলো আস্তে আস্তে। দূরের উপত্যকায় পৌছালে হালকা কুয়াশায় তাদের গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে গেলো।

তারা দু'জনেই ভয়ার্ত, নিজেদেরকে চাদরে মুড়িয়ে রেখেছে। অবশ্য ঈশ্বরের কাজে অবতীর্ণ হয়েছে বলে ধন্যবাদ জানালো মনে মনে।

কিন্তু ঢালু পাহাড় বেয়ে তাদের ঘোড়াগাড়িটাকে নেমে যেতে দেখছে যে লোক সে কোনো ঈশ্বর নয়। অ্যাবির উপরে, বরফ ঢাকা পর্বতশীর্ষে ধবধবে সাদা ঘোড়ার উপর বসে আছে সে। ঘন কুয়াশায় ঘোড়াগাড়িটা চোখের আড়াল হওয়ার আগপর্যন্ত দেখে গেলো। তারপর ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে এগিয়ে চললো নিঃশব্দে।

কুইনের চতুর্থ সৈন্য

P-Q4 দিয়ে অর্থাৎ কুইনের চতুর্থ সৈন্য দিয়ে খেলা শুরু করা মানে ক্লোজ ওপেনিং। এর অর্থ উভয় পক্ষের ট্যাক্টিক্যাল কন্ট্যাক্ট খুব ধীরগতিতে ত্বরান্বিত হবে। কৌশল খাটানোর জন্য প্রচুর সুযোগ আছে এখানে তবে শত্রুর সাথে হাতে হাতে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বেশ সময় লাগে...এখানে পজিশনাল দাবা হলো আসল কথা।

–কম্প্লিট বুক অব চেস ওপেনিং

ফ্রেড রিনফিল্ড

এক চাকর বাজারে গিয়ে লোকমুখে শুনতে পেলো যম তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়িতে ছুটে এসে তার মনিবকে বললো পাশের শহর সামারায় পালিয়ে যাবে সে যাতে করে যম তাকে খুঁজে না পায়।

সেই রাতে খাবারের পর পরই দরজায় কড়াঘাতের শব্দ হলো। মনিব দরজা খুলতেই দেখতে পেলো কালো রঙের আলখেল্লা পরিহিত যম দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। চাকরের খোঁজ করলো যম।

"সে খুবই অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে আছে," ঝটপট মিথ্যেটা বললো মনিব। "তার অবস্থা খুবই খারাপ, তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।"

"আজব কথা," বললো যম। "তাহলে সে নিশ্চিত ভুলে গেছে। কারণ আজ মধ্যরাতে সামারাতে তার সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে।"

–*অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন সামারা*'র কিংবদন্তী

নিউইয়র্ক,
ডিসেম্বর ১৯৭২

আমি সমস্যায় পড়ে গেছি। বিরাট সমস্যায়।

এটা শুরু হয়েছে নিউইয়ার্স ইভ, মানে ১৯৭২ সালের শেষ দিন আর নববর্ষের আগের দিন থেকে। এক গণকের সাথে আমার দেখা করার কথা ছিলো। কিন্তু *অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন সামারা*'র সেই লোকটার মতো আমি আমার নিয়তি এড়ানোর জন্যে পালানোর চেষ্টা করেছিলাম। আমি চাই নি কেউ আমার হাত দেখে আমার ভবিষ্যত বলে দিক। ইতিমধ্যেই আমার জীবনে বিরাট

সমস্যার আর্বিভাব ঘটে গেছে। ১৯৭২ সালের শেষ দিনটাতে আমি আমার জীবনটাকে নিয়ে একেবারে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় পড়ে যাই। অথচ আমার বয়স তখন মাত্র তেইশ।

সামারার বদলে আমি ম্যানহাটনের প্যান অ্যাম ভবনের উপরতলার ডাটা সেন্টারে চলে আসি। এটা সামারার চেয়েও অনেক কাছের, নিউইয়ার্স ইভের দিন রাত দশটা বাজে পর্বতশীর্ষের মতোই বিচ্ছিন্ন আর নির্জন।

আমার মনে হচ্ছিলো আমি বুঝি কোনো পাহাড়ের উপরেই আছি। যে জানালাটা দিয়ে পার্ক এভিনু দেখা যায় সেটাতে গড়িয়ে গড়িয়ে তুষার পড়ছিলো। প্যান অ্যাম-এর ডাটা সেন্টারে কয়েক একর জায়গা জুড়ে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। ওগুলো থেকে বিপ্ করে শত শত বাতি জ্বলছিলো, নীচু ভলিউমে গুঞ্জনও হচ্ছিলো কারণ সারা বিশ্বের এয়ারপ্লেইন নিয়ন্ত্রণের রুটিন কাজ আর টিকেট বিক্রি হয় এইসব যন্ত্রের মাধ্যমে। পালিয়ে এসে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উপযুক্ত জায়গা এটি।

আমাকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। তিন বছর আগে আমি নিউইয়র্কে চলে আসি এ পৃথিবীর অন্যতম বিশাল কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান টৃপল-এম-এর হয়ে কাজ করার জন্য। সেই সময় থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্যান অ্যাম আমার ক্লায়েন্ট ছিলো। তারা এখনও তাদের ডাটা সেন্টারটা ব্যবহার করতে দেয় আমাকে।

কিন্তু তখন আমি আমার কাজ পাল্টে ফেলেছি, আর সেটা আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল হিসেবে পরিগণিত হতে যাচ্ছিলো। ফুলব্রাইট, কোন, কেইন অ্যান্ড আপহাম নামের বিখ্যাত সিপিএ ফার্মের প্রথম নারী হিসেবে নিযুক্ত হবার একটা সম্মান অর্জন করেছিলাম আমি। অবশ্য তারা আমার কাজের স্টাইল পছন্দ করে নি।

'সিপিএ' শব্দটার মানে যারা জানে না তাদেরকে বলছি, এর মানে হলো 'সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেড।' ফুলব্রাইট, কোন, কেইন অ্যান্ড আপহাম হলো এ বিশ্বের সবচাইতে বড় সিপিএ ফার্ম, এই ভ্রাতৃসংঘটাকে যথাযথভাবে ডাকা হয় 'দ্য বিগ এইট' নামে।

একজন 'অডিটর'কে 'পাবলিক একাউন্টেন্ট' নামে ডাকাটা অনেক বেশি ভদ্রোচিত। বিগ এইট এই সেবাটি সব ধরণের বড় বড় কর্পোরেশনের জন্যে দিয়ে থাকে। খুবই সম্মানজনক একটি অবস্থান তাদের রয়েছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, তারা তাদের ক্লায়েন্টদের বিচি নিজেদের কব্জায় রাখে। বিগ এইট যদি তাদের কোনো ক্লায়েন্টের অডিট করতে গিয়ে সাজেস্ট করে তাদের ফিনান্সিয়াল সিস্টেমের জন্যে আরো আধ মিলিয়ন ডলার বেশি খরচ করতে হবে তাহলে সেই ক্লায়েন্ট এই সাজেশন মেনে না নিলে ধরে নিতে হবে তারা বোকার হদ্দ। অর্থনীতির উপরমহল এসব ব্যাপার-স্যাপার বেশ ভালোমতোই বোঝে।

পাবলিক একাউন্টিংয়ে প্রচুর টাকা-পয়সা আছে। এমন কি জুনিয়র কোনো পার্টনারের আয়রোজগারও ছয় সংখ্যার ঘরে থাকে।

কিছু লোক হয়তো বুঝতে পারে না পাবলিক একাউন্টিং জগতটি কেবলমাত্র সার্টিফাইড পুরুষদের জন্যে, তবে ফুলব্রাইট, কোন, কেইন অ্যান্ড আপহাম ঠিকই বোঝে আর সেজন্যেই আমাকে একটা কঠিণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত করে তারা। যেহেতু সেক্রেটারির পদ ছাড়া আমার মতো কোনো নারীকে এ পদে দেখে নি, সেজন্যেই তারা আমার সাথে এমন ব্যবহার করে যেনো আমি কোনো বিরল প্রজাতির ডুডু পাখি–সম্ভাব্য বিপজ্জনক কিছু, যা কিনা সাবধানে সামলাতে হয়।

কোনো কিছুতে প্রথম মহিলা হওয়াটা পিকনিকের মতো ব্যাপার নয় মোটেও। তুমি প্রথম নারী নভোযাত্রি হও কিংবা চায়নিজ লন্ড্রিতে কাজ করা প্রথম নারী শ্রমিকই হও না কেন তোমাকে কটুক্তি, মশকরা আর তীর্যক মন্তব্য মেনে নিতেই হবে। অন্য যে কারোর চেয়ে তোমাকে অনেক বেশি পরিশ্রম করে পেতে হবে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিদান।

তারা যখন আমাকে 'আমাদের জগতে একমাত্র মহিলা, মিস ভেলিস' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতো তখন আমি খুব মজা পেতাম। এরকম কথা শুনে লোকজন হয়তো ভাবতো আমি হলাম একজন গায়নোকলজিস্ট।

সত্য হলো আমি একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, নিউইয়র্কের ট্রান্সপোর্টেশন ইন্ডাস্ট্রির সবচাইতে সেরা লোক। এজন্যেই তারা আমাকে নিয়োগ দিয়েছিলো। ফুলব্রাইট, কোন, কেইন অ্যান্ড আপহাম-এর পার্টনারশিপ যখন আমার খোঁজ করছিলো তখন তাদের রক্তলাল চোখে ভেসে উঠেছিলো ডলারের প্রতীকটি। তারা শুধু একজন নারীকেই দেখে নি, দেখেছে একজন ব্লু-চিপ একাউন্টের জ্বলজ্যান্ত পোর্টফোলিওকে। দৃষ্টিগ্রাহ্য করার মতো যথেষ্ট তারুণ্যময়, মুগ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট আনাড়ি, আমার ক্লায়েন্টদের হাঙ্গর সদৃশ্য মুখ হা করার মতো যথেষ্ট নিষ্কলুস–একজন নারীর মধ্যে যা যা খুঁজছিলো তারা তার সবটাই আমার মধ্যে ছিলো। কিন্তু এই মধুচন্দ্রিমাটা একেবারেই সংক্ষিপ্ত হয়।

ক্রিসমাসের কয়েক দিন আগে আমার এক ক্লায়েন্ট বিশাল একটি শিপিং কোম্পানির কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ক্রয়-পূর্বক ইকুইপমেন্ট খতিয়ে দেখার কাজ করছিলাম তখন আমাদের কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার জোক আপহাম আমার অফিসে এসে উপস্থিত হন।

জোকের বয়স ষাটেরও বেশি, লম্বা, হালকাপাতলা আর বেশ তারুণ্যময় একজন ব্যক্তি। প্রচুর টেনিস খেলে থাকেন, পরে থাকেন মাড় দেয়া ব্রুক্স ব্রাদার্স সুট, চুলে ডাই করেন সব সময়। তার হনহন করে হাটা দেখে মনে হতে পারে তিনি টেনিস খেলার শট মারতে যাচ্ছেন।

আমার অফিসে সেভাবেই এসে উপস্থিত হন জোক।

"ভেলিস," উচ্ছ্বাসের সাথে বলেছিলেন তিনি। "তুমি যে স্টাডিটা করছো সেটা নিয়ে আমি ভাবছিলাম। এ নিয়ে আমি নিজের সাথে অনেক তর্ক করেছি। অবশেষে বুঝতে পেরেছি কেন এ নিয়ে আমার মধ্যে খচখচানি হচ্ছে।" এটা হলো জোকের কথা বলার একটি পরিচিত ভঙ্গি। এর মানে যতোই যুক্তি থাক, তার সাথে এ নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করা যাবে না।

"আমি প্রায় শেষ করে ফেলেছি, স্যার। আগামীকাল ক্লায়েন্টকে এটা দেবার কথা, সুতরাং আশা করবো আপনি আর কোনো পরিবর্তন করতে চাইবেন না।"

"তেমন কিছু না," খুব ভদ্রভাবে বললেন তিনি। "আমি ঠিক করেছি আমাদের ক্লায়েন্টের জন্যে ডিস্ক-ড্রাইভের চেয়ে প্রিন্টারই বেশি উপযুক্ত হবে। আমি বলি কি, তুমি সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াটা একটু চেঞ্জ করে দাও।"

কম্পিউটার বিজনেসে এটা হলো 'নাম্বার ফিক্স' করে দেবার আদেশ। আর এটা একেবারেই বে-আইনী কাজ। এক মাস আগে ছয়জন হার্ডওয়্যার সাপ্লায়ার তাদের সিল করা দরপত্র আমাদের ক্লায়েন্টের কাছে সাবমিট করেছে। এইসব দরপত্রগুলো নিরপেক্ষ অডিটর হিসেবে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করেছি আমরা। তাদেরকে বলেছি আমাদের ক্লায়েন্টের দরকার শক্তিশালী ডিস্ক-ড্রাইভ। একজন সাপ্লায়ার এরজন্যে সর্বনিম্ন দরদামও জমা দিয়েছে। দরপত্র আহ্বানের পর আমরা যদি এখন ঠিক করি ডিস্কড্রাইভের চেয়ে প্রিন্টারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে অন্য একজন সাপ্লায়ারের পক্ষে পুরো ব্যাপারটা চলে যাবে। আর সেই সাপ্লায়ারটা কে সেটা আমি খুব সহজেই অনুমাণ করতে পারছিলাম : যে সাপ্লায়ার সেদিন দুপুরে জোককে লাঞ্চ করাতে নিয়ে গিয়েছিলো।

আমি পরিস্কার বুঝতে পারছিলাম টেবিলের নীচ দিয়ে মহামূল্যবান কিছু বিনিময় করা হয়েছে। সম্ভবত ভবিষ্যতে আমাদের ফার্মের জন্যে কাজ করা, কিংবা জোকের জন্যে দামি কোনো ইয়ট অথবা স্পোর্টসকার। ডিলটা যাই-ই হোক না কেন, আমি তার অংশ হতে চাই নি।

"আমি দুঃখিত, স্যার," তাকে বলেছিলাম। "ক্লায়েন্টর অনুমতি ছাড়া এখন কোনো রকম পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সেই সময়ও আমাদের হাতে নেই। আমরা ফোন করে ক্লায়েন্টকে বলতে পারতাম, সাপ্লায়ারদেকে তাদের আসল দরপত্রের সাথে আরেকটি সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে কিন্তু সেটা করলে তারা নতুন বছরের আগে যন্ত্রপাতিগুলো অর্ডার দিতে পারবে না।"

"তার কোনো দরকার নেই, ভেলিস," বললেন জোক। "আমি আমার ইনটুইশনকে অবজ্ঞা করে এই ফার্মের সিনিয়র পার্টনার হই নি। অনেকবারই আমি আমার ক্লায়েন্টদের না জানিয়ে তাদের হয়ে কাজ করেছি, চোখের পলকে বাঁচিয়ে দিয়েছি তাদের মিলিয়ন মিলয়ন ডলার। তারা কখনও ব্যাপারটা জানতেও

পারে নি। এরকম দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার কারণেই আমাদের বিগ এইট ফার্ম বছরের পর বছর ধরে শীর্ষে অবস্থান করছে।" গালে টোল পড়া হাসি দিলেন তিনি।

পুরো কৃতিত্ব নেয়া ছাড়া জোক আপহাম একজন ক্লায়েন্টের জন্যে কিছু করবেন এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, একটা সূচের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বিশাল আকৃতির উটকে ঢুকিয়ে দেয়ার মতোই অবাস্তব।

"স্যার, আমাদের ক্লায়েন্টের পক্ষ হয়ে সিল করা দরপত্র নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ণ করার দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের। হাজার হলেও আমরা হলাম অডিট ফার্ম।"

জোকের গাল থেকে টোল পড়া হাসি উধাও হয়ে গেলো। "তুমি নিশ্চয় আমার সাজেশন অগ্রাহ্য করার কথা বলছো না?"

"এটা যদি আদেশ না হয়ে নিছক কোনো সাজেশন হয়ে থাকে তাহলে আমি সেটা গ্রহণ করবো না।"

"আর আমি যদি আদেশ করি তাহলে?" বাঁকাভাবে বললেন জোক। "এই ফার্মের একজন সিনিয়র পার্টনার হিসেবে আমি–"

"তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই প্রজেক্ট থেকে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে, স্যার। কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিন। অবশ্য আমি আমার কাজের একটা কপি নিজের কাছে রাখবো, পরবর্তীতে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে আমি সেটা প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারবো।"

জোক বুঝতে পারলেন এর মানেটা কি। সিপিএ ফার্ম নিজেরা নিজেদেরকে অডিট করে না। শুধুমাত্র আমেরিকান সরকারের উচ্চপদস্থ লোকজনই এসব ব্যাপারে জবাবদিহিতা চাইতে পারে। আর সেটা কেবল তখনই ঘটে যখন তারা মনে করে বে-আইনী কিংবা অনিয়ম করা হয়েছে।

"বুঝতে পেরেছি," বললেন জোক। "বেশ, আমি তাহলে তোমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে নেবো, ভেলিস। এটা পরিস্কার, এই সিদ্ধান্তটি আমি নিজেই নিচ্ছি।" ঝট করে ঘুরে হনহন করে চলে যান তিনি।

পরদিন সকালে আমার ম্যানেজার, ত্রিশোর্ধ বয়সের নাদুসনুদুস শরীর আর সোনালি চুলের লিসেল হোমগ্রেন আমার কাছে আসে। লিসেলকে ক্ষিপ্ত মনে হয় আমার। তার মাথার চুল এলোমেলো, গলার টাইটাও আলগা হয়ে ছিলো।

"ক্যাথারিন, আপনি জোকের সাথে কি করেছেন?" এসেই এ কথা বলে সে। "আরে উনি তো ভেজা মুরগির মতো ক্ষেপে আছেন। আজ ভোরবেলায় আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি শেভ করার সময়টাও পাই নি। আমাকে বললেন তিনি আপনাকে কাজ থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছেন। ভবিষ্যতে কোনো ক্লায়েন্টের কাছে আপনাকে এক্সপোজ করতে চান না। আরো বলেছেন, আপনি নাকি বিগবয়দের সাথে খেলার জন্যে এখনও প্রস্তুত হন নি।"

লিসেলের জীবন এই ফার্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। তার এমন একটা বউ আছে যার শখ আহ্লাদ মেটাতে গিয়ে তাকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। মহিলার আবার পার্টিপ্রীতি রয়েছে। সেটার ফি তাকেই বহন করতে হয়। ব্যাপারটা তার ভালো না লাগলেও সে খুবই নিরুপায়।

"আমার মনে হয় গতরাতে আমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছিলো," একটু ঠাট্টাচ্ছলে বলি। "আমি একটা দরপত্র পাল্টে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি। তাকে আমি বলেছি তিনি চাইলে কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন।"

আমার পাশের চেয়ারে হাত-পা ছেড়ে বসে পড়ে লিসেল। কয়েক মুহূর্ত সে কিছুই বলে নি।

"ক্যাথারিন, ব্যবসায়িক জগতে এমন অনেক বিষয় আছে যা আপনার মতো অল্পবয়সীদের কাছে অনৈতিক ব'লে মনে হতে পারে। তবে দেখতে যেমনটি মনে হয় আসলে সেগুলো ওরকম না।"

"কিন্তু এটা ওরকমই।"

"আমার কথাটা মন দিয়ে শুনুন, জোক আপহাম যদি কোনো কিছু করতে বলেন তাহলে ধরে নেবেন তার একটা কারণ নিশ্চয় আছে।"

"আমিও বাজি ধরে বলতে পারি কারণ একটা আছে। আমার ধারণা কারণটা আর কিছু না, ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার ডলার," তাকে কথাটা বলেই আমি আমার কাজে মনোযোগ দেই।

"আপনি যে নিজের পায়ে কুড়াল মারছেন সেটা কি বুঝতে পারছেন না?" আমাকে বলে সে। "জোক আপহামের মতো লোকজনের সাথে আপনি লাগতে পারেন না। তিনি ভদ্রছেলের মতো চুপচাপ মাথা নীচু করে এককোণে গিয়ে বসে থাকবেন না। আপনি যদি আমার উপদেশটা শোনেন তাহলে বলি, এক্ষুণি তার অফিসে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসুন। তাকে বলবেন, এখন থেকে তিনি যা যা করতে বলবেন তাই করবেন। তার সাথে হাসিমুখে কথা বলে তাকে একটু পটিয়ে আসুন। আর যদি এটা না করেন তাহলে আপনার ক্যারিয়ার এখানেই শেষ।"

"বে-আইনী কোনো কিছু করতে চাই নি বলে তিনি আমাকে বরখাস্ত করতে পারেন না," বলি আমি।

"আপনাকে তার বরখাস্ত করা লাগবে না। তিনি এমন একটা পজিশনে আছেন যে, আপনার জীবন এতোটাই বিষিয়ে তুলবে, আপনার কাছে মনে হবে এই জীবনে আর এই অফিসে না আসাই ভালো। আপনি খুব ভালো মেয়ে, ক্যাথারিন। আপনাকে আমি ভীষণ পছন্দ করি। আপনি আমার কথা শুনলেন, এখন নিজের এপিটাফ লিখবেন কিনা সেটা আপনার ব্যাপার।"

∞

এটা এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। আমি জোকের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই নি। আমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে সেটাও কাউকে বলি নি। ক্রিসমাসের আগের দিনই আমি আমার ক্লায়েন্টের কাছে দরপত্রের রিকমেন্ডশন পাঠিয়ে দেই যথাযথ নিয়ম মেনে। জোকের পছন্দের লোক সেই দরপত্রে টিকতে পারে নি। তখন থেকেই ফুলব্রাইট, কোন, কেইন অ্যান্ড আপহাম ফার্মে সব কিছু কেমন জানি শান্ত হয়ে ছিলো। অবশ্য আজকের সকালের আগপর্যন্ত।

আমার উপর কি ধরণের অত্যাচার করা হবে সেটা ঠিক করতে তাদের সাত দিন লেগে গেছে। আজ সকালে লিসেল আমার অফিসে আসে।

"আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না আমি আপনাকে সাবধান করে দেই নি," বলেছিলো সে। "মহিলাদের একটা সমস্যা কি জানেন, তারা কোনো কথা শোনে না।" আমার অফিসের পাশের টয়লেটে কেউ ফ্লাশ করলো। শব্দটা মিইয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করলাম আমি।

"তার কাণটা কি জানেন?" বললাম আমি। "তার কারণ আমাদের যুক্তিবুদ্ধি।"

"আপনি এখন যেখানে যাচ্ছেন সেখানে গেলে প্রচুর সময় পাবেন যুক্তিবুদ্ধি খাটানোর জন্য," বললো ম্যানেজার। "পার্টনাররা আজ সকালে মিটিংয়ে বসে কফি আর ডাগনাট খেতে খেতে আপনার ভবিষ্যত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোলকাতা আর আলজিয়ার্সের মধ্যে একটা টস হয়েছে। আপনি জেনে খুশি হবেন, আলজিয়ার্স জয়যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার ভোটটা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি আপনি সাধুবাদ দেবেন আমাকে।"

"আপনি এসব কি বলছেন?" আমার পেট গুলিয়ে একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো মেরুদণ্ড দিয়ে। "আলজিয়ার্স জায়গাটা আবার কোথায়? এর সাথে আমার কি সম্পর্ক?"

"আলজিয়ার্স হলো আলজেরিয়ার রাজধানী, উত্তর-আফ্রিকার একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। যার গায়ে তৃতীয়-বিশ্বের তকমা লাগানো আছে। আমার মনে হয় এই বইটা পড়ে বাকি সব জেনে নেয়াই ভালো।" বিশাল একটা বই আমার ডেস্কে আছাড় মেরে রেখে আবার বলতে লাগলো সে, "ভিসা যতোদিন না হয় ততোদিন এখানেই থাকবেন। আমার মনে হয় সেটা কমপক্ষে তিন মাসের ব্যাপার। ওখানে আপনাকে অনেক দিন থাকতে হতে পারে। এটাই হলো আপনার নতুন অ্যাসাইনমেন্ট।"

"ওখানে আমার অ্যাসাইনমেন্টটা কি? মানে আমি করবোটা কি?" বললাম তাকে। "নাকি এটা কোনো নির্বাসন?"

"না, ওখানে আমাদের একটা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। দারুণ দারুণ সব জায়গায় আমরা কাজ পাচ্ছি আজকাল। এটা এক বছরের একটা কাজ, তৃতীয় বিশ্বের একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের গ্যাসোলিনের মূল্য নির্ধারণের কাজকারবার আর কি। এটাকে বলে OTRAM, না...দাঁড়ান দেখি আসলে কি," জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পড়ে দেখলো সে। "হ্যা, এটাকে বলে OPEC।"

"জীবনেও এ নাম শুনি নি," আমি বললাম। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে এই OPEC নামটা অবশ্য খুব বেশি সংখ্যক মানুষ শোনেও নি। যদিও এরপর দ্রুত নামটা পরিচিতি পেয়ে যায়।

"আরে আমিও তো শুনি নি," লিসেল বললো। "এজন্যেই পার্টনাররা মনে করেছেন আপনার জন্য এটা পারফেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট। মনে রাখবেন, তারা আপনাকে মাটি চাপা দিতে চায়, ভেলিস।" টয়লেটটা আবারো ফ্লাশ করে উঠলে আমার সব আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেলো।

"কয়েক সপ্তাহ আগে প্যারিস অফিস থেকে আমরা একটা বার্তা পাই, তারা জানতে চেয়েছিলো আমাদের কাছে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস আর পাওয়ার প্ল্যান্টের উপর কম্পিউটার এক্সপার্ট আছে কিনা–এরকম কেউ থাকলে তারা তাকে পেতে চাচ্ছে কিছু দিনের জন্য, এতে করে আমরা মোটা অঙ্কের কমিশনও পাবো। আমাদের সিনিয়র কনসালটেন্টদের কেউই যেতে রাজি ছিলো না। এনার্জি সেক্টরটা এখন আর হাই-গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রি নয়। এটাকে ডেড-এন্ড অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমরা যখন তাদেরকে জানাতে যাচ্ছিলাম এরকম কেউ আমাদের অফিসে নেই ঠিক তখনই আপনার নামটা সবার কাছে বেশ মনে ধরে গেলো।"

তারা আমাকে এ কাজটা নিতে বাধ্য করতে পারে না; দাসপ্রথা গৃহযুদ্ধের পর পরই শেষ হয়ে গেছে। তারা চাইছে আমি যেনো বাধ্য হয়ে ফার্ম থেকে পদত্যাগ করি। কিন্তু তাদের কাছে এতো সহজে নতি স্বীকার করার মেয়ে আমি নই।

"এইসব তৃতীয় বিশ্বের বুড়ো-ভদ্র ছেলেদের সাথে আমি কি করবো?" খুব মিষ্টি করে হেসে বললাম। "আমি তো তেলের ব্যাপারে কিছুই জানি না। আর প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। পাশের অফিস থেকে মাঝেমধ্যে তাদের আওয়াজ অবশ্য শুনতে পাই।" আমার অফিসের পাশে টয়লেটের দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলাম।

"জিজ্ঞেস করেছেন বলে খুশি হলাম," দরজার কাছে যেতে যেতে বললো লিসেল। "দেশ ছাড়ার আগপর্যন্ত আপনাকে কড এডিসনের কাছে অ্যাসাইন করা হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে আপনি এনার্জি কনভার্সনের উপর একজন এক্সপার্ট হয়ে উঠবেন।"

লিসেল মুচকি হেসে চলে যেতে যেতে বললো, "আরে আপনার তো খুশি হবার কথা, ভেলিস। ভাগ্য ভালো কোলকাতায় পোস্টিং হয় নি।"

∞

ফলে আমি মাঝরাতে প্যান অ্যাম ডাটা সেন্টারে বসে আছি। এমন একটা দেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি যার নাম এর আগে কখনও শুনি নি। এমন কি সেই মহাদেশটা সম্পর্কেও খুব কমই জানি। এমন একটা ক্ষেত্রে এক্সপার্ট হতে চলেছি যার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমাকে এখন এমন সব লোকজনের মাঝে গিয়ে থাকতে হবে যারা আমার ভাষায় কথা বলে না। সম্ভবত তারা নারীদেরকে হেরেমে থাকা ভোগের বস্তু ছাড়া অন্যকিছু ভাবেও না। তবে ফুলব্রাইট কোন ফার্মের সাথে অনেক দিক থেকেই তাদের মিল রয়েছে ব'লে আমার ধারণা।

আমি নির্ভিক রইলাম। তিন বছর সময় লেগেছিলো ট্রান্সপোর্টেশন ফিল্ড সম্পর্কে জানতে। মনে হচ্ছে এনার্জি সম্পর্কে জানতে আরো কম সময় লাগবে। মাটি ফুটো করলেই আপনি দেখতে পাবেন তেল বেরিয়ে আসছে। এ আর এমন কি কঠিন? তবে এটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা হবে, আমার সামনে থাকা একটা বইয়ের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এটা বলতেই হয় :

১৯৫০ সালে মাত্র দুই ডলারে এক ব্যারেল আরবিয় ক্রুডওয়েল বিক্রি হতো। ১৯৭২ সালেও ঐ একই দামে বিক্রি হচ্ছে। ফলে মনে হতে পারে আরবীয় ক্রুডওয়েল এই বিশ্বের সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যার মূল্যস্ফীতি শূন্যের কোঠায়। কিন্তু আসল সত্য হলো বিশ্বমোড়লেরা এই মহামূল্যবান জিনিসটার দাম নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে।

দারুণ ব্যাপার। কিন্তু তারচেয়েও দারুণ যে ব্যাপারটা আমি খুঁজে পেলাম সেটা বইতে ব্যাখ্যা করা নেই। এটা এমন একটা বিষয় যা ঐ রাতে পড়া কোনো বইতেই আমি খুঁজে পাই নি।

আরবিয় ক্রুডওয়েল আসলে এক ধরণের তেলই। সত্যি বলতে কি এটা এ বিশ্বের সবচাইতে কাঙ্খিত আর উচ্চমূল্যের পণ্য। সুদীর্ঘ বিশ বছরে এর দাম না বাড়ার কারণ, যারা এটা কেনে এবং যারা এটা মাটি থেকে উত্তোলন করে বিক্রি করে তারা কেউই এর দাম নিয়ন্ত্রণ করে না। এর দাম নিয়ন্ত্রণ করে ঐসব লোকজন যারা ডিস্ট্রিবিউট করে–কুখ্যাত মধ্যসত্ত্বভোগীর দল। ব্যাপারটা শুরু থেকেই হয়ে আসছে।

পৃথিবীতে আটটি বৃহৎ ওয়েল কোম্পানি আছে। তারমধ্যে পাঁচটিই আমেরিকান; বাকি তিনটি বৃটিশ, ডাচ আর ফরাসি মালিকানাধীন। পঞ্চাশ বছর আগে এইসব কোম্পানির লোকেরা স্কটল্যান্ডে এক বাকবিতণ্ডার পর একত্রিত

হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সারা বিশ্বের তেল ডিস্ট্রিবিউশন ভাগাভাগি করে নেবে তারা। কেউ কারো সাথে লাগতে যাবে না। কয়েক মাস পর তারা ওস্টেন্ড-এ আবার মিলিত হয় কালুস্টে গুলবেনকিয়ান নামের এক লোকের সাথে, পকেটে লাল রঙের একটি পেন্সিল নিয়ে এসেছিলো সে। সেই পেন্সিলটা বের করে ভদ্রলোক পুরনো অটোমান সাম্রাজ্যের উপর যা করলো সেটাকে পরবর্তীকালে 'থিন রেড লাইন' হিসেবে ডাকা শুরু হয়। ইরাক, তুরস্ক আর পারস্যসাগরের কিছুটা অংশ ছিলো এরমধ্যে। ভদ্রলোকেরা পুরো এলাকাটি ভাগ করে নেয় ড্রিল করার জন্য কিন্তু বাহরাইনে বানের জলের মতো তেল বের হতে থাকলে প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে যায়।

আপনি যদি এ পৃথিবীর সবচাইতে বড় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদক এবং একই সাথে সরবরাহের নিয়ন্ত্রক হন তাহলে চাহিদা এবং সরবরাহের নিয়মটি কাগজে-কলমের বিষয় হয়ে ওঠে। আমি যেসব চার্ট পড়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা দীর্ঘদিন থেকেই সবচাইতে বড় তেলের গ্রাহক। আর এইসব তেল কোম্পানিগুলোর মধ্যে আমেরিকার কোম্পানিই যেহেতু বেশি এবং বৃহৎ সে কারণে সরবরাহের ব্যাপারটা তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কাজটা তারা যেভাবে করে সেটা খুব সহজ-সরল। তারা তেল উত্তোলনের জন্যে চুক্তি করে, তাতে বেশিরভাগ মালিকানা থাকে তাদেরই। সেই তেল শেষপর্যন্ত বিক্রি করার কাজটাও ক'রে তারা।

প্যান অ্যাম-এর টেকনিক্যাল এবং বিজনেস লাইব্রেরি থেকে একগাদা বইপত্র নিয়ে এসে একা বসে আছি আমি। নিউইর্য়কের এই লাইব্রেরিটা হলো আমেরিকার একমাত্র লাইব্রেরি যেটা নিউইয়ার্স ইভের দিনও সারা রাত খোলা থাকে। বসে বসে জানালা দিয়ে পার্ক এভিনুতে তুষার পড়া দেখছি আর ভাবছি।

একটা চিন্তাই আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর সেই চিন্তাটা হলো দেশের প্রধান কর্তাব্যক্তির দৌড়ঝাঁপের ফলে তেল কোম্পানির প্রধানদের আরো ধনী হয়ে ওঠা। এটি এমন একটি ভাবনা যা কিনা যুদ্ধ, রক্তপাত আর অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করবে আচমকা। এ পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলোকে দাঁড় করাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামনে। তবে এ মুহূর্তে আমার কাছে এটাকে ঠিক বৈপ্লবিক ধারণা বলে মনে হচ্ছে না।

ভাবনাটা ঠিক এরকম : আমরা যদি তেলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে কি হবে? এই প্রশ্নের জবাব বাকি পৃথিবীর কাছে একেবারে পরিস্কার হয়ে উঠবে বারো মাসের মধ্যে, দেয়ালে হাতের লেখার আকাড়ে।

এটা হলো আমাদের *অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন সামারা*।

নিঃশব্দ চাল

পজিশনাল : একটি চালের সাথে সম্পর্কিত, দক্ষতা অথবা ট্যাক্টিক্যালের তুলনায় স্ট্র্যাটেজি বিবেচনা করে খেলার ধরণ। এভাবে পজিশনাল চাল এক ধরণের নিঃশব্দ চাল হয়ে ওঠে।

নিঃশব্দ চাল : এমন একটি চাল যা চেক দেয় না, পাকড়াও করে না, এর মধ্যে সরাসরি কোনো হুমকিও থাকে না...এটা কালো ঘুঁটিগুলোকে বেশ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ এনে দেয়।
– ইলাস্ট্রেটেড ডিকশনারি অব চেস
এডওয়ার্ড আর. ব্রেস

কোথাও একটা ফোন বাজছে। ডেস্ক থেকে মাথা তুলে চারপাশে চেয়ে দেখলাম। আমি যে এখনও প্যান অ্যাম ডাটা সেন্টারেই আছি সেটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেলো। এখনও নিউইয়ার্স ইভ চলছে। দূরের দেয়ালে বিরাট ঘড়িটা বলছে রাত সোয়া এগারোটা বাজে। এখনও তুষার পড়ছে। আমি এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খুব অবাক হলাম কেউ ফোনটা তোলে নি বলে।

ডাটা সেন্টারের দিকে তাকালাম। শত শত কেবল চলে গেছে সাপের মতো এঁকেবেঁকে। এখানে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কারোর চলাফেরার শব্দও কানে আসছে না। জায়গাটা একেবারে মর্গের মতো নিস্তব্ধ।

তারপরই মনে পড়ে গেলো মেশিন অপারেটরদেরকে বলেছিলাম তারা একটু বিশ্রাম নিতে পারে, যতোক্ষণ আছি আমিই নজরদারি করার কাজটা করবো। কিন্তু সেটা তো কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। সুইচবোর্ডের দিকে যেতে যেতে বুঝতে পারলাম তাদের অনুরোধটা ছিলো একটু অদ্ভুত। "আমরা যদি টেপ ভল্টে গিয়ে একটু কাপড় বোনার কাজ করি তাহলে কি আপনি কিছু মনে করবেন?" তারা আমাকে বলেছিলো। *কাপড় বোনা?*

সুইচবোর্ড আর মেশিন কনসোল চালায় যে কন্ট্রোল ডেস্ক সেটার কাছে গিয়ে যে ফোনটার বাতি বিপ্ করছে সেটার বোতাম টিপলাম। আরো লক্ষ্য করলাম তেষট্টি নাম্বার ড্রাইভ-এর লাল বাতি জ্বলছে। এটাতে নতুন টেপ লাগাতে হবে। আমি বেল বাজিয়ে টেপ ভল্টের একজন অপারেটরকে ডাকলাম এখানে আসার জন্য, তারপর তুলে নিলামইরং হতে থাকা ফোনটা। আমার দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে।

"প্যান অ্যাম নাইট শিফট থেকে বলছি," বললাম আমি।

"দেখলে তো?" উৎফুল্ল একটা কণ্ঠ বললো খাঁটি আপার-ক্লাস বৃটিশ টানে। "আমি তোমাকে বলেছিলাম না সে ওখানে কাজ করতে থাকবে! সে সব সময়ই কাজ করে।" অন্যপ্রান্তে কারো সাথে কথা বলছে লোকটা। তারপর বললো, "ক্যাট ডার্লিং, তুমি দেরি করে ফেলছো! আমরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এগারোটারও বেশি বেজে গেছে। আজরাতটা কিসের রাত সেটা কি জানো না?"

"লিউলিন," আমি বললাম। "আমি সত্যি আসতে পারছি না। আমাকে একটা কাজ করতে হবে। জানি আমি কথা দিয়েছিলাম কিন্তু–"

"কোনো কিন্তু-ফিন্তু চলবে না। এই নিউইয়ার্স ইভের দিন আমরা সবাই জানতে চাই আমাদের ভাগ্যে কি আছে। আমাদের সবার ভাগ্য গণনা করা হয়ে গেছে, ব্যাপারটা খুবই মজার। এখন তোমার পালা। হ্যারি জোরাজুরি করছে তোমার সাথে কথা বলার জন্য।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারো বেল টিপলাম অপারেটরের জন্য। অপারেটররা গেলো কোথায়? আর কেনই বা তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিম-শীতল অন্ধকার টেপ ভল্টে গিয়ে কাপড় বুনে বুনে নিউইয়ার্স ইভ কাটাতে চাইছে?

"ডার্লিং," গমগমে কণ্ঠে হ্যারি বললো। আমি যখন টৃপল এম-এ কাজ করতাম তখন হ্যারি আমার ক্লায়েন্ট ছিলো। এখনও আমরা ভালো বন্ধু হিসেবে রয়ে গেছি। সে তার বাড়ির সবার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাকে তার বাড়িতে দাওয়াত করবেই। তার বউ ব্লাঁশে আর শ্যালক লিউলিনের সাথেও আমার ভালো সখ্যতা আছে। তবে হ্যারি মনেপ্রাণে চায় আমি তার বিরক্তিকর মেয়ে লিলির সাথে ভাব জমাই, যে আমারই সমবয়সী।

"ডার্লিং," বললো হ্যারি। "আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দেবে, আমি সলকে একটা গাড়ি দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছি।"

"গাড়ি পাঠানো ঠিক হয় নি, হ্যারি," বললাম আমি। "এই তুষারপাতের মধ্যে সলকে গাড়িসহ পাঠানোর আগে আমাকে জানালে না কেন?"

"কারণ তুমি বারণ করতে," হ্যারি সোজাসুজি বলে দিলো। কথাটা একদম সত্যি। "তাছাড়া সল গাড়ি চালাতে খুব পছন্দও করে। এটাই তো তার কাজ, সে একজন শফার। যাইহোক না কেন, এটুকু করার জন্য তুমি আমার কাছে ঋণী থাকার কথা।"

"আমি তোমার কাছে মোটেও ঋণী নই, হ্যারি," বললাম তাকে। "ভুলে যেও না কে কার জন্যে কি করেছে।"

দুই বছর আগে হ্যারির কোম্পানিতে আমি একটি ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম

ইনস্টল্ড করে দিয়েছিলাম, এরফলে তার কোম্পানিটা শুধুমাত্র নিউইয়র্কেই নয় বরং সমগ্র উত্তর-হ্যাম্পশায়ারে শীর্ষ ফারকোট বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্বিভূত হয়। এখন 'হ্যারি'স কোয়ালিটি থৃফটি ফার' যেকোনো জায়গায় মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় ডেলিভারি দিতে সক্ষম তারা। আমি আবারো টেপ ভল্টে বেল বাজালাম। অপারেটররা গেলো কোথায়?

"শোনো হ্যারি," অধৈর্য হয়ে বললাম, "আমি জানি না তুমি কিভাবে জানতে পারলে আমি এখানে আছি, কিন্তু আমি এখানে এসেছি একদম একা থাকতে। কেন সেটা এখন বলতে পারছি না। তবে মনে রেখো আমি বিরাট সমস্যার মধ্যে আছি।"

"তোমার সমস্যা হলো তুমি সব সময় কাজ করো, আর সব সময়ই তুমি বড্ড একা।"

"আমার কোম্পানি সমস্যা করছে," বললাম তাকে। "তারা আমাকে এমন একটা ক্যারিয়ারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যার সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই। তারা আমাকে দেশের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। আমার এখন ভাবার জন্য সময় দরকার। কি করবো না করবো সেটা ঠিক করতে হবে।"

"আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম," হ্যারি বললো, "ঐ ইহুদি নামধারী খৃস্টানগুলোকে কখনও বিশ্বাস কোরো না। লুথারান একাউন্টেন্টের দল! ঠিক আছে, জলদি কোটটা পরে ভালো মেয়ের মতো নীচে নেমে আসো। আমার এখানে এসে মদ খেতে খেতে এ নিয়ে কথা বলা যাবে। তাছাড়া তোমাকে কি আর বলবো, ঐ গণক মহিলা অসাধারণ, বুঝলে? অনেক বছর ধরে এখানে কাজ করে যাচ্ছে অথচ এর আগে আমি তার কথা শুনি নি। আমি আমার ব্রোকারকে বরখাস্ত করে তার শরণাপন্ন হয়েছি।"

"তুমি সত্যি বলছো না তো!" অবাক হয়ে বললাম।

"আমি কি তোমার সাথে কখনও ঠাট্টা-তামাশা করেছি? শোনো, ঐ মহিলা জানে তুমি আজ রাতে ওখানে থাকবে। এখানে এসেই সে প্রথম যে কথাটা বলেছে সেটা হলো, 'আপনার কম্পিউটার বিশারদ বন্ধুটি কোথায়?' তুমি বিশ্বাস করতে পারছো?"

"না, পারছি না," বললাম আমি। "আচ্ছা, তুমি এখন কোথায়?"

"ডার্লিং, আমি তোমাকে বার বার বলছি এখানে চলে আসো। ঐ মহিলা এমন কি এটাও বলেছে তোমার আর আমার ভবিষ্যত কোনো না কোনোভাবে একসূত্রে গাঁথা। শুধু তাই না, লিলি যে এখানে থাকবে না সেটাও মহিলা জানতো।"

"লিলি আসতে পারছে না?" বললাম আমি। কথাটা শুনে দারুণ স্বস্তি পেলাম। তবে অবাক হলাম তাদের একমাত্র সন্তান নিউইয়ার্স ইভের সময় বাবা-

মা'র সাথে থাকবে না বলে। মেয়েটার বোঝা উচিত এতে করে তার বাবা-মা কতোটা কষ্ট পাবে।

"মেয়ের কথা আর কী বলবো? এখানে আমার নৈতিক সাপোর্ট দরকার। আমি আমার শ্যালকের সাথে আজকের পার্টিতে আঁটকে আছি।"

"ঠিক আছে, আমি আসছি," তাকে বললাম।

"দারুণ। আমি জানতাম তুমি রাজি হবে। তাহলে নীচে নামলেই সলকে দেখতে পাবে। এখানে আসার পর বিশাল একটা অভ্যর্থনা পাবে, বুঝলে।"

ফোনটা রাখার পর আমি আরো বিষন্ন হয়ে উঠলাম। আমার দরকার হ্যারির অর্থহীন প্রলাপ আর তার বিরক্তিকর পরিবারের সঙ্গ। তবে হ্যারি আমাকে সব সময়ই হাসাতে পারে। হয়তো এর ফলে আমার নিজের সমস্যা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তও হতে পারবো।

টেপ ভল্টে ঢুকে দেখতে পেলাম অপারেটররা সেখানে বসে ছোট্ট গ্লাসের টিউবে সাদা পাউডার ভরে কী যেনো করছে। আমার দিকে অপরাধী চোখে তাকালো তারা। বোঝাই যাচ্ছে কাপড় বোনার কাজ না, কোকেন সেবন করার জন্য তারা এখানে এসেছে।

"আমি চলে যাচ্ছি," বললাম তাদেরকে। "তেষট্টি নাম্বার ড্রাইভে টেপ বসানোর মতো শক্তি কি আপনাদের আছে, নাকি আজকের রাতের জন্যে এয়ারলাইন বন্ধ করে দেবো আমরা?"

তারা একে অন্যের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো। আমি আর কিছু না বলে আমার কোট আর ব্যাগ তুলে নিয়ে চলে এলাম লিফটের কাছে।

নীচের তলায় এসে দেখি বিশাল কালো রঙের লিমোজিনটা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। গাড়ির জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে সলকে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে সে গাড়ি থেকে বের হয়ে বিশাল কাঁচের দরজাটা খুলে দিলো।

সল লম্বায় ছ'ফুটের বেশি। হালকা-পাতলা গড়নের। দেখতে একেবারে হ্যারির মতো। শুধু ওজনে তার চেয়ে কম। সলের ইউনিফর্মে সাদা সাদা তুষার লেগে রয়েছে। চওড়া হাসি দিয়ে আমাকে গাড়ির পেছনের সিটে বসতে দিলো সে।

"হ্যারির কথা না রেখে উপায় রইলো না তাহলে?" বললো সে। "তাকে না বলাটা খুব কঠিন।"

"একেবারে নাছোরবান্দা," আমি একমত পোষণ করলাম। " 'না' শব্দটার মানে সে বোঝে কিনা বুঝতে পারছি না। তার এই আধ্যাত্মিক কাজকারবার কোথায় হচ্ছে?"

"ফিফথ এভিনু হোটেলে," দরজা বন্ধ করতে করতে বললো সল। ড্রাইভিং

সিটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট করে দিলে আস্তে আস্তে আমাদের গাড়িটা জমে থাকা তুষার ভেদ করে এগোতে লাগলো।

নিউইয়ার্স ইভের দিন নিউইয়র্কের বড় বড় সব রাস্তাই কর্মব্যস্ত দিনের মতো জনাকীর্ণ থাকে। লোকজন এক বার থেকে আরেক বারে ছুটে যায়। আবর্জনা আর কনফেত্তিতে ভরে থাকে পথঘাট।

আজ রাতটাও এর ব্যাতিক্রম নয়। কয়েকজন মাতাল পথচারি আরেকটু হলে সলের লিমোজিনের সামনে পড়ে যেতো। একটা গলি থেকে খালি শ্যাম্পেইনের বোতল উড়ে এসে পড়লো আমাদের গাড়ির ছাদে।

"এরকম পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানো সহজ কাজ নয়," সলকে বললাম।

"আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি," জবাব দিলো সে। "আমি মিঃ র‍্যাড আর তার পরিবারকে প্রত্যেক নিউইয়ার্স ইভের দিন বাইরে ঘুরাতে নিয়ে যাই। এ সময়টাতে এমনটাই থাকে সব সময়। আমাকে ড্রাইভিংয়ের জন্যে পারিশ্রমিক না দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য দেয়া উচিত।"

"হ্যারির সাথে কতো দিন ধরে আছো?"

"পঁচিশ বছর ধরে," বললো সে। "লিলির জন্মের আগে থেকেই আমি মিঃ র‍্যাডের সাথে কাজ করে যাচ্ছি। সত্যি বলতে কি তার বিয়েরও আগে থেকে।"

"তার সাথে কাজ করতে তুমি নিশ্চয় খুব পছন্দ করো," আমি বললাম।

"এটাই তো আমার কাজ," বললো সল। "মিঃ র‍্যাডকে শ্রদ্ধা করি। তার সাথে আমার কিছু বাজে সময়ও গেছে। এমনও সময় গেছে যখন আমাকে বেতনের টাকা দিতে পারতেন না। তারপরও যেভাবেই হোক জোগার করে দিতেন। তার কাছে একটা লিমোজিন আছে এটা ভাবতে তিনি খুব পছন্দ করেন। প্রায়ই বলেন, একজন শফার থাকাটা নাকি স্ট্যাটাসের পরিচয় দেয়। এক সময় আমরা লিমোজিনে করেই ফারকোট ডেলিভারি দিতাম। নিউইয়র্কে আমরাই প্রথম এ কাজ করেছি।" একটু থেমে আবার বললো সে, "এখন বেশিরভাগ সময় আমি মিসেস র‍্যাড আর তার ভাইকে শপিংয়ে নিয়ে যাবার কাজ করি। মাঝেমাঝে লিলি যখন ম্যাচ খেলতে যায় তখন তাকেও নিয়ে যাই।"

এরপর ফিফথ এভিনু আসা পর্যন্ত আমাদের মধ্যে তেমন কোনো কথা হলো না।

"লিলি আজ রাতে আসছে না, তাই না?"

"হুম," সল বললো।

"এজন্যেই আমি কাজ ছেড়ে আসতে রাজি হয়েছি। এমন কি জরুরি কাজ আছে যার জন্যে বাপ-মায়ের সাথে নিউইয়ার্স ইভের দিনও থাকা যাবে না?"

"আপনি তো জানেনই সে কি করছে," সল যখন এ কথা বললো তখন ফিফথ এভিনু হোটেলে ঢুকছে গাড়িটা। হয়তো আমার কল্পনা, তবে মনে হলো

সলের কণ্ঠে তিক্ততার আভাস রয়েছে। "তার যা করার সে তাই করছে। দাবা খেলছে।"

∞

ওয়াশিংটন পার্কের পশ্চিম দিকে ফিফথ এভিনু হোটেলটা অবস্থিত। তার ঠিক পাশেই বিখ্যাত গ্রিনউইচ ভিলেজ। যেখানে কবি-সাহিত্যিক আর শিল্পীদের আড্ডা চলে দিনরাত। ইদানিং অবশ্য ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন আর নেশা করার জন্যে জায়গাটার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯৭২ সালে, তখনও পাবলিক বারগুলোর আধুনিকায়ন ঘটে নি। নিউইয়র্কের অনেক বার দেখতে সেই ওয়েস্টার্ন সিনেমার বারের মতোই রয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকলে মনে হবে বাইরে ঘোড়া রেখে আপনি ঢুকেছেন। পার্থক্য হলো, ঘোড়ার বদলে এখন আমি লিমোজিন নিয়ে এসেছি।

হোটেলের ভেতরে জানালার পাশে একটা রাউন্ড টেবিলে বসে আছে হ্যারি। আমাকে দেখেই হাত নাড়লো সে। লিউলিন আর ব্লাঁশে বসে আছে তার মুখোমুখি। একে অন্যের সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে বত্তিচেল্লির এক জোড়া সোনালি চুলের অ্যাঞ্জেলদের মতো।

পুরো দৃশ্যটা আমার কাছে অবাস্তব ব'লে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে পোস্টকার্ডে দেখা কোনো দৃশ্য। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। লোকজনে ভর্তি একটা বার। কাঁচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরই হ্যারি বাইরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

"ডার্লিং!" বিশাল দেহের হ্যারি লম্বায় ছ'ফুট চার-পাঁচ ইঞ্চির মতো হবে, মোটাসোটা হবার দরুণ দেখতে দৈত্যের মতো লাগে। লাল-সবুজ রঙের ডিনার জ্যাকেট পরে আছে বলে আরো বেশি দৈত্যাকার লাগছে তাকে।

"তুমি এসেছো বলে আমি খুব খুশি হয়েছি," আমাকে ছেড়ে দিয়ে হাত ধরে লবিতে নিয়ে এলো এবার।

"ডিয়ার, ডিয়ার ক্যাট," বলেই লিউলিন নিজের আসন থেকে উঠে আমার গালে আলতো করে চুমু খেলো। "ব্লাঁশে আর আমি ভাবছিলাম তুমি আসলেই আসবে কিনা, তাই না ডিয়ারেস্ট?"

লিউলিন সব সময়ই ব্লাঁশেকে ডিয়ারেস্ট বলে ডাকে, এ নামে লিটল লর্ড ফন্টলিরয় তার মাকে ডাকতো।

"সত্যি বলছি, ডার্লিং, তোমাকে কম্পিউটারের সামনে থেকে দূরে রাখাটা এ দুনিয়ার সবচাইতে কঠিনতম কাজ," বললো সে। "কসম খেয়ে বলছি, হ্যারি আর তোমার যদি কোনো কাজ না থাকতো তাহলে তোমরা কী যে করতে প্রতিদিন!"

"হ্যালো, ডার্লিং," ব্লাঁশে কথাটা বলেই আমাকে উপুড় হবার জন্যে ইশারা করলো যাতে করে তার মসৃণ গালের সাথে আমার গালটা ছোঁয়া যায়। "সব সময়ের মতো আজকেও তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। বসো। হ্যারি তোমার জন্য কি ড্রিং অর্ডার দেবে?"

"আমি তার জন্য এগনগ নিয়ে আসছি," বললো হ্যারি। আমাদের দিকে এমন অমুদে ভঙ্গিতে তাকালো যে মনে হলো সে বুঝি জীবন্ত কোনো ক্রিসমাস ট্রি। "এখানে দারুণ এগনগ পাওয়া যায়। একটু খেয়ে দেখো, তারপর তোমার যা খুশি খেতে পারো।" কথাটা বলেই লোকজনের ভীড় ঠেলে চলে গেলো বারের দিকে।

"হ্যারি বলছিলো তুমি নাকি ইউরোপে যাচ্ছো?" আমার পাশে বসতে বসতে লিউলিন বললো। ব্লাঁশেকে তার ড্রিং বাড়িয়ে দিলো সে। তারা দু'জনেই ম্যাচ করে পোশাক পরেছে। ব্লাঁশে পরেছে গাঢ় সবুজ রঙের সান্ধ্যকালীন গাউন আর লিউলিন পরেছে গাঢ় সবুজ রঙের ভেলভেটের জ্যাকেট। তারা দু'জনেই মধ্য চল্লিশের হলেও দেখতে একেবারে তরুণ দেখায়।

"ইউরোপে নয়," জবাবে বললাম আমি। "আলজিয়ার্সে। এটা একধরণের শাস্তি। আলজিয়ার্স হলো আলজেরিয়ার–"

"আমি জানি সেটা কোথায়," বললো লিউলিন। সে এবং ব্লাঁশে দৃষ্টি বিনিময় করলো। "কিন্তু কী দারুণ কাকতালীয় ব্যাপার, তাই না, ডিয়ারেস্ট?"

"তোমার জায়গায় আমি হলে এ কথাটা হ্যারিকে বলতাম না," কানের দুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললো ব্লাঁশে। "ও একেবারে আরববিদ্বেষী। তারপরও বলবে 'এগিয়ে যাও।' "

"তুমি এটা উপভোগ করতে পারবে না," বললো লিউলিন। "ভয়ঙ্কর একটি জায়গা। দারিদ্র, নোংরা, তেলাপোকা। খাবার-দাবারের অবস্থা আরো খারাপ।"

"তোমরা কি ওখানে গিয়েছিলে কখনও?" জানতে চাইলাম আমি, লিউলিন যে আমার আসন্ন নির্বাসনস্থলের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে সেজন্যে কিছুটা খুশি হলাম।

"আমি যাই নি," বললো সে। "তবে আমার হয়ে ওখানে কেউ গিয়ে ঘুরে আসুক সেটা আমি চাচ্ছিলাম অনেক দিন ধরে। আমার এখন মনে হচ্ছে অবশেষে একজনকে পেয়ে গেছি। তুমি হয়তো জানো আমি মাঝেমধ্যেই আর্থিক ব্যাপারে হ্যারির উপর নির্ভর করি..."

হ্যারির কাছে লিউলিনের ঋণের বোঝা কতোটুকু সেটা আমার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। যদিও হ্যারি এ নিয়ে খুব একটা মুখ খোলে না কখনই। তবে ম্যাডিসন এভিনুতে লিউলিনের অ্যান্টিকশপের করুণ অবস্থা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তার শপটা দেখতে পুরনো-গাড়ি বিক্রির দোকান বলে মনে হয়।

"তবে এখন," লিউলিন বললো, "আমি একজন কাস্টমার পেয়েছি যে দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করতে চায়। সে কি খুঁজছে সেটা যদি আমি জোগার করে দিতে পারি তাহলে স্বনির্ভরতার টিকেট হাতে পেয়ে যাবো।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো ঐ লোক যা পেতে চাইছে সেটা আলজেরিয়াতে আছে?" ব্লাঁশের দিকে চেয়ে বললাম। একমনে শ্যাম্পেইনে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে সে, মনে হয় না আমাদের কথাবার্তা তার কানে গেছে। "আমি যদি সেখানে যাইও তিনমাস পরে যাবো। ভালো কথা, তুমি নিজে কেন যাচ্ছো না, লিউলিন?"

"ব্যাপারটা অতো সহজহ নয়," বললো সে। "ওখানে আমার যে কন্ট্যাক্ট আছে সে একজন অ্যান্টিক ডিলার। সে জানে জিনিসটা কোথায় আছে, তবে সেটা কিনতে পারছে না। জিনিসটার মালিক নিভৃতচারি। এরজন্য একটু প্রচেষ্টা আর সময় দরকার। ওখানে বসবাস করছে এরকম কারো পক্ষেই কাজটা করা বেশি সহজ..."

"তুমি তাকে ছবিটা দেখাচ্ছো না কেন," শান্তকণ্ঠে বললো ব্লাঁশে। লিউলিন ব্লাঁশের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বুকপকেট থেকে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো রঙ্গিন ছবি বের করলো। দেখে মনে হচ্ছে কোনো বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে ছেঁড়া হয়েছে। ছবিটা সমান করে টেবিলের উপর রাখলো সে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে হাতির দাঁতে তৈরি অথবা রঙ্গিন কাঠ খোদাই করে করা একটি ভাস্কর্য–হাতির পিঠে সিংহাসনে বসা এক লোক। হাতির পেছনে বেশ কয়েকজন পদাতিক সৈন্য। হাতির পায়ের চারপাশে মধ্যযুগের অস্ত্র হাতে কয়েকজন অশ্বারোহী। খুবই সূক্ষ্ম নক্সা, অবশ্যই বেশ পুরনো। আমি জানি না এটার কী এমন গুরুত্ব আছে তবে ছবিটা দেখেই আমার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। টেবিলের পাশে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

"এটার ব্যাপারে কি ভাবছো তুমি?" লিউলিন জানতে চাইলো। "জিনিসটা অসাধারণ না?"

"তোমার কি অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে?" বললাম আমি। লিউলিন মাথা ঝাঁকালো শুধু। আমার দিকে চেয়ে আছে ব্লাঁশে।

লিউলিন বলতে লাগলো, "এটা হাতির দাঁতে তৈরি ভারতীয় একটি জিনিসের আরবীয় কপি। প্যারিসের *ন্যাশনেইল বিবিলিওথেক*-এ আছে এটা। ইউরোপে গেলে একবার দেখে আসতে পারো। তবে আমার বিশ্বাস অনেক পুরনো একটা ঘুঁটি থেকে এটা কপি করা হয়েছে। আসল জিনিসটা এখনও পাওয়া যায় নি। এটাকে বলে 'শার্লেমেইন কিং'।"

"শার্লেমেইন কি হাতির পিঠে চড়তো নাকি? আমি তো হ্যানিবাল ভেবেছিলাম।"

"এটা শার্লেমেইনকে খোদাই করে করা হয় নি। এটা হলো শার্লেইনের

দাবাবোর্ডের রাজার ঘুঁটি। এটা কপি থেকে কপি করা। আসল ঘুঁটিটা কিংবদন্তীতুল্য। আমার জানামতে কেউ ওটা চোখে দেখে নি।"

"কিন্তু তুমি কি করে জানলে ওটা এখনও আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। জানতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম কিছুটা।

"ওটা আছে," বললো লিউলিন। "পুরো দাবাবোর্ডটিকে বলা হয় *লিজেন্ড অব শার্লেমেইন*। আমার ঐ কাস্টমার ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পিস সংগ্রহ করেছে, সে চাইছে পুরো সেটটা কম্প্লিট করতে। এরজন্যে প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ করতেও রাজি আছে সে। তবে নিজের পরিচয় আড়ালে রাখতে চায় ভদ্রলোক। পুরো ব্যাপারটা খুবই গোপন রাখতে হবে, ডার্লিং। আমার বিশ্বাস আসল জিনিসটা চব্বিশ ক্যারেটের সোনা আর দামি দামি সব হীরা-জহরত দিয়ে তৈরি।"

লিউলিনের দিকে তাকালাম, বুঝতে পারছি না ঠিকঠিক শুনছি কিনা। তারপরই বুঝতে পারলাম সে আমাকে দিয়ে এ কাজটা করাতে চাইছে।

"লিউলিন, কোনো দেশ থেকে স্বর্ণ আর হীরা-জহরত নিয়ে আসতে গেলে কিছু আইন-কানুন মেনে তা করতে হয়। আর ঐতিহাসিক বিরল কোনো বস্তুর বেলায় তো এইসব নিয়মকানুন আরো বেশি কড়া। তুমি কি আমাকে আরব দেশের কোনো জেলখানায় পচিয়ে মারতে চাও নাকি?"

"আহ্। হ্যারি আসছে," শান্তকণ্ঠে বললো ব্লাঁশে। উঠে দাঁড়ালো সে যেনো হাত-পা ম্যাজ ম্যাজ করছে বসে থাকতে থাকতে। লিউলিন দ্রুত ছবিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলো।

"আমার বোন জামাইকে এ ব্যাপারে কিছু বোলো না," ফিসফিস করে সে বললো। "তুমি দেশ ছাড়ার আগে আমরা এ নিয়ে আবার কথা বলবো। তুমি যদি আগ্রহী হও তাহলে আমরা দু'জনেই প্রচুর টাকা পাবো।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম হ্যারির হাত থেকে খাবারের ট্রে'টা নেবার জন্য।

"আরে দেখো দেখো," বললো লিউলিন উচ্চস্বরে, "হ্যারি তো দেখছি আমাদের সবার জন্যেই এগনগ নিয়ে এসেছে! দারুণ একটা লোক সে।" আমার দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বললো, "আমি এগনগ একদম পছন্দ করি না। শূয়োরের হাগু ছাড়া আর কিছু না।" কিন্তু হ্যারির কাছ থেকে ট্রে'টা নিয়ে টেবিলে খাবার রাখতে ব্যস্ত হয়ে গেলো সে।

"ডার্লিং," হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো ব্লাঁশে, "এখন আমরা সবাই একসাথে আছি। তুমি কেন ভাগ্য গণনা করছো না। এখন পৌনে বারোটা বাজে, নতুন বছর আসার আগেই ক্যাটের ভাগ্যটা জানা উচিত।" লিউলিন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেলো। এগনগ খাওয়ার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেয়ে সে বরং খুশি।

তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো হ্যারি। "জানো," ব্লাঁশেকে বললো সে, "আমাদের বিয়ে হয়েছে পঁচিশ বছর হলো, প্রত্যেক বছর আমি ভাবি ক্রিসমাস পার্টিতে কে গাছের গোড়ায় এগনগ ফেলে রাখে।"

"এগনগ আমার খুব ভালো লাগে," বললাম তাকে। জিনিসটার স্বাদ আসলেই ভালো লাগে।

"কাজটা করে তোমার ঐ ভাই..." হ্যারি বললো। "এতোগুলো বছর ধরে তাকে আমি সাপোর্ট দিয়ে আসছি আর সে কিনা আমার প্রিয় এগনগ গাছের গোড়ায় ফেলে দেয়! এই ভবিষ্যত গণনাকারীকে আবিষ্কার করাটাই হলো তার প্রথম ভালো কোনো কাজ।"

"আসলে," বললো ব্লাঁশে, "লিলিই ঐ গণকের কথা বলেছিলো, ঈশ্বরই জানে মেয়েটা কিভাবে জানতে পারলো ফিফথ এভিনু হোটেলে একজন হস্তরেখা বিশারদ কাজ করে! সম্ভবত এখানে সে দাবা খেলার কোনো প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছিলো," কাটাকাটাভাবে বললো। "আজকাল মনে হয় সবখানেই ঐ দাবা খেলা চলে।"

লিলির দাবা খেলা নিয়ে চূড়ান্ত বিরক্তি প্রকাশ করে ব্লাঁশেকে দায়ি করলো হ্যারি। ব্লাঁশেও পাল্টা তাকে অভিযুক্ত করলো তাদের একমাত্র সন্তানকে এরকম একটি অসামাজিক আর বিরক্তিকর খেলায় আসক্ত করার জন্যে।

লিলি যে শুধু দাবাই খেলে তা নয়, বরং দাবা ছাড়া আর কোনো কিছুর প্রতি মেয়েটার আগ্রহ নেই। ব্যবসা কিংবা বিয়েশাদি কোনোটাই না–হ্যারির জন্যে এটা দ্বিগুন আক্ষেপের বিষয়। ব্লাঁশে আর লিউলিনও লিলির আজেবাজে সব জায়গায় গিয়ে স্ট্যাটাসবিহীন লোকজনের সাথে মেলামেশা করাটা দারুণ অপছন্দ করে। সত্যি বলতে কি, এই খেলার প্রতি লিলির যে মোহগ্রস্ততা সেটা কোনোক্রমেই কাটানো যাচ্ছে না। মেয়েটা তার জীবনের সমস্ত মেধা আর সময় অপচয় করে যাচ্ছে একটা সাদা কালো চেক-চেক বোর্ডে কতোগুলো কাঠের টুকরো ঠেলে ঠেলে। তার পরিবারের লোকজনের প্রতি আমি সহমর্মি না হয়ে পারি না।

"লিলি সম্পর্কে গণক কি বলেছে তোমাকে বলছি," ব্লাঁশেকে আমলে না নিয়ে বললো হ্যারি। "ঐ মহিলা বলেছে আমার পরিবারের বাইরে এক তরুণী আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

"বুঝতেই পারছো, হ্যারি এটা খুব পছন্দ করেছে," হেসে বললো ব্লাঁশে।

"মহিলা বলেছে জীবনের খেলায় সৈন্যরা হলো হৃদস্পন্দন, আর অন্য কোনো মহিলা যদি সাহায্য করে তাহলে রাজা তার চাল বদলাতে পারবে। আমার মনে হয় সে তোমার কথাই বলেছে–"

"মহিলা বলেছে 'দাবার সৈন্যরা হলো দাবার প্রাণ,' " কথার মাঝখানে বললো ব্লাঁশে। "আমার ধারণা এটা একটা কোটেশন..."

"এটা তোমার মনে থাকলো কিভাবে?" বললো হ্যারি।

"কারণ লিউ এখানকার ককটেল রুমালে ঐ মহিলার সব কথা লিখে রেখেছে," জবাব দিলো ব্লাঁশে। "জীবনের খেলায় সৈন্যরা হলো দাবার প্রাণ। এমনকি তুচ্ছ কোনো সৈন্যও বিরাট পরবির্তন ঘটাতে সক্ষম। তুমি ভালোবাসো এরকম কেউ স্রোতের দিক বদলে দিতে পারে এবং সে-ই বয়ে আনবে সমাপ্তি। এটাই আগাম বলা হয়েছে।" ব্লাঁশে রুমালটা নামিয়ে রেখে এক চুমুক শ্যাম্পেইন পান করলো আমাদের দিকে না তাকিয়েই।

"বুঝলে তো?" খুশি হয়ে বললো হ্যারি। "আমি এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছি–তুমি কোনো অলৌকিক কাজ করে দেখাবে–লিলি কিছু দিনের জন্যে দাবার নেশা থেকে দূরে থাকবে, স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে।"

"তোমার জায়গায় আমি হলে নিঃশ্বাস আটকে রাখতাম না," শীতল কণ্ঠে বললো ব্লাঁশে।

ঠিক তখনই গণককে নিয়ে হাজির হলো লিউলিন। হ্যারি উঠে সরে বসলো গণককে আমার পাশে বসতে দেয়ার জন্য। তাকে দেখে প্রথমেই মনে হলো আমার সাথে বুঝি তামাশা করা হচ্ছে। মহিলা আপাদমস্তক কিম্ভুতকিমাকার। একেবারে খাঁটি অ্যান্টিক সামগ্রী। কুজো হয়ে আছে। মাথার ফোলানো ফাপানো চুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে উইগ, বাদুরের ডানার মতো দেখতে চশমা পরে আছে সে। চশমার ফ্রেমে ছোটো ছোটো পাথর বসানো। সেই চশমার উপর দিয়ে আমার দিকে তাকালো মহিলা। এম্ব্রয়ডারি করা গোলাপী রঙের উলের সোয়েটার পরে আছে, আর ট্রাউজার হিসেবে যে সবুজ রঙের জিনিসটা পরেছে সেটা একেবারে ঢিলেঢালা। মনে হয় না এটা তার সাইজের। সূতো দিয়ে 'মিমসি' লেখা এক জোড়া গোলাপী রঙের জুতো পরেছে মহিলা। তার হাতে একটা ক্লিপবোর্ড, মাঝেমধ্যেই ওটার দিকে তাকাচ্ছে। বিরামহীণভাবে চিবিয়ে যাচ্ছে চুইংগাম।

"এই আপনার বন্ধু?" বাজখাই চড়া গলায় বললো মহিলা। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মহিলার হাতে কিছু টাকা তুলে দিলো হ্যারি। টাকাগুলো ক্লিপবোর্ডে আটকে রেখে আমার পাশে বসলো সে। হ্যারি তার বিপরীতে একটা সিটে গিয়ে বসলে আমার দিকে তাকালো মহিলা।

"ডার্লিং, উনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে মাথা নেড়ে জানিও," বললো হ্যারি। "তাহলে উনার পক্ষে তোমার..."

"আচ্ছা, ভাগ্য গণনাটা কে করবে?" বৃদ্ধমহিলা রেগেমেগে বললো। এখনও আমাকে চশমার উপর দিয়ে দেখে যাচ্ছে। আমার পাশে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো সে, কোনো ভাগ্য গণনা করলো না। তার মধ্যে কোনো তাড়া দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর সবাই অধৈর্য হয়ে উঠলো।

"আপনার কি আমার হাত দেখার কথা না?" জানতে চাইলাম।

"তুমি কোনো কথা বলবে না!" হ্যারি আর লিউলিন একসাথে বললো।

"সবাই চুপ করুন!" বিরক্ত হয়ে বললো গণক। "এটা খুব কঠিন সাবজেক্ট। আমি মনোসংযোগ করার চেষ্টা করছি।"

আসলেই মহিলা মনোসংযোগ করছে, ভবলাম আমি। এখানে আসার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার উপর থেকে চোখ সরায় নি। হ্যারির হাতঘড়ির দিকে চকিতে তাকালাম। বারোটা বাজতে আর সাত মিনিট বাকি। গণক একদম নড়ছে না। মনে হচ্ছে পাথর হয়ে গেছে।

বারোটা বাজতেই ক্ষেপে উঠলো ঘরের লোকজন। তাদের কণ্ঠস্বর চড়ে গেলো, শোনা যেতে লাগলো শ্যাম্পেইনের বোতল খোলার শব্দ। পকেট থেকে দেখতে হাস্যকর টুপি বের করে পরতে শুরু করলো একেকজন। মাথার উপর আছড়ে পড়তে লাগলো রঙ বেরঙের কনফেত্তি। পুরনো বছরের সমস্ত চাপ আর ক্লান্তি যেনো বিস্ফোরিত হয়ে ফুরিয়ে যেতে লাগলো এক লহমায়। মনে পড়ে গেলো কেন আমি নিউইয়ার্স ইভের সময় বাইরে যাওয়াটা সব সময় এড়িয়ে চলি। গণককে দেখে মনে হলো চারপাশের লোকজনের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। চুপচাপ বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে।

মুখ ফিরিয়ে মহিলার দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম। হ্যারি আর লিউলিন উদগ্রীব হয়ে আছে। ব্লাঁশে মহিলার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর যখন মহিলার দিকে তাকালাম দেখতে পেলাম এখনও আমার দিকেই চেয়ে আছে। মনে হলো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে সে। যেনো আমার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। এরপর আস্তে আস্তে আমার চোখের দিকে ফোকাস করলে সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি বয়ে গেলো, ঠিক যেমনটি ঘটেছিলো একটু আগে। তবে এবার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আমার ভেতর থেকে উদ্ভুত হয়েছে।

"কথা বলবেন না," আচমকা ফিসফিস করে গণক মহিলা আমাকে বললো। কথাটা যে মহিলা বলেছে সেটা বুঝতে আমার কিছুটা সময় লেগে গেলো। হ্যারি আর লিউলিন আরো ঝুঁকে এলো মহিলার কথা ভালোমতো শোনার জন্য।

"আপনি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেছেন," বললো গণক মহিলা। "আমি চারপাশে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।"

"বিপদ?" চমকে উঠে বললো হ্যারি। ঠিক এ সময় বরফ আর শ্যাম্পেইন নিয়ে এক ওয়েটার হাজির হলে সে বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে ওগুলো টেবিলে রেখে দ্রুত চলে যেতে বললো তাকে। "আপনি কিসের কথা বলছেন? এটা কি কোনো ঠাট্টা?"

গণক মহিলা এবার ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকিয়ে কী যেনো ভেবে নিলো। আমার খুব বিরক্ত লাগছে। এই ককটেল লাউঞ্জের ভবিষ্যদ্বক্তা আমাকে ভড়কে

দেবার চেষ্টা করছে কেন? হঠাৎ করে মহিলা আমার দিকে তাকালো। আমার রাগ আর বিরক্তি টের পেয়েছে সে। এবার বেশ পেশাদারদের মতো আচরণ করলো।

"আপনি ডান-হাতি," বললো মহিলা। "বাম হাতেই আপনার নিয়তি লেখা আছে। যে নিয়তি নিয়ে আপনি জন্মেছেন। ডান হাত বলছে নতুন কোনো জায়গায় যাচ্ছেন। প্রথমে আপনার বাম হাতটা দিন।"

আমি স্বীকার করছি এটা অদ্ভুতই বটে, তবে সে যখন আমার বাম হাতের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলো তখন গা শিউড়ে ওঠার মতো অনুভূতি হলো, মনে হলো মহিলা আসলেই কিছু দেখতে পাচ্ছে। তার দূর্বল আর শুকনো হাতটা যখন আমার হাত ধরলো টের পেলাম বরফের মতোই শীতল সেটা।

"বাহ্‌বা," অদ্ভুত কণ্ঠে বললো সে। "একটা হাতই বটে, আপনার।"

আমার হাতের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো মহিলা, চশমার পেছনে তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। তার হাত থেকে ক্লিপবোর্ডটা মেঝেতে পড়ে গেলেও কেউ সেটা তুললো না। আমাদের টেবিলে উত্তেজনা বিরাজ করলেও কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছে না। সবাই আমাকে দেখছে, আর ঘরের ভেতর আমাদের চারপাশে চলছে হৈহল্লা।

মহিলা গণক দু'হাতে আমার হাতটা শক্ত করে ধরলে হাতে ব্যথা পেতে লাগলাম। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেও পারলাম না। মহিলা যেনো লোহার আঙটা দিয়ে আটকে রেখেছে সেটা। কোনো এক কারণে অযৌক্তিকভাবেই আমি রেগে গেলাম। এগনগ আর ফলের জুস খেয়ে আমার একটু অস্বস্তিও লাগছিলো। ডান হাতটা ব্যবহার করে বাম হাতটা মহিলার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম।

"আমার কথা শুনুন," একেবারে অন্য রকম এক কণ্ঠে কথাটা বললো মহিলা। এখানে আসার পর তার যে কণ্ঠ শুনেছি তার চেয়ে অনেক আলাদা। বুঝতে পারলাম তার বাচনভঙ্গি আমেরিকানদের মতো নয়, তবে ঠিক কোথাকার ধরতে পারলাম না। মাথার ধূসর চুল আর কুজো হবার কারণে মনে হয়েছিলো তার বয়স অনেক বেশি, তবে এখন মনে হচ্ছে মহিলা যথেষ্ট লম্বা আর গায়ের চামড়ায় কোনো ভাঁজ নেই। আমি আবারো কথা বলতে শুরু করতেই হ্যারি তার চেয়ার ছেড়ে বিশাল দেহটা নিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

"এটা আমার জন্যে অনেক বেশি মেলোড্রামাটিক হয়ে যাচ্ছে," গণকের কাঁধে হাত রেখে বললো সে। অন্য হাতে পকেট থেকে আরো কিছু টাকা বের করে মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিলো। "এটাকে একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যাই, কি বলেন?" গণক তাকে আমলেই নিলো না, আমার দিকে আরো ঝুঁকে এলো সে।

"আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি," ফিসফিসিয়ে বললো মহিলা। "যেখানেই যান না কেন পেছনে তাকিয়ে দেখবেন। কাউকে বিশ্বাস

করবেন না। সবাইকে সন্দেহ করবেন। আপনার হাতের রেখা বলছে...এই হাতটার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে।"

"কে করেছে?" জানতে চাইলাম আমি।

আমার হাতটা আবারো তুলে নিয়ে আলতো করে হাতে রেখায় পরশ বুলিয়ে গেলো চোখ বন্ধ করে। যেনো অন্ধ কেউ ব্রেইলি পড়ছে। এখনও ফিসফিসিয়ে কথা বলছে যেনো স্মরণ করছে বহু দিন আগে শোনা কোনো কবিতা।

"এই যে রেখাটা, যেটা চাবির মতো আকৃতি ধারণ করেছে, এটা হলো দাবার বর্গ, যখন চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিন আসবে তখন রাজার চাল দিতে ঝুঁকি নেবেন না। একটা খেলা আসল, আর অন্যটা রূপকার্থে। অকথিত সময়, এই প্রজ্ঞা অনেক দেরি করে এসেছে। সাদার যুদ্ধ বিরামহীনভাবেই দামামা বাজাচ্ছে। সব জায়গায় কালোরা তার ভাগ্য চুরি করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তেত্রিশ আর তিনের খোঁজ অব্যাহত রাখুন। চিরন্তন আড়াল হলো গোপন দরজা।"

তার কথা যখন শেষ হলো তখন আমি নিশ্চুপ, হ্যারি পকেটে হাত ঢুকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। মহিলা কী বোঝাতে চাচ্ছে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই–তবে ব্যাপারটা যে অদ্ভুত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে এখানে, এই বারে, এই কথাগুলো আগেও আমি শুনেছি। ব্যাপারটাকে *দেজাভু* মনে করে কাঁধ ঝাঁকালাম।

"আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না," খুব জোরেই বললাম কথাটা।

"আপনি বুঝতে পারছেন না?" মহিলা বললো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো আমার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিলো সে। "তবে বুঝতে পারবেন," জোর দিয়ে বললো গণক। "চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিন? এটা কি আপনার কাছে কিছু ইঙ্গিত করছে না?"

"হ্যা, কিন্তু–"

মহিলা তার ঠোঁটে আঙুল রেখে মাথা ঝাঁকালো। "এর মানে কি সেটা আপনি কাউকে বলবেন না। একদম না। বাকিটা খুব জলদিই বুঝতে পারবেন। যেহেতু এই হাতটাই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। নিয়তির হাত। এটা লেখা হয়ে গেছে–'চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিন, তারপরই আসবে *আট*।' "

"মানে কি?" লিউলিন আৎকে উঠে বললো। টেবিলের কাছে এসে মহিলার হাতটা খপ করে ধরে ফেললো সে, কিন্তু মহিলা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিলো তার হাত।

ঠিক তখনই পুরো ঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেলো। হৈহল্লা করতে থাকা লোকগুলো হর্ন বাজাতে শুরু করলো একসঙ্গে। শ্যাম্পেইনের বোতলের ছিপি খোলার শব্দ শুনতে পেলাম আমি। সবাই চিৎকার করছে সমস্বরে, "হ্যাপি নিউ

ইয়ার!" রাস্তায় পটকা আর আতশবাজি ফুটতে শুরু করলো। নিভু নিভু ফায়ারপ্লেসের সামনে থাকা পার্টিবাজ লোকগুলোর কালচে অবয়ব দেখে মনে হচ্ছে দান্তের দেখা নরকের কৃষ্ণ-প্রেতাত্মা। তাদের চিৎকার অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

যখন আলো জ্বলে উঠলো দেখা গেলো মহিলা গণক আর নেই। হ্যারি তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত আগে মহিলা যেখানে বসেছিলো সে জায়গাটা এখন ফাঁকা। আমরা সবাই বিস্ময়ে একে অন্যের দিকে তাকালাম। হ্যারি অট্টহাসি হেসে উপুড় হয়ে আমার গালে চুমু খেলো।

"হ্যাপি নিউ ইয়ার, ডার্লিং," আমাকে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে ধরে বললো সে। "দুর্বোধ্য ভাগ্যসহকারে! আমার মনে হয় আমার পুরো আইডিয়াটা মাঠে মারা গেছে। এজন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

টেবিলের ওপর পাশে বসে থাকা ব্লাঁশে আর লিউলিন একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে কথা বলছে।

"আরে আসো তো তোমরা," হ্যারি বললো। "এই যে শ্যাম্পেইনগুলো পড়ে আছে টেবিলে এগুলোর সদ্ব্যবহার করি, নাকি? ক্যাট, তোমারও একটু পান করা দরকার।" লিউলিন উঠে এসে আমার গালে আলতো করে চুমু খেলো।

"ক্যাট ডিয়ার, আমিও হ্যারির সাথে একমত। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র যেনো ভূত দেখেছো।" আমার খুব ক্লান্ত লাগছে।

"কী সাংঘাতিক মহিলা," লিউলিন বললো। "আপদ-বিপদ নিয়ে আবোলতাবোল বলে গেলো। যদিও সে যা বলে গেলো তাতে মনে হয় তোমার কাছে কিছু একটা বোধগম্য হয়েছে। নাকি এটা আমার নিছক অনুমাণ?"

"আমার মনে হয় না," বললাম তাকে। "দাবাবোর্ড আর সংখ্যাগুলো...আচ্ছা এই *আট* জিনিসটা কি? আমি তো এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।" হ্যারি আমাকে একগ্লাস শ্যাম্পেইন দিলো।

"সমস্যা নেই," আমাকে একটা ককটেল রুমাল দিয়ে বললো ব্লাঁশে। রুমালটায় কিছু লেখা আছে। "লিউ সব লিখে রেখেছে তোমাকে দেবার জন্যে। হয়তো পরে কোনো এক সময় এটা তোমার কোনো স্মৃতি উস্‌কে দিতে পারবে। তবে আশা করি সেটা না হলেই ভালো! পুরো ব্যাপারটাই হতাশাজনক।"

"আহা, এটা নিছক মজা," বললো লিউলিন। "আমি দুঃখিত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী রকম জানি হয়ে গেলো। তবে মহিলা দাবার কথা উল্লেখ করেছে, তাই না? মেটা অর্থাৎ রাজার চাল দেয়ার কথাও বলেছে। খুবই ভুতুরে ব্যাপার-স্যাপার। 'মেট' শব্দটার অর্থ তুমি কি জানো–'চেকমেট,' এটা এসেছে পারস্যের *শাহ্‌মাত* থেকে। এর মানে 'রাজার মৃত্যু'। মহিলা বলেছে তুমি বিপদে আছো–তুমি কি নিশ্চিত এসবের কোনো মানে নেই তোমার কাছে?" লিউলিন জানতে চাইলো।

"আরে বাদ দাও তো এসব," বললো হ্যারি। "লিলির সাথে তোমার ভাগ্য জড়িয়ে আছে এটা বলাটাই ভুল হয়ে গেছে। পুরো ব্যাপারটাই একেবারে অর্থহীন প্রলাপ। এটা ভুলে যাও, তা না হলে রাতের বেলায় দুঃস্বপ্ন দেখবে।"

"লিলি ছাড়াও আমার চেনাজানা আরো একজন আছে যে দাবা খেলে থাকে," তাকে আমি বললাম। "সত্যি বলতে কি, আমার এক বন্ধু প্রতিযোগীতামূলক দাবা খেলে থাকে..."

"তাই নাকি?" চট করে বললো লিউলিন। "আমি তাকে চিনি?"

মাথা ঝাঁকালাম। ব্লাঁশে কিছু একটা বলার আগেই হ্যারি তার হাতে শ্যাম্পেইনের গ্লাস ধরিয়ে দিলো। মুচকি হেসে চুমুক দিতে শুরু করলো সে।

"যথেষ্ট হয়েছে," বললো হ্যারি। "নতুন বছর যা-ই বয়ে আনুক না কেন আসো সবাই মিলে টোস্ট করি।"

আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা শ্যাম্পেইনের বোতলগুলো শেষ করে ফেললাম। অবশেষে নিজেদের কোট গায়ে চাপিয়ে বাইরে এসে লিমোজিনে বসলাম সবাই। হ্যারি সলকে বললো সবার আগে আমাকে ইস্ট রিভারের অ্যাপার্টমেন্টে ড্রপ করে দেবার জন্য। আমার বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়িটা আসতেই গাড়ি থেকে নেমে আমাকে জড়িয়ে ধরলো হ্যারি।

"আশা করি তোমার নতুন বছরটি চমৎকার কাটবে," বললো সে। "হয়তো তুমি আমার নাছোরবান্দা মেয়েটার জন্য কিছু একটা করবে। সত্যি বলতে কি, আমি জানি তুমি তা করবে। এটা আমি আমার গ্রহ-নক্ষত্রে দেখেছি।"

"দ্রুত বিছানায় না গেলে আমিও গ্রহ-নক্ষত্র দেখা শুরু করবো," তাকে বললাম। "এগনগ আর শ্যাম্পেইনের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

হ্যারির সাথে করমর্দন করে অন্ধকারাচ্ছন্ন লবি দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। হ্যারি চেয়ে চেয়ে দেখলো। দরজার পাশে দারোয়ান নিজের চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে। বিশাল ফয়ারের লিফটের কাছে যে চলে গেলাম সেটা টেরই পেলো না সে। পুরো বিল্ডিংটা কবরের মতোই নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

বোতাম টিপলে ঘরঘর করে লিফটের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। লিফটা উপরে উঠতে শুরু করলে আমি কোটের পকেট থেকে রুমালটা বের করে আবারো পড়লাম। এবারো বুঝতে পারলাম না কিছু। ইতিমধ্যেই আমার অনেক সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে, নতুন কোনো সমস্যা নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু লিফট থেকে বের হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোর দিয়ে যেতে যেতে হুট করে মনে পড়ে গেলো, ঐ গণক মহিলা কি করে জানলো চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিনটি আমার জন্মদিন!

ফিয়ানচেত্তো

বিশপরা হলো যাজক...তারা একটি পথই বেছে নেয়...প্রায় প্রত্যেক বিশপই জাগতিক লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্য নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

–কোয়ানডাম মোরালিটাস দ্য স্কাক্কারিও

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট

(১১৯৮–১২১৬)

প্যারিস

১৭৯১ সালের গ্রীষ্মকাল

"*ওহ্ মার্দে। মার্দে!*" জ্যাক-লুই ডেভিড বললেন। রেগেমেগে হাতের ব্রাশটা মেঝেতে রেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। "আমি তোমাদেরকে নড়াচড়া করতে মানা করেছিলাম! এখন তো কাপড়ের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেলো। সব শেষ!"

ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ের দিকে তাকালেন তিনি, স্টুডিওর মাচাঙে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। বলতে গেলে নগ্নই, তবে পাতলা আর স্বচ্ছ কাপড় জড়িয়ে রেখেছে বুকের উপর, অনেকটা প্রাচীণ গ্রিসের ফ্যাশন অনুযায়ী, যা কিনা এখন প্যারিসের নতুন ফ্যাশন হিসেবে দারুণ চলছে এটা।

নিজের বুড়ো আঙুলটা কামড়ালেন ডেভিড। তার ঘন-কালো চুল চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আর কালো চোখ দুটোতে ঝিলিক দিচ্ছে বন্যতা। হলুদ-নীল রঙের স্ট্রাইপের একটি রেশমী কাপড় গলায় পেচিয়ে রেখেছেন তিনি। সেটাতে লেগে আছে চারকোলের গুঁড়ো। পরনের সবুজ রঙের জ্যাকেটটা দুমরেমুচরে আছে।

"আমাকে এখন সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হবে," অনুযোগের সুরে বললেন তিনি। ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে কোনো কথা বললো না। তাদের মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছে আর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে চিত্রশিল্পী ডেভিডের পেছনে খোলা দরজার দিকে।

জ্যাক-লুই অধৈর্য হয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। লম্বা আর বেশ সুঠাম শরীরের এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে চোখ ধাঁধানো সুন্দর, অনেকটা দেবদূতের মতো। মাথার সোনালী চুল পেছন দিকে টেনে রিবন দিয়ে বাধা। বেগুনি রঙের সিল্কের কাসোক পরে আছে সে।

চোখ দুটো গভীর আর গাঢ় নীল রঙের, চিত্রকরের দিকে নিবদ্ধ সেই চোখজোড়া। অবশেষে তার ঠোঁটে হাসি দেখা গেলো। "আশা করি আমি বিরক্ত করছি না," মাচাঙের উপর দাঁড়িয়ে থাকা দুই তরুণীর দিকে তাকালো সে। তারা হরিণের মতো ভঙ্গি করে পোজ দিয়ে আছে, যেনো এখনই লাফ দেবে। লোকটার নম্রকণ্ঠ শুনে মনে হলো উচ্চবংশের কেউই হবে।

"আরে মরিস যে," কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললেন জ্যাক-লুই। "তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দিলো কে? তারা তো ভালো করেই জানে কাজের সময় আমি কারো সাথে দেখা করি না।"

"আশা করি আপনি এই গ্রীষ্মে আপনার সব লাঞ্ছন অতিথিকে এভাবে সম্ভাষণ জানান না," মুচকি হেসে যুবক বললো। "তাছাড়া এটা দেখে আমার কাছে কোনো কাজ বলেও মনে হচ্ছে না। নাকি এটা এমন একটা কাজ যেটাতে আমার হাত লাগানো উচিত।"

ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ের দিকে আবারো তাকালো সে, উত্তর দিকের জানালা দিয়ে আসা সোনালী রোদে তারা স্নাত। স্বচ্ছ কাপড়ের আড়ালে তাদের কম্পমান দেহ তার নজর এড়ালো না।

"মনে হচ্ছে এরকম কাজে তুমি অনেক বেশিই হাত লাগিয়েছো," বললেন ডেভিড। ইজেল থেকে আরেকটা ব্রাশ তুলে নিলেন তিনি। "কিন্তু ভদ্রলোকের মতো–মাচাঙের কাছে গিয়ে কাপড়গুলো আবার ঠিক করে দেবে কি? আমি তোমাকে এখান থেকে নির্দেশ দিচ্ছি কি করতে হবে। সকালের আলো অবশ্য এরইমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। আর বিশ মিনিট পরই আমরা লাঞ্চের জন্যে বিরতি নেবো।"

"আপনার স্কেচটা কি?" যুবক জানতে চাইলো। মাচাঙের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় দেখা গেলো এক পা টেনে টেনে হাটছে।

"চারকোল আর ওয়াশের," জবাব দিলেন ডেভিড। "অনেক দিন ধরে এই আইডিয়াটা নিয়ে ভেবে গেছি, পুশিনের *দ্য রেইপ অব অ্যা স্যানিন উইমেন*-এর থিম।"

"কী দৃষ্টিনন্দন ভাবনারে বাবা," মাচাঙের কাছে যেতে যেতে বললো মরিস। "আমি কাপড়গুলো কি করবো? দেখে তো বেশ লাগছে।"

ভ্যালেন্টাইন দাঁড়িয়ে আছে মরিসের মাথার উপর মাচাঙে, তার এক হাটু সামনে বাড়িয়ে রাখা আর হাত দুটো দুদিকে প্রসারিত। তার পাশেই আছে মিরিয়ে, হাটু মুড়ে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে অনুনয়ের ভঙ্গিতে। তার ঘন লালচে চুল কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে ছড়িয়ে আছে, তবে নগ্ন বক্ষ ঢেকে রাখতে পারছে না সেগুলো।

"ঐ যে লালচুলগুলো, একটু সরিয়ে দাও," দূর থেকে চোখ কুচকে বললেন

ডেভিড। "না, এতোটা না। শুধু বাম স্তনটা যাতে ঢেকে যায় এমনভাবে সরিয়ে দাও। ডান স্তনটা পুরোপুরি উন্মুক্ত থাকবে। একেবারে উন্মুক্ত। কাপড়টা আরেকটু নামিয়ে দাও। তারা সৈনিকদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে, বুঝলে, কোনো সতী-সাধবী নান নয় তারা।"

যেভাবে বলা হলো সেভাবেই কাজ করলো মরিস কিন্তু বুকের কাছে কাপড়টা সরাতে গেলে তার হাত কেঁপে উঠলো।

"সরাও। আরেকটু সরাও, ঈশ্বরের দোহাই লাগে, আমি যেনো স্তনটা দেখতে পাই। আরে এখানে চিত্রকর কে, বলি?" চিৎকার করে বললেন ডেভিড।

মরিস একটা দিক সরিয়ে দূর্বল হাসি দিলো। জীবনে সে এতো সুন্দরী তরুণী দেখে নি। মনে মনে ভাবলো, ডেভিড এদের কোত্থেকে খুঁজে পেয়েছে। এই সমাজের সবাই জানে মহিলারা তার স্টুডিওর সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ডেভিডের তুলির আঁচড়ে গ্রিক *ফেমে ফ্যাটাল* হবার জন্য। কিন্তু এই মেয়ে দুটো একেবারে আনাড়ি আর গ্রাম্য, প্যারিসের অভিজাত নারী ব'লে মনে হয় না।

প্যারিসের যে কোনো পুরুষের চেয়ে এই সমাজের নারীদের স্তন আর উরু অনেক বেশি হাতিয়েছে মরিস। তার শয্যাসঙ্গিনীদের মধ্যে ডাচেস দ্য লুইনেস, ডাচেস দ্য ফিজ-জেমস, ভিকোমতে দ্য লাভাল এবং প্রিন্সেস দ্য ভদেমোয়াঁ রয়েছে। এটা তার এমন একটি ক্লাব যেখানে সদস্য হবার জন্য সব সময়ই দরজা খোলা থাকে।

মরিসের বয়স সাইত্রিশ হলেও তাকে দশ বছর কম দেখায়। আর নিজের এই তারুণ্যকে সে বিশ বছর ধরে দারুণভাবে সদ্ব্যবহার করে আসছে। এই সময়ের মধ্যে পস্ত নুয়েফ দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে, যার পুরোটাই উপভোগের কাজে ব্যয় করেছে সে। তার শয্যাসঙ্গিনীরা তার জন্যে সব সময়ই দরজা খোলা রাখে। শুধু যৌনতাই নয়, তার জন্যে তারা অনেক কিছুই করেছে।

অন্য যে কারো চেয়ে মরিস ভালো করেই জানে, ফ্রান্স চালায় নারীরা। সে মনে করে আইনগতভাবে নারীদের জন্যে সিংহাসন আরোহন নিষিদ্ধ থাকার কারণেই মেয়েরা তাদের ক্ষমতা চরিতার্থ করে অন্যভাবে। তারাই সিংহাসনে বসায় তাদের পছন্দের প্রার্থীকে।

"এবার ভ্যালেন্টাইনের কাপড়টা ঠিক করো তো," অধৈর্য হয়ে বললেন ডেভিড। "তোমাকে মাচাঙে উঠতে হবে, ঐ যে, ওখানে সিঁড়িটা আছে।"

মরিস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে মাচাঙে উঠে গেলো। মেঝে থেকে সেটা বেশ কয়েক ফুট উপরে। ভ্যালেন্টাইনের পেছনে দাঁড়ালো সে।

"তাহলে তোমার নাম ভ্যালেন্টাইন?" মেয়েটার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললো। "নামটা ছেলেদের হলেও তুমি দেখতে দারুণ সুন্দরী।"

"আর আপনি একদম লুইচ্চা," চট করে জবাব দিলো ভ্যালেন্টাইন। "বিশপের মতো বেগুনী রঙের কাসোক পরে থাকা একজন লুইচ্চা!"

"ফিসফিসানি বন্ধ করো," চিৎকার করে বললেন ডেভিড। "কাপড়টা ঠিক করো, মরিস! বাইরের আলো শেষ হয়ে যাচ্ছে।" মরিস কাপড়টা সরাতে যাবে ঠিক তখনই ডেভিড বলে উঠলেন, "আহ্, মরিস। আমি তোমার সাথে এদের পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছি। এ হলো আমার ভাতিজি ভ্যালেন্টাইন আর তার খালাতো বোন মিরিয়ে।"

"আপনার ভাতিজি!" কাপড়টা পড়ে গেলো মরিসের হাত থেকে, যেনো আগুনের ছ্যাকা খেয়েছে সে।

"আমার দূরসম্পর্কের ভাতিজি," যোগ করলেন ডেভিড। "তারা আমার অভিভাবকত্বে আছে। তার দাদা ছিলো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বেশ কয়েক বছর আগে সে মারা গেছে। কাউন্ট দ্য রেমি। আমার বিশ্বাস তোমার পরিবার তাকে চেনে।"

ডেভিডের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো মরিস।

"ভ্যালেন্টাইন," ডেভিড বললেন, "এই ভদ্রলোক ফ্রান্সে খুবই বিখ্যাত একজন লোক। অ্যাসেম্বলির সাবেক প্রেসিডেন্ট। এ হলো মঁসিয়ে শার্ল মরিস দ্য তয়িরাঁ-পেরিগোর্দ। অঁতুয়াঁর বিশপ..."

মিরিয়ে লাফ দিয়ে মাচাঙ থেকে নেমে পড়লো, কাপড়টা জড়িয়ে নিলো গায়ে। ভ্যালেন্টাইনও একই কাজ করলো সঙ্গে সঙ্গে। তবে সে এমন চিৎকার দিলো যে মরিসের কান ফেঁটে যাবার উপক্রম হলো।

"অঁতুয়াঁর বিশপ!" মরিসের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে চিৎকার করে বললো ভ্যালেন্টাইন। "শয়তানের চিহ্ন নিয়ে যে লোক জন্মেছে!"

নগ্নপদেই মেয়ে দুটো ঘর থেকে দৌড়ে চলে গেলো।

মুখ টিপে হেসে ডেভিডের দিকে তাকালো মরিস। "বিপরীত লিঙ্গের কেউ সচরাচর আমার সাথে এরকমটি করে না," বললো সে।

"মনে হচ্ছে তোমার সুখ্যাতি ধীরে ধীরে কমে আসছে," জবাব দিলেন ডেভিড।

∞

স্টুডিওর পাশে ছোট্ট ডাইনিংরুমে বসে জানালা দিয়ে রুই দ্য বাক দেখছেন ডেভিড। মরিস বসে আছে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে। তাদের দু'জনের সামনে বিশাল একটি মেহগনি টেবিল। কয়েক বোল ফলমূল আর কিছু মোমবাতি রয়েছে সেটার উপর।

"এরকম প্রতিক্রিয়া কে-ই বা আশা করতে পারে?" বললেন ডেভিড। একটা

কমলার কোয়া তুলে নিলেন তিনি। "এরকম ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। উপর তলায় গিয়েছিলাম, যাইহোক, তারা জামাকাপড় পাল্টে লাঞ্চ করার জন্যে নীচে আসতে রাজি হয়েছে।"

"এটা কি করে হলো, মানে এরকম দুই সুন্দরী তরুণীর অভিভাবক হবার কথা বলছি?" মদের গ্লাসে আস্তে করে চুমুক দিয়ে বললো মরিস। "একজন মানুষের পক্ষে এরকম সৌন্দর্য উপভোগ করা একটু বেশিই হয়ে যায় না? তাছাড়া আপনার মতো একজনের সাথে থাকাটা কি অপচয় ছাড়া আর কিছু হচ্ছে?"

ডেভিড মুখ তুলে তাকিয়ে দ্রুত জবাব দিলেন, "আমিও একমত এ ব্যাপারে। তাদেরকে কিভাবে সামলাবো সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই। প্যারিসের প্রায় সবখানে ভালো একজন গভর্নেস খুঁজে বেরিয়েছি তাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য। কয়েক মাস আগে আমার বউ আমাকে ছেড়ে ব্রাসেল্‌সে চলে যাবার পর থেকে আমার কাণ্ডজ্ঞানও কমে এসেছে। বুঝতে পারছি না এদের নিয়ে কী করবো।"

"আপনার বউয়ের চলে যাওয়ার কারণ নিশ্চয় এই দু'জন ভাতিজির আগমণ নয়, নাকি?" মুচকি হেসে বললো মরিস।

"মোটেই না," বিষন্ন কণ্ঠে বললেন ডেভিড। "আমার বউ আর তার পরিবার রাজপরিবারের সাথে একটু বেশিই জড়িত ছিলো। অ্যাসেম্বলিতে আমার জড়িত হবার ব্যাপারটা তারা মেনে নিতে পারে নি। তারা মনে করে আমার মতো একজন বুর্জোয়া চিত্রকর, যাকে রাজপরিবার সাপোর্ট দিয়ে এসেছে, তার পক্ষে প্রকাশ্যে বিপ্লবের প্রতি সমর্থন দেয়াটা উচিত হয় নি। বাস্তিল দূর্গ পতনের দিন থেকে আমার বিয়েটা নড়বড়ে হয়ে যায়। আমার বউ দাবি করে আমি যেনো অ্যাসেম্বলি থেকে পদত্যাগ করি, আর সেইসঙ্গে বন্ধ করে দেই রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকাআঁকি। এইসব শর্ত মানলেই সে ফিরে আসবে।"

"কিন্তু বন্ধু, আপনি যখন রোমে *দ্য ওথ অব দি হোরাতু* ছবিটা উন্মোচন করলেন তখন লোকজন দল বেধে আপনার পিয়াজ্জা দেল পোপোলো স্টুডিওতে এসে ছবিটার উপর পুষ্পবর্ষণ করে গেছে! নতুন রিপাবলিকের ওটা হলো প্রথম মাস্টারপিস, আর আপনি হলেন সেটার চিত্রকর।"

"আমি সেটা জানি কিন্তু আমার বউ জানে না," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ডেভিড। "বাচ্চাদেরও ব্রাসেল্‌সে নিয়ে গেছে সে, আমার এই দুই ভাতিজিকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। তবে তাদের অ্যাবিসের সাথে আমার যে শর্ত ছিলো তাতে করে তাদেরকে প্যারিসে রাখার কথা। এ কাজের জন্যে আমাকে বেশ ভালো পরিমাণের টাকা দেয়া হয়। তাছাড়া এটা তো আমার জন্মস্থান।"

"তাদের অ্যাবিস? আপনার ঐ দুই ভাতিজি নান ছিলো নাকি?" মরিস প্রায় হেসেই ফেলতে যাচ্ছিলো। "কী আজব ব্যাপার্‌রে বাবা! দু দু'জন তরুণীকে,

জিপ্তর নববধূকে কিনা তেতাল্লিশ বছরের এক লোকের হাতে তুলে দেয়া হলো, যার সাথে তাদের রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। ঐ অ্যাবিস কি ভেবে এ কাজ করেছে?"

"তারা নান ছিলো না, নান হিসেবে শপথ নেয় নি এখনও। যেমনটা তুমি করেছিলে!" ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললেন ডেভিড। "মনে হচ্ছে ঐ অ্যাবিসই তাদেরকে তোমার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলো তুমি হলে শয়তানের পূণর্জন্ম হওয়া একজন।"

"ঐ অ্যাবিস যে আমার ব্যাপারে এরকম কথা বলেছে তাতে আমি খুব একটা অবাক হই নি।"

"তুমি একজন যাজক ছিলে, সুতরাং তোমার পরবর্তী কার্যকলাপে তারা অখুশি হবে সেটাই তো স্বাভাবিক।"

"আমাকে কখনও যাজক হবার জন্যে জিজ্ঞেস করা হয় নি," তিক্ত কণ্ঠে বললো মরিস। "উত্তরাধিকারসূত্রেই সেটা হয়েছি। তবে যেদিন আমি যাজকের আলখেল্লাটা খুলে রাখলাম সেদিন সত্যিই নিজেকে প্রথমবারের মতো মুক্ত ব'লে মনে হয়েছিলো।"

ঠিক এই সময় ডাইনিংরুমে ঢুকলো ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে। তারা দু'জনেই একই রকম পোশাক পরে আছে, যে পোশাকে পরে তারা অ্যাবি ছেড়ে এখানে এসেছিলো। পার্থক্য শুধু মাথার চুলগুলো রঙ্গিন ফিতা দিয়ে বেধে রাখা। দু'জন পুরুষই উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানালো, দুটো চেয়ার টেনে তাদেরকে বসতে দিলেন ডেভিড।

"আমরা প্রায় পনেরো মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্যে," মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন তিনি। "আশা করি এখন আমরা সবাই ভালো ব্যবহার করবো। মঁসিয়ের সাথে ভদ্র ব্যবহার করার চেষ্টা কোরো। ওর সম্পর্কে তোমরা যা-ই শুনে থাকো না কেন, সেটা যদি পুরোপুরি সত্যিও হয়ে থাকে, মনে রাখবে ও এখন আমাদের অতিথি।"

"তারা কি এও বলেছে, আমি একজন ভ্যাম্পায়ার?" মরিস ভদ্রভাবেই জানতে চাইলো। "বাচ্চাদের রক্ত পান করি?"

"ওহ্ হ্যা, মঁসিয়ে," ভ্যালেন্টাইন জবাব দিলো। "আপনি শয়তানের চিহ্ন, মানে ঘোড়ার খুঁড়ের মতো পা নিয়ে জন্মেছেন। হাটেনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, সুতরাং এটা অবশ্যই সত্যি!"

"ভ্যালেন্টাইন," বললো মিরিয়ে, "এভাবে বোলো না!"

ডেভিড মাথায় হাত দিলেও কিছু বললেন না।

"ঠিক বলেছো," বললো মরিস। "ব্যাপারটা আমার বুঝিয়ে বলা দরকার।"

গ্লাসে কিছু মদ ঢেলে ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ের বিপরীতে বসে কথা বলতে

শুরু করলো সে। "আমি যখন খুব ছোটো ছিলাম আমার পরিবার আমাকে দুধমা'র কাছে রেখেছিলো কয়েক দিনের জন্য, একদিন মহিলা আমাকে একটা আলমিরার উপর রেখে চলে গেলে আমি সেটা থেকে পড়ে যাই, আমার পা ভেঙে যায় তখন। ঐ মহিলা ছিলো অশিক্ষিত আর গ্রাম্য। সে ভয়ে ব্যাপারটা আমার বাবা-মাকে জানায় নি। এ কারণে আমার পা'টা আর ঠিক হয় নি। আমার মা যখন টের পেলো আমার পা'টা একটু বেঁকে বড় হচ্ছে তখন ঠিক করার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। এ হলো আসল গল্প। কোনো রহস্য-টহস্য নেই, বুঝলে?"

"এটা কি আপনাকে খুব যন্ত্রণা দেয়?" জানতে চাইলো মিরিয়ে।

"পায়ের কথা বলছো? না।" তিক্তভাবে বললো মরিস। "শুধু পা'টা বেঁকে গেছে। তবে এজন্যে আমি বড় সন্তান হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পাওয়ার কথা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমার মা পর পর দুই ছেলের জন্ম দেন। সেই দুই ভাই, আর্চিমবদ আর বোসোনের কাছেই সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করে যান। তিনি চান নি একজন খোঁড়া প্রাচীনপদবী তয়িরাঁ-পেরিগোর্দের উত্তরাধিকারী হোক। বুঝলে? আমার মাকে আমি শেষ দেখি যখন তিনি অঁতুয়াঁতে এসেছিলেন আমার বিশপ হবার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে। যদিও তিনি চেয়েছিলেন আমি যাজক হই, চিরটাকাল লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যাই। তিনি বলেছিলেন আমি নাকি বিশপ হবার মতো যথেষ্ট ধার্মিক নই। তিনি অবশ্য সত্যি কথাটাই বলেছিলেন।"

"কী বাজে ব্যাপার!" উত্তেজিত হয়ে বললো ভ্যালেন্টাইন। "তাকে আমার ডাইনী-বুড়ি বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে!"

ডেভিড ছাদের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে লাঞ্চের জন্যে বেল বাজিয়ে দিলেন।

"তুমি আসলেই তাই করতে?" মরিস নম্রকণ্ঠে জানতে চাইলো। "তাহলে তো তোমাকেই আমার দরকার ছিলো। আচ্ছা করে তাকে ডাইনী-বুড়ি ডাকানো যেতো। স্বীকার করছি এটা করার জন্যে আমি মুখিয়ে ছিলাম দীর্ঘদিন।"

গৃহভৃত্য যখন সবার জন্য খাবার পরিবেশন করে চলে গেলো তখন ভ্যালেন্টাইন বললো, "আপনার আসল গল্পটা বলার পর আপনাকে আর আগের মতো খারাপ লোক ব'লে মনে হচ্ছে না, মঁসিয়ে। স্বীকার করছি আপনি দেখতে দারুণ হ্যান্ডসাম।"

ভ্যালেন্টাইনকে বিরত রাখার জন্য মিরিয়ে কটমট করে তাকালে ডেভিড হো হো করে হেসে ফেললেন।

"অ্যাবিটা যদি সত্যি সত্যি আপনিই বন্ধ করে দিয়ে থাকেন তাহলে মিরিয়ে আর আমি আপনাকে ধন্যবাদই দেবো," হরবর করে বলে চললো ভ্যালেন্টাইন।

"তা না হলে আমরা এখনও মন্তগ্নেইনেই পড়ে থাকতাম। আমাদের স্বপ্নের শহর প্যারিসের এই জীবন কখনই উপভোগ করতে পারতাম না..."

কাটাচামচ আর রুমাল টেবিলের উপর রেখে তাদের দু'জনের দিকে তাকালো মরিস।

"মন্তগ্নেইন অ্যাবি? বাস্ক-পিরেনিজে অবস্থিত? সেখান থেকেই কি তোমরা এসেছো? কিন্তু তোমারা সেখানে থাকলে না কেন? কেন ওখান থেকে চলে এলে?"

মরিসের অভিব্যক্তি আর প্রশ্নটা শুনে ভ্যালেন্টাইন বুঝতে পারলো একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। মঁসিয়েকে দেখে যতোই ভদ্রলোক আর ভালো মানুষ ব'লে মনে হোক না কেন তিনি তো অঁতুয়াঁর বিশপই। এই লোকটার ব্যাপারেই অ্যাবিস তাদের সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এই লোক যদি জানতে পারে তারা দু'বোন শুধুমাত্র মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ব্যাপারেই জানে না, বরং ওটার বিভিন্ন অংশ অ্যাবি থেকে সরিয়ে ফেলতেও সাহায্য করেছে তাহলে পুরো জিনিসটা না জানা পর্যন্ত এই লোক থামবে না।

তারা যে মন্তগ্নেইন থেকে এসেছে এটা জানাই মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে গেছে। আর যদি জানতে পারে তারা এখানে আসার দিন রাতেই স্টুডিওর বাইরে বাগানের মাটির নীচে দাবার ঘুঁটি দুটো লুকিয়ে রেখেছে তাহলে বিপদ আরো বেড়ে যাবে। অ্যাবিস যে তাদের দু'জনকে গুরুদায়িত্ব দিয়ে শপথ করিয়েছে সেটা তার ভালোই মনে আছে। অন্য নানদের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে তাদেরকে। যদি কেউ দেশ ছাড়ে যায় কিংবা অন্য কোথাও চলে যায় তাহলে তাদের কাছে থাকা ঘুঁটিগুলো অন্যদের কাছে রেখে যাবে। এখন পর্যন্ত এটা ঘটে নি। তবে ফ্রান্সে যেরকম অস্থিরতা চলছে তাতে মনে হয় যেকোনো সময় এটা ঘটবে। ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ের পক্ষে শার্ল মরিস তয়িরাঁর মতো লোকজনের কড়া নজরদারিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

"আমি আবারো বলছি," মরিস জোর দিয়ে বললো মেয়ে দুটোকে চুপ মেরে থাকতে দেখে, "তোমরা মন্তগ্নেইন ছেড়ে এলে কেন?"

"কারণ ওখানকার অ্যাবিটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, মঁসিয়ে।"

"বন্ধ করে দিয়েছে? কিন্তু কেন?"

"চার্চের সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইনের কারণে, মঁসিয়ে। অ্যাবিস আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন–"

"আমার কাছে অ্যাবিস যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন পোপের কাছ থেকে নাকি অ্যাবিটা বন্ধ করে দেবার অর্ডার পেয়েছেন," বললেন ডেভিড।

"আর আপনি সেটা বিশ্বাস করে ফেললেন?" মরিস বললো। "আপনি কি একজন রিপাবলিকান নন? আপনি তো ভালো করেই জানেন ঐ পোপ পায়াস

আমাদের বিপ্লবকে নিন্দা করেছেন। আমরা যখন অ্যাসেম্বলিতে *বিল অব সিজার* পাস করাই তখন তিনি অ্যাসেম্বলির সব সদস্যকে এক্সকমিউনিকেট করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন! এই অ্যাবিস মহিলা তো ইতালিয়ান পোপের কাছ থেকে আসা অর্ডার পালন করে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করে ফেলেছেন। আপনি কি জানেন না ভ্যাটিকান কারা চালায়? জার্মান রাজপরিবার হাপসবার্গ আর স্পেনিশ বর্বরের দল!"

"আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই তোমার মতো আমিও মনেপ্রাণে একজন রিপাবলিকান," রেগেমেগেই বললেন ডেভিড। "আমার পরিবার কোনো অভিজাত বংশের নয়। আমি একেবারেই সাধারণ একজন নাগরিক। নতুন সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পক্ষে আমি। এই মন্তগ্নেইন অ্যাবি বন্ধ করে দেবার সাথে কোনো রাজনীতি নেই।"

"প্রিয় ডেভিড, এই বিশ্বের সব কিছুর সাথেই রাজনীতি জড়িয়ে আছে। আপনি ভালো করেই জানেন মন্তগ্নেইন অ্যাবির মাটির নীচে কি লুকিয়ে রাখা আছে, জানেন না?" ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তবে অদ্ভুত চোখে মরিসের দিকে তাকিয়ে নিজের মদের গ্লাসটা তুলে নিলেন ডেভিড।

"আহ্। সেটা তো দাদি-নানিদের কিস্‌সা," ব্যঙ্গাত্মকভাবে হেসে ফেললেন তিনি।

"তাই নাকি?" বললো মরিস। গাঢ় নীল চোখে দুই বোনকে দেখে যাচ্ছে সে। এরপর মদের গ্লাসটা তুলে নিয়ে কয়েক চুমুক পান করলো, তাকে দেখে মনে হলো উদাস হয়ে গেছে। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে কাটাচামচ তুলে আবার খেতে আরম্ভ করলো সে। ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে বরফের মতো জমে আছে, খাবার স্পর্শ করলো না তারা।

"মনে হচ্ছে আপনার ভাতিজিরা খাওয়ার রুচি হারিয়ে ফেলেছে," মন্তব্য করলো মরিস।

তাদের দু'জনের দিকে তাকালেন ডেভিড। "কি হয়েছে? তোমরা আবার আমাকে বোলো না এইসব আজগুবি কাহিনী আসলেই সত্যি!"

"না, আঙ্কেল," শান্তকণ্ঠে বললো মিরিয়ে। "আমরা জানি এটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু না।"

"অবশ্যই এটি খুব পুরনো একটি কিংবদন্তী, তাই না?" আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেলো মরিস। "তবে একটা কথা নিশ্চয় নিজের কানে শুনেছো তোমরা। আমাকে বলো, তোমাদের ঐ অ্যাবিস মহিলা গেছে কোথায়? এখন তো মনে হচ্ছে মহিলা পোপের সাথে মিলে ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাই না?"

"ঈশ্বরের দোহাই লাগে, মরিস," বিরক্ত হয়ে বললেন ডেভিড। "তোমার

কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি বুঝি ইনকুইজিশন নিয়ে পড়াশোনা করেছো। আমি বলছি ঐ মহিলা কোথায় গেছে, এটা জানার পর ব্যাপারটা এখানেই শেষ করে দিও। সে গেছে রাশিয়ায়।"

কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকলো মরিস। এরপর এমন মুচকি হাসি দিতে লাগলো যেনো মনে মনে বেশ মজার কিছু ভাবছে। "আমারও ধারণা আপনার কথাই ঠিক," বললো সে। "এবার আমাকে বলুন, আপনার এই ভাতিজিরা কি এখনও প্যারিসের অপেরা দেখার সুযোগ পেয়েছে?"

"না, মঁসিয়ে," হরবর করে বলে ফেললো ভ্যালেন্টাইন। "তবে সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাদের স্বপ্ন ছিলো এটা দেখার।"

"তাই নাকি?" হেসে ফেললো মরিস। "তাহলে তো এ ব্যাপারে কিছু একটা করতেই হয়। লাঞ্চের পর তোমাদের ওয়ার্ডরোব দেখবো। ফ্যাশনের ব্যাপারে আমাকে একজন বিশেষজ্ঞ মনে করতে পারো..."

"প্যারিসের অর্ধেক মহিলাকে ফ্যাশনের ব্যাপারে এই মঁসিয়েই উপদেশ দিয়ে থাকে," বাঁকা হাসি হেসে বললেন ডেভিড।

"পার্টিতে বলডান্স করার জন্যে মেরি আতোঁয়ানেত্তের চুলের সাজ আমি নিজে করে দিয়েছিলাম, সেই গল্পটা তোমাদেরকে জানানো উচিত। তার পোশাকের ডিজাইনও আমি করেছিলাম। সেই পোশাক পরার পর তার প্রেমিকও তাকে চিনতে পারে নি, আর রাজার কথা না হয় বাদই দিলাম!"

"ওহ্ আঙ্কেল, আমরা কি বিশপ মঁসিয়েকে আমাদের জন্যেও এসব করতে বলবো?" ভ্যালেন্টাইন অনুনয় করে বললো। আলোচনার বিষয়বস্তু যে বিপজ্জনক ব্যাপার-স্যাপার থেকে ফ্যাশনের মতো পছন্দের বিষয়ে চলে গেছে সেটা ভেবে দারুণ স্বস্তি পেলো সে।

"তোমরা দু'জনেই অসম্ভব সুন্দরী," মরিস হেসে বললো। "তবে তার উপর বাড়তি কি করলে আরো ভালো হবে সেটা আমরা দেখবো। তোমাদের ভাগ্য ভালো, আমার এক বন্ধু আছে যার অধীনে রয়েছে প্যারিসের সবচাইতে সেরা পোশাক নির্মাতারা–হয়তো তোমরা মাদাম দ্য স্তায়েলের নাম শুনেছো?"

∞

প্যারিসের সবাই জারমেঁই দ্য স্তায়েলের নাম শুনেছে, ফলে ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়েও খুব জলদিই এই নামটার সাথে পরিচিত হয়ে গেলো। অপেরা-কমিকের গোল্ড অ্যান্ড ব্লু-বক্সে তার সাথে বসলো তারা। অপেরা হাউজের বেলকনির বক্সগুলো পূর্ণ করে রেখেছে প্যারিসের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এদের মধ্যে সবচাইতে জাঁকজমক পোশাক আর জুয়েলারি পরে আছে যারা তাদেরকে *জুইসে দোরি* বলে ডাকা হয়। ভেতরে যে হীরা-জহরত, মণি-মুক্তা আর লেসের

সমারোহ দেখা যাচ্ছে সেটা এখন বাইরের রাস্তায় সচরাচর দেখা যায় না, কারণ এখনও বিপ্লবের রেশ চলছে। রাজপরিবার চরম দুর্দশার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে নিজেদের প্রাসাদে। প্রতি সকালে ঘোড়ার গাড়িতে করে আর্তনাদরত যাজক আর অভিজাত পরিবারের লোকদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় প্লেস দ্য লা রেভুলুশনের পাথর বিছানো রাস্তা দিয়ে। অপেরা-কমিকের ভেতরে অবশ্য জাঁকজমক আর উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। তারমধ্যে সবচাইতে জাঁকজমক হলো জারমেঁই দ্য স্তায়েল।

এই মহিলা সম্পর্কে ভ্যালেন্টাইন যা কিছু জানতে পেরেছে তার সবটাই তার আঙ্কেল জ্যাক-লুইয়ের কাজের লোকদেরকে নানা ধরণের প্রশ্ন করার মাধ্যমে। তারা তাকে বলেছে মাদাম স্তায়েল হলো সুইজারল্যান্ডের অসাধারণ মেধাবী অর্থমন্ত্রী জ্যাক নেকারের মেয়ে। ষোড়শ লুই তাকে দু দু'বার নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, আবার ফরাসি জনগণের দাবির মুখে দুবারই তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো আগের পদে। তার মা সুজান নেকার প্যারিসে সবচাইতে শক্তিশালী সেলুন পরিচালনা করেছেন বিশ বছর ধরে, সেখানে জারমেঁই ছিলো সবচাইতে বড় আকর্ষণ।

নিজের যোগ্যতায় মিলিয়নেয়ার হয়েছে মহিলা, টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে মাত্র বিশ বছর বয়সী ফ্রান্সে নিযুক্ত অকর্মা সুইডিশ রাষ্ট্রদূত ব্যারোন এরিক স্তায়েল ফন হোলস্টেইন নামের এক স্বামীকে। মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে সুইডিশ অ্যাম্বাসিতে একটি সেলুন খুলেছিলো। আর সেখান থেকেই রাজনীতির ময়দানে ঢুকে পড়ে ভদ্রমহিলা। তার বাড়িতে সব সময়ই ভীড় করে থাকে ফ্রান্সের রাজনীতি আর সাংস্কৃতিক জগতের হোমরাচোমরারা : লাফায়েত, কোঁদোরসে, নারবোনে, তয়িরাঁ। জারমেঁই হয়ে উঠেছে একজন দার্শনিক বিপ্লবী। সব ধরণের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তার সেলুনের চৌহদ্দির মধ্যেই নেয়া হয়ে থাকে। এমন সব লেকজন তার বাড়িতে আসে যাদেরকে একসাথে জড়ো করা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। বর্তমানে পঁচিশ বছর বয়সী এই মহিলা সম্ভবত ফ্রান্সের সবচাইতে ক্ষমতাশালী নারী।

মরিস তয়িরাঁ অপেরা হাউজের বক্সে এসে তিনজন মহিলার সাথে বসতেই ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো মাদাম দ্য স্তায়েলকে। কালো-সোনালি লেসের লো-কাট গাউন তার ভারি হাত দুটো আর পেশীবহুল চওড়া কাঁধকে প্রকট করে তুলেছে, ভারি কোমরের কারণে তার দৈহিক অবয়বটা আরো বেশি দর্শণগ্রাহ্য মনে হয়। গলায় পরে আছে রুবি আর দামি রত্ন বসানো স্বর্ণের নেকলেস। মাথায় সোনালি রঙের যে পাগড়ির মতো টুপি পরে আছে সেটা তার ট্রেডমার্ক। ভ্যালেন্টাইনের পাশেই বসে আছে সে, একটু ঝুঁকে তার সাথে নীচু স্বরে কথা বলছে। নীচুস্বর হলেও সেই কণ্ঠ এতোটাই গমগম করছে যে

আশেপাশের সবার সেটা শুনতে পাওয়ার কথা।

"মাই ডিয়ার, আগামীকাল সকালের মধ্যে প্যারিসের সবাই আমার দরজার সামনে হুমরি খেয়ে পড়বে, অবাক হয়ে তারা ভাববে কারা এই দুই তরুণী। এটা হবে একটি উপভোগ্য কেলেংকারি, আমি নিশ্চিত তোমাদেরকে যিনি নিয়ে এসেছেন তিনি এটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন, তা না হলে আরো ভালো পোশাকে তোমাদেরকে এখানে নিয়ে আসতেন।"

"মাদাম, আমাদের পোশাক কি আপনার কাছে ভালো লাগে নি?" উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো ভ্যালেন্টাইন।

"তোমরা দু'জনেই দারুণ সুন্দরী, মাই ডিয়ার," বললো জারমেঁই। "কিন্তু সাদা হলো কুমারিদের রঙ, টকটকে গোলাপি নয়। আর যদিও তরুণীদের বক্ষা হলো বর্তমান সময়ে প্যারিসে আকর্ষণীয় একটি জিনিস, তারপরও বিশের নীচে যাদের বয়স তারা হালকা একটা ওড়না ব্যবহার করে শরীর ঢাকার জন্য। এটা মঁসিয়ে তয়িরাঁ ভালো করেই জানেন।"

ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে গেলো। তবে কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লো মরিস তয়িরাঁ, "আমি আমার নিজস্ব ফ্যাশনে ফ্রান্সকে মুক্ত করেছি।" জারমেঁই এবং সে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে মহিলা কাঁধ তুললো।

"আশা করি তোমরা এই অপেরা দারুণ উপভোগ করেছো," মিরিয়ের দিকে তাকিয়ে বললো জারমেঁই। "এটা আমার অনেক প্রিয় অপেরার একটি। সেই ছেলেবেলা থেকে এটা আর দেখি নি। এর সঙ্গিতকার আঁদ্রে ফিলিদোর ইউরোপের সেরা দাবা খেলোয়াড়। দার্শনিক আর রাজ-রাজাদের সামনে তিনি সঙ্গিত পরিবেশন করেন, দাবা খেলে থাকেন। তোমাদের কাছে হয়তো সঙ্গিতটা একটু পুরনো ধাঁচের মনে হতে পারে, এর কারণ অপেরায় বিপ্লব এনে দিয়েছেন গ্লাক। খুব বেশি আবৃত্তি শোনাটা একটু কষ্টকরই হয়ে যায়..."

"আমরা কখনও অপেরা দেখি নি, মাদাম," ভ্যালেন্টাইন বললো।

"কখনও অপেরা দেখো নি!" অবাক হয়ে বললো জারমেঁই। "অসম্ভব! তোমাদের পরিবার তোমাদেরকে কোথায় রেখেছিলো এতোদিন?"

"একটা কনভেন্টে, মাদাম," ভদ্রভাবেই জবাব দিলো মিরিয়ে।

জারমেঁই এমনভাবে চেয়ে রইলো তাদের দিকে যেনো এই জীবনে সে কনভেন্ট কাকে বলে শোনে নি। এরপর তয়িরাঁর দিকে ফিরলো মহিলা। "মনে হচ্ছে কিছু বিষয় আপনি আমাকে বলেন নি, বন্ধু। আমি যদি জানতাম ডেভিডের পোষ্য হিসেবে যারা আছে তারা কনভেন্টে বড় হয়েছে তাহলে কোনোক্রমেই *টম জোন্স* অপেরাটি বেছে নিতাম না।" মিরিয়ের দিকে ফিরে আরো বললো সে, "আশা করি তোমরা ভড়কে যাও নি। এটা এক অবৈধ সন্তানের ইংলিশ গল্প..."

"অল্প বয়সে নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়াটাই বেশি ভালো," হেসে বললো তয়িরাঁ।

"একদম সত্যি কথা," আস্তে করে বললো জারমেঁই। "তারা যদি অঁতুয়াঁর বিশপকে নিজেদের মেন্টর হিসেবে রাখে তাহলে এটা বেশ ফলপ্রসূ হিসেবেই প্রমাণিত হবে।"

মঞ্চের পর্দা উঠতে শুরু করলে মহিলা সেদিকে ফিরলো।

∞

"আমার বিশ্বাস এটা আমার জীবনে সবচাইতে সুন্দর অভিজ্ঞতা," ভ্যালেন্টাইন বললো, অপেরা থেকে ফিরে তয়িরাঁর স্টাডিরুমের ভারি কার্পেটের উপর বসে আছে তারা। ফায়ারপ্লেসের আগুনের শিখা দেখছে।

তয়িরাঁ বসে আছে নীল রঙের সিল্কের একটা চেয়ারে, তার পা দুটো কুশনের উপর রাখা। কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে চেয়ে আছে মিরিয়ে।

"এই প্রথম আমরা কগন্যাগও পান করলাম," ভ্যালেন্টাইন যোগ করলো।

"তোমাদের বয়স মাত্র ষোলো," বললো তয়িরাঁ, তার হাতে ব্র্যান্ডির গ্লাস, সেটাতে একটা চুমুক দিলো সে। "আরো অনেক অভিজ্ঞতা নেবার যথেষ্ট সময় পড়ে আছে এখনও।"

"আপনার বয়স কতো, মঁসিয়ে তয়িরাঁ?" জানতে চাইলো ভ্যালেন্টাইন।

"এটা তো কোনো ভদ্র প্রশ্ন হলো না," ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে বললো মিরিয়ে। "কাউকে তার বয়সের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই।"

"আর দয়া করে আমাকে মরিস বলে ডাকবে," বললো তয়িরাঁ। "আমার বয়স সাইত্রিশ তবে তোমরা যখন আমাকে 'মঁসিয়ে' বলে ডাকো তখন মনে হয় আমার বয়স নব্বই। এবার বলো, জারমেঁইকে তোমাদের কেমন লাগলো?"

"মাদাম দ্য স্তায়েল খুবই চার্মিং," বললো মিরিয়ে, তার লালচুল ফায়ারপ্লেসের আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে।

"উনি নাকি আপনার প্রেমিকা, কথাটা কি সত্যি?" ভ্যালেন্টাইন জানতে চাইলো।

"ভ্যালেন্টাইন!" আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে কিন্তু অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো মরিস।

"তুমি আসলেই অসাধারণ," ভ্যালেন্টাইনের চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে বললো সে। মেয়েটা তার কাছে হাটু মুড়ে বসে আছে। মিরিয়েকে সে আরো বললো, "তোমার খালাতো বোনের মধ্যে কোনোরকম ভণ্ডামি আর কপটতা নেই, যেমনটি প্যারিসের সোসাইটিতে খুব বেশি পাওয়া যায়। তার প্রশ্ন শুনে আমি মোটেও রাগ করি না। বরং আমার কাছে সেগুলো ভালোই লাগে। বিগত কয়েক

সপ্তাহ ধরে আমি তোমাদের সাথে আছি, ব্যাপারটা বেশ ভালোই বুঝতে পারি। যাইহোক, তোমাকে কে বললো মাদাম দ্য স্তায়েল আমার প্রেমিকা?"

"বাড়ির কাজের লোকদের কাছ থেকে আমি শুনেছি, মঁসিয়ে–মানে, আঙ্কেল মরিস। কথাটা কি সত্য নয়?"

"না, মাই ডিয়ার। কথাটা সত্যি নয়। একদমই না। এক সময় আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলাম তবে সেটা অতীতের কথা। এখন আমরা দু'জন খুব ভালো বন্ধু।"

"হয়তো আপনি খোঁড়া বলে উনি আপনাকে প্রেমিক হিসেবে বাদ দিয়েছেন?" ভ্যালেন্টাইন জানতে চাইলো।

"হায় হায়!" আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। "তুমি এক্ষুণি মঁসিয়ের কাছে ক্ষমা চাইবে। দয়া করে আমার বোনকে ক্ষমা করে দিন, মঁসিয়ে। ও আপনাকে আহত করার জন্য কথাটা বলে নি।"

তয়িরাঁ নিশ্চুপ বসে রইলো, যেনো হতভম্ব হয়ে গেছে। যদিও একটু আগেই বলেছে ভ্যালেন্টাইনের কথায় রাগ করে নি, কিন্তু এটাও ঠিক ফ্রান্সে কেউ তার শারিরীক ত্রুটি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলে না। আবেগে কাঁপতে শুরু করলো সে। আস্তে করে ভ্যালেন্টাইনের হাতটা ধরে তাকে নিজের পাশে বসালো। আস্তে করে তাকে জড়িয়ে ধরলো মরিস তয়িরাঁ।

"আমি খুব দুঃখিত, আঙ্কেল মরিস," বললো ভ্যালেন্টাইন। আলতো করে তার গালে হাত বুলিয়ে হাসলো সে। "এর আগে কখনই শারিরীক ত্রুটি আছে এমন কাউকে স্বচক্ষে দেখি নি। আপনি যদি পা'টা আমাকে দেখান তাহলে আমার জন্যে সেটা খুবই শিক্ষণীয় ব্যাপার হবে।"

আবারো আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। তয়িরাঁ এবার এমন অবাক হয়ে ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকালো যে মনে হলো সে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। অনুরোধের ভঙ্গিতে ভ্যালেন্টাইন তার হাতটা চাপতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর গম্ভীরকণ্ঠে বললো মরিস তয়িরাঁ, "বেশ। তুমি যখন চাইছো।" পা থেকে স্টিলের বুটটা খুলে ফেললো সে। এটা পরে থাকার কারণেই তার পক্ষে হাটা সম্ভব হয়।

ফায়ারপ্লেসের মৃদু আলোতে ভ্যালেন্টাইন তার পা'টা ভালো করে দেখে নিলো। পায়ের পাতা এমনভাবে বেঁকে আছে যে গোড়ালীর বলটা প্রায় নীচে চলে গেছে। সেই পা'টা নিজের হাতে তুলে নিলো ভ্যালেন্টাইন. তারপর উপুড় হয়ে আলতো করে চুমু খেলো তাতে। চেয়ারে বসে থাকা তয়িরাঁ যারপরনাই অবাক। বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো সে।

"বেচারা পা'টা," বললো ভ্যালেন্টাইন। "অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছিস তুই অথচ এতোটা তোর প্রাপ্য ছিলো না।"

তয়িরাঁ ঝুঁকে ভ্যালেন্টাইনের থুতনীটা ধরে আলতো করে তার ঠোঁটে চুমু খেলো।

"তুমি ছাড়া আর কেউ আমার পা'কে এভাবে 'তুই' বলে সম্বোধন করে নি," হেসে বললো সে। "তুমি আমার পা'টাকে অনেক অনেক সুখি করেছো।"

দেবদূতের মতো সুন্দর আর নিষ্পাপ মুখে ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকালো সে। তার সোনালি চুলগুলো ফায়ারপ্লেসের আগুনের আলোয় আভা ছড়াচ্ছে। মিরিয়ের ভাবতে খুব কষ্ট হলো, এই লোকটাই একক প্রচেষ্টায় নির্দয়ভাবে ফ্রান্সের ক্যাথলিক চার্চকে ধ্বংস করছে। এই একই লোক মন্তগ্নেইন সার্ভিসটাও হস্তগত করতে উদগ্রীব।

∞

মরিসের স্টাডিতে মোমবাতিগুলো শেষ হয়ে আসছে। ফায়ারপ্লেসের নিভু নিভু আলোয় পুরো ঘরে অন্ধকার নেমে এলো। বিশাল দেয়ালঘড়িটায় তাকিয়ে মরিস বুঝতে পারলো রাত দুটোরও বেশি বেজে গেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। চেয়ারের নীচে মেঝের কার্পেটের উপর বসে আছে মিরিয়ে আর ভ্যালেন্টাইন।

"আমি তোমাদের আঙ্কেলকে বলেছিলাম বেশি রাত হওয়ার আগেই তোমাদেরকে বাসায় পৌছে দেবো," মেয়ে দুটোকে বললো সে। "এখন দ্যাখো, ক'টা বাজে।"

"ওহ্ আঙ্কেল মরিস," অনুনয় করে বললো ভ্যালেন্টাইন। "আমাদেরকে এখনই যেতে বলবেন না, প্লিজ। এই প্রথম কোনো সামাজিক পরিবেশে থাকার সুযোগ আমরা পেয়েছি। প্যারিসে আসার পর থেকে আমাদের মনে হচ্ছিলো আমরা বুঝি কনভেন্টেই রয়েছি।"

"আরেকটা গল্প বলেন," মিরিয়েও আরো কিছুক্ষণ থেকে যাবার পক্ষে। "আমাদের আঙ্কেল কিছু মনে করবেন না।"

"উনি খুব রাগ করবেন," হেসে বললো তয়িরাঁ। "তবে এরইমধ্যে এতো রাত হয়ে গেছে তোমাদেরকে বাড়ি পৌছানো যাবে না। রাতের এই সময় ভদ্রলোকদের এলাকায়ও মাতাল আর জোচ্চোরের দল ঘুরে বেড়ায়। আমার মনে হয় একজন লোক মারফত তোমাদের আঙ্কেলের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিলেই ভালো হয়। আমি আমার গহপরিচারিকাকে বলছি তোমাদের জন্য একটা ঘর ঠিক করে দিতে। আমার মনে হয় তোমরা একসাথে থাকতেই পছন্দ করবে, তাই না?"

মেয়ে দুটোকে এ সময় বাড়িতে পৌছানোটা বিপজ্জনক হবে, কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। তয়িরাঁর বাড়িতে অসংখ্য চাকর-বাকর আছে, আর

ডেভিডের বাড়িটাও খুব বেশি দূরের নয়। কিন্তু আচমকাই তার মনে হচ্ছে মেয়ে দুটোকে এ মুহূর্তে বাড়ি পৌছে দিতে চাচ্ছে না সে। হয়তো চিরদিনের জন্যেই রেখে দেয়ার বাসনাও জেগেছে মনে। গল্প বলারছলে সে দেরি করে ফেলেছে। এই অল্পবয়সী দুটো মেয়ে, তাদের নিষ্কলুষতা আর তারুণ্য দিয়ে মরিসের মনের গভীরে এমন এক অনুভূতির জন্ম দিয়েছে যে সে নিজেও সেটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না। তার জীবনে পরিবার বলতে তেমন কিছু ছিলো না। এই মেয়ে দুটোর উপস্থিতিতে যে উষ্ণতার ছোঁয়া সে পাচ্ছে সেটা তার জন্য একেবারে নতুন একটি অভিজ্ঞতা।

"ওহ্ সত্যি! আমরা তাহলে আজ রাতটা এখানেই থাকছি?" ভ্যালেন্টাইন উঠে দাঁড়ালো, মিরিয়ের হাত ধরে মোচড়াতে শুরু করলো সে। মিরিয়ে নিজেও থাকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছিলো তবে সেটা প্রকাশ করলো না।

"অবশ্যই," কথাটা বলেই মরিস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বেল বাজানোর জন্য। "তবে এই কামনা করো কাল সকালে যেনো প্যারিসে আবার বদনাম রটে না যায়, জারমেঁই যেমনটা বলেছিলো।"

ভদ্রগোছের দেখতে গৃহপরিচারিকা লোকটি স্টাডিতে ঢুকেই এলোমেলো চুলের দুই তরুণীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, তারপর নজর গেলো তার মনিবের দিকে। এক পায়ের জুতা নেই। খালি পা। কিছু না বলে চুপচাপ মেয়ে দুটোকে নিয়ে উপরতলায় গেস্টরুমে চলে গেলো সে।

"মঁসিয়ে, শোয়ার জন্যে পরতে পারি এরকম দুটো পোশাক কি জোগার করে দিতে পারবেন?" বললো মিরিয়ে। "আপনাদের মহিলা গৃহপরিচারিকাদের পোশাক হলেও চলবে..."

"কোনো সমস্যা নেই, ব্যবস্থা করা যাবে," গৃহপরিচারিকা ভদ্রভাবে বলেই দুটো সিল্কের গাউন এনে দিলো তাদের জন্য। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এগুলো কোনো চাকরানীর পোশাক নয়। খুবই সুন্দর আর অভিজাত। গৃহপরিচারিকা চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেলো তাদের রেখে।

ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে জামা পাল্টে চুল আঁচড়িয়ে নরম আর রাজকীয় বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই মরিস দরজায় টোকা মারলো।

"সব ঠিক আছে তো?" দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো সে।

"এটা আমার জীবনে দেখা সবচাইতে চমৎকার বিছানা," জবাব দিলো মিরিয়ে। "কনভেন্টে আমরা কাঠের শক্ত খাটের উপর শুতাম নিজেদের শরীর ঠিক রাখার জন্য।"

"দারুণ আরাম পাবে, ভালো ঘুমও আসবে, দেখো," হেসে বললো মরিস। বিছানার পাশে ছোট্ট সোফায় বসে পড়লো সে।

"এখন আরেকটা গল্প বলেন," বললো ভ্যালেন্টাইন।

"অনেক রাত হয়ে গেছে তো..."

"একটা ভুতের গল্প বলেন তাহলে!" ভ্যালেন্টাইন আগ্রহভরে বললো। "অ্যাবিস আমাদেরকে কখনই ভুতের গল্প শোনার অনুমতি দিতেন না, তারপরও আমরা শুনতাম। আপনি কি কোনো ভুতের গল্প জানেন?"

"দুঃখের বিষয়, একটাও জানি না," বিষন্ন হয়ে বললো মরিস। "তোমরা তো জানোই আমার স্বাভাবিক কোনো শৈশব ছিলো না। এরকম কোনো গল্প আমাকে কেউ শোনায় নি।" একটু ভেবে সে আবার বললো, "তবে সত্যি বলতে কি, একবার ভুতের সাথে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিলো।"

"সত্যিকারের নয় নিশ্চয়?" ভ্যালেন্টাইন বললো। চাদরের নীচে মিরিয়ের হাতটা ধরে ফেললো সে। মেয়ে দুটোকে দেখে খুব রোমাঞ্চিত বলে মনে হলো তার।

"শুনতে হয়তো একদম অবাস্তব মনে হবে," বলেই হেসে ফেললো সে। "তবে বলতে পারি একটা শর্তে। তোমরা কখনও তোমাদের আঙ্কেল জ্যাক-লুইকে এটা বলতে পারবে না। যদি বলো তাহলে আমি অ্যাসেম্বলিতে হাসিরপাত্র হয়ে যাবো।"

চাদরের নীচে মেয়ে দুটো খিল খিল করে হেসে ফেললো, তারা প্রতীজ্ঞা করলো কাউকেই এ কথা বলবে না। মৃদু মোমাবাতির আলোয় গল্পটা বলতে শুরু করলো তয়িরাঁ মরিস...

বিশপের গল্প

যাজক হবার আগে, আমার বয়স তখন খুব কম ছিলো, সেন্ট রেমি ছেড়ে চলে গেছিলাম সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওখানে বিখ্যাত রাজা কোলভিস শায়িত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর থাকার পর আমার ডাক এলো।

জানতাম আমি যদি তাদের কথামতো যাজক না হই তাহলে বিরাট একটা কেলেংকারী হয়ে যাবে। তারপরও যাজক হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার ছিলো না। সঙ্গোপনে আমি একজন রাষ্ট্রনায়ক হবার ইচ্ছে পোষণ করতাম সব সময়।

সরবোনের ভেতরে যে চ্যাপেল আছে তাতে শুয়ে আছেন আমার আর্দশ, ফ্রান্সের সেরা সন্তানদের একজন, তার নাম তোমরা অবশ্যই জানো : আরমান্দ জাঁ দু প্লেসিস দ্য রিশেলু। ধর্ম আর রাজনীতির এক বিরল মিশ্রণ ছিলো তার মধ্যে। ১৬৪২ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত বিশ বছর ধরে তিনি আমাদের দেশটাকে শক্ত হাতে শাসন করেছিলেন।

এক মাঝরাতে আমি আমার ডরমিটরি ছেড়ে মাথায় ক্যাপ পরে রওনা হলাম সরবোনের চ্যাপেলের উদ্দেশ্যে।

প্রবল বাতাস বইছিলো। লনের উপর উড়ছিলো গাছের মরা পাতা। রাতের নিস্তব্ধিতে পেঁচা আর নিশাচর প্রাণীদের অদ্ভুত ডাক শোনা যাচ্ছিলো চারপাশে। আমি নিজেকে অনেক সাহসী ভাবলেও এটা স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই যে খুব ভয় পেয়েছিলাম। চ্যাপেলের ভেতরে কবরটা দেখতে অন্ধকারাচ্ছন্ন আর শীতল বলে মনে হচ্ছিলো। রাতের ঐ সময়টাতে প্রার্থনা করার জন্য কেউ ছিলো না সেখানে। থাকার কথাও নয়। কবরের পাশে একটা মোমাবাতি নিভু নিভু করে জ্বলছিলো। আমি আরেকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে হাটু গেঁড়ে বসে পড়ি প্রার্থনা করার জন্য যাতে করে ফ্রান্সের এই সাবেক যাজক আমাকে পথ বাতলে দেন। ঐ কক্ষে নিজের হৃদস্পন্দন পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি আমার আবেদন জানাতে শুরু করলাম শান্তকণ্ঠে।

আমার কণ্ঠ ছাপিয়ে আচমকা বাতাসের শব্দ হতে লাগলো। প্রচণ্ড হিমশীতল বাতাস নিভিয়ে দিলো মোমবাতি দুটো। ভয়ে আমার হাত-পা বরফের মতো জমে গেলো। অন্ধকারে হাতরাতে হাতরাতে আরেকটা মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখনই একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম আমি। কবর থেকে উঠে আসতে দেখলাম সাদা, জ্বলজ্বলে কার্ডিনাল রিশেলুর ভুতটাকে! তার চুল, গায়ের রঙ, এমনকি আলখেল্লাটা পর্যন্ত ধবধবে সাদা আর স্বচ্ছ। আমার উপরে ভাসতে লাগলেন তিনি।

আমি যদি হাটু গেঁড়ে বসে না থাকতাম তাহলে ঐ দৃশ্যটা দেখেই মাটিতে পড়ে যেতাম। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। এরপর আবারো একটা ফিসফিসানি শুনতে পেলাম কাছ থেকে। কার্ডিনালের ভুতটা আমার সাথে কথা বলছে! আমার শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো। কার্ডিনালের কণ্ঠটা বেশ ভরাট আর গম্ভীর।

"আমাকে জাগালি কেন?" বিস্ফোরিত হলো তার কণ্ঠ। অন্ধকারে আমার চারপাশে দমকা বাতাস বইতে লাগলো এ সময়। কিন্তু আমার পা দুটো এতোটাই দূর্বল ছিলো যে পালানোর শক্তিও ছিলো না। ঢোক গিলে কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি।

"কার্ডিনাল রিশেলু। আমি উপদেশ চাইছি আপনার কাছে। জীবিত অবস্থায় আপনি ছিলেন ফ্রান্সের সেরা রাষ্ট্রনায়ক, যদিও আপনি একজন যাজক ছিলেন। এরকম ক্ষমতা আপনি কিভাবে আয়ত্তে আনতে পারলেন? দয়া করে আপনার সিক্রেটটা আমার সাথে শেয়ার করুন, কারণ আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই।"

"তুই?" ভুতটা যেনো অন্ধকারে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে এরকম শব্দ শোনা যেতে লাগলো। আমি নিজের ভেতরে কুকড়ে গেলাম। অবশেষে ভুতটা কথা বললো।

"যে সিক্রেটটা আমি হন্যে হয়ে খুঁজেছি সেটা চিরতরের জন্যে রহস্য হয়ে আছে..." সাদা-স্বচ্ছ ভুতটা ঘরের ছাদের উপর ভাসছে। "এর ক্ষমতা শায়িত আছে শার্লেমেইনের সাথে। আমি শুধু প্রথম চাবিটা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি সেটা খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখেছি..."

উনি, মানে উনার ভুতটা দেয়ালের মাঝে যেনো মিশে গেলেন আস্তে আস্তে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে উদভ্রান্তের মতো তাকে ধরে রাখতে চাচ্ছিলাম, চাচ্ছিলাম উনি যেনো চলে না যান। আমাকে কিসের ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন? শার্লেমেইনের সাথে কোন্ সিক্রেটটা লুকিয়ে আছে? আমি চিৎকার করে ভুতটার কাছে এই প্রশ্ন করলাম কিন্তু ততোক্ষণে উনি উধাও গেছেন।

"হে মহান যাজক! আপনি কোন্ চাবি খুঁজে বের করার কথা বললেন আমাকে?"

সঙ্গত কারণেই কোনো জবাব এলো না। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর তখনও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

"ফ্রাসোঁয়া...ম্যারি...আরুয়েঁ..." শুধু এইটুকুই।

থিতু হয়ে এলো দমকা বাতাস। মোমবাতির আলো আবার জ্বলে উঠলো। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। দীর্ঘক্ষণ পর ওখান থেকে ফিরে এলাম ডরমিটরিতে।

পর দিন সকালে আমার বিশ্বাস করা উচিত ছিলো পুরো ঘটনাটি নিছক কোনো স্বপ্ন। কিন্তু মরা পাতা আর কবরের কাছে যে হালকা ঘ্রাণ সেটা আমাকে বুঝিয়ে দিলো পুরো ব্যাপরটাই সত্যি ছিলো। কার্ডিনাল আমাকে বলেছেন তিনি রহস্যের প্রথম চাবিটা পেয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই আমি এই চাবিটা খুঁজতে শুরু করলাম ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ফ্রাসোয়াঁ মারি আরুয়ে, যিনি ভলতেয়ার নামেই বেশি পরিচিত, তার মাধ্যমে।

ভলতেয়ার তখন স্বেচ্ছা-নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছেন প্যারিসে। নতুন একটি নাটক মঞ্চায়নের কাজেও হাত দিয়েছেন তখন। তবে সবাই বিশ্বাস করতো তিনি নিজ শহরে ফিরে এসেছেন মৃত্যুবরণ করার জন্য। এই কট্টর নাস্তিক নাট্যকার রিশেলুর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর জন্মেছিলেন, তিনি কার্ডিনালের সিক্রেটটার ধারক, এটা আমার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু আমাকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কয়েক সপ্তাহ পর আমি ভলতেয়ারের সাথে দেখা করার সুযোগ পাই।

যাজকের পোশাকে আমি যথা সময়ে হাজির হই তার বাড়িতে। আমাকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো সরাসরি। দুপুরের আগে ঘুম থেকে উঠতে তিনি পছন্দ করতেন না। মাঝেমাঝে সারাটা দিনই বিছানায় কাটিয়ে দিতেন। চল্লিশ বছর ধরেই আশংকা করা হচ্ছিলো তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

সাদা ধবধবে একটি গাউন পরে বেশ কয়েকটি বালিশে মাথা রেখে আধো শায়িত আধো বসা অবস্থায় ছিলেন তিনি। ফ্যাকাশে মুখে তার ঘন কালো চোখ দুটো সবার আগে চোখে পড়ে। খাড়া নাক দেখে শিকারী কোনো পাখির মতোই মনে হয়।

বেশ কয়েকজন যাজক তার ঘরে ছিলো। তাদেরকে চলে যাবার জন্যে অনুরোধ করছিলেন বার বার। কোনো রকম প্রার্থনা কিংবা ক্ষমা চাইতে রাজি ছিলেন না। যাজকের পোশাকে আমাকে দেখে যখন মুখ তুলে তাকালেন আমি যারপরনাই বিব্রত বোধ করলাম। ভালো করেই জানতাম তিনি যাজকদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। রোগাটে হাত নেড়ে যাজকদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন:

"দয়া করে এবার আমাদের একটু একা থাকতে দিন! এই তরুণের জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম এতোক্ষণ। সে কার্ডিনাল রিশেলুর দূত হিসেবে এসেছে আমার কাছে!"

যাজকের দল পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালে তিনি অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লেন। তড়িঘড়ি করে তারা ঘর থেকে চলে গেলো, যেনো ভয় পেয়ে গেছে। ভলতেয়ার আমাকে তার কাছে এসে বসতে বললেন।

"এটা আমার কাছে সব সময়ই রহস্যের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছিলো," রেগেমেগে বললেন তিনি। "ঐ বাগাড়ম্বরপ্রিয় ভূতটা কেন তার কবরে চুপচাপ থাকতে পারে না বুঝি না! এক মৃত যাজকের ভূত কবর থেকে উঠে তরুণদের উপদেশ দেয় আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য, ব্যাপারটা একজন নাস্তিক হিসেবে আমার জন্য খুবই বিব্রতকর। ঐ ভূতটার কাছ থেকে যখনই তারা আসে আমি তাদেরকে দেখামাত্রই বলে দিতে পারি সেটা। তাদের চোখে-মুখে এক ধরণের ভাবালুতা থাকে, ঠিক এখন তোমার যেমন হচ্ছে...ফার্নিতে যখন ছিলাম সেখানেও এমনটি হতো, কিন্তু প্যারিসে আসার পর থেকে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!"

তার কথা শুনে বিরক্তি লুকিয়ে রাখলাম। একই সাথে অবাক আর সতর্ক হয়ে উঠলাম আমি–কারণ ভলতেয়ার এখানে আমার আগমনের উদ্দেশ্যটা আগে থেকেই জেনে গেছেন বলে। তিনি আরো বললেন, অন্য অনেকেই নাকি একই উদ্দেশ্যে তার কাছে আসে।

"ইস্...ঐ লোকটার বুকে যদি একটা বিশাল চাকু বসিয়ে দিতে পারতাম," ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন তিনি। "তাহলে হয়তো একটু শান্তি পেতাম।" কথাটা বলেই কাশতে লাগলেন। দেখতে পেলাম তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি হাত নেড়ে আমায় বারণ করে দিলেন।

"ডাক্তার আর যাজকদের একই দড়িতে ফাঁসি হওয়া উচিত!" চিৎকার করে

বলেই পানির গ্লাসটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। আমি সেটা তুলে তার হাতে দিলে তিনি কয়েক চুমুক পানি পান করলেন।

"সে ঐ পাণ্ডুলিপিটা চায়, জানি। কার্ডিনাল রিশেলু এটা মেনে নিতে পারছে না তার মহামূল্যবান ব্যক্তিগত জার্নালটা আমার মতো নাস্তিকের কাছে আছে।"

"আপনার কাছে কার্ডিনাল রিশেলুর ব্যক্তিগত জার্নালটা আছে?"

"হ্যা, আছে। অনেক বছর আগে, আমি যখন তরুণ ছিলাম তখন আমাদের রাজার রোমান্টিক জীবন নিয়ে একটা কবিতা লিখে রাজদ্রোহের অভিযোগে জেলে গেছিলাম। জেলে বসে যখন পচছিলাম তখন এক ধনী পৃষ্ঠপোষক আমার কাছে কিছু জার্নাল নিয়ে আসে সেগুলোর অর্থ উদ্ধার করার জন্য। ওগুলো তাদের পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে বহুকাল থেকেই সংরক্ষিত ছিলো। কিন্তু একটা সিক্রেট কোডে লিখিত ছিলো বলে সেটা কেউ পড়তে পারে নি। আমার যেহেতু করার মতো কিছু ছিলো না তাই সেগুলোর অর্থোদ্ধার করি এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় কার্ডিনাল সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জানতে পারি।"

"আমি তো জানতাম রিশেলু তার সমস্ত জার্নাল সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে গেছেন?"

"তোমরা এমনটাই জানো," বাঁকা হাসি হাসলেন ভলতেয়ার। "একজন যাজক তার ব্যক্তিগত জার্নাল সাংকেতিক ভাষায় লিখে যাবে না, যদি না লুকিয়ে রাখার মতো কিছু থাকে। ঐ সময় যাজকেরা কী রকম আকাম-কুকাম করতো তার সবই আমি জানতাম : হস্তমৈথুন, লালসা। আমি জার্নালের উপর হুমরি খেয়ে পড়লাম কিন্তু যা আশা করেছিলাম তার কিছুই পেলাম না। পেলাম একেবারে অন্য কিছু। পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা। অর্থহীন আর আজগুবি জিনিসই সেটাকে বলা যেতে পারে। এরকম অর্থহীন জিনিস জীবনেও আমি দেখি নি।"

ভলতেয়ার এমনভাবে কাশতে লাগলেন যে আমার কাছে মনে হলো পাশের ঘরে গিয়ে যাজকদের ডেকে আনি, যেহেতু তখনও আমার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অনুমতি ছিলো না। কিন্তু তিনি মৃত্যুবৎ কাশি দিতে দিতে আমাকে একটা চাদর এনে তার গায়ে জড়িয়ে দিতে বললেন। আমি তাই করলাম। মাথাটাও চাদরে মুড়িয়ে নিলেন তিনি। লক্ষ্য করলাম তার সারা শরীর কাঁপছে।

"আপনি ঐসব জার্নালে কি পেলেন, সেগুলো এখন কোথায় আছে?" আমি তাড়া দিলাম তাকে।

"ওগুলো এখনও আমার কাছেই আছে। আমি যখন জেলে তখন আমার পৃষ্ঠপোষক কোনো উত্তরাধিকার না রেখেই মারা যায়। ঐতিহাসিক মূল্য ছিলো বলে ওগুলোর আর্থিক মূল্যও ছিলো অনেক। কিন্তু সাদা চোখে ওগুলো পাগলের প্রলাপ আর কুসংস্কার ছাড়া কিছু ছিলো না। ডাইনীবিদ্যা আর জাদুমন্ত্র।"

"আমার মনে হয় আপনি ওগুলোকে পাণ্ডিত্যপূর্ণও বলেছিলেন একটু আগে?"

"হ্যা। একজন যাজকের যা বিদ্যাবুদ্ধি থাকার কথা সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পাণ্ডিত্যপূর্ণই ছিলো বলা চলে। বুঝলে, কার্ডিনাল রিশেলু যখন সমগ্র ইউরোপের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নি তখন একটা কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলো, আর সেটা হলো শক্তি নিয়ে স্টাডি করা। তার সমস্ত স্টাডির কেন্দ্রে ছিলো একটা জিনিস–সম্ভবত তুমি মন্তগ্নেইন সার্ভিসের নাম শুনেছে, শোনো নি?"

"শার্লেমেইনের দাবাবোর্ডের কথা বলছেন?" নিজের কণ্ঠ যতোটা সম্ভব শান্ত রেখে বললাম আমি, যদিও আমার হৃদস্পন্দন ঘোড়ার মতো ছুটছিলো তখন। তার দিকে ঝুঁকে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম যেনো উত্তেজিত হয়ে আবার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ না হয়ে যায়। মন্তগ্নেইন সার্ভিস সম্পর্কে আমার জানা দরকার। কিন্তু জিনিসটা শত শত বছর আগে হারিয়ে গেছে। আমি শুধু জানি এর অকল্পনীয় মূল্য রয়েছে।

"আমি তো মনে করতাম ওটা নিছক কোনো কিংবদন্তী," বললাম তাকে।

"কিন্তু রিশেলু সেটা মনে করতো না," বৃদ্ধ দার্শনিক জবাব দিলেন। "এই জিনিসটার উৎপত্তি আর গুরুত্ব সম্পর্কে ভদ্রলোক বারোশ' পৃষ্ঠার গবেষণাধর্মী জার্নাল লিখে গেছে। এজন্যে আচেন অথবা আয়-লা-শ্যাপিয়েঁ'তেও ভ্রমণ করেছে সে। এমন কি মন্তগ্নেইনেও তদন্ত করেছে, কারণ তার বিশ্বাস ছিলো ওটা ওখানেই কোথাও মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা আছে। তবে সে সফল হতে পারে নি। বুঝলে, আমাদের কার্ডিনাল মনে করতো এই সার্ভিসটায় রয়েছে রহস্যের চাবি, দাবার চেয়েও পুরনো কোনো রহস্য, সম্ভবত মানবসভ্যতার সমবয়সী কোনো রহস্য। এমন একটা রহস্য যা ব্যাখ্যা করতে পারবে সভ্যতার উত্থান আর পতনকে।"

"এটা কি ধরণের রহস্য হতে পারে?" নিজের উত্তেজনা আবারো লুকিয়ে রেখে জানতে চাইলাম।

"আমি তোমাকে বলবো সে কি ভাবতো," বললেন ভলতেয়ার। "যদিও সে ধাঁধাটার সমাধান করার আগেই মারা যায়। এ থেকে তুমি নিজে নিজে বুঝে নিও, কিন্তু এরপর এই ব্যাপরটা নিয়ে আমাকে কোনো প্রশ্নটশ্ন করতে পারবে না। কার্ডিনাল রিশেলু বিশ্বাস করতো মন্তগ্নেইন সার্ভিসে একটি ফর্মুলা রয়েছে। দাবাবোর্ডটির বিভিন্ন অংশে সেই ফর্মুলা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ ফর্মুলাটি প্রকাশ করে এক মহাজাগতিক শক্তির সিক্রেটকে..."

∞

তয়িরাঁ মরিস তার গল্প বলা থামিয়ে মৃদু আলোর মধ্য দিয়ে ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ের দিকে তাকালো। বিছানার চাদরের নীচে গুটিশুটি মেরে শুয়ে তার গল্প

শুনে যাচ্ছে দু'বোন। ঘুমিয়ে পড়ার ভান করছে। মরিস উঠে দাঁড়ালো, তাদের গা থেকে চাদরটা সরিয়ে দিলো এক ঝটকায়। আলতো করে মেয়ে দুটোর চুলে হাত বুলালো সে।

"আঙ্কেল মরিস," চোখ খুলে বললো মিরিয়ে, "আপনি তো আপনার গল্পটা শেষ করলেন না। কার্ডিনাল রিশেলু কোন্ ফর্মুলাটা সারা জীবন ধরে খুঁজে ফিরেছেন? মন্তগ্নেইন সার্ভিসের বিভিন্ন অংশে কি লুকিয়ে আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন?"

"এই জিনিসটাই আমরা একসাথে আবিষ্কার করবো, ডার্লিং।" তয়িরাঁ মুচকি হেসে বললো। এবার চোখ খুলে ফেললো ভ্যালেন্টাইন। রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলো মেয়ে দুটো।

"আমি কখনও ঐ পাণ্ডুলিপিটা দেখি নি। আমার সাথে কথা হবার কিছু দিন পরই ভলতেয়ার মারা যান। তার সমস্ত লাইব্রেরিটা এমন একজন কিনে নেয় যিনি কার্ডিনাল রিশেলুর জার্নাল সম্পর্কে বেশ ভালোই অবগত ছিলেন। তিনি মহাজাগতিক শক্তিটা কি সেটা বোঝেন এবং এরজন্যে লালায়িতও বটে।"

"এই মানুষটি আমাকে এবং মিরাবুকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, যিনি বিল অব সিজার অ্যাসেম্বলিতে পাস হবার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, যাতে করে মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করতে পারে, কোনো উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এবং নীতিহীন কেউ হস্তগত করতে না পারে।"

"কিন্তু আপনি তো ঘুষ নেন নি, আঙ্কেল মরিস?" বিছানায় উঠে বসে বললো ভ্যালেন্টাইন।

"ঐ ক্রেতা অর্থাৎ মহিলার কাছে আমার মূল্য একটু বেশিই ছিলো বলতে পারো!" হেসে বললো তয়িরাঁ মরিস। "কারণ আমি নিজেই সার্ভিসটা চাই। এখনও সেটা খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ভ্যালেন্টাইনের দিকে নিভু নিভু মোমবাতির আলোয় তাকিয়ে মুচকি হেসে আরো বললো, "তোমাদের অ্যাবিস মারাত্মক একটি ভুল করে ফেলেছে...মানে সে যা করেছে তা যদি বিবেচনা করে দেখো। মহিলা অ্যাবি থেকে সার্ভিসটা সরিয়ে ফেলেছে। আহ্, আমার দিকে ওভাবে তাকিও না, মাই ডিয়ার। এটা কাকতালীয় ব্যাপার বলে মনে হতে পারে, তাই নয় কি, কারণ তোমাদের আঙ্কেলের মতে মহিলা চলে গেছেন রাশিয়ায়। বুঝলে, যে মহিলা ভলতেয়ারের লাইব্রেরিটা কিনে নিয়েছেন, আমাকে আর মিরাবুকে ঘুষ দিতে চেয়েছেন, যিনি বিগত চল্লিশ বছর ধরে মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন হন্যে হয়ে তিনি আর কেউ নন, সমগ্র রাশিয়ার সম্রাজ্ঞি ক্যাথারিন দি গ্রেট।"

দাবা খেলা

তবুও আমরা দাবা খেলবো,
অলস চোখ জোর করে খুলে রেখে
দরজায় কড়াঘাতের অপেক্ষা করতে করতে।
–টি.এস এলিয়ট

নিউইয়র্ক সিটি
মার্চ ১৯৭৩

দরজায় টোকা পড়ছে। আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের মাঝখানে কোমরে এক হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি। নতুন বছরের তিন মাস পেরিয়ে গেছে। গণকের সাথে কাটানো অদ্ভুত সেই রাতটার কথা প্রায় ভুলেই গেছিলাম।

দরজায় জোরে জোরে আঘাত করা হচ্ছে এখন। আমার সামনে থাকা বিশাল পেইন্টিংটায় প্রুশিয়ান ব্লু রঙের আচর দিয়ে তুলিটা লিনসিড তেলে চুবিয়ে রাখলাম। জানালা খুলে রেখেছিলাম বাতাস চলাচলের জন্য, কিন্তু নীচের তলার অ্যালোটি মনে হয় গন্ধটা সহ্য করতে পারে নি।

দীর্ঘ প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেলাম, যদিও এ সময় কোনো অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানোর মুড নেই আমার। অবাক হলাম, নীচের ডেস্ক থেকে আমাকে ফোন করা হলো না কেন। আমার সাথে কেউ দেখা করতে এলে সেটাই তো করা উচিত ছিলো তাদের। পুরো সপ্তাহটি আমার খুব বাজে গেছে। কন এডিসনের সাথে আমি আমার কাজ গুটিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছি, সেইসাথে এই ভবনের ম্যানেজার আর বিভিন্ন স্টোরেজ কোম্পানির সাথে যুদ্ধ করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। আলজেরিয়াতে চলে যাবার সময় এসে গেছে, আমিও সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।

কিছু দিন আগে আমার ভিসা এসে গেছে। সব বন্ধুবান্ধবকে ফোন করেছি। দেশ ছাড়ার পর এক বছরের মধ্যে তাদের কারো সাথে আমার দেখা হবে না। একজন বন্ধুর সাথে আমি যোগাযোগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি, যদিও সে স্ফিংসের মতেই রহস্যময় আর দূর্লভ দর্শনের বস্তু হয়ে উঠেছে। কিছু দিনের মধ্যেই যে ঘটনা ঘটবে তাতে তার সাহায্য কতোটা জরুরি আমি তখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি নি।

দরজার কাছে পৌঁছানোর আগে দেয়াল আয়নায় নিজেকে দেখে চুলটা ঠিক করে নিলাম। মুখে কিছু রঙ লেগে আছে, সেটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিজেকে যথা সম্ভব ভদ্রস্থ করে দরজা খুলে দিলাম আমি।

দাড়োয়ান বসওয়েল দাঁড়িয়ে আছে, তার ক্ষুব্ধ মুষ্টিবদ্ধ একটা হাত আরো একবার দরজায় আঘাত করতে উদ্যত। নেভি-ব্লু ইউনিফর্ম পরে আছে সে। লম্বা নাকের লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"ক্ষমা করবেন, ম্যাডম," ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো সে, "আবারো প্রবেশপথ ব্লক করে রেখেছে ঐ নীল রঙের কর্নিশ গাড়িটা। আপনি তো জানেনই, গেস্টরা প্রবেশপথ দিয়ে ঢোকে–"

"তাহলে তুমি আমাকে ফোন করলে না কেন?" আমিও রেগেমেগে জানতে চাইলাম। বেশ ভালো করেই জানি কার গাড়ির কথা সে বলছে।

"পুরো সপ্তাহটা জুড়েই আপনার হাউজ ফোনটা বিকল হয়ে আছে, ম্যাডাম..."

"তাহলে তুমি সেটা ঠিক করো নি কেন, বসওয়েল?"

"আমি একজন দাড়োয়ান, ম্যাডাম। আমার কাজ এসব জিনিস ঠিক করা নয়। এটা করবে কাস্টোডিয়ান। দাড়োয়ান দেখবে কে ঢুকছে কে বের হচ্ছে–"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। মেয়েটাকে উপরে পাঠিয়ে দাও।" আমার জানামতে নিউইয়র্কে একজনই আছে যার নীল রঙের কর্নিশ রয়েছে। আর সেটা লিলি র‍্যাডের। আজ যেহেতু রবিবার তাই আমি নিশ্চিত সল তাকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটা যখন আমার বিরক্তি উৎপাদন করতে থাকবে তখন সে গাড়িটা সরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু বসওয়েল এখনও আমার দিকে রেগেমেগে চেয়ে আছে।

"ছোট্ট একটা জন্তুর ব্যাপারও আছে, ম্যাডাম। আপনার গেস্ট ঐ জন্তুটা নিয়ে উপরে আসতে চাইছে, যদিও তাকে আমি বার বার বলেছি–"

তবে দেরি হয়ে গেছে। ঠিক তখনই করিডোরের লিফটটা থামলো। আমার অ্যাপার্টমেন্টের ঠিক সামনেই সেটা। সাদা পশমের একটা ছোট্ট জিনিস সুরুৎ করে আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লো অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে। বসওয়েল ঘৃণাভরে তাকালো সেদিকে। তবে মুখে কিছু বললো না।

"ঠিক আছে, বসওয়েল," কাঁধ তুলে বললাম আমি। "মনে করো আমরা কিছুই দেখি নি, বুঝলে? সে কোনো সমস্যা করবে না। তাকে খুব দ্রুত আমি এখান থেকে বিদায় করে দেবো।"

এমন সময় লিলিকে দেখা গেলো আমাদের দিকে আসতে। তার গায়ের স্লিভলেস জামাটার পেছন দিয়ে একটা লেজ ঝুলছে। সোনালি চুলগুলো তিন-চারটা পনিটেইল করে মাথার চারপাশে ঝুলিয়ে রেখেছে। বসওয়েল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে ফেললো।

বসওয়েলকে কোনো রকম তোয়াক্কা না করে আমার গালে আলতো করে চুমু খেলো লিলি। বেশ মোটাসোটা হলেও লিলি খুব স্টাইল করে নিজের ওজনটাকে সামলে রাখে। অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময় খসখসে গলায় সে বললো, "এই দাড়োয়ানকে বলে দাও খুব বেশি হৈচৈ যেনো না করে। আমরা চলে যাবার আগপর্যন্ত সল এই ব্লকের আশেপাশেই থাকবে গাড়ি নিয়ে।"

বসওয়েল ঘোৎঘোৎ করতে করতে চলে গেলে আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। প্রচণ্ড আক্ষেপ নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকলাম এই নিউইয়র্ক শহরে সবচাইতে কম প্রিয় মানুষটার সাথে আরেকটি রোববারের বিকেল নষ্ট করার জন্য। মনে মনে কসম খেলাম এবার খুব দ্রুত তাকে ভাগিয়ে দেবো।

সুদীর্ঘ এন্ট্রান্স হলসহ আমার অ্যাপার্টমেন্টটায় রয়েছে বিশাল বড় একটা রুম, যার ছাদ বেশ উঁচুতে, বাথরুমটাও খুব সুন্দর। বিশাল রুমটায় তিনটি দরজা আর একটি ক্লোজেট আছে। বাটলারের প্যান্ট্রি আর দেয়ালঘেষা চমৎকার বিছানাও রয়েছে তাতে। পুরো রুমটায় বড় বড় গাছ আর লতাগুল্ম থাকার কারণে জঙ্গলের মতো মনে হয়। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বই-পত্র, মরোক্কান বালিশ আর জাঙ্কশপ থেকে কেনা দোমড়ানো মোচড়ানো ইলেক্ট্রনিক জিনিসপত্র। ভারতের তৈরি হাতে বানানো পার্চমেন্টের ল্যাম্প, বেশ কয়েকটি মেক্সিকান মাজোলিকা পিচার, এনামেলের তৈরি ফরাসি পাখি আর প্রাগ থেকে আনা একগাদা ক্রিস্টাল। দেয়াল জুড়ে আছে অর্ধসমাপ্ত পেইন্টিং, কিছু কিছুর তৈলরঙ এখনও শুকোয় নি, নক্সা করা ফ্রেমে পুরনো আমলের কিছু ছবি আর অ্যান্টিক আয়না। ছাদ থেকে ঝুলছে কতোগুলো চাইম, ঝুলন্ত ভাস্কর্য আর কাগজের তৈরি রঙবেরঙের মাছ। ঘরের একমাত্র আসবাব হলো জানালার কাছে রাখা বিশাল একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো।

গাছপালা আর লতাগুল্মের মধ্য দিয়ে প্যান্থারের মতো এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছে লিলি। তার প্রিয় কুকরটাকে খুঁজছে। লেজওয়ালা স্লিভলেস জামাটা খুলে মেঝেতে রেখে দিলো সে। অবাক হয়ে দেখতে পেলাম ওই জামাটার নীচে সে কিছুই পরে নি। লিলি দেখতে ফরাসি নারী ভাস্কর্যের মতো, ছোটো ছোটো পা, ভারি নিতম্ব আর মাংসল দেহের অধিকারী। পা থেকে যতো উপরে উঠেছে তার শরীরে যেনো আরো বেশি মাংস যোগ হয়েছে। উরু থেকে এই বিশাল দেহটা সে চেপে রেখেছে বেগুনী রঙের আটোসাঁটো সিল্কের জামা পরে। নড়াচড়া করলে তার নাদুসনুদুস শরীরটা থলথল করে ওঠে।

একটা বালিশ হাতে নিয়ে ছোটোখাটো পশমযুক্ত কুকুরটাকে ওটার উপরে বসিয়ে দিলো। এই জন্তুটা নিয়েই সে সবখানে ঘুরে বেড়ায়। বালিশসমেত কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে নাকি নাকি কণ্ঠে, অনেকটা শিৎকারের মতো শব্দ করে আদর করতে শুরু করলো।

"এই তো আমার ডার্লিং ক্যারিওকা," চুমু খাওয়ার মতো করে চুচু শব্দ করলো সে। "খালি দুষ্টুমি করে। দুষ্টু কুকুর, কোথাকার।" আমি রীতিমতো অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলাম।

"এক গ্লাস মদ চলবে?" লিলি কুকুরটাকে মেঝেতে নামিয়ে রাখলে তাকে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরে দৌড়াতে শুরু করলো ছোট্ট বদমাশটা। বাটলার প্যান্ট্রির ফ্রিজ থেকে এক বোতল মদ বের করে নিয়ে এলাম আমি।

"আমার মনে হয় এই জঘন্য হোয়াইট ওয়াইনটা তুমি লিউলিনের কাছ থেকে পেয়েছো," তীর্যক মন্তব্য করলো লিলি। "অনেক বছর ধরে সে এটা বাদ দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।"

গ্লাসটা হাতে নিয়ে চুমুক দিলে সে। গাছগাছালির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটু আগে যে পেইন্টিংটা নিয়ে কাজ করছিলাম সেটার সামনে এসে থেমে গেলো।

"তুমি কি এই লোকটাকে চেনো?" আচমকা পেইন্টিংয়ের লোকটাকে দেখিয়ে বললো লিলি। বাইসাইকেলের উপর এক লোক বসে আছে সাদা ধবধবে পোশাক পরে। "নীচের তলার ঐ লোকটাকে মডেল করে এঁকেছো নাকি?"

"নীচের তলায় কোন্ লোকের কথা বলছো?" পিয়ানোর বেঞ্চে বসে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম লিলিকে। তার নখ আর ঠোঁটে লাল টকটকে চায়নিজ রঙ লাগানো। ফ্যাকাশে সাদা গায়ের রঙের সাথে এটা একেবারে অন্য রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে গ্রিন নাইটদেরকে যে কামুক দেবী প্রলুব্ধ করেছিলো তাকে ঠিক সেরকমই দেখাচ্ছে, কিংবা অর্ধমৃত এনসায়েন্ট মেরিনারের মতো।

"বাইসাইকেলের লোকটা," বললো লিলি। "ঐ লোকটার মতোই পোশাক পরেছে। যদিও তাকে মাত্র একবারই দেখেছি, তাও আবার পেছন থেকে। ফুটপাত দিয়ে হেটে যাচ্ছিলো, আরেকটুর জন্যে হলে আমাদের গাড়ির নীচে পড়তে যাচ্ছিলো সে।"

"তাই নাকি?" অবাক হয়ে বললাম। "কিন্তু আমি তো এটা কল্পনা থেকে এঁকেছি।"

"এটা খুব ভীতিকর," লিলি বললো। "যেনো কোনো মানুষ তার নিজের মৃত্যুর উপর সওয়ার হয়েছে। লোকটা যেভাবে তোমার বিল্ডিংয়ের দিকে তাকাচ্ছিলো তাতে খুব একটা ভালো ঠেকে নি আমার কাছে..."

"কি রললে তুমি?" আমার অবচেতনে কিছু একটা নাড়া খেলো যেনো। *শ্বেতশুভ্র অশ্বের পিঠে যে সওয়ার হয়েছে তার নাম মৃত্যু।* এটা আমি কোথায় শুনেছিলাম?

ক্যারিওকা ছোটাছুটি বন্ধ করে সন্দেহজনক শব্দ করতে লাগলো এবার।

আমার একটা অর্কিডের টবের মাটি খুড়তে খুড়তে মেঝেতে ফেলে দিলো সে। তাকে তুলে নিয়ে ক্লোজেটের ভেতর রেখে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

"তুমি আমার কুকুরটাকে ক্লোজেটে আটকে রাখলে কোন্ সাহসে!" বললো লিলি।

"এই ভবনে কুকুর নিয়ে ঢোকার অনুমতি নেই, তবে বাক্সে বন্দী করে নিয়ে আসলে অনুমতি মেলে," তাকে বললাম। "আমার কাছে তো কোনো বাক্স নেই তাই ওখানে রেখেছি। এবার বলো আমার কাছে কি উদ্দেশ্যে এসেছো? কয়েক মাস তো তোমার টিকিটাও আমি দেখি নি।" মনে মনে বললাম, সেটা আমার সৌভাগ্য।

"হ্যারি তোমার জন্য একটা ফেয়ারওয়েল ডিনারের আয়োজন করেছে," বললো সে। বাকি মদটুকুতে চুমুক দিতে দিতে পিয়ানো বেঞ্চে গিয়ে বসলো এবার। "সে বলেছে তারিখটা তুমিই ঠিক করে দিতে পারো। সব খাবার নাকি সে নিজের হাতে রান্না করবে।"

কুকুরটা ক্লোজেটের ভেতরে খামচাচ্ছে, তবে আমি সেটা আমলে নিলাম না।

"ডিনারে যেতে পারলে আমারও ভালো লাগবে," বললাম তাকে। "এই বুধবারে করলে কেমন হয়? আমি সম্ভবত পরের উইকএন্ডে চলে যাবো।"

"দারুণ হয়," বললো লিলি। এবার কুকুরটা নিজের শরীর দিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করলে লিলি উঠে দাঁড়ালো।

"আমি কি আমার কুকুরটা ক্লোজেট থেকে বের করতে পারি, প্লিজ?"

"তুমি কি চলে যাচ্ছো?" আশাবাদী হয়ে উঠলাম আমি।

তেলের ক্যান থেকে তুলিগুলো নিয়ে সিঙ্কের কাছে চলে গেলাম সেগুলো পরিস্কার করবো বলে, যেনো লিলি চলেই যাচ্ছে এরকম একটা ভঙ্গি করলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বললো লিলি, "আমি ভাবছিলাম আজ বিকেলে তোমার কোনো প্ল্যান আছে কিনা?"

"আমার প্ল্যান আছে তবে সেটা আজকে বাস্তবায়ন করা যাবে বলে মনে হয় না," তুলিগুলো ধুতে ধুতে বললাম তাকে।

"আমি ভাবছিলাম তুমি আজ সোলারিনের খেলা দেখবে কিনা," দূর্বলভাবে হেসে গোল গোল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো সে।

তুলিগুলো সিঙ্কে রেখে তার দিকে তাকালাম। এটা তো দাবা খেলা দেখার আমন্ত্রণ ছাড়া আর কিছু না। কোনো দাবা টুর্নামেন্টে লিলি না খেললে সেটা দেখতে যাবার মেয়ে নয় সে।

"সোলারিনটা কে?" জিজ্ঞেস করলাম।

অবাক হয়ে তাকালো লিলি। যেনো আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি ইংল্যান্ডের রাণী কে। "তুমি যে পত্রপত্রিকা পড়ো না সেটা ভুলে গেছিলাম," সে বললো।

"সবাই এ নিয়ে কথা বলছে। এটা হলো এই দশকের সেরা রাজনৈতিক বিতর্ক! কাপাব্লাঙ্কার পর সে হলো সবচাইতে সেরা দাবা খেলোয়াড়, বিগত তিন বছরে এই প্রথম সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বাইরে এলো সে..."

"আমি তো জানতাম ববি ফিশার হলো এ বিশ্বের সবচাইতে সেরা খেলোয়াড়," তুলিগুলো উষ্ণ ফেনায় রাখতে রাখতে বললাম। "গত গ্রীষ্মে রেকিয়াভিকে এতো হৈচৈয়ের কারণ কি ছিলো?"

"যাক, তুমি অন্তত আইসল্যান্ডের নামটা শুনেছো," উঠে এসে আমার সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালো সে। "আসল কথা হলো তখন থেকে ফিশার আর খেলে নি। গুজব আছে সে নাকি তার শিরোপা ধরে রাখতে পারবে না, জনসম্মুখে আর কখনও খেলবেও না। রাশিয়ানরা তো দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। দাবা হলো তাদের জাতীয় খেলা। শীর্ষস্থান পাবার জন্যে তারা মরিয়া। ফিশার যদি শিরোপা ধরে রাখতে না পারে তাহলে রাশিয়ার বাইরে আর কোনো প্রতিযোগী নেই সেটা করার মতো।"

"তাহলে রাশিয়া থেকে যে-ই আসুক না কেন সে-ই টাইটেলটা পাবে," বললাম আমি। "তুমি মনে করছো এই লোকটা..."

"সোলারিন।"

"সোলারিন সেটা করতে পারবে?"

"হয়তো পারবে, আবার নাও পারতে পারে," বললো লিলি। "এটাই হলো দাবা খেলার সবচাইতে বিস্ময়কর আর মজার দিক। সবাই মনে করছে সে-ই সেরা তবে রাশিয়ান পলিটবুরোর কোনো সহায়তা সে পাচ্ছে না। কোনো রাশিয়ান খেলোয়াড়ের জন্যে এটা একদম জরুরি। সত্যি বলতে কি, বিগত কয়েক বছর ধরে রাশিয়ানরা তাকে খেলতেই দেয় নি!"

"কেন দেয় নি?" তুলিগুলো র‍্যাকে তুলে রেখে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বললাম। "তাদের জন্যে যদি দাবা খেলায় জেতাটা জীবন-মরণ ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে..."

"বোঝাই যাচ্ছে সে সোভিয়েত ঘরানার লোক নয়," ফ্রিজ থেকে আরেক বোতল মদ বের করে পান করতে আরম্ভ করলো সে। "তিন বছর আগে স্পেনের টুর্নামেন্টে খুবই হৈচৈ হয়েছিলো। রাতের অন্ধকারে সোলারিনকে টুর্নামেন্ট থেকে তুলে মাদার রাশিয়ায় ফিরিয়ে নেয়া হয়। প্রথমে তারা বলেছিলো সে নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে, পরে বলতে শুরু করে সে নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভুগছে–এ ধরণের গালগল্প ছড়ানোর পর এ নিয়ে আর কোনো কথা বলে নি। একদম চুপ মেরে যায় তারা। তারপর থেকে এই সপ্তাহের আগপর্যন্ত তার কোনো খোঁজই ছিলো না।"

"এই সপ্তাহে কি হয়েছে?"

"এই সপ্তাহে বলা নেই কওয়া নেই কেজিবির কয়েকজন ক্যাডারকে সঙ্গে

নিয়ে সোলারিন এসে হাজির নিউইয়র্কে। সোজা ম্যানহাটন চেজ ক্লাবে গিয়ে বলে হারমানোল্ড ইনভাইটেশনালে প্রবেশ করতে চায় সে। এখন এ নিয়ে খুব কথা হচ্ছে। ইনভাইটেশনাল মানে তোমাকে উপস্থিত থাকার জন্যে ইনভাইট করা হবে। সোলারিনকে তো ইনভাইট করা হয় নি। দ্বিতীয়ত, এটা পাঁচটা জোনে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ নাম্বার জোনটা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চার নাম্বার জোন সোভিয়েত রাশিয়া, তারা এর বিরোধিতা করেছে। তারা যখন দেখেছে সে কে তখন তাদের ভয়টা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারছো।"

"তারা কেন তাকে প্রবেশ করতে দিলো?...না দিলেই তো পারতো।"

"কী যে বলো না!" বললো লিলি। "জন হারমানোল্ড হলো টুর্নামেন্টের স্পন্সর। আইসল্যান্ডে ফিশার উন্মাদনার পর থেকে দাবা খেলার জোয়ার বইছে সবখানে। এখন এই খেলায় প্রচুর টাকা। সোলারিনের মতো কাউকে টুর্নামেন্টে পাবার জন্য হারমানোল্ড খুনও করতে রাজি হবে।"

"আমি বুঝতে পারছি না সোভিয়েতরা যদি সোলারিনকে দিয়ে খেলাতে না-ই চাইবে তাহলে ওখান থেকে সোলারিন চলে এলো কিভাবে?"

"মাই ডার্লিং, এটাই হলো আসল কথা," বললো লিলি। "তার সঙ্গে থাকা কেজিবি'র বডিগার্ড বলে দিচ্ছে সে তার নিজ দেশের সকারের আশীর্বাদ পেয়েই এখানে এসেছে, বুঝলে? তারপরও বলবো পুরো ব্যাপারটা দারুণ রহস্যময়। সেজন্যেই আমি ভাবলাম আজকে তোমার যাওয়া উচিত..." থামলো লিলি।

"কোথায় যাবো?" সে কোথায় যাবার কথা বলছে সেটা বুঝতে পারলেও মজা করে বললাম। তার ভুরু কোচকানোটা দেখতে আমার ভালোই লাগে। "আমি মানুষের সাথে খেলি না," লিলি একজনের কথা উদ্ধৃত করলো, "আমি খেলি দাবাবোর্ডের সাথে।" কথাটা নির্বিকারভাবে বলেই চট করে বললো সে, "আজ বিকেলে সোলারিন খেলবে। স্পেনের ঐ ঘটনার পর এটা তার প্রথম প্রকাশ্য দাবা খেলা। আজকের খেলার সব টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে। টিকেট পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। এক ঘণ্টার মধ্যেই খেলা শুরু হবে তবে আমার মনে হয় আমরা ভেতরে ঢুকতে পারবো–"

"অনেক ধন্যবাদ তোমাকে," তার কথার মাঝখানে বললাম। "আমি যাচ্ছি না। দাবা খেলা দেখা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর লাগে। তুমি নিজে কেন যাচ্ছো না?"

মদের গ্লাসটা শক্ত করে ধরে পিয়ানোর বেঞ্চে বসে পড়লো লিলি। যখন বলতে শুরু করলো খুব নাটকীয় শোনালো তার কথা।

"তুমি জানো আমি সেটা করতে পারবো না," শান্তকণ্ঠেই বললো সে।

আমি বুঝতে পারলাম লিলি এই প্রথম কারো কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইছে। আমি যদি তার সাথে খেলাটা দেখতে যাই তাহলে সে ভান করতে পারবে বন্ধুর

কারণেই অনেকটা বাধ্য হয়ে এসেছে। লিলি যদি একা একা খেলা দেখতে যায় তাহলে সেটা দাবা অঙ্গনে গরম খবর হয়ে যাবে। সোলারিন হয়তো বড় খবর কিন্তু নিউইয়র্কের দাবা অঙ্গনে লিলি র‍্যাডের উপস্থিতি তার চেয়ে কম বড় খবর হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা দাবাড়ু হিসেবে বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছে সে।

"পরের সপ্তাহে," ঠোঁট চেপে বললো সে, "আজকের ম্যাচের বিজয়ীর সাথে আমি খেলবো।"

"আহ্। এবার বুঝতে পেরেছি," তাকে বললাম। "সোলারিনই আজকে জয় লাভ করবে হয়তো। আর তুমি যেহেতু তার খেলার সাথে একদম পরিচিত নও সেজন্যে তার কৌশল সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই..."

ক্লোসেটের দরজা খুলে কুকুরটা বের করে দিতেই আমার পায়ের কাছে ঘোৎ ঘোৎ করতে লাগলো। আমি আস্তে করে লাথি মেরে মেঝেতে পড়ে থাকা বালিশের কাছে সেটাকে ঠেলে দিলাম। আনন্দে দাঁত বের করে গদগদ হয়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলো কুকুরটা।

"আমার মাথায় ঢুকছে না তোমার প্রতি ও এতোটা অনুরক্ত হলো কি করে," বললো লিলি।

"খুজ সহজ জবাব, শক্তের ভক্ত নরমের যম," লিলিকে বললাম, সে কিছু বললো না।

কুকুরটা বালিশে গড়াগড়ি খেতে লাগলে আমরা দু'জন সেটা দেখতে লাগলাম যেনো এটা অনেক মজার দৃশ্য।

"আমার সাথে তোমাকে যেতেই হবে," অবশেষে বললো লিলি।

"আমার মনে হয় তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারো নি।"

লিলি উঠে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বললো, "তোমার কোনো ধারণাই নেই এই টুর্নামেন্টটা আমার জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। হারমানোল্ড পাঁচটি জোনের প্রায় সব জি.এম আর আই.এম-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যাতে করে দাবা কমিশন এই টুর্নামেন্টটাকে র‍্যাঙ্ক দেয়। আমি যদি ভালো অবস্থানে থাকতাম, কিছু পয়েন্ট অর্জন করতে পারতাম তাহলে বড় লিগে চলে যেতাম। সোলারিন যদি এভাবে হুট করে উড়ে এসে জুড়ে না বসতো আমি হয়তো সেটা জয়ও করতাম।"

আমি যতোটুকু জানি দাবা খেলোয়াড়দের র‍্যাঙ্কিংয়ের জটিলতাটি একেবারেই রহস্যময়। গ্র্যান্ড মাস্টার (জি.এম) এবং আন্তর্জাতিক মাস্টার (আই.এম)-এর অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটাও সেরকমই জটিল পদ্ধতি। দাবা খেলার কর্তাব্যক্তিরা হলো বুড়োদের একটি ক্লাব। লিলির ক্ষোভটা আমি বুঝি কিন্তু কিছু একটা আমাকে গোলোকধাঁধায় ফেলে দিচ্ছে।

"তুমি যদি দ্বিতীয় হও তাহলে তাতে এমন কি সমস্যা হবে?" বললাম আমি। "তুমি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ মহিলা দাবাড়ু সেটার তো কোনো হেরফের হচ্ছে না–"

"শীর্ষ *মহিলা* দাবাড়ু! মহিলা?" লিলিকে দেখে মনে হলো আমার ঘরের মেঝেতে বুঝি থুতু ফেলে দেবে এক্ষুণি। মনে পড়ে গেলো একবার সে মহিলাদের সাথে কখনও দাবা না খেলার যুক্তি দিয়েছিলো। দাবা হলো পুরুষ মানুষের খেলা। আর সেটা জিততে হলে তোমাকে কোনো পুরুষ খেলোয়াড়কেই হারিয়ে জিততে হবে। লিলি ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হবার খেতাব অর্জন করার জন্য অনেক বছর ধরেই অপেক্ষা করে আসছে, তার ধারণা সে এরইমধ্যে সেটা পাবার যোগ্যতাও অর্জন করেছে। আমি এখন বুঝতে পারছি এই টুর্নামেন্টটা তার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সে যদি তারচেয়ে উপরের র‍্যাঙ্কের খেলোয়াড়দের সাথে জিততে পারে তাহলে কর্তারা তার খেতাব আটকে রাখতে পারবে না।

"তুমি কিছুই বুঝতে পারছো না," বললো লিলি। "এটা হলো নকআউট টুর্নামেন্ট। সোলারিনের সাথে তার দ্বিতীয় খেলায় আমাকে লড়তে হবে। এভাবেই আয়োজকরা ঠিক করে রেখেছে। তারা ধরেই রেখেছে আমরা আমাদের প্রথম খেলায় জিতবো। তাদের ধারণা অবশ্য খুব একটা ভুলও নয়। আমি যদি তার সাথে খেলে হেরে যাই তাহলে টুর্নামেন্ট থেকে বের হয়ে যাবো। দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই।"

"তুমি মনে করছো না তুমি তাকে হারাতে পারবে?" বললাম আমি। সোলারিন অনেক বড় মাপের খেলোয়াড় হলেও আমি অবাক হবো সে যদি তার সাথে হেরে যাবার সম্ভাবনা আগে থেকেই মেনে নেয়।

"আমি জানি না," সততার সাথেই জবাব দিলো সে। "আমার কোচও মনে করে আমি জিততে পারবো না। তার ধারণা সোলারিন আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। আমার প্যান্ট খুলে দেবে। দাবা খেলায় হারলে কেমন লাগে সেটা তুমি বুঝতে পারবে না। হারতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।" দাঁতে দাঁত চেপে বললো শেষ কথাটা।

"তারা কি তোমার সাথে তোমার সমপর্যায়ের খেলোয়াড়দের খেলার ব্যবস্থা করতে পারলো না?" জানতে চাইলাম। মনে হচ্ছে এরকম একটা নিয়মের কথা আমি পড়েছিলাম কোথাও।

"আমেরিকায় হাতেগোনা কয়েকজন খেলোয়াড়ই আছে যাদের পয়েন্ট চব্বিশ শ'র মতো," তিক্তকণ্ঠে বললো লিলি। "তাদের সবাইকে তো আর একটা টুর্নামেন্টে খেলানোও যায় না। সোলারিনের শেষ অর্জন ছিলো পঁচিশ শ'র মতো পয়েন্ট, কিন্তু তার আর আমার মাঝখানে মাত্র পাঁচ জন খেলোয়াড় আছে এখানে। তবে টুর্নামেন্টে এতো আগেভাগে তার মতো খেলোয়াড়ের সাথে খেলা

মানে আমি অন্য খেলার জন্য ওয়ার্মআপ করার সুযোগও পাচ্ছি না।"

এবার বুঝতে পারলাম। টুর্নামেন্টের আয়োজকেরা লিলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার পাবলিসিটি মূল্যের জন্য। তারা টিকেট বিক্রি করতে চায়, আর লিলি হলো দাবার জোসেফাইন বেকার। সোলারিনের সাথে খেলায় লিলিকে বলি দেবার ব্যবস্থা আর কি। তাকে অনেক আগেভাগে সোলারিনের মতো খেলোয়াড়ের সাথে খেলতে দিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিতারণের আয়োজন করা হয়েছে। অবশ্য এই টুর্নামেন্টটা তার খেতাব পাবার মাধ্যমও হতে পারে। আচমকা আমার মনে হলো দাবার ভুবনের সাথে সার্টিফায়েড পাবলিক একাউন্টেন্টদের খুব কমই পার্থক্য রয়েছে।

"ঠিক আছে, তুমি যা বলতে চেয়েছিলে আমি সেটা বুঝতে পেরেছি," বললাম তাকে। আমি আমার বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

"তুমি কোথায় যাচ্ছো?" আৎকে উঠে বললো লিলি।

"গোসল করতে," পেছন ফিরে বললাম।

"গোসল করতে?" উদভ্রান্তের মতো বললো লিলি। "কিন্তু কিসের জন্যে?"

"গোসল করে আমাকে কাপড় পাল্টাতে হবে," বাথরুমের দরজার কাছে এসে থেমে বললাম। "যদি এক ঘণ্টার মধ্যে শুরু হতে যাওয়া ঐ খেলাটা দেখতে যাই আমরা।" লিলি আমার দিকে চেয়ে রইলো। তার হাসিটা দারুণ সুন্দর।

∞

মার্চের তীব্র শীতের মধ্যে হুড খোলা গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছি ব্যাপারটা আমার কাছে বালখিল্য বলেই মনে হচ্ছে। লিলি একটা ফারকোট পরে আছে আর তার কুকুর ক্যারিওকা সিটের নীচে স্বল্প পরিসর জায়গায় নড়াচড়া করছে মনের আনন্দে। আমার পরনে কেবল কালো রঙের উলের কোট। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।

"এই গাড়ির কি কোনো হুড নেই?" প্রবল বাতাসের মধ্যে জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি কেন হ্যারির কাছ থেকে একটা ফারকোট বানিয়ে নিচ্ছো না? তার ব্যবসাটাই তো ফারকোট নিয়ে, তাছাড়া তোমাকে সে ভীষণ পছন্দও করে।"

"এখন আর বলে কী লাভ," বললাম আমি। "এবার বলো খেলাটা মেট্রোপলিটান ক্লাবে হচ্ছে কেন? কয়েক বছর পর সোলারিন খেলছে, তাও আবার আমাদের দেশের মাটিতে, স্পন্সর কি আরো বেশি প্রচারণা চায় না?"

"তা ঠিক বলেছো," লিলি একমত পোষণ করলো। "কিন্তু আজ সোলারিন খেলবে ফিস্কের সাথে। ফিস্ক একটু প্রাইভেটলি খেলতে চাইছে। লোকটাকে পাগল বললেও কম বলা হয়।"

"ফিস্কটা আবার কে?"

"অ্যান্টনি ফিস্ক," নিজের ফারকোটটা গায়ের সাথে আরো বেশি জড়িয়ে নিলো সে। "খুব বড় খেলোয়াড়। বৃটিশ গ্র্যান্ডমাস্টার হলেও সে রেজিস্টার করেছে পাঁচ নাম্বার জোন থেকে, কারণ খেলোয়াড়ি জীবনে যখন সক্রিয় ছিলো তখন বোস্টনে বসবাস করতো। অনেক বছর ধরেই সে খেলছে না, তাই সোলারিনের সাথে খেলতে রাজি হওয়ায় আমি অবাকই হয়েছি। শেষ যে টুর্নামেন্টটায় সে খেলেছে সেখানে ঘর থেকে সব দর্শককে বের করে দেয়া হয়েছিলো। তার ধারণা ঘরে আড়িপাতার যন্ত্র বসানো আছে, আর সেই যন্ত্রের ভাইব্রেশনে নাকি তার ব্রেনে প্রভাব ফেলছে। সব দাবাড়ুই বয়স বেড়ে গেলে এরকম পাগলামি আচরণ করে থাকে। তুমি জানো, প্রথম আমেরিকান দাবা চ্যাম্পিয়ন পল মরফি পরিপাটী জামা-কাপড় পরে বাথটাবে বসে মারা গেছে। তার বাথটাবে মেয়েদের এক জোড়া জুতো ভাসছিলো তখন। পাগল হয়ে যাওয়াটা হলো দাবা খেলোয়াড়দের পেশাগত ঝুঁকি। তবে তুমি আমার বেলায় এটা হতে দেখবে না। এটা শুধু পুরুষ মানুষের বেলায় ঘটে।"

"শুধু পুরুষ মানুষ কেন?"

"তার কারণ, মাই ডিয়ার, দাবা হলো *ইডিপাল* গেম। রাজাকে হত্যা করো, রাণীকে সম্ভোগ করো, এটাই হলো এই খেলাটার আসল কথা। মনোবিজ্ঞানীরা দাবাড়ুদের আচরণ বিশ্লেষণ করতে খুব পছন্দ করে। ঘন ঘন হাত ধোয়া, পুরনো স্নিকার জুতোর গন্ধ শোকা অথবা খেলার মাঝখানে বিরতিতে হস্তমৈথুন্য করে কিনা, এইসব। এরপর তারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে *জার্নাল অব দি এএমএ*-তে সেসব প্রকাশ করে থাকে।"

মেট্রোপলিটান ক্লাবের সামনে গাড়িটা থামলে সলের কাছে ক্যারিওকাকে রেখে লিলি আর আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম। যাবার আগে সলের সাথে আমার শুধু চোখাচোখি হলো, এতোক্ষণ কোনো কথা বলে নি সে। সল আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিলে আমি শুধু কাঁধ তুললাম।

মেট্রোপলিটান ক্লাব ভবনটি পুরনো নিউইয়র্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে। গত শতাব্দীর পর থেকে এই ভবনটির ভেতরের অবস্থা একচুলও পরিবর্তন হয় নি। ফয়ারের বিবর্ণ লাল কার্পেট, ভেলভেট কাঠের ডেস্কটা পালিশ করা হয় নি বহুদিন ধরে। তবে মেইন লাউঞ্জটা দেখার পর ফয়ারের বিবর্ণতা আর মনে থাকলো না।

প্রথমেই আছে বিশাল একটা লবি, যার ছাদ ত্রিশ ফুট উঁচুতে, বিভিন্ন ধরণের স্বর্ণখচিত নক্সা করা তাতে। সেই ছাদ থেকে লম্বা লম্বা তারে ঝুলছে বিশাল বড় একটি ঝাঝর বাতি। দুই দিকের দেয়ালগুলোতে সারি সারি বেলকনি। সেইসব বেলকনির রেলিংগুলো অভিজাত নক্সায় সজ্জিত। দেখে ভেনিশিয়ান রাজপ্রাসাদ ব'লে মনে হতে পারে। তৃতীয় দেয়ালটিতে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বড় বড়

আয়না রয়েছে। চতুর্থ দেয়ালটিকে লবি থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে বিশাল বড় একটি ভেলভেটের পর্দা দিয়ে। মার্বেলের মেঝেটা ঠিক দাবাবোর্ডের মতো সাদা-কালো বর্গে সজ্জিত। সেখানে কয়েক ডজন ছোটো ছোটো টেবিল আর চামড়ার চেয়ার পাতা রয়েছে। এক কোণে রাখা আছে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো।

আমি যখন এসব দেখছি লিলি তখন আমাকে উপরের বেলকনি থেকে ডাক দিলো। ফারকোটটা খুলে কাঁধের উপর রেখে দিয়েছে সে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে আসতে ইশারা করলো আমাকে।

উপরে উঠতেই লিলি ছোট্ট একটা ঘরের দিকে চলে আসতে বললো আমাকে। ঘরটা একেবারে সবুজ রঙের, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বড় বড় ফ্রেঞ্চ জানালাগুলো দিয়ে ফিফথ এভিনু পার্ক দেখা যাচ্ছে। সেখানে টেবিল সরানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে কিছু শ্রমিক। আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকালো তারা।

"এখানেই খেলাটা হবে," লিলি আমাকে বললো। "তবে খেলোয়াড়েরা এখনও এসে গেছে কিনা বুঝতে পারছি না। হাতে এখনও আধঘণ্টার মতো সময় আছে।" এক শ্রমিকের কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি জানো জন হারমানোল্ড কোথায় আছে?"

"সম্ভবত ডাইনিং রুমে," লোকটা বললো। "আপনি উপরে গিয়ে তাকে ফোন করতে পারেন।" লিলি তার ফারকোটটা অন্য কাঁধে সরিয়ে রাখলে আমিও আমার কোটটা খুলতে শুরু করলাম কিন্তু শ্রমিকদের একজন আমাকে বাধা দিলো।

"গেমরুমে মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি নেই," কথাটা আমাকে বলেই লিলির দিকে ফিরলো সে, "ডাইনিং রুমেও। আপনি নীচে গিয়ে উনাকে ফোন করলেই ভালো হয়।"

"আমি ঐ বানচোত হারমানোল্ডকে খুন করবো," দাঁতে দাঁত চেপে বললো লিলি। "পুরুষদের ক্লাব, হা?" নীচের করিডোরে চলে গেলো সে তার শিকারের খোঁজে। আমি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। শ্রমিকগুলো আমার দিকে শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বার বার। লিলি যেভাবে ছুটে গেলো তাতে করে এ মুহূর্তে হারমানোল্ডকে মোটেও ঈর্ষা করছি না।

গেমিংরুমে বসে জানালা দিয়ে সেন্ট্রাল পার্ক দেখতে লাগলাম।

"এক্সকিউজ মি," বাজখাই গলায় পেছন থেকে কেউ একজন আমায় বললো। ঘুরে দেখতে পেলাম লম্বা আর দেখতে আকর্ষণীয় এক লোক, বয়স পঞ্চাশের মতো হবে। নেভি ব্লেজার, সাদা রঙের টার্টলনেক সোয়েটার আর ধূসর রঙের ট্রাউজার পরে আছে সে।

"টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এ ঘরে অন্য কারোর ঢোকার অনুমতি নেই," দৃঢ়ভাবে বললো সে। "আপনার কাছে যদি টিকেট থাকে তাহলে আমি আপনাকে

নীচে বসার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তা না হলে আপনাকে ক্লাব থেকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে।"

তার মধ্যে যে আকর্ষণীয় ব্যাপারটা ছিলো সেটা তিরোহিত হয়ে গেলো। তাকে আমি বললাম, "আমি এখানেই থাকবো। যে আমার জন্য টিকেট আনতে গেছে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি–"

আস্তে করে আমার বাহুটা ধরে ভদ্রলোক বললো, "আমি এই ক্লাবের কর্মকর্তাদের কথা দিয়েছি, ক্লাবের নিজস্ব নিয়ম-কানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। এর ব্যত্যয় ঘটলে সিকিউরিটি ডাকতে বাধ্য হবো আমি..."

আমার বাহু ধরে মৃদু টান দিলেও আমি বসে রইলাম। এখান থেকে ওঠার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। তার দিকে হেসে বললাম, "আমার বন্ধু লিলি র‍্যাডকে কথা দিয়েছি আমি তার জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবো। সে আপনার খোঁজেই নীচে গেছে–"

"লিলি র‍্যাড!" যেনো গরম কোনো ছ্যাকা খেয়েছে, চট করে আমার হাতটা ছেড়ে দিলো ভদ্রলোক। তার দিকে মিষ্টি করে হাসলাম আবারো। "লিলি র‍্যাড এখানে এসেছে?" আমি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "তাহলে আমাকে আমার পরিচয় দিতে দিন, মিস্..."

"ভেলিস," বললাম তাকে, "ক্যাথারিন ভেলিস।"

"মিস ভেলিস, আমি জন হারমানোল্ড," লোকটা বললো। "এই টুর্নামেন্টের স্পন্সর।" শক্ত করে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকাতে লাগলো সে। "আপনার কোনো ধারণাই নেই, লিলি এখানে আসার ফলে আমরা সবাই কতোটা গর্বিত বোধ করছি। আপনি কি জানেন তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"আপনার খোঁজেই আছে," বললাম তাকে। "শ্রমিকরা বললো আপনি নাকি ডাইনিংরুমে আছেন। সে হয়তো ওখানেই গেছে।"

"ডাইনিংরুমে," নিশ্চিত হবার জন্য কথাটা পুণরাবৃত্তি করলো সে। "আমি তাহলে ওখানেই যাই, কী বলেন? তারপর আমরা একসাথে ড্রিঙ্ক করবো নীচে গিয়ে।" দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলো হারমানোল্ড।

টুর্নামেন্টের স্পন্সর আমাকে খাতির করার কারণে শ্রমিকেরা এখন সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম তাদের কাজ। তারা গেমিং টেবিলগুলো বসাচ্ছে। চেয়োরগুলো বসাচ্ছে জানালার দিকে মুখ করে। তারপর আমাকে অবাক করে মেঝেতে টেপ দিয়ে মাপজোখ করা শুরু করে দিলো। মাপা শেষ হলে ফার্নিচারগুলো আবার ঠিকঠাক করে নিলো তারা, যেনো অদৃশ্য একটা বর্গাকৃতিতে বসানো থাকে সেগুলো।

এসব যখন দেখছি তখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এক লোক, আমার চেয়ারের খুব কাছে আসার আগর্যন্ত আমি অবশ্য টের পাই নি। লম্বা আর

হালকা-পাতলা গড়নের, একেবারে ধবধবে সাদা চুল সুন্দর করে ব্যাকব্রাশ করে রেখেছে। ধূসর রঙের প্যান্ট আর সাদা ঢিলেঢালা লিনেন শার্ট পরে আছে সে। উপরের দিকে কিছু বোতাম খোলা থাকার কারণে তার বুকটা দেখা যাচ্ছে। বেশ সুগঠিত আর ড্যান্সারদের মতোই শারিরীক গঠন। আস্তে করে শ্রমিকদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে নীচু স্বরে কথা বলতে লাগলো সে। কিছু আসবাব সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলো। এক পর্যায়ে তার ভাবসাব দেখে বুঝতে পারলাম শ্রমিকদের কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে ভদ্রলোক। আমার দিকে আঙুল তুলেও দেখালো, তারপর চলে এলো আমার কাছে। তার দিকে ভালো করে তাকাতেই আমি কিছুটা ভড়কে গেলাম। খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে, যদিও আমি ধরতে পারছি না।

গালের উঁচু হাড়, পাতলা-সরু নাক আর শক্ত চোয়াল। চোখ দুটো বিবর্ণ সবুজ, অনেকটা তরল পারদের মতো। রেনেসাঁ যুগের পাথরে খোদাই করা সুগঠিত আর সুন্দর ভাস্কর্যের মতোই তার অবয়ব। আর আমিও পাথর খুব ভালোবাসি। তার মধ্যে কেমন জানি অভেদ্য কঠিনশীতলতা রয়েছে। আমার কাছে চলে আসাতে একটু অবাকই হলাম।

কাছে এসেই আমার হাতটা ধরে টেনে তুললো আমাকে। বাহু ধরে দরজার কাছে নিয়ে যেতে শুরু করলো সে। আমি কী বলবো বুঝে ওঠার আগেই আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, "তুমি এখানে কি করতে এসেছো? তোমার এখানে আসা উচিত হয় নি।" তার বাচনভঙ্গি একটু অন্য রকম। আমি তার আচরণে যারপরনাই অবাক, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। লোকটাকে জীবনেও কখনও দেখি নি। এরকম অপরিচিত কেউ এমন করবে ভাবাই যায় না। আমি জোর করে থেমে গেলাম।

"আরে আপনি কে?" বললাম তাকে।

"আমি কে তাতে কিছুই যায় আসে না," ফিসফিস করেই বললো কথাটা। সবুজ চোখে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো কোনো কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করছে। "আমি যদি তোমাকে চিনি তাহলেই বা কি এসে যায়। তোমার এখানে আসাটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তুমি ভয়ানক বিপদে আছো। চারপাশে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি, এমনকি এখনও।"

এই কথাটা এর আগে কোথায় যেনো শুনেছিলাম?

"আপনি এসব কী বলছেন?" বললাম তাকে। "আমি দাবা টুর্নামেন্ট দেখতে এসেছি লিলি র‍্যাডের সাথে। জন হারমানোল্ড আমাকে বলেছে–"

"হ্যা, হ্যা," অধৈর্য হয়ে বললো সে। "আমি সব জানি। কিন্তু তোমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে এখান থেকে। কারণ জিজ্ঞেস কোরো না, প্লিজ। যতো দ্রুত সম্ভব এই ক্লাব থেকে চলে যাও...যা বললাম তাই করো।"

"হাস্যকর কথাবার্তা!" চড়া গলায় বললাম আমি। চট করে পেছন ফিরে শ্রমিকদের দিকে তাকালো সে। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন সেটা পরিস্কার করে না বলা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। আপনি কে তাও আমি জানি না। জীবনে আপনাকে দেখি নি। কোন্ অধিকারে আপনি আমাকে–"

"তুমি আমাকে দেখেছো," শান্ত কণ্ঠে বললো সে। আলতো করে আমার কাঁধে হাত রাখলো। "আবারো আমাকে দেখবে। তবে এ মুহূর্তে এক্ষুণি তোমাকে চলে যেতে হবে।"

কথাটা বলেই যেভাবে এসেছিলো ঠিক সেভাবেই নীরবে চলে গেলো ঘর থেকে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। বুঝতে পারলাম আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। শ্রমিকদের দিকে তাকালাম। আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে তারা। মনে হয় না কোনো কিছু শুনতে পেয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অদ্ভুত এই মোলাকাতের ঘটনাটি। এরপরই আমার মনে পড়ে গেলো। লোকটা আমাকে গণক মহিলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

নীচের লাউঞ্জ থেকে লিলি আর হারমানোল্ড আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকছে। তারা বসে আছে দাবাবোর্ডের মতো সাদা-কালো চেকচেক মেঝেতে রাখা একটি টেবিলে। তাদেরকে আমার দাবার ঘুঁটি বলে মনে হলো। তাদের আশেপাশে আরো কিছু গেস্টও আছে।

"নীচে চলে আসুন," হাক দিলো হারমানোল্ড। "আমি আপনাদের জন্যে ড্রিঙ্ক নিয়ে আসছি।"

নীচে চলে এলাম আমি, এখনও পা দুটো দূর্বল বোধ করছি। লিলিকে একান্তে নিয়ে গিয়ে ঘটনাটা বলতে ইচ্ছে করছে।

"আপনি কি নেবেন?" তাদের টেবিলের কাছে আসতেই বললো হারমানোল্ড। আমার জন্য একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এলো কাছ থেকে। লিলি তার পাশেই বসে আছে। "আমাদের শ্যাম্পেইন পান করা উচিত। লিলি তো আর প্রতিদিন অন্যদের খেলা দেখতে আসে না!"

"এটা সাধারণ কোনো দিন না," চেয়ারের পেছনে ফারকোটটা রাখতে রাখতে বিড়বিড় করে বললো লিলি। হারমানোল্ড শ্যাম্পেইনের অর্ডার দিলো।

"টুর্নামেন্টটা বেশ ভালো মতোই চলছে। প্রতিদিন আমাদের এখানে হাউজফুল থাকবে। প্রচারণার জন্য অ্যাডভান্স টাকা-পয়সা দেয়া হয়ে গেছে। ব্যাপক প্রচারও পাচ্ছে টুর্নামেন্টটা। তবে যেসব রথিমহারথিরা আসছে তা আমিও আশা করি নি। প্রথমেই অবসর থেকে ফিরে এলো ফিস্ক, তারপরই ঐ ব্লকবাস্টার সোলারিন এসে হাজির! তোমার কথাও বলতে হয়," লিলির হাটুতে মৃদু চাপড় মারলো সে। আমি উপরের ঐ আগন্তুকের ঘটনাটা বলার জন্য উদগ্রীব থাকলেও বলার সুযোগ পাচ্ছি না।

"আজকের খেলাটার জন্য ম্যানহাটনে বড় কোনো হল পাই নি বলে খারাপই লাগছে," শ্যাম্পেইন চলে এলে বললো সে। "একেবারে কানায় কানায় ভরে যেতো। তবে আমি ফিস্ককে নিয়ে একটু চিন্তার মধ্যে আছি, বুঝলে। সার্বক্ষণিক ডাক্তার রাখা আছে তার জন্য। আমার মনে হয়েছে তাকে আগেভাগে খেলিয়ে দ্রুত বিদায় করে দেয়াটাই ভালো। এই টুর্নামেন্টে তার সম্ভাবনা খুব ভালো তা বলা যাবে না। তবে তার জন্যে আমরা বেশ ভালো মিডিয়া কভারেজ পাচ্ছি।"

"খুব কৌতুহল লাগছে আমার," বললো লিলি। "একসাথে দু'জন গ্র্যান্ডমাস্টার এবং নার্ভাস ব্রেকডাউন দেখাটা দারুণ হবে।" হারমানোল্ড নাভার্সভাবে তার দিকে তাকালো মদ ঢালতে ঢালতে, বুঝতে পারছে না লিলি ঠাট্টা করছে কিনা। তবে আমি বুঝতে পারছি। ফিস্ককে টুর্নামেন্টের শুরুতেই বিদায় করে দিলে তার নিজ দেশে বেশ হৈচৈ হবে।

"হয়তো পুরো খেলাটাই দেখবো," শ্যাম্পেইনে চুমুক দিতে দিতে মিষ্টি করে বললো লিলি। "ক্যাটকে বসিয়ে দিয়ে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম আমি..."

"ওহ্, তুমি যেতেই পারো না!" আৎকে উঠে বললো হরমানোল্ড। "মানে তুমি এটা মিস করো তা আমি কোনোভাবেই চাই না। এটা হলো শতাব্দীর সেরা গেম।"

"আর যেসব রিপোর্টারদেরকে তুমি ফোন করে আসতে বলেছো তারা এসে যদি আমাকে না দেখে তাহলে খুব হতাশ হবে, তাই না, ডার্লিং?" কথাটা শুনে হারমানোল্ডের মুখ লাল হয়ে গেলো।

আমি দেখলাম আমার কথা বলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। "উপরতলায় যে লোকটাকে দেখলাম সে কি ফিস্ক?"

"গেমিংরুমে?" একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললো হারমানোল্ড। "আশা করি সে ছিলো না। খেলা শুরুর আগে তার তো বিশ্রাম নেবার কথা।"

"সে যে-ই হোক না কেন খুবই অদ্ভুত আচরণ করেছে," তাকে আমি বললাম। "সে ঘরে ঢুকেই শ্রমিকদেরকে ফার্নিচারগুলো সরাতে বলেছে..."

"ওহ্ ঈশ্বর," হারমানোল্ড বললো। "তাহলে ওটা ফিস্কই ছিলো। "এর আগেও সে এরকম করেছে...এটা সরান, ওটা এখানে এনে রাখুন...এরকম বাতিক আছে তার। এটা নাকি তার মধ্যে একধরণের 'ভারসাম্য বোধ' নিয়ে আসে, সে বলেছে আমায়। মহিলাদেরকেও একদম সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে খেলা চলাকালীন সময়ে..." হারমানোল্ড লিলির হাতে মৃদু চাপড় মারলে সে হাতটা সরিয়ে নিলো।

"হয়তো সেজন্যেই লোকটা আমাকে চলে যেতে বলেছিলো," বললাম আমি।

"আপনাকে চলে যেতে বলেছে?" অবাক হলো হারমানোল্ড। "এটা তো ঠিক করে নি। খেলা শুরুর আগে এ নিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো। তার বোঝা উচিত, অনেক আগে সে যখন স্টার ছিলো তখনকার আচরণ বর্তমান সময়ে করা তার সাজে না। পনেরো বছর ধরে সে কোনো বড় টুর্নামেন্টে খেলে নি।"

"পনেরো বছর?" আমি বললাম। "তাহলে তো সে বারো বছর বয়সে খেলা ছেড়েছে। উপরতলায় আমি যে লোকটাকে দেখেছি সে কিন্তু বয়সে বেশ তরুণ।"

"তাই নাকি?" একটু ধাঁধায় পড়ে গেলো হারমানোল্ড। "তাহলে কে হতে পারে?"

"লম্বা, হালকা-পাতলা, ধবধবে সাদা। আকর্ষণীয় দেখতে কিন্তু শীতল দৃষ্টি..."

"ওহ্, ওটা তাহলে অ্যালেক্সি," হেসে বললো হারমানোল্ড।

"অ্যালেক্সি?"

"আলেক্সান্ডার সোলারিন," বললো লিলি। "যাকে দেখার জন্যে তুমি ছটফট করছো, ডার্লিং। ব্লকবাস্টার মাল।"

"তার সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন তো," বললাম আমি।

"আসলে খুব বেশি বলতে পারবো না," হারমানোল্ড বললো। "এখানে এসে টুর্নামেন্টের জন্য রেজিস্টার করার আগে আমিও জানতাম না সে দেখতে কেমন। লোকটা খুব রহস্যময়। লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে না, ছবি তুলতে দেয় না। গেমরুম থেকে আমাদেরকে সব ক্যামেরা বাইরে রাখতে হয়েছে। আমার চাপাচাপিতে অবশেষে একটা প্রেস ইন্টারভিউ দিতে রাজি হয়েছে সে। তার উপস্থিতিটা যদি সবাইকে না-ই জানাতে পারলাম তাহলে তাকে পেয়ে আমাদের লাভটা কি হবে, বলেন?"

তার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিলি। "ড্রিঙ্কের জন্য ধন্যবাদ, জন," ফারকোটটা কাঁধের উপর ফেলে বললো সে।

লিলি উঠে দাঁড়াতেই আমিও উঠে দাঁড়ালাম। উপরের তলায় চলে এলাম আমরা। "আমি হারমানোল্ডের সামনে কথাটা বলতে চাইছিলাম না," বেলকনির দিকে যাবার সময় নীচুস্বরে বললাম তাকে। "কিন্তু এই সোলারিন লোকটা...তার মধ্যে অদ্ভুত একটা জিনিস আছে!"

"আমি এটা সব সময়ই দেখে আসছি," বললো লিলি। "দাবার ভুবনে হয় কোনো বিরক্তিকর লোক নয়তো বানচোত...এই দুই ধরণের লোকজনকেই দেখবে তুমি। আমি নিশ্চিত এই সোলারিন লোকটাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই খেলায় তারা কোনো মেয়েকে সহ্যই করতে পারে না–"

"আমি আসলে ঠিক এটা বলছি না," বাধা দিয়ে বললাম তাকে। "সোলারিন

খেলার সময় কোনো মেয়েমানুষ দেখতে পছন্দ করে না সেজন্যে কিন্তু আমাকে চলে যেতে বলে নি। সে বলেছে আমি নাকি মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছি!" তার হাতটা ধরে রেলিংয়ের সামনে দাঁড়ালাম। নীচে দেখতে পেলাম লোকজনের ভীড়টা ক্রমশ বাড়ছে।

"সে তোমাকে কি বলেছে?" বললো লিলি। "ঠাট্টা করছো না তো। বিপদ? দাবা খেলায়? এই খেলায় একমাত্র বিপদটা হলো খেলার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়া।"

"সে আমাকে বলছে আমি নাকি বিপদের মধ্যে আছি," আবারো বললাম কথাটা। দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলাম তাকে। কণ্ঠটা আরো নীচে নামিয়ে নিলাম। "নিউইয়ার্স ইভের দিন হ্যারির কাছে তুমি যে একজন গণক পাঠিয়েছিলে সেটা কি মনে আছে?"

"ওহ্ হো," বললো লিলি। "এটা আবার বোলো না তুমি গুপ্তবিদ্যায় বিশ্বাস করো?" হেসে ফেললো সে।

লোকজন গেমিংরুম আর বেলকনিগুলোতে আসতে শুরু করছে। আমরাও আমাদের সিটে গিয়ে বসে পড়লাম। একেবারে সামনের একটা সারির এক পাশে। এতে করে খেলাটা যেমন ভালোভাবে দেখতে পাবো সেই সাথে একটু আড়ালেও থাকা যাবে। সিটে বসেই আমি নীচুস্বরে বললাম, "ঐ গণক মহিলা যা বলেছিলো সোলারিন ঠিক একই শব্দ ব্যবহার করেছে। গণক আমাকে কি বলেছে হ্যারি কি তোমাকে সেটা বলে নি?"

"আমি ঐ মহিলাকে কখনও দেখি নি," পকেট থেকে ছোট্ট একটা দাবাবোর্ড বের করে কোলের উপর রাখলো সে। "আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে তার খোঁজ পেয়েছিলাম। তবে আমি এইসব ফালতু জিনিসে বিশ্বাস করি না। সেজন্যেই আমি যাই নি।"

লোকজন লিলির দিকে তাকাচ্ছে। একদল রিপোর্টার রুমে ঢুকলো, তাদের সাথে গলায় ক্যামেরা ঝোলানো একজন আছে, লিলিকে দেখতে পেয়েই আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো তারা। মাথা নীচু করে দাবাবোর্ডের দিকে মনোযোগ দিলো সে। খুব নীচু কণ্ঠে বললো, "আমরা দাবা নিয়ে সিরিয়াস কথাবার্তা বলছি। সবাই যেনো তাই বোঝে।"

জন হারমানোল্ড রুমে ঢুকেই দ্রুত ছুটে এসে রিপোর্টারদের সামনে দাঁড়ালো। গলায় ক্যামেরা আছে যে লোকটা তার কলার ধরে ফেললো আমাদের কাছে আসার আগেই।

"এক্সকিউজ মি, ক্যামেরাটা আমার কাছে রেখে যেতে হবে," রিপোর্টারকে বললো। "গ্র্যান্ডমাস্টার সোলারিন কোনো ক্যামেরা দেখতে চান না এই টুর্নামেন্ট হলের ভেতর। দয়া করে নিজেদের আসনে বসুন, খেলা উপভোগ করুন। খেলা শেষ হবার পর একটা ইন্টারভিউয়ের আয়োজন করা হয়েছে।"

নিরস বদনে রিপোর্টার বেচারা তার ক্যামেরাটা হারমানোল্ডের হাতে তুলে দিলো। সে এবং তার সাথে বাকি সবাই নির্দিষ্ট সিটে গিয়ে বসে পড়লো চুপচাপ।

পুরো ঘরটা নীরব হয়ে গেলো, চলতে লাগলো নীচুস্বরে ফিসফাস। আরবিটার দু'জন নিজেদের টেবিলে গিয়ে বসে পড়লো। তাদের পর পরই একটু আগে দেখা সোলারিন আর বয়স্ক এক লোক ঢুকলো ঘরে। বুঝতে পারলাম এ হচ্ছে ফিস্ক।

ফিস্ককে দেখে নার্ভাস মনে হচ্ছে। তার এক চোখ কিছুটা নির্মিলিপ্ত, ধূসর গোঁফে বার বার হাত বুলাচ্ছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশ। ব্যাকব্রাশ করে রাখলেও কিছু চুল কপালের উপর এসে পড়েছে। মেরুন রঙের জ্যাকেট পরেছে সে। জ্যাকেটটা নিশ্চয় তার সোনালি দিনগুলোর সময়ের, ভালোভাবে ব্রাশ করা হয় নি। বিবর্ণ দেখাচ্ছে সেটা।

পরনের ব্যাগি প্যান্টটা দুমড়েমুচড়ে আছে। তাকে দেখে কোনোভাবেই হাল জমানার মনে হচ্ছে না। ভাবভঙ্গিতে একেবারে নৈরাশ্যবাদী বলেও মনে হচ্ছে।

তার পাশে সোলারিনকে দেখে মনে হচ্ছে ডিসকাস থ্রো খেলার একজন অ্যাথলেটের মূর্তি। ফিস্কের চেয়ে তার উচ্চতা কম করে হলেও একফুট বেশি। খেলার টেবিলে একটা চেয়ারের কাছে এসে অন্য একটা চেয়ার টেনে ফিস্ককে বসতে দিলো সে।

"বানচোত," লিলি ঘোৎঘোৎ করে বললো। "সে ফিস্কের আত্মবিশ্বাস জয় করতে চাচ্ছে, খেলা শুরু হবার আগেই এগিয়ে থাকতে চাইছে।"

"তোমার কি মনে হয় না তুমি একটু বেশি বলছো?" জোরেই বললাম কথাটা। পেছনের সারি থেকে কয়েকজন আমাদেরকে চুপ থাকতে বললো এ সময়।

একটা ছেলে ঘুঁটির বাক্স নিয়ে এসে বোর্ডে সাজাতে শুরু করলো। সাদা ঘুঁটি নিলো সোলারিন, কালোগুলো ফিস্ক। লিলি আমাকে জানালো এই ঘুঁটি নির্বাচনের যে ড্র সেটা আগেই হয়ে গেছে। আরো কয়েকজন চুপ থাকতে বললে আমরা আর কথা বললাম না।

আরবিটারদের একজন নিয়মকানুন পড়ে শোনানোর সময় সোলারিন দর্শকদের দিকে তাকালো। তার পুরো প্রোফাইলটা আমার সামনে, এখন তাকে ভালো করে দেখে নেবার সুযোগ আছে। আগের চেয়ে আরো বেশি রিল্যাক্স আর নির্ভার মনে হচ্ছে তাকে। খেলার শুরুর আগে তার বয়সটাও যেনো আরো কমে গেছে। কিন্তু লিলির পাশে আমাকে বসে থাকতে দেখেই তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেলো। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে।

"উহু," বললো লিলি। "এখন বুঝতে পারছি তার দৃষ্টিকে তুমি কঠিন-শীতল

বলেছিলে কেন। দাবা খেলার আগে তার এই চাহনি দেখতে পেয়ে আমি বরং খুশি।"

সোলারিন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না আমি এখনও বসে আছি। যেনো এক্ষুণি আমাকে ঘর থেকে টেনে হিচড়ে বের করে দিতে চাইছে, এমনই তার চাহনি। হঠাৎ করে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, মনে হতে লাগলো এখানে থেকে গিয়ে বোধহয় বিশাল কোনো ভুলই করে ফেলেছি। ঘুঁটি সাজানোর পর খেলা শুরু হয়ে গেলে তার চোখ আমার উপর থেকে দাবাবোর্ডের উপর নিবদ্ধ হলো। প্রথমেই কিংস পন অর্থাৎ রাজার চতুর্থ সৈন্যটির সামনে বাড়ালো সে। খেয়াল করলাম লিলিও তার কোলে থাকা ছোট্ট দাবাবোর্ডে একই কাজ করলো। বিশাল একটা বোর্ডে অল্পবয়সী এক ছেলে লিখে দিলো খেলার চাল : P-K4

কিছুক্ষণ ধরে, কোনো রকম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই খেলাটা এগিয়ে চললো। সোলারিন আর ফিস্কের একটা করে সৈন্য আর ঘোড়া মারা পড়েছে। সোলারিন তার বিশপ সামনে বাড়ালে দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ গুঞ্জন করতে শুরু করলো। দুয়েকজন উঠে বাইরে চলে গেলো কফি পান করার জন্য।

"মনে হচ্ছে *গুইয়োকো পিয়ানো*।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো লিলি। "এই খেলাটা খুব দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। এরকম রক্ষণাত্মক কৌশল কোনো টুর্নামেন্টে ব্যবহার করা হয় না। এটা পাহাড়ের মতোই প্রাচীন একটি কৌশল। হায় ঈশ্বর, গটিনজেন ম্যানুস্ক্রিপ্টেও এটার উল্লেখ আছে।" দাবা খেলা সম্পর্কে যে কিছুই জানে না তার কাছে লিলির এসব কথাবার্তা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে মনে হতে পারে।

"এটা কালো ঘুঁটিগুলোকে গুছিয়ে উঠতে সাহায্য করবে, তবে খুবই ধীরগতির, একদম ধীরগতির। সোলারিন এটা ফিস্কের জন্য সহজ করে দিচ্ছে। পরাজিত করার আগে তাকে কয়েকটা চাল দেবার সুযোগ করে দেয়া আর কি। পরবর্তী এক ঘণ্টায় কিছু ঘটলে আমাকে ডেকে দিও।"

"আরে আমি কি করে জানবো কিছু ঘটছে কিনা?" নীচুস্বরে বললাম তাকে।

ঠিক তখনই ফিস্ক একটা চাল দিয়েই ঘড়িটা বন্ধ করে দিলো। ফিসফাস শুরু হয়ে গেলো উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে। যারা চলে যেতে উদ্যত হয়েছিলো তারাও ফিরে এলো নিজেদের সিটে। আমি দেখতে পেলাম সোলারিন হাসছে। তার হাসিটা খুবই অদ্ভুত।

"হয়েছেটা কি?" লিলির কাছে জানতে চাইলাম।

"আমি যতোটা ভেবেছিলাম ফিস্ক তারচেয়েও বেশি দুঃসাহসী। বিশপের চাল না দিয়ে সে 'দুই ঘোড়ার প্রতিরক্ষা' নিয়েছে। রাশিয়ান খেলোয়াড় এটা দারুণ পছন্দ করেছে। এটা আরো বেশি বিপজ্জনক। আমি খুব অবাক হয়েছি সে

এই চালটা সোলারিনের বিপক্ষে ব্যবহার করেছে, যে কিনা..." নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। হাজার হোক লিলি অন্য খেলোয়াড়দের স্টাইল নিয়ে খুব একটা রিসার্চ করে নি।

সোলারিন এবার তার ঘোড়ার চাল দিলো, আর ফিস্ক দিলো সৈন্যের। সোলারিন সেই সৈন্যটাকে খেয়ে ফেললো। এরপরই সোলারিনের একটা ঘোড়া খেয়ে ফেললো ফিস্ক। সুতরাং আবারও সমান হয়ে গেলো তারা। ভাবলাম আমি। আমার কাছে মনে হচ্ছে ফিস্কের অবস্থা ভালোর দিকে, কারণ তার ঘুঁটিগুলো বোর্ডের মাঝখানে চলে এসেছে, সেই তুলনায় সোলারিনেরগুলো অনেকটাই পেছনে রয়েছে। কিন্তু সোলারিন তার ঘোড়া দিয়ে ফিস্কের একটা কিস্তি খেয়ে ফেললো। ঘরের মধ্যে বেশ গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো এ সময়। কফি পান করতে যারা চলে গিয়েছিলো তারা সবাই ফিরে এলো খেলা দেখার জন্য। বোর্ডে খেলার চাল দেয়া হলো আবার।

"*ফিগাতেল্লো!*" অনেকটা আর্তনাদ করেই বলে উঠলো লিলি, তবে এবার কেউ তাকে চুপ থাকতে বললো না। "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।"

"*ফিগাতেল্লো* মানে কি?" মনে হচ্ছে ডাটা প্রসেসিং জগতের তুলনায় দাবা খেলায় অনেক বেশি দুর্বোধ্য শব্দ রয়েছে।

"এর মানে 'যকৃৎ ভাজা।' ফিস্কের যকৃৎ ভাজা হবে, যদি সে তার রাজা ব্যবহার করে ঘোড়াটা খেয়ে ফেলে।" আঙুল কামড়াতে কামড়াতে সে তার কোলে রাখা ছোট্ট দাবাবোর্ডের দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো খেলাটা ওখানেই হচ্ছে। "তাকে কিছু একটা হারাতে হবেই, এটা নিশ্চিত। তার কুইন আর রুক কচু কাটা হবে। সে নাইটের কাছে অন্য যেকোনো ঘুঁটি দিয়ে যেতে পারবে না।"

সোলারিন এরকম চাল দেবে সেটা আমার কাছে খুবই অযৌক্তিক বলে মনে হলো। বিশপের বদলে সে কি একটি ঘোড়া বলি দিচ্ছে রাজাকে এক ঘর সরানোর জন্য?

"ফিস্ক একবার তার রাজার চাল দিলে সে আর কুইজলিং করতে পারবে না," লিলি আপন মনে বলে গেলো কথাটা। "বোর্ডের মাঝখানে ঝুঁকির মধ্যে চলে আসবে রাজা আর বাকি খেলায় সেটা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকবে। তারচেয়ে ভালো সে যদি কুইন আর রুককে বিসর্জন দেয়।"

কিন্তু রাজা দিয়ে ঘোড়াকে খেয়ে ফেললো ফিস্ক। সোলারিন তার কুইনকে বের করে চেক দিলে ফিস্ক তার রাজাকে কয়েকটা সৈন্যের পেছনে নিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কুইন দিয়ে কালো নাইটকে হুমকি দিলো সোলারিন। এরপর তারা কি চাল দেবে বুঝতে পারছি না আমি। লিলির অবস্থাও আমার মতোই।

"এখানে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে," আমার কানে কানে বললো সে। "এটা তো ফিস্কের খেলার স্টাইল নয়।"

আসলেই অদ্ভুত কিছু ঘটছে। ফিস্ককে দেখলাম, সে চাল দেবার পরও দাবাবোর্ড থেকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার নার্ভাসনেস যে বেড়ে গেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। তার কপালে ঘাম দেখতে পাচ্ছি। তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে, যদিও এখন চাল দেবার কথা সোলারিনের। ফিস্ক বোর্ডের দিকে চেয়ে আছে।

সোলারিনের ঘড়িটা এখন চলছে, তবে সেও ফিস্ককে লক্ষ্য করেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে খেলছে, প্রতিপক্ষের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। অনেকক্ষণ পর সোলারিনের দিকে তাকালো ফিস্ক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিলো তার দৃষ্টি। আবারো মনোনিবেশ করলো দাবাবোর্ডের উপর। চোখ কুচকে ফেললো সোলারিন। একটা ঘুঁটি সামনে বাড়িয়ে দিলো সে।

আমি আর চালগুলোর দিকে মনোযোগ রাখতে পারলাম না। আমার দৃষ্টি দু'জন মানুষের দিকে। তাদের মধ্যে কী ঘটছে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার পাশে বসা লিলি কোলের উপর রাখা ছোট্ট দাবাবোর্ডের দিকে হা করে তাকিয়ে কী যেনো ভাবছে। হঠাৎ সোলারিন উঠে দাঁড়ালে শুরু হয়ে গেলো লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন। টেবিলে রাখা দুটো ঘড়ির বোতাম টিপে বন্ধ করে দিলো সে, তারপর ঝুঁকে ফিস্ককে কী যেনো বললো। একজন আরবিটার দৌড়ে এলো তাদের টেবিলের কাছে। সোলারিনের সাথে তার কিছু কথা হবার পর লোকটা মাথা ঝাঁকালো। ফিস্ক হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। তার চোখ দাবাবোর্ডের দিকে। তাকে কিছু একটা বললো সোলারিন। আরবিটার লোকটা ফিরে গেলো জাজ টেবিলের দিকে। সব জাজ মাথা নেড়ে সায় দেবার পর সেন্টার জাজ উঠে দাঁড়ালো।

"লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন," বললো সে। "গ্র্যান্ডমাস্টার ফিস্ক অসুস্থ বোধ করছেন। দয়াপরবশ হয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার সোলারিন ঘড়ি বন্ধ করে দিয়ে ছোট্ট একটা বিরতি দেবার জন্য রাজি হয়েছেন, যাতে করে মি: ফিস্ক একটু বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ বোধ করতে পারেন। মি: ফিস্ক আপনি আপনার পরবর্তী চাল সিল করে আরবিটারদের কাছে দিয়ে দিন। ত্রিশ মিনিট পর আমরা খেলা শুরু করবো আবার।"

কাঁপা কাঁপা হাতে ফিস্ক তার চালটা লিখে একটা এনভেলপে ভরে সিল মেরে আরবিটারের কাছে দিয়ে দিলো। রিপোর্টাররা তাকে ছেঁকে ধরার আগেই বড় বড় পা ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে হলের দিকে চলে গেলো সোলারিন। পুরো কক্ষে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে লোকজন ফিসফাস করতে লাগলো। লিলির দিকে ফিরলাম আমি।

"ঘটনা কি? কি হয়েছে?"

"এটা তো অবিশ্বাস্য," বললো সে। "সোলারিন ঘড়িগুলো বন্ধ করতে পারে না। এটা করতে পারে শুধুমাত্র আরবিটাররা। এটা তো নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হয়ে

গেছে। তাদের উচিত ছিলো আরবিটারদের ডাকা, দু'পক্ষ রাজি থাকলে বিরতি নেয়া যায়। কিন্তু সেটা করা যেতো শুধুমাত্র ফিস্ক তার পরবর্তী চালটা সিল করার পরই।"

"সোলারিন ফিস্ককে কিছুটা সময় দিয়ে দিয়েছে," বললাম আমি। "কিন্তু সে কেন এটা করলো?"

আমার দিকে তাকালো লিলি। তার চোখ দুটো একদম ফাঁকা। সে নিজেও দারুণ বিস্মিত। "সে জেনে গেছে এটা ফিস্কের খেলার স্টাইল নয়," বললো আমায়। একটু ভেবে নিলো খেলাটার বিভিন্ন চাল স্মরণ করে। "সোলারিন ফিস্ককে কুইনদের এক্সচেঞ্জ অফার করেছিলো। খেলার যে অবস্থায় সে ছিলো তাতে এটা করার দরকার ছিলো না তার। সবাই জানে ফিস্ক তার কুইন হারানোটা দারুণ অপছন্দ করে।"

"তাহলে ফিস্ক অফারটা মেনে নিয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না," উদাস হয়েই বললো লিলি। "গ্রহণ করে নি। সে তার কুইন সরিয়ে ফেলেছে। সে বোঝাতে চেয়েছে এটা *J'adoube*।"

" *J'adoube* মানে কি?"

" 'আমি স্পর্শ করি, আমি ঠিক করি।' খেলার মাঝখানে কোনো ঘুঁটি এডজাস্ট করে নেয়াটা একদমই বৈধ।"

"তাহলে সমস্যাটা কি?" আমি বললাম।

"কোনো সমস্যা নেই," বললো লিলি। "তবে ঘুঁটি স্পর্শ করার আগে তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে *J'adoube*। চাল দেবার পরে বলা যাবে না।"

"হয়তো সে বুঝতে পারে নি..."

"ও একজন গ্র্যান্ডমাস্টার," লিলি বললো। আমার দিকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘক্ষণ। "ও ঠিকই বুঝতে পেরেছে।"

কোলের উপর দাবাবোর্ডের দিকে চেয়ে রইলো লিলি। আমি তাকে বিরক্ত করতে চাচ্ছি না কিন্তু সবাই ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে একে একে। আমরাই কেবল বসে আছি। আমি আমার সীমিত দাবাজ্ঞান ব্যবহার করে বোঝার চেষ্টা করছি এসবের মানে কি।

"তুমি কি জানতে চাও আমি কি ভাবছি?" অবশেষে বললো লিলি। "আমার মনে হচ্ছে গ্র্যান্ডমাস্টার ফিস্ক প্রতারণা করছে। আমার ধারণা তার শরীরের সাথে কোনো ট্রান্সমিটার লাগানো আছে।"

আমি যদি সে মুহূর্তে জানতে পারতাম তার কথা কতোটা সত্যি তাহলে হয়তো এরপর যেসব ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো সেসব বদলে যেতো। কিন্তু সে সময় আমি কি করে বুঝবো আসলেই কী ঘটছে–আমার থেকে মাত্র দশ ফিট দূরে–দাবাবোর্ডের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে সোলারিন কি স্টাডি করেছে?

∞

সোলারিন যখন প্রথম লক্ষ্য করতে পেরেছিলো তখন সে দাবাবোর্ডের দিকে চেয়ে থাকে। প্রথমে তার চোখের কোণে এক ঝলক ধরা পড়ে জিনিসটা। তবে কৌশলে তিন তিনটি চাল দেবার পর ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করে। সোলারিন যতোবারই চাল দিয়ে ঘড়ি বন্ধ করেছে, ফিস্কের চাল দেবার সময় এসেছে, তখনই সে তার দু'হাত কোলের উপর নিয়ে এসেছে। পরের বার সোলারিন চাল দিয়েই ফিস্কের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা ধরে ফেলে। তার আঙটিটা। ফিস্ক এর আগে কখনও আঙটি পরে নি।

খামখেয়ালিভাবে খেলে গেছে ফিস্ক। চান্স নিয়েছে সে। খুবই অভিনবভাবে খেলে গেছে ভদ্রলোক, তবে যখনই ঝুঁকি নিয়েছে সোলারিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। তার মুখে ঝুঁকি নেয়া লোকের অভিব্যক্তি ছিলো না। এরপর থেকেই তার হাতের আঙটিটার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করে সোলারিন।

ফিস্কের শরীরে ট্রান্সমিটার লাগানো আছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সোলারিন অন্য কারো সাথে, কিংবা অন্য কিছুর সাথে খেলছে। এই ঘরের কারো সাথে নয় সেটা। সে আসলে ফিস্কের সাথে খেলছে না। একটু দূরে, দেয়ালের কাছে কেজিবি'র লোকগুলোর দিকে তাকায় সোলারিন। সে যদি এই জুয়াটায় অংশ নিয়ে খেলে যায় তাহলে সে হেরে যাবে, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়বে। তবে তার জানা দরকার কে বা কারা ফিস্ককে এই ট্রান্সমিটার লাগিয়ে দিয়েছে। কেন দিয়েছে।

ফিস্ক কিভাবে জবাব দেয় সেটা দেখে একটা প্যাটার্ন বের করার জন্য সোলারিন বিপজ্জনকভাবে খেলতে শুরু করে। এরফলে ফিস্কের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। তখনই সোলারিনের মাথায় কুইনদের এক্সচেঞ্জ করার আইডিয়াটা আসে, যার সাথে খেলার কোনো সম্পর্কই ছিলো না। সে তার কুইনটাকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে আসে, একেবারে অরক্ষিত করে ফেলে সেটাকে। ফিস্ককে তার নিজস্ব খেলাটা খেলতে বাধ্য করে সে, যাতে করে সে যে প্রতারণা করছে সেটা যেনো জানাজানি হয়ে যায়। ঠিক তখনই ফিস্ক ভেঙে পড়ে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে ফিস্ককে দেখে মনে হয়েছিলো ফিস্ক হয়তো এক্সচেঞ্জটা গ্রহণ করবে, তার কুইনকে খেয়ে ফেলবে। তাহলে জাজদের ডেকে খেলা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারতো সোলারিন। সে কোনো মেশিন কিংবা অন্য কারোর সাথে খেলবে না। কিন্তু ফিস্ক পিছিয়ে যায়, তার বদলে *J'adoube* চেয়ে বসে। লাফিয়ে উঠে ফিস্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে সোলারিন।

"আপনি এসব কী করছেন?" ফিসফিসিয়ে বলেছিলো সে। "আপনার মাথা

ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিরতি নেবো। আপনি কি বুঝতে পারছেন না এখানে একজন কেজিবি আছে? আপনি যা করছেন তা যদি তাকে বলি তাহলে চিরজীবনের জন্য আপনার দাবা খেলা শেষ হয়ে যাবে।"

এক হাতে ঘড়ি দুটো বন্ধ করে অন্য হাতে আরবিটারদের ডাকে সোলারিন। তাদেরকে সে জানায় ফিস্ক অসুস্থ বোধ করছে, পরের চালটা সিল করে বিরতি নিতে চাইছে সে।

"আর সেটা অবশ্যই কুইন হতে হবে, স্যার," ফিস্কের দিকে আরো ঝুঁকে বলেছিলো সোলারিন। ফিস্ক তার দিকে মুখ তুলেও তাকায় নি। হাতের আঙটিটা মোচড়াতে শুরু করে সে, যেনো ওটা খুব টাইট হয়ে আছে। এরপরই সোলারিন ঘর থেকে ঝট করে বের হয়ে যায়।

হলের ভেতর খাটোমতো আর ভারি ভুরুর কেজিবি'র লোকটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলো। তার নাম গোগোল।

"একটু স্লিভোভিজ পান করে আসুন," বলেছিলো সোলারিন। "আমাকেই ব্যাপারটা সামলাতে দিন।"

"হয়েছেটা কি?" গোগোল জানতে চায়। "সে কেন *J'adoube* চাইলো? এটা তো বেআইনী। আপনারও ঘড়ি দুটো বন্ধ করা উচিত হয় নি। এজন্যে তারা আপনাকে ডিসকোয়ালিফাইড করতে পারতো।"

"ফিস্কের শরীরের সাথে ট্রান্সমিটার লাগানো আছে। আমাকে জানতে হবে কে এটা করেছে, কেন করেছে। আপনি শুধু তাকে আরো বেশি ভয় পাইয়ে দেবেন। এখান থেকে চলে যান, ভান করেন যেনো কিছুই জানেন না। ব্যাপারটা আমি দেখছি।"

"কিন্তু ব্রদস্কি এখানে আছেন," নীচু কণ্ঠে বলে গোগোল। কেজিবি নামের সিক্রেট সার্ভিসে ব্রদস্কি খুবই উচ্চপর্যায়ের লোক। সোলারিনের সাথে যে বডিগার্ড আছে তার চেয়ে অনেক উঁচুপদমর্যাদার।

"তাহলে আপনার সাথে তাকে মদ্যপান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান," চট করে বলে সোলারিন। "তাকে আমার কাছ থেকে আধ ঘণ্টার জন্য দূরে রাখুন। কোনো অ্যাকশনে যাওয়া যাবে না, বুঝতে পারছেন, গোগোল?"

বডিগার্ড কিছুটা ভড়কে গেলেও আর কোনো কথা না বলে চলে যায়। সোলারিন বেলকনির শেষমাথায় গিয়ে ফিস্কের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে কখন সে গেমিংরুম থেকে বের হয়ে আসে।

∞

বেলকনি দিয়ে দ্রুত হেটে সিঁড়ি দিয়ে নীচের ফয়ারে নেমে যাচ্ছে ফিস্ক। উপর থেকে যে সোলারিন তাকে দেখছে সেটা সে জানে না। ভবনের বাইরে এসে

প্রাঙ্গণটা পেরিয়ে বিশাল রটআয়রনের গেটটা দিয়ে বের হয়ে গেলো। এই ক্লাবে ঢোকার পথেই একপাশে রয়েছে কানাডিয়ান ক্লাবে ঢোকার পথ। ফিস্ক সেখানে ঢুকে পড়লো।

সোলারিনও তাকে অনুসরণ করতে করতে চলে এলো সেখানে। ক্লাবের টয়লেট রুমে ঢুকে পড়লো ফিস্ক। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সারি সারি ইউরিনাল বেসিনের সামনে। তার অলক্ষ্যে সোলারিন তাকে দেখে যাচ্ছে। হঠাৎ করে ফিস্ক হাটু গেঁড়ে বসে পড়লো। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো ভদ্রলোক–শব্দহীন–অশ্রুহীন–তারপর আরো ঝুঁকে বেসিনের উপর বমি করে দিলো সে। বমি করা শেষ করে ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথাটা বোলের সাথে ঠেক দিয়ে রাখলো।

পানি পড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখতে পেলো বেসিনের ট্যাপ থেকে ঠাণ্ডা পানি পড়ছে। ফিস্ক একজন ইংরেজ, জনসম্মুখে বমি করাটাকে সে অসম্মানের ব'লে মনে করে।

"ওটা আপনার দরকার আছে," নিজের সামনে থাকা বেসিন থেকে মুখ না সরিয়েই একটু জোরে বললো সোলারিন।

মুখ তুলে তাকালো ফিস্ক, তবে বুঝতে পারছে না কথাটা তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে কিনা। অবশ্য টয়লেটের ভেতর তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। দ্বিধার সাথেই সে উঠে দাঁড়িয়ে সোলারিনের কাছে এগিয়ে গেলো। সে একটা পেপার টাওয়েল দুমড়ে মুচরে ফেলছে। সেটা থেকে ওটামিলের গন্ধ আসছে।

ফিস্কের কপাল আর মাথাটা স্পঞ্জ করে দিলো সোলারিন। "আপনি যদি আপনার হাত দুটো পানিতে ডুবিয়ে রাখেন কিছুক্ষণ তাহলে আপনার শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসবে," ফিস্কের জামার হাতা ধরে বললো সে। কাছের একটা ডাস্টবিনে পেপার টাওয়েলটা ফেলে দিলো সোলারিন। পানি ভর্তি বেসিনে নিজের দু'হাত ডুবিয়ে রাখলো ফিস্ক, সোলারিন লক্ষ্য করলো সে তার হাতের আঙুলগুলো ভিজে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছে।

একটা শুকনো পেপার টাওয়েলের উপর পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখলো সোলারিন। ফিস্ক তার দিকে তাকালে লেখাটা তুলে ধরলো সে। এতে বলা আছে : "ট্রান্সমিটারটা কি একমুখি নাকি দ্বিমুখি?"

ফিস্কের চেহারা আরক্তিম হয়ে উঠলো। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কাগজটা ভাজ করে অন্য পিঠে আরো কিছু কথা লিখলো সোলারিন : "তারা কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে?"

গভীর করে দম নিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো ফিস্ক, তারপর নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়লো। পানি থেকে হাত তুলে পেপার টাওয়েলটা নিতে উদ্যত হলে সোলারিন তার দিকে অন্য একটা পেপার টাওয়েল বাড়িয়ে দিলো।

"এই টাওয়েলটা না," কথাটা বলেই পকেট থেকে লাইটার বের করে লেখা থাকা টাওয়েলটা আগুনে পুড়িয়ে ফেললো সোলারিন। "আপনি নিশ্চিত?" ছাইগুলো বেসিনে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। "এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"হ্যা," অস্বস্তির সাথে বললো ফিস্ক। "আমাকে...তাই বলা হয়েছে।"

"বেশ, তাহলে আমরা কথা বলতে পারি।" সোলারিনের হাতে এখনও লাইটারটা ধরা। "আপনার কোন্ কানে সেটা বসানো আছে? ...ডান নাকি বামে?" ফিস্ক তার বাম কানে টোকা দিলে সোলারিন মাথা নেড়ে সায় দিলো কেবল। লাইটারের নীচ থেকে ছোট্ট একটা আঙটার মতো জিনিস বের করলো সে। জিনিসটা আসলে ছোটোখাটো চিমটা।

"মেঝেতে শুইয়ে পড়ুন, মাথাটা এমনভাবে রাখুন যাতে একদম না নড়ে। আপনার বাম কানটা উপরের দিকে রাখুন। হুট করে নড়াচড়া করবেন না। আপনার কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।"

কথামতোই কাজ করলো ফিস্ক। সোলারিনের হাতে নিজেকে সপে দিয়ে মনে হচ্ছে বেশ স্বস্তি পাচ্ছে সে, কোনো রকম প্রশ্নই করছে না। হাটু গেড়ে বসে পড়লো সোলারিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিস্কের কান থেকে ছোট্ট একটি জিনিস বের করে আনলো সে। চিমটা দিয়ে জিনিসটা উল্টেপাল্টে দেখে নিলো। আলপিনের মাথার চেয়ে একটু বড়।

"আহ্," বললো সোলারিন। "আমাদেরগুলোর মতো অতো ছোটো না। মাই ডিয়ার ফিস্ক, এখন বলুন কারা আপনাকে এটা দিয়েছে? এসবের পেছনে রয়েছে কারা?" হাতের তালুর উপর জিনিসটা রেখে দিলো সে।

ধপাস করে বসে পড়ে সোলারিনের দিকে তাকালো ফিস্ক। মনে হলো এই প্রথম সে বুঝতে পারছে সোলারিন আসলে কে : নিছক কোনো দাবা খেলোয়াড় নয়, বরং একজন রাশিয়ানও। তার সঙ্গে আছে কেজিবির একজন এসকর্ট। সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লো সে।

"আমাকে আপনার বলতে হবে। বুঝতে পারছেন, নাকি পারছেন না?" ফিস্কের আঙটিটার দিকে তাকালো সোলারিন। আঙটি পরা হাতটা তুলে নিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করলো জিনিসটা। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো ফিস্ক।

আঙটিটার মাঝখানে বেশ বড়সড় একটা সিগনেট বসানো। দেখে মনে হচ্ছে স্বর্ণের তৈরি। সোলারিন সিগনেটটায় চাপ দিলে মৃদু শব্দে একটা ক্লিক করে আওয়াজ হলো। কানের কাছে নিয়ে খুব ভালো করে না শুনলে শব্দটা শোনা যেতো না। এভাবেই চেপে চেপে একটা কোডের মাধ্যমে দাবার চালগুলো বলে দিয়েছে ফিস্ক। এরপর তার সহযোগীরা তার কানে বসানো ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে কোন্ চালটা দিতে হবে।

"আপনাকে কি এই আঙটিটা না খোলার জন্যে সাবধান করে দেয়া

হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো সোলারিন। "এটার যে সাইজ তাতে মনে হয় অল্প কিছু এক্সপ্লোসিভ আর ডেটোনেটর থাকা সম্ভব।"

"ডেটোনেটর!" আর্তনাদ করে উঠলো ফিস্ক।

"এই ঘরটা উড়িয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট," মুচকি হেসে বললো সে। "নিদেনপক্ষে আমাদের দু'জনকে তো খুব সহজেই উড়িয়ে দিতে পারে। আপনি কি আইরিশদের এজেন্ট? তারা ছোটোখাটো বোমার ব্যাপারে বেশ দক্ষ। যেমন ধরুন চিঠি বোমা, কলম বোমা। আমি জানি তার কারণ তাদের বেশিরভাগই রাশিয়াতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।" ফিস্কের চেহারা সবুজ হয়ে গেলেও সোলারিন বলতে লাগলো, "আমার কোনো ধারণাই নেই আপনার বন্ধুরা কিসের পেছনে লেগেছে, মাই ডিয়ার ফিস্ক। কিন্তু কোনো এজেন্ট যদি আমাদের সরকারের সাথে বেঈমানি করে, যেমনটি আপনি করেছেন যারা আপনাকে পাঠিয়েছে তাদের সাথে, তবে তারা দ্রুত সেই এজেন্টকে সরিয়ে ফেলে।"

"কিন্তু...আমি তো কোনো এজেন্ট নই!" ফিস্ক চিৎকার করে বললো।

তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে ফেললো সে। "না, আমিও মনে করি না আপনি কোনো এজেন্ট। হায় ঈশ্বর, তারা আপনাকে দিয়ে কতো বিপজ্জনক একটা কাজই না করিয়েছে!" সোলারিন কিছু একটা ভাবতে শুরু করলে ফিস্ক তার হাতটা মোচড়াতে লাগলো।

"মাই ডিয়ার, ফিস্ক, দেখুন," বললো সে, "আপনি একটা বিপজ্জনক খেলায় আছেন। যেকোনো সময় এখানে লোকজন চলে আসতে পারে, তখন আমাদের দু'জনের জীবনটাই বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। আপনাকে দিয়ে যারা এ কাজ করাচ্ছে তারা খুব ভালো লোক নয়। বুঝতে পারছেন? তাদের সম্পর্কে যা জানেন আমাকে বলুন, দ্রুত। তাহলেই কেবল আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারবো।" সোলারিন উঠে দাঁড়িয়ে ফিস্কের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে টেনে ওঠালো। ফিস্কের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি এখনই কেঁদে ফেলবে। বুড়ো লোকটার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো সে।

"কেউ আপনাকে এই ম্যাচটা জেতার জন্যে এরকম কাজ করতে রাজি করিয়েছে। আপনাকে বলতে হবে সে কে, কিংবা কারা। আর কেনই বা এটা চাচ্ছে।"

"ডিরেক্টর..." কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো ফিস্ক। "অনেক বছর আগে...মানে আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, দাবা খেলতে পারতাম না তখন বৃটিশ সরকার আমাকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে শিক্ষকের চাকরি জুটিয়ে দেয়। গত মাসে আমার ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর এসে আমাকে বললো কিছু লোক আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। তারা কারা আমি জানি না। তারাই আমাকে বললো, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই এই টুর্নামেন্টে আমাকে খেলতে হবে। এজন্যে আমাকে তেমন

কিছুই করতে হবে না..." হেসে ফেললো ফিস্ক, ঘরের চারপাশটা দেখে নিলো সে। হাতের আংটিটা মোচড়াচ্ছে এখনও। তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে নিলো সোলারিন।

"আপনাকে তেমন কিছুই করতে হবে না," শান্তকণ্ঠে বললো সে, "তার কারণ আপনাকে সত্যিকার অর্থে কোনো খেলাই খেলতে হবে না। আপনাকে অন্য কেউ ইন্সট্রাকশন দেবে?"

ছলছল চোখে মাথা নেড়ে সায় দিলো ফিস্ক। সোলারিনের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে সে ভেঙে পড়েছে। কথা বলার আগে বার কয়েক ঢোক গিলে নিলো।

"তাদেরকে আমি বলেছিলাম আমি এ কাজ করতে পারবো না, অন্য কাউকে বেছে নিতে," এবার তার কণ্ঠটা একটু চড়া হলো। "আমাকে না খেলানোর জন্য অনেক অনুনয় করেছি কিন্তু তাদের কাছে আর কেউ ছিলো না। আমি পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাই। ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় তারা আমাকে চাকরি থেকে ছাটাই করে দিতে পারতো। তারা আমাকে বলেছে..." দম ফুরিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো সে। সতর্ক হয়ে উঠলো সোলারিন। ফিস্ক তার চিন্তাভাবনা গুছিয়ে উঠতে পারছে না। হাতের আংটিটা মোচড়াচ্ছে বার বার, যেনো সেটা তার হাতে খোঁচাচ্ছে। একটু পর পর উদভ্রান্ত চোখে ঘরে আশেপাশে তাকালো সে।

"তারা আমার কথা শুনতো না। যেকোনো মূল্যেই হোক তারা ফর্মুলাটা চায়। তারা বলেছে–"

"ফর্মুলা!" ফিস্কের কাঁধটা শক্ত করে ধরে বললো সোলারিন। "তারা ফর্মুলার কথা বলেছে?"

"হ্যা! হ্যা! ঐ বালের ফর্মুলা, সেটাই তারা চায়।"

ফিস্ক এবার ভয়ানকভাবে কাঁপতে শুরু করলো। সোলারিন বুড়ো লোকটার পিঠে আলতো করে হাত বোলাতে লাগলো তাকে শান্ত করার জন্য। "ফর্মুলার ব্যাপারে আমাকে বলুন," খুব সতর্কভাবে বললো সে। "বলুন, মাই ডিয়ার ফিস্ক। এই ফর্মুলাটার জন্য তারা এতো মরিয়া কেন? আপনি এই টুর্নামেন্ট খেলে এটা কিভাবে পাবেন সেটা কি তারা বলেছে আপনাকে?"

"আপনার কাছ থেকে," মেঝের দিকে চেয়ে দূর্বল কণ্ঠে বললো ফিস্ক। দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

"আমার কাছ থেকে?" স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো সোলারিন। এরপর চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালো সে। তার কাছে মনে হলো কেউ এদিকেই আসছে।

"জলদি কথা বলুন," নীচুকণ্ঠে বললো। "তারা কিভাবে জানতে পারলো আমি এই টুর্নামেন্টে খেলবো? আমি যে আসছি সেটা তো কেউ জানতো না।"

"তারা জানতো," ফিস্ক উন্মাদগ্রস্তের মতো তাকালো সোলারিনের দিকে।

হাতের আঙটিটা এখনও মুচড়িয়ে যাচ্ছে। "হায় ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা করো! আমি তাদেরকে বলেছিলাম আমি এ কাজ করতে পারবো না! বলেছিলাম ব্যর্থ হবো!"

"আঙটিটা খুলে ফেলুন," দৃঢ়কণ্ঠে বললো সোলারিন। ফিস্কের হাতটা ধরে মোচড় মারলো সে। "কিসের ফর্মুলা?"

"স্পেনে খেলার সময় যে ফর্মুলাটা নিয়ে আপনি বাজি ধরেছিলেন!" আর্তনাদ করে উঠলো ফিস্ক। "আপনি বলেছিলেন আপনাকে যে হারাবে তাকে ফর্মুলাটা দিয়ে দেবেন! এটাই আপনি বলেছিলেন! আমি জিতে গেলে আমাকে সেটা দিয়ে দিতেন।"

অবিশ্বাস্য চোখে ফিস্কের দিকে চেয়ে রইলো সোলারিন। তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেলো কয়েক পা। উদভ্রান্তের মতো হাসতে লাগলো সে।

"আপনি এটা বলেছিলেন," আঙটিটা খুলতে খুলতে বললো ফিস্ক।

"ওহ্ না," বললো সোলারিন। পেছনে ফিরে দেখে নিলো সে, চোখে জল আসা পর্যন্ত হাসতে লাগলো। "মাই ডিয়ার ফিস্ক," হাসতে হাসতেই বললো সে। "ওটা কোনো ফর্মুলা না! ঐসব বোকাগুলো ভুল বুঝেছে। আপনি একদল বাজে দাবা খেলোয়াড়, যাকে আমাদের ভাষায় বলে *পাতজার*, তাদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন। আসুন বাইরে যাই...আপনি কি করছেন?!"

সে খেয়াল করে নি, আঙটিটা খুলতে গিয়ে ফিস্কের চেহারায় যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। কিন্তু এখন, ফিস্ক তার আঙটিটা এক ঝটকায় খুলে কাছের একটা বেসিনে ফেলে দিলো। চিৎকার করে বললো সে, "আমি এ কাজ করবো না! করবো না!"

আঙটিটা বেসিনে পড়তেই সোলারিন দরজার দিকে দৌড়ে গেলো, মনে মনে গুনতে আরম্ভ করলো সে। এক। দুই। টয়লেট থেকে বাইরে চলে এলো। তিন। চার। ছোট্ট ফয়ারটা অতিক্রম করতে শুরু করলো এবার। ছয়। সাত। ফয়ারের দরজাটা ধাক্কা মেরে খুলে বাইরের প্রাঙ্গনে চলে এসে বড় বড় পা ফেলে ছ'কদম দূরে চলে গেলো। আট। নয়। লাফিয়ে কাকড় বিছানো পথের উপর হুমরি খেয়ে পড়লো অবশেষে। দশ। দু'হাত দিয়ে কান দুটো ঢেকে ফেললো সোলারিন। অপেক্ষা করলো কিন্তু কোনো বিস্ফোরণ হলো না।

হাতটা সরিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলো দুই জোড়া জুতো তার চোখের সামনে। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখলো আরবিটার দু'জন দাঁড়িয়ে আছেন। বিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

"গ্র্যান্ডমাস্টার সোলারিন!" একজন জাজ বললো। "আপনি কি আঘাত পেয়েছেন?"

"না, আমি ঠিক আছি," নিজেকে ধাতস্থ করে উঠে দাঁড়ালো সে। পোশাক

থেকে ঝুলো ঝেড়ে ফেললো। "গ্র্যান্ডমাস্টার ফিস্ক টয়লেটের ভেতরে আছেন, তিনি বেশ অসুস্থ। আমি তার জন্যে ডাক্তার ডাকতে আসছিলাম, হোচট খেয়ে পড়ে যাই। এই পাথর বিছানো পথটা বেশ পিচ্ছিল।" সোলারিন ভাবতে লাগলো আঙটিটার ব্যাপারে সে ভুল করে ফেলেছে কিনা। হয়তো ওটা খুলে ফেললে কিছুই হবার কথা নয়।

"আমরা তাহলে গিয়ে দেখি তার জন্যে কিছু করা যায় কিনা," বললো একজন জাজ। "উনি কেন কানাডিয়ান ক্লাবের টয়লেটে গেলেন? মেট্রোপলিটান ক্লাবের টয়লেটে গেলেন না কেন? কিংবা ফার্স্ট এইড স্টেশনে?"

"উনি খুব আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ," জবাব দিলো সোলারিন। "নিজের অসুস্থতা অন্যকে দেখানোটা নিশ্চয় চাইবেন না।" জাজ দু'জন অবশ্য জিজ্ঞেস করলেন না সোলারিন কেন একই টয়লেটে গেছেন, তাও আবার নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে।

"উনি কি খুব অসুস্থ?" প্রবেশপথের দিকে যেতে যেতে বললেন একজন জাজ।

"তেমন কিছু না, পেট খারাপ," জবাব দিলো সোলারিন। সেখানে ফিরে গিয়ে দেখাটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে না তার কাছে কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই।

তারা তিনজন একসাথেই টয়লেটের কাছে চলে এলো, সামনে থাকা একজন জাজ দরজাটা টান মেরে খুলতেই আৎকে উঠে পিছিয়ে গেলেন।

"দেখবেন না!" বললেন তিনি। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। জাজ দু'জনকে সরিয়ে দিয়ে টয়লেটের ভেতর ঢুকে পড়লো সোলারিন। টয়লেটের পার্টিশানের উপর থেকে নিজের টাই গলায় পেচিয়ে ঝুলে আছে ফিস্ক। কালচে হয়ে গেছে মুখটা। তার ঘাড়টা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটা ভেঙে গেছে।

"আত্মহত্যা!" দরজা খুলেছিলেন যে জাজ তিনি বললেন। কিছুক্ষণ আগেও সেখানে দাঁড়িয়েছিলো ফিস্ক। একেবারে জ্বলজ্যান্ত।

"তিনিই প্রথম দাবামাস্টার নন যিনি এভাবে চলে গেলেন," অন্য জাজ জবাব দিলেন। সোলারিন তার দিকে ভুরু কুচকে তাকাতেই চুপ মেরে গেলেন তিনি।

"আমাদের ডাক্তার ডাকা দরকার," অন্য এক জাজ দ্রুত বললেন।

ফিস্ক যে বেসিনটায় আঙটি ফেলেছিলো সেটার দিকে এগিয়ে গেলো সোলারিন। আঙটিটা আর সেখানে নেই। "হ্যা, চলুন ডাক্তার ডাকা যাক," জবাবে বললো সে।

∞

কিন্তু লাউঞ্জে বসে লিলির জন্য অপেক্ষা করতে করতে পর পর তিন কাপ কফি

পান করার সময় আমি এসবের কিছুই জানতাম না। পর্দার আড়ালে কি ঘটে যাচ্ছে আমি যদি সেটা জানতে পারতাম তাহলে পরের ঘটনাগুলো হয়তো ঘটতোই না।

খেলার বিরতি প্রায় পাঁচচল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে, ভাবতে লাগলাম আসলে কী ঘটছে। আমার টেবিলেব কাছে এসে লিলি ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিলো।

"বলো তো কী হয়েছে," চাপা কণ্ঠে জানতে চাইলো সে। "বারে আমার সাথে হারমানোল্ডের দেখা হয়েছে, তাকে দেখে মনে হলো হুট করেই দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। টুর্নামেন্টের ফিজিশিয়ানের সাথে কথা বলছে সে! কফি খাওয়া শেষ হলেই আমরা আজকের খেলাটা বাতিল করে দিতে পারবো, ডার্লিং। আজকে আর কোনো খেলা হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘোষণা দেবে।"

"ফিস্ক কি আসলেই বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছে? হয়তো সেজন্যেই খুব অদ্ভুতভাবে খেলছিলো আজ।"

"সে অসুস্থ নয়, ডার্লিং। সে খুব দ্রুতই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছে বলতে পারো।"

"নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে?"

"এক দিক থেকে বলতে গেলে তাই। বিরতির পর পরই সে টয়লেটে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে।"

"ফাঁস দিয়েছে!" কথাটা বলতেই লিলি আমাকে চুপ করার জন্যে ইশারা করলো। আশেপাশে লোকজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। "তুমি কী বলছো?"

"হারমানোল্ড বলছে ফিস্কের জন্যে নাকি একটু বেশিই চাপ হয়ে গেছে। ডাক্তারদের অভিমত অবশ্য অন্যরকম। তারা বলছে, একশ' চল্লিশ পাউন্ডের একজন লোকের পক্ষে ছয় ফুট উঁচু পার্টিশান দেয়ালে উঠে গলায় ফাঁস দেয়াটা সহজ কাজ নয়।"

"আমরা কি কফি খাওয়া রেখে বাইরে যেতে পারি?" সোলারিন তার গাঢ় সবুজ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কি বলেছিলো সেটা ভাবতে শুরু করলাম। অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম আমি। আমার দরকার মুক্ত বাতাস।

"বেশ," জোরেই বললো লিলি। "তবে দ্রুত ফিরে আসবো। আমি এই ম্যাচটার উত্তেজনা মিস করতে চাই না।" তড়িঘড়ি আমরা বের হয়ে লবিতে চলে এলাম। দু'জন রিপোর্টার হুমরি খেয়ে আমাদের সামনে চলে এলো।

"ওহ্ মিস র‍্যাড," তাদের মধ্যে একজন বললো। "কি হচ্ছে সেটা কি আপনি জানেন? আজ কি খেলা শুরু হবে?"

"তারা যদি মিঃ ফিস্কের জায়গায় কোনো প্রশিক্ষিত বানর নিয়ে না আসে তাহলে শুরু করা সম্ভব হবে না।"

"আপনি তার খেলা নিয়ে খুব একটা ভাবেন না মনে হয়?" নোটবুকে কিছু কথা টুকতে টুকতে রিপোর্টার বললো।

"আমি তার খেলা নিয়ে মোটেও ভাবি না," ঠাট্টাচ্ছলে জবাব দিলো লিলি। "আপনারা তো জানেনই আমি শুধু আমার খেলা নিয়েই ভাবি।" লিলি রিপোর্টারদের ঠেলেঠুলে চলে গেলেও পেছন পেছন তারা আসতে লাগলো। "আর খেলার কথা যদি বলেন, আমি যতোটুকু দেখেছি তাতে এটা কিভাবে শেষ হবে তা জানি।" ডাবল-দরজাটা দিয়ে মেইন রোডে চলে এলাম আমরা দু'জন।

"সল গেলো কোথায়?" বললো লিলি। "গাড়িটা তো সামনেই পার্ক করার কথা ছিলো।"

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি লিলির নীল রঙের কর্নিশ গাড়িটা ব্লকের শেষমাথায়, ফিফথ এভিনুর কাছে পার্ক করা আছে। তাকে দেখালাম সেটা।

"দারুণ, আমার দরকার আরেকটা পার্কিং টিকেট," সে বললো। "চলো এখান থেকে, ভেতরে ঐ খবরটা ফাঁস হবার আগেই কেটে পড়া ভালো।" হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে আমার হাতটা ধরে ছুটে চললো লিলি। গাড়ির কাছে আসতেই আমি বুঝতে পারলাম ভেতরে সল নেই। তাকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

রাস্তাটা পার হয়ে সলকে খুঁজলাম। গাড়ির কাছে আবার ফিরে এসে দেখি ইগনিশনে চাবিটা ঝুলছে। ক্যারিওকাও নেই ভেতরে।

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!" রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললো লিলি। "সল জীবনেও এভাবে গাড়ি রেখে অন্য কোথাও যায় নি। সে গেছে কোথায়? আমার কুকুরটাই বা গেলো কোথায়?"

গাড়ির সিটের নীচ থেকে একটা গোঙানীর মতো শব্দ হলো। দরজা খুলে উপুড় হয়ে সিটের নীচে হাত দিতেই আমার হাতে একটা জিভ লাগলো। ক্যারিওকাকে ওখান থেকে টেনে বের করলাম আমি। উঠে দাঁড়াতেই এমন একটা জিনিস দেখতে পেলাম যে রক্ত হিম হয়ে গেলো। ড্রাইভারের সিটে একটা ফুটো।

"দেখো," লিলিকে বললাম। "এই ফুটোটা কিসের?"

লিলি কাছে এসে উপুড় হয়ে সেটা দেখতে যাবে ঠিক তখনই ভোতা একটি শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে হালকা ঝাঁকি খেলো গাড়িটা। পেছন ফিরে তাকালাম, কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। গাড়ি থেকে বের হয়ে এলাম, ক্যারিওকাকে রেখে দিলাম পেছনের সিটে। গাড়ির একটা পাশে তাকালাম, সেটা মেট্রোপলিটান ক্লাবের দিক। সেখানে আরো একটা ফুটো দেখতে পেলাম, একটু আগেও সেটা ছিলো না। স্পর্শ করে দেখলাম বেশ উষ্ণ।

মেট্রোপলিটান ক্লাবের জানালাগুলোর দিকে তাকালাম আমি।

বেলকনিগুলোর একটা ফ্রেঞ্চ জানালা খোলা, ঠিক তার উপরেই আমেরিকার জাতীয় পতাকা উড়ছে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। এটা গেমিংরুমের একটি জানালা, আরবিটারদের টেবিলের পেছনে। আমি এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত।

"হায় জিশু," ফিসফিসিয়ে বললাম লিলিকে। "কেউ আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করছে!"

"কী যা তা বলছো," বললো সে। কাছে এসে গাড়ির গায়ে বুলেটের ফুটোটা দেখলো। তারপর আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো ফ্রেঞ্চ জানালাটার দিকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভোতা শব্দটা যখন শুনেছি তখন আমাদের পাশ দিয়ে কোনো গাড়িও চলে যায় নি।

"সোলারিন!" আমার হাতটা খপ্ করে ধরে বললো লিলি। "সে তোমাকে ক্লাব থেকে চলে যাওয়ার জন্যে বলেছিলো, তাই না? ঐ বানচোতটা আমাদেরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে!"

"সে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলো আমি যদি ক্লাবের ভেতরে থাকি তাহলে বিপদে পড়বো," তাকে বললাম। "এখন তো আমি ক্লাবের বাইরে চলে এসেছি। তাছাড়া, কেউ যদি আমাদেরকে গুলি করতে চাইতো তাহলে এতো অল্প দূরত্ব থেকে সেটা লক্ষ্যচ্যুত হবার কথা নয়।"

"সে আমাকে টুর্নামেন্ট থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে!" লিলি জোর দিয়ে বললো কথাটা। "প্রথমে সে আমার ড্রাইভারকে অপহরণ করেছে, তারপর আমার গাড়িতে গুলি। আমি অবশ্য এতো সহজে ভয় পাবার মেয়ে নই।"

"তুমি না পাও, আমি পাচ্ছি!" তাকে বললাম। "চলো এখান থেকে!"

দ্রুত ড্রাইভারের সিটে বসে পড়লো লিলি, তার মানে সে আমার সাথে একমত। ফিফথ এভিনু ধরে গাড়িটা ছুটে চলতে লাগলো।

"ক্ষিদেয় পেট পুড়ে যাচ্ছে," বাতাসের ঝাপটার মধ্যেই বললো সে।

"তুমি এখন খেতে চাচ্ছো?" আমি চিৎকার করে বললাম। "তোমার কি মাথা খারাপ? আমার মনে হচ্ছে সবার আগে আমাদের পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত।"

"প্রশ্নই ওঠে না," দৃঢ়ভাবে বললো সে। "হ্যারি যদি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারে সে আমাকে বন্দী করে রাখবে, আমি আর এই টুর্নামেন্টে খেলতে পারবো না। আমরা এখন কোথাও খেতে যাবো। খেতে খেতে ভাববো কি ঘটে গেছে। খাবার না পড়লে আমার মাথা কাজ করবে না।"

"পুলিশের কাছেই যদি না যাই তাহলে চলো আমার অ্যাপার্টমেন্টে।"

"তোমার ওখানে তো রান্নাঘরই নেই," বললো লিলি। "আমার ব্রেন সেলগুলো কাজ করার জন্য গরুর মাংস দরকার।"

"আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলো। কয়েক ব্লক দূরে থার্ড এভিনুতে একটা স্টিক

হাউজ আছে। তবে তোমাকে আগেই বলে রাখছি, খাওয়াদাওয়া করার পর কিন্তু পুলিশের কাছে যেতে হবে।"

লিলি গাড়িটা থামালো সেকেন্ড এভিনুতে অবস্থিত পাম রেস্টুরেন্টের সামনে। কাঁধের বিশাল ব্যাগ থেকে ছোট্ট দাবাবোর্ডটা বের করে আমার কোলের উপর রেখে দিলো সে, তারপর খালি ব্যাগের ভেতর রেখে দিলো ক্যারিওকাকে।

"তারা রেস্টুরেন্টের ভেতর কুকুর নিয়ে ঢুকতে দেয় না," আমাকে বললো।

"আমি এটা নিয়ে কী করবো?" দাবাবোর্ডটার দিকে ইশারা করে বললাম।

"তোমার কাছে রাখো," বললো সে। "তুমি হলে কম্পিউটার জিনিয়াস আর আমি হলাম দাবা বিশেষজ্ঞ। আমরা যদি আমাদের মাথাটা একসাথে ঠিকমতো খাটাতে পারি তাহলে নিশ্চিত পুরো বিষয়টা বুঝতে পারবো। কিন্তু তার আগে তোমাকে দাবা খেলাটা শিখতে হবে। আর সেটা এখনই।"

একটু থেমে আবার বললো, "তুমি এ কথাটা শুনেছো, 'সৈন্যরা হলো দাবার প্রাণ'?"

"হুমম। মনে হয় শুনেছি, তবে ধরতে পারছি না। কে বলেছে?"

"আঁদ্রে ফিলিদোর, আধুনিক দাবার পিতা বলা হয় তাকে। ফরাসি বিপ্লব সময়কালে দাবার উপর একটা বই লিখেছিলেন তিনি। ঐ বইতে ব্যাখ্যা করেছিলেন সৈন্যের দল একত্রে মিলে যেকোনো শক্তিশালী ঘুঁটির মতোই ক্ষমতাবান হতে পারে। তার আগে কেউ এটা ভাবে নি। শক্তিশালী ঘুঁটিগুলোর পথ করে দেয়ার জন্য সৈন্যদেরকে বলি দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হতো।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো, আমরা দু'জন হলাম সেই সৈন্য, যারা একদিন এই রহস্যের সমাধান করবে?" এই আইডিয়াটা অদ্ভুত মনে হলেও আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো।

"না," ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলো লিলি। "আমি বলতে চাচ্ছি সৈন্যবাহিনীতে আমাদের যোগ দেবার সময় এসে গেছে এখন।"

আমরা একে অন্যের সাথে হাত মেলালাম।

কুইনদের বিনিময়

কুইনরা কখনও দরকষাকষি করে না।
–থ্রু দি লুকিং-গ্লাস
লুইস ক্যারোল

সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া
শরৎকাল ১৭৯১

তুষার ঢাকা প্রান্তর দিয়ে তিনঘোড়ার গাড়িটা ছুটে চলেছে। রিগার পর থেকে তুষারের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে আগের গাড়িটা পাল্টে এই তিনঘোড়াবিশিষ্ট চওড়া আর উঁচু গাড়িটা নিয়েছে তারা। ঘোড়াগুলোর লাগামে বেশ কয়েকটি সিলভার রঙের বেল লাগানো।

পিটার্সবার্গ থেকে মাত্র পনেরো-ষোলো মাইল দূরে এই জায়গায় এখনও গাছে গাছে ঝুলে রয়েছে হলুদ রঙের পাতা। আংশিক তুষারাবৃত ক্ষেতে কৃষকের দল এখনও কাজ করে যাচ্ছে দিন-রাত, যদিও বাড়ি-ঘরের ছাদে তুষার জমতে জমতে ভারি হয়ে আসছে ক্রমশ।

ফারের বালিশে গা এলিয়ে দিয়ে অ্যাবিস বাইরের গ্রাম্য এলাকা দেখে যাচ্ছেন। ইউরোপিয়ান জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে ইতিমধ্যে নভেম্বরের ৪ তারিখ এসে গেছে, ঠিক এক বছর সাত মাস আগে মন্তগ্নেইন সার্ভিস উত্তোলন করে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখার কাজটা করেছিলেন তিনি।

কিন্তু এখানে এই রাশিয়াতে প্রচলিত আছে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার, সেটার হিসেবমতে আজ অক্টোবরের তেইশ তারিখ। বিভিন্ন দিক থেকে রাশিয়া পিছিয়ে আছে, ভাবলেন অ্যাবিস। এই দেশটি এমন এক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে যা ইউরোপের অন্য কোনো দেশ করে না। এটা তাদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে যেসব কৃষককে ক্ষেতে কাজ করতে দেখছেন তাদের জামাকাপড় বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে একইরকম আছে। তাদের রীতিনীতিরও কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে তার মনে হলো না। কালো চোখের এইসব দোমড়ানো মোচড়ানো মুখগুলো তাদের গাড়িটার দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। অশিক্ষিত আর কুসংস্কারগ্রস্ত তারা। যে হাতিয়ার দিয়ে কাজ করছে সেটা হাজার বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষেরা তৈরি করে গেছিলো। প্রথম পিটারের শাসনকাল থেকে তারা মনে হয় দাড়ি-গোঁফ আর চুল কাটে নি।

তুষার ঢাকা প্রাঙ্গনের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট পিটার্সবার্গের বিশাল গেটটা। গাড়ির চালক রাজকীয় রক্ষীদের সাদা রঙের ইউনিফর্ম পরে আছে, আসন থেকে নেমে ঘোড়াগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে গেটটা খুলে দিলো সে। শহরের ভেতর দিয়ে আসার সময় অ্যাবিস দেখেছেন নেভা নদীর তীরে গম্বুজ আর চুল্লির মাথায় সাদা তুষার চকচক করছে। বাচ্চারা বরফের মাঠের উপর স্কেটিং করছে মনের আনন্দে। কুকুরে টানা স্লেজ চলে যাচ্ছে তাদের পাশ দিয়ে। হলুদ রঙের চুল আর নোংরা জামাকাপড় পরা শিশুরদল ডাকপিয়নের পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে একটা পয়সা ভিক্ষা পাবার আশায়। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলো।

বরফাচ্ছাদিত নদীটা পার হতেই অ্যাবিস তার সঙ্গে থাকা ট্রাভেলিং কেস আর নক্সা করা কাপড়টার উপর হাত বুলালেন। হাতের জপমালাটি স্পর্শ করে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সেরে নিলেন তিনি। সামনে যে তিক্ত আর গুরুদায়িত্ব আছে সেটা উপলব্ধি করলেন। শুধুমাত্র তিনিই এই মহাক্ষমতাধর জিনিসটা অর্পণ করেছেন সঠিক হাতে। এইসব হাত লোভ আর উচ্চাকাঙ্খি লোকজনের কবল থেকে একে সুরক্ষিত করবে। অ্যাবিস ভালো করেই জানেন এটা তার মিশন। জন্মের পর থেকেই তাকে এ কাজের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে। এটা হস্তান্তর করার জন্য সারাজীবন ধরে তিনি অপেক্ষা করে গেছেন।

পঞ্চাশ বছর পর আজ শৈশবের সেই বন্ধুর সাথে দেখা করবেন তিনি। ফিরে গেলেন সেই অতীতে, যখন ভ্যালেন্টাইনের মতোই উচ্ছ্বল আর প্রাণবন্ত ছিলো তার বন্ধু সোফিয়া অ্যানহল্ট-জারবেস্ট। এই বন্ধুকে তিনি সুদীর্ঘ অনেক বছর ধরে স্মরণ করে আসছেন। যৌবনের সময়গুলোতে গভীর অনুরক্ত হয়ে প্রায় প্রতি মাসেই তাকে চিঠি লিখতেন নিজের সিক্রেটগুলো জানিয়ে। যদিও তাদের দু'জনের চলারপথ ভিন্ন হওয়ায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তারপরও সোফিয়াকে এখনও পোমারানিয়ায় প্রজাপতির পেছনে ছুটতে থাকা সোনালি চুলের কোনো চপল বালিকা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না তিনি। হ্যা, পোমারানিয়ায় ছিলো তার মা-বাবার বাড়ি।

ঘোড়াগাড়িটা নদী পেরিয়ে শীতকালীন প্রাসাদের দিকে ছুটে যেতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি বয়ে গেলো অ্যাবিসের মধ্যে। সূর্যকে আড়াল করে দিয়ে একগুচ্ছ মেঘ চলে গেলো। তিনি ভাবতে লাগলেন তার বন্ধু কি ধরণের মানুষ হবে, কারণ এখন তো সে আব পোমারানিয়ার সেই ছোট্ট সোফিয়াটি নেই। এখন তাকে সমগ্র ইউরোপে চেনে ক্যাথারিন দ্য জার নামে। সমগ্র রাশিয়ার সম্রাজ্ঞি।

∞

সমগ্র রাশিয়ার সম্রাজ্ঞি ক্যাথারিন দ্য গ্রেট বসে আছেন তার ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। তার বয়স বাষট্টি, উচ্চতা গড়পরতার চেয়ে একটু কম, বেশ

ভারি শরীর, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আর ভারি চোয়াল। তার শীতল-নীল চোখ জোড়া সচরাচর বেশ প্রণোচ্ছল থাকে, আজ সকালে একেবারেই ফাঁকা আর মলিন দেখাচ্ছে, কান্নার করণে লালচে হয়ে আছে কিছুটা। দুই সপ্তাহ ধরে নিজের ঘরে বন্দী হয়ে আছেন তিনি। এমনকি পরিবারের লোকজনের সাথেও দেখা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তার ঘরের চারদেয়ালের বাইরে পুরো প্রাসাদের পরিবেশ থমথমে। শোকে মুহ্যমান সবাই। দুই সপ্তাহ আগে, অক্টোবরের ১২ তারিখে জাসি থেকে আগত কালো পোশাকের এক দূত জানিয়ে গেছে কাউন্ট পোটেমকিন মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাকে রাশিয়ার সিংহাসনে বসিয়েছে এই পটেমকিন, নিজের তলোয়াড় দান করেছে তাকে, ঘোড়া চালানোও শিখিয়েছে, এরফলে তিনি বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন। এই বিদ্রোহীরা তার স্বামী জারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলো। পটেমকিন তার প্রেমিক ছিলো, ছিলো রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাবাহিনীর জেনারেল আর সবথেকে বিশ্বস্ত একজন লোক, যাকে তিনি 'আমার একমাত্র স্বামী' বলে ডাকতেন। পটেমকিনের কারণেই তার রাজত্বের সীমানা এক তৃতীয়াংশ বেড়ে কাসপিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। নিকোলাইয়ে যাবার পথে কুকুরের মতোই মৃত্যুবরণ করেছে সে। ফিসান্ট আর প্যাটরিজ পাখির মাংস, শূকরের গোস্ত, লবন দেয়া গরুর মাংস ভক্ষণ আর সেইসাথে প্রচুর পরিমাণের মদ তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়। অভিজাত রমণী তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখতো সারাক্ষণ তার টেবিলের উচ্ছিষ্ট ভোগ করার জন্য। চমৎকার প্রাসাদ, দামি দামি গহনা আর ফরাশি শ্যাম্পেইনের জন্য পঞ্চাশ মিলিয়ন রুবল উড়িয়ে দিয়েছিলো সে। তবে, এই লোকই ক্যাথারিনকে এই বিশ্বের সবচাইতে ক্ষমতাধর নারীতে পরিণত করেছিলো।

চারপাশে তার পরিচারিকারা নিঃশব্দ প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তার চুলে পাউডার লাগিয়ে দিচ্ছে, কেউ পরিয়ে দিচ্ছে জুতো। তিনি উঠে দাঁড়ালে তারা ধূসর রঙের ভেলভেটের আলখেল্লাটা তার গায়ে চাপিয়ে দিলো। এই নক্সা করা আলখেল্লাটি পরেই তিনি সব সময় রাজসভায় হাজির হন। সেন্ট ক্যাথারিন, সেন্ট ভ্লাদিমির, সেন্ট আলেক্সান্ডার নেভস্কি, সেন্ট এন্ড্রু এবং সেন্ট জর্জের নামে ক্রুশ আঁকলেন। অভিজাত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দশ দিন পর আজই রাজসভায় হাজির হচ্ছেন। শীতকালীন প্রাসাদের দীর্ঘ করিডোরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষীদলের মাঝখান দিয়ে দেহরক্ষিদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আজ থেকে কয়েক বছর আগে, এই করিডোরের জানালা দিয়েই তিনি দেখেছিলেন কিভাবে তার সেনাবাহিনী সেন্ট পিটার্সবার্গ আক্রমণ করতে আসা সুইডিশ রণতরীগুলো নেভা নদীতে ডুবিয়ে দিচ্ছে। যেতে যেতে একটা ভাবনায় ডুবে জানালাগুলোর দিকে তাকালেন।

রাজসভায় অপেক্ষা করছে একদল বিষাক্ত সাপ, যারা নিজেদেরকে কূটনৈতিক আর সভাসদ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ধান্দায় মশগুল। তার নিজের ছেলে পলও তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। তবে পিটার্সবার্গে আরেকজন এসে পৌছেছে, যে তাকে রক্ষা করতে পারবে এই বিপদ থেকে। পোটেমকিন মারা যাবার পর তার যে ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটা পূরণ করার মতো একটি শক্তি আছে এই মহিলার কাছে। আজ সকালেই তার শৈশবের পুরনো বন্ধু, মস্তগ্লেইনের অ্যাবিস, হেলেনে দ্য রকুয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে এসে পৌছেছে

∞

রাজসভায় কিছুক্ষণ থেকেই ক্লান্ত হয়ে গেলেন ক্যাথারিন, তারপর তার বর্তমান প্রেমিক প্লাতো জুভোভের হাত ধরে চলে গেলেন প্রাইভেট অডিয়েন্স কক্ষে। অ্যাবিস সেখানে অপেক্ষা করছে প্লাতোর ভাই ভ্যালেরিয়ানের সাহচার্যে। সম্রাজ্ঞিকে দেখেই অ্যাবিস উঠে দাঁড়ালেন, ছুটে এলেন তার কাছে।

এতোদিন পরও, হালকাপাতলা ক্যাথারিনের বিরাট শারিরীক পরিবর্তন সত্ত্বেও অ্যাবিস তাকে দেখামাত্রই চিনে ফেললেন। তারা একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করার সময় ক্যাথারিন প্লাতো জুভোভের দিকে তাকালেন। আকাশি-নীল কোট আর কালচে প্যান্ট পরে আছে সে। তার পোশাকে এতো অসংখ্য মেডেল যে মনে হবে সেগুলোর ভারে বুঝি পরেই যাবে লোকটা। হালকা-পাতলা শরীরের প্লাতো বয়সে বেশ তরুণ। তার আর ক্যাথারিনের সম্পর্কের কথা রাজসভার সবাই জানে। অ্যাবিসের সাথে কথা বলার সময় আলতো করে প্লাতোর হাত বোলাতে লাগলেন ক্যাথারিন।

"হেলেনে," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি। "তোমাকে দেখার জন্যে কতোদিন ধরে যে মুখিয়ে আছি বলে বোঝাতে পারবো না। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না অবশেষে তুমি আমার কাছে এসেছো। আমি জানি, ঈশ্বর আমার হৃদয়ের কথা শুনেছেন, আমার শৈশবের বন্ধুকে তিনি আমার কাছে নিয়ে এসেছেন।"

পাশাপাশি দুটো চেয়ারের একটাতে অ্যাবিসকে তিনি বসার জন্য ইশারা করে নিজেও বসে পড়লেন। প্লাতো আর ভ্যালেরিয়ান তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

"তোমাকে দেখে খুব খুশি আমি, যদিও জানো আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে আছি, তবে তোমার আগমণে সব শোক মুছে গেছে নিমেষে। আমার ব্যক্তিগত কক্ষে আজরাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার করবো। হাসি-ঠাট্টা আর অনেক গল্পগুজব করবো, ভান করবো আমরা এখনও সেই তরুণীটিই আছি।

ভ্যালেরিয়ান, তুমি কি আমার কথামতো ঐ মদের বোতলটা খুলে রেখেছিলে?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ভ্যালেরিয়ান চলে গেলো সাইডবোর্ডের দিকে।

"তোমার অবশ্যই এটা চেখে দেখা উচিত, মাই ডিয়ার। আমার রাজদরবারে যতো সম্পদ আছে এটা তারমধ্যে অন্যতম। অনেক বছর আগে দেনিস দিদেরো বর্দু থেকে এটা আমাকে এনে দিয়েছিলো। আমি তো এটাকে দামি হীরাজহরতের মতো মূল্য দিয়ে থাকি।"

ছোট্ট দুটো ক্রিস্টাল গ্লাসে লাল টকটকে মদ ঢেলে দিলো ভ্যালেরিয়ান। সেই মদে চুমুক দিলো ক্যাথারিন আর তার শৈশবের বান্ধবি।

"চমৎকার," ক্যাথারিনের দিকে হেসে বললেন অ্যাবিস। "কিন্তু তোমাকে দেখার পর এই বুড়ো হাড়ে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর কোনো অসাধারন মদই তা করতে পারবে না, ফিগচেন।"

প্লাতো আর ভ্যালেরিয়ান একে অন্যের দিকে তাকালো। সম্রাজ্ঞি জন্মেছিলেন সোফিয়া অ্যানহল্ট-জার্বেস্ট নামে, তবে শৈশবে তার ডাক নাম ছিলো 'ফিগচেন'। প্লাতো অবশ্য বিছানায় আদর করে তাকে ডাকে 'হৃদয়ের মক্ষিরাণী' বলে, তবে প্রকাশ্যে সব সময় 'হার ম্যাজেস্টি' ছাড়া ডাকে না। এই নামে অবশ্য সম্রাজ্ঞির সন্তানেরাও তাকে ডেকে থাকে। অবাক করা ব্যাপার হলো, সম্রাজ্ঞি কিন্তু অ্যাবিসের এমন আচরণে রুষ্ট হলেন না।

"এবার আমাকে বলো তুমি কেন এতোদিন ফ্রান্সে থেকে গেলে," বললেন ক্যাথারিন। "তুমি যখন অ্যাবিটা বন্ধ করে দিলে তখন আমি ভেবেছিলাম সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ায় চলে আসবে। আমার রাজসভায় তোমাদের দেশের অসংখ্য স্বেচ্ছায় নির্বাসিত লোকজনে পূর্ণ। ফ্রান্স হলো বারো শ' মাথার একটি হাইড্রা, অরাজকতার একটি দেশ। এই মুচির দেশটা প্রকৃতির নিয়মই পাল্টে দিয়েছে!"

একজন সম্রাজ্ঞির মুখ থেকে এরকম কথা শুনে অ্যাবিস অবাক হলেন। ফ্রান্স যে বিপজ্জনক জায়গা এটা নিয়ে অবশ্য দ্বিমত পোষণ করার কোনো কারণ নেই। তারপরও বলতে হয়, এই জারপত্নীই কি উদারমনা ভলতেয়ার আর দেনিস দিদেরোর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে নি? শ্রেণীসাম্য এবং নির্দিষ্ট সীমানার বিরোধী তত্ত্ব তো এরাই বলে বেড়াতো।

"আমি সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারি নি," জবাব দিলেন অ্যাবিস। "কিছু বিষয় নিয়ে দারুণ চিন্তিত ছিলাম–" পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা প্লাতো আর জুবোভের দিকে চট করে তাকালেন তিনি। প্লাতো চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ক্যাথারিনের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। "তুমি ছাড়া আর কারো সামনে ব্যাপরটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না।"

অ্যাবিসের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ক্যাথারিন খুব সহজভাবেই বললেন, "ভ্যালেরিয়ান, তুমি আর প্লাতো আলেক্সান্দ্রোভিচ চলে যাও।"

"কিন্তু ইওর হাইনেস..." অনেকটা শিশুসুলভ চপলতায় বলে উঠলো প্লাতো জুবোভ।

"আমার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, ডার্লিং," আলতো করে প্লাতোর হাতে চাপড় মারলেন ক্যাথারিন। "হেলেনের সাথে আমার সখ্যতা প্রায় ষাট বছরের। আমরা কিছুক্ষণ একা থাকলে এমন কোনো ক্ষতি হবে না।"

"সে দেখতে খুব সুন্দর না?" দু'জন পুরুষ মানুষ ঘর থেকে চলে গেলে ক্যাথারিন জানতে চাইলেন অ্যাবিসের কাছে। "আমি জানি, তুমি আর আমি একই পথ বেছে নেই নি। তবে আশা করি আমি যখন তোমাকে বলবো ঠাণ্ডা শীতের পর সূর্যের নীচে দাঁড়ালে নিজেকে তুচ্ছ পোকামাকড়ের মতো হয় তখন আমাকে তুমি বুঝতে পারবে। বৃদ্ধগাছের পরিচর্যার জন্যে চাই তরুণ আর বলিষ্ঠ একজন মালি।"

অ্যাবিস চুপচাপ বসে থাকলেন। ভাবতে লাগলেন তার গুরুর দিকে পরিবল্পনাটি সঠিক ছিলো কিনা। তাদের মধ্যে প্রায়শই আন্তরিকমাখা চিঠি চালাচালি হলেও শৈশবের এই বান্ধবীকে অনেক বছর দেখেন নি। তাহলে কি তার সম্পর্কে যেসব গুজব শোনা যায় তা সত্য? এই বয়স্ক নারী, যে এখনও কামার্ত আর ক্ষমতালোভী, তাকে কি আসন্ন গুরুদায়িত্বের জন্য বিশ্বাস করা যায়?

"আমি কি তোমাকে হতবাক করে দিয়েছি?" হেসে বললো ক্যাথারিন।

"মাই ডিয়ার সোফিয়া," বললেন অ্যাবিস, "আমি বিশ্বাস করি তুমি মানুষকে ভড়কে দিতে খুব পছন্দ করো। তোমার মনে আছে, যখন চার বছর বয়স ছিলো, প্রুশিয়ার রাজার সামনে গিয়ে তুমি তার কোটের কাণায় চুমু খেতে অস্বীকার করেছিলে।"

"আমি তাকে বলেছিলাম দর্জি তার কোটটা একটু বেশি খাটো করে বানিয়েছে!" চোখে জল আসার আগপর্যন্ত হাসতে লাগলেন ক্যাথারিন। "আমার মা তো রেগেমেগে একাকার। রাজা তাকে বলেছিলেন, আমি নাকি একটু বেশিই সাহসী।"

অ্যাবিসও হেসে ফেললেন বান্ধবীর সাথে সাথে।

"তোমার কি মনে আছে ব্রুনউইকের গণক আমাদের হাত দেখে কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন?" আস্তে করে জানতে চাইলেন তিনি। "তোমার হাতে নাকি তিনটি রাজমুকুট আছে।"

"বেশ ভালোই মনে আছে আমার," বললেন সম্রাজ্ঞি। "সেদিনের পর থেকে আমি কখনও সন্দেহ করি নি যে আমি বিশাল একটি সাম্রাজ্য শাসন করবো। আমার আকাঙ্খা পূর্ণ হলে আমি সব সময়ই ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস করি।" এবার আর অ্যাবিস হাসলেন না।

"তোমার কি মনে আছে গণক আমার হাত দেখে কি বলেছিলেন?" জানতে চাইলেন অ্যাবিস।

কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইলেন ক্যাথারিন। "মনে আছে, যেনো কথাটা গতকালই বলা হয়েছে," অবশেষে বললেন তিনি। "এজন্যেই আমি আকুল হয়ে তোমার আগমণের অপেক্ষায় ছিলাম। তুমি যখন আসতে দেরি করছিলে তখন আমার কী মনে হচ্ছিলো সেটা কল্পনাও করতে পারবে না..." একটু দ্বিধার সাথেই থেমে গেলেন। "তোমার কাছে কি সেগুলো আছে?" শেষে বললেন ক্যাথারিন দি গ্রেট।

অ্যাবিস তার গাউনটা তুলে নিলেন, কোমরের সাথে চামড়ার একটা ছোট্ট ব্যাগ আটকে রাখা হয়েছে। একটা স্বর্ণখচিত জিনিস বের করলেন তিনি। জিনিসটা এমন একটা অবয়বের যেটা লম্বা গাউন পরে আছে, বসে আছে ছোট্ট একটা প্যাভিলিওনে। ক্যাথারিনের কাছে সেটা তুলে দিলেন অ্যাবিস। অবিশ্বাস্যের সাথে সম্রাজ্ঞি সেটা হাতে তুলে নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিসটা অবলোকন করলেন তিনি।

"ব্ল্যাক কুইন," ক্যাথারিনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে বললেন অ্যাবিস। সম্রাজ্ঞির হাতে হীরাজহরত খচিত নক্সা করা দাবার একটি ঘুঁটি। জিনিসটা শক্ত করে বুকের কাছে চেপে ধরে তাকালেন অ্যাবিসের দিকে।

"আর বাকিগুলো?" বললেন তিনি। তবে তার কণ্ঠে এমন কিছু আছে যেটা অ্যাবিসকে উদ্বিগ্ন করে তুললো।

"ওগুলো এমন জায়গায় নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হয়েছে যে তারা কোনোভাবেই এর ক্ষতি করতে পারবে না।"

"প্রিয় হেলেনে, সবগুলো অংশ আমাদেরকে একত্রিত করতে হবে এক্ষুণি! তুমি ভালো করেই জানো এই সার্ভিসটার ক্ষমতা সম্পর্কে। আমার মতো যোগ্য একজনের হাতে পড়লে এটা–"

"তুমি তো জানোই," তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন অ্যাবিস, "অ্যাবির চারদেয়ালের মধ্য থেকে মন্তগ্নেইন সার্ভিস সরিয়ে ফেলার যে অনুরোধ বিগত চল্লিশ বছর ধরে তুমি আমাকে করে গেছো সেটা এড়িয়ে গেছি। এখন তার কারণটা তোমাকে বলবো। সার্ভিসটা কোথায় লুকিয়ে রাখা ছিলো আমি কিন্তু সেটা ভালো করেই জানতাম–" ক্যাথারিন বিস্মিত হয়ে কিছু একটা বলতে গেলে অ্যাবিস তার কাঁধে হাত রেখে তাকে বিরত রাখলেন। "ওটা লুকানো স্থান থেকে সরিয়ে ফেলার বিপদ সম্পর্কেও আমি ভালোভাবেই অবগত ছিলাম। এরকম একটা জিনিসের ব্যাপারে কেবলমাত্র একজন সেন্টকেই বিশ্বাস করা যায়। মাই ডিয়ার ফিগচেন, তুমি তো কোনো সেন্ট নও।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো?" সম্রাজ্ঞি আর্তনাদ করে উঠলেন। "একটা খণ্ডবিখণ্ড জাতিকে একত্রিত করেছি আমি, অশিক্ষিত আর কুসংস্কারগ্রস্ত লোকজনকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছি। প্লেগের মতো রোগ সমূলে

উৎপাটন করেছি, নির্মাণ করেছি হাসপাতাল, স্কুল, রাশিয়ার অভ্যন্তরে নানান ধরণের সমস্যা দূর করে যুদ্ধের সম্ভাবনা শেষ করে দিয়েছি। কোণঠাসা করে ফেলেছি এ দেশের শত্রুদের। তুমি কি আমাকে অত্যাচারি শাসক মনে করো নাকি?"

"আমি শুধুমাত্র তোমার নিজের কল্যাণের কথা ভেবেছি," শান্তকণ্ঠে বললেন অ্যাবিস। "এই জিনিসটার এমন ক্ষমতা আছে যে সবচাইতে ঠাণ্ডা মাথাকেও বিগড়ে দিতে পারে অনায়াসে। মনে রেখো মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা আরেকটুর জন্যে ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলছিলো। শার্লেমেইনের মৃত্যুর পর তার ছেলে এটার জন্যে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছিলো।"

"একটা আভ্যন্তরীণ বিবাদ," নাক সিঁটকিয়ে বললেন ক্যাথারিন। "আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে এ দুটো জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে।"

"মধ্য-ইউরোপের ক্যাথলিক চার্চই কেবল এটার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাকে দীর্ঘদিন ধরে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যখন শুনতে পেলাম ফ্রান্স বিল অব সিজার নামের একটি আইন পাস করেছে, যার ফলে ফ্রান্সে অবস্থিত চার্চগুলোর সমস্ত সম্পত্তি সরকারের অধীনে চলে যাবে, তখনই বুঝতে পারলাম আমার বাজে আশংকাটাই সত্যি হতে চলেছে। ফরাসি সরকার মন্তগ্নেইনের অভিমুখে রওনা দিয়েছে, এ খবরটা শোনা মাত্রই আমি আর দেরি করি নি। মন্তগ্নেইনে কেন আসবে ওরা? আমরা তো প্যারিস থেকে অনেক দূরে পাবর্ত্য অঞ্চলের একটি অ্যাবি। প্যারিসের কাছাকাছি আরো অনেক সম্পদশালী অ্যাবি আছে, সেগুলো লুট করাই তো বেশি সহজ ছিলো। না। তারা লুট করতে চায় সার্ভিসটা। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে সার্ভিসটা সরিয়ে ফেলি অ্যাবি থেকে, ছড়িয়ে দেই সমগ্র ইউরোপে যাতে করে দীর্ঘদিনেও এটা একত্রিত করা সম্ভব না হয়–"

"ছড়িয়ে দিয়েছো!" চিৎকার করে উঠলেন সম্রাজ্ঞি। আসন থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এখনও বুকের কাছে কালো রঙের রাণীর ঘুঁটিটা ধরা আছে। খাঁচায় বন্দী প্রাণীর মতো অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। "তুমি এরকম একটা কাজ কিভাবে করতে পারলে? তোমার উচিত ছিলো আমার কাছে এসে এ ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া!"

"সেটা আমি করতে পারতাম না!" বললেন অ্যাবিস। তার কণ্ঠে ভ্রমণের ক্লান্তি। "আমি জানতে পেরেছি অন্য কেউও এই সার্ভিসটার অবস্থান জানে। সম্ভবত বিদেশী কোনো শক্তি, ফরাসি অ্যাসেম্বলির সদস্যদেরকে বিল অব সিজার পাস করানোর জন্য ঘুষ দিয়েছে, মন্তগ্নেইনের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছে তারাই। এটা কি কাকতালীয় ব্যাপার বলে মনে হয় না যে, এই অপশক্তি বিখ্যাত বক্তা মিরাবু আর অঁতুয়াঁর বিশপকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছিলো? একজন বিলটার

লেখক, আর অন্যজন এটার পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছে অ্যাসেম্বলিতে। এই এপ্রিলে মিরাবু যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন তখন বিশপ তার মৃত্যুর আগপর্যন্ত বিছানার পাশ থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সরে নি। কোনো সন্দেহ নেই, বিশপ কোনো প্রকার চিঠিপত্র হস্তগত করতে মরিয়া ছিলো যা তাদের দু'জনের বিরুদ্ধে যেতো।"

"তুমি এসব কথা কিভাবে জানতে পারলে?" বিড়বিড় করে বললেন ক্যাথারিন। ঘুরে তাকালেন অ্যাবিসের দিকে।

"আমার কাছে তাদের চিঠি রয়েছে," জবাব দিলেন অ্যাবিস। তাদের দু'জনের কেউই কোনো কথা বললো না বেশ কিছুটা সময় ধরে। অবশেষে নরম ডিমলাইটের আলোয় কথা বললেন অ্যাবিস। "তুমি জানতে চেয়েছিলে না, আমি কেন ফ্রান্স থেকে এতো দেরি করে এলাম, আশা করি তুমি এর উত্তর পেয়ে গেছো। কে আমাকে দিয়ে বাধ্য করেছে হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রাখা গোপনস্থান থেকে মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা সরিয়ে ফেলতে, সেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম। কে সেই শত্রু যে আমাকে শিকারের মতো তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, যতোক্ষণ না আমি চার্চের সাহায্যে মহাদেশের অন্যপ্রান্তে পালিয়ে গেছি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে?"

"তুমি কি জানতে পেরেছো কে সে?" স্থিরচোখে অ্যাবিসের দিকে চেয়ে বললেন ক্যাথারিন।

"হ্যা, পেরেছি," শান্তকণ্ঠে বললেন অ্যাবিস। "মাই ডিয়ার ফিগচেন, তুমি।"

∞

"তুমি যদি সব জেনেই থাকো," পরদিন সকালে বরফ আচ্ছাদিত পথ দিয়ে হার্মিটেজের দিকে যেতে যেতে অ্যাবিসকে বললেন জারিনা, "তাহলে পিটার্সবার্গে কেন এলে সেটা আমি বুঝতে পারছি না।"

তাদের দু'জনের থেকে বিশ কদম দূরে একজন রাজকীয় রক্ষী তাদেরকে অনুসরণ করছে। অবশ্য তাদের কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে না।

"তার কারণ এতোকিছু জানার পরও আমি তোমাকে বিশ্বাস করি," অ্যাবিস চোখেমুখে হাসি হাসি ভাব নিয়ে বললেন। "আমি জানতাম ফরাসি সরকারের পতন নিয়ে তুমি শংকিত, দেশটা অরাজকতায় নিপতিত হবে বলে আশংকা করছিলে। তুমি চাইছিলে মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা যেনো ভুল কোনো হাতে না পড়ে, আর তুমি এও সন্দেহ করেছিলে আমি হয়তো তোমার কথামতো কাজ করছি না। কিন্তু আমাকে বলো তো ফিগচেন, ফরাসি সৈন্যেরা যাতে মন্তগ্নেইন থেকে সার্ভিসটা তুলে নিয়ে না যেতে পারে তারজন্যে তুমি কি পরিকল্পনা করেছিলে? রাশিয়ান সৈন্য দিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করতে?"

"মন্তগ্নেইনের পার্বত্য অঞ্চলে একদল সৈন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম আমি, ফরাসি সৈন্যরা যাতে ঐ জায়গায় যেতে না পারে তার জন্যে," হেসে বললেন ক্যাথারিন। "তারা ইউনিফর্মে ছিলো না।"

"বুঝতে পেরেছি," বললেন অ্যাবিস। "এরকম কঠিন পদক্ষেপ নেবার কথা কেন ভাবলে?"

"আমি যা জানি তা তোমাকে বলবো," সম্রাজ্ঞি বললেন। "তুমি তো জানোই আমি ভলতেয়ারের মৃত্যুর পর তার লাইব্রেরিটা কিনে নিয়েছি। তার ঐ লাইব্রেরিতে কার্ডিনাল রিশেলুর লেখা একটি জার্নাল ছিলো। সাংকেতিক ভাষায় মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা ছিলো তাতে। ভলতেয়ার সেই সাংকেতিক ভাষার মর্মোদ্ধার করেছিলেন। এভাবে আমি জানতে পারি তিনি কি আবিষ্কার করেছিলেন। এই পাণ্ডুলিপিটা হার্মিটেজের একটা সিন্দুকে তালা মেরে রাখা হয়েছে। তোমাকে এখন সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি ওটা দেখাবো বলে।"

"এই দলিলটার বিশেষত্ব কি?" জানতে চাইলেন অ্যাবিস, মনে মনে ভাবলেন তার বান্ধবী তাকে কেন এ কথাটা আগে বলে নি।

"রিশেলু সার্ভিসটার খোঁজ পান এক মুর ক্রীতদাসের কাছ থেকে, তাকে শার্লেমেইনের জন্যে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছিলো। তুমি তো জানোই স্পেন আর আফ্রিকায় মুরদের বিরুদ্ধে অনেক ক্রুসেড লড়েছিলেন শার্লেমেইন। তবে একবার সে কর্দোভা আর বার্সেলোনা রক্ষা করেছিলেন খৃস্টান বাস্কদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, যারা মুরিশদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিলো। বাস্করা খৃস্টান হলেও শত শত বছর ধরে ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে পশ্চিম ইউরোপের নিয়ন্ত্রণ নিতে উদগ্রীব ছিলো। বিশেষ করে আটলান্টিক উপকূল অঞ্চলটি।"

"মানে পিরেনিজের কথা বলছো?" বললেন অ্যাবিস।

"নিশ্চয়," জারিনা জবাব দিলেন। "তারা এটাকে বলে জাদুর পাহাড়। তুমি তো জানোই, এই পার্বত্য অঞ্চলটি জিশুর জন্মের সময় থেকে মিস্টিক্যাল কাল্ট হিসেবে পরিচিত একটি গোষ্ঠীর আবাসভূমি ছিলো। সেলটিক জাতি ওখান থেকেই ব্রিটানিতে এবং অবশেষে বৃটিশ আইলে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এই অঞ্চল থেকেই মার্লিন দ্য ম্যাজিশিয়ান এসেছিলো, বর্তমানে দ্রুইদ নামে আমরা যে সিক্রেট কাল্টকে চিনি তারাও এসেছিলো ওখান থেকেই।"

"আমি অবশ্য এতোটা জানতাম না," বললেন অ্যাবিস। নীচের ঠোঁট জোড়া কামড়ে ধরে আছেন তিনি, চোখেমুখে একধরণের কাঠিন্যতা।

"তুমি এটা জার্নালে পাবে," বললেন সম্রাজ্ঞি। "রিশেলু দাবি করেছেন মুররা নাকি এই অঞ্চলটা দখল করে নেবার পর শতশত বছর ধরে সেল্ট আর বাস্কদের সুরক্ষিত করে রাখা ভয়ানক একটি সিক্রেট সম্পর্কে জেনে যায়। এইসব মুরিশ বিজয়ীরা এক ধরণের কোড আবিষ্কার করে সেটাকে লিপিবদ্ধ করে রাখে। এই

সিক্রেটটা তারা মন্তগ্নেইন সার্ভিসের বিভিন্ন ঘুঁটির স্বর্ণ আর রূপার নক্সার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। মুররা যখন বুঝতে পারে ইবারিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তাদের ক্ষমতা হাতছাড়া হতে যাচ্ছে তখন তারা দাবাবোর্ডটি শার্লেমেইনের কাছে পাঠিয়ে দেয়, তাকে তারা খুব শ্রদ্ধা করতো। তারা মনে করেছিলো সভ্যতার ইতিহাসে সবচাইতে ক্ষমতাবান শাসক হিসেবে শার্লেমেইনই পারবেন এটার সুরক্ষা দিতে।"

"তুমি এই গল্পটা বিশ্বাস করো?" হার্মিটেজের বিশাল প্রাঙ্গনে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন অ্যাবিস।

"তুমি নিজেই সেটা বিচার করে দেখো," বললেন ক্যাথারিন। "আমি জানি সিক্রেটটা মুর কিংবা বাস্কদের চেয়েও প্রাচীন। দ্রুইদদের চেয়েও সেটার বয়স অনেক বেশি। বন্ধু, তোমাকে কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি ফ্রম্যাসন নামের পুরুষদের একটি সিক্রেট সোসাইটির নাম শুনেছো কিনা?"

অ্যাবিসের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় তিনি থমকে দাঁড়ালেন। "তুমি কি বললে?" ক্ষীণকণ্ঠে বললেন তিনি, খপ করে ধরে ফেললেন বান্ধবীর হাতটা।

"আহ্," বললেন ক্যাথারিন। "তাহলে তুমি জানবে এটা সত্যি। পাণ্ডুলিপিটা পড়ার পর আমি তোমাকে আমার গল্পটা বলবো।"

সম্রাজ্ঞির গল্প

আমার বয়স যখন চৌদ্দ তখন আমি আমার জন্মস্থান পোমারানিয়া ছেড়ে চলে আসি, যেখানে তুমি আর আমি একসাথে বেড়ে উঠেছি। তোমার বাবা সেসময় আমাদের পাশে যে এস্টেটটা ছিলো সেটা বিক্রি করে দিয়ে তার মাতৃভূমি ফ্রান্সে ফিরে গেছেন। আমি যে খুব শীঘ্রই রাণী হতে চলেছি সেই সুখবরটা তোমার সাথে ভাগাভাগি করে নেবার আনন্দ লাভ করতে পারি নি। এটা আমি কোনোদিনও ভুলতে পারবো না।

ঐ সময় জারিনা এলিজাবেথ পেত্রোভানার সাথে দেখা করার জন্য মস্কোতে চলে যাই আমি। এলিজাবেথ ছিলেন পিটার দ্য গ্রেটের কন্যা, তিনি রাজনৈতিক ক্যু করে ক্ষমতা দখলে নিয়ে সমস্ত বিরোধীদেরকে বন্দী করে রেখেছিলেন জেলখানায়। যেহেতু তিনি বিয়েথা করেন নি, আর বাচ্চা নেবার মতো বয়সও পেরিয়ে গিয়েছিলো তাই নিজের উত্তরাধিকার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তার রহস্যময় ভাতিজা গ্র্যান্ড ডিউক পিটারকে। আমি তারই স্ত্রী হতে যাচ্ছিলাম।

রাশিয়ায় যাবার পথে আমি আর আমার মা বার্লিনে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের রাজদরবারে বিরতি নেই। প্রুশিয়ার তরুণ সম্রাট ফ্রেডারিক, ভলতেয়ার যাকে

'মহান' বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি চাইছিলেন বিয়ের মাধ্যমে রাশিয়া আর প্রুশিয়ার একত্রিকরণ করতে, আর সেই কাজ করার জন্যেই পেতে চাইছিলেন আমাকে। ফ্রেডারিকের নিজের বোনের চেয়ে আমি ছিলাম অধিকতর পছন্দের, কারণ তিনি তার বোনকে এরকম ভাগ্যের কাছে বলি দিতে পারছিলেন না।

ঐ সময়টাতে প্রুশিয়ান রাজদরবারে অসংখ্য মেধাবী লোকজন ছিলো। আমি ওখানে যাওয়ামাত্র সম্রাট আমাকে মুগ্ধ করার জন্য সাধ্যমতো অনেক কিছুই করেছিলেন। তিনি তার বোনদের গাউন আমাকে পরতে দিলেন, প্রত্যেক রাতে ডিনারের সময় নিজের পাশে বসাতেন আমাকে, অপেরা আর ব্যালের গল্প বলে আমাকে আমোদিত করতেন। আমার বয়স অনেক কম হলেও আমি এসবে বিমোহিত হই নি। ভালো করেই জানতাম বিরাট একটা খেলায় তিনি আমাকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন। এটা এমন একটা খেলা যা খেলা হবে ইউরোপ নামক একটি দাবাবোর্ডে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি জানতে পারলাম প্রুশিয়ান রাজদরবারে এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি দশ বছর রাশিয়ায় থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি ছিলেন সম্রাট ফ্রেডারিকের সভা-গণিতজ্ঞ, তার নাম লিওনহার্ড ইউলার। আমি বেশ সাহসের সাথেই অনুরোধ করলাম তার সাথে একান্তে কিছু সময় কাটাতে চাই, জানতে চাই সেই দেশটা সম্পর্কে যেখানে খুব শীঘ্রই আমি আমার নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি।

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বার্লিনের রাজদরবারের ছোট্ট একটি কক্ষে। এই সাদাসিধে আর অসাধারণ পণ্ডিত লোকটি এমন এক অল্পবয়সী মেয়ের সাথে পরিচিত হলেন যে খুব শীঘ্রই রাণী হতে যাচ্ছে। উনি ছিলেন বেশ লম্বা আর হালকাপাতলা গড়নের, একজোড়া কালো গভীর চোখ আর তীক্ষ্ণ নাক। আমার দিকে কেমন এক পাশ ফিরে তাকালেন। বললেন, সূর্য পর্যবেক্ষণ করতে করতে তার একচোখ অন্ধ হয়ে গেছে। ইউলার নিজে গণিতজ্ঞের পাশাপাশি একজন জ্যোতির্বিদও ছিলেন।

"কথা বলার ব্যাপারে আমি খুব একটা অভ্যস্ত নই," তিনি বলতে শুরু করলেন। "আমি এমন একটি দেশ থেকে এসেছি যেখানে কথা বললে আপনাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়।" এ হলো রাশিয়া সম্পর্কে আমার প্রথম জ্ঞানলাভ। তোমাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি, পরবর্তী সময়ে এটা আমাকে বেশ ভালো কাজে দিয়েছিলো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, জারিনা এলিজাবেথ পেট্রোভানার পনেরো হাজার পোশাক আর পঁচিশ হাজার জোড়া জুতো রয়েছে। তিনি যদি কখনও তার মিনিস্টারদের সাথে কোনো রকম দ্বিমত পোষণ করেন কিংবা কারো কথা অপছন্দ করেন তখন তার মাথা লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়ে মারেন, সঙ্গে সঙ্গে ঝুলিয়ে দেন ফাঁসিকাষ্ঠে। তার প্রেমিকেরা প্রায় সবাই সেনাবাহিনীর লোক।

সম্রাজ্ঞির যৌনতার চেয়ে মদ্যপান চলে আরো অধিকহারে। নিজের মতের বিরুদ্ধে কোনো মতামত তিনি সহ্য করতে পারেন না।

প্রাথমিক জড়তা কেটে যাবার পর ডক্টর ইউলার আর আমি প্রচুর সময় কাটিয়েছি। আমরা একে অন্যকে বেশ পছন্দও করতে শুরু করি। তিনি স্বীকার করেন, আমাকে বার্লিন রাজসভায় গণিতের একজন ছাত্রি হিসেবে রেখে দিতে উদগ্রীব। তার মতে গণিতে নাকি আমি অনেক ভালো করবো। অবশ্য এটা করা তখন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো।

ইউলার এও স্বীকার করেন, তিনি তার পৃষ্ঠপোষক সম্রাট ফ্রেডারিককে খুব একটা পাত্তা দেন না। ফ্রেডারিকের দূর্বল গণিতজ্ঞান ছাড়াও অনেক সঙ্গত কারণ ছিলো। বার্লিনে আমার শেষদিনে ইউলার তার কারণটা আমাকে জানিয়েছিলেন।

"আমার ছোট্ট বন্ধু," তাকে বিদায় জানাতে তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেই তিনি আমায় বললেন। আমার মনে আছে তিনি সিল্কের কাপড় দিয়ে একটা লেন্স পলিশ করছিলেন। "চলে যাবার আগে আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। বিগত কয়েক দিনে আমি আপনাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি বিশ্বাস করি এখন যা বলবো সে ব্যাপারে আপনার উপর আস্থা রাখা যায়। আপনি যদি এই কথাগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে প্রকাশ করে দেন তাহলে আপনার আমার দু'জনের জীবনই মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে।"

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই ডক্টর ইউলার, নিজের জীবন দিয়ে হলেও আমি আপনার কথাটা হেফাজত করবো। এরপর আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন সেটার হয়তো দরকার হতে পারে।

"আপনার বয়স অনেক কম, আপনি ক্ষমতাহীন, তার উপর আপনি একজন নারী," বললেন ইউলার। "এসব কারণেই ফ্রেডারিক অপসাম্রাজ্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে আপনাকে নির্বাচন করেছে তার একটি হাতিয়াড় হিসেবে। সম্ভবত আপনি জানেন না এই দেশটি বিগত বিশ বছর ধরে অসাধারণভাবেই নারী কর্তৃক শাসিত হয়ে আসছে : প্রথমে পিটার দ্য গ্রেটের বিধবা স্ত্রী প্রথম ক্যাথারিন; তারপর আইভানের মেয়ে অ্যানা আইভানোভনা; অ্যানা মেকলেনবার্গ, যিনি তার নিজের সন্তান ষষ্ঠ আইভানের কাছ থেকে ভারপ্রাপ্ত সম্রাজ্ঞি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আর এখন ক্ষমতায় আছেন পিটারের কন্যা এলিজাবেথ পেত্রোভনা। আপনি যদি এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন তাহলে নিজেকে মারাত্মক বিপদের মধ্যে নিপতিত করবেন।"

ভদ্রলোকের কথা চুপচাপ শুনে গেলাম আমি। মনে মনে ভাবতে লাগলাম সূর্য পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আসলে তার দু'চোখই নষ্ট হয়ে গেছে।

"পুরুষদের একটা সিক্রেট সোসাইটি আছে, তারা মনে করে সভ্যতার পরিক্রমা বদলে দেয়াই তাদের কাজ," ইউলার আমাকে বললেন। আমরা

বসেছিলাম তার ল্যাবরেটরির মাঝখানে, আমাদের চারপাশে ছিলো অসংখ্য টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, মোটা মোটা বই-পুস্তক আর স্তুপ করে রাখা কাগজপত্র। "এইসব লোকেরা নিজেদেরকে বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলী হিসেবে দাবি করলেও বাস্তবে তারা হলো আধ্যাত্মবাদী। তাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমি যা জানি সেটা আপনাকে বলছি, এটা হয়তো আপনার জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

"১২৭১ সালে ইংল্যান্ডের যুবরাজ, তৃতীয় হেনরির ছেলে এডওয়ার্ড ক্রুসেড লড়ার জন্য উত্তর-আফ্রিকার উপকূলে যান। জেরুজালেম শহরের কাছে একর নামের একটি জায়গায় অবতরণ করেন তিনি। সেখানে তিনি কী করেছেন না করেছেন সে ব্যাপারে আমরা খুব একটা জানি না। শুধু জানি বেশ কয়েকটি লড়াই করেছিলেন, ওখানকার সম্প্রদায়ের শাসক মুসলিম মুরদের সাথেও দেখা হয়েছিলো তার। পরের বছরই তার বাবার মৃত্যুর কারণে তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। ফিরে এসেই তিনি হয়ে যান ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড। বাকিটা ইতিহাসের বইতেই পাবেন। কিন্তু যেটা পাবেন না সেটা হলো আফ্রিকা থেকে তিনি কি নিয়ে এসেছিলেন।"

"সেটা কি?" আমি জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলাম।

"এক মহান সিক্রেট জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এমন একটা সিক্রেট যা সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই ছিলো," ইউলার জবাবে বললেন। "তবে আমার গল্পটা তার পরের ঘটনা।

"ফিরে আসার পর কিং এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডে একটি সোসাইটি গঠন করে সেখানে তিনি তার সিক্রেটটা শেয়ার করেন। তাদের ব্যাপারে আমরা খুব কমই জানি, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের গতিবিধি অনুসরণ করতে পারি আমরা। স্কটল্যান্ড অধিগ্রহণ করার পর আমরা জানতে পারি এই সোসাইটি সেখানেও বিস্তার লাভ করেছিলো। বেশ দীর্ঘদিন সেখানে চুপচাপ ছিলো তারা। এই শতকে জ্যাকোবাইটরা যখন স্কটল্যান্ড থেকে পালিয়ে ফ্রান্সে চলে আসে তখন তারা সোসাইটিটিও সাথে করে নিয়ে এসেছিলো। ফ্রান্সে এসে তারা এর শিক্ষা দিতে শুরু করে। ইংল্যান্ডে সোজার্নের সময়কালে ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি মঁতেস্কু এই মতবাদে দীক্ষিত হন। তার সহায়তায়ই ১৭৩৪ সালে প্যারিসে স্থাপিত হয় *লগি দে সায়েন্সে*। তার চার বছর পর, আমাদের প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার আগে, ব্রুসউইকে অবস্থিত এই সোসাইটিতে দীক্ষিত হন। একই বছর, পোপ দ্বাদশ ক্লেমেন্ট এই সোসাইটির কার্যক্রমের বিরুদ্ধে একটা বিল ইসু করেন। এটা এখন ইতালি, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের মতো নীচুভূমিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। তখন ঐ সোসাইটি এতোটাই শক্তিশালী ছিলো যে ক্যাথলিক ফ্রান্সের পার্লামেন্ট পোপের এই আদেশ রেজিস্টার করতে অস্বীকৃতি জানায়।"

"আপনি আমাকে এসব কেন বলছেন?" ডক্টর ইউলারকে জিজ্ঞেস করলাম। "এইসব লোকের লক্ষ্য সম্পর্কে যদি আমি অবগতও হই তাতে আমার কি এসে যায়? এ ব্যাপারে আমি কীইবা করতে পারবো? যদিও আমার অনেক কিছু করার আকাঙ্খা আছে, কিন্তু আমি তো এখন নিতান্তই একজন বালিকা।"

"তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে আমি যতোটুকু জানি," আস্তে করে বললেন ইউলার, "তাতে নিশ্চিত বুঝতে পারছি, এই লোকগুলোকে যদি পরাস্ত না করা যায় তাহলে তারাই সমগ্র দুনিয়াকে পরাস্ত করে ফেলবে। আজ হয়তো আপনি অল্পবয়সী এক বালিকা মাত্র, কিন্তু খুব শীঘ্রই রাশিয়ার জারপত্নি হবেন, বিগত দু'দশকের মধ্যে ঐ সাম্রাজ্যের প্রথম পুরুষ শাসকের স্ত্রী। আমি যা বলবো সেটা আপনার শোনা উচিত, তারপর ব্যাপারটা নিয়ে ভাববেন নাকি ভাববেন না সেটা আপনার অভিরুচি।" আমার হাতটা ধরলেন তিনি।

"কখনও কখনও এইসব লোক নিজেদেরকে ফ্রম্যাসন ভ্রাতৃসংঘ কিংবা রসিক্রুশিয়ান ব'লে অভিহিত করে। তারা নিজেদের জন্য যে নামই বেছে নিক না কেন, তাদের মধ্যে একটা জিনিস কমন। তাদের উৎপত্তি উত্তর-আফ্রিকায়। যুবরাজ এডওয়ার্ড যখন পশ্চিমের মাটিতে এই সোসাইটি স্থাপন করেন তখন এটার নাম দেন *দ্য অর্ডার অব দি আর্কিটেক্টস অব আফ্রিকা*। তারা মনে করে তাদের পূর্ব-পুরুষেরা ছিলো প্রাচীন মিশরের পিরামিড আর পাথর খোদাই করে নির্মাণ কাজের স্থপতি। তারাই ব্যাবিলনের শূণ্য উদ্যান, বাবেল গেট আর টাওয়ার বানিয়েছে। তারা প্রাচীনকালের রহস্যগুলো জানে। তবে আমি বিশ্বাস করি তারা অন্য একটা জিনিসের স্থপতি, এটা অনেক বেশি সাম্প্রতিক আর আগের যেকোনো কিছুর তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাশালী..."

ইউলার একটু থেমে আমার দিকে যেভাবে তাকিয়েছিলেন সেটা আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না। আজো সেই চাহনি আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। যেনো পঞ্চাশ বছর আগে নয়, এটা ঘটেছে কিছুক্ষণ আগে। প্রচণ্ড ভীতির সাথে আমি তাকে স্বপ্নে দেখি, আমার কানে ফিসফিস করে বলা কথাগুলো, তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এখনও টের পাই, মনে হয় তিনি আমর পেছনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছেন :

"আমার বিশ্বাস তারা মন্তগ্নেইন সার্ভিসেরও স্থপতি। নিজেদেরকে তারা এর যথার্থ উত্তরাধিকার হিসেবেই বিবেচনা করে।"

∞

গল্পটা বলা শেষ হলে ক্যাথারিন আর অ্যাবিস নির্বাক হয়ে বসে রইলেন হার্মিটেজের বিশাল লাইব্রেরিতে। এই লাইব্রেরিতেই আছে ভলতেয়ারের জার্নালগুলো। ত্রিশ ফুট উঁচু দেয়ালজুড়ে এই লাইব্রেরিতে রয়েছে অসংখ্য বই-

পুস্তক আর দলিল-দস্তাবেজ। বেড়াল যেমন ইঁদুরের দিকে তাকায় ঠিক সেভাবে অ্যাবিসের দিকে তাকালেন ক্যাথারিন। লাইব্রেরির বিশাল জানালা দিয়ে অ্যাবিস চেয়ে আছেন বাইরে। রাজকীয় রক্ষীটি সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার প্রয়াত স্বামী," নরম কণ্ঠে বললেন ক্যাথারিন, "প্রুশিয়ার ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের খুবই অনুরক্ত ছিলেন। পিটার্সবার্গের রাজদরবারে প্রুশিয়ার তৈরি একটি ইউনিফর্ম পরতেন পিটার। আমাদের বাসররাতে তিনি প্রুশিয়ার সৈন্যের খেলনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিলেন বিছানায়, আমাকে দিয়ে সেগুলো ড্রিলও করিয়েছিলেন। ফ্রেডারিক যখন অনেকটা জোর করেই ফৃম্যাসন অর্ডারকে প্রুশিয়ায় নিয়ে আসেন তখন পিটার সেই দলে যোগ দেন, প্রতিজ্ঞা করেন আজীবন তিনি তাদের সমর্থন দিয়ে যাবেন।"

"আর এ কারণেই তুমি তোমার স্বামীকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে ভরে রাখলে, তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে," বললেন অ্যাবিস।

"উনি খুবই বিপজ্জনক রকমের ম্যানিয়াক হয়ে উঠেছিলেন," বললেন ক্যাথারিন। "তবে তার মৃত্যুর সাথে আমি সরাসরি জড়িত নই। ছয় বছর পর ১৭৬৮ সালে সিলেসিয়াতে আফ্রিকান আর্কিটেক্টদের জন্যে একটি লজ নির্মাণ করেন ফ্রেডারিক। সুইডেনের রাজা গুস্তাভাস এই দলে যোগ দেন, মারিয়া টেরেসা অস্ট্রিয়া থেকে এইসব জঘন্য লোকদেরকে বের করে দেবার অনেক প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও দেখা গেলো তার নিজেরই ছেলে দ্বিতীয় জোসেফ ওই সোসাইটিতে যোগ দিয়ে বসে আছে। এসব কথা জানার পর পরই আমি দেরি না করে আমার পুরনো বন্ধু ডক্টর ইউলারকে রাশিয়ায় নিয়ে আসি।

"তিনি ততোদিনে বেশ বয়স্ক হয়ে গেছেন, তার দু'চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। তবে তার দিব্যজ্ঞান একটুও কমে নি। ভলতেয়ার মারা গেলে ইউলারই আমাকে তার লাইব্রেরটিটা কিনে নেয়ার জন্য তাগিদ দেন। ওই লাইব্রেরিতে এমন কিছু দলিল-দস্তাবেজ ছিলো যা ফ্রেডারিক দি গ্রেট মরিয়া হয়ে পেতে চাইছিলেন। লাইব্রেরিটা কিনে পিটার্সবার্গে নিয়ে আসার পর আমি এসব জানতে পারি। এগুলো তোমাকে দেখানোর জন্য রেখে দিয়েছি।"

ভলতেয়ারের পাণ্ডুলিপি থেকে একটা পার্চমেন্টের ডকুমেন্ট বের করে অ্যাবিসের কাছে দিলেন সম্রাজ্ঞি, সাবধানে সেটার ভাঁজ খুললেন তিনি। ভলতেয়ারকে লেখা প্রুশিয়ার অস্থায়ী সম্রাট যুবরাজ ফ্রেডারিকের একটি চিঠি। যে বছর ফ্রেডারিক ফৃম্যাসনে ঢুকেছিলেন ঠিক সেই বছরের তারিখে লেখা :

> মঁসিয়ে, আপনার সমস্ত লেখা আমার কাছে থাকবে এরচেয়ে বড় কোনো আকাঙ্খা আমার নেই...এরমধ্যে যদি কোনো

পাণ্ডুলিপি আপনি লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চান, আমিও সেগুলোকে গোপন রাখতে বদ্ধপরিকর হবো...

কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকালেন অ্যাবিস। তার দু'চোখ উদাসী হয়ে উঠলো। আস্তে করে চিঠিটা ভাঁজ করে ক্যাথারিনের হাতে তুলে দিলে তিনি সেটা আগের জায়গায় রেখে দিলেন।

"এটা কি পরিস্কার নয়, তিনি আসলে ভলতেয়ারের করা রিশেলুর ডায়রিটার সাংকেতিক ভাষা উদ্ধারের কথা বলছেন?" সম্রাজ্ঞি জানতে চাইলেন। "ঐ সিক্রেট সোসাইটিতে যোগদানের পর থেকেই তিনি এই তথ্যটা পাবার চেষ্টা করে গেছেন। এখন হয়তো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে..."

চামড়ায় বাধানো আরেকটা ভলিউম তুলে নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে নির্দিষ্ট একটি পৃষ্ঠায় এসে থামলেন ক্যাথারিন। বহুদিন আগে যে কথা কোডের আকারে লিখে গেছেন কার্ডিনাল রিশেলু সেটা জোরে জোরে পড়ে শোনালেন অ্যাবিসকে :

> অবশেষে প্রাচীন ব্যাবিলনিয়াতে যে সিক্রেটটা আবিষ্কৃত হয়েছিলো সেটা আমি খুঁজে পেয়েছি। এই সিক্রেটটা পারস্য আর ভারতীয় সাম্রাজ্যেও পরিবাহিত হয়েছিলো। কেবলমাত্র মনোনীত করা হাতেগোণা কিছু লোকই সেটা জানতো, সেই সিক্রেটটা হলো মন্তগ্নেইন সার্ভিস।
>
> ঈশ্বরের পবিত্র নামের মতো এই সিক্রেটটা কখনও কোনো ভাষায় লেখা হয় নি। এই সিক্রেটটা এমনই শক্তিশালী যে সভ্যতার পতন কিংবা রাজ-রাজাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গুপ্তসংঘে দীক্ষিত হওয়া ছাড়া কেউ এটা জানতে পারে না। যারা দীক্ষিত হয়েছে তাদেরকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়, তারপর নিতে হয় শপথ। এই জ্ঞান এতোটাই মারাত্মক যে সিক্রেট সোসাইটির শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কাউকে এর হেফাজতের দায়িত্ব দেয়া হয় না।
>
> আমার বিশ্বাস, এই সিক্রেটটি ফর্মুলার আকারে রাখা হয়েছে, আর এই ফর্মুলাই সর্বকালের সব সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। আমাদের বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছে রূপকথা। সিক্রেট জ্ঞানে দীক্ষিত হওয়া এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও মুররা এই ফর্মুলাটিকে মন্তগ্নেইন সার্ভিসে লিপিবদ্ধ করে গেছে। তারা পবিত্র সিম্বলগুলো

দাবাবোর্ডের বর্গ আর ঘুঁটির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, এই ফর্মুলার চাবি পাবে কেবলমাত্র এই খেলাটার একজন মাস্টার, সে-ই পারবে তালাটা খুলতে।
অনেকগুলো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি এই ধারণায় উপনীত হয়েছি। এই পাণ্ডুলিপিগুলো জোগার করা হয়েছে শালোয়াঁ, সয়সোয়াঁ আর তুর থেকে, তারপর আমি নিজে সেগুলো অনুবাদ করেছি।

ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।
ইসি সিগনাম,
আরমান্দ জ্যঁ দুপ্লেসিস,
দুক দ্য রিশেলু, লুকোন, পইতু এবং প্যারিসের যাজক,
রোমের কার্ডিনাল
ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী
১৬৪২ খৃস্টাব্দ

"এই মেমোয়া থেকে," পড়া শেষ করে নিশ্চুপ হয়ে থাকা অ্যাবিসকে বললেন ক্যাথারিন, "আমরা জানতে পারি 'আয়রন কার্ডিনাল' মন্তগ্লেইন দেখার জন্যে খুব শীঘ্রই ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে ঐ বছরের ডিসেম্বরেই তিনি মারা যান রুজিয়োঁ'তে বিদ্রোহ দমন পরিত্যাগ করার পর। আমরা কি এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করতে পারি, তিনি এইসব সিক্রেট সোসাইটিগুলোর অস্তিত্বের ব্যাপারে অবগত ছিলেন, কিংবা অন্য কারোর হাতে পড়ার আগেই মন্তগ্লেইন সার্ভিসটি হস্তগত করতে চেয়েছিলেন? তিনি যা কিছুই করেছেন ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যেই করেছেন। তাহলে তিনি কেন পরিপক্ক হবার পর বদলে যাবেন?"

"মাই ডিয়ার ফিগচেন," মুচকি হেসে বললেন অ্যাবিস। তবে এইসব কথা শুনে তার মনে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটা এই হাসিতে প্রকাশ পেলো না। "তোমার কথা মেনে নিলাম। কিন্তু এইসব লোকজন এখন মৃত। তারা তাদের জীবৎকালে হয়তো এটা খুঁজেছে, কিন্তু পায় নি। তুমি নিশ্চয় বলতে চাচ্ছো না মৃতলোকগুলোর ভুত নিয়ে তুমি ভয়ে আছো?"

"ভুত কিন্তু পুণরায় জেগে উঠতে পারে!" দৃঢ়ভাবে বললো ক্যাথারিন। "পনেরো বছর আগে আমেরিকার বৃটিশ কলোনিটি উচ্ছেদ করেছে এক অপশক্তি। এতে যারা জড়িত ছিলো তারা কারা? জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামের কিছু লোক–তারা সবাই ফ্রিম্যাসন! আর এখন ফ্রান্সের

রাজা জেলে বন্দী হয়ে আছেন, তার মুকুটের সাথে সাথে মুণ্ডুটাও কাটা যাবে খুব শীঘ্রই। এসবের পেছনে কারা আছে? লাফায়েত, কোঁদোর্সে, দাঁতোয়াঁ, দেমোলাঁ, ব্রিসোয়ে, সিয়ে, আর রাজার নিজের ভায়েরা, যার মধ্যে দুইদোর্লিও আছে–তারাও সবাই ফ্রম্যাসন!"

"একটা কাকতালীয়–" অ্যাবিস পুরো কথাটা বলতে পারলেন না, মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিলেন ক্যাথারিন।

"এটাও কি কাকতালীয় ঘটনা, বিল অব সিজার পাস করার জন্য আমি যাদেরকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলাম তাদের মধ্যে একজনই আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলো আর সেই লোকটা ছিলো মিরাবু–সেও একজন ফ্রম্যাসন? সে যখন ঘুষটা নিয়েছিলো তখন অবশ্য জানতো না আমি তাকে সম্পদটা করায়ত্ত করতে বাধা দেবার পরিকল্পনা করেছিলাম।"

"অঁতুয়াঁর বিশপ ঘুষ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন?" মুচকি হেসে বললেন অ্যাবিস। "তিনি কি কারণ দেখিয়েছিলেন?"

"রাজি হবার জন্য সে যে পরিমাণ টাকা চেয়েছিলো তা ছিলো অনেক বেশি," রাগে ফুসতে ফুসতে বললেন সম্রাজ্ঞি, আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। "ঐ লোকটা যা জানে তারচেয়ে অনেক বেশি জানাতে চেয়েছিলো আমাকে। তুমি কি জানো, অ্যাসেম্বলিতে তাকে কি নামে ডাকা হয়?–'আঙ্কারার বেড়াল।' মেনি বেড়ালের মতো সে মিউমিউ করে ঠিকই কিন্তু তার রয়েছে শক্তিশালী থাবা। তাকে আমি বিশ্বাস করি না।"

"তুমি যে লোককে ঘুষ দিতে সক্ষম হয়েছো তাকে বিশ্বাস করেছো, কিন্তু যাকে দিতে পারো নি তাকে অবিশ্বাস করছো?" বললেন অ্যাবিস। বিষন্ন দৃষ্টিতে বান্ধবীর দিকে চেয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, যেনো চলে যাবেন এক্ষুণি।

"তুমি কোথায় যাচ্ছো?" জারিনা আর্তনাদ করে উঠলেন। "তুমি কি বুঝতে পারছো না আমি কেন এসব করেছি? আমি তোমার কাছে আমার সুরক্ষা চাইছি। এই পৃথিবীর সবচাইতে বিশাল সাম্রাজ্যের একমাত্র শাসক আমি। আমি আমার ক্ষমতা তোমার হাতে অর্পণ করেছি..."

"সোফিয়া," শান্তকণ্ঠে বললেন অ্যাবিস, "তোমার প্রস্তাবের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, তবে তুমি এইসব লোকদের যতোটা ভয় পাচ্ছো আমি ততোটা পাচ্ছি না। তুমি যেমনটি দাবি করেছো, আমিও তাই বিশ্বাস করি, এই লোকগুলো আধ্যাত্মবাদী, হয়তো বিপ্লবীও হতে পারে। এই যে সিক্রেট সোসাইটিগুলো তুমি এতো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছো, তাদের আসল উদ্দেশ্যটা কিন্তু তোমার দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো?" বললেন সম্রাজ্ঞি। "তাদের কাজকারবারে এটা তো একদম পরিস্কার, তারা রাজতন্ত্রকে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে চায়। এই পৃথিবীর

নিয়ন্ত্রন করা ছাড়া আর কি চাইতে পারে তারা?"

"সম্ভবত তাদের লক্ষ্য হলো এ বিশ্বকে মুক্ত করা।" হেসে বললেন অ্যাবিস। "এ মুহূর্তে আমার কাছে খুব বেশি প্রমাণ নেই যে অন্য কিছু বলবো, তবে এ কথা বলার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে : তোমার হাতের রেখায় যে নিয়তি লেখা রয়েছে সেটার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছো তুমি–তোমার হাতে রয়েছে তিনটি রাজমুকুট। তবে আমাকেও আমার নিজের নিয়তি অনুযায়ী কাজ করতে হবে।"

অ্যাবিস তার হাতটা বান্ধবীর দিকে তুলে ধরলেন। তার হাতের তালুতে, কব্জির কাছে আয়ুরেখা এবং ভাগ্যরেখা ইংরেজি 8 সংখ্যার মতো পেচিয়ে আছে। শীতল আর নির্বাক হয়ে তাকালেন ক্যাথারিন, তারপর সেই রেখা দুটোর উপর আলতো করে আঙুল বুলালেন।

"তুমি আমার সুরক্ষা দিতে চাইছো," আস্তে করে বললেন তিনি। "কিন্তু তোমার চেয়ে বড় কোনো শক্তি আমার সুরক্ষা দিচ্ছে।"

"আমি জানতাম এটা!" কর্কশস্বরে বলে উঠলেন ক্যাথারিন। "তোমার এতোসব কথা বলা কারণ একটাই : আমাকে না জানিয়ে তুমি অন্য আরেকজনের সাথে আঁতাত করেছো! কে সে, যার প্রতি তুমি বিভ্রান্ত হয়ে আস্থা রেখেছো? তার নামটা আমাকে বলো! আমাকে সেটা বলতেই হবে!"

"খুশিমনেই বলবো।" হেসে বললেন অ্যাবিস। "যিনি আমার হাতের এই রেখাটা এঁকে দিয়েছেন। আর এই সাইন বলছে আমিই নিরঙ্কুশ রাজত্ব করবো। তুমি হতে পারো রাশিয়ানদের শাসক, মাই ডিয়ার ফিগচেন, তবে দয়া করে ভুলে যেও না *আমি* কে। আর কে আমাকে মনোনীত করেছেন। মনে রেখো, ঈশ্বর হলেন সবচাইতে বড় দাবা খেলোয়াড়।"

নাইটের চাকা

কিং আর্থার চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নটা এরকম : তিনি বসে আছেন এমন এক সিংহাসনে যার নীচে চাকা লাগানো আছে, তার গায়ে মহামূল্যবান স্বর্ণখচিত পোশাক...হঠাৎ করে রাজার মনে হলো তার সিংহাসনের চাকা উল্টে যাচ্ছে, তিনি পড়ে গেলেন অসংখ্য বিষাক্ত সাপের মাঝখানে, তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো সাপগুলো; নিজের বিছানায়, ঘুমের মধ্যেই রাজা চিৎকার করে উঠলেন, "বাঁচাও!"

—লে মর্তে দার্থার

স্যার টমাস ম্যালোরি

রিগনাবো, রেগনো, রেগনাভি, সাম সাইন রেগনো।

(আমি রাজত্ব করবো, আমি রাজত্ব করি, আমি রাজত্ব করেছি, আমি রাজত্ববিহীন)

—*হুইল অব ফরচুন*-এ খোদিত বাণী

দ্য টারোট

দাবা টুর্নামেন্টের পরদিনটি ছিলো সোমবার। গা ঝাড়া দিয়ে আলস্য দূর করে বিছানা থেকে উঠে চলে গেলাম গোসল করতে। কন এডিসনে আরেকটা দিন অতিবাহিত করার প্রস্তুতি নিতে হবে। গোসল করে ফিরে এসে ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্রের মাঝখানে টেলিফোনটা খুঁজলাম। গতকাল পাম হোটেলে ডিনার করার আগে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে সেটা নিয়ে লিলি আর আমি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমরা দু'জন অন্য কারোর খেলায় দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছি। এখন নিজের বোর্ডে ক্ষমতাশালী কোনো ঘুঁটি পেতে চাচ্ছি আমি। ভালো করেই জানি কোথেকে আমাকে শুরু করতে হবে।

লিলি আর আমি একমত পোষণ করেছি, আমাকে দেয়া সোলারিনের সতর্কবার্তার সাথে দাবা টুর্নামেন্টের ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। তবে এরপর যা হয়েছে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। লিলির দৃঢ় বিশ্বাস যা কিছুই ঘটেছে তার পেছনে রয়েছে সোলারিন।

"প্রথমে ফিস্ক মারা গেলেন রহস্যজনকভাবে," চারপাশে পাম গাছে ঘেরা একটা কাঠের টেবিলে বসে বলেছিলো লিলি। "কিভাবে বুঝবো সোলারিন তাকে

হত্যা করে নি? এরপর সল উধাও হয়ে গেলো আমার গাড়ি আর কুকুরটাকে দুষ্কৃতিকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। সলকে অবশ্যই অপহরণ করা হয়েছে, তা না হলে সে কখনও এভাবে গাড়ি ফেলে রেখে যেতো না।"

"তা অবশ্য ঠিক," লিলিকে বিশাল এক টুকরো মাংস সাবাড় করতে দেখে হেসে বললাম কথাটা। আমিও জানি বিরাট কোনো ঘটনা না ঘটলে সল এভাবে গাড়ি ফেলে রেখে যেতো না।

খাবার খেতে খেতে লিলি বলতে লাগলো, "তারপর আমাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো," আবারো বিরতি দিলো মাংসে কামড় বসানোর জন্যে। "আমরা দু'জনেই জানি গেমিংরুমের জানালা দিয়ে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে।"

"গাড়িতে দুটো বুলেটের ফুঁটো ছিলো," তাকে মনে করিয়ে দিলাম। "আমরা গাড়ির কাছে চলে আসার আগে হয়তো কেউ গুলি ছুঁড়ে সলকে ভয় দেখিয়ে গাড়ি ফেলে চলে যেতে বাধ্য করেছে।"

"কিন্তু আগে ভালো করে খেয়ে নেই," বললো লিলি। তার মুখভর্তি খাবার। "আমি শুধু পদ্ধতি আর মাধ্যমই আবিষ্কার করি নি, বরং এর উদ্দেশ্যটাও বের করে ফেলেছি!"

"তুমি কী বলছো?"

"আমি জানি সোলারিন কেন এই জঘন্য কাজটা করেছে। গরুর মাংস আর সালাদ খেতে খেতে এটা আমি বের করেছি এখন।"

"শুধু বললে তো হবে না, আমাকে ক্লু দাও," বললাম তাকে। ক্যারিওকা লিলির ব্যাগের ভেতর থেকে ধারালো নখ দিয়ে খামচাচ্ছে।

"তুমি নিশ্চয় স্পেনের কেলেংকারিটার কথা জানো?" বললো লিলি।

"পাঁচ বছর আগে হঠাৎ করে সোলারিনকে যখন রাশিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হলো তার কথা বলছো?" সে সায় দিলো আমার কথায়। "তোমার কাছ থেকেই তো এটা শুনেছিলাম।"

"পুরো ঘটনাটি ঘটেছিলো একটা ফর্মুলা নিয়ে," বললো লিলি। "সোলারিনকে দাবা টুর্নামেন্টের মাঝপথে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মাঝেমধ্যে সে টুর্নামেন্টে খেলে থাকে। একজন গ্র্যান্ডমাস্টার হলেও পড়াশোনা করেছে পদার্থ বিজ্ঞানে, এটাই তার পেশা। স্পেনের টুর্নামেন্টে অন্য এক খেলোয়াড়ের সাথে সোলারিন বাজি ধরেছিলো, সে যদি তাকে টুর্নামেন্টে হারাতে পারে তাহলে তাকে একটি সিক্রেট ফর্মুলা দেবে।"

"কিসের ফর্মুলা?"

"আমি জানি না। কিন্তু তার এই বাজির কথাটা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেলে রাশিয়ানরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এক রাতের মধ্যেই সে উধাও হয়ে যায়। তারপর থেকে ক'দিন আগে এখানে আসার আগপর্যন্ত তার টিকিটাও দেখা যায় নি।"

"এটা কি পদার্থ বিদ্যার কোনো ফর্মুলা?" জানতে চাইলাম আমি।

"সম্ভবত এটা কোনো গোপন অস্ত্রের ফর্মুলা। এটাই সব কিছুর সাথে খাপ খায়, তাই না?" আমি অবশ্য কোনো কিছু খাপ খেতে দেখছি না। তবে তাকে বকবকানি করতে দিলাম।

"এই টুর্নামেন্টেও সোলারিন ঠিক আগের মতোই হয়তো বাজি ধরবে এই ভয়ে ফিস্ককে সরিয়ে দিয়েছে কেজিবি, তারপর আমাকেও ভয় পাইয়ে দেবার জন্য গুলি করেছে তারা। ফিস্ক আর আমি, যেকোনো একজন যদি সোলারিনের সাথে খেলায় জিতে যাই তাহলে সে আমাদের ফর্মুলাটা দিয়ে দেবে!" লিলি নিজের ধারণায় নিজেই রোমাঞ্চিত কিন্তু আমি তাতে পটলাম না।

"এটা দারুণ একটা তত্ত্বই বটে," বললাম তাকে। "তবে কিছু ফাঁক রয়ে গেছে এতে। যেমন, সলের কি হলো? সোলারিন আবারো ঐ একই কাজ করবে এই সন্দেহটা যদি রাশিয়ানদের থেকেই থাকে তাহলে তাকে কেন দেশের বাইরে পাঠালো তারা? আর সোলারিনই বা কেন ফিস্ক এবং তোমাকে ফর্মুলাটা দিতে চাইবে?"

"ঠিক আছে, সব কিছু পুরোপুরি খাপ খাচ্ছে না মানছি," স্বীকার করলো সে। "তবে শুরু তো করা গেলো।"

"শার্লোক হোমস একবার বলেছিলো, 'পর্যাপ্ত তথ্য হাতে আসার আগে কোনো তত্ত্ব দাঁড় করানোটা মারাত্মক ভুল,' " তাকে বললাম। "আমি বলি কি, সোলারিনের ব্যাপারে আগাগোড়া একটু স্টাডি করে দেখলে ভালো হয়। তবে এখনও মনে করছি আমাদের উচিত পুলিশকে সব খুলে বলা। মনে রেখো আমাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বুলেটের দুটো ফুটো আছে।"

"কখনও না," বিরক্ত হয়ে বললো লিলি, "আমরা দু'জনে মিলেই এই রহস্যটার সমাধান করবো। স্ট্র্যাটেজি হলো আমার আরেক নাম।"

তো অনেক বাকবিতণ্ডা আর গরম গরম মাংস ভুনা খেতে খেতে অবশেষে আমরা দু'জন একমত পোষণ করলাম, কয়েক দিনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে গ্র্যান্ডমাস্টার সোলারিনের উপর কিছুটা রিসার্চ করবো, তারপর ঠিক করবো আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ।

লিলির কোচ নিজেও একজন গ্র্যান্ডমাস্টার। মঙ্গলবার লিলির খেলা আছে, তার আগে প্রচুর প্র্যাকটিস করার কথা, যদিও সে ভাবছে ট্রেইনিংয়ের সময় সে সোলারিনের উপলব্ধি সম্পর্কে কিছু জানতে পারবে। এরমধ্যে সলকেও খুঁজবে সে। সল যদি অপহৃত হয়ে না থাকে তাহলে তার খবর আছে। লিলির কাছে তাকে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে এভাবে গাড়ি ফেলে চলে যাওয়ার জন্যে।

আমার নিজেরও কিছু পরিকল্পনা আছে তবে আমি সেটা লিলি র‍্যাডের সাথে শেয়ার করি নি তখন।

ম্যানহাটনে আমার এমন একজন বন্ধু আছে যে সোলারিনের চেয়েও বেশি রহস্যময়। কোনো ফোনবুকে তার নাম নেই, নেই কোনো বাড়িঘরের ঠিকানা। ডাটা প্রসেসিং জগতে সে একজন কিংবদন্তী। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য একটি বই লিখে ফেলেছে। তিন বছর আগে যখন আমি নিউইয়র্কে চলে আসি তখন সে-ই আমাকে কম্পিউটারের ব্যাপারে সব কিছু শিখিয়েছিলো। এদিক থেকে সে আমার মেন্টর। অতীতে অনেক খারাপ পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার করেছে। নাম ব্যবহারের দরকার যখন পড়ে তখন নিজেকে ড. লাডিসলাউস নিম বলে পরিচয় দেয়।

নিম কেবল ডাটা প্রসেসিংয়েরই মাস্টার নয়, দাবা খেলায়ও রয়েছে তার অসাধারণ দক্ষতা। রিশেভস্কি আর ববি ফিশারের সাথে খেলে তাদেরকে হারিয়েও দিয়েছে। তবে তার আসল এক্সপার্টিস হলো খেলাটার উপর অগাধ জ্ঞান। সে কারণেই তাকে খুঁজে বের করতে চাইছি আমি। ইতিহাসের প্রায় সব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা তার মুখস্ত। গ্র্যান্ডমাস্টারদের জীবনীর ব্যাপারে তাকে জ্বলজ্যান্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাবার ইতিহাস বলে কাউকে মুগ্ধ করতে পারে সে। আমরা যে ঘটনার মধ্যে পড়েছি সেটার রহস্য বের করা তার পক্ষে সম্ভব ব'লে মনে করি আমি। খালি একবার তার নাগাল পেলেই হয়।

কিন্তু তাকে পেতে চাওয়া আর খুঁজে বের করা একেবারে ভিন্ন দুটো কাজ। তার ফোনের এনসারিং সার্ভিসটি কেজিবি আর সিআইএ'কে নিয়ে নানান ধরণের গালগল্প ছড়িয়ে বেড়ায়। কয়েক সপ্তাহ ধরেই তাকে খুঁজে যাচ্ছি আমি।

যখন থেকে জানতে পারলাম দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি তখন থেকেই তাকে গুডবাই বলার জন্যে হন্যে হয়ে ফোন করে যাচ্ছি কিন্তু পাচ্ছি না। লিলির সাথে আমার যে চুক্তি হয়েছে সেজন্যে তাকে খুঁজছি না এখন, তাকে খুঁজছি অন্য একটা কারণে। ফিস্কের মৃত্যু, সোলারিনের সতর্কবার্তা, সলের উধাও হয়ে যাওয়া–প্রতিটি ঘটনা আপাতত বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও একটার সাথে আরেকটার সম্পর্ক আছে। আর সেগুলো আমার সাথেই সম্পর্কিত ব'লে মনে করছি আমি।

আমার এরকম মনে করার কারণ, গতরাতে পাম রেস্টুরেন্ট থেকে লিলিকে বিদায় জানানোর পর থেকে ছোটোখাটো একটা রিসার্চ শুরু করি আমি। সরাসরি নিজের বাসায় ফিরে না এসে একটা ক্যাব নিয়ে ফিফথ এভিনু হোটেলে চলে যাই সেই গণকের খোঁজে যে তিনমাস আগে আমার হাত দেখে এমন একটা একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলো যার সাথে সোলারিনের সতর্কবার্তাটি একদম মিলে যায়। তাদের দু'জনের কথাটাকে আমি মোটেও কাকতালীয় ব্যাপার বলে মনে করছি না এখন। আমি জানতে চাই কেন এটা বলা হলো।

এজন্যেই নিমকে আমার ভীষণ প্রয়োজন। ফিফথ এভিনু হোটেলে এসে তো আমি বোকা বনে গেলাম। এখানে নাকি কোনো গণক নেই। ম্যানেজারের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি। লোকটা পনেরো বছর ধরে ওখানে কাজ করে। বার বার আশ্বস্ত করে আমাকে বলেছে ফিফথ এভিনু হোটেলে কোনো কালেই কোনো গণক ছিলো না।

হোটেল-বারেও নয়। এমনকি নিউইয়ার্স ইভের দিনেও নয়। যে মহিলা জানতো আমি এই হোটেলে আসবোই, এমনকি আমি যে প্যান অ্যাম-এর ডাটা সেন্টারে আছি সেটাও হ্যারিকে বলেছে, ভবিষ্যৎবাণী করেছে আমার হাত দেখে, সোলারিনের তিন মাস আগেই একই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে–এমন কি, যে মহিলা আমার জন্ম তারিখ পর্যন্ত জানতো–তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

∞

অবশ্যই তার অস্তিত্ব ছিলো। এটা প্রমাণ করার জন্যে আমার কাছে তিন তিনজন সাক্ষীও আছে। কিন্তু এখন এতো কিছু জানার পর নিজের চোখকেই সন্দেহ করতে শুরু করেছি আমি।

তো সোমবার সকালে আমি আমার ভেঁজা চুলে নিয়ে তোয়ালে গায়ে পেচিয়ে টেলিফোনটা হাতে নিয়ে বসলাম নিমকে খোঁজার আশায়। এবার আমি আরো বেশি অবাক হলাম।

তার এনসারিং সার্ভিসে ফোন করতেই নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানির একটা রেকর্ডিং মেসেজ শুনতে পেলাম। নিমের নাম্বারটা নাকি ব্রুকলিন এক্সচেঞ্জে ট্রান্সফার হয়ে গেছে। সেই নতুন নাম্বারে ডায়াল করলাম। ভাবলাম, নিম এভাবে নাম্বার বদল করবে সেটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার। তার কারণ এই বিশ্বে যে তিনজনের কাছে তার পুরনো নাম্বারটা আছে তার মধ্যে আমি একজন। এতো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করার কোনো মানে বুঝি না।

নতুন নাম্বারটায় ফোন করে আবারো অবাক হলাম।

"রকাওয়ে গ্রিন্স হল," অপ্ররপ্রান্তে এক মহিলা বললো।

"আমি ড. নিমকে চাচ্ছিলাম।"

"আমাদের এখানে ড. নিম নামে কেউ থাকেন না," মিষ্টি করে বললো মহিলা। নিমের এনসারিং মেশিন সব সময়ই এরকম অস্বীকৃতি দিয়ে শুরু করে, তাই আমি একটু খুশিই হলাম। কিন্তু এরপর আবারো অবাক হবার পালা।

"ড. নিম। ড. লাডিসলাউস নিম," আমি পরিস্কার করে বললাম। "ম্যানহাটনের ইনফর্মেশন সার্ভিস আমাকে এই নাম্বারটা দিয়েছে।"

"এটা কি কোনো পুরুষ মানুষের নাম?" জিজ্ঞেস করলো মহিলা।

"হ্যা," কিছুটা অধৈর্য হয়ে বললাম। "আমি কি একটা মেসেজ রেখে যেতে

পারি আপনার কাছে? তার সাথে যোগাযোগ করাটা আমার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"ম্যাডাম," শীতলকণ্ঠে বললো মহিলা। "এটা কারমেলাইট কনভেন্ট! কেউ হয়তো আপনার সাথে মজা করার জন্যে এই নাম্বারটা দিয়েছে!" মহিলা ফোনটা রেখে দিলো।

আমি জানতাম নিম একজন অসামাজিক মানুষ, কিন্তু এটা তো অ্যাবসার্ড। হেয়ারড্রেসার বের করে চুল শুকাতে শুকাতে ভাবলাম এরপর কি করবো। কিছুক্ষণ পরই একটা আইডিয়া চলে এলো মাথায়।

কয়েক বছর আগে নিউইয়র্ক স্টকএক্সচেঞ্জে কম্পিউটার সিস্টেম ইনস্টল করেছিলো নিম। ওখানে যারা কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে তারা নিশ্চয় তাকে চেনে। সম্ভবত মাঝেমধ্যে নিম ওখানে গিয়ে দেখেও আসে তার ইনস্টল করা সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। ওখানকার ডিরেক্টর অব প্রোগ্রামের ম্যানেজারকে ফোন দিলাম।

"ড. নিম?" বললো ভদ্রলোক। "এ নাম তো কখনও শুনি নি। আপনি কি নিশ্চিত তিনি এখানে কাজ করতেন? তিন বছর ধরে এখানে কাজ করছি, কখনও এ নাম শুনি নি।"

"ঠিক আছে," ব্যর্থ মনোরথে বললাম। "যথেষ্ট হয়েছে। আমি আপনাদের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে চাই। তার নামটা কি?"

"নিউইয়র্ক স্টকএক্সচেঞ্জে কোনো প্রেসিডেন্ট নেই!" মনে হলো দাঁতে দাঁত পিষে কথাটা বললো ভদ্রলোক। *ধ্যাত্!*

"তাহলে কি আছে?" অনেকটা চিৎকার করেই বললাম। "কেউ না কেউ তো আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটি চালায়, নাকি?"

"আমাদের এখানে চেয়ারম্যান আছে," বিরক্ত হয়ে তার নামটাও বললো সে।

"বেশ, তাহলে কলটা উনার কাছে ফরোয়ার্ড করে দিন, প্লিজ।"

"ঠিক আছে, ম্যাম," বললো ভদ্রলোক। "আশা করি আপনি জানেন আপনি কি করতে যাচ্ছেন।"

অবশ্যই জানি। চেয়ারম্যানের সেক্রেটারি খুবই ভদ্র ব্যবহার করলো। মহিলা যেভাবে আমাকে প্রশ্ন করলো তাতে করে মনে হলো আমি সঠিক জায়গাতেই ফোন করেছি।

"ড. নিম?" একটু অদ্ভুত কণ্ঠে বললো মহিলা। "না...আমার মনে হয় না এ নামে কাউকে চিনি। এ মুহূর্তে চেয়ারম্যান দেশের বাইরে আছেন। আমি কি আপনার কাছ থেকে একটা মেসেজ রেখে দিতে পারি?"

"তাহলে তো ভালোই হয়," বললাম তাকে। নিমের মতো রহস্যময়

মানুষকে অনেক দিন ধরেই চিনি, সুতরাং মহিলার কথায় আমি আশাবাদী হয়ে উঠলাম। "ড. নিমের সাথে যোগাযোগ হলে দয়া করে তাকে বলবেন মিস ভেলিস রকাওয়ে গ্রিন্স কনভেন্টে তার কলের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। আরো বলবেন, রাতের মধ্যে তার কাছ থেকে কোনো রকম সাড়া না পেলে আমি বাধ্য হবো নানের শপথ নিতে।"

মহিলাকে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে ফোন রেখে দিলাম। এতে কাজ হবে, ভাবলাম আমি।

অবশেষে কন এডিসনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। লিলির মতো আমিও খালি পেটে কিছু কিছু জিনিসের মুখোমুখি হতে অপছন্দ করি, কন এডিসন হলো তার মধ্যে অন্যতম।

আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আধব্লক দূরেই লা গালেত্তে নামের ছোটোখাটো একটি ফরাসি রেস্টুরেন্ট আছে। ওখানকার জানালা দিয়ে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের ভবনটি খুব কাছ থেকে দেখা যায়। কমলার জুস, ব্ল্যাক কফি আর প্রুন ডেনিশ অর্ডার দিলাম।

নাস্তা চলে এলে আমি ব্রিফকেস খুলে কিছু নোটপেপার বের করে নিলাম। ওটাতে ঐ দিনের ঘটনাগুলো সময়ানুক্রমে লিখে রেখেছি।

সোলারিনের কাছে একটি সিক্রেট ফর্মুলা আছে, বেশ কিছুদিন তাকে রাশিয়ার বাইরে যেতে দেয়া হয় নি। বিগত পনেরো বছরে ফিস্ক কোনো টুর্নামেন্টে খেলে নি। আমাকে একটা সতর্কবার্তা দিয়েছিলো সোলারিন। তিন মাস আগে ঠিক ঐ গণক যে ভাষায় বলেছিলো সেও একই ভাষায় কথাটা বলেছে। খেলার মাঝখানে সোলারিন আর ফিস্কের মধ্যেও কিছু কথাবার্তা হয়েছে, তারপরই তারা একটা বিরতি নেয়। লিলি মনে করছে ফিস্ক প্রতারণা করেছিলো। সন্দেহজনক অবস্থায় ফিস্ককে মৃত পাওয়া গেছে। লিলির গাড়িতে দুটো বুলেট লেগেছে, একটা আমাদের আসার আগেই করা হয়েছিলো। তারপর গাড়ির সামনে আসতেই আরেকটা করা হয়। সল এবং ঐ গণক মহিলা উধাও হয়ে গেছে।

একটার সাথে আরেকটা খাপ খাচ্ছে না। যদিও এসব ঘটনা যে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত তার প্রচুর ক্লু আর ইঙ্গিত রয়েছে। আমি ভালো করেই জানি অনেক বেশি কাকতালীয় ঘটনার র‍্যান্ডম প্রোব্যাবিলিটি শূন্য হয়ে থাকে।

কফি শেষ করে প্রুন ডেনিশ খেতে শুরু করবো ঠিক তখনই তাকে আমি দেখলাম। জানালা দিয়ে জাতিসংঘের সদর দপ্তরটি দেখছিলাম, হঠাৎ আমার চোখে সেটা ধরে পড়ে। বাইরে পুরোপুরি সাদা পোশাকের এক লোক, হুডওয়ালা সোয়েটার, মুখটা নাকের নীচ থেকে সাদা রঙের মাফলার দিয়ে ঢাকা। একটা বাইসাইকেল ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছে।

খাবার খাওয়া বন্ধ করে বরফের মতো জমে গেলাম আমি। জাতিসংঘ ভবনের সামনে যে স্কয়ারটা আছে তার উল্টো দিকে একটা পেঁচানো সিঁড়ি দিয়ে বাইসাইকেলটা নিয়ে নামছে সে। তড়িঘড়ি টেবিলের উপর কিছু টাকা রেখে কাগজপত্রগুলো ব্রিফকেসে ভরে কাঁচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পাথরের সিঁড়ির ধাপগুলো বেশ পিচ্ছিল, বরফ আর পাথুরে লবনের আস্তরণ পড়ে গেছে সেগুলোর পৃষ্ঠদেশে। কোট আর ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে এলাম আমি। মোড়ের কাছে আসতেই দেখি বাইসাইকেলটা নেই। তড়িঘড়ি নামতে গিয়ে আমার জুতোর হিল আটকে গেলো বরফের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে হুমরি খেয়ে পড়ে গেলাম দুই তিন ধাপ নীচে। উপরের দিকে চেয়ে দেখি পাথরের দেয়ালে জিশুর একটা উক্তি খোদাই করে লেখা :

জাতির বিরুদ্ধে জাতি তলোয়াড় ধরবে না। যুদ্ধও করবে না।

সম্ভাবনা খুবই কম। উঠে দাঁড়ালাম আমি। মানুষ আর জাতিসমূহ সম্পর্কে জিশুর আরো বেশি ধারণা লাভ করা দরকার ছিলো। বিগত পাঁচ হাজার বছরে যুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীতে একটা দিনও অতিক্রান্ত হয় নি। ইতিমধ্যেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধীরা স্কয়ারে জমায়েত হতে শুরু করেছে। তাদের ঠেলেঠুলে আমি এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। আমি দেখতে চাই তারা জিশুর বাণীকে স্বার্থক করেছে।

ভাঙা হিল নিয়েই আইবিএম সিস্টেম রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভবনটা পেরিয়ে গেলাম। আমার থেকে পুরো এক ব্লক দূরে আছে লোকটা। এখন সে বাইসাইকেল চালাচ্ছে। ইউএন প্লাজার সামনে এসে ট্রাফিক সিগন্যালের জন্যে তাকে থামতে হলো কিছুক্ষণ।

আধব্লক যেতেই দেখতে পেলাম সিগন্যালটা বদলে গেলো। লোকটা এখন ধীরগতিতে প্যাডেল মারতে মারতে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। হাটার গতি বাড়িয়ে দিলাম কিন্তু মোড়ের কাছে আসতেই আবারো সিগন্যাল পড়ে গেলো। আমার চোখ রাস্তার ওপাশে বাইসাইকেল আরোহীর দিকে। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সে।

আবারো বাইসাইকেল থেকে নেমে প্লাজার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। ফাঁদে পড়ে গেছে! ভাস্কর্য উদ্যান থেকে বের হবার কোনো পথ নেই, সুতরাং আমি একটু শান্ত হলাম। সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করার সময় বুঝতে পারলাম আমি আসলে কী করছি।

গতকালই আমার চোখের সামনে সম্ভাব্য একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখেছি, তার কিছুক্ষণ পরই মাত্র কয়েক ফিট দূরে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করা হয় প্রকাশ্য দিবালোকে। এখন অচেনা এক লোকের পেছনে ছুটে চলেছি শুধুমাত্র এ কারণে যে লোকটা দেখতে হুবহু আমার আঁকা পেইন্টিংয়ের সেই বাইসাইকেল চালকের মতো। কিন্তু এটা কিভাবে হলো? ভেবেও কোনো সদুত্তর পেলাম না। সিগন্যাল বদল হলে আমি দুদিকের দুটো রাস্তার দিকে তাকালাম, তারপর এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে।

ইউএন প্লাজার রটআয়রনের গেটটা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। সাদা কংক্রিটের চত্বরে পাথরের একটি বেঞ্চে বসে কালো পোশাকের এক বৃদ্ধ মহিলা কবুতরদের দানা খাওয়াচ্ছে। কালো রঙের একটি শাল পেচিয়ে রেখেছে সে। উপুড় হয়ে দানা ছুঁড়ে মারছে কবুতরগুলোর দিকে। তার পাশেই বাইসাইকেল আরোহী লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

থমকে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখতে লাগলাম আমি। বুঝতে পারছি না কী করবো। কথা বলছে তারা। বৃদ্ধমহিলা আমার দিকে ঘুরে তাকালো, তারপর লোকটাকে কী যেনো বললো। আমার দিকে না তাকিয়েই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আরো সামনে এগিয়ে গেলো লোকটা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো নদী তীরবর্তী এলাকায়। আমি ছুটে গেলাম তার পেছন পেছন। কবুতরগুলো উড়াল দিতে শুরু করলো আমার সামনে। হাত দিয়ে মুখটা আড়াল করে দৌড়াতে লাগলাম।

চত্বরের বাইরে নদীর দিকে মুখ করে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উপহার দেয়া কৃষকের বিশাল একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি। আমার সামনে বরফাচ্ছিদ ইস্ট রিভার, নদীর ওপারে বিশাল কোকা-কোলার সাইনবোর্ড আর কতোগুলো চিমনি। তার ডান দিকে গার্ডেন, এর বিশাল লনের দু'দিকে বৃক্ষের সারি, পুরোটা এলাকাই বরফে ঢেকে আছে। সেখানে পায়ের কোনো ছাপ নেই। নদীর তীরবর্তী পাথর বিছানো পথ চলে গেছে, গার্ডেন আর এই পথের মাঝখানে রয়েছে ছোটো ছোটো ভাস্কর্য গাছ। ওখানে কেউ নেই।

লোকটা কোথায় গেলো? গার্ডেন থেকে বের হবার তো পথ নেই। আমি আবার ফিরে গেলাম প্লাজার সিঁড়িতে। চত্বরে গিয়ে দেখি বৃদ্ধমহিলাও নেই। তবে আবছায়া একটি অবয়ব দেখতে পেলাম ভিজিটর এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকছে। বাইরে বাইসাইকেল স্ট্যান্ডে লোকটার সাইকেল রাখা। কিভাবে আমার আগে এখানে চলে এলো সে? তড়িঘড়ি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম আমি। পুরো ফ্লোরটা ফাঁকা, কেবলমাত্র একজন গার্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিসেপশনের ওভাল ডেস্কে বসে থাকা তরুণীর সাথে কথা বলছে।

"এক্সকিউজ মি," আমি বললাম, "এইমাত্র এখানে কি সাদা সোয়েটার পরা কোনো লোক ঢুকেছে?"

"খেয়াল করি নি," বিরক্ত হয়ে বললো গার্ড।

"আপনি যদি এখানে কোথাও লুকোতে চান তাহলে কোথায় যাবেন?" জিজ্ঞেস করলাম। নড়েচড়ে উঠলো দু'জনেই। তারা আমাকে ভালো করে দেখতে লাগলো, যেনো আমি একজন সন্ত্রাসী। দ্রুত ব্যাখ্যা করলাম, "মানে, আপনি যদি একা থাকতে চান একটু প্রাইভেসি চান তাহলে কোথায় যাবেন?"

"মেডিটেশন রুমে," বললো গার্ড। "জায়গাটা খুব নিরিবিলি। ওই তো ওখানে।" বিশাল মার্বেল ফ্লোরের শেষ মাথায় একটি দরজা দেখিয়ে বললো।

ফ্লোরটা গোলাপী আর ধূসর বর্ণের চেক-চেক বর্গের। অনেকটা দাবাবোর্ডের মতো। দরজার পাশে স্টেইন্ডগ্লাসের জানালা আছে একটা। গার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে চলে গেলাম। মেডিটেশন রুমে ঢুকতেই পেছন থেকে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেলো।

ঘরটা বিশাল আর অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকটা ভূগর্ভস্থ কবরস্তানের মতো। ভেতরে বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো বেঞ্চের সারি। অন্ধকারে তাদের একটার সাথে ধাক্কা খেলাম। ঘরের মাঝখানে কফিন সদৃশ্য পাথরের একটি স্ল্যাব, পেন্সিল আকৃতির একটি স্পটলাইট তার উপরে পতিত হচ্ছে। পুরো ঘরটা স্তব্ধ, হিম-শীতল আর আদ্র। আমাকে চোখ বড় করে তাকাতে হচ্ছে।

একটা বেঞ্চে বসে পড়লে খ্যাচ করে শব্দ হলো। ব্রিফকেসটা বেঞ্চের পাশে রেখে পাথরের স্ল্যাবের দিকে তাকালাম, রহস্যজনকভাবেই আমি কাঁপছি। যেনো মোহাবিষ্টি হয়ে পড়েছি। সম্মোহিত হয়ে গেছি।

দরজাটা আস্তে করে খুলে গেলে সেটার ফাঁক দিয়ে কিছু আলো ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকালাম।

"চিৎকার করবে না," আমার পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। "আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না, তবে তোমাকে চুপ থাকতে হবে।"

কণ্ঠটা চিনতে পেরে আমার হৃদস্পন্দন লাফাতে শুরু করলো। ঝট করে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

ডিম লাইটের মৃদু আলোতে দাঁড়িয়ে আছে সোলারিন, পাথরের স্ল্যাবের উপর যে আলো সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে সোলারিনের সবুজ দু'চোখে। লাফ দিয়ে পিছু হটে পাথরের স্ল্যাবের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সামনে শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো সোলারিন। তার গায়ে সেদিনের সেই পোশাক। শুধু কালো রঙের চামড়ার একটি জ্যাকেট চাপিয়েছে তাতে।

"বসো," নীচুকণ্ঠে বললো সে। "আমার পাশে, এখানে। আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

আমার পা দুটো খুব দুর্বল লাগছে। সে যা বললো তাই করলাম, মুখে কিছু বললাম না।

"গতকাল আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার কথা শোনো নি। এখন তো বুঝতে পারছো আমি সত্যি বলেছিলাম। তুমি এবং লিলি র‍্যাড এই টুর্নামেন্ট থেকে দূরে থাকবে। যদি ফিস্কের মতো পরিণতি বরণ করতে না চাও।"

"আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন না উনি আত্মহত্যা করেছেন," ফিসফিসিয়ে বললাম আমি।

"বোকার মতো কথা বোলো না। তার ঘাড়টা কোনো এক্সপার্ট ভেঙে

দিয়েছে। আমিই তাকে শেষবারের মতো জীবিত দেখেছি। উনার স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিলো। অথচ দুই মিনিট পরই মারা গেলেন। সেইসাথে তার সাথে থাকা একটা জিনিসও উধাও হয়ে গেলো—"

"যদি না আপনি তাকে খুন করেন," তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম। তার হাসিটা একেবারেই দুর্বোধ্য। একটু ঝুঁকে আলতো করে আমার কাঁধে হাত রাখলো সে। এক ধরণের উষ্ণতা যেনো তার হাত থেকে আমার শরীরে বয়ে গেলো।

"আমাদের দু'জনকে একসাথে দেখে ফেললে আমার খুব বিপদ হবে। সুতরাং আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। আমি তোমার বান্ধবীর গাড়িতে গুলি করি নি। তবে ড্রাইভারের উধাও হয়ে যাওয়াটা কোনো দুর্ঘটনা নয়।"

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। লিলি আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কথাটা কাউকে বলবো না। সোলারিন কিভাবে এটা জানতে পারলো যদি না সে কাজটা করে থাকে?

"আপনি কি জানেন সলের কি হয়েছে? কে গুলি করেছে তাও কি জানেন?"

আমার দিকে তাকালো সোলারিন কিন্তু কিছু বললো না। এখনও আমার কাঁধে তার হাত। আমার দিকে সুন্দর করে হেসে কাঁধটা আরো শক্ত করে ধরলো সে। হাসলে তাকে ছোটো বাচ্চাদের মতো লাগে।

"তারা তোমার ব্যাপারে ঠিকই বলেছে," শান্তকণ্ঠে বললো। "তুমিই সেই জন।"

"কারা ঠিক বলেছে? আপনি কিছু জিনিস জানেন কিন্তু আমাকে বলছেন না," বিরক্ত হয়েই বললাম তাকে। "আমাকে সাবধান করে দিলেন অথচ তার কারণটা বললেন না। আপনি কি ঐ গণককে চেনেন?"

চট করে আমার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো সোলারিন। তবে আমি থামলাম না।

"আপনি জানেন," বললাম তাকে। "বাইসাইকেলের ঐ লোকটা কে? আপনি যদি আমাকে ফলো করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তাকে দেখেছেন! আপনি আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে ফলো করে যাচ্ছেন, অথচ কেন করছেন সে ব্যাপারে আমাকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেছেন? আপনি কি চান? এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক?" নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামলাম। দেখতে পেলাম সোলারিন আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

"আমি জানি না কতোটা তোমাকে বলতে পারবো," বললো সে। তার কণ্ঠটা খুব কোমল শোনালো। আর প্রথমবারের মতো আমি তার ইংরেজি বাচনভঙ্গিতে স্লাভিচ টান টের পেলাম। "তোমাকে যা-ই বলি না কেন সেটা তোমাকে আরো বেশি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে দেবে। আমি শুধু তোমাকে বলবো, আমার

কথা বিশ্বাস করো। তোমার সাথে কথা বলে এরইমধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি।"

আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে সে আমার চুলে হাত বোলাতে লাগলো। যেনো আমি কোনো বাচ্চা মেয়ে। "এই দাবা টুর্নামেন্ট থেকে তোমাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। কাউকে বিশ্বাস কোরো না। তোমার পক্ষে ক্ষমতাশালী বন্ধুরা আছে, কিন্তু তুমি জানো না কোন্ খেলা তুমি খেলছো..."

"কোন্ সাইডে খেলছি?" আমি বললাম। "আমি তো কোনো খেলা খেলছি না।"

"অবশ্যই খেলছো," আমাকে যেনো জড়িয়ে ধরবে এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললো সে। "তুমি দাবা খেলছো। তবে চিন্তা কোরো না। আমি এই খেলার একজন মাস্টার। আমি আছি তোমার পক্ষে।"

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। আমিও সম্মোহিতের মতো তার পেছন পেছন গেলাম। দরজার কাছে পৌছানো মাত্রই সোলারিন দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, হয়তো মনে করছে কেউ ভেতরে আসছে। তারপর আমার দিকে তাকালো সে। কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

জ্যাকেটের ভেতরে একহাত ঢুকিয়ে সোলারিন আমাকে দরজা খুলে বাইরে যাবার ইশারা করলো। এক ঝলক দেখতে পেলাম তার জ্যাকেটের নীচে একটা অস্ত্র আছে। ঢোক গিলে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম, পেছন ফিরে আর তাকালাম না।

লবির কাঁচের দেয়ালগুলো ভেদ করে বাইরের চকচকে রোদ ঢুকে পড়েছে। বের হবার পথের দিকে এগিয়ে গেলাম দ্রুত। প্লাজার খোলা চত্বরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম ইস্ট রিভার ড্রাইভের দিকে।

ডেলিগেট এন্ট্রান্সের কাছে এসে হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমি আমার ব্রিফকেসটা মেডিটেশন রুমে ফেলে চলে এসেছি। ওটাতে শুধু আমার লাইব্রেরির বই-ই নেই, আছে গতকালকের ঘটনার নোটগুলোও।

দারুণ। সোলারিন যদি ওটা হাতে পেয়ে যায়, নোটগুলো পড়ে দেখে তাহলে সে বুঝতে পারবে আমি এখনও ঐ ঘটনাটা নিয়ে তদন্ত করে যাচ্ছি। নিজেকে গালি দিলাম মনে মনে। জুতোর ভাঙা হিল নিয়েই ফিরে গেলাম ইউএন প্লাজার দিকে।

লবিতে ঢুকে দেখি রিসেপশনিস্ট একজন ভিজিটরের সাথে কথা বলছে তবে গার্ড লোকটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। নিজেকে আশ্বস্ত করলাম, ঐ ঘরে একা একা ফিরে যাওয়াটা মোটেও ভয়ের কোনো ব্যাপার হবে না। পুরো লবিটা ফাঁকা–পেচানো সিঁড়িটা দেখতে পেলাম। ওখানেও কেউ নেই।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ঢুকে পড়লাম মেডিটেশন রুমের ভেতর।

মৃদু আলোর ঘরটায় আমার চোখ সয়ে নিতে কয়েক সেকেন্ড লাগলো। ঘরে সোলারিন নেই। নেই আমার ব্রিফকেসটাও। কিন্তু পাথরের স্ল্যাবের উপর পড়ে আছে একটা মৃতদেহ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম প্রচণ্ড ভীতি নিয়ে। হাত-পা ছড়িয়ে থাকা বিশাল দেহটার গায়ে শফারের পোশাক। আমার রক্ত হিম হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। কানে ভো ভো শব্দ শুনতে পেলাম। গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেলাম সামনে।

স্পটলাইটের আলোতে যে মুখটা দেখতে পেলাম সেটা আর কারোর নয়, লিলির ড্রাইভার সলের! মরে পড়ে আছে সে। এর আগে জীবনে কখনও আমি মৃতদেহ দেখি নি। এমন কি শেষকৃত্যের সময়েও না। বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো আমার।

ঠিক তখনই একটা কথা মাথায় হুট করে চলে এলো : সল তো এখানে নিজে নিজে আসে নি। তাকে অন্য কেউ বয়ে নিয়ে এসেছে। যারা তাকে নিয়ে এসেছে তারা পাঁচ মিনিট আগেও এখানেই ছিলো, এই ঘরে!

দৌড়ে চলে এলাম লবিতে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটি এখনও ভিজিটরের সাথে কথা বলে যাচ্ছে। অল্প সময়ের জন্যে অমার মনে হলো কথাটা তাদেরকে জানাই, কিন্তু পরক্ষণেই মত পাল্টালাম। আমার বান্ধবীর ড্রাইভার ওখানে যখন মরে পড়ে আছে ঠিক তখনই আমি কিভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলাম, এটা সবাইকে বোঝানো কঠিন হয়ে যাবে। আগের দিনই বা কেমন করে, কাকতালীয়ভাবে টুর্নামেন্টের মৃত্যুর ঘটনায় আমি ছিলাম সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। এই মৃত ড্রাইভারও তখন ওখানে ছিলো, এটাও তারা জেনে যাবে। আমাদের গাড়িতে দুটো গুলি করা হয়েছিলো সেটা কেন আমরা পুলিশকে জানালাম না তাও তো জানতে চাইবে।

অনিচ্ছায় অনেকটা বিপর্যস্ত অবস্থায় ইউএন প্লাজা থেকে ফিরে এলাম আমি। জানি পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত ছিলো কিন্তু খুব আতঙ্কে আছি। আমি ঐ ঘর থেকে চলে যাবার পর পরই সলকে হত্যা করা হয়েছে। দাবা টুর্নামেন্টে একটা বিরতির সময়ে ফিস্ক মারা গেছেন। দুটো ক্ষেত্রেই ভিকটিম দু'জন পাবলিক প্লেসে ছিলো। তাদের চারপাশে ছিলো অনেক মানুষ। দুটো ঘটনার সময়ই সোলারিন ছিলো তাদের খুব কাছে। তার কাছে একটা অস্ত্রও আছে, আমি নিজে সেটা দেখেছি।

তাহলে আমরা দাবা খেলছি। যদি তাই হয়ে থাকে আমাকে এর নিয়মটাও জেনে নিতে হবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে হেটে নিজের উষ্ণ অফিসে ফিরে আসার সময় আমর মধ্যে শুধু ভীতি আর হতবিহ্বলতাই কাজ করে নি, একটা বিষয়ে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হয়ে উঠলাম আমি। এই খেলাটাকে ঘিরে যে রহস্যময়তার চাদর জড়িয়ে আছে সেটা ভেদ করবো। এই খেলার নিয়ম আর খেলোয়াড়দের

চিহ্নিত করবো, খুব জলদি। কারণ দ্রুত চাল দেয়া হচ্ছে। তবে আমার থেকে ত্রিশ ব্লক দূরে যে চালটা দেয়া হচ্ছে সেটার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এই চালটা আমার জীবনের গতিধারা বদলে দিতে যাচ্ছে...

∞

"ব্রদস্কি তো রেগেমেগে একাকার হয়ে আছেন," নার্ভাস হয়ে বললো গোগল। সোলারিনকে ঢুকতে দেখেই অ্যালগোনকুইন হোটেলের লবির চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। "আপনি কোথায় ছিলেন?" জানতে চাইলো গোগল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে।

"একটু মুক্ত বাতাস নিতে গেছিলাম," শান্তকণ্ঠে বললো সোলারিন। "এটা সোভিয়েত রাশিয়া নয়, বুঝলে। নিউইয়র্কের লোকজন নিঃশঙ্কচিত্তে পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়, তারা জানে সরকারী লোকজন সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তাদের গতিবিধি নজরদারি করার জন্য। সে কি মনে করেছে আমি পালিয়ে গেছি?"

গোগল একটুও হাসলো না। "উনি খুব আপসেট হয়ে আছেন।" নার্ভাসভাবে লবির আশেপাশে তাকালো সে, যদিও বেশ দূরে চা পান করতে থাকা এক বয়স্ক মহিলা ছাড়া অন্য কেউ নেই। "হারমানোল্ড আজ সকালে বলেছেন ফিস্কের মৃত্যুর আসল কারণ জানার আগপর্যন্ত টুর্নামেন্ট বন্ধ থাকবে। ফিস্কের ঘাড় নাকি মটকানো ছিলো।"

"আমি জানি," গোগলের হাতটা ধরে কাছের একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসালো সোলারিন। টেবিলে চা-পাত্র রাখা আছে। তারা সেই চা পান করতে শুরু করলো। "মনে রাখবে লাশটা আমি দেখেছি।"

"এটাই হলো সমস্যা," বললো গোগল। "দুর্ঘটনাটি ঘটার ঠিক আগ মুহূর্তে আপনি তার সাথেই ছিলেন। এটা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। আমাদের দিকে কোনো রকম মনোযোগ তৈরি হোক সেটা আমরা চাই না। এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি ইনভেস্টিগেশন শুরু হয় তাহলে সবার আগে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তারা।"

"তুমি কেন আমাকে ভড়কে দিচ্ছো?" বললো সোলারিন।

একটা সুগার কিউব দাঁতের ফাঁকে আটকে রেখে গোগল চা পান করলো। কোনো কথা বললো না সে।

দূরের টেবিলে বসা বৃদ্ধমহিলা হেলেদুলে তাদের টেবিলের কাছে চলে এলো। মহিলার গায়ের পোশাক কালো, হাতে একটা লাঠি। তার দিকে তাকালো গোগল।

"এক্সকিউজ মি," তাদের দু'জনকে মিষ্টি করে বললো মহিলা। "তারা

আমার চায়ে কোনো স্যাকারিন দেয় নি, আর আমি চিনিও খেতে পারছি না ডায়বেটিসের কারণে। আপনাদের কাছে কি স্যাকারিনের প্যাকেট হবে?"

"নিশ্চয়," বললো সোলারিন। ট্রে'তে থাকা সুগার বোল থেকে কয়েকটি গোলাপি রঙের ছোটো ছোটো প্যাকেট বের করে মহিলার কাছে দিয়ে দিলো। তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলো মহিলা।

"খাইছে," লিফটের দিকে তাকিয়ে আৎকে উঠে বললো গোগল। ওখান থেকে ব্রদস্কি ধাই ধাই করে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। "আপনি ফিরে আসলে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে নিয়ে যাবার কথা ছিলো।" হুট করে উঠে দাঁড়ালো সে, চায়ের ট্রে'টা আরেকটুর জন্যে উল্টে পড়েই যেতো। সোলারিন অবশ্য নিজের চেয়ারেই বসে রইলো।

ব্রদস্কি খুব লম্বা, বেশ পেশীবহুল আর রোদে পোড়া চামড়া। নেভি পিন-স্ট্রাইপ সুট আর সিল্কের টাইয়ে তাকে দেখে মনে হয় কোনো ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ী। বেশ আগ্রাসীভাবে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। সোলারিনের সামনে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিলো। বসে থেকেই হাতটা মেলানোর পর চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে পড়লো ব্রদস্কি।

"তোমার উধাও হয়ে যাবার কথা আমি সেক্রেটারিকে জানাতে বাধ্য হয়েছি," ব্রদস্কি বলতে শুরু করলো।

"আমি তো উধাও হয়ে যায় নি। একটু হাটাহাটি করতে গেছিলাম।"

"মনে হচ্ছে কিছু কেনাকাটাও করেছো?" বললো ব্রদস্কি। "ব্রিফকেসটা তো দারুণ সুন্দর। কোত্থেকে কিনলে?" সোলারিনের পাশে থাকা ব্রিফকেসটায় হাত বোলালো সে। গোগল অবশ্য আগে লক্ষ্য করে নি। "ইতালিয়ান চামড়ার। সোভিয়েত দাবা খেলোয়াড়ের জন্যে বেশ মানানসই জিনিস," পরিহাসের সাথে বললো। "এর ভেতরে কি আছে সেটা যদি দেখি তুমি কি কিছু মনে করবে?"

কাঁধ তুললো সোলারিন। ব্রিফকেসটা কোলের উপর রেখে খুলে ফেললো ব্রদস্কি। ভেতরের জিনিসপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো সে।

"ভালো কথা, আমি আসার ঠিক আগে তোমাদের টেবিল থেকে যে মহিলাকে চলে যেতে দেখলাম সে কে?"

"এক বুড়ো মহিলা," বললো গোগল। "চায়ের জন্যে একটু স্যাকারিন নিতে এসেছিলো।"

"তার নিশ্চয় ওটা খুব দরকার ছিলো না," ব্রিফকেসের কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে বললো ব্রদস্কি। "আমি আসামাত্রই মহিলা এখান থেকে চলে গেছে।" গোগল চেয়ে দেখলো মহিলা তার টেবিলে নেই, তবে টি-পটটা পড়ে আছে টেবিলে।

ব্রদস্কি কাগজপত্রগুলো ব্রিফকেসে রেখে সোলারিনের কাছে সেটা দিয়ে

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে তাকালো গোগলের দিকে।

"গোগল, তুমি আস্ত একটা বোকা," স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো সে। "এই নিয়ে তিন তিনবার আমাদের মহামূল্যবান গ্র্যান্ডমাস্টার তোমাকে ফাঁকি দিলো। প্রথমত, খুন হবার আগে ফিস্ককে সে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো। দ্বিতীয়ত, এই ব্রিফকেসটা তুলে আনার সময়। যেটাতে অপ্রয়োজনীয় কাগজ, বইপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি নিশ্চিত, এরইমধ্যে মূল্যবান জিনিস সে সরিয়ে ফেলেছে। আর এখন, তোমার নাকের ডগার উপর দিয়ে এখানে বসে থেকেই একজন এজেন্টকে চিরকুট চালান করে দিলো!"

আরক্তিম হয়ে উঠলো গোগলের মুখ, নামিয়ে রাখলো চায়ের কাপটা।

"তবে আমি আপনাকে আশ্বস্ত–"

"রাখো তোমার আশ্বস্ত," কাটাকাটাভাবে বললো ব্রদস্কি। সোলারিনের দিকে ফিরলো সে। "সেক্রেটারি বলেছেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট পেতে হবে নইলে ফিরে যেতে হবে রাশিয়ায়। এই টুর্নামেন্টটা যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে আমাদের কভারটা ভেঙে পড়বে, এই ঝুঁকি উনি নিতে পারেন না। আমরা নিউইয়র্কে বসে ইতালিয়ান ব্রিফকেস কেনার জন্যে শপিং করে বেড়াচ্ছি এ কথাটা উনি জানতে পারলে ভালো হবে না," নাক সিঁটকে বললো সে। "গ্র্যান্ডমাস্টার, তোমার সোর্সদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তোমার হাতে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে।"

ব্রদস্কির চোখে চোখ রাখলো সোলারিন। তারপর শীতল হাসি দিলো সে। "আপনি সেক্রেটারিকে জানাতে পারেন আমরা ইতিমধ্যেই কন্ট্যাক্টের সাথে যোগাযোগ করে ফেলেছি, মাই ডিয়ার ব্রদস্কি," সে বললো।

কিছুই বললো না ব্রদস্কি। সোলারিন এরপর কি বলে সেজন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু সোলারিনকে চুপ থাকতে দেখে সে হিসহিসিয়ে বললো, "আমাদেরকে সাসপেন্সের মধ্যে রাখবে না।"

কোলের উপর রাখা ব্রিফকেসটার দিকে তাকিয়ে ব্রদস্কির দিকে ফিরলো সোলারিন। তার মুখ নির্বিকার। যেনো মুখোশ পরে আছে।

"ঘুঁটিগুলো আলজেরিয়াতে আছে," বললো সে।

∞

দুপুরের মধ্যে আমার অবস্থা একেবারে যা তা হয়ে গেলো। নিমকে ফোনে পাবার চেষ্টা করে গেলাম উদভ্রান্তের মতো কিন্তু পেলাম না। চোখের সামনে শুধু সলের মৃতদেহটা দেখতে লাগলাম। এইসব ঘটনার মানে কী ভেবে ভেবে আরো বেশি উদভ্রান্ত হয়ে পড়লাম আমি।

কন এডিসনে নিজের অফিসের দরজা লক করে জানালা দিয়ে ইউএন

ভবনের প্রবেশপথটা দেখতে লাগলাম, রেডিও ছেড়ে প্রায় সব স্টেশনের খবর শুনলাম, কিন্তু কোথাও সলের খবরটা পেলাম না। ইউএন ভবনে পুলিশের গাড়ি ছুটে যেতেও দেখলাম না।

লিলিকে ফোন করলাম কিন্তু সে বাইরে বেরিয়ে গেছে। হ্যারির অফিস থেকে আমাকে বলা হলো সে নাকি জরুরি একটা কাজে বাফেলোতে গেছে, রাতের আগে ফিরবে না। পুলিশকে নিজের পরিচয় লুকিয়ে ফোন করার কথাও ভাবলাম কিন্তু ভালো করেই জানি লাশটা খুঁজে পাবার পর তারা আমার উপস্থিতির কথাটাও জেনে যাবে।

দুপুরের পর আমি আমার সেক্রেটারিকে দিয়ে কিছু স্যান্ডউইচ কিনে আনতে পাঠালাম। ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠলো। আমার বস লিসেল ফোন করেছে। তাকে খুশি বলে মনে হলো আমার।

"আপনার টিকেট এসে গেছে, ভেলিস," বললো সে। "আগামী সোমবার প্যারিসে যাচ্ছেন। ওখানে এক রাত থেকে চলে যাবেন আলজিয়ার্সে। আজ দুপুরে আমি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে টিকেট আর সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে?" তাকে আমি বললাম ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিক।

"আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে না খুশি হয়েছেন, ভেলিস। ঐ অন্ধকার মহাদেশে যাবার ব্যাপারে দ্বিতীয় কোনো চিন্তাভাবনা করবেন নাকি?"

"মোটেই না," বেশ দৃঢ়তার সাথে বললাম আমি। "এটাকে আমি অবকাশ হিসেবে ব্যবহার করবো। নিউইয়র্কে থাকতে থাকতে হাপিয়ে উঠেছি।"

"বেশ ভালো। তাহলে আপনার যাত্রা শুভ হোক। *বন ভয়েজ।* পরে আবার বলবেন না আমি আপনাকে সাবধান করে দেই নি।"

ফোনটা রেখে দিলাম আমি। কয়েক মিনিট পরই আমার সেক্রেটারি ফিরে এলো স্যান্ডউইচ আর দুধ নিয়ে। দরজা বন্ধ করে স্যান্ডউইচে কয়েক কামড় দেবার পরই খাওয়ার রুচি হলো না। তেল ব্যবসার উপরে বইপুস্তক পড়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেললাম। চুপচাপ নিজের ডেস্কে বসে রইলাম আমি।

বেলা তিনটার দিকে সেক্রেটারি আবার দরজায় নক করে ঢুকলো। তার হাতে একটা ব্রিফকেস।

"নীচের তলায় গার্ডের কাছে এই ব্রিফকেসটা রেখে গেছে এক লোক," মেয়েটা আমায় বললো। "সাথে একটা নোটও দিয়েছে।" নোটটা আমি কাঁপা কাঁপা হাতে নিয়ে সেক্রেটারির চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।

দরজা বন্ধ করেই পেপার নাইফ দিয়ে এনভেলপটা ছিঁড়ে নোটটা বের করলাম।

"তোমার কিছু কাগজ আমি সরিয়ে রেখেছি," নোটে বলা আছে। "দয়া করে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে একা যেও না।" কোনো স্বাক্ষর নেই। তবে আমি বুঝতে

পারলাম নোটটা কে পাঠিয়েছে। নোটটা পকেটে রেখে ব্রিফকেসটা খুলে দেখি সব কিছুই ঠিকঠাক আছে শুধু সোলারিনের উপরে যে নোটটা লিখেছিলাম সেটা নেই।

∞

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময়ও আমি অফিসে বসে রইলাম। সেক্রেটারি টাইপরাইটারের সামনে বসে আছে, যদিও অফিসের প্রায় সবাই চলে গেছে এ সময়। মেয়েটাকে খামোখা একটা কাজ দিয়ে বসিয়ে রেখেছি যাতে করে আমি একা না হয়ে যাই। ভাবছি আমার অ্যাপার্টমেন্টে কিভাবে যাবো। এখান থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে ওটা। মনে হচ্ছে ক্যাব ডাকাটা বোকামি হবে।

সুইপার এসে গেছে অফিসঘরগুলো পরিস্কার করার জন্য। একটা অ্যাস্ট্রে যখন আমার ওয়েস্টবাস্কেটে ফেলছে সে তখনই ফোনটা বেজে উঠলো। তড়িঘড়ি ফোনটা তুলতে গিয়ে সেটা ডেস্ক থেকে প্রায় ফেলেই দিতে যাচ্ছিলাম।

"অনেক কাজ করছো মনে হয়, তাই না?" পরিচিত একটা কণ্ঠ বললো। কণ্ঠটা শুনতে পেয়ে যারপরনাই স্বস্তি পেলাম।

"এটা যদি সিস্টার নিম না হয়ে থাকে," নিজের কণ্ঠটা নিয়ন্ত্রনে এনে বললাম, "তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি একটু দেরিতে ফোন করেছো। অফিস থেকে এইমাত্র বের হতে যাচ্ছিলাম। আমি এখন জিশুর একজন নান হয়ে গেছি।"

"এটা নির্ঘাত একই সাথে করুণা আর অপচয় বলে মনে হচ্ছে," খুশি হয়ে বললো নিম।

"তুমি কি করে জানলে এতো দেরি করে আমি অফিসে থাকবো আজ?" জানতে চাইলাম।

"তোমার মতো কাজপাগল মেয়ে এই শীতের দিনে আর কোথায় যাবে?" বললো সে। "এতোক্ষণে তুমি নিশ্চয় বিশ্বের তেল সরবরাহ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছিলে...এখন বলো কেমন আছো, মাই ডিয়ার? বুঝতে পারছি আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছো।" সুইপার লোকটা চলে যাবার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি।

"কী আর বলবো, ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি," বলতে শুরু করলাম।

"এটাই তো স্বাভাবিক। তুমি সব সময়ই সমস্যার মধ্যে থাকো," শীতলকণ্ঠে বললো নিম। "এ কারণেই তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে।"

আমার অফিসের কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে সেক্রেটারি মেয়েটাকে দেখলাম।

"আমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি," চাপা কণ্ঠে বললাম তাকে। "বিগত দু'দিনে বলতে গেলে আমার চোখের সামনে দু দু'জন লোক খুন হয়ে গেছে! আমাকে

সাবধান করে বলা হয়েছে এর সাথে নাকি আমার দাবা খেলা দেখতে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে–"

"ওয়াও," বললো নিম। "তুমি করছোটা কি, মোটা কাপড়ের মধ্য দিয়ে কথা বলছো নাকি? তোমার কথা তো শুনতেই পাচ্ছি না। তোমাকে কে সাবধান করেছে? জোরে বলো।"

"এক গণক আমাকে বলেছিলো আমি বিপদে পড়বো," তাকে বললাম। "আর এখন সেটাই সত্যি হয়ে গেছে। এইসব খুনখারাবি–"

"মাই ডিয়ার ক্যাট," হাসতে হাসতে বললো নিম। "একজন গণক?"

"কেবল ঐ মহিলাই নয়," বললাম আমি। "তুমি কি আলেক্সান্ডার সোলারিনের নাম শুনেছো?" কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইলো নিম।

"দাবা খেলোয়াড়?" অবশেষে বললো সে।

"সে আমাকে বলেছে..." আমার গলা ধরে এলো, ভালো করেই জানি এখন যা বলবো সেটা যেকোনো কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করতে চাইবে না। আষাঢ়ের গল্প বলে মনে হবে।

"তুমি কি করে আলেক্সান্ডার সোলারিনকে চেনো?" জানতে চাইলো নিম।

"গতকাল আমি একটা দাবা টুর্নামেন্টে গেছিলাম। সেখানেই সোলারিন আমার কাছে এসে বলেছে আমি বিপদের মধ্যে আছি। কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছিলো সে।"

"সম্ভবত তোমাকে অন্য কেউ ভেবে এটা বলেছে," বললো নিম। তবে তার কথা শুনে মনে হলো কেমন জানি উদাস হয়ে গেছে।

"হয়তো," স্বীকার করলাম আমি। "কিন্তু আজ সকালে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে সে আমাকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছে–"

"একটু দাঁড়াও," বাধা দিয়ে বললো নিম। "আমার মনে হয় আমি সমস্যাটা বুঝতে পেরেছি। গণক আর রাশিয়ান দাবা খেলোয়াড় তোমাকে রহস্যময় সতর্কবাণী দিয়েছে। তোমার চোখের সামনে লাশ ভেসে বেড়াচ্ছে। আজ তুমি কি খেয়েছো?"

"উম। স্যান্ডউইচ আর কিছু দুধ।"

"খাদ্যাভাব প্যারানইয়াকে উসকে দেয়," খুশিমনে বললো নিম। "তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নীচে চলে আসো, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার অফিসের নীচে গাড়ি নিয়ে আসছি। আমরা দু'জন পেট ভরে ভালো কিছু খাবার খাবো তারপর দেখবে এইসব ফ্যান্টাসি উধাও হয়ে গেছে।"

"ওগুলো কোনো ফ্যান্টাসি নয়," বললাম আমি। যদিও নিম আসছে বলে বেশ স্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। নিদেনপক্ষে নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছাতে পারবো।"

"এটার বিচার করবো আমি," জবাবে বললো সে। "এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে তোমাকে খুব হালকাপাতলা দেখাচ্ছে। তবে যে লাল রঙের সুটটা পরে আছো সেটাতে বেশ আকর্ষণীয় লাগছে তোমাকে।"

অফিসের চারপাশে তাকালাম, তারপর জানালা দিয়ে নীচের রাস্তার দিকে। অন্ধকার হয়ে আসছে। সবেমাত্র জ্বলে উঠেছে স্ট্রিটল্যাম্পগুলো। তবে ফুটপাতে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বাসস্ট্যান্ডের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম সেটার পাশে একটা ফোনবুথের ভেতর থেকে একজন আমার দিকে হাত নাড়াচ্ছে।

"ভালো কথা, মাই ডিয়ার," ফোনে বললো নিম, "তুমি যদি বিপদ-আপদ নিয়ে এতোটাই চিন্তিত থাকো তাহলে সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিয়ে জানালার সামনে এভাবে না দাঁড়ানোই ভালো। এটা নিছক সাজেশন, অন্য কিছু না।" কথাটা বলেই সে ফোন রেখে দিলো।

∞

নিমের গাঢ় সবুজ রঙের মরগান গাড়িটা কন এডিসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দৌড়ে উঠে পড়লাম তাতে।

নিম পরে আছে রঙচটা জিন্স আর দামি ইতালিয়ান লেদার জ্যাকেট। গলায় সাদা রঙের একটা সিল্কের স্কার্ফ পেচানো। তার মাথার চুলগুলো ছোটো ছোটো করে ছাটা।

"আমরা তোমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামবো যাতে করে তুমি গরম কোনো কিছু পরে নিতে পারো," বললো নিম। "তাছাড়া ভেতরে কেউ ঢুকেছে কিনা সেটাও দেখে আসা যাবে।" তার চোখ দুটো অদ্ভুত জেনেটিক স্বাক্ষর বহন করছে। দুটোর রঙ দু'রকম। একটা ধূসর আরেকটা নীল। সেই চোখে আমার দিকে যখন তাকায় একটু অস্বস্তি বোধ করি।

আমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়িটা থামলে নিম গাড়ি থেকে নেমে এসে দাড়োয়ান বসওয়েলের হাতে বিশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিলো।

"আমরা খুব অল্প সময় থাকবো, গুডফেলো," বললো নিম। "গাড়িটা একটু দেখে রেখো, কেমন? এটা নিছক কোনো গাড়ি নয়, এটা আমার পারিবারিক ঐতিহ্য।"

"অবশ্যই স্যার," ভদ্রভাবে বললো বসওয়েল।

ডেস্ক থেকে আমার মেইলটা নিয়ে নিলাম। ফুলব্রাইট কোন থেকে পাঠানো হয়েছে সেটা। এর ভেতরেই আছে প্লেনের টিকেটসহ অন্যান্য কাগজপত্র। নিম আর আমি লিফটে করে চলে এলাম আমার অ্যাপার্টমেন্টে।

নিম আমার দরজার দিকে তাকিয়ে বললো ভেতরে কেউ ঢোকে নি। কেউ যদি আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতো তাহলে চাবি ছাড়া ঢুকতে পারতো না।

নিউইয়র্কের অন্যসব অ্যাপার্টমেন্টের মতো আমার দরজা দুই ইঞ্চির স্টিলের, আর লকটি ডাবল ডেড বোল্টের।

আমাকে নিয়ে ভেতরে লিভিংরুমে চলে এলো নিম।

"আমি বলি কি, মাসে একবার কাজের লোক দিয়ে ঝাড়ামোছা করে নিতে পারো," বললো সে। "তোমার ঘরে এতো বিশাল কালেকশান আছে অথচ ধুলোয় মলিন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।" বইয়ের স্তুপ থেকে একটা বই তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলো সে।

ক্লোজেট হাতরিয়ে একটা খাকি প্যান্ট, আইরিশ ফিশারম্যান সোয়েটার বের করে নিলাম। জামা পাল্টানোর জন্য যখন বাথরুমে যাবো দেখতে পেলাম পিয়ানোর সামনে বসে আনমনে টুংটাং করছে নিম।

"তুমি কি এটা বাজাতে পারো?" আমার উদ্দেশ্যে বললো সে। "আমি দেখতে পাচ্ছি কি-গুলো একদম পরিস্কার।"

"আমি সঙ্গিতের উপর মেজর করেছি," বাথরুম থেকে বললাম। "ইঞ্জিনিয়ার আর পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রদের তুলনায় মিউজিশিয়ানরা ভালো কম্পিউটার এক্সপার্ট হয়ে থাকে।" নিমের রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পদার্থবিজ্ঞানের ডিগ্রি। জামা পাল্টাচ্ছি যখন তখন লিভিংরুম থেকে কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। জামা পাল্টে এসে দেখি নিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার বাইসাইকেল আরোহী পেইন্টিংটা দেখছে। ওটা আমি দেয়ালে উল্টে রেখে গেছিলাম।

"সাবধানে ধোরো," তাকে বললাম। "এখনও ভেজা আছে।"

"তুমি এঁকেছো?" ছবিটার দিকে চেয়ে থেকেই বললো সে।

"এটাই তো আমাকে এইসব সমস্যায় ফেলেছে," তাকে বললাম। "ছবিটা আঁকার পর ঠিক এরকমই এক লোককে আমি দেখেছি। তাই তাকে অনুসরণ করি আমি..."

"তুমি কি করেছো?" চমকে উঠে আমার দিকে তাকালো নিম।

পিয়ানোর বেঞ্চে বসে পুরো গল্পটা বললাম তাকে। শুরু করলাম লিলি তার কুকুর নিয়ে আমার এখানে আসা থেকে। এবার নিম আমাকে কথার মাঝখানে বাধা দিলো না। কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে পেইন্টিংটার দিকে চকিতে তাকালো সে। শেষ করলাম গণক আর গতরাতে ফিফথ এভিনু হোটেলে গিয়ে কী শুনেছি তা বলে। মহিলার কোনো অস্তিত্বই নাকি নেই। আমার কথা বলা শেষ হলে নিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। আমি ক্লোজেট থেকে রাইডিং বুট বের করে পরতে শুরু করলাম।

"তুমি যদি কিছু মনে না করো," কী ভেবে যেনো বললো নিম, "আমি এই পেইন্টিংটা কয়েক দিনের জন্য ধার নিতে চাচ্ছি।" ছবিটা দেয়াল থেকে খুলে নিলো সে। "গণকের কাছ থেকে শোনা ঐ কবিতাটি কি তোমার কাছে আছে?"

"এখানেই আশেপাশে কোথাও আছে," ঘরের জঞ্জালের দিকে চেয়ে বললাম।

"চলো সেটা খুঁজে দেখি," বললো সে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর লিউলিনের লেখা ককটেইল রুমালটি খুঁজে পেলাম।

আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিলো নিম। এক হাতে ভেজা পেইন্টিং আর অন্য হাতে আমার কাঁধটা ধরে আমাকে নিয়ে বের হয়ে গেলো ঘর থেকে।

"পেইন্টিংটা নিয়ে চিন্তা কোরো না," যেতে যেতে বললো সে। "এক সপ্তাহের মধ্যে আমি এটা ফিরিয়ে দেবো।"

"তুমি এটা রেখেই দাও," বললাম তাকে। "শুক্রবার আমার সব কিছু গোছগাছ করা হবে। তোমাকে কল করার এটাই ছিলো প্রথম কারণ। এই সপ্তাহেই আমি দেশ ছাড়ছি। এক বছরের জন্যে যাবো। আমার কোম্পানি আমাকে বাইরে পাঠাচ্ছে একটা কাজে।"

"ঐ বানচোতদের ফার্মটা," বললো নিম। "তারা তোমাকে কোথায় পাঠাচ্ছে?"

"আলজেরিয়ায়," দরজা লাগাতে লাগাতে বললাম।

নিম আমার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালো। তারপরই ফেঁটে পড়লো অট্টহাসিতে। "তুমি মেয়েটা সব সময়ই আমাকে বিস্মিত করো," বললো নিম। "একঘণ্টা ধরে তুমি আমাকে হত্যা, রাহাজানি আর রহস্যময় ঘটনার গল্প বললে। তারপর এখন বলছো এটা! এটাই তো আসল পয়েন্ট।"

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। "আলজেরিয়া? বললাম তাকে। "এটার সাথে ঐসব ঘটনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"আমাকে বলো," আমার থুতনিটা একহাতে ধরে সরাসরি তাকালো আমার দিকে। "তুমি কি কখনও মন্তগ্রেইন সার্ভিসের কথা শুনেছো?"

নাইটের ভ্রমণ

নাইট : তুমি দাবা খেলো, তাই না?
যম : তুমি কি করে জানলে?
নাইট : আমি এটা পেইন্টিংয়ে দেখেছি, ব্যালাডে গাইতে শুনেছি।
যম : হ্যা, সত্যি বলতে কি আমি বেশ ভালো দাবাড়ু।
নাইট : তবে তুমি আমার চেয়ে ভালো খেলতে পারো না।

–দ্য সেভেন্থ সিল (প্রখ্যাত সুইডিশ চলচ্চিত্র)
ইঙ্গমার বার্গম্যান

মিডলটন টানেলটা প্রায় ফাঁকা। এখন বাজে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। "আমি ভেবেছিলাম আমরা ডিনার করতে যাচ্ছি," ইঞ্জিনের শব্দের কারণে চিৎকার করে বললাম।

"ডিনার করতেই তো যাচ্ছি," রহস্যময় ভঙ্গি করে বললো নিম। "লং আইল্যান্ডে আমার বাড়িতে, ওখানে আমি একজন কৃষক হবার প্র্যাকটিস করছি। যদিও বছরের এ সময়টাতে ওখানে কোনো ফসল হয় না।"

"লং আইল্যান্ডে তোমার ফার্ম আছে?" বললাম তাকে। খুবই অদ্ভুত কথা। আমি কখনই ভাবি নি নিমের কোনো বাড়ি-ঘর আছে। অনেকটা ভুতের মতোই সে উদয় হয় আবার সেভাবেই হাওয়া হয়ে যায়।

"অবশ্যই আছে," দুইরঙা চোখ দিয়ে অন্ধকারে আমার দিকে পিটপিট করে তাকালো সে। "তুমি একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে এটা স্বচক্ষে দেখবে। তুমি তো জানোই আমি আমার প্রাইভেসি কতোটা সুরক্ষা করে চলি। আমি নিজে তোমার জন্য রান্না করে খাওয়াবো বলে ঠিক করেছি। ডিনারের পর তুমি আমার ওখানেই রাতটা থেকে যাবে।"

"আরে দাঁড়াও দাঁড়াও..."

"অবশ্যই যুক্তি আর কারণ দিয়ে তোমাকে কনফিউজ করাটা কঠিন কাজ," বললো নিম। "এইমাত্র বললে তুমি ভয়ঙ্কর বিপদে আছো। বিগত আটচল্লিশ ঘণ্টায় তুমি দু দু'জন লোককে খুন হতে দেখেছো, তোমাকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, এসবের সাথে তুমিও জড়িত। তোমার অ্যাপার্টমেন্টে একা একা রাত কাটানোর কথা নিশ্চয় বলতে পারো না?"

"সকালবেলায় আমাকে কাজে যেতে হবে," বললাম তাকে।

"তুমি কাজে যাবে না," দৃঢ়ভাবে বললো নিম। "এই ঘটনার আদ্যোপান্ত না জানা পর্যন্ত তোমার পেছনে লেগে থাকা লোকগুলো থেকে তোমাকে দূরে থাকতে হবে। এ বিষয়ে তোমাকে কিছু কথা বলার আছে আমার।"

গাড়িটা গ্রাম্য এলাকায় ঢুকে পড়লে বাতাস আরো ঠাণ্ডা অনুভূত হলো। তবে মন দিয়ে নিমের কথা শুনতে লাগলাম।

"প্রথমে তোমাকে মন্তগ্নেইন সার্ভিস সম্পর্কে বলবো," বলতে শুরু করলো সে। "গল্পটা অনেক বড়, তবে জেনে রেখো, এটা আসলে শার্লেমেইনের দাবাবোর্ড..."

"ওহ্!" চমকে উঠে আমি সোজা হয়ে বসলাম। "এ সম্পর্কে আমি শুনেছি কিন্তু নামটা জানতাম না। আমি আলজেরিয়াতে যাবো শুনেই লিলির মামা লিউলিন আমাকে এর কথা বলেছিলো। সে বলেছে আমাকে দিয়ে সে এই দাবাবোর্ডের একটা ঘুঁটি সংগ্রহ করতে চায়।"

"সে যে এরকমটি চাইবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই," হেসে বললো নিম। "ওগুলো একেবারেই দুষ্প্রাপ্য, আর মূল্যের কথা বলতে গেলে অপরিসীম। বেশিরভাগ লোকে বিশ্বাসই করে না ওগুলোর অস্তিত্ব আছে। লিউলিন ওগুলোর সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারলো? ওগুলো যে আলজেরিয়াতে আছে সেটাই বা বুঝলো কি করে?" নিম খুব স্বাভাবিক চালে কথাগুলো বললেও আমি বুঝতে পারছিলাম আমার জবাবের আশায় উন্মুখ হয়ে আছে সে।

"লিউলিন একজন অ্যান্টিক ডিলার," তাকে বললাম। "তার একজন কাস্টমার যেকোনো মূল্যে এর ঘুঁটিগুলো সংগ্রহ করতে চাইছে। আলজেরিয়াতে তাদের একজন লোক আছে, সে-ই বলেছে ঠিক কোথায় ওগুলো আছে।"

"আমার তাতে সন্দেহ আছে," বললো নিম। "কিংবদন্তী বলে, ওগুলো শত বছরেরও বেশি আগে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, তারও এক হাজার বছর আগে থেকেই ওগুলোর কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।"

রাতের অন্ধকারে আমাদের গাড়িটা চলতে শুরু করলে নিম আমাকে মুরিশ রাজা-বাদশাহ্ আর ফরাসি নানদের উদ্ভট গল্প বলে গেলো। এক রহস্যময় শক্তির খোঁজে শত শত বছর ধরেই অনেকে এটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশেষে কিভাবে পুরো সার্ভিসটা মাটির নীচে লুকিয়ে ফেলা হলে আর কখনই সেটা দেখা যায় নি, সবই বললো সে। নিম আমাকে এও বললো বিশ্বাস করা হয় ওটা আলজেরিয়ার কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যদিও সে বললো না এরকম বিশ্বাস করার কারণ কি।

তার গল্প বলা শেষ হলে আমাদের গাড়িটা চলে এলো গভীর বনজঙ্গল সদৃশ্য একটি জায়গায়। সেই বনের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা ক্রমশ বেশ নীচু হয়ে আবার

উপরে উঠতে শুরু করলে দেখতে পেলাম আমাদের চোখের সামনে কালচে সাগরের উপরে সাদা ধবধবে চাঁদ। বনের ভেতর থেকে পেঁচার ডাকও শুনতে পেলাম। নিউইয়র্ক থেকে জায়গাটা অবশ্যই অনেক দূরে হবে।

"আমি অবশ্য লিউলিনকে বলে দিয়েছি এসবের মধ্যে আমি নেই," বললাম তাকে। "স্বর্ণ আর হীরা-জহরত খচিত নক্সা করা দাবার ঘুঁটিগুলো সংগ্রহ করাটা তো চোরাকারবারের মধ্যেই পড়ে–"

আমরা প্রায় সাগরের উপরে গিয়ে পড়তাম আরেকটু হলে, নিম দ্রুত আচমকা মোড় নিয়ে নিলো। গতি কমিয়ে নিয়ন্ত্রনে আনতে পারলো গাড়িটা।

"তার কাছে কি একটা ঘুঁটি আছে নাকি?" বললো সে। "তোমাকে সেরকম কিছু দেখিয়েছে?"

"আরে না," বললাম তাকে। "তুমি নিজেই না বললে ওগুলো শত শত বছর ধরে লাপাত্তা হয়ে আছে। সে আমাকে একটা ফটোগ্রাফ দেখিয়েছে। মনে হয় বিবলিওথেক ন্যাশনেইলে রাখা কোনো ঘুঁটির ছবি।"

"আচ্ছা," বললো নিম, মনে হলো কিছুটা শান্ত হয়ে উঠলো সে।

"আমি তো বুঝতে পারছি না সোলারিন আর দু দুটো খুনের সাথে এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে," তাকে বললাম।

"বুঝিয়ে বলছি," নিম বললো। "তবে ওয়াদা করতে হবে কথাটা অন্য কাউকে বলতে পারবে না।"

"ঠিক এ কথাটা লিউলিনও আমাকে বলেছিলো।"

আমার দিকে মুখ বিকৃত করে তাকালো নিম। "সোলারিন কেন তোমার সাথে যোগাযোগ করেছিলো, তোমাকে হুমকি দিয়েছিলো সেটা যদি বলি তাহলে হয়তো তুমি আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠবে। মনে রেখো, এসবই সে করেছে দাবার ঘুঁটিগুলোর জন্য।"

"অসম্ভব," আমি বললাম। "আমি এ জীবনেও ওগুলোর কথা শুনি নি। এখনও বলতে গেলে ওগুলোর সম্পর্কে কিছুই জানি না। এই ফালতু গেমের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।"

"তবে সম্ভবত," গাড়িটা সাগরতীর ধরে ছুটে যাচ্ছে এখন, "কেউ মনে করছে এর সাথে তোমার সম্পর্ক রয়েছে।"

∞

রাস্তাটা ধীরে ধীরে সাগরতীর থেকে সরে বেশ খানিকটা বেঁকে গেছে। এখন দু'ধারে দেখা যাচ্ছে সুন্দর করে ছাটা গাছ, দশ ফিট উঁচু হবে সেগুলো। সীমানার ভেতরে বিশাল একটি এস্টেট। মাঝেমাঝেই বৃক্ষের ফাঁক দিয়ে ভেতরের বরাফাচ্ছিদ লনের পেছনে চমৎকার একটি ম্যানশন দেখতে পাচ্ছি। নিউইয়র্কের

কাছাকাছি এরকম কোনো জায়গা আমি কখনও দেখি নি। এটা আমাকে স্কট ফিটজারেল্ডের কথা মনে করিয়ে দিলো।

সোলারিন সম্পর্কে বলতে লাগলো নিম।

"দাবা সংক্রান্ত ম্যাগাজিন আর জার্নাল পড়া ছাড়া তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না," বললো সে। "আলেক্সান্ডার সোলারিন ছাব্বিশ বছর বয়সী সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন নাগরিক, জন্মেছিলো ক্রিমিয়াতে, জায়গাটাকে সভ্যতার পীঠস্থান বলা যায়, অবশ্য বর্তমান সময়ে ওটা চরম অসভ্য আর বর্বর এলাকা হিসেবে পরিচিত। একজন এতিম ছিলো সে, ফলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাচ্চাদের আশ্রমে বড় হয়েছে। নয় কি দশ বছর বয়সে স্থানীয় দাবা খেলার একজন হেডমাস্টারকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। এই খেলাটা সে চার বছর বয়স থেকে খেলতে শুরু করে। কৃষ্ণসাগরের এক জেলের কাছ থেকে এটা শিখেছিলো। দ্রুতই সে ঠাঁই পায় পাইওনিয়ার্স প্যালাস-এ।"

আমি এটা জানি। পাইওনিয়ার্স প্যালাস তরুণ প্রতিভাবান দাবা খেলোয়াড়দের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেবার কাজ করে। সেখান থেকেই ভবিষ্যত দাবা মাস্টারদের আর্বিভাব ঘটে থাকে। রাশিয়াতে দাবা খেলা নিছক জাতীয় খেলা নয়। এটা তাদের কাছে এ বিশ্বের সবচাইতে মস্তিষ্কপ্রসূত খেলা বিশ্বরাজনীতিরই একটি বর্ধিত রূপ। রাশিয়ানরা মনে করে এটা তাদের সুদীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখে।

"সোলারিন যদি পাইওনিয়ার্স প্যালাসে থেকে থাকে তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় খুব শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন তার রয়েছে?" বললাম আমি।

"তাই তো থাকার কথা," জবাবে বললো নিম। গাড়িটা পথের শেষ সীমানায় এসে পড়লো। আমাদের সামনে এখন বিশাল রট আয়রনের একটা গেট। নিম গেটের কাছে থেমে ড্যাশবোর্ডে একটা সুইচ টিপলে গেটটা খুলে গেলো। আমরা প্রবেশ করলাম তার এস্টেটে। মনে হলো আমি বুঝি কোনো স্নো কুইনদের জগতে ঢুকে পড়ছি।

"সত্যি বলতে কি," নিম বললো, "কর্তৃপক্ষের পছন্দের খেলোয়াড়দের সাথে ইচ্ছে করে হেরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় সোলারিন। রাশিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনে এটা খুবই কড়া একটি নিয়ম। তাদের কথামতো না চললে কোনো টুর্নামেন্টে স্থান পাওয়া যায় না। সারা বিশ্বে কঠোর সমালোচনার শিকার হলেও তারা এখনও এ কাজ করা থেকে বিরত থাকে নি।"

ড্রাইভওয়েটা একেবারেই পরিস্কার, দীর্ঘদিন এ পথ দিয়ে কোনো গাড়ি ঢুকেছে বলে মনে হলো না। বাগানের সামনে বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অবশেষে আমরা বৃত্তাকারের একটি চত্বরে এসে পড়লাম, ওটার মাঝখানে বিশাল একটি ফোয়ারা। আমাদের সামনে ম্যানশনটা চাঁদের আলোয় স্নাত। ছাদের উপরে বেশ কয়েকটি চিমনি।

"সেজন্যেই," গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে বললো নিম। "আমাদের বন্ধু সোলারিন দাবা ছেড়ে পদার্থ বিজ্ঞানে ভর্তি হয়। বিশ বছর বয়স থেকেই মাঝেমধ্যে ছোটোখাটো কিছু টুর্নামেন্ট বাদে বড় কোনো টুর্নামেন্টে সে আর খেলে নি।"

আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। একহাতে পেইন্টিং আর অন্যহাতে চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিলে আমরা ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

বিশাল এন্ট্রান্স হলে দাঁড়িয়ে আছি। সুইচ টিপে বিশাল আকারের একটি ঝারবাতি জ্বালিয়ে দিলো সে। মেঝেটা স্লেটের হলেও এমনভাবে পলিশ করা হয়েছে দেখে মার্বেল বলে মনে হয়। বাড়ির ভেতরটা এতো ঠাণ্ডা যে আমার নাক-মুখ দিয়ে নির্গত বাতাস জমে যাচ্ছে। মেঝেতেও দেখতে পেলাম বরফের পাতলা আস্তর পড়ে আছে। বেশ কয়েকটা ঘর পেরিয়ে আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে এলো নিম। এটা বাড়ির একেবারে পেছন দিকে অবস্থিত। জায়গাটা দারুণ। পেইন্টিংটা নামিয়ে রেখে দেয়ালে থাকা কিছু ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলো সে। সোনালি আলোয় ছেয়ে গেলো পুরো ঘরটা।

রান্নাঘরটা বিশাল, সম্ভবত ত্রিশ বাই পঞ্চাশ ফিটের মতো হবে। পেছনের দেয়ালে কতোগুলো ফ্রেঞ্চ জানালা, সেটা দিয়ে বরাফাচ্ছিত লন আর ফেনিল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে মায়াবি চাঁদের আলোয়। দেয়ালের একপাশে বিশাল একটি ওভেন। তার বিপরীতে আরো বিশাল একটি ফায়ারপ্লেস। তার সামনে রয়েছে ওক কাঠের একটি গোলটেবিল আর আট-দশটি চেয়ার। ঘরের চারপাশে আরো কিছু চেয়ার আর আরামদায়ক সোফা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ফায়ারপ্লেসটায় আগুন ধরিয়ে দিলো নিম, সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা আরো বেশি আলোকিত হয়ে উঠলো। নিম যখন শেরি মদের একটি বোতল খুলতে ব্যস্ত আমি তখন বুট জুতো খুলে আরাম করে সোফায় বসে পড়লাম। নিজের জন্যে একগ্লাসে মদ ঢেলে আমার জন্যেও এক গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে পাশে এসে বসলো সে। আমি আমার গায়ের কোটটা খুলে ফেলার পর সে তার গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলো চিয়ার্স করার জন্য।

"মস্তগ্লেইন সার্ভিস এবং এরফলে যতো অ্যাডভেঞ্চার তোমার জীবনে বয়ে আনবে তার উদ্দেশ্যে," বলেই এক চুমুক পান করলো সে।

"হুম। জিনিসটা দারুণ," আমি বললাম।

"এটা স্পেনের শেরি মদ," বললো নিম। "লোকজন এটা পান করার জন্যে পাগল হয়ে থাকে। সাধারণ শেরি এর সামনে কিছুই না।"

"আশা করি তুমি আমার জন্যে এ ধরণের কোনো অ্যাডভেঞ্চারের পরিকল্পনা করো নি," তাকে বললাম। "আগামীকাল সকালে আমাকে অবশ্যই কাজে যেতে হবে।"

" 'আমি সুন্দরের জন্যে মরিতে পারি, মরিতে পারি সত্যের জন্য,' " একটা কবিতার লাইন আওড়ালো নিম। "প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন কিছু জিনিস থাকে যার জন্যে সে জীবনও দিতে পারে। আমি এ জীবনে এমন কোনো প্রাণীর দেখা পাই নি যে অপ্রয়োজনীয় একটা কাজে ঐ জঘন্য এডিসনে গিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে আগ্রহী!"

"এখন কিন্তু তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো।"

"মোটেই না," চামড়ার জ্যাকেট আর সিল্কের স্কার্ফটা খুলে ফেললো নিম। জ্যাকেটের ভেতরে লাল টকটকে একটি সোয়েটার পরা, দেখতে দারুণ লাগছে তাকে। হাত-পা ছড়িয়ে বসলো এবার। "তবে রহস্যময় কোনো আগন্তুক যদি ফাঁকা ইউএন ভবনে আমাকে অনুসরণ করে চলে আসে তাহলে আমি আরেকটু বেশি মনোযোগ দেবো। বিশেষ করে তার সতর্কতা করে দেবার পর পরই যদি কিছু মানুষ খুন হয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই।"

"সোলারিন কেন আমাকে বেছে নিয়েছে বলে মনে করো তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"আমি তো ভেবেছিলাম এই প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছ থেকেই পাবো," শেরিতে চুমুক দিয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকালো সে।

"স্পেনে যে সিক্রেট ফর্মুলার কথা সে বলেছিলো সেটার ব্যাপারে কি বলবে?" বললাম তাকে।

"এটা হলো লাল টকটকে একটি হেরিং মাছ," ঠাট্টা করে নিম বললো। "গাণিতিক খেলার ব্যাপারে সোলারিন একজন ম্যানিয়াক হিসেবে পরিচিত। নাইট টুরের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন একটি ফর্মুলা আবিষ্কার করেছে সে, সেটা নিয়েই বাজি ধরে, কেউ যদি তাকে হারাতে পারে তাহলে সেটা নাকি তাকে দিয়ে দেবে। তুমি কি নাইট টুর সম্পর্কে কিছু জানো?" আমার হতভম্ব অবস্থা দেখে বললো নিম। মাথা নেড়ে জানালাম আমি জানি না।

"এটি একটি গাণিতিক ধাঁধা। নাইটের সাধারণ নিয়ম মেনেই দাবাবোর্ডে কোনো বর্গে একবারের বেশি ল্যান্ড না করিয়ে সবগুলো বর্গে নাইটকে ঘুরিয়ে আনা। বহুকাল আগে থেকেই গণিতবিদেরা একটা ফর্মুলা বের করার চেষ্টা করে গেছেন এটা করার জন্য। ইউলার এরকম একটি ফর্মুলা আবিষ্কার করেছিলেন। পরে করেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। একটি ক্লোজ টুর মানে যে বর্গ থেকে তুমি শুরু করেছিলে সেখানে এসেই থামা।"

উঠে দাঁড়িয়ে ওভেনের সামনে চলে গেলো নিম। স্টোভের উপর কিছু পাত্র আর প্যান রাখতে রাখতে কথা বললো সে।

"স্পেনে ইতালিয়ান সাংবাদিকেরা মনে করেছিলো নাইট টুর নিয়ে আরেকটা ফর্মুলা সোলারিন নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছে। অনেক স্তর আর অর্থের সাথে

খেলতে পছন্দ করে সোলারিন। ভালো করেই জানে সে যেহেতু একজন পদার্থবিদ সংবাদপত্রগুলো তা লুফে নেবেই।"

"ঠিক। সে একজন পদার্থবিদ," স্টোভের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসে বললাম আমি। সঙ্গে করে শেরি মদের বোতলটাও নিয়ে এলাম। "তার কাছে যে ফর্মুলাটি আছে সেটা যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না-ই হয়ে থাকে তাহলে রাশিয়ানরা তাকে স্পেন থেকে তড়িঘড়ি তুলে নিয়ে গেলো কেন?"

"পাপারাজ্জি হলে তুমি খুব ভালো করতে," বললো নিম। "ঠিক এটাই ছিলো তাদের যুক্তি। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, সোলারিন অ্যাকুস্টিক্স পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রি নিয়েছিলো। এটা রহস্যময়, অজনপ্রিয় এবং জাতীয় নিরাপত্তার সাথে একদম সম্পর্কহীন। এখানাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ বিষয়ে কোনো ডিগ্রি পর্যন্ত দেয়া হয় না। সম্ভবত রাশিয়াতে সে মিউজিক হল ডিজাইন করে, যদি তারা সেরকম কিছু বানাতে চায় তো।"

প্যান্ট্রি থেকে একগাদা শাকসজি আর মাংস নিয়ে স্টোভের কাছে ফিরে এলো নিম।

"তোমার ড্রাইভওয়ে'তে গাড়ির চাকার কোনো দাগ দেখি নি," বললাম আমি। "কয়েক দিনের মধ্যে কিন্তু নতুন করে তুষারপাতও হয় নি। তাহলে টাটকা স্পিনাচ আর মাশরুম এলো কোত্থেকে?"

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো নিম, যেনো আমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। "তোমার ইনভেস্টিগেশন করার ভালো যোগ্যতা আছে।" সিঙ্কে শাকসজিগুলো রেখে ধুতে শুরু করলো সে। "আমার একজন কেয়ারটেকার আছে, শপিংয়ের কাজটা সে-ই করে। লোকটা আসা যাওয়া করে পেছনের একটা দরজা দিয়ে।"

প্যাকেট থেকে রাইয়ের পাউরুটি আর মাখন বের করলো নিম। বড় একটা স্লাইসে মাখন মেখে তুলে দিলো আমার হাতে। সকালের নাস্তা পুরো শেষ করি নি, লাঞ্চও করা হয় নি সুতরাং আমার কাছে এটা দারুণ সুস্বাদু লাগলো। আর ডিনারের কথা কী বলবো। সেটার কোনো জুড়ি নেই। খাওয়া শেষে আমরা দু'জনে মিলে ডিশগুলো ধুয়ে মুছে রেখে দিলাম। নিম কফি নিয়ে এলো আমার জন্য। এবার আমরা বসলাম ফায়ারপ্লেসের কাছে দুটো চেয়ারে। অন্য একটা চেয়ারে রাখা জ্যাকেটের পকেট থেকে গণকের কথা লেখা ককটেইল রুমালটা নিয়ে এলো সে। দীর্ঘ সময় ধরে ওটা পড়ে গেলো একমনে। পড়া শেষ করে রুমালটা আমাকে দিয়ে উঠে গেলো ফায়ারপ্লেসের আগুন বাড়িয়ে দেবার জন্য।

"এই কবিতায় বেখাপ্পা এমন কি আছে যা তোমার চোখে পড়েছে?" জানতে চাইলো সে। আমি লেখাটার দিকে তাকালাম, বেখাপ্পা কিছু চোখে পড়লো না।

"তুমি নিশ্চয় জানো চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিন হলো আমার জন্মদিন," বললাম

তাকে। মাথা নেড়ে সায় দিলো নিম। ফায়ারপ্লেসের আগুন বেড়ে গেলো এখন। "গণক আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো এ কথাটা যেনো কাউকে না বলি।"

"যথারীতি তুমি তোমার কথা রেখেছো," ফায়ারপ্লেসে কিছু কাঠ রাখতে রাখতে বললো নিম। এককোণে থাকা একটি টেবিলের কাছে গিয়ে কাগজ আর কলম নিয়ে ফিরে এলো আমার কাছে।

"এটা দেখো," বললো সে। বড় বড় করে ক্যাপিটাল লেটারে কিছু লেখা। কবিতাটা কপি করেছে সে আলাদা আলাদা লাইনে। আগে এটা বিক্ষিপ্তভাবে ককটেইল রুমালে লেখা ছিলো। কবিতাটি এরকম :

Just as these lines that merge to form a key	এইসব লাইনগুলোর মতোই এটা একত্রিত হয়ে একটা চাবির আকার ধারণ করবে।
Are as chess squares; when month and day are four	দাবার বর্গের মতো, যখন মাস আর দিন থাকবে চারের ঘরে।
Don't risk another chance to move to mate	চেক হওয়া রাজাকে সরাতে আরেকটা সুযোগ নেবার ঝুঁকি নিও না।
One game is real and one's a metaphor.	একটা খেলা রূপকার্থে আর অন্যটি বাস্তবিক।
Untold times this wisdom's come too late.	অকথিত সময়ের এই প্রজ্ঞা এসেছে বিলম্বে।
Battle of White has raged on endlessly.	সাদার যুদ্ধ চলেছে বিরামহীন।
Everywhere Black will strive to seal his fate.	সর্বত্রই কালো তার ভাগ্য নিশ্চিত করতে মরিয়া হবে।
Continue a search for thirty-three and three.	অব্যাহত রাখো তেত্রিশ আর তিনের অনুসন্ধান।
Veiled forever is the secret door.	চিরন্তন আড়াল হলো গোপন দরজা।

"তুমি এখানে কি দেখছো?" আমি কাগজে লেখা তার কবিতাটা যখন পড়ছি তখন জানতে চাইলো নিম।

"কবিতাটার গঠনের দিকে একটু খেয়াল করো," কিছুটা অধৈর্য হয়ে বললো সে। "তোমার কিন্তু গণিতের মাথা, সেটা একটু ব্যবহার করো।"

কবিতাটা ভালো করে আবারো পড়ে জিনিসটা ধরতে পারলাম।

"ছন্দের ধরণটা অদ্ভুত," গর্বিতভাবেই বললাম তাকে।

ভুরু কুচকে ফেললো নিম। আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে কবিতাটা পড়েই হেসে ফেললো সে। "তাই তো," আমার কাছে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে

বললো। "আমি অবশ্য এটা ধরতে পারি নি। কলমটা নিয়ে এটা লেখো।"

আমি তাই করলাম :

Key-Four-Mate (A-B-C),
Metaphor-Late-Endlessly (B-C-A),
Fate-Three-Door (C-A-B)

"তাহলে ছন্দের ধরণটা এরকম," বললো নিম। আমার লেখার নীচে কপি করলো সেটা। "এবার অক্ষরের বদলে সংখ্যা ব্যবহার করে সেগুলো যোগ করো।" ও যেখানে অক্ষরগুলো লিখেছে তার পাশে আমি সংখ্যাগুলো লিখে যোগ করলাম :

ABC	১২৩
BCA	২৩১
CAB	৩১২
	৬৬৬

"এটা তো অ্যাপোক্যালিপ্‌সে বর্ণিত সেই প্রাণীটার সংখ্যা : ৬৬৬!" আমি বললাম।

"সেটাই," বললো নিম। "তুমি যদি প্রতি রো-এর সংখ্যাগুলো পাশাপাশিও যোগ করো একই যোগফল পাবে। এটাকে কি বলে জানো, মাই ডিয়ার?...এটাকে বলে 'ম্যাজিক স্কয়ার'। আরেকটা গাণিতিক খেলা। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যে ক'টা নাইট টুর ডেভেলপ করিছলেন তার মধ্যে সিক্রেট ম্যাজিকস্কয়ার লুক্কায়িত ছিলো। এ ব্যাপারে তোমার বেশ ভালো আগ্রহই আছে। তুমি প্রথম দেখাতেই এরকম একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছো যা আমি নিজেও দেখতে পাই নি।"

"তুমি দেখতে পাও নি?" মনে মনে একটু খুশিই হলাম। "তাহলে তুমি আমাকে কি খুঁজতে বলেছিলে?" আবারো কাগজটা পড়ে দেখলাম ওখানে আরো কিছু বিষয় লুকিয়ে আছে কিনা।

"শেষ দুটো লাইন বাদে প্রতিটি লাইনের প্রথম অক্ষরটা খেয়াল করো," বললো নিম।

কবিতাটির দিকে চোখ বুলাতেই আমার সারা গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো।

"কি হয়েছে?" আমার হতভম্ব অবস্থা দেখে বললো নিম। কাগজটার দিকে নির্বাক চেয়ে রইলাম। তারপর আস্তে করে কলমটা নিয়ে লিখলাম সেটা।

"J-A-D-O-U-B-E / C-V।"

"অবশ্যই," নিমের পাশে মূর্তির মতো বসে পড়লে সে বললো, "*J'adoube*, এই ফরাসি দাবা টার্মটির মানে হলো আমি স্পর্শ করি, আমি ঠিক করি। সোজা ভাষায় বললে স্পর্শ করে ঠিক করা। খেলার মাঝখানে দাবা খেলোয়াড় যদি তার কোনো ঘুঁটির অবস্থান বদলাতে চায় তাহলে এটা বলে সে। আর C.V. অক্ষর দুটো তোমার নামের আদ্যাক্ষর। তার মানে ঐ গণক তোমাকে একটা মেসেজ দিয়েছে। সে হয়তো তোমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে। আমি বুঝতে পারছি...কিসের জন্যে তোমাকে এতোটা বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে," বললো সে।

"তুমি বুঝতে পারছো না," কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললাম তাকে। "ফিস্ক মারা যাবার আগে জনসম্মুখে শেষ যে কথাটা বলেছিলো সেটা হলো *J'adoube*।"

∞

বলার দরকার নেই রাতে আমার দুঃস্বপ্ন হলো। একটা খাড়া পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আমি বাইসাইকেল আরোহীকে অনুসরণ করছি। চারপাশে ভবনগুলো এতোটাই কাছাকাছি যে আকাশ দেখতে পাচ্ছি না। পথটা আরো সরু হতে শুরু করলো, অন্ধকার বাড়তে লাগলো ক্রমশ। প্রতিটি মোড়ে এসেই আমি বাইসাইকেলটা হারিয়ে ফেলছি, দেখতে পাচ্ছি অন্য একটা খাড়া পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ওটা ছুটে চলেছে। অবশেষে একটা কানাগলিতে তাকে কোণঠাসা করে ফেললাম। মাকড় যেমন তার জালে শিকার ধরার জন্য অপেক্ষায় থাকে লোকটা ঠিক সেভাবে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে ঘুরে লোকটা তার মুখ থেকে মাফলারটা সরিয়ে ফেলতেই দেখতে পেলাম একটা নরকঙ্কালের মুণ্ডু, চোখের কোটর একেবারে ফাঁকা। আমার চোখের সামনে সেই কঙ্কাল মুখটায় মাংস জন্মাতে শুরু করলো, শেষপর্যন্ত যে চেহারাটা ফুটে উঠলো সেটা ঐ মহিলা গণকের।

ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে পারলাম ঘেমেটেমে একাকার, বিছানায় উঠে বসলাম। সারা শরীর কাঁপছে। আমার ঘরে যে ফায়ারপ্লেসটা আছে তাতে এখনও নিভু নিভু করে আগুন জ্বলছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে নীচের তুষারাবৃত লনটা দেখতে পেলাম। সেটার মাঝখানে ফোয়ারার মতো বিশাল মার্বেলের একটি বেসিন, সেটার নীচে একটি সুইমিংপুল। লনটার পরেই আছে সমুদ্র। সকালের আলোয় সেটা ধূসর রঙের দেখাচ্ছে।

আগের দিন কি হয়েছিলো সেটা পুরোপুরি মনে করতে পারলাম না। নিম আমাকে অনেক বেশি মদ দিয়েছিলো। এখন মাথা ধরে আছে। পা টেনে টেনে বাথরুমে গিয়ে গরম পানির ট্যাপটা ছেড়ে বাথটাবে কিছু বাবলবাথ দিয়ে ফেনা

তৈরি করে ওটাতে সারা শরীর এলিয়ে দিলাম। সাবানের গন্ধটা ভালো লাগলো না আমার কাছে। বাথটাবে শুয়ে চোখ বন্ধ করতেই আমাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিলো সেগুলো একটু একটু করে মনে পড়তে লাগলো, ফলে আবারো সুতীব্র ভীতি জেঁকে বসলো আমার মধ্যে।

আমার শোবার ঘরের দরজার বাইরে কিছু জামা-কাপড় রাখা : উলের সোয়েটার আর হলুদ রঙের রাবারবুট। সেগুলো পরে নিলাম। নীচের তলায় নামার সময়ই আমার নাকে চমৎকার গন্ধ এসে লাগলো। এরইমধ্যে নাস্তা তৈরি হয়ে গেছে।

স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিম, মোটা কাপড়ের শার্ট, জিন্স আর ঠিক আমারই মতোন হলুদ রঙের বুট পরে আছে সে।

"আমি আমার অফিসে কিভাবে ফোন করতে পারি?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"এখানে তো কোনো ফোন নেই," পেছন ফিরে বললো সে। "তবে আজ সকালে আমার কেয়ারটেকার কার্লোস যখন সবকিছু পরিস্কার করতে এসেছিলো তখন তাকে বলে দিয়েছি তোমার অফিসে ফোন করে যেনো বলে দেয় আজ তুমি আসতে পারবে না। আজ দুপুরে তোমাকে আমি নিজে গাড়িতে করে শহরে পৌছে দিয়ে আসবো, সেইসাথে তোমার অ্যাপার্টমেন্টটা কিভাবে আরো সুরক্ষিত করা যায় সেটাও দেখিয়ে দেবো। এইফাঁকে চলো ভালো কিছু খাওয়াদাওয়া করি, পাখি দেখি। এখানে একটা পক্ষিশালা আছে, বুঝলে।"

মদ মিশিয়ে ডিম পোচ, কানাডিয়ান বেকন, আলু ভাজা আর কফি বানিয়ে রেখেছে নিম। নাস্তার সময় খুব কমই কথাবার্তা হলো আমাদের মধ্যে। এরপর ফ্রেঞ্চ জানালা খুলে নিমের এস্টেটটা দেখলাম।

প্রায় একশ' গজ দূরেই সমুদ্রতীর। পুরোটাই খোলা, শুধু একদিকে উঁচু হেজের বেড়া দেয়া। ডিম্বাকৃতির ফোরার বেসিন আর সেটার নীচে যে সুইমিংপুলটা আছে তাতে এখনও কিছু পানি দেখা যাচ্ছে।

বাড়ি সংলগ্ন বিশাল একটি পক্ষিশালা আছে, মোটা তারে তৈরি এই পক্ষিশালাটির একটা গম্বুজও আছে, তারগুলোতে সাদা রঙ করা। বাইরের তুষার তারের জাল ভেদ করে ভেতরের ছোটো ছোটো গাছগুলোর উপর পড়েছে। গাছের শাখা-প্রশাখায় ওড়াওড়ি করছে নানান ধরণের পাখি। বিশাল আকারের বেশ কয়েকটি ময়ূর মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে মনে হলো কোনো মেয়েকে ছুরিকাঘাত করা হচ্ছে বুঝি। একেবারে নার্ভে আঘাত করে সেটা।

পক্ষিশালার দরজা খুলে নিম আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। বিভিন্ন জাতের পাখির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো আমাকে।

"পাখিরা প্রায়শই মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে," আমাকে বললো সে। "আমি এখানে ফ্যালকনও রেখেছি, তবে অন্য একটি জায়গায়। কার্লোস তাদেরকে দিনে দু'বার মাংস খাওয়ায়। তাদের মধ্যে পেরিগ্রিন আমার সবচাইতে প্রিয়। অন্য অনেক প্রাণীর মতোই পাখিদের মধ্যে স্ত্রীপাখিগুলোই শিকারের কাজ করে থাকে।"

"তাই নাকি?" আমি এটা জানতাম না।

"আমার সব সময়ই মনে হয়েছে," আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো নিম, "তোমার মধ্যে কিলার ইন্সটিংক্ট রয়েছে।"

"আমার মধ্যে? ঠাট্টা করছো?"

"সেটার যথাযথ প্রকাশ ঘটে নি এখনও," সে বললো। "তবে সেটা জাগিয়ে তোলার পরিকল্পনা করছি আমি। আমার মতে, এটা তোমার ভেতরে পুরোপুরি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে।"

"কিন্তু আমাকেই লোকজন খুন করার চেষ্টা করছে," তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

"যেকোনো খেলার মতোই," আমার দিকে আবারো তাকালো নিম, গ্লাভ পরা হাতে আমার চুল স্পর্শ করলো সে, "তোমাকে বেছে নিতে হবে তুমি রক্ষণাত্মক খেলবে নাকি আক্রমনাত্মক খেলবে। আমি অবশ্য পরেরটার কথাই বলবো। তুমি কেন তোমার প্রতিপক্ষকে পাল্টা হুমকি দিচ্ছো না?"

"আমি তো জানিই না আমার প্রতিপক্ষ কে!" একেবারে উদভ্রান্ত হয়ে বললাম।

"আহ্, তুমি কিন্তু জানো," রহস্যময়ভাবে জবাব দিলো নিম। "প্রথম থেকেই তুমি জানতে। আমি কি তোমাকে প্রমাণ করে দেখাবো এটা?"

"দেখাও।" পক্ষিশালা থেকে আমরা বের হয়ে ফিরে এলাম বাড়ির ভেতরে।

কোট খুলে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসলাম। আমার পা থেকে বুট জোড়া খুলে রাখলো নিম। তারপর দেয়াল থেকে আমার আঁকা বাইসাইকেল আরোহীর পেইন্টিংটা খুলে আমার কাছে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলো।

"কাল রাতে তুমি ঘুমাতে যাবার পর," বললো নিম, "এই পেইন্টিংটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। আমার মধ্যে *দেজা*-ভু অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিলো। *দেজা*-ভু'র অর্থ তো জানোই, মানে আগে দেখেছি বলে মনে হওয়া," আমি হ্যা-না বলার আগেই সে বলে ফেললো। "এটা আমার মধ্যে একটা খচখচানি তৈরি করলো। তুমি তো জানোই সমস্যাটা নিয়ে কতোটা ভেবেছি। আজ সকালেই সেটা সমাধান করতে পেরেছি আমি।"

ওভেনের পাশে একটা কাঠের কাউন্টারের কাছে গেলো সে, একটা ড্রয়ার থেকে কয়েক পেটি খেলার তাস নিয়ে চলে এলো আমার কাছে। প্রতিটি পেটি

থেকে জোকার বের করে টেবিলের উপর রাখলো। আমার সামনে রাখা তাসগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটা জোকারের মাথায় ক্যাপ পরা, হাতে বেল, বসে আছে সাইকেলের উপর। সে ঠিক আমার আঁকা পেইন্টিংটার মতোই পোজ দিয়ে আছে। তার সাইকেলের পেছনে একটা কবরের ফলক, তাতে লেখা আছে আর.আই.পি। দ্বিতীয় তাসের ছবিটাতেও একই জোকার, তবে আয়নায় প্রতিফলিত হওয়া দুটো ছবি। আমার ছবিটার মতোই তবে এখানে সাইকেলের উপর উল্টো করে বসে আছে একটি কঙ্কাল। তৃতীয়টা টারোট কার্ডের একটি বোকা, হাসিখুশি মেজাজে একটা খাদের উপর থেকে লাফ দিতে উদ্যত।

নিমের দিকে তাকাতেই সে হেসে ফেললো।

"তাসের যে জোকারটা আছে সেটা ঐতিহ্যগতভাবেই মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট," বললো সে। "তবে এটা পুণর্জন্মেরও প্রতীক, এবং পতিত হবার আগে মানবসজাতির নিষ্কলুষতার। আমি তাকে হলি গ্রেইলের নাইট বলে ভাবতে পছন্দ করি। যাকে সহজ-সরল আর অপরিপক্ক হতে হবে, যে সৌভাগ্য সে খুঁজে বেড়াচ্ছে আচমকা সেটার মুখোমুখি হবার জন্য। মনে রেখো, তার মিশন হলো মানবজাতিকে রক্ষা করা।"

"তো?" বললাম আমি, যদিও আমার সামনে যে কার্ডগুলো রাখা আছে তার সাথে আমার আঁকা ছবিটার মিল দেখতে পেয়ে খানিকটা ভড়কে আছি। এখন সাইকেলে চড়া লোকটার অবিকল ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি।

"তুমি জানতে চেয়েছিলে তোমার প্রতিপক্ষ কে," খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো নিম। "আমার মনে হয় এই কার্ডগুলো আর তোমার পেইন্টিংয়ের সাইকেল আরোহী একই সাথে তোমার প্রতিপক্ষ এবং মিত্র।"

"তুমি সত্যিকারের কোনো লোকের কথা নিশ্চয় বলছো না?"

নিম ধীরে ধীরে মাথা দোলালো। "তুমি তো তাকে দেখেছোই, তাই না?"

"কিন্তু সেটা নিছকই কাকতালীয় ঘটনা।"

"হয়তো," একমত পোষণ করলো সে। "কাকতালীয় ব্যাপারগুলো অনেক ধরণের হতে পারে। একটার কথা বলি, তোমার পেইন্টিংটা সম্পর্কে অবগত আছে এরকম কেউ প্রলুব্ধও করতে পারে তোমাকে। অথবা এটা অন্য কোনো ধরণের কাকতালীয় ঘটনা," হেসে বললো সে।

"ওহ্ না," এরপর কি বলবে সেটা বুঝতে পেরে বললাম আমি। "তুমি ভালো করেই জানো আমি ভবিষ্যত দেখা আর সাইকিক ক্ষমতার মতো আজগুবি জিনিসে বিশ্বাস করি না।"

"করো না?" হাসতে হাসতেই বললো নিম। "তুমি এইসব কার্ড না দেখেই যেভাবে ছবিটা এঁকেছো তাতে করে বাধ্য হয়ে আমাকে অন্য একটা ব্যাখ্যা দিতে

হচ্ছে। তোমার কাছে আমি একটা স্বীকারোক্তি করতে চাই। তোমার বন্ধু লিউলিন, সোলারিন আর ঐ গণকের মতো আমিও মনে করি মন্ত্রগ্রেইন সার্ভিসের রহস্যের সাথে তোমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে তোমার জড়িত হবার ব্যাপারে? হতে পারে নিয়তি তোমাকে আগে থেকেই মনোনীত করে রেখেছে প্রধান ভূমিকা পালন–"

"ভুলে যাও এটা," ঝট করে বললাম। "আমি এই রূপকথার দাবা সেটের পেছনে ছুটছি না! লোকজন আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে, কিংবা নিদেনপক্ষে আমাকে হত্যাকাণ্ডে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে, এটা কি তুমি বুঝতে পারছো না?" প্রায় চিৎকার করেই বললাম কথাটা।

"অবশ্যই বুঝতে পেরেছি," বললো নিম। "কিন্তু তুমি একটা বিষয় মিস করে গেছো। সেরা রক্ষণাত্মক কৌশল হলো সবচাইতে ভালো আক্রমণ।"

"কোনোভাবেই না," তাকে বললাম। "এটা নিশ্চিত তুমি আমাকে বলির পাঠা বানানোর ধান্দা করছো। তুমি ঐ দাবাবোর্ডটি পেতে চাও, সেজন্যে আমাকে ব্যবহার করতে চাইছো। ইতিমধ্যেই এটা আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, এই নিউইয়র্ক শহরেই। যেখানে আমি কাউকে চিনি না, জানি না, কাউকে সাহায্যের জন্যে পাবো না সেই বিদেশ বিভূইয়ে গিয়ে এইসব ফালতু জিনিস খুঁজে বেড়াবো না। হয়তো তুমি একঘেয়েমীতে আক্রান্ত হয়ে নতুন কোনো অ্যাডভেঞ্চারে মেতে থাকতে চাচ্ছো। কিন্তু একবারও ভাবছো না ওখানে আমি সমস্যায় পড়লে কি হবে? তোমার তো কোনো ফোন নাম্বারও নেই যে কল করে সাহায্য চাইবো। হয়তো ভাবছো এরপর আমি গুলি খেলে তোমার ঐ কারমেলাইট নানেরা এসে আমার সেবা করবে? কিংবা নিউইয়র্ক স্টকএক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এসে মৃতদেহ কুড়াতে শুরু করে দেবে?"

"হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ো না," বললো নিম। সে সব সময়ই শান্ত থাকে। "কোনো মহাদেশেই আমার কন্ট্যাক্ট নেই এ কথাটা সত্য নয়, অবশ্য তুমি এটা জানো না কারণ এতোটাই ব্যস্ত যে এই ইসুটা এড়িয়ে যাচ্ছো। তুমি আমাকে ঐ তিন বানরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো, যারা নিজেদের চোখ-কান বন্ধ রেখে শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করে।"

"আলজেরিয়াতে আমেরিকার কোনো দূতাবাস পর্যন্ত নেই," দাঁতে দাঁত পিষে বললাম। "সম্ভবত রাশিয়ান অ্যাম্বাসিতে তোমার কন্ট্যাক্ট আছে, তারা অবশ্য খুশিমনেই আমাকে সাহায্য করতে চাইবে?" সত্যি বলতে এটা পুরোপুরি অসম্ভবও নয়, কারণ নিম আংশিক রাশিয়ান এবং গ্রিক। তবে আমি যতোটুকু জানি তার পূর্বপুরুষের দেশ দুটোতে কোনো আত্মীয়স্বজনের সাথে তার কোনো যোগাযোগই নেই।

"সত্যি বলতে কি, তুমি যে দেশে যাচ্ছো সেখানকার কিছু অ্যাম্বাসিতে

আমার কন্ট্যাক্ট আছে," একটু ঠাট্টাচ্ছলেই বললো কথাটা। "তবে সে কথায় পরে আসছি। তুমি আমার সাথে একমত হবে যে, পছন্দ করো আর না করো তুমি এই ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েছো। এই হলিগ্রেইল অন্বেষণটি মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এর হাত থেকে বাঁচার মতো কোনো শক্তি তোমার কাছে নেই যদি না তুমি আগেভাগে এটায় জড়িয়ে পড়ো।"

"আমাকে পার্সিফল বলে ডাকো," তিক্তভাবে বললাম আমি। "তোমার কাছে সাহায্য চাইবার আগে আমার আরো ভালো করে ভেবে দেখা উচিত ছিলো। সমস্যা সমাধানের বেলায় তোমার পদ্ধতিগুলো সব সময় এরকমই হয়।"

নিম উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে টেনে দাঁড় করালো। চোখে চোখ রাখলো আমার। তার ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি। আমার কাঁধে দু'হাত রাখলো সে।

" *J'adoube*, বললো সে।

বিসর্জন

খাদের কিনারায় বসেও লোকে দাবা খেলতে পরোয়া করে না।
–মাদাম সুজান নেকার
জার্মেইন দ্য স্তায়েলের মা

প্যারিস
সেপ্টেম্বর ২, ১৭৯২

কেউই বুঝতে পারে নি এটা কি ধরণের দিন হবে। অ্যাম্বাসির কর্মকর্তাদের বিদায় জানানোর সময় জার্মেইন দ্য স্তায়েলও জানতো না। আজ সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে কূটনৈতিক সুরক্ষায় ফ্রান্স ত্যাগ করবে সে। জ্যাক-লুই ডেভিড অ্যাসেম্বলির জরুরি সেশনে যোগ দেবার জন্যে তাড়াহুড়া করে জামাকাপড় পরার সময়ও জানতেন না, আজ ২রা সেপ্টেম্বর অগ্রসরমান শত্রুবাহিনী প্যারিস থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দূরে অবস্থান করবে। প্রুশিয়ানরা হুমকি দিয়েছে তারা প্যারিস শহরটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

মরিস তয়িরাঁ এবং তার ব্যক্তিগত সহকারী কর্তিয়াদি যখন স্টাডিরুমে চামড়ায় বাধানো বইপুস্তকগুলো নামাচ্ছিলো তখনও এটা জানতো না। আজ সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে সে পরিকল্পনা করেছে তার মহামূল্যবান লাইব্রেরিটা ফরাসি সীমান্তের কাছাকাছি নিয়ে যাবে, কারণ খুব শীঘ্রই সে ফ্রান্স ছাড়ছে।

ডেভিডের স্টুডিওর পেছনে ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়ানোর সময় ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়েও জানতো না। একটু আগে তারা যে চিঠিটা পেয়েছে তাতে বলা হয়েছে মন্তগ্রেইন সার্ভিসটা নাকি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে। তারা ধারণাও করতে পারে নি ফ্রান্সকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে যে টর্নেডো তার কেন্দ্রে অবস্থান করতে যাচ্ছে তারা দু'জন।

মাত্র পাঁচ ঘণ্টা আগেও কেউ জানতো না সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় দিন বেলা দুটোর সময় আতঙ্কটি ছড়িয়ে পড়বে।

সকাল : ৯টা

ডেভিডের স্টুডিওর পেছনে যে বাগানটা আছে তার মাঝখানে ছোট্ট একটা

ফোয়ারার সামনে বসে আছে ভ্যালেন্টাইন। হাত দিয়ে পানি নাড়ছে সে। বিশাল একটি গোল্ডফিশ তার আঙুলে ঠোকর মারলো। সে যেখানে বসে আছে তার খুব কাছেই মন্তগ্নেইন সার্ভিসের দুটো ঘুঁটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে মাটির নীচে। এখন হয়তো ওখানে আরো কিছু অংশ যোগ দেবে।

মিরিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ে শোনালো। শরৎকালের আগমনে গাছের পাতার রঙ হলুদ হয়ে উঠেছে। শীঘ্রই পাতা ঝরে পড়তে শুরু করবে।

"এই চিঠির একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে," কথাটা বলেই পড়ে শোনাতে শুরু করলো মিরিয়ে :

> আমার প্রাণপ্রিয় সিস্টাররা,
> আপনারা হয়তো জানেন কায়েন-এর অ্যাবিটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমাদের দাইরেক্তিস আলেক্সাদ্রিয়েঁ দ্য ফর্বোয়াঁ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফ্লান্ডার্সে তার পরিবারের কাছে চলে যাবার। অবশ্য সিস্টার মেরি-শার্লোত্তে করদে, যাকে আপনারা হয়তো চেনেন, তিনি কায়েন-এ থেকে গেছেন ওখানে অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা ঘটে গেলে সামাল দেবার জন্য।
> আমাদের মধ্যে কোনো দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি, তাই আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি, আমি সিস্টার ক্লদ, ভূতপূর্ব কায়েন-এর কনভেন্টের একজন নান। আমি সিস্টার আলেক্সান্দ্রিয়েঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি, কয়েক মাস আগে ফ্লান্ডার্সের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার পূর্বে তিনি আমার ইপার্নির বাড়িতে এসেছিলেন। সে সময় তিনি আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে বলেন, আমি যেনো খুব শীঘ্রই প্যারিসে গিয়ে সিস্টার ভ্যালেন্টাইনকে সশরীরে সেটা দিয়ে আসি।
> আমি বর্তমানে প্যারিসের কর্দেলিয়া কোয়ার্টারে অবস্থান করছি। দয়া করে আজ দুপুর দুটো বাজে লাবায়ে মনাস্টেরির গেটে এসে দেখা করুন, কারণ আমি জানি না এই শহরে আর কতোক্ষণ থাকতে পারবো। আশা করি এই অনুরোধের গুরুত্বটা আপনি অনুধাবন করতে পারছেন।
>
> —আপনার বোন
> কায়েন-এর অ্যাবি-অদেম-এর সিস্টার ক্লদ

"উনি ইপার্নি থেকে এসেছেন," চিঠিটা পড়া শেষ করে বললো মিরিয়ে।

"এটা ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলীয় একটি শহর। মার্নে নদীর তীরে অবস্থিত। উনি দাবি করছেন, আলেক্সান্দ্রিয়ে দ্য ফর্বোয়াঁ ফ্লান্ডার্সে যাবার পথে ওখানে যাত্রা বিরতি করে তার সাথে দেখা করেছেন। তুমি কি জানো ইপার্নি আর ফ্লেমিশ সীমান্তের মাঝখানে কি আছে?"

ভ্যালেন্টাইন মাথা ঝাঁকিয়ে গোল গোল চোখে মিরিয়ের দিকে তাকালো।

"লঙ্গাই আর ভারদান দূর্গ। প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীর অর্ধেক ওখানে অবস্থান করে। সম্ভবত আলেক্সান্দ্রিয়ে ফোর্বোয়াঁর কাছ থেকে যে খবরের কথা বলছেন তারচেয়ে অনেক মূল্যবান কিছু বয়ে এনেছেন আমাদের সিস্টার ক্লদ। সম্ভবত উনি এমন কিছু নিয়ে এসেছেন যার কারণে সিস্টার ফর্বোয়াঁ মনে করেছেন যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর মধ্য দিয়ে ফ্লেমিশ সীমান্ত অতিক্রম করাটা অনেক বেশি বিপজ্জনক হবে।"

"সার্ভিসের ঘুঁটিগুলো!" বললো ভ্যালেন্টাইন, ঝট করে উঠে দাঁড়ালো সে। "চিঠিতে বলা হয়েছে সিস্টার শার্লোত্তে করদে নাকি কায়েনে রয়ে গেছেন! কায়েন হয়তো উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের কাছে কালেকশান পয়েন্ট হয়ে থাকবে।" একটু ভেবে আবার বললো সে, "কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে আলেক্সান্দ্রিয়ে কেন পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ফ্রান্স ছাড়বেন?"

"আমি জানি না," কথাটা বলে মিরিয়ে তার চুলের রিবন খুলে ফোয়ারার কাছে বসে মুখে একটু পানি ছিটিয়ে নিলো। "সিস্টার ক্লদের সাথে দেখা না করা পর্যন্ত এই চিঠির মানে কি সেটা আমরা জানবো না। কিন্তু দেখা করার জন্য উনি কর্দেলিয়া বেছে নিলেন কেন? ওটা তো এ শহরের সবচাইতে বিপজ্জনক জায়গা। তুমি তো জানোই, লাবায়ে এখন আর কোনো মোনাস্টেরি নয়, ওটাকে জেলখানা হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়েছে।"

"আমি ওখানে একা একা যেতে মোটেও ভয় পাচ্ছি না," বললো ভ্যালেন্টাইন। "অ্যাবিসের কাছে আমি প্রতীজ্ঞা করেছিলাম যেকোনো দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবো। এখন সময় এসেছে নিজের কথা রাখার। তবে তুমি এখানেই থাকো, বোন। আঙ্কেল জ্যাক-লুই তার অনুপস্থিতিতে আমাদেরকে বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করে দিয়েছেন।"

"তাহলে আমাদেরকে খুব বুদ্ধিখাটিয়ে বের হতে হবে," জবাব দিলো মিরিয়ে। "কারণ তোমাকে একা একা কর্দেলিয়ায় যেতে দেবো না আমি। এটা তুমি জেনে রেখো।"

সকাল : ১০টা

সুইডিশ অ্যাম্বাসির গেট দিয়ে জার্মেইন দ্য স্তায়েলের ঘোড়ার গাড়িটা বের হয়ে

গেলো। গাড়ির ছাদের উপরে কতোগুলো ট্রাঙ্ক আর উইগবক্স থরে থরে বেঁধে রাখা হয়েছে। দু'জন কোচোয়ান আর নিজস্ব চাকর রয়েছে তার সাথে। গাড়ির ভেতরে রয়েছে জার্মেইনের কাজের মহিলা আর অসংখ্য গহনার কেস। মহিলা পরে আছে অ্যাম্বাসেডরের পোশাক। প্যারিসের রাস্তা দিয়ে তার ছ'টি সাদা ধবধবে ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে শহরের প্রবেশদ্বারের অভিমুখে। গাড়ির দরজায় সুইডিশ রাজের রঙ্গিন ক্রেস্ট লাগানো। জানালার পর্দাগুলো নামিয়ে রাখা হয়েছে।

নিজের ভাবনায় ডুবে থাকা জার্মেইন আবদ্ধ গাড়ির ভেতরে প্রচণ্ড গরম থাকা সত্ত্বেও জানালা দিয়ে মুক্ত বাতাস নিচ্ছে না। তবে প্রবেশদ্বারের সামনে গাড়িটা আচমকা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেলে জার্মেইন জানালা খুলে বাইরে তাকালো।

বাইরে কিছু বিক্ষুব্ধ মহিলা শাবল আর গাইতি নিয়ে তেড়ে আসছে তাদের দিকে। কয়েকজন জার্মেইনের দিকে সংক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। তাদের ভীতিকর মুখগুলো এবড়োথেবড়ো, বেশ কয়েক পাটী দাঁত নেই। উশৃঙ্খল লোকজনের মুখ সব সময় এরকম বিশ্রি হয়ে কেন? ভাবলো জার্মেইন। জানালা দিয়ে মুখটা বের করলো সে।

"এখানে হচ্ছেটা কি?" বেশ কর্তৃত্বের সুরে বললো। "এক্ষুণি আমার গাড়ির সামনে থেকে সরে দাঁড়াও!"

"কাউকে শহর ছাড়ার অনুমতি দেয়া হয় নি!" জনসমাগমটি দ্রুত বেড়ে গেলে তাদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন সমস্বরে বললো।

"আমি সুইডিশ অ্যাম্বাসেডর!" চিৎকার করে বললো জার্মেইন। "একটা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজে সুইজারল্যান্ডে যাচ্ছি! আমি আদেশ করছি, এক্ষুণি আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও!"

"হা! আমাদেরকে আদেশ করে!" জানালার সামনে থাকা বিক্ষুব্ধ এক মহিলা চেঁচিয়ে বললো। একদলা থুতু ছুঁড়ে মারলো সে, সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস প্রকাশ করতে শুরু করলো সবাই।

একটা রুমালে মুখটা মুছে নিয়ে সেটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে বললো জার্মেইন, "এই নাও তোমাদের প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধেয় অর্থমন্ত্রি জ্যাক নেকারের মেয়ের রুমাল। এই থুতু তোমাদের মুখে মাখো!...জানোয়ারের দল কোথাকার।" গাড়ির ভেতরে তার কাজের মহিলাদের দিকে তাকালো। তারা ভয়ে জড়োসরো হয়ে আছে। "এই ঘটনার নাটের গুরু কে সেটা আমরা দেখে নেবো।"

কিন্তু ততোক্ষণে বিক্ষুব্ধ মহিলারা গাড়ি থেকে ছ'টি ঘোড়া খুলে নিয়ে সরিয়ে ফেলেছে। আরেকটি দল গাড়িটাকে টানতে টানতে প্রবেশদ্বার থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও। যেনো একদল পিঁপড়ে কেকের টুকরো বয়ে চলেছে।

আতঙ্কগ্রস্ত জার্মেইন শক্ত করে দরজা ধরে রাখলো। জানালা দিয়ে চিৎকার করে অভিশাপ আর হুমকি-ধামকি দিতে লাগলো জনতাকে। কিন্তু বাইরের বিক্ষুব্ধ জনতার হৈহল্লায় ধামাচাপা পড়ে গেলো সেটা। কিছুক্ষণ পরই রক্ষিবেষ্টিত বিশাল একটি ভবনের সামনে গাড়িটা থেমে গেলে জার্মেইন যা দেখতে পেলো তাতে করে তার রক্ত জমে বরফ হবার জোগার। তারা তাকে হোটেল দ্য ভিলে'তে নিয়ে এসেছে। প্যারিস কমিউনের হেডকোয়ার্টার এটি।

তার গাড়ির চারপাশে যে উশৃঙ্খল জনতা আছে তাদের চেয়ে প্যারিস কমিউন অনেক বেশি বিপজ্জনক। উন্মাদ একদল লোকের সমাহার। এমন কি অ্যাসেম্বলির অনেক সদস্য তাদেরকে যমের মতো ভয় পায়। প্যারিসের রাস্তাঘাট থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা, অভিজাত পরিবারের লোকজনদেরকে জেলে পুরে বিচার করে, দ্রুত কার্যকর করে তাদের মৃত্যুদণ্ড যা কিনা স্বাধীনতা-মুক্তির যে ধারণা দেয়া হচ্ছে তার একেবারেই বিপরীত চিত্র। তাদের কাছে জার্মেইন দ্য স্তায়েল হলো আরেকজন অভিজাত ব্যক্তি যার গর্দান কেটে ফেলা উচিত। সে নিজেও এটা জানে।

গাড়ির দরজা জোর করে খুলে জার্মেইনকে টেনে হিচড়ে নীচে নামালো ক্রুদ্ধ মহিলারা। শীতল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়ভাবে সোজা হয়ে হেটে গেলো সে সামনের দিকে। তার পেছনে তার চাকরেরা ভয়ে আর্তনাদ করছে, তাদেরকে লাঠিসোটা দিয়ে পেটানো হচ্ছে। দু'পাশ থেকে মহিলারা টেনে টেনে হোটেল দ্য ভিলের সিঁড়িতে নিয়ে গেলো জার্মেইনকে। আচমকা তার সামনে এসে দাঁড়ালো এক লোক। হাতের চাকুটা দিয়ে তার গাউনের বাধন কেটে দিলে সেটা খুলে পড়তে উদ্যত হলো। কোনোরকম গাউনটা শরীরের সাথে জড়িয়ে রাখলো সে। এক পুলিশ সামনে চলে এলে দম বন্ধ হয়ে গেলো জার্মেইনের। লোকটা তাকে জড়িয়ে ধরে দ্রুত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবনের ভেতরে চলে গেলো।

সকাল : ১১টা

ডেভিড হাপাতে হাপাতে অ্যাসেম্বলিতে এসে পৌছালেন। বিশাল ঘরটা লোকে লোকারণ্য, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। মাঝখানের পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে আছেন সেক্রেটারি সাহেব। চিৎকার করে নিজের কথা পৌছে দিতে চাচ্ছেন সবার কাছে। লোকজনের ভীড় ঠেলে নিজের সিটের দিকে এগোনোর সময় ডেভিড বুঝতেই পারলেন না সেক্রেটারি কী বলছেন।

"আগস্টের তেইশ তারিখে লঙ্গাই দূর্গটি শত্রুবাহিনী দখল করে নিয়েছে! প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ব্রুন্সউইকের ডিউক এক আদেশ জারি করেছে, আমরা যেনো অতি শীঘ্রই রাজাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজপরিবারকে

পুণরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি। তা না হলে তার সৈন্যেরা প্যারিসকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে!"

ঘরের হৈহল্লায় সেক্রেটারির কথা ছাপিয়ে যাচ্ছে বার বার। এরইমধ্যে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন নিজের কথা সবার কাছে পৌছে দেবার জন্যে।

অ্যাসেম্বলি ফ্রান্সের উপর তার ভঙ্গুর কর্তৃত্ব বহাল রেখেছে রাজাকে বন্দী করে রাখার পর থেকেই। কিন্তু ব্রুন্সউইকের আদেশমতে ষোড়শ লুইকে ছেড়ে দেয়াটা আসলে ফ্রান্স আক্রমণ করার একটি অজুহাত মাত্র। ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা আর বাহিনী থেকে ব্যাপকহারে চলে যাওয়ার কারণে ফরাসি সেনাবাহিনী এতোটাই দূর্বল আর নাজুক যে কিছু দিন আগে ক্ষমতায় আসা নতুন ফরাসি সরকার যেকোনো দিন পতন হয়ে যাবার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। গোঁদের উপর বিষফোড়ার মতো ব্যাপার হলো, অ্যাসেম্বলির ডেলিগেটরা একে অন্যেকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। মনে করছে সীমান্তে যে শত্রু জড়ো হয়েছে তাদের সাথে তলে তলে হাত মেলাচ্ছে অনেকেই। নিজের আসনে বসে থেকে ডেভিড ভাবছেন, এটাই হলো এই অরাজকতার আসল কারণ।

"নাগরিকগণ!" চিৎকার করে বললেন সেক্রেটারি। "আমি আপনাদেরকে ভয়ঙ্কর একটি সংবাদ দিচ্ছি! আজ সকালে ভারদানের দূর্গটাও প্রুশিয়ানদের দখলে চলে গেছে! আমাদের সবাইকে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র–"

পুরো অ্যাসেম্বলিতে যেনো উন্মাদনা শুরু হয়ে গেলো। ভয়ার্ত ইঁদুরের মতো লোকজন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো উদভ্রান্ত হয়ে। শত্রুবাহিনী আর প্যারিসের মাঝখানে ভারদানের দূর্গটি তাদের সর্বশেষ শক্তঘাঁটি! হয়তো রাতের মধ্যেই প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী চলে আসবে প্যারিসে।

চুপচাপ বসে থেকে ডেভিড কথাগুলো শোনার চেষ্টা ক'রে গেলেন। হট্টগোলের কারণে সেক্রেটারির কথা একদমই শোনা যাচ্ছে না এখন। লোকজনের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

পুরো অ্যাসেম্বলিটা উন্মাদগ্রস্ত লোকজনের আখড়ায় পরিণত হয়ে গেছে। উপর থেকে বিক্ষুব্ধ আর উশৃঙ্খল লোকজন মডারেটদের উপর কাগজ আর ফলমূল ফেলছে। এইসব গায়রোঁদিনরা ক'দিন আগেও লিবারেল হিসেবে পরিচিত ছিলো, ভয়ার্ত ফ্যাকাশে মুখে অসহায়ের মতো উপরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে এখন। তারা পরিচিত রিপাবলিকান রয়্যালিস্ট হিসেবে, যারা তিন তিনটি জিনিসের সমর্থক : অভিজাত পরিবার, যাজকতন্ত্র এবং বুর্জোয়া। ব্রুনসউইকের আদেশের কারণে এই অ্যাসেম্বলি রুমেও তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। এটা তারাও ভালো করে জানে।

প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী প্যারিসে আসার আগেই রাজতন্ত্রের পুণর্বহাল যারা সমর্থন করে তারা সবাই হয়তো মারা যাবে।

এবার সেক্রেটারি পোডিয়াম থেকে নেমে যেতেই সেখানে এসে দাঁড়ালেন দাঁতোয়াঁ, যাকে সবাই অ্যাসেম্বলির সিংহ বলে ডাকে। বিশাল মাথা আর সুগঠিত শরীর তার, শৈশবে ষাড়ের সাথে লড়াই করতে গিয়ে নাকে-ঠোঁটে আঘাত পেয়েছিলেন। সেই ক্ষত এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন। নিজের ভারি দু'হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন তিনি।

"নাগরিকগণ! মুক্ত দেশের একজন মন্ত্রী হয়ে এ কথাটা বলতে সন্তোষ বোধ করছি যে, তাদের দেশ রক্ষা পেয়ে গেছে! কারণ সবাই সজাগ, সবাই প্রস্তুত, এই লড়াইয়ে যোগ দিতে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে..."

শক্তিশালী এই নেতার কথা শুনে পুরো ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে নীরবতা নেমে আসতে শুরু করলো। দাঁতোয়াঁ তাদেরকে আগুয়ান হয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বললেন, দুর্বলদের মতো পিছুটান না দিয়ে প্যারিসে যে ঝড় ধেয়ে আসছে বুক চিতিয়ে সেটার প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানালেন। শহরের প্রতিটি নাগরিক যেনো অস্ত্র ধারণ করে, যার যা আছে তাই নিয়ে যেনো প্রহরা দেয় প্রতিটি প্রবেশদ্বার। তার এমন জ্বলাময়ী বক্তব্য শুনে সবাই উদ্দীপ্ত হলো, উৎফুল্ল হয়ে আনন্দ ধ্বনি প্রকাশ করলো সমস্বরে।

"আমরা যে চিৎকার করছি সেটা বিপদের ভয়ে আর্তচিৎকার নয়, ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের হুঙ্কার!...আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে, আবারো দেখিয়ে দিতে হবে, সব সময় আমরা যেমনটি দেখিয়ে দিয়েছি-ফ্রান্স টিকে থাকবে...ফ্রান্স রক্ষা পাবেই!"

পুরো অ্যাসেম্বলিতে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়লো। হাতের সামনে যা কিছু পেলো, সব শূন্যে ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে বলতে লাগলো সবাই : "*লদেসি! লদেসি!* দেখিয়ে দাও! দেখিয়ে দাও!"

এই হট্টগোলের মধ্যে ডেভিডের চোখ গ্যালারিতে বসা এক লোকের উপর নিবদ্ধ হলো। হালকা পাতলা গড়নের ধবধবে সাদা একজন মানুষ, গায়ের পোশাক একেবারে পরিপাটী, মাথার উইগে বেশ সুন্দর করে পাউডার দেয়া। হিম-শীতল সবুজ দৃষ্টির এক যুবক, সাপের মতোই চকচক করে তার চোখ দুটো।

ডেভিড দেখলেন, এই যুবক দাঁতোয়াঁর উজ্জীবিত বক্তৃতায় মোটেও আলোড়িত হচ্ছে না, চুপচাপ বসে আছে। তাকে দেখেই ডেভিড বুঝতে পারলেন, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া, হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, নিজেদের মধ্যে বিবাদ আর আশেপাশের ডজনখানেক শত্রুদেশের হাত থেকে একটা জিনিসই কেবল ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে আর সেটা দাঁতোয়াঁ কিংবা মারাতের জ্বালাময়ী বক্তৃতা নয়। ফ্রান্সের দরকার একজন নেতার। এমন একজন নেতা যার শক্তি নিহিত আছে স্তব্ধতার মাঝে। যে গলাবাজি করে না, কিন্তু প্রয়োজনে নিজের

ক্ষমতা দেখাতে পারে। এমন একজন নেতা যার পাতলা ঠোঁটে লোভ আর সম্মানের চেয়ে 'সততা' শব্দটিই বেশি সুমধুর শোনায়। যে জ্যঁ জ্যাক রুশোর মতাদর্শকে সমুন্নত রাখতে পারবে, এই মতাদর্শের উপরেই তো তাদের বিপ্লব সূচীত হয়েছে। গ্যালারিতে চুপচাপ বসে আছে যে লোকটা সে-ই হলো সেই নেতা। তার নাম ম্যাক্সিমিলিয়েঁ রোবসপাইয়ে।

দুপুর : ১টা

প্যারিস কমিউনের ভেতরে কাঠের একটি বেঞ্চে বসে আছে জার্মেইন দ্য স্তায়েল। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে এখানে বসে আছে সে। তার চারপাশে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে অসংখ্য লোকজন থাকলেও তারা কোনো কথা বলছে না। কিছু লোক তার পাশে বসে থাকলেও বেশিরভাগ লোক বসে আছে ঘরের মেঝেতে। পাশের একটা খোলা দরজা দিয়ে স্তায়েল দেখতে পাচ্ছে লোকজন স্ট্যাম্প মারা কাগজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। মাঝেমধ্যেই তারা ঘরে এসে কাগজ দেখে দেখে লোকজনের নাম ধরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে। যাদের নাম ধরে ডাকা হচ্ছে তাদের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। বাকিরা তালি বাজিয়ে সাহস যোগাচ্ছে তাদেরকে।

মাদাম স্তায়েল অবশ্য জানে দরজার ওপাশে কি হচ্ছে। প্যারিস কমিউনের সদস্যরা দ্রুত এবং তাৎক্ষণিক বিচার করছে 'অপরাধীদের'। অপরাধ বলতে বংশগত অবস্থান এবং রাজার প্রতি আনুগত্য থাকা। অভিজাত বংশের হলে তার রক্ত প্যারিসের পথেঘাটে রঞ্জিত হবে আগামীকাল সকালে। জার্মেইন নিজের পরিচয় কোনোভাবেই লুকাতে পারবে না। সেই সুযোগ তার নেই। বেঁচে থাকার একমাত্র আশা : হয়তো বিচারকেরা গর্ভবতী কোনো মহিলাকে গিলোটিনে শিরোচ্ছেদ করবে না।

জার্মেইন যখন অপেক্ষা করছে তখন হঠাৎ করে তার পাশে বসা এক লোক কাঁদতে কাঁদতে খিচুনি দিতে লাগলো। ঘরের বাকিরা কেউ এগিয়ে এসে লোকটাকে সান্ত্বনা দিলো না বরং এমনভাবে তার দিকে তাকালো ঠিক যেভাবে নোংরা কদর্য ভিক্ষুকদের দিকে উন্নাসিক ধনীরা তাকায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে জার্মেইন উঠে দাঁড়ালো। এরকম লোকের সাথে একই বেঞ্চে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে এখন মাথা খাটাতে হবে নিজেকে রক্ষা করার একটা উপায় বের করার জন্য।

ঠিক এ সময় তার চোখে পড়লো জনাকীর্ণ ঘরে লোকজনের ভীড় ঠেলে হাতে একগাদা কাগজ নিয়ে এক যুবক পাশের ঘরে যাচ্ছে। জার্মেইন চিনতে পারলো তাকে।

"কামিয়ে!" চিৎকার করে ডাকলো সে। "কামিয়ে দেমোলাঁ!" যুবকটি তার দিকে ফিরে তাকাতেই অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। কামিয়ে দেমোলাঁ প্যারিসের একজন প্রসিদ্ধ নাগরিক। তিন বছর আগে একজন জেসুইট ছাত্র হিসেবে অধ্যয়নরত ছিলো, তো জুলাই মাসের এক উত্তপ্ত রাতে ক্যাফে ফোয়ে এসে উপস্থিত লোকজনকে বাস্তিল দূর্গ আক্রমণ করার প্রস্তাব করেছিলো সে। এখন ফরাসি বিপ্লবের একজন নায়ক বনে গেছে কামিয়ে।

"মাদাম দ্য স্তায়েল!" ভীড় ঠেলে তার হাতটা ধরে বললো সে। "আপনি এখানে কেন? নিশ্চয় রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো কাজ করেন নি?" এমন মিষ্টি করে হেসে কথাটা বললো যে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃত্যুপরীতে সেটা একদমই বেমানান। জার্মেইনও চেষ্টা করলো মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার।

"প্যারিসের 'মহিলা নাগরিকেরা' আমাকে ধরে এনেছে এখানে," একটু কূটনৈতিক ভাষা ব্যবহার করে বললো সে। "মনে হচ্ছে অ্যাম্বাসেডরের স্ত্রীর শহরের গেট দিয়ে বের হয়ে যাওয়াটা এখন রাষ্ট্রদ্রোহ কাজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমরা যখন মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্যে কঠিন সংগ্রাম করছি তখন এটা কি পরিহাসের ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছে না আপনার কাছে?"

কামিয়ের মুখ থেকে হাসি উবে গেলো। জার্মেইনের পাশে বেঞ্চে বসা লোকটার দিকে আড়চোখে তাকালো সে। তারপর জার্মেইনের হাত ধরে একটু পাশে সরিয়ে নিলো তাকে।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন কোনো রকম পাস আর এসকর্ট ছাড়া আপনি প্যারিস ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন? হায় ঈশ্বর, এ কি করেছেন মাদাম। আপনার ভাগ্য ভালো তাৎক্ষণিক বিচারে আপনাকে গুলি করে মারা হয় নি!"

"কী যা তা বলছেন!" আৎকে উঠে বললো সে। "আমার তো কূটনৈতিক সুরক্ষা আছে। আমাকে জেলে ভরলে সেটা সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলে বিবেচিত হবে! আমাকে যে এখানে আটকে রাখা হয়েছে এটা শুনলেই তারা ভীষণ ক্ষেপে যাবে।" তার এই ক্ষণস্থায়ী সাহসিকতা কামিয়ের পরের কথাগুলো শুনে পুরোপুরি লোপ পেয়ে গেলো।

"এখন কি হচ্ছে সেটা কি আপনি জানেন না? আমরা এখন যুদ্ধাবস্থায় আছি, বর্হিশত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি..." কথাগুলো একটু চাপাকণ্ঠে বললো যাতে আশেপাশের কেউ শুনতে না পায়। কারণ এই খবরটা এখনও জনগণ জানতে পারে নি, জানতে পারলে একটা আতঙ্ক আর ভীতি ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। "ভারদানের পতন হয়েছে," বললো সে।

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো জার্মেইন। খুব দ্রুতই বুঝতে পারলো তার অবস্থা কতোটা সঙ্গিন এখন। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, "অসম্ভব!" তারপর মাথা দুলিয়ে জানতে চাইলো, "প্যারিস থেকে কতো দূরে আছে...মানে তারা এখন কোথায় আছে?"

"আমার ধারণা দশ ঘণ্টারও কম সময়ে তারা প্যারিসে পৌছে যাবে। এরইমধ্যে একটা আদেশ জারি করা হয়েছে, শহরের প্রবেশদ্বার দিয়ে যে বা যারাই ঢোকার চেষ্টা করবে তাদেরকে যেনো গুলি করা হয়। আর এ মুহূর্তে যারা দেশ ছাড়ার চেষ্টা করবে তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।" জার্মেইনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো সে।

"কামিয়ে," জার্মেইন বললো। "আপনি কি জানেন আমি কেন সুইজারল্যান্ডে আমার পরিবারের সাথে যোগ দিতে এতোটা মরিয়া? আমি যদি আরো দেরি করি তাহলে হয়তো আর ওখানে যেতেই পারবো না। আমি গর্ভবতী।"

কামিয়ে অবিশ্বাস্যের সাথে তাকালো তার দিকে, তবে জার্মেইনের সাহস আবার ফিরে এসেছে। যুবকের হাতটা নিয়ে নিজের পেটের উপর রাখলো সে। কামিয়ে বুঝতে পারলো কথাটা মিথ্যে নয়। প্রসন্ন হাসি ফুঁটে উঠলো তার ঠোঁটে।

"মাদাম, ভাগ্য ভালো থাকলে আমি হয়তো আপনাকে আজরাতের মধ্যে অ্যাম্বাসিতে ফেরত পাঠাতে পারবো। প্রুশিয়ানদের সাথে লড়াই করে জেতার আগে স্বয়ং ঈশ্বরও আপনাকে শহরের গেটের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। আপনার ব্যাপারটা নিয়ে আমি দাঁতোয়াঁর সাথে কথা বলবো।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো জার্মেইন। "জেনেভাতে যখন আমার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে তখন আমি তার নাম রাখবো আপনার নামে।"

দুপুর : ২টা

ডেভিডের স্টুডিও থেকে অনেকটা পালিয়ে এসে একটা ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করে লাবায়ে জেলখানার সামনে চলে এলো মিরিয়ে এবং ভ্যালেন্টাইন। রাস্তায় লোকেলোকারণ্য, বেশ কয়েকটি গাড়ি জেলখানার সামনে আটকে দেয়া হলো।

দাঙ্গাবাজ লোকগুলো হাতে দা-কুড়াল আর লাঠিসোটা নিয়ে জেলখানার গেটের কাছে থেমে থাকা ঘোড়াগাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়িগুলোর দরজা আর জানালার উপর আঘাত করতে শুরু করলো তারা চারপাশ থেকে। তাদের গর্জনে প্রকম্পিত হলো দু'পাশে পাথরের দেয়ালের মাঝখানে থাকা সরু পথটা। জেলখানার রক্ষীরা ঘোড়াগাড়িগুলোর ছাদে উঠে লোকজনকে দূরে সরানোর বৃথা চেষ্টা করছে।

মিরিয়ে আর ভ্যালেন্টাইনের গাড়ির ড্রাইভার ঝুঁকে জানালা দিয়ে উঁকি মারলো ভেতরে।

"আমি আর বেশি কাছে যেতে পারবো না," বললো তাদেরকে। "আরেকটু এগোলেই গলির মধ্যে আটকা পড়ে যাবো। তাছাড়া এইসব দাঙ্গাবাজদের চোখমুখ দেখে আমার ভালো ঠেকছে না।"

হঠাৎ করেই লোকজনের ভীড়ের মধ্যে নানের পোশাকে একজনকে দেখতে পেলো ভ্যালেন্টাইন। গাড়ির জানালা দিয়ে হাত নেড়ে তার মনোযোগ পাবার চেষ্টা করলো সে। বৃদ্ধ নান তাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেও লোকজনের ভীড় ঠেলে এগোতে পারলো না।

"ভ্যালেন্টাইন, না!" দরজা খুলে তার বোন লাফ দিয়ে পথে নেমে গেলে মিরিয়ে চিৎকার ক'রে বললো।

"মঁসিয়ে, প্লিজ," গাড়ি থেকে নেমে অনুনয় করে ড্রাইভারকে বললো মিরিয়ে, "আপনি কি গাড়িটা একটু রাখবেন? আমার বোন খুব জলদিই ফিরে আসবে।" লোকজনের ভীড় ঠেলে ভ্যালেন্টাইনকে চলে যেতে দেখছে সে। উদভ্রান্তের মতো সিস্টার ক্লদের কাছে যাবার চেষ্টা করছে মেয়েটা।

"মাদেমোয়ে," ড্রাইভার বললো, "আমি নীচে নেমে ঘোড়াগুলো হাতে টেনে গাড়িটা ঘোরাচ্ছি। এখানে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছি আমরা। যেসব গাড়ি তারা থামিয়েছে সেগুলোতে বন্দী আছে।"

"আমরা একজনের সাথে দেখা করতে এসেছি," মিরিয়ে বললো। "এক্ষুণি তাকে এখানে নিয়ে আসবো, তারপরই চলে যাবো এখান থেকে। মঁসিয়ে, আমি আপনার কাছে আবারো অনুনয় করছি, একটু অপেক্ষা করুন।"

"এইসব বন্দীদের," চারপাশে ঘিরে থাকা কয়েকটি গাড়ির দিকে চেয়ে বললো ড্রাইভার, "সবাই পাদ্রী আর যাজক, তারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখায় নি ব'লে ধরে আনা হয়েছে। আমি তাদেরকে নিয়ে যেমন আশংকা করছি তেমনি আমাদের নিরাপত্তা নিয়েও শংকিত। আমি গাড়িটা ঘোরাচ্ছি, এই ফাঁকে আপনার বোনকে নিয়ে চলে আসুন। সময় নষ্ট করবেন না।"

ড্রাইভার সিট থেকে নেমে ঘোড়াগুলো ঘোরাতে শুরু করলে মিরিয়ে লোকজনের ভীড় ঠেলে এগোনোর চেষ্টা করলো। তার বুক ধকধক করছে এখন।

চারপাশে জনসমুদ্র। লোকজনের ভীড়ের কারণে ভ্যালেন্টাইনকে দেখতে পাচ্ছে না। বহু কষ্টে সামনে এগোতে গিয়ে তার কাছে মনে হলো অসংখ্য হাত তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য দিকে। মানুষের কাঁচা মাংসের গন্ধ নাকে এসে লাগতেই ভয়ে তার গলা শুকিয়ে এলো।

হঠাৎ লোকজনের ভীড়ের ফাঁকে ভ্যালেন্টাইনকে এক ঝলক দেখতে পেলো মিরিয়ে। সিস্টার ক্লদের থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে আছে সে। হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ নানকে ধরার চেষ্টা করছে। এরপরই লোকজনের ভীড়টা আরো গাঢ় হয়ে গেলে হারিয়ে ফেললো তাকে।

"ভ্যালেন্টাইন!" চিৎকার করে ডাকলো মিরিয়ে। কিন্তু হাজার হাজার লোকের বজ্রকণ্ঠের কাছে মিইয়ে গেলো সেটা। লোকজনের ভীড় ঠেলতে ঠেলতে বন্দীদের গাড়িগুলোর সামনে নিয়ে গেলো তাকে। এইসব গাড়িতেই পাদ্রীরা আছে।

ভ্যালেন্টাইনের দিকে ছুটে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো মিরিয়ে কিন্তু উন্মাতাল জনসমুদ্রের স্রোত তাকে সরিয়ে দিচ্ছে ক্রমশ। আস্তে আস্তে সে বন্দীদের গাড়ির দিকে চলে এলো। তাকে একটা গাড়ির সাথে সাঁটিয়ে দিলো জনসমুদ্র। ঠিক তখনই খুলে গেলো গাড়িটার দরজা।

দাঙ্গাবাজ লোকগুলো বন্দীদের টেনে হিচড়ে বের করে আনতে শুরু করলো এবার। ভয়ার্ত এক যুবকপাদ্রীর সাথে মিরিয়ের চোখাচোখি হয়ে গেলো কিছু সময়ের জন্যে। তারপরই তাকে টেনে নিয়ে গেলো হিংস্র মানুষগুলো। এক বৃদ্ধ যাজক দরজা দিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে এসে হাতের লাঠিটা দিয়ে আঘাত করতে শুরু করলো দাঙ্গাকারীদের। উদভ্রান্তের মতো চিৎকার করে জেলখানার রক্ষিদের ডাকলো সাহায্যের জন্যে কিন্তু তারাও এখন হিংস্র পশু হয়ে গেছে, দাঙ্গাকারী খুনে লোকগুলোর সাথে যোগ দিয়ে পাদ্রীদের ছিন্নভিন্ন করে ফেললো মুহূর্তে। পায়ের নীচে ফেলে পিষ্ট করে ফেললো অনেককে।

একটা ঘোড়াগাড়ির চাকা ধরে মিরিয়ে দেখতে লাগলো একের পর এক পাদ্রীকে টেনে হিচড়ে গাড়ি থেকে বের করে হিংস্র লোকগুলো পশুর মতো হামলে পড়ছে। শাবল-গাইতি, লাঠিসোটা, যার কাছে যা আছে তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিচারের জন্যে আনা পাদ্রীদের উপর। সুতীব্র ভয়ে বার বার ভ্যালেন্টাইনের নাম ধরে ডাকতে লাগলো মিরিয়ে। কিন্তু সবই বৃথা। এক সময় জনসমুদ্রের ঢেউ তাকে ধাক্কা মেরে গাড়ির কাছ থেকে সরিয়ে জেলখানার দেয়ালের দিকে নিয়ে গেলো।

পাথরের দেয়ালের উপর আছড়ে পড়লো সে, তারপর কাকড় বিছানো পথের উপর। ভেজা আর উষ্ণ কিছু টের পেলো মিরিয়ে। মাথা তুলে চোখের সামনে থেকে চুল সরাতেই দেখতে পেলো সিস্টার ক্লদের খোলা চোখ দুটো। লাবায়ে জেলখানার দেয়ালের নীচে পড়ে আছে সে। সারা মুখে রক্ত। মাথার স্কার্ফটা ছিন্নভিন্ন। স্পষ্ট দেখতে পেলো কপালের বাম দিকটা ফেঁটে চৌচিড় হয়ে আছে। চোখ দুটো শূন্যে তাকিয়ে আছে যেনো। মিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপনে চিৎকার করার চেষ্টা করলো কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। তার গলা আটকে এলো। তার হাতে যে ভেজা আর উষ্ণ কিছু টের পেয়েছিলো সেটা আর কিছু না সিস্টার ক্লদের ছিঁড়ে ফেলা হাতের অংশ।

ভয়ে দূরে সরে গেলো মিরিয়ে। উদভ্রান্তের মতো হাতের রক্ত মুছে ফেললো নিজের গাউনে। ভ্যালেন্টাইন! কোথায় তার বোন? পশুর মতো কতোগুলো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসতেই দেয়াল ধরে হাটু মুড়ে উঠে বসলো সে, ঠিক তখনই একটা গোঙানি শুনে বুঝতে পারলো সিস্টার ক্লদ এখনও বেঁচে আছে!

সিস্টারকে জড়িয়ে ধরলো মিরিয়ে।

"ভ্যালেন্টাইন!" চিৎকার করে বললো সে। "ভ্যালেন্টাইন কোথায়? আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? ভ্যালেন্টাইনের কি হয়েছে, বলুন?"

মৃতপ্রায় নান কোনো রকম বলতে পারলো, "ভেতরে," তার কথাটা একেবারে ফিসফিসানিরর মতো শোনালো। "তারা তাকে লাবায়ের ভেতরে নিয়ে গেছে।" তারপরই জ্ঞান হারালো আবার।

"হায় ঈশ্বর, আপনি কি নিশ্চিত?" মিরিয়ে বললো কিন্তু কোনো জবাব পেলো না।

উঠে দাঁড়ালো সে। রক্তপিপাসু দাঙ্গাবাজরা তার দিকেই ছুটে আসছে। চারদিকে দা, কুড়াল, শাবল, গাইতি আর নানা রকম ভয়ঙ্কর অস্ত্রের ঝনঝনানি। সেইসাথে তাদের জান্তব উল্লাস আর কিছু মানুষের বেঁচে থাকার করুণ আর্তনাদ মিলেমিশে এমন বিকট শব্দ সৃষ্টি করেছে যে মাথা ভনভন করতে শুরু করলো। লাবায়ের দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে গিয়ে তার হাত রক্তাক্ত হয়ে গেলো।

ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ক্লান্ত-ভগ্ন মনে বুঝতে পারলো এখান থেকে সরে গিয়ে ঘোড়াগাড়িটার কাছে যেতে হবে, হয়তো সেটা এখনও আশেপাশেই আছে। তারপর খুঁজে বের করতে হবে ডেভিডকে। কেবলমাত্র ডেভিডই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে এখন।

হঠাৎ করেই সে বরফের মতো জমে গেলো জনারণ্যের মাঝখানে। লোকজনের ভীড়ের ফাঁক গলে চোখে পড়লো একটা ভয়াবহ দৃশ্য। যে গাড়িটায় করে তারা এসেছিলো সেটা এখন দাঙ্গাবাজদের কবলে পড়ে গেছে। সেটাকে টানতে টানতে মিরিয়ে দিকেই নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই গাড়ির ড্রাইভারের আসনে একটা বল্লমের মাথায় তাদের ড্রাইভারের খণ্ডিত মস্তক। লোকটার সিলভার রঙের চুল আর রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে গা শিউড়ে উঠলো তার।

নিজের ভেতর থেকে আসা চিৎকারটা থামানোর জন্য নিজের হাতে কামড় বসিয়ে দিলো মিরিয়ে। বুঝতে পারলো ডেভিডকে আর খুঁজতে পারবে না সে। তাকে এখন লাবায়ের ভেতরে যেতে হবে। আর এখন যদি ভ্যালেন্টাইনের কাছে না যেতে পারে তাহলে এই জীবনে আর কখনই সেটা সম্ভব হবে না।

বিকেল : ৩টা

জ্যাক-লুই ডেভিড উঠে আসা বাষ্পের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। পাথর বিছানো উত্তপ্ত রাস্তার উপরে মহিলারা বালতি ভরে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেয়ার কারণে এই বাষ্প। তিনি প্রবেশ করলেন ক্যাফে দ্য লা রিজেন্সিতে।

ডজনখানেক লোক ভেতরে বসে পাইপ আর সিগার খাচ্ছে ফলে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পুরো ক্লাবঘরটি। ডেভিডের চোখে এসে লাগলো সেটার আঁচ। কোনো রকম ভীড় ঠেলেঠুলে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। প্রতিটি টেবিলে তাস,

ডমিনো আর দাবা খেলে যাচ্ছে লোকজন। ক্যাফে দ্য লা রিজেন্সি হলো ফ্রান্সের সবচাইতে পুরনো খেলাধুলার ক্লাব।

ঘরের পেছনে চলে এলেন ডেভিড। দেখতে পেলেন ম্যাক্সিমিলিয়েঁ রোবসপাইয়ে একটা টেবিলে বসে নিবিষ্টমনে দাবা খেলে যাচ্ছে। তার মধ্যে অসম্ভব শান্ত আর ধীরস্থির মনোভাব, চারদিকের হৈহল্লার কোনা কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। বাস্তবেও লোকটা বরফের মতোই শীতল। আর দাবা খেলার সময় আশেপাশের কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করে না।

রোবসপাইয়ের বিপরীতে যে বৃদ্ধ লোকটি বসে আছে ডেভিড তাকে চিনতে পারলেন না। পুরনো দিনের নীল কোট আর সাদা মোজা পরে আছে, বেশভূষা দেখতে একেবারে পঞ্চদশ লুইয়ের মতো। কোনো দিকে না তাকিয়েই বুড়ো লোকটা চাল দিলো। ডেভিড কাছে আসতেই মুখ তুলে তাকালো সে।

"আপনার খেলায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য আমি খুবই দুঃখিত," বললেন ডেভিড। "মঁসিয়ে ম্যাক্সিমিলিয়েঁ রোবসপাইয়েকে আমি একটা জরুরি অনুরোধ করতে এসেছি।"

"ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই," বললেন বুড়ো লোকটা। রোবসপাইয়ে এখনও চুপচাপ দাবাবোর্ডটি নিরীক্ষণ করে যাচ্ছে। "আমার বন্ধু খেলায় হেরে গেছে। তার রাজা চেক হয়ে গেছে। তুমি খেলা থেকে ছুটি নিতে পারো ম্যাক্সিমিলিয়েঁ। তোমার বন্ধু ঠিক সময়েই এসে পড়েছে।"

"আমি তো এটা দেখতে পাচ্ছি না," বললো রোবসপাইয়ে। "অবশ্য দাবার ব্যাপারে আপনার চোখ আমার চেয়েও ভালো, সেটা আমি জানি।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাবাবোর্ড থেকে চোখ সরিয়ে ডেভিডের দিকে তাকালো সে। "মঁসিয়ে ফিলিদোর হলেন ইউরোপের সবচাইতে সেরা দাবা খেলোয়াড়। তার সাথে হেরে যাওয়াটাও অনেক সম্মানের ব্যাপার। এক টেবিলে বসে যে খেলছি সেটাই তো অনেক কথা।"

"আপনিই তাহলে সেই বিখ্যাত ফিলিদোর!" অবাক হয়ে বলেই বুড়ো লোকটার হাত ধরে ফেললেন ডেভিড। "আপনি তো বিখ্যাত সুরকার, মঁসিয়ে। আমি যখন অনেক ছোটো ছিলাম তখন আপনার *লো সোলদাত ম্যাজিশিয়ান* দেখেছিলাম। জীবনেও ভুলতে পারবো না সেটা। দয়া করে আমাকে আমার পরিচয়টা দিতে দিন, আমি জ্যাক-লুই ডেভিড।"

"বিখ্যাত পেইন্টার!" উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ফিলিদোর। "ফ্রান্সের অন্য সবার মতো আমিও আপনার চিত্রকর্মের দারুণ ভক্ত। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ দেশে আপনিই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যে আমাকে মনে রেখেছে। যদিও এক সময় আমার সঙ্গিত কমেদি-ফ্রাসোঁয়া আর অপেরা-কমিকে নিয়মিত পরিবেশিত হতো কিন্তু বর্তমানে আমি প্রশিক্ষিত বানরের মতো দাবা খেলে দু'পয়সা রোজগার করে

সংসার চালাই। রোবসপাইয়ে আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দারুণ উপকার করেছে, একটা পাস জোগার করে দিয়েছে আমাকে, যাতে করে এ দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে যেতে পারি, ওখানে আমি দাবা খেলে ভালোই রোজগার করতে পারবো।"

"আমিও ঠিক এরকম উপকার চাইতে এসেছি তার কাছে," রোবসপাইয়ে নিজেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে বললেন ডেভিড। "এই মুহূর্তে প্যারিসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আর সেজন্যেই আমি এখানে ছুটে এসেছি, জানি না উনি আমার অনুরোধ রাখবেন কিন.।"

"নাগরিকেরা সব সময়ই অন্যের কাছ থেকে একটু সুবিধা পেতে চায়," শান্তকণ্ঠে বললো রোবসপাইয়ে।

"আমি আমার তত্ত্বাবধানে থাকা অল্পবয়স্কা দুটো মেয়ের জন্যে এসেছি," দৃঢ়ভাবে বললেন ডেভিড। "আমি নিশ্চিত আপনি নিজেও মনে করেন না এ মূহূর্তে অল্পবয়স্ক তরুণীদের জন্যে ফ্রান্স কোনো নিরাপদ জায়গা।"

"আপনি যদি তাদের নিয়ে এতোটাই চিন্তিত হয়ে থাকেন তাহলে," নাক সিটকিয়ে বললো রোবসপাইয়ে, "অঁতুয়াঁর বিশপের মতো লোকের বাহুবন্ধনে তাদেরকে প্যারিসের পথেঘাটে ছেড়ে দিতেন না।"

"আমি একটু ভিন্নমত পোষণ করবো," ফিলিদোর কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লেন। "মরিস তয়িরাঁর দারুণ ভক্ত আমি। আমার অনুমাণ একদিন এই লোকটা ফ্রান্সের ইতিহাসে মহান রাষ্ট্রনায়ক হয়ে উঠবে।"

"অনুমাণ হিসেবে একটু বেশিই হয়ে গেছে," বললো রোবসপাইয়ে। "ভাগ্য ভালো যে, আপনি লোকজনের ভাগ্য গণনা করে জীবিকা নির্বাহ করেন না। কয়েক সপ্তাহ ধরে মরিস তঁয়িরাঁ ফ্রান্সের সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষ সেধে যাচ্ছে তাকে যেনো কূটনৈতিক হিসেবে ইংল্যান্ডে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। লোকটা এখন নিজের মাথা বাঁচাতে ব্যস্ত। মাই ডিয়ার ডেভিড, প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী এসে পড়ার আগে ফ্রান্সের সব অভিজাত লোকজন দেশ ছাড়তে চাইছে। আজরাতে কমিটির মিটিংয়ে আপনার ঐ দুই তরুণীর ব্যাপারে কী করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলবো তবে এ মুহূর্তে কোনো কথা দিতে পারছি না। আপনি একটু দেরি করে ফেলেছেন।"

ডেভিড তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাবার সময় তার সাথে সাথে বের হলেন দাবা মাস্টার ফিলিদোর। তিনিও ক্লাব থেকে বের হতে যাচ্ছিলেন এ সময়। জনাকীর্ণ ক্লাবঘর থেকে বের হবার সময় ফিলিদোর বললেন, "আপনাকে বুঝতে হবে রোবসপাইয়ে আপনার এবং আমার থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। একজন অবিবাহিত লোক হিসেবে সন্তানের প্রতি কি রকম দায়িত্ব থাকতে হয় সেটা সে জানে না। আপানার তত্ত্বাবধানে যে মেয়ে দুটো আছে তাদের বয়স কতো, ডেভিড? কতোদিন ধরে তারা আপনার তত্ত্বাবধানে আছে?"

"দু'বছরের বেশি সময় ধরে আমার কাছে আছে," বললেন ডেভিড। "আমার কাছে আসার আগে তারা ছিলো মন্তগ্রেইন অ্যাবির অ্যাপ্রেন্টিস নান..."

"আপনি কি বললেন, মন্তগ্রেইন?" ক্লাবের গেট দিয়ে বের হবার সময় চাপা কণ্ঠে বললেন ফিলিদোর। "মাই ডিয়ার ডেভিড, একজন দাবা খেলোয়াড় হিসেবে আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি মন্তগ্রেইন অ্যাবির ইতিহাস সম্পর্কে আমি বেশ ভালোই জানি। আপনি কি তাদের ইতিহাসটা জানেন না?"

"হ্যা হ্যা, জানি," একটু বিব্রত হয়ে বললেন ডেভিড। "সবটাই গালগপ্পো। মন্তগ্রেইন সার্ভিসের কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনার মতো লোক এরকম গালপপ্পো বিশ্বাস করে শুনলে আমি অবাকই হবো।"

"গালগপ্পো?" রাস্তায় নামতেই ফিলিদোর ডেভিডের হাতটা ধরলেন। "বন্ধু, আমি জানি ওটার অস্তিত্ব আছে। আমি আসলে তারচেয়েও বেশি কিছু জানি। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, আপনি সম্ভবত জন্মান নি তখন, প্রুশিয়ার ফ্রেডারিকের রাজদরবারে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে এমন দু'জন লোকের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম যাদের ছিলো অনুধাবন করার অসম্ভব ক্ষমতা। আমি জীবনেও সেটা ভুলবো না। একজনের কথা আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন–মহান গণিতজ্ঞ লিওনহার্ড ইউলার। অন্যজন ফ্রেডারিকের বাবার সময়কার সভাসঙ্গিতকার। তবে এই বৃদ্ধলোকটি তখন একেবারে ফুরিয়ে গেছে, বলতে পারেন, তার সমস্ত প্রখরতা যেনো বয়সের ধুলোবালিতে চাপা পড়ে গেছে। সমগ্র ইউরোপ তখনও তার কথা শোনে নি। তবে রাজার অনুরোধে এক রাতে তিনি যখন আমাদের সামনে তার সঙ্গিত পরিবেশন করলেন তখন বুঝতে পারলাম এ জীবনে এরকম বিশুদ্ধ সঙ্গিত আর কখনও শুনি নি। তার নাম ইয়োহান সেবাস্তিয়ান বাখ।"

"এ নাম তো শুনি নি," ডেভিড স্বীকার করলেন, "কিন্তু ইউলার আর এই সঙ্গিতকারের সাথে লিজেন্ডারি মন্তগ্রেইন সার্ভিসের সম্পর্কটা কি?"

"বলবো আপনাকে," হেসে বললেন ফিলিদোর। "তবে আপনি যদি আপনার ঐ দুই তরুণীর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিন তাহলে। সম্ভবত আমরা এই রহস্যটার কূলকিণারা করতে পারবো। আপনি হয়তো জানেন না এই রহস্যটা উন্মোচন করতে গিয়ে আমি আমার সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি!"

ডেভিড তার কথায় রাজি হয়ে তাকে নিজের স্টুডিও'তে নিয়ে আসার জন্যে রওনা হলেন।

বাতাসের কোনো গতি নেই। গাছের পাতাও নড়ছে না। প্রচণ্ড গরমের একটা দিন। মাটি তেঁতে আছে সেই প্রখর গরমে। সাইন নদীও যেনো সমস্ত উদ্দামতা হারিয়ে ধীরগতিতে বইছে। তারা তখনও জানে না বিশ ব্লক দূরে, কর্দেলিয়ার প্রাণকেন্দ্রে একদল রক্তপিপাসু দাঙ্গাবাজ লাবায়ের জেলখানার প্রধান

ফটকটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আর সেই জেলখানার ভেতরেই আছে ভ্যালেন্টাইন।

তারা দু'জন যখন পায়ে হেটে স্টুডিওর পথে এগিয়ে যাচ্ছে তখনই ফিলিদোর তার গল্পটা বলা শুরু করলেন...

দাবা মাস্টারের গল্প

উনিশ বছর বয়সে আমি ফ্রান্স ছেড়ে হল্যান্ডে যাত্রা করি একটা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে, উদ্দেশ্য ওখানে এক অল্পবয়সী প্রডিজি পিয়ানো বাদক মেয়ের সাথে বাজাবো। কিন্তু হল্যান্ড গিয়েই শুনি মেয়েটা কয়েক সপ্তাহ আগে গুটিবসন্তে মারা গেছে। কপর্দকহীন হয়ে আমি বিদেশের মাটিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আয়রোজগারের কোনো আশাও ছিলো না সেখানে। কোনো রকম খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্য আমি কফিহাউজগুলোতে গিয়ে দাবা খেলতে শুরু করি।

চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই আমি বিখ্যাত দাবা মাস্টার স্যার দ্য লিগ্যালের অধীনে দাবা চর্চা শুরু করেছিলাম। উনি ছিলেন ইউরোপের সেরা খেলোয়াড়। আঠারো বছর বয়সে আমি তাকে নাইট ছাড়াই হারাতে সক্ষম হতাম। খুব দ্রুত বুঝতে পারলাম আমি যেকোনো খেলোয়াড়কেই হারিয়ে দিতে পারি। আমাকে হেগে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ফন্টিনয় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। চারপাশে যখন যুদ্ধ চলছে তখন যুবরাজ ওয়ালডেকের সাথে দাবা খেলেছিলাম।

আমি সমগ্র ইংল্যান্ড ভ্রমণ করি, ওখানকার কসাইদের কফিহাউজে গিয়ে প্রায় সব সেরা দাবাড়ুদের সাথেই খেলি, তার মধ্যে স্যার অ্যাব্রাহাম জেনসেন এবং ফিলিপ স্টামাও ছিলো। তাদের সাবইকে আমি হারিয়ে দেই। সম্ভবত স্টামা একজন সিরিয়ান কিংবা মুরিশ বংশোদ্ভুত ছিলেন। দাবার উপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন তিনি। সেইসব বইসহ লা বোর্দোয়াঁ আর মারিচালের বই দুটো আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, আমারও দাবার উপর বই লেখা উচিত।

এর কয়েক বছর পরই আমার বই প্রকাশ হয়। সেটার শিরোনাম ছিলো *অ্যানালাইস দু জুয়ে দে এসচেক*। তাতে আমি দাবা খেলা নিয়ে একটা তত্ত্বের কথা বলি, 'সৈনিকেরা হলো দাবার প্রাণ।' ওই বইতে আমি দেখাই সৈন্যেরা শুধুমাত্র বলি দেয়ার বস্তু নয়, তাদেরকে কৌশলগত এবং অবস্থানগতভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বইটা দাবা খেলার জগতে একটি বিপ্লব বয়ে আনে।

আমার কাজ জার্মান গণিতবিদ ইউলারের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। দিদেরোর প্রকাশিত ফরাসি *দিকশনেয়া*'তে আমার চোখ বেধে খেলার কথা প্রকাশিত হলে তিনি ফ্রেডারিককে দিয়ে তার রজদরবারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন।

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাজদরবারটি পটসডামে অবস্থিত, বিশাল, চোখ ধাঁধানো আর সূক্ষ্ম কারুকাজ করা এই দরবারটি ইউরোপের সেরা হিসেবে বিবেচিত। ফ্রেডারিক নিজে একজন যোদ্ধা বলে তার রাজসভায় সব সময় কিছু সৈনিক, শিল্পী আর নারী থাকতো। তিনি এদের সঙ্গ খুব পছন্দ করতেন। বলা হয়ে থাকে তিনি কাঠের শক্ত তক্তার উপরে ঘুমাতেন, পাশে রাখতেন তার প্রিয় কুকুরগুলো।

আমি যে রাতে রাজদরবারে যাই সেই রাতে লিপজিগের সভাসঙ্গিতকার বাখ তার ছেলে উইলহেমকে নিয়ে উপস্থিত হন আরেক ছেলে কার্ল ইমানুয়েল বাখের সাথে যোগ দিতে। ইমানুয়েল ছিলেন ফ্রেডারিকের রাজদরবারের সঙ্গিতকার। ফ্রেডারিক নিজে আট বার-এর একটি ক্যানন কম্পোজ করেছিলেন, সিনিয়র বাখকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন ঐ থিমটার উপরে কিছু ইম্প্রোভাইজ করার জন্য। আমাকে বলা হয়েছিলো, এই বৃদ্ধ সঙ্গিতকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে আগ্রহী। তিনি জিশু এবং নিজের নামে কিছু ক্যানন রচনা করেছিলেন, আর সেগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিলেন গাণিতিক নোটেশনের হারমোনির ভেতরে। তিনি একই সাথে বেশ কয়েকটি জটিল আর বিপরীত মেলোডি একসূত্রে গেঁথে এমন একটা হারমোনি তৈরি করতেন যা হতো মূল মেলোডির ঠিক বিপরীত চিত্রের মতো।

ইউলার প্রস্তাব করলেন, বৃদ্ধ সঙ্গিতকার যেনো 'দ্য ইনফিনিট'-এর স্ট্রাকচারের মধ্যে একটি ভ্যারিয়েশন আবিষ্কার করেন। এই ইনফিনিটি মানে ঈশ্বর তার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই উদ্ভাসিত। রাজা এ কথাটা শুনে খুব খুশি হলেন কিন্তু তার ধারণা ছিলো বাখ এটা করবেন না। আমি নিজে একজন সঙ্গিতকার হিসেবে বলতে পারি, অন্যের সঙ্গিতের উপর বাড়তি কিছু কারুকাজ করা ছোটোখাটো কাজ নয়। একবার আমি জ্যঁ জ্যাক রুশোর একটি থিমের উপর অপেরা কম্পোজ করেছিলাম। দার্শনিক রুশোর বয়স তখন খুব কম ছিলো। কিন্তু সঙ্গিতের মধ্যে এ ধরণের ধাঁধা লুকিয়ে রাখাটা...একেবারেই অসম্ভব একটি কাজ।

তবে আমাকে অবাক করে দিয়ে বাখ তার জামার হাতা গুটিয়ে কিবোর্ডের সামনে বসে গেলেন। ভারি শরীর, বিশাল আকৃতির নাক, শক্ত চোয়াল আর জ্বলজ্বলে চোখ ছিলো তার। ইউলার আমার কানে কানে বললেন, বৃদ্ধ বাখ ফরমায়েশি কাজ করেন না। নির্ঘাত তিরি রাজার অনুরোধের জবাবে একটা তামাশা করবেন।

মাথা নীচু করে ইয়োহান সেবাস্তিয়ান বাখ অপূর্ব সুন্দর আর প্রাণ হরণ করা একটি সঙ্গিত বাজাতে শুরু করলেন। মনে হলো অন্তহীন এক পাখির গান সেটা। এক ধরণের *ফিউগো* ছিলো ওটা, আমি সেই রহস্যময় দুর্বোধ্যতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে

শুনে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম তিনি কি করেছেন। সুরের প্রতিটি স্টানজা একটি হারমোনি-কি থেকে শুরু হয়ে অন্য একটি উপরের কি-তে গিয়ে শেষ হচ্ছে, আর এটা চললো রাজার নিজের থিমটা ছয়বার রিপিট হওয়া পর্যন্ত, তবে যে কি থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে এসেই তিনি শেষ করলেন। তারপরও পালা বদলটি কোথায় ঘটলো, কিভাবে ঘটলো সেটা আমার কাছেও বোধগম্য হলো না। ওটা ছিলো জাদুর মতো একটি কাজ। অনেকটা সাধারণ ধাতুকে সোনায় বদলে ফেলার মতো একটি ব্যাপার। সঙ্গিতটির চাতুর্যপূর্ণ গঠন শুনে আমার মনে হলো এটা বিরামহীনভাবেই অসীমতার দিকে ধাবিত হচ্ছে যতোক্ষণ না স্বরগুলো দেবদূতেরা শুনতে পায়।

"অসাধারণ!" বাখ থামতেই রাজা বলে উঠলেন। হাতেগোনা কয়েকজন জেনারেল আর সৈনিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি।

"এই স্ট্রাকচারটাকে কি নামে ডাকা হয়?" জানতে চাইলাম বাখের কাছে।

"আমি এটাকে বলি '*Ricercar*'," বৃদ্ধ আমাকে বললেন। চমৎকার একটি সঙ্গিত সৃষ্টি করার পরও তার গুরুগম্ভীর অভিব্যক্তি পাল্টালো না। "ইতালিতে এটাকে বলে 'অন্বেষণ'। এটা সঙ্গিতের খুবই প্রাচীন একটি ফর্ম। এখন আর এ ধরণের সঙ্গিতের চল নেই।" কথাটা বলে তিনি তার ছোটো ছেলে কার্ল ফিলিপের দিকে তিক্তমুখে তাকালেন। তার এই ছেলে জনপ্রিয় ধারার সঙ্গিত রচনা করতেন।

রাজার পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিয়ে সেটার উপরে *Ricercar* শব্দটি দ্রুত লিখে ফেললেন। শব্দটির প্রতিটি অক্ষরকে একেকটি লাতিন শব্দে রূপান্তর করলেন তিনি। ফলে এরকম দাঁড়ালো : *রেজিস ইসু কান্তিও এত রেলিকুয়া কানোনিকা আর্তে রেজুলুতা*। সাদামাটাভাবে এটার অর্থ দাঁড়ায়, রাজা কর্তৃক ইসু হওয়া সঙ্গিত, বাকিটা ক্যাননের শিল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন। ক্যানন হলো এমন এক ধরণের সঙ্গিত যেখানে প্রতিটি পার্ট একটা নির্দিষ্ট হিসেবে মাপা থাকে, তবে পুরো সঙ্গিতটি ওভারল্যাপিং ফ্যাশনে। যেনো চিরকাল বহমান, এরকম একটি ভাব তৈরি করে এটি।

এরপর বাখ মিউজিক শিটের মার্জিনে দুটো লাতিন বাক্য লিখলেন। সেগুলো অনুবাদ করার পর দাঁড়ালো এরকম :

স্বরগুলোর বিস্তৃতির সাথে সাথে রাজার সৌভাগ্যও প্রসারিত হবে।
সুরের সম্প্রসারণ হবার সাথে সাথে রাজার মহিমাও বৃদ্ধি পাবে।

ইউলার এবং আমি বৃদ্ধ সঙ্গিতকারকে তার চাতুর্যপূর্ণ কাজের জন্য প্রশংসা করলাম। এরপর আমাকে একই সাথে রাজা, ডক্টর ইউলার এবং বাখের ছেলে

উইলহেমের সাথে চোখ বেধে দাবা খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাখ যদিও দাবা খেলেন নি কিন্তু খেলা দেখেছিলেন বেশ মনোযোগ দিয়ে। তিনজনকেই হারিয়ে দেই আমি। খেলা শেষে ইউলার আমাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে যান।

"তোমার জন্য আমার কাছে একটা উপহার আছে," আমাকে বললেন তিনি। "আমি একটা নতুন নাইট টুর আবিষ্কার করেছি। এটা একটা গাণিতিক ধাঁধা। আমার বিশ্বাস দাবা খেলায় এ পর্যন্ত যতোগুলো নাইট টুর আবিষ্কৃত হয়েছে আমারটা তারমধ্যে সবচাইতে সেরা। তবে তুমি যদি কিছু মনে না করো আমি ওটার একটা কপি বৃদ্ধ বাখকে দিতে চাই আজ রাতে। তিনি গাণিতিক খেলা খুব পছন্দ করেন, এটা তাকে বেশ আনন্দ দেবে।"

আমাদের কাছ থেকে উপহারটা অদ্ভুত হাসির সাথে গ্রহণ করলেন বাখ। আন্তরিকভাবেই ধন্যবাদ জানালেন তিনি। "আমি বলি কি, হের ফিলিদোর চলে যাবার আগে আপনারা আগামীকাল সকালে আমার কটেজে চলে আসুন," বললেন তিনি। "তাহলে আপনাদের জন্যে আমি ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ প্রস্তুত করে রাখতে পারবো।" আমরা খুব কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। কথা দিলাম অবশ্যই কাল সকালে তার ওখানে যাবো।

পরের দিন সকালে কার্ল ফিলিপের কটেজের দরজা খুলে বাখ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ওখানে ছোট্ট একটা পার্লারে বসলাম আমরা। তিনি আমাদের চা পান করতে দিলেন। এরপর ছোট্ট একটা পিয়ানোর সামনে বসে একেবারে অন্য রকম একটি সঙ্গিত বাজাতে শুরু করলেন তিনি। বাজানো শেষ করলে আমি এবং ইউলার একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

"এটাই হলো আপনাদের সারপ্রাইজ!" সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন বাখ। তার মুখের গুরুগম্ভীর অভিব্যক্তি বদলে গেলো। মনে হলো অনেক খুশি হয়েছেন। তবে বুঝতে পারলেন ইউলার এবং আমি কিছুই ধরতে পারছি না।

"শিট মিউজিকটা একটু দেখুন," বললেন বাখ। আমরা দু'জনে উঠে পিয়ানোর সামনে চলে গেলাম। শিট মিউজিক বলতে কিছুই ওখানে নেই, আছে গতরাতে ইউলারের দেয়া নাইট টুরের সেই কপিটা। জিনিসটা বিশাল দাবাবোর্ডের একটি মানচিত্র, যার প্রতিটি বর্গে সংখ্যা লেখা। বাখ এইসব সংখ্যাগুলোর সাথে চমৎকার কিছু লাইনের সম্পর্ক তৈরি করেছেন, সেগুলো আমার কাছে ধরা পড়ে নি। তবে ইউলার একজন গণিতজ্ঞ, তার মাথা আমার চেয়ে দ্রুত কাজ করে।

"আপনি এইসব সংখ্যাগুলোকে অক্টেভ আর কর্ডে রূপান্তর করেছেন!" তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন। "কিন্তু আমাকে দেখাতে হবে এটা আপনি কিভাবে করলেন। গণিতকে সঙ্গিতে পরিণত করা–এটা তো সাংঘাতিক জাদু!"

"কিন্তু গণিত তো সঙ্গিতই," জবাবে বললেন বাখ। "এর উল্টোটাও সত্য। আপনারা যদি বিশ্বাস করে থাকেন 'মিউজিক' শব্দটি এসেছে 'মুসা', 'মিউজেস' অথবা 'মিউটা' থেকে, যার অর্থ দাঁড়ায় ওরাকলের মুখ, তাহলেও ঐ একই কথা খাটে। আর যদি ভাবেন 'ম্যাথমেটিক্স' এসেছে 'ম্যাথানেইন' কিংবা 'ম্যাট্রিক্স' থেকে যাদের অর্থ জরায়ু অথবা সকল সৃষ্টির মাতা, তাহলেও একই কথা..."

"আপনি শব্দ নিয়েও স্টাডি করেছেন?" ইউলার বললেন।

"সৃষ্টি এবং হত্যা করার ক্ষমতা রয়েছে শব্দের," বললেন বাখ। "যে মহান স্থপতি আমাদের এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি শব্দেরও জন্ম দিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, আমরা যদি নিউ টেস্টামেন্টের সেন্ট জনের কথায় বিশ্বাস রাখি তাহলে বলতে হয়, তিনি প্রথমে শব্দই সৃষ্টি করেছেন।"

"আপনি কি বললেন? মহান স্থপতি?" ইউলারের মুখ কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

"আমি ঈশ্বরকে স্থপতি নামে ডাকি, কারণ তিনি প্রথমে শব্দের ডিজাইন করেছেন," জবাবে বললেন বাখ। " 'প্রথমে ছিলো শব্দ,' মনে আছে? কে জানে? হয়তো এটা নিছক শব্দ না। হয়তো এটা সঙ্গিত। হতে পারে ঈশ্বর তার নিজের তৈরি করা অন্তহীন এক সঙ্গিত গেয়ে চলেছেন, আর এর মাধ্যমেই এই বিশ্বজগৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে।"

ইউলার সূর্য নিরীক্ষণ করতে গিয়ে এক চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেললেও অন্য চোখে পিটপিট করে তাকালেন পিয়ানোর উপর রাখা নাইট টুরের দিকে। দাবাবোর্ডের ডায়াগ্রামে থাকা অসংখ্য ছোটো ছোটো সংখ্যাগুলোর উপর হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে গেলেন তিনি। তারপর কথা বললেন এই গণিতজ্ঞ।

"আপনি এসব জিনিস কোথায় শিখেছেন?" সুরস্রষ্টাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। "আপনি যা বললেন সেটা খুবই গুপ্ত আর বিপজ্জনক একটি সিক্রেট, কেবলমাত্র ইনিশিয়েটরাই এটা জানতে পারে।"

"আমি ইনিশিয়েট হয়েছি," শান্তকণ্ঠে বললেন বাখ। "ওহ্, আমি জানি অনেক সিক্রেট সোসাইটি আছে যারা সারা জীবন ব্যয় করে যাচ্ছে এই মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করতে। তবে আমি সেসব সোসাইটির সদস্য নই। আমি আমার নিজের পদ্ধতিতে সত্যান্বেষণ করি।"

এ কথা বলেই পিয়ানোর উপর থেকে ইউলারের ফর্মুলাটি হাতে তুলে নিলেন বাখ। তারপর কালির দোয়াত থেকে একটা পালক তুলে নিয়ে সেটার উপরে কিছু শব্দ লিখে দিলেন : *কোয়ারেন্দো ইনভেনিতিস।* খোঁজো, তাহলেই তুমি পাবে। এবার নাইট টুরটা তুলে দিলেন আমার হাতে।

"আমি বুঝতে পারছি না," কিছু বুঝতে না পেরে বললাম।

"হের ফিলিদোর," বললেন বাখ, "আপনি ড. ইউলারের মতো একজন দাবা

মাস্টার এবং আমার মতো একজন সঙ্গিতকার। একজন ব্যক্তির মধ্যে এরকম দুটো অতি মূল্যবান দক্ষতা রয়েছে।"

"মূল্যবান কোন্ দিক থেকে?" ভদ্রভাবেই জানতে চাইলাম। "আমার বলতে কোনো কার্পন্য নেই, এ সবের মধ্যে আমি আর্থিক কোনো মূল্যই খুঁজে পাই নি!" হেসে ফেললাম আমি।

"টাকার চেয়েও যে শক্তিশালী ক্ষমতাবান কিছু জিনিস এই মহাবিশ্বে কাজ করছে এই সত্যটা খুব কম সময়ই মানুষ বুঝতে পারে," মুচকি হেসে বললেন বৃদ্ধ সঙ্গিতকার। "উদাহরণ দিয়েই বলি–আপনি কি কখনও মন্তগ্লেইন সার্ভিসের নাম শুনেছেন?"

ইউলার আৎকে উঠলে আমি চমকে তার দিকে তাকালাম।

"বুঝতেই পারছেন," বললেন বাখ, "আমাদের বন্ধু হের ডক্টরের কাছে নামটা মোটেই অচেনা নয়। সম্ভবত এ বিষয়ে আমিও আপনাকে কিছুটা আলোকপাত করতে পারবো।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বাখের অদ্ভুত গল্পটা শুনে গেলাম। এই দাবাবোর্ডটি এক সময় শার্লেমেইনের কাছে ছিলো, জনশ্রুতি আছে ওটার মধ্যে নাকি অসাধারণ এক ক্ষমতা রয়েছে। সঙ্গিতকার তার কথা শেষ করে আমাকে বললেন :

"আমি আপনাদের দু'জনকে আজ এখানে আসতে বলেছি একটা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য। সারা জীবন ধরে আমি সঙ্গিতের চমকপ্রদ ক্ষমতা নিয়ে স্টাডি করে গেছি। এর যে নিজস্ব একটা ক্ষমতা রয়েছে সেটা খুব কম লোকেই অস্বীকার করতে পারে। একটা জংলী পশুকে শান্ত করে তুলতে পারে এটা, আবার শান্তশিষ্ট কোনো মানুষকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য রক্ত গরম করে দিতেও পারে। আমি আমার নিজের এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়ে সঙ্গিতের এই ক্ষমতার সিক্রেটটা জানার চেষ্টা করেছি। সঙ্গিতের নিজস্ব যুক্তি আছে। এটা অনেকটা গণিতের মতোই তবে কিছু দিক থেকে একটু ভিন্নতা রয়েছে। সঙ্গিত আমাদের মস্তিষ্কের সাথে সরাসরি কমিউনিকেট করে না, তবে এটা দুর্বোধ্য এক পদ্ধতিতে আমাদের চিন্তাভাবনাকে বদলে দেয়।"

"আপনি এ দিয়ে কি বোঝাতে চাচ্ছেন?" জানতে চাইলাম আমি। তবে আমি ভালো করেই জানতাম বাখ আমার ভেতরে একটা কর্ডে টোকা মেরে দিয়েছেন যা কোনোভাবেই বলে বোঝাতে পারছিলাম না। আমার কাছে মনে হলো অনেক বছর ধরেই আমি এটা জানি। আমার ভেতরে সুপ্ত থাকা কিছু যেনো চমৎকার এক সঙ্গিতের মূর্ছনায় জেগে উঠছে। অথবা আমি দাবা খেলছি।

"আমি বলতে চাচ্ছি," বললেন বাখ, "এই মহাবিশ্ব অনেকটা বিশাল গাণিতিক খেলার মতো, যা সীমাহীন বিশালত্বের একটি স্কেলের উপর বেজে চলেছে। সঙ্গিত হলো সবচাইতে বিশুদ্ধ গণিতের একটি রূপ। প্রতিটি গাণিতিক

ফর্মূলাকে সঙ্গিতে রূপান্তর করা যেতে পারে, ঠিক যেমনটি আমি করেছি ড. ইউলারের ফর্মুলাটি নিয়ে।"

ইউলারের দিকে বাখ তাকাতেই তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। যেনো তারা দু'জন এমন একটি সিক্রেট জানেন যেটা এখনও কেউ জানে না।

"আর সঙ্গিতকেও," বাখ বলতে লাগলেন, "গণিতে রূপান্তর করা যায়, আর সেটার ফল খুব বিস্ময়কর হয়ে থাকে। এই মহাবিশ্বের স্থপতি এভাবেই এটার ডিজাইন করেছেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং সভ্যতা ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে সঙ্গিতের। আমার কথা বিশ্বাস না হলে বাইবেল পড়ে দেখতে পারেন।"

ইউলার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। "হ্যা," অবশেষে তিনি বললেন, "বাইবেলে আরো কিছু স্থপতি আছে যাদের গল্পগুলো বেশ চমকপ্রদ, তাই না?"

"বন্ধু," মুচকি হেসে আমার দিকে ফিরে বললেন বাখ, "আমি যেমনটি বলেছি, খুঁজুন, তাহলেই পেয়ে যাবেন। যে সঙ্গিতের স্থাপত্য বুঝতে পারবে সে মস্তগ্নেইন সার্ভিসের ক্ষমতাও বুঝতে পারবে। যেহেতু এ দুটো জিনিস একই।"

∞

ডেভিড তার নিজের বাড়ির লোহার দরজার সামনে এসে ফিলিদোরের দিকে তাকালেন।

"কিন্তু এসবের মানে কি?" জানতে চাইলেন। "সঙ্গিত আর গণিতের সাথে মস্তগ্নেইন সার্ভিসের কি সম্পর্ক? আর এসব কিছুর সাথে স্বর্গ-মর্ত্যের ক্ষমতারই বা কি সম্পর্ক আছে বুঝতে পারছি না? আপনার কাছে যে গল্পটা শুনলাম সেটা আমার আগের ধারণাটাকেই আরো পোক্ত করলো। কিংবদন্তীর মস্তগ্নেইন সার্ভিসটা আধ্যাত্মবাদ আর বোকাদেরই শুধু আকর্ষণ করে। এরকম আজগুবি জিনিসের ব্যাপারে ড. ইউলারের মতো লোকজন জড়িত জানতে পেরে আমার কাছে মনে হচ্ছে তিনি বোধহয় খুব সহজেই ফ্যান্টাসির শিকার হতেন।"

ডেভিডের গেটের কাছে বিশাল একটি গাছের নীচে থামলেন ফিলিদোর। "এই বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক বছর ধরেই গবেষণা করে গেছি," চাপা কণ্ঠে বললেন দাবাড়ু এবং সঙ্গিতকার। "অবশেষে ইউলার এবং বাখের কথামতো বাইবেলও স্টাডি করেছি আমি, যদিও এরকম কোনো ধর্মপুস্তকের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ ছিলো না। আমাদের সাক্ষাতের কিছুদিন পরই বাখ মারা যান আর ইউলার চলে যান রাশিয়াতে। তিনি ওখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ফলে এই দু'জন মানুষের সাথে আমার আর সাক্ষাত করার সুযোগ ঘটে নি। তাদের সাথে আমি আলোচনা করতে পারি নি বাইবেল পড়ে কি খুঁজে পেয়েছিলাম।"

"আপনি কি খুঁজে পেয়েছিলেন?" গেটের তালায় চাবি ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন ডেভিড।

"তারা আমাকে স্থপতির ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আমি তাই খুঁজেছিলাম। বাইবেলে দু'জন স্থপতির কথা উল্লেখ আছে। একজন হলেন এই মহাবিশ্বের স্থপতি ঈশ্বর আর অন্যজন বাবেল টাওয়ারের স্থপতি। 'বাব-এল' শব্দটির মানে জনতে গিয়ে আমি দেখলাম এর অর্থ 'ঈশ্বরের দরজা'। ব্যাবিলনিয়ানরা খুব গর্বিত জাতি ছিলো। সভ্যতার সূচনালগ্নে তারাই ছিলো সবচাইতে মহান সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃতির সাথে পাল্লা দিয়ে তারা শূন্য উদ্যান বানিয়েছিলো। তারা এমন একটি টাওয়ার বানাতে চেয়েছিলো যা স্বর্গ ছুঁয়ে ফেলতে সক্ষম হবে। এমন একটি টাওয়ার যা পৌছে যাবে সূর্যের কাছে। আমি নিশ্চিত, বাইবেলের এই গল্পটাই বাখ এবং ইউলারকে আকর্ষণ করেছিলো।

"এর স্থপতি ছিলেন," তারা দু'জন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ফিলিদোর বলতে লাগলেন, "নিমরদ, যাকে কোরানে নমরুদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, নিজের সময়ে একজন মহান স্থপতি ছিলেন। তিনি এমন একটি উঁচু টাওয়ার বানিয়েছিলেন যা ঐ সময়কার মানুষের কাছে অকল্পনীয় একটি ব্যাপার ছিলো। তবে সেটা সমাপ্ত করা যায় নি। আপনি কি জানেন কেন?"

"যতোদূর মনে পড়ে ঈশ্বর গজব নাজেল করেছিলেন," বাড়ির ভেতরে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ডেভিড বললেন।

"তিনি কিভাবে এই গজবটা নাজেল করেছিলেন?" জানতে চাইলেন ফিলিদোর। "তিনি বজ্রপাতের সাহায্যে কিংবা প্লাবন সৃষ্টি করে তা করেন নি, যেমনটি তিনি সব সময় করে থাকেন! আমি বলছি কিভাবে তিনি নিমরদের কাজটা ধ্বংস করেছিলেন। নির্মাণ শ্রমিকদের ভাষা এলোমেলো করে দিয়েছিলেন ঈশ্বর। শ্রমিকেরা সবাই একটা ভাষায়ই কথা বলতো। তিনি সেই ভাষার উপর আঘাত হানেন। শব্দ ধ্বংস করে ফেলেন!"

ঠিক এমন সময় ডেভিড দেখতে পেলেন তার বাড়ির এক চাকর তার দিকে ছুটে আসছে। "ঈশ্বর তাহলে এভাবেই একটা সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেললেন? মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে? কিংবা ভাষার মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ফরাসিদের এ নিয়ে কোনোদিনও চিন্তা করার কিছু থাকবে না। আমরা আমাদের ভাষার খুবই অনুরক্ত, এটাকে আমরা স্বর্ণের মতো মূল্যবান মনে করি!"

"সম্ভবত আপনার অধীনে থাকা ঐ দুই তরুণী এই রহস্যটার সমাধানে সাহায্য করতে সক্ষম হবে, যদি তারা সত্যিই মন্তগ্নেইনে থেকে থাকে তো," জবাবে বললেন ফিলিদোর। "আমি বিশ্বাস করি এটা একটা শক্তি। ভাষার যে সঙ্গিত তার শক্তি–সঙ্গিতের গণিত। ঈশ্বর যে শব্দের সাহায্যে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলেন এটা তারই সিক্রেট–আমি বিশ্বাস করি এই সিক্রেটটা রাখা আছে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ভেতরে।"

ডেভিডের চাকর তার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো।

"পিয়েরে, কি হয়েছে?" অবাক হয়ে ডেভিড জানতে চাইলেন।

"ঐ দুই তরুণী," ভয়ার্ত চোখেমুখে বললো পিয়েরে নামের কাজের লোকটা। "তারা উধাও হয়ে গেছে, মঁসিয়ে।"

"কি?!" চিৎকার করে উঠলেন ডেভিড। "তুমি এসব কি বলছো?"

"সেই বেলা দুটোর পর থেকে তারা বাড়িতে নেই, মঁসিয়ে। সকালে তারা একটা চিঠি পায়। বাগানে গিয়ে সেই চিঠিটা পড়ে দু'জনে। লাঞ্চের সময় তাদের খোঁজ করতে গেলে দেখি তারা নেই! আমার মনে হচ্ছে বাগানের দেয়াল টপকে চলে গেছে–এছাড়া আর কোনোভাবে যাওয়া সম্ভব নয়। এখনও তারা ফিরে আসে নি।"

বিকেল : ৪টা

এমন কি লাবায়ে জেলখানার বাইরে লোকজনের উৎফুল্ল ধ্বণি এর ভেতর থেকে উৎসারিত কানফাটা চিৎকারকে ছাপিয়ে যেতে পারলো না। মিরিয়ে কখনই এই আওয়াজটার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবে না।

দরজায় আঘাত করতে থাকা লোকগুলো এখন ক্লান্ত হয়ে বন্দীদের নিয়ে আসা ঘোড়াগাড়িগুলোর ছাদে উঠে বসেছে। গাড়িগুলো নিহত যাজকদের রক্তে স্নাত। জেলখানার সামনের সরু গলিটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছিন্নভিন্ন মানব অঙ্গ।

প্রায় এক ঘণ্টা আগে ভেতরের বিচার কাজ শুরু হয়েছে, এখনও সেটা চলছে। কিছু শক্তিশালী লোক জেলখানার দেয়ালের উপর উঠে হাতের বল্লম ছুড়ে মারছে ভেতরের প্রাঙ্গনে।

এক লোক অন্য আরেক লোকের কাঁধে উঠে চিৎকার করে বললো, "নাগরিকগণ, দরজা খুলে দাও! আজকে ন্যায়বিচার করতে হবে!"

একটা বিশাল কাঠের দরজা খুলে যেতেই লোকজন উৎফুল্ল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। সেই খোলা দরজা দিয়ে হুরমুর করে প্রবেশ করতে শুরু করলো তারা।

কিন্তু একদল সৈন্য জনস্রোতকে আটকে দিলো সাহসের সাথে। ঠেলেঠুলে তাদেরকে দরজার বাইরে বের করে আবার বন্ধ করে দিলো সেটা। মিরিয়ে এবং অন্যেরা ভেতরে যে তামাশার বিচার চলছে সেটা শোনার জন্যে দেয়ালের উপরে বসে থাকা লোকগুলোর জন্যে অপেক্ষা করলো।

জেলখানার গেটে আবারো আঘাত করলো মিরিয়ে, কিন্তু সবটাই বৃথা। ক্লান্ত হয়ে সে গেটের পাশেই বসে রইলো এ আশায় যে আবারো কয়েক মুহূর্তের জন্য গেটটা খোলা হলে সবার অলক্ষ্যে ঢুকে পড়তে পারবে।

অবশেষে তার আশা পূর্ণ হলো। বিকেল চারটার দিকে মিরিয়ে দেখতে পেলো গলির দিক থেকে একটা ছাদ খোলা ঘোড়াগাড়ি ছুটে আসছে, পথের উপর পড়ে থাকা ছিন্নভিন্ন মৃতদেহগুলো সাবধানে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসছে ঘোড়াগুলো। গাড়ির পেছনে বসে থাকা লোকটাকে দেখে বন্দীদের ঘোড়াগাড়িগুলোর ছাদে বসে থাকা কিছু মহিলা উল্লাস করতে শুরু করলো। উপস্থিত লোকজনও গাড়িটার দিকে ছুটে যেতে শুরু করলো উল্লাস করতে করতে। বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালো মিরিয়ে। এটা তো ডেভিড!

"আঙ্কেল, আঙ্কেল!" চিৎকার করতে করতে ছুটে গেলো সে গাড়িটার দিকে। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। তাকে দেখতে পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে গাড়ি থামাতে বলে ছুটে এলেন ডেভিড। লোকজনের ভীড় ঠেলে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

"মিরিয়ে!" লোকজন তার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, স্বাগত জানাচ্ছে, সেগুলোর দিকে তার কোনো মনোযোগ নেই। "কি হয়েছে? ভ্যালেন্টাইন কোথায়?" তার চোখেমুখে তীব্র আতঙ্ক।

"ও জেলখানার ভেতরে আছে," কেঁদে কেঁদে বললো মিরিয়ে। "আমরা এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছিলাম...আমি জানি না কী ঘটে গেছে, আঙ্কেল। হয়তো দেরি হয়ে গেছে।"

"আসো আসো," মিরিয়েকে জড়িয়ে ধরে লোকজনের ভীর ঠেলে ডেভিড চলে এলেন জেলখানার গেটের কাছে। তাকে অনেকেই চিনতে পেরে পথ করে দিলো দ্রুত।

"গেট খোলো!" দেয়ালের উপরে থাকা কিছু লোক চিৎকার করে ভেতরের লোকগুলোকে বললো। "নাগরিক ডেভিড এখানে এসেছে! চিত্রশিল্পী ডেভিড!"

কিছুক্ষণ পরই একটা বিশাল গেট খুলে গেলে ডেভিডকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবারো বন্ধ করে ফেলা হলো সাথে সাথে।

জেলখানার প্রাঙ্গনটি রক্তে রঞ্জিত। এক সময় যেটা মোনাস্টেরির বাগান ছিলো সেখানে এক যাজক বসে আছে, তার মাথাটা কাঠের একটি ব্লকে আঁটকে রাখা হয়েছে পেছন দিক থেকে। রক্তে লাল হওয়া ইউনিফর্ম পরা এক সৈনিক তলোয়াড় হাতে যাজকের ঘাড়ে কোপ বসালেও সেটা বিচ্ছিন্ন করতে পারলো না, ফলে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগলো যাজকের অর্ধকর্তিত ঘাড় থেকে। সৈনিক বার কয়েক কোপ বসালো, তাতেও মৃত্যু হলো না যাজকের, ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে লোকটার ক্ষতস্থান থেকে। তার মুখ হা হয়ে থাকলেও কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না।

পুরো প্রাঙ্গণ জুড়ে লোকজন ছুটে বেড়াচ্ছে, টপকে যাচ্ছে পড়ে থাকা বীভৎস লাশ। ঠিক কতোজনকে কচুকাটা করা হয়েছে সেটা বোঝা প্রায় অসম্ভব। সুন্দর করে ছাটা ঘসের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানুষের হাত-পা, ধর আর মুণ্ডু।

এসব দেখে মিরিয়ে চিৎকার দিতে উদ্যত হলো। তাকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে আশ্বস্ত করলেন ডেভিড। "নিজেকে শান্ত রাখো তা না হলে আমরা ওকে খুঁজে বের করতে পারবো না।"

চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন ডেভিড। তার সামনে এক সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে, পোশাকে রক্ত লেগে রয়েছে তার। মুখটাও রক্তাক্ত, তবে সে নিজে আহত হয় নি, এই রক্ত নিহতদের।

"এখানকার দায়িত্বে আছে কে?" বললেন ডেভিড। সৈনিক হেসে ফেললো, তারপর জেলখানার প্রবেশপথের সামনে বিশাল একটি কাঠের টেবিলে বসে থাকা কয়েকজন লোকের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। লোকগুলোর সামনে ছোটোখাটো একটা ভীড় তৈরি হয়েছে।

মিরিয়ে আর ডেভিড টেবিলের দিকে এগোতেই দেখতে পেলো তিনজন যাজককে টেনে হিচড়ে সেই টেবিলের সামনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর বেয়নেট দিয়ে গুঁতো মেরে তাদেরকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করলো কিছু সৈনিক।

টেবিলে বসে থাকা পাঁচজন লোক একে একে যাজকদের সাথে কথা বললো। তাদের মধ্যে একজন হাতের সামনে থাকা একটি কাগজে দ্রুত কিছু লিখে মাথা ঝাঁকালো কেবল।

যাজকদের টেবিলের সামনে থেকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো প্রাঙ্গনের মাঝখানে, চারদিক থেকে লোকজন হর্ষধ্বণি প্রকাশ করতে লাগলো আসন্ন মুণ্ডুপাত দেখার জন্য। যাজকদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তাদের চোখেমুখে মৃত্যুভয়। ভালো করেই জানে কি ঘটতে যাচ্ছে। মিরিয়েকে নিয়ে দ্রুত সেই টেবিলের সামনে চলে এলেন ডেভিড। কিন্তু বিচারকদের সামনে এখন উৎফুল্ল লোকজন জড়ো হয়ে আছে, ফলে তাদের কারণে সামনে এগোতে পারলেন না তিনি।

দেয়ালের উপরে থাকা এক লোক বাইরের দাঙ্গাবাজদের উদ্দেশ্যে বিচারের রায় চিৎকার করে বলতেই ডেভিড টেবিলের সামনে চলে আসতে পারলেন।

"সান সালপিচের ফাদার অ্যাম্ব্রয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে!" তার কথাটা মিইয়ে গেলো লোকজনের আনন্দধ্বণির মধ্যে।

"আমি জ্যাক-লুই ডেভিড," টেবিলের সামনে এসে একজন বিচারকের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন তিনি। "আমি বিপ্লবী ট্রাইবুনালের একজন সদস্য। দাঁতোয়াঁ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন–"

"আমরা আপনাকে ভালো করেই চিনি, জ্যাক-লুই ডেভিড," টেবিলে বসা অন্য এক লোক বললো। লোকটার দিকে ফিরে তাকাতেই আৎকে উঠলেন ডেভিড।

মিরিয়ে টেবিলে বসা বিচারকের দিকে তাকাতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেলো। এ রকম মুখ কেবলমাত্র দুঃস্বপ্নেই দেখেছে সে। অ্যাবিসের সতর্কতার কথা মনে করলে এরকম একটি মুখ তার সামনে ভেসে ওঠে। আস্ত শয়তানের একটি মুখ।

লোকটার মুখ একেবারেই ভীতিকর। তার শরীরে অসংখ্য কাটা দাগ। মাথায় একটি নোংরা কাপড়ের পট্টি বাধা, সেটা থেকে কালচে তরল ঝরে পড়ছে কপাল বেয়ে। তার চুলগুলো তৈলাক্ত। লোকটাকে দেখে শয়তানের পূর্ণজন্ম হওয়া কোনো পাপাত্মা বলেই মনে হলো মিরিয়ের কাছে।

"আহ্, তুমি," চাপা কণ্ঠে বললেন ডেভিড। "আমি ভেবেছিলাম তুমি..."

"অসুস্থ?" জবাবে বললো লোকটা। "এতোটা অসুস্থ নই যে আমার দেশের সেবা করতে পারবো না।"

মিরিয়ের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন ডেভিড, "তুমি কিচ্ছু বোলো না। আমরা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছি।"

টেবিলে বসা বিচারকের দিকে ঝুঁকে কথা বললেন ডেভিড।

"আমি দাঁতোয়াঁর ইচ্ছেয় এখানে এসেছি, এই ট্রাইবুনালে সাহায্য করার জন্য," বললেন তিনি।

"আমাদের কোনো সাহায্য লাগবে না, নাগরিক," ঝাঁঝের সাথে বললো লোকটা। "শুধুমাত্র এখানেই বিচার হবে না। প্রতিটি জেলখানায়ই রাষ্ট্রের শত্রুদের ভরে রাখা হয়েছে। এখান থেকে কাজ শেষ করে আমরা পরেরটায় যাবো। বিচারের কাজে কোনো স্বেচ্ছাসেবকের দরকার নেই আমাদের। দাঁতোয়াঁকে গিয়ে বলবেন আমরা এখানে আছি। ভালো লোকজনের হাতেই বিচার হচ্ছে।"

"বেশ," লোকটার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন ডেভিড, ঠিক এই সময় আরেকটা মরণচিৎকার শোনা গেলো। "আমি জানি তুমি একজন সম্মানিত নাগরিক এবং অ্যাসেম্বলির সদস্য। কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

মিরিয়ের হাতটা শক্ত করে ধরলেন ডেভিড। মেয়েটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার ভাতিজি আজ দুপুরের দিকে এই জেলখানার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো, দুর্ঘটনাবশত তাকে ভুল ক'রে এখানে ধরে আনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস...মানে আশা করছি তার কিছু হয় নি, কারণ মেয়েটা একেবারে সহজ-সরল, রাজনীতির সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। জেলখানার ভেতরে তাকে খুঁজে দেখো।"

"আপনার ভাতিজি?" ডেভিডের দিকে ঝুঁকে বললো জঘন্য লোকটা। "তাকে

আর কষ্ট করে খোঁজার দরকার নেই। এখনই তাকে ট্রাইবুনালের সামনে নিয়ে আসা হবে। আমরা জানি কারা আপনার তত্ত্বাবধানে ছিলো। এই মেয়েটাও তার মধ্যে আছে।" মিরিয়ের দিকে না তাকিয়েই মাথা নেড়ে বললো লোকটা। "তারা অভিজাত পরিবারের সন্তান, দ্য রেমি বংশের মেয়ে। মন্তগ্রেইন অ্যাবি থেকে তারা এসেছে। জেলখানার ভেতরে আপনার ভাতিজিকে আমরা এরইমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।"

"না!" ডেভিডের হাত থেকে ছুটে চিৎকার করে বললো মিরিয়ে। "ভ্যালেন্টাইন! আপনারা তার কি করেছেন?" টেবিলে বসা শয়তানটাকে শক্ত করে ধরে বললো সে। ডেভিড টেনে সরিয়ে দিলেন তাকে।

"বোকামি কোরো না," দাঁতে দাঁত পিষে বললেন তিনি। মিরিয়ে আবারো তার হাত থেকে ছুটে গেলে জঘন্য বিচারকটি হাত তুললো। টেবিলের পেছনে জেলখানার সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে দু'জনকে ফেলে দেয়া হলে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেলো। মিরিয়ে দৌড়ে গেলো সিঁড়ির দিকে। ভ্যালেন্টাইন আর তরুণ এক যাজক পড়ে আছে সেখানে। যাজক নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যালেন্টাইনকেও উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। মিরিয়ে ছুটে এসে জাপটে ধরলো তার বোনকে।

"ভ্যালেন্টাইন, ভ্যালেন্টাইন," চিৎকার করে বললো সে। ভ্যালেন্টাইনের ক্ষতবিক্ষত মুখ। ঠোঁট কাটা।

"ঐ ঘুঁটিগুলো," ফিসফিস করে বললো ভ্যালেন্টাইন, প্রাঙ্গনের দিকে উদভ্রান্তের মতো তাকালো সে। "ক্লদ আমাকে বলেছেন ঘুঁটিগুলো কোথায় আছে। মোট ছয়টি..."

"ওগুলো নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না," বোনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো মিরিয়ে। "আমাদের আঙ্কেল এখানে এসেছেন। আমরা তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবো..."

"না!" চিৎকার করে বললো ভ্যালেন্টাইন। "তারা আমাকে হত্যা করবে, বোন। তারা ওগুলোর কথা জেনে গেছে...তোমার কি ঐ ভুতটার কথা মনে আছে! দ্য রেমি, দ্য রেমি," বিড়বিড় করে বললো সে। উদভ্রান্তের মতো নিজের পারিবারিক পদবীটা আওড়াতে লাগলো। তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো মিরিয়ে।

ঠিক তখনই একজন সৈনিক এসে মিরিয়েকে ধরে ফেললো। ডেভিডের দিকে বিস্ময়ে তাকালো সে। তিনি টেবিলে বসা বিচারকের দিকে ঝুঁকে প্রাণপণ বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দু'জন লোক এসে ভ্যালেন্টাইনকে ধরলে মিরিয়ে সৈনিকের হাতে কামড় বসিয়ে দিলো। ট্রাইবুনালের সামনে দাঁড় করানো হলো ভ্যালেন্টাইনকে। দু'পাশে দু'জন সৈনিক তাকে ধরে রেখেছে। চকিতে মিরিয়ের দিকে তাকালো সে, তার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে আছে। তারপরই হাসলো সে,

তার সেই হাসি যেনো কালো মেঘের আড়ালে এক টুকরো রোদের উন্মেষ। কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয়ে উঠলো মিরিয়ে, বোনের হাসির জবাবে সেও হেসে ফেললো। এরপরই টেবিলের পেছন থেকে কিছু লোকের কণ্ঠ শুনতে পেলো সে। সেটা যেনো তার মনে চাবুকের মতো শপাং করে আঘাত করলো, প্রাঙ্গনের দেয়ালে প্রতিধ্বণিত হলো সেই কথাটা।

"মৃত্যু!"

সৈনিকের হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলো মিরিয়ে। টেবিলের সামনে ক্রন্দনরত ডেভিডের উদ্দেশ্যে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বললো সে। ভ্যালেন্টাইনকে ঘাসের যে লনটা আছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যে সৈনিক শক্ত করে তাকে ধরে রেখেছে তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো মিরিয়ে। ঠিক তখনই, হঠাৎ করে পাশ থেকে তাকে কিছু একটা আঘাত করলে সৈনিকসহ সে মাটিতে পড়ে গেলো। ভ্যালেন্টাইনের সাথে যে তরুণ যাজক লোকটি সিঁড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো সেই লোকটা ধাক্কা মেরেছে সৈনিকটিকে। যাজক আর সৈনিকের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেলে মিরিয়ে ছুটে গেলো টেবিলের কাছে। বিচারকের নোংরা শার্ট খামচে ধরে চিৎকার করে বললো সে :

"থামতে বলুন!"

পেছন ফিরে দেখতে পেলো মোটাসোটা দু'জন লোক ভ্যালেন্টাইনকে ঘাসের উপর ফেলে কুড়াল দিয়ে শিরোচ্ছেদ করতে উদ্যত। আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। "তাকে মুক্ত করুন!" চিৎকার করে বললো সে।

"অবশ্যই করবো," বললো বিচারক, "তবে তোমার বোন যে কথাটা বলে নি সেটা যদি তুমি আমাকে বলো। এবার বলো মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তোমার বোন গ্রেফতার হবার আগে কার সাথে দেখা করে কথা বলেছে সেটা কিন্তু আমি জানি, বুঝলে..."

"আমি যদি বলি," ঝটপট বললো মিরিয়ে, আবারো পেছন ফিরে ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকালো সে, "তাহলে কি আমার বোনকে ছেড়ে দেবেন?"

"ওগুলো আমাকে পেতেই হবে!" রেগেমেগে বললো বিচারক। কঠিন-শীতল চোখে তাকালো তার দিকে। এই চোখ উন্মাদের, ভাবলো মিরিয়ে। দৃঢ়ভাবে লোকটার দিকে তাকালো সে।

"তাকে যদি ছেড়ে দেন তাহলে আমি বলবো কোথায় আছে ওগুলো।"

"বলো!" চিৎকার করে বললো বিচারক।

লোকটার মুখ থেকে বাজে গন্ধ টের পেলো মিরিয়ে, তারপরও তার দিকে ঝুঁকে এলো সে। তার পাশে থাকা ডেভিড আর্তনাদ করে উঠলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না মেয়েটি। গভীর করে দম নিয়ে ভ্যালেন্টাইনকে রক্ষা করার

জন্য শান্ত কণ্ঠে বললো, "আমার আঙ্কেলের স্টুডিওর পেছনে বাগানের মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো।"

"আহা!" চিৎকার করে বললো লোকটা। অনেকটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। তার দু'চোখে পৈশাচিকতা। "তুমি আমার সাথে মিথ্যে বলার আস্পর্ধা দেখাবে না। যদি মিথ্যে বলো তাহলে আমি তোমাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও খুঁজে বের করবো। ওগুলো আমার চাই-ই চাই!"

"মঁসিয়ে, আমি কসম খেয়ে বলছি," কেঁদে কেঁদে বললো মিরিয়ে। "যা বলেছি সত্যি বলেছি।"

"তাহলে তোমাকে আমি বিশ্বাস করলাম," বিচারক তাকে বললো। হাত তুলে ভ্যালেন্টাইনের দুই জল্লাদকে থামতে নির্দেশ দিলো সে। বিচারকের জঘন্য মুখটার দিকে তাকালো মিরিয়ে। এই মুখটা সে কখনও ভুলবে না। যতো দিন বেঁচে থাকবে এই নরপিশাচটার কথা তার মনে থাকবে।

"আপনি কে?" লোকটাকে বললো মিরিয়ে।

"আমি জনগণের সুতীব্র ক্রোধ," ফিসফিসিয়ে বলো সে। "অভিজাতরা পতিত হবে, যাজকেরা নিপাত যাবে, নিপাত যাবে বুর্জোয়ারা। তারা আমাদের পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়বে। তোমাদের সবার মুখের উপর আমি থুতু ফেলবো। তোমাদের জন্যে যে দুর্ভোগ আমরা ভোগ করেছি সেটা তোমাদেরও এখন পোহাতে হবে। তোমাদের স্বর্গ তোমাদের সামনে লুটিয়ে পড়বে। আমি ঐ মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা চাই! সেটা আমার হবে! শুধু আমার! তুমি যেখানকার কথা বললে সেখানে যদি ওটা না পাই তাহলে তোমাকে আমি ঠিকই পাকড়াও করবো–এরজন্যে তোমাকে পরিণাম ভোগ করতে হবে!"

তার বিষাক্ত কণ্ঠটা মিরিয়ের কানে বাজতে লাগলো।

"মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করো!" চিৎকার করে বললো সে, সঙ্গে সঙ্গে লোকজন উল্লাস প্রকাশ করতে শুরু করলো প্রাঙ্গনের ভেতরে। "তার শাস্তি হলো মৃত্যু!"

"না!" চিৎকার করে বললো মিরিয়ে। একজন সৈনিক তাকে ধরে রাখলেও সে তার হাত থেকে ছুটে গেলো। পাগলের মতো ছুটে গেলো ঘাসের লনের দিকে। দৌড়ানোর সময়ই সে দেখতে পেলো দুই জল্লাদের ধারালো কুড়াল ভ্যালেন্টাইনের মাথার উপরে শূন্যে উঠে গেছে।

অসংখ্য মৃতদেহ টপকে ছুটে গেলো মিরিয়ে। কুড়াল দুটো নীচে নেমে আসতেই এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভ্যালেন্টাইনের উপর।

নাইটের সাঁড়াশি আক্রমণ

মানুষ নিজেকে সব সময় দুটো বিকল্পের মাঝে বেছে নেয়ার পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়।
–তয়িরাঁ

বুধবার রাতে আমি ট্যাক্সিতে করে রওনা হলাম লিলি র‍্যাডের সাথে দেখা করার জন্য। ফিফথ আর সিক্সথ এভিনুর মাঝখানে ফর্টি-সেভেন্থ স্ট্রিটের একটি ঠিকানা দিয়েছিলো সে। এখন ওখানেই যাচ্ছি। জায়গাটাকে গোথাম বুকমার্ট বলে। ওখানে আমি কখনও যাই নি।

আগের দিন মঙ্গলবার বিকেলে নিম আমাকে শহরে পৌঁছে দিয়েছিলো। কিভাবে দরজার লক লাগালে বুঝতে পারবো আমার অনুপস্থিতিতে কেউ অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকেছিলো কিনা সেটাও দ্রুত শিখিয়ে দিয়েছিলো সে। আলজেরিয়ার উদ্দেশ্যে যাবো বলে আমাকে একটা স্পেশাল ফোন নাম্বারও দিয়েছে। যেকোনো সময় ওটা ডায়াল করলে তার কম্পিউটারে প্রবেশ করতে পারবো আমি। তাকে না পেলে মেসেজ রাখতে পারবো ওখানে। (যে লোক টেলিফোন ব্যবহারে পক্ষপাতি নয় তার জন্যে বিশাল একটি ব্যাপারই বটে!)

আলজিয়ার্সে মিনি রেনসেলাস নামের নিমের এক পরিচিত মহিলা আছে, আলজেরিয়ায় নিযুক্ত প্রয়াত ডাচ কনসালের বিধবা স্ত্রী সে। মহিলা বেশ ধনী আর ভালো কানেকশান রয়েছে, আমার দরকার পড়লে সে সাহায্য করতে পারবে। এই তথ্যটা জানার পর আমি লিউলিনকে অবাক করে দিয়ে বললাম আলজিয়ার্সে গিয়ে মস্তগ্নেইন সার্ভিসটার অবস্থান জানার চেষ্টা করবো। কথাটা যেহেতু মিথ্যে ছিলো তাই বলার পর খুব মন খারাপ হলো আমার। তবে নিম আমাকে বলেছে এই বালের দাবাবোর্ডটি খুঁজে বের করতে পারলেই নাকি শান্তি নামক সোনার হরিণটার দেখা পাবো।

তবে তিন দিন ধরে আমি আমার নিজের জীবন এবং (সম্ভবত অস্তিত্ববিহীন) দাবাবোর্ডটি ছাড়া অন্য একটা জিনিস নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমার এই চিন্তাটা হলো সলকে নিয়ে। সলের মৃত্যুর খবরটি কোনো সংবাদপত্রে ঠাঁই পায় নি।

তাহলে কি ইউএন-এর মেডিটেশন ভবনে এখনও কেউ ঢুঁ মারে নি? কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব! তারচেয়ে বড় কথা, ফিস্কের মৃত্যু আর দাবা টুর্নামেন্ট বাতিলের খবরটা খুব ছোটো করে পত্রিকায় এলেও তার যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি সেটার কোনো ইঙ্গিত নেই।

বুধবার আমার জন্যে হ্যারি ডিনার পার্টি দিলো। রোববারের পর থেকে লিলির সাথে কোনো কথা হয় নি, তবে আমি নিশ্চিত তার পরিবার সলের মৃত্যুর খবরটা জেনে গেছে এরইমধ্যে। বিগত পঁচিশ বছর ধরে সে তাদের সাথে কাজ করে আসছিলো। হ্যারির মুখোমুখি হতে আমার খারাপ লাগছে কারণ আমি জানি সে তার কর্মচারিদেরকে নিজের পরিবারের লোকজন বলেই মনে করে। ভাবতে লাগলাম তাদেরকে কী বলবো।

গোথাম বুকমার্টে ঢুকলাম আমি। প্রবেশপথেই কার্পেটে আবৃত ছোট্ট একটা লবি রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় যাবার জন্যে রয়েছে একটা সিঁড়ি। বাম দিকে দুটো ধাপ নীচে আছে একটি বইয়ের দোকান। মেঝেটা কাঠের, ছাদ বেশ নীচু। পেছনে বেশ কয়েকটি দরজা আছে কতোগুলো ঘরে যাবার জন্য। সবগুলোই বইয়ে ঠাঁসা। দেয়াল থেকে ছাদ পর্যন্ত বইয়ের র‍্যাক। মেঝের অনেক জায়গা স্তুপ করে রাখা হয়েছে অসংখ্য বই, যেকোনো সময় সামান্য ধাক্কা লেগে গেলেই সেগুলো হুরমুর করে পড়ে যাবে। লোকজন চলাচলের জন্যে যে সরু পথটা আছে সেটা দখল করে রেখেছে পাঠক-ক্রেতারা। আমার দিকে মুখ তুলে না তাকিয়েই তারা সরে গিয়ে পথ করে দিলো। নিবিষ্ট মনে বই পড়ে যাচ্ছে সবাই।

বইয়ের দোকানের ঠিক পেছনের ঘরেই লিলি দাঁড়িয়ে আছে লাল টকটকে একটা উলের কোট পরে। তার অর্ধেক সাইজের এক বয়োবৃদ্ধ লোকের সাথে কথা বলছে সে। লোকটার পরনে কালো কোট আর মাথায় টুপি, এরকম পোশাক পরা লোকজন আমি বাইরেও দেখেছি। তবে তার মুখে কোনো দাড়ি নেই। তার কালো মুখে বলিরেখার ছড়াছড়ি। গোল্ডরিমের ভারি কাঁচের চশমায় তার চোখ দুটো আরো বেশি বড় আর জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। লিলির সাথে তাকে একেবারেই মানাচ্ছে না।

আমাকে দেখতে পেয়েই লোকটার কাঁধে হাত রেখে কিছু একটা বলে লিলি তাকালো আমার দিকে।

"ক্যাট, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি হলেন মোরদেচাই," বললো সে। "আমার বেশ পুরনো বন্ধু, দাবার ব্যাপারে প্রচুর জানাশোনা রয়েছে তার। আমার মনে হয় আমাদের সমস্যাটা নিয়ে তাকে প্রশ্ন করতে পারবো।"

ধরে নিলাম সে সোলারিনের কথা বলছে। কিন্তু বিগত কয়েক দিনে আমি আরো অনেক কিছু জেনে গেছি, তাই লিলির সাথে একান্তে কথা বলতে উদগ্রীব।

"মোরদেচাই একজন গ্র্যান্ডমাস্টার, যদিও তিনি আর খেলেন না," বললো লিলি। "টুর্নামেন্টে খেলতে গেলে তিনি আমাকে কোচিং দিয়ে থাকেন। উনি কিন্তু খুব বিখ্যাত। দাবার উপরে তার বেশ কয়েকটি বইও আছে।"

"তুমি কিন্তু একটু বেশি বলছো," মুচকি হেসে বিনয়ের সাথে বললেন মোরদেচাই। "তবে আমি এখন হীরার ব্যবসা করি। দাবা হলো আমার শখের বিষয়।"

"রোববারের টুর্নামেন্টে ক্যাট আমার সাথে ছিলো," ভদ্রলোককে লিলি বললো।

"আহ্," চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন মোরদেচাই। "আচ্ছা। তাহলে আপনি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি আপনাদেরকে বলবো আমার সাথে একটু চা পান করতে আসুন। কাছেই একটা চমৎকার জায়গা আছে, ওখানে গিয়ে আমরা কথা বলতে পারি।"

"আমি আসলে ডিনারে দেরি করতে চাইছি না। লিলির বাবা খুব হতাশ হবেন তাহলে।"

"তারপরেও আসুন," মোরদেচাই বেশ মিষ্টি করে বললেন। আমার হাতটা ধরে দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে লাগলেন তিনি। "আমাকেও একটা এনগেজমেন্টে যোগ দিতে হবে একটু পর, কিন্তু গ্র্যান্ডমাস্টার ফিস্কের রহস্যময় মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার অবজারভেশনটি শুনতে না পারলে খুব কষ্ট পাবো। তাকে আমি ভালো করেই চিনতাম। আমি আশা করছি আপনার মতামত আমার বন্ধু লিলির কষ্টকল্পনার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হবে।"

বইয়ের দোকান থেকে বের হতেই বুঝতে পারলাম পুরো এলাকাটিতে অসংখ্য ডায়মন্ডের দোকান রয়েছে, তবে সেগুলো বন্ধ হবার পথে। ব্যবসায়ীরা রাস্তায় জড়ো হয়ে গল্পগুজব করছে। তাদের প্রায় সবার পোশাক মোরদেচাইর মতো। বাইরের মুক্ত বাতাসে এসে ভালো লাগলো আমার।

"লিলি আমাকে বলেছে আপনি একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ," আমার হাত ধরে রাস্তা পার হতে হতে বললেন মোরদেচাই।

"আপনি কি কম্পিউটারের ব্যাপারে আগ্রহী?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"ঠিক তা নয়। তাদের কাজকর্মে আমি মুগ্ধ। আপনি বলতে পারেন আমি হলাম ফর্মুলার ছাত্র।" চওড়া একটা হাসি দিলেন তিনি। "আমি একজন গণিতজ্ঞও ছিলাম, লিলি কি আপনাকে এটা বলেছে?" পেছন ফিরে লিলির দিকে তাকালেন তিনি। মোটা দেহ নিয়ে আমাদের সাথে সমান তালে হাটতে পারছে না সে। একটু পেছনে পড়ে গেছে। "জুরিখে থাকার সময় আমি এক সেমিস্টার প্রফেসর আইনস্টাইনের ছাত্র ছিলাম। লোকটা এতোটাই স্মার্ট ছিলো যে আমরা কেউই তার কথাবার্তার একবর্ণও বুঝতে পারতাম না! কখনও কখনও কথা বলতে বলতে ভুলে যেতেন কি বিষয়ে বলছিলেন, তখন চট করে রুম থেকে বেরিয়ে যেতেন তিনি তবে কোনো ছাত্র মুখ টিপেও হাসতো না। তাকে আমরা খুবই শ্রদ্ধা করতাম।"

লিলি হাটার গতি বাড়িয়ে আমাদের কাছে চলে এলে মোরদেচাই তার হাতটাও ধরলেন।

"একবার জুরিখে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম," আরেকটা রাস্তা পার হয়ে

বলতে শুরু করলেন তিনি। "ডক্টর আইনস্টাইন আমাকে তখন দেখতে এসেছিলেন। আমার বিছানার পাশে বসেছিলেন তিনি, আমরা মোজার্ট নিয়ে অনেক কথা বললাম। তিনি মোজার্টের খুব ভক্ত ছিলেন। আপনি জানেন কি, প্রফেসর আইনস্টাইন খুব ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন।" আমার দিকে তাকিয়ে প্রসন্নভাবে হাসলেন মোরদেচাই।

"মোরদেচাইর জীবনটা খুবই ইন্টারেস্টিং," লিলি বললো আমাকে। খেয়াল করলাম ভদ্রলোকের সামনে লিলি বেশ ভদ্র ব্যবহার করছে। এতোটা ভদ্র আর ধীরস্থির তাকে কখনও দেখি নি।

"তবে গণিতজ্ঞের পেশা বেছে নেই নি আমি," বললেন মোরদেচাই। "তারা বলতো এরজন্যে নাকি যাজকের মতো কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তার বদলে আমি ব্যবসায়ী হয়ে গেলাম। তারপরও গণিতের সাথে সম্পর্ক আছে এরকম বিষয়ে আমার এখনও প্রবল আগ্রহ রয়েছে।"

একটা বিশাল দরজার কাছে এসে পড়লাম আমরা। সেটার ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। মোরদেচাই বললেন, "আমি কম্পিউটারকে সব সময়ই এই বিশ্বের *অষ্টমাশ্চর্য* ব'লে অভিহিত করে থাকি!" কথাটা বলেই হেসে ফেললেন আবার। আমরা এখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। মনে মনে ভাবলাম, মোরদেচাই যে ফর্মুলার ব্যাপারে আগ্রহী সেটা নিতান্তই কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নাকি। আমার মাথায় একটা কথা ঘুরতে লাগলো : "চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিনে, উদয় হবে আটের।"

ক্যাফেটেরিয়াটা লোকে লোকারণ্য। নীচের ডায়মন্ডের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাবার পর ওখানকার ব্যবসায়ীরা চলে এসেছে এখানে। তাদের সবার মাথায় মোরদেচাইয়ের মতো টুপি। তবে বেশির ভাগ লোক সেই টুপি খুলে রাখলেও দেখা গেলো মাথার চাঁদির উপরে ছোট্ট আরেকটা টুপি রয়েছে–ইহুদিদের টুপি হিসেবে যেটা পরিচিত। মোরদেচাইয়ের মতো অনেকেরই মাথার একপাশে লম্বা কোকড়ানো চুলের বেণী নেমে গেছে গলা পর্যন্ত।

আমরা একটা খালি টেবিলে গিয়ে বসলে লিলি চা আনতে চলে গেলো। মোরদেচাই বসলেন আমার বিপরীতে।

"চুলের এইযে বেণীর মতো জিনিসটা আছে," নিজের কানের পাশে ঝুলে থাকা বেণীটা ধরে বললেন মোরদেচাই, "এটাকে বলে *পায়িস*। একটা ধর্মীয় ঐতিহ্য। ইহুদিরা তাদের দাড়ি আর চুলের বেণী সাধারণত কাটে না কারণ লেভিটিকাসে এগুলো কাটতে নিষেধ করা হয়েছে।" হেসে ফেললেন তিনি।

"কিন্তু আপনার তো দাড়ি নেই," বললাম তাকে।

"না, নেই," বিষন্ন হয়ে বললেন। "কারণ বাইবেলের কোথাও বলা আছে, 'আমার ভাই ইসাও লোমশ শরীরের একজন মানুষ, তবে আমি একেবারেই মসৃণ

একজন।' আমার দাড়ি থাকলে ভালোই হতো কারণ দাড়িতে আমাকে খুব ভালো দেখায়..." চোখ টিপলেন তিনি। "কিন্তু সেটা করলে লোকজনের টিটকারির শিকার হতে হবে।"

চায়ের ট্রে নিয়ে ফিরে এলো লিলি। মোরদেচাই বলে যেতে লাগলেন।

"প্রাচীনকালে ইহুদিরা তাদের ক্ষেতের সব শস্য কাটতো না, এক কোণে কিছু ফসল রেখে দিতো। অনেকটা দাড়ি রাখার মতো আর কি। এটা তারা করতো গ্রামের বৃদ্ধলোকজন, ভবঘুরে কিংবা ভ্রমণরত মুসাফিরদের জন্যে। এরকম ভবঘুরে মুসাফিররা ইহুদি ধর্মে সব সময়ই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ঘোরাঘুরি করার সাথে এক ধরণের মরমি আর আধ্যাত্মিক যোগসূত্র রয়েছে। লিলি আমাকে বললো আপনি নাকি দেশের বাইরে যাচ্ছেন?"

"হ্যা," বললাম আমি। তবে বুঝতে পারলাম না কোনো আরব দেশে যাচ্ছি শুনে ভদ্রলোক কী রকম প্রতিক্রিয়া দেখান।

"আপনি কি চায়ে মাখন নেবেন?" মোরদেচাই বললেন। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে উঠতে যাবো আমি তার আগেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। "আমি নিয়ে আসছি," বললেন মোরদেচাই।

তিনি চলে যেতেই আমি লিলির দিকে ফিরলাম।

"তুমি আর আমি এখন একা আছি," চাপাকণ্ঠে বললাম তাকে, "জলদি বলো সলের ব্যাপারটা তোমার পরিবার কিভাবে নিয়েছে?"

"ওহ্, তার উপরে সবাই ভীষণ ক্ষেপে আছে," আমার দিকে একটা চামচ বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললো লিলি। "বিশেষ করে হ্যারি। সে তো বলে বেড়াচ্ছে সল নাকি অকৃতজ্ঞ এক বানচোত।"

"ক্ষেপে আছে!" আমি বললাম। "গাড়ি ফেলে ওভাবে চলে যাওয়াটা সলের কোনো দোষ ছিলো না, ছিলো কি?"

"তুমি কি বলতে চাইছো?" অদ্ভুত চোখে তাকালো লিলি।

"তুমি নিশ্চয় বলবে না সল নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছে?"

"মৃত্যু?" লিলির চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। "আমি তো মনে করেছিলাম সে অপহৃত হয়েছিলো। কিন্তু ঘটনার পর সে বাড়িতে ফিরে আসে। চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে গটগট করে চলে যায়! ভাবতে পারো পঁচিশ বছর ধরে চাকরি করার পর এভাবে চলে গেলো!"

"আমি তোমাকে বলছি, সে খুন হয়েছে," জোর দিয়ে বললাম, কথাটা। "সোমবার সকালে ইউএন মেডিটেশন রুমে তার লাশটা আমি দেখেছি। কেউ তাকে খুন করেছে!"

হাতে চামচ নিয়ে মুখ হা করে পাথরের মতো জমে গেলো লিলি।

"এর মধ্যে নির্ঘাত উদ্ভট কিছু আছে," আমি বললাম।

আমার পেছনে চেয়ে লিলি আমাকে চুপ করতে বললো। মোরদেচাই চলে এসেছেন মাখন নিয়ে।

"খুব কষ্ট করে খুঁজে পেতে হয়েছে," আমার এবং লিলির মাঝখানে বসতে বসতে বললেন তিনি। "এখানকার সার্ভিস আর আগের মতো ভালো নেই।" লিলি এবং আমার দিকে তাকালেন মোরদেচাই। "কি হয়েছে? তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে তোমাদের কবর কেউ পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে।"

"অনেকটা সেরকমই," আপন মনে বললো লিলি। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। "আমার বাবার ড্রাইভার...মনে হচ্ছে মারা গেছে।"

"আহ্, আমি দুঃখিত," বললেন মোরদেচাই। "লোকটা দীর্ঘদিন তোমাদের পরিবারের সাথে ছিলো, তাই না?"

"আমার জন্মেরও আগে থেকে," উদাস হয়ে বললো লিলি।

"তাহলে তো লোকটার বয়স খুব একটা কম ছিলো না, তাই না? আশা করি সে তার পরিবারকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে রেখে যায় নি?" অদ্ভুত দৃষ্টিতে লিলির দিকে তাকালেন মোরদেচাই।

"তাকে বলতে পারো কথাটা," বললো লিলি।

"আমার তা মনে হচ্ছে না–"

"উনি ফিস্কের ব্যাপারে জানেন। সলের ব্যাপারটা তাকে বলো।"

আমার দিকে ভদ্রভাবে তাকালেন মোরদেচাই। "মনে হচ্ছে নাটকীয় কিছু ঘটে গেছে, আমাকে কি বলা যায় না সেটা?" হালকা চালে বললেন তিনি। "লিলি মনে করে না গ্র্যান্ডমাস্টার ফিস্কের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। সম্ভবত আপনিও একই মত পোষণ করেন?" চায়ে চুমুক দিলেন তিনি।

"মোরদেচাই," বললো লিলি, "ক্যাট আমাকে বলছে সল নাকি খুন হয়েছে।"

আমার দিকে না তাকিয়েই চামচটা নামিয়ে রাখলেন মোরদেচাই, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আহ্। আমি ঠিক এই আশংকাটাই করছিলাম, আপনি এরকম কিছু বলবেন।" চশমার মোটা কাঁচের ভেতর দিয়ে বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। "সত্যি বলছেন?"

লিলির দিকে ফিরলাম। "শোনো, আমার মনে হয় না–"

কিন্তু ভদ্রভাবেই কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মোরদেচাই ঢুকে পড়লেন।

"যেখানে লিলি আর তার পরিবার কিছুই জানে না," বললেন তিনি, "সেখানে আপনি এটা কিভাবে জানলেন?"

"তার কারণ আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম," বললাম তাকে।

লিলি কিছু বলতে গেলে মোরদেচাই তাকে থামিয়ে দিলেন।

"শোনেন শোনেন," আমার দিকে ফিরে বললেন তিনি, "শুরু থেকে সবটা বলুন। যদি আপনার দয়া হয় তো।"

সুতরাং নিমের কাছে যে ঘটনাটা বলেছিলাম সেটাই আবার বললাম। দাবা টুর্নামেন্টে সোলারিনের সতর্কতা, ফিস্কের মৃত্যু, সলের রহস্যজনক উধাও হয়ে যাওয়া, আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া, অবশেষে ইউএন ভবনের ভেতর সলের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা। অবশ্য গণক, সাইকেল আরোহী আর নিমের বলা মস্তগ্রেইন সার্ভিসের কথা বাদ দিলাম ইচ্ছে করেই। শেষেরটার ব্যাপারে আমি গোপনীয়তা রক্ষা করার অঙ্গিকার করেছি আর বাকিগুলো খুব বেশি আজগুবি শোনাবে।

"আপনি সবকিছু খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন," আমার কথা বলা শেষ হলে বললেন মোরদেচাই। "আমরা খুব সহজেই একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, ফিস্ক আর সলের মৃত্যুর মধ্যে একটা কানেকশান রয়েছে। এখন আমাদের ঠিক করে নিতে হবে কোন ঘটনাসমূহ কিংবা ব্যাক্তিবর্গ এগুলোকে একসাথে জুড়ে দিয়েছে, একটা প্যাটার্ন স্ট্যাবলিশ করেছে।"

"সোলারিন!" বললো লিলি। "এ পর্যন্ত যা বোঝা যাচ্ছে তাতে আমি নিশ্চিত সে-ই এসব ঘটনার মূল নায়ক।"

"মাই ডিয়ার, সোলারিন কেন এটা করতে যাবে?" জানতে চাইলেন মোরদেচাই। "তার মোটিভটা কি হতে পারে?"

"তাকে হারাতে পারে এরকম সবাইকে সে সরিয়ে দিতে চাইছে। যাতে করে তাকে ঐ অস্ত্রের ফর্মুলাটা কাউকে দিতে না হয়।"

"সোলারিন কোনো অস্ত্র সংক্রান্ত পদার্থবিদ নয়," আমি চট করে বলে ফেললাম। "সে তার ডিগ্রিটা নিয়েছে অ্যাকুস্টিক্সের উপরে।"

অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালেন মোরদেচাই। তারপর বলতে শুরু করলেন, "হ্যা, কথাটা সত্যি। আসলে আমি সোলারিনকে বেশ ভালো করেই চিনি। কথাটা অবশ্য তোমাকে কখনও বলি নি।" এ কথা শুনে লিলি চুপ মেরে গেলো। এই কোচকে সে অনেক শ্রদ্ধা করে, তার বিশ্বাস হচ্ছে না এরকম একটি কথা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন মোরদেচাই।

"সেটা অনেক বছর আগের ঘটনা সেটা, আমি তখন ডায়মন্ডের ব্যবসা শুরু করেছি। প্যারিসের স্টকএক্সচেঞ্জ আর্মস্টারডাম বোর্স থেকে রাশিয়াতে গেছিলাম এক বন্ধুর কাছে। ওখানে এক ষোলো বছরের কিশোরের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমার বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলো দাবা খেলার উপর নির্দেশনা পাবার জন্যে–"

"কিন্তু সোলারিন তো তরুণ দাবাড়ুদের প্যালাসে ছিলো," হুট করে আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো কথাটা।

"হ্য," বললেন মোরদেচাই। আবারো অদ্ভুত চোখে তাকালেন আমার দিকে। নিজের বোকামিটা ধরতে পেরে চুপ মেরে গেলাম আমি। "কিন্তু

রাশিয়াতে সবাই সবার সাথে দাবা খেলে। সত্যি বলতে কি এছাড়া আর কিছু করারও নেই ওখানে। তো আমি সোলারিনের সাথে দাবা খেলতে বসে গেলাম ছেলেটাকে দাবা বিষয়ে কিছু টিপ্‌স দেবার কথা ভেবে। কিন্তু যাচ্ছেতাইভাবে আমাকে হারিয়ে দিলো সে। ও আমার দেখা সবচাইতে সেরা দাবাড়ু, মাই ডিয়ার," লিলির দিকে তাকিয়ে শেষ কথাটা বললেন।

আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ মেরে গেলাম। বাইরে আকাশ কালো হয়ে উঠেছে। আমরা তিনজন ছাড়া ক্যাফেটা পুরো খালি হয়ে গেছে এখন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখে নিলেন মোরদেচাই।

"তোমরা কি অন্য কোনো মোটিভের কথা চিন্তা করে দেখেছো? কেউ হয়তো অনেকগুলো লোককে খুন করার ইচ্ছে পোষণ করছে।"

লিলি আর আমি মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম এরকম কিছু আমরা ভাবি নি।

"কোনো সমাধান?" উঠে নিজের টুপিটা তুলে নিলেন তিনি। "আমাকে ডিনারের দাওয়াতে যেতে হবে। তোমাদেরও তো ডিনারে যেতে হবে, তাই না? সময় পেলে আমি এ নিয়ে ভেবে দেখবো। তবে আমি আমার প্রাথমিক বিশ্লেষণের কথাটা তোমাদের বলতে চাই। তোমরা এ নিয়ে ভেবে দেখতে পারবে। আমার মনে হচ্ছে ফিস্কের মৃত্যুর সাথে সোলারিন কোনোভাবেই জড়িত নয়, এমন কি এটা দাবা সংক্রান্ত কোনো ঘটনার সাথেও সংশ্লিষ্ট নয়।"

"কিন্তু সোলারিনই একমাত্র ব্যাক্তি যে ঘটনাস্থলে ছিলো!" লিলি চিৎকার করে বললো।

"কথাটা ঠিক নয়," বললেন মোরদেচাই। তার ঠোঁটে দেখা গেলো দুর্বোধ্য হাসি। "দুটো খুনের ঘটনায় সোলারিন ছাড়াও আরো একজন উপস্থিত ছিলো। তোমার বন্ধু ক্যাট!"

"দাঁড়ান দাঁড়ান–" আমি বলতে শুরু করতেই মোরদেচাই আমাকে থামিয়ে দিলেন।

"গ্র্যান্ডমাস্টার ফিস্কের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কারণে দাবা টুর্নামেন্টটা এক সপ্তাহের জন্যে স্থগিত করা এবং এটা নিছক মৃত্যু না হয়ে খুনও হতে পারে সেটার কোনো উল্লেখ সংবাদমাধ্যমে না থাকাটা কি আপনার কাছে একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে না? আপনি ইউএন ভবনে একটা লাশ দেখতে পেলেন অথচ এ নিয়ে কোথাও কোনো খবর বেরোলো না, এটাও কি আপনার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে? এইসব অদ্ভুত ঘটনার কি ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?"

"একটা কভার-আপ!" চিৎকার করেই বললো লিলি।

"সম্ভবত," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন মোরদেচাই। "কিন্তু তুমি আর তোমার বন্ধু ক্যাট কিছু সাক্ষী-প্রমাণ লুকিয়েছো। তোমাদের গাড়িতে গুলি হবার পরও তোমরা কেন পুলিশের কাছে রিপোর্ট করলে না সেটা কি আমাকে বলতে পারো?

ক্যাট কেন ইউএন ভবনে একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেও পুলিশকে সেটা জানালো না?"

আমি আর লিলি একসাথেই কথা বলে উঠলাম।

"কেন এটা করেছি আপনাকে বলছি..." বললো লিলি।

"আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম..." বললাম আমি।

"প্লিজ," একহাত তুলে বিরত করলো আমাকে। "এসব কথা পুলিশের কাছে খোড়া অজুহাত বলে মনে হতে পারে, আমার কাছে তো বটেই। তোমার বন্ধু ক্যাট সবগুলো ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলো এটা কিন্তু আরো বেশি সন্দেহজনক।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। নিমের একটা কথা আমার কানে বাজতে লাগলো, 'সম্ভবত কেউ মনে করছে তুমি কিছু একটা জানো।'

"আমি বলতে চাচ্ছি," বললেন মোরদেচাই, "যদিও এসব ঘটনার সাথে আপনার কোনো লেনদেন নেই কিন্তু তাদের সাথে আপনার কিছু একটা আছে।"

এ কথাটা বলেই লিলির কপালে চুমু খেলেন। আমার দিকে ফিরে স্বাভাবিকভাবেই হাত মেলালেও একটা আজব কাজ করে বসলেন। চোখ টিপলেন তিনি! এরপরই দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন মোরদেচাই।

এক সৈন্যের অগ্রগমন

এরপর মেয়েটি দাবাবোর্ড নিয়ে এসে তার সাথে খেলতে শুরু করলো। বি
শারকান নিজের চালের দিকে না তাকিয়ে চেয়ে রইলো মেয়েটির সুন্দর মুখে
দিকে, হাতির জায়গায় ঘোড়া আর ঘোড়ার জায়গায় হাতি বসিয়ে দিলো সে
মেয়েটি হেসে তাকে বললো, "তোমাকে এভাবে খেলতে দেখে মনে হচ্
তুমি এ খেলার কিছুই জানো না।"
"এটা একেবারে প্রথম," জবাব দিলো সে। "এটা দিয়ে বিচার কোরো না।"
–এক হাজার একরাত্রি (আরব্য রজনী)
স্যার রিচার্ড বার্টন অনূদিত

প্যারিস
সেপ্টেম্বর ৩, ১৭৯২

দাঁতোয়াঁর বাড়ির ফয়ারে শুধুমাত্র একটা মোমবাতি জ্বলছে। মধ্যরাতের দি
কালো আলখেল্লা পরা এক লোক বাড়ির বাইরে বেল-কর্ডটা টেনে দি
দাড়োয়ান লোকটি দৌড়ে ছুটে এলো গেটের কাছে। দরজার ছোট্ট একটা ফুটে
দিয়ে চেয়ে দেখলো টুপি পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। চেহারাটা স্পষ্ট দে
যাচ্ছে না সেই টুপির কারণে।

"ঈশ্বরের দোহাই লাগে, লুই," বললো লোকটি, "দরজা খোলো। আমি
কামিয়ে।" দাড়োয়ান দরজা খুলে দিলো সঙ্গে সঙ্গে।

"এতোটা সতর্কতার দরকার ছিলো কি, মঁসিয়ে?" বুড়ো দাড়োয়ান বললো।

"আমি বেশ ভালো করেই বুঝি," বললো কামিয়ে দেমোলাঁ। ভেতরে ঢুকে
টুপিটা খুলে ফেললে তার কোকড়ানো চুলগুলো দেখা গেলো। "আমি লা ফোর্সে
জেলখানা থেকে এসেছি। ওখানে কি হয়েছে জানো–" দেমোলাঁ আচমকা থমকে
গেলো ফয়ারের অন্ধকারে কিছু একটা নড়তে দেখে। "কে ওখানে?" ভয়ে বললো
সে।

লম্বা আর অভিজাত ভঙ্গিতে অবয়বটি তার কাছে চলে এলো চুপচাপ। হাত
বাড়িয়ে দিলো দেমোলাঁর দিকে।

"মাই ডিয়ার, কামিয়ে," বললো তয়িরাঁ, "আশা করি আপনাকে ভড়কে দেই
নি। দাঁতোয়াঁ কমিটির মিটিং থেকে কখন ফিরে আসেন সেই অপেক্ষা করছি।"

"মরিস!" হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেমোলাঁ বিস্ময়ে বললো। দাড়োয়ান চুপচাপ চলে গেলো সেখান থেকে। "কি জন্যে এতো রাতে আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন?" দাঁতোয়াঁর সেক্রেটারি হিসেবে দেমোলাঁ সপরিবারে অনেক বছর ধরেই এই বাড়িতে থাকে।

"দাঁতোয়াঁ দয়াপরবশ হয়ে আমাকে ফ্রান্স ছেড়ে যাবার একটি পাস জোগার করে দিতে রাজি হয়েছেন," শান্ত কণ্ঠে বললো তয়িরাঁ। "যাতে করে আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে আলাপআলোচনা চালাতে পারি। আপনি তো জানেনই, ব্রাইটনরা এখনও আমাদের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নি।"

"আমি তার জন্যে আজরাতে অপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখছি না," বললো কামিয়ে। "আজ প্যারিসে কি ঘটে গেছে শুনেছেন?"

তয়িরাঁ মাথা দুলিয়ে বলতে লাগলো, "শুনেছি প্রুশিয়ানরা নাকি পিছু হটে গেছে। বুঝতে পারছি তারা এখন তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাবে কারণ তাদের সবাইকে ডায়রিয়ায় পেয়ে গেছে," হেসে ফেললো সে। "তিন দিন শুধুমাত্র শ্যাম্পেইন পান করে মার্চ করার মতো আর একজন সৈন্যও তাদের নেই!"

"এটা সত্যি প্রুশিয়ানরা পিছু হটে গেছে," দেমোলাঁ একমত পোষণ করলেও হাসলো না। বুঝতে পারলো তয়িরাঁ খবরটা জানে না। "কিন্তু আমি বলছি প্যারিসের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কথা। লাবায়ের জেলখানা থেকে এটা শুরু হয়েছে, তারপর লা ফোর্সে এবং লা কনসিয়ার্জিয়ে পর্যন্ত চলছে এই তাণ্ডব। ইতিমধ্যে কমপক্ষে পাঁচশ' লোককে হত্যা করা হয়েছে। গণহারে জবাই করা হয়েছে মানুষজনকে, এমন কি মানব-মাংস ভক্ষণের মতো ঘটনাও ঘটে গেছে। অ্যাসেম্বলি এটা কোনোভাবেই থামাতে পারছে না–"

"আমি তো এসবের কিছুই জানি না!" বিস্ময়ে বললো তয়িরাঁ। "কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে?"

"দাঁতোয়াঁ এখন লা ফোর্সে আছেন। কমিটি তড়িঘড়ি করে প্রতিটি জেলখানায় বিচারালয় বসিয়েছে এই গণহারে খুনখারাবি কমিয়ে আনার জন্য। তারা বিচারক এবং জল্লাদদের জন্য তিনবেলা খাবার আর দিনে ছয় ফ্রাঁ দিতে রাজি হয়েছে। আশা করা যায় এভাবে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করা সম্ভব হবে। মরিস, প্যারিস এখন অরাজকতায় নিমজ্জিত। লোকজন এটাকে বলছে ত্রাসের রাজত্ব।"

"অসম্ভব!" আর্তনাদ করে উঠলো তয়িরাঁ। "এই খবরটা যখন চাউড় হয়ে যাবে তখন আর ইংল্যান্ডকে কোনোভাবেই স্বীকৃতি দেবার জন্যে রাজি করানো যাবে না। তারা যদি প্রুশিয়ানদের সাথে যোগ দিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ না করে সেটা হবে আমাদের সৌভাগ্য। এখন তো মনে হচ্ছে দ্রুত দেশ ছাড়তে হবে আমাকে।"

"আপনি পাস ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না," দেমোলাঁ তার হাতটা ধরে এগোতে এগোতে বললো। "আজ বিকেলেই মাদাম দ্য স্তায়েলকে কূটনৈতিক সুরক্ষায় দেশ ছাড়ার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। তার ভাগ্য ভালো আমি ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম, নইলে তার গর্দান কাটা পড়তো তক্ষুণি। তাকে প্যারিস কমিউনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।" তয়িরাঁর মুখ দেখে বোঝা গেলো সে পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছে।

"চিন্তার কিছু নেই, মহিলা এখন নিরাপদে অ্যাম্বাসিতে ফিরে গেছে। আপনিও আপনার বাড়িতে নিরাপদে থাকবেন। আজকের রাতটা অভিজাত বংশের লোকজন আর যাজকদের জন্যে মোটেই নিরাপদ নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আপনার তো আবার দ্বিগুন বিপদ, বন্ধু।"

"বুঝতে পেরেছি," শান্তকণ্ঠে বললো তয়িরাঁ। "পুরোপুরিই বুঝতে পেরেছি।"

∞

রাত দুটোর দিকে পায়ে হেটে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলো তয়িরাঁ। কোনো ঘোড়াগাড়ি ব্যবহার করলো না। ওটা এখন নিরাপদ নয়। প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা গলি দিয়ে ঢুকতেই দেখতে পেলো মঞ্চনাটক দেখে কিছু লোক বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, আর ক্যাসিনো থেকে টলতে টলতে বের হচ্ছে কিছু মাতাল। তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো একটা ঘোড়াগাড়ি। শ্যাম্পেইন আর মদ ভর্তি সেটা।

খাদের কিণারায় দাঁড়িয়ে তারা আনন্দনৃত্য করছে, ভাবলো মরিস তয়িরাঁ। শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। সে অবশ্য দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে তার দেশ গভীর খাদে তলিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত।

বাগানের সামনে যে গেটটা আছে সেখানে এসে আশেপাশে চেয়ে দেখলো তয়িরাঁ। ভেতরে একটা আলো জ্বলছে দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো সে। বাড়ির কাজের লোকজনকে বলে দিয়েছিলো সব দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে। কোনো আলো যেনো না জ্বালানো হয়। বাইরে থেকে দেখে যেনো মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। বর্তমান সময়ে বাড়িতে থাকাটা একেবারেই বিপজ্জনক। চাবি দিয়ে গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকতেই তয়িরাঁ দেখতে পেলো তার কাজের লোক কর্তিয়াদি মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

"এ কি করেছো কর্তিয়াদি," তয়িরাঁ ফিসফিসিয়ে বললো, "আমি না বলেছিলাম কোনো আলো জ্বালাবে না। তুমি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো।"

"ক্ষমা করবেন আমাকে, মঁসিয়ে," কর্তিয়াদি বললো। "আশা করি আপনার আরেকটা নির্দেশ অমান্য করে আমি অন্যায় কিছু করি নি।"

"আরেকটা নির্দেশ অমান্য করেছো মানে?" জানতে চাইলো তয়িরাঁ। কর্তিয়াদি তালা মেরে দিলো গেটে।

"একজন মেহমান আছে, মঁসিয়ে। আমি নিজের সিদ্ধান্তে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছি। উনি ভেতরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

"কী সাংঘাতিক ব্যাপার!" কর্তিয়াদির হাতটা ধরে বললো তয়িরাঁ। "আজ মাদাম দ্য স্তায়েলকে দাঙ্গাবাজ লোকেরা ধরে প্যারিস কমিউনে নিয়ে গেছিলো। আরেকটু হলে মহিলা প্রাণে মারা যেতো! আমি যে প্যারিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি এ কথাটা কেউ যেনো না জানে। ভেতরে কাকে ঢুকতে দিয়েছো তুমি?"

"মাদেমোয়ে মিরিয়ে, মঁসিয়ে," বললো কাজের লোকটি। "কিছুক্ষণ আগে উনি একা চলে আসেন এখানে।"

"মিরিয়ে? এতো রাতে আমার বাড়িতে একা?" দ্রুত বাড়ির ভেতরে রওনা হলো তয়িরাঁ।

"মঁসিয়ে, উনি একটা ব্যাগ নিয়ে এখানে এসেছেন," মনিবের সাথে সাথে চলে এলো কর্তিয়াদি। "তার গায়ের পোশাক ছেঁড়াফাড়া। কথাই বলতে পারছেন না। পোশাকে প্রচুর রক্ত লেগে রয়েছে।"

"হায় ঈশ্বর," বিড়বিড় করে বললো তয়িরাঁ।

কর্তিয়াদি তাকে স্টাডিতে নিয়ে গেলে দেখতে পেলো মিরিয়ে ঘরের ঠিক মাঝখানে ভেলভেটের একটি আসনে শুয়ে আছে। ঘরের যতো বইপত্র ছিলো সবই বাক্স বন্দী করে রাখা হয়েছে এখানে সেখানে। কর্তিয়াদি মোমবাতিটা মুখের সামনে ধরলে দেখা গেলো মেয়েটার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে আছে।

হাটু মুড়ে বসে পড়লো তয়িরাঁ। মেয়েটার ঝুলে থাকা হাত তুলে নিয়ে আলতো করে স্পর্শ করলো।

"আমি কি লবন নিয়ে আসবো, স্যার?" চিন্তিত মুখে বললো কর্তিয়াদি। "সকালে আমরা চলে যাবো বলে সব চাকরবাকর বিদায় করে দিয়েছি..."

"হ্যা, হ্যা, নিয়ে আসো," মিরিয়ের দিকে তাকিয়েই বললো মরিস তয়িরাঁ। ভয়ে তার বুক শুকিয়ে গেছে। "কিন্তু দাঁতোয়াঁ তো এখনও পাস নিয়ে আসেন নি, তারমধ্যে আবার এই মেয়েটা..."

মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কর্তিয়াদির দিকে তাকালো সে। "লবন নিয়ে আসো। মেয়েটার জ্ঞান ফিরলেই তোমাকে ডেভিডের বাড়িতে যেতে হবে। খুব দ্রুত এই ঘটনার আসল কারণটা জানতে হবে আমাকে।"

তয়িরাঁ চুপচাপ বসে রইলো মিরিয়ের পাশে। এক হাজারটা ভাবনা তার মাথায় খেলে যাচ্ছে। মেয়েটার সামনে মোমবাতি ধরে দেখতে লাগলো সে। মুখে রক্ত আর ময়লা লেগে আছে। আলতো করে মুখের সামনে থেকে চুল সরিয়ে মেয়েটার কপালে চুমু খেলো সে। মেয়েটার দিকে তাকাতেই একটা ভাবনা খেলে গেলো তার মাথায়। এই মেয়েটা সব সময়ই ভদ্র আর শান্ত স্বভাবের।

কর্তিয়াদি ছোটো একটা কাঁচের গ্লাসে করে লবন নিয়ে ফিরে এলো। আস্তে করে মিরিয়ের মাথাটা তুলে ধরে নাকের সামনে লবনের গ্লাসটা ধরলো তয়িরাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেশে উঠলো মিরিয়ে।

চোখ খুলতেই দু'জন লোককে দেখে ভয় পেয়ে গেলো সে। চমকে গিয়ে উঠে বসলো, খুব দ্রুতই বুঝতে পারলো কোথায় আছে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তয়িরাঁর জামার হাতা খমচে ধরলো। "আমি কতোক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম?" চিৎকার করে বললো মিরিয়ে। "আমি যে এখানে আছি সেটা কি কাউকে বলেছেন?" চোখমুখ ফ্যাকাশে হলেও বেশ শক্ত করে তয়িরাঁর হাতটা ধরে রইলো সে।

"না, না, মাই ডিয়ার," বেশ নরমকণ্ঠে বললো তয়িরাঁ। "খুব বেশি সময় ধরে তুমি অজ্ঞান ছিলে না। একটু ভালো বোধ করলে তোমাকে গরম ব্র্যান্ডি এনে দেবে কর্তিয়াদি। ওটা খেলে তোমার স্নায়ু ধীরস্থির হয়ে যাবে। তারপর তোমার আঙ্কেলের খোঁজে লোক পাঠাবো আমি।"

"না!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। "আমি যে এখানে আছি সেটা যেনো কেউ না জানে! কাউকে বলবেন না, এমন কি আমার আঙ্কেলকেও না! তারা সবার আগে ওখানেই খুঁজতে যাবে আমাকে। আমার জীবন এখন ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেছে। কথা দিন, কাউকে বলবেন না আমি এখানে আছি!" মেয়েটা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে তয়িরাঁ তাকে বাধা দিলো।

"আমার ব্যাগটা কোথায়?" চিৎকার করে বললো সে।

"এই তো এখানেই আছে," পায়ের কাছে থাকা চামড়ার ব্যাগটায় চাপড় মেরে তয়িরাঁ বললো। "মাই ডিয়ার, তোমাকে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। বিশ্রাম নিয়ে পুরোপুরি ধাতস্থ হলে কথা বোলো। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি কি চাও না তোমার বোন ভ্যালেন্টাইনকে জানাই তুমি নিরাপদে আছো?"

ভ্যালেন্টাইনের নামটা বলতেই মিরিয়ের চোখমুখ কেমন জানি হয়ে গেলো।

"না," আস্তে করে বললো সে। "ভ্যালেন্টাইনকে জানানো যাবে না। আমাকে বলুন, ভ্যালেন্টাইনের কিছু হয় নি। বলুন!"

তয়িরাঁ মেয়েটাকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে ঝাঁকি দিলে ধীরে ধীরে তার চোখের ফোকাস ঠিক হয়ে এলো। কিছু একটা আঁচ করতে পেরে শিউরে উঠলো তয়িরাঁ।

"দয়া করে বলো না," ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললো সে, "ভ্যালেন্টাইনের কিছু হয়েছে। আমাকে বলো তার কিছু হয় নি!" তয়িরাঁ তাকে ঝাঁকি দিয়ে বলতে লাগলেও মিরিয়ে কিছু বললো না। তার দু'চোখ শুকিয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে না কি করবে। এমন সময় তার কাজের লোক কর্তিয়াদি পেছন থেকে হাত রাখলো তার কাঁধে।

"স্যার," আস্তে করে বললো সে। কিন্তু তয়িরাঁ এমনভাবে মিরিয়ের দিকে চেয়ে রইলো যেনো তার কোনো হুশজ্ঞান নেই।

"এটা সত্যি না," দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিসিয়ে বললো সে। তার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে আছে মিরিয়ে। আস্তে আস্তে মেয়েটার কাঁধ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিলো তয়িরাঁ। চেয়ে দেখলো মেয়েটা এখনও তার দিকেই চেয়ে আছে। যে অবিশ্বাস্য সত্যটা সে অনুধাবন করতে পেরেছে সেটার কষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে মরিস তয়িরাঁ।

আস্তে করে উঠে পেছন ফিরে ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়ালো একটা দেয়াল ঘড়ির দিকে মুখ করে। ঘড়ির চাবিটা ঘোরাতে শুরু করলো সে। অন্ধকারেই মিরিয়ে শুনতে পেলো সেটার টিকটিক শব্দ।

∞

সূর্য এখনও ওঠে নি তবে দিনের প্রথম আলো এসে পড়েছে তয়িরাঁর প্রাইভেটরুমের জানালা ভেদ করে।

সারা রাত তার চোখে ঘুম আসে নি। ভ্যালেন্টাইন মারা গেছে এ সত্যটা হজম করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এখনও। তার কাছে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি তার হৃদপিণ্ডটা দুমরে মুচরে দিয়েছে। যে অনুভূতি তার হচ্ছে সেটা একেবারেই অনির্বচনীয়। পরিবার-পরিজন ছাড়া একজন মানুষ সে, জীবনে কখনও আরেকজন মানুষের সাহচার্যের অভাব বোধ করে নি। এটাই হয়তো ভালো ছিলো, গভীর তিক্ততার সাথে মনে মনে বললো সে। ভালোবাসা কখনও অনুভব না করতে পারলে সেটা হারানোর ব্যথাও তুমি অনুভব করতে পারবে না।

এখনও সে চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছে ভ্যালেন্টাইন তার ফায়ারপ্লেসের সামনে চুল ছড়িয়ে বসে আছে। তার পায়ে চুমু খাচ্ছে। আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার মুখে। মেয়েটার দুষ্টুমিভরা মজার মজার কথাও তাকে আমোদিত করতো। কিভাবে সে মারা গেলো? কিভাবে?

বোনের মৃত্যুতে মিরিয়ে একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে আছে। কর্তিয়াদি তাকে গরম পানিতে গোসল করিয়ে ব্র্যান্ডি খাইয়ে দিয়ে নরম বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে মাঝরাতেই। মেয়েটার একটু ঘুমানোর দরকার। তয়িরাঁ নিজের সবচাইতে বড় আর আরামদায়ক ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে তার জন্যে।

সারাটা রাত মেয়েটার শয্যার পাশে বসেই কাটিয়ে দিয়েছে সে। ঘুমের মধ্যে মেয়েটা বার বার তার বোনের নাম ধরে বিড়বিড় করে গেছে বেশ কয়েক বার। দু'তিন বার ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, বোনের কথা বলে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করেছে সে। মেয়েটাও আবার ঢলে পড়েছে ঘুমে।

কিন্তু তাকে শান্ত করার মতো কেউ ছিলো না। এখনও নেই। বড় বড় ফ্রেঞ্চ জানালার দিকে চেয়ে আছে সে। শুয়ে আছে মেয়েটার পাশে ছোট্ট একটা

সোফায়। কিন্তু দু'চোখ এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয় নি। তার সুন্দর নীল চোখ জোড়া বিবর্ণ হয়ে গেছে এখন।

রাতে একবার চিৎকার করে উঠেছিলো মিরিয়ে, "আমি তোমার সাথে লাবায়ে'তে যাবো বোন। তোমাকে আমি একা একা যেতে দেবো না ওখানে।" এই কথাগুলো শুনে তয়িরাঁর শিড়দাড়া বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে গেছিলো। এটা কি সম্ভব, মেয়েটা লাবায়ে'তে মারা গেছে? বাকিটুকু সে চিন্তা করতেও সাহস পায় নি। মিরিয়ে ধাতস্থ হবার পর তার কাছ থেকে সত্যিটা শুনে নেবে–তাদের দু'জনের যতো কষ্টই হোক না কেন।

সোফায় শুয়ে থেকেই কারোর পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। শব্দটা খুবই মৃদু।

"মিরিয়ে?" ফিসফিস করে বললো সে কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না। সোফা থেকে উঠে বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে মেয়েটা নেই।

সিল্কের গাউন গায়ে চাপিয়ে ড্রেসিংরুমের দিকে ছুটে গেলো তয়িরাঁ কিন্তু ফ্রেঞ্চ জানালার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়ালো সে।

জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মিরিয়ে। একদম নগ্ন, জানালা দিয়ে আসা সকালের নরম আলোয় তার মাখনের মতো গায়ের রঙ আরো বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঠিক এরকমই তাকে দেখেছিলো ডেভিডের স্টুডিওতে। ভ্যালেন্টাইন আর মিরিয়ে দু'জনেই একসঙ্গে ছিলো তখন। এই স্মৃতিটা তাকে প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত করলো। তবে একই সাথে আরেকটা জিনিস উদয় হলো তার মনে। একটা ঘোরলাগা ভাব থেকে সচতেন অবস্থার লাল টকটকে যন্ত্রণায় আক্রান্ত হলো। আর সেটা উদয় হতেই আরো বেশি ভয়াবহ একটা ছবি ভেসে উঠলো তার মনে। ঠিক এই সময়ে তার মনে জেগে উঠলো লালসা। আকাঙ্খা। মিরিয়েকে জাপটে ধরতে চাইলো, সকালের প্রথম আলোয় নিজের রক্তমাংস মেয়েটাকে পেতে চাইছে। মেঝেতে ফেলে তার ঠোঁট দুটো কামড়ে দিয়ে, শরীরটাকে পিষে ফেলতে চাইছে সে। নিজের ভেতরে যে সুতীব্র বেদনা সেটাকে আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন অবোধ্য কোনো কিছুতে বিলীন করতে ব্যাগ্র হয়ে উঠলো তয়িরাঁ। এই চিন্তাটা তার মনে উদয় হতেই মিরিয়ে টের পেয়ে গেলো তার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে দাঁড়ালো সে। আরক্তিম হয়ে উঠলো তার মুখ। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নিজের বিব্রত হওয়াটাকে আড়াল করার চেষ্টা করলো তয়িরাঁ।

"মাই ডিয়ার," কথাটা বলেই দ্রুত নিজের শরীর থেকে সিল্কের গাউনটা খুলে মেয়েটার গায়ে জড়িয়ে দিলো, "তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বছরের এ সময়টাতে বেশ ভারি কুয়াশা পড়ে।" তার নিজের কাছেও এ সব কথা খুব বেশি বোকা বোকা লাগলো। যাচ্ছেতাই ব্যাপার। মেয়েটার শরীরে গাউন চাপিয়ে দেবার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার হাতের আঙুল মিরিয়ের দেহ স্পর্শ করেছিলো,

আর সেই স্পর্শেই তার শরীরে খেলে গেলো এক ধরণের বিদ্যুৎপ্রবাহ। এরকম অনুভূতি কখনও হয় নি তার। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো সে কিন্তু মিরিয়ে অবোধ্য সবুজ চোখে চেয়ে রইলো তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিলো তয়িরাঁ। মেয়েটা নিশ্চয় বুঝে গেছে তার ভেতরে কি ভাবনা কাজ করছে। খুবই খারাপ ব্যাপার। এই অনুভূতিটাকে তাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলো সে।

"মরিস," মুখের সামনে থেকে সোনালি চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললো মিরিয়ে। "আমি ভ্যালেন্টাইনের কথা বলতে চাইছি এখন। আমি কি সেটা বলতে পারি?" তার লম্বা চুল সকালের হালকা বাতাসে উড়ে এসে তয়িরাঁর বুক স্পর্শ করলো। তার কাছে মনে হলো রাতপোশাক ভেদ করে যেনো আগুনের হলকা ছুঁয়ে গেলো তার বুক। মেয়েটার এতো কাছে আছে এখন যে, তার শরীরের চমৎকার ঘ্রাণ পর্যন্ত টের পাচ্ছে। দু'চোখ বন্ধ করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো নিজেকে। মিরিয়ের দিকে তাকাতে পারছে না। ভয় পাচ্ছে মেয়েটা হয়তো সব বুঝে ফেলবে। যে অস্থিরতা তার মধ্যে বিরাজ করছে সেটা অভূতপূর্ব। সে কিভাবে এরকম দানব হয়ে উঠলো?

জোর করে চোখ খুলে মেয়েটার দিকে তাকালো সে। একটু হাসারও চেষ্টা করলো কিন্তু ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো ভয়ঙ্করভাবে।

"তুমি আমাকে মরিস বলে ডাকলে," জোর করে হেসে বললো সে। "আঙ্কেল মরিস না।" মেয়েটা অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর, তার আধো ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দুটো যেনো টকটকে গোলাপের দুটো পাপড়ি...নিজের ভাবনাটাকে জোর করে বিতাড়িত করে দিলো সে। ভ্যালেন্টাইন। মিরিয়ে এখন ভ্যালেন্টাইনের কথা বলতে চাইছে। আলতো করে মেয়েটার কাঁধে হাত রাখলো তয়িরাঁ।

পাতলা সিল্কের গাউন ভেদ করে মেয়েটার শরীরের উষ্ণতা টের পেলো সে। গলার দিকে নীলচে শিরার স্পন্দনটাও দেখতে পাচ্ছে এখন। ঠিক তার নীচেই বাড়ন্ত স্তনযুগলের বিভেদ রেখার আভাস প্রকট হয়ে ধরা পড়লো তার চোখে...

"ভ্যালেন্টাইন তোমাকে খুব ভালোবাসতো," আড়ষ্ট কণ্ঠে বললো মিরিয়ে। "আমি তার অনুভূতি আর ভাবনাগুলো জানতাম। আমি জানি সে তোমার সাথে ঐসব কাজ করতে চাইতো যা পুরুষ মানুষ নারীদের সাথে করে থাকে। তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কোন্ কাজের কথা বলছি?" স্থিরচোখে চেয়ে রইলো মেয়েটা। তাদের দু'জনের ঠোঁটের দূরত্ব, শরীরের দূরত্ব একদম কমে এসেছে...কথাটা ঠিক ঠিক শুনতে পেয়েছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলো না মরিস তয়িরাঁ।

"আমি–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না–মানে, আমি অবশ্যই জানতাম," তোতলাতে শুরু করলো সে। "তবে আমি কখনও এটা কল্পনা করি নি..." বোকার মতো আচরণ করছে বলে আবারো নিজেকে গালি দিলো। মেয়েটা এসব কি বলছে?

"মিরিয়ে," দৃঢ়ভাবে বললো সে। দয়ালু আর পিতৃতুল্য হতে চাইলো তয়িরা। হাজার হোক তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটা তার মেয়ের বয়সীই হবে। "মিরিয়ে," আবারো বললো সে, তাদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা যেনো অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বিষয়ে স্থানান্তর হয় সেই চেষ্টাই করলো।

কিন্তু মেয়েটা আলতো করে তার চুল স্পর্শ করে মুখটা তার মুখের কাছে নিয়ে এলো। *হায় ঈশ্বর*, ভাবলো সে। *আমি পাগল হয়ে গেছি। এটা হতে পারে না।*

"মিরিয়ে," আবারো বললো সে, তার ঠোঁট কাঁপছে ঘনঘন, "আমি...মানে আমরা এটা করতে পারি না..." কিন্তু মেয়েটার ঠোঁটে তার ঠোঁট স্পর্শ করতেই বাধ ভেঙে গেলো। টের পেলো তার নিম্নাঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। না। সে এটা করতে পারে না। এখন তো নয়ই।

"ভুলে যেও না," তার বুকে মাথা রেখে ফিসফিস করে বললো মিরিয়ে। "আমিও ভ্যালেন্টাইনকে ভালোবাসি।" একটা গোঙানি দিয়ে মেয়েটার শরীর থেকে গাউনটা খুলে ফেলে নিজেকে ডুবিয়ে দিলো মেয়েটার উষ্ণ দেহের মধ্যে।

∞

ডুবে যাচ্ছে সে। কামনার গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ। মিরিয়ের শরীরের সিল্কের গাউনটার উপর তার হাতের আঙুল সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। গ্রাস করতে চাইছে তার শরীর। জানালার সামনে থেকে মিরিয়েকে কোলে তুলে বিছানায় নিয়ে এসেছে। তার কাছে মনে হচ্ছে সে আরো বেশি করে পতিত হচ্ছে। তাদের দু'জনের ঠোঁট এক হলে তার কাছে মনে হলো তার শরীরের উষ্ণ রক্ত স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে মেয়েটার শরীরে। তাদের দু'জনের রক্ত মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে তীব্র আকুতি নিয়ে। কামনার উদগ্রতা আর সহ্য করতে পারছে না। এটা করা ঠিক হচ্ছে কিনা সে ভাবনা যেনো তার মধ্য থেকে উধাও হয়ে গেছে এখন। মিরিয়ে তার মধ্যে যে কামনার বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে সেটা একেবারেই অনির্বচনীয়। এরকম অনুভূতি কখনও হয় নি তার। মনে মনে চাইলো এটা যেনো কখনও শেষ হয়ে না যায়।

তার দিকে তাকালো মিরিয়ে, সবুজ চোখ দুটো যেনো কোনো গভীর হ্রদ, সে জানে মেয়েটাও একই রকম অনুভব করছে। তার প্রতিটি স্পর্শ মেয়েটাকে আরো গভীরে ডুবিয়ে দিচ্ছে, তার শরীরের সাথে মিশে যাচ্ছে, যেনো মেয়েটা তার ভেতরে ঢুকে যেতে চাইছে ব্যাকুলভাবে। তার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা আর রক্তের মধ্যে মিশে যেতে চাইছে। তারা দু'জনেই একসঙ্গে ডুবে যেতে চাইছে কামনার গভীর কালো জলে। এই জল পান করলে যেনো সব ভুলে যাবে তারা। মেয়েটার ভেতরে যখন ঢুকে গেলো তখন শুনতে পেলো এক সুমধুর

সঙ্গিত বেজে উঠছে তার কানে। তাকে আরো গভীরে আহ্বান জানাচ্ছে সেই মায়াবি সঙ্গিত।

∞

মরিস তয়িরাঁ এ জীবনে অসংখ্য নারীর সাথে সঙ্গম করেছে, এখন তাদের সঠিক সংখ্যাটাও মনে করতে পারবে না, কিন্তু নরম বিছানায় মিরিয়ের সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থেকে তাদের একজনের চেহারাও স্মরণ করতে পারলো না সে। এই সঙ্গমে তার যে অনুভূতি হয়েছে সে রকম কোনো কিছু এ জীবনে পাবে না বলেই মনে করে। একেবারে পরিপূর্ণ পুলক, এমন পুলক খুব কম মানুষই পেয়ে থাকে। তবে এ মুহূর্তে এক সুতীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে। এক ধরণের অপরাধবোধ।

মিরিয়েকে জাপটে ধরে আদর করতে করতে কামনার চূড়ান্ত অবস্থায় যখন তার ভেতরে প্রবেশ করলো ঠিক তখন মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে একটা নাম বেরিয়ে গেছিলো : "ভ্যালেন্টাইন।" *ভ্যালেন্টাইন।* আর মিরিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছিলো, "হ্যা।"

মেয়েটার দিকে তাকালো সে। বিছানার সাদা চাদরে তার মাখনের মতো শরীরটা দারুণ দেখাচ্ছে। চুলগুলো এলোমেলো। মেয়েটা গাঢ় সবুজ চোখে তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

"আমি জানতাম না এটা করতে কেমন লাগবে," বললো সে।

"তুমি কি পছন্দ করেছো?" মেয়েটার চুলে আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে জানতে চাইলো মরিস।

"হ্যা, পছন্দ করেছি," হেসেই বললো কথাটা। তারপরই দেখতে পেলো মরিস একটু বিব্রত।

"আমি দুঃখিত," নরম করে বললো সে। "আমি ওভাবে বলি নি কথাটা। কিন্তু তুমি খুবই সুন্দর। আমিও তোমাকে খুব পেতে চাইছিলাম।" মেয়েটার চুলে মুখ ছুঁইয়ে ঠোঁটে দীর্ঘ একটা চুমু খেলো সে।

"আমি চাই না তুমি দুঃখিত হও," কথাটা বলেই বিছানার উপর উঠে বসলো মিরিয়ে। তার চোখেমুখে সিরিয়াস ভঙ্গি। "এর ফলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হয়েছিলো ভ্যালেন্টাইন এখনও বেঁচে আছে, তোমার সাথে সঙ্গম করছে। সুতরাং ওর নাম ধরে আমাকে ডেকে তোমার এতো দুঃখিত হওয়ার কোনো দরকার নেই।" তার ভাবনাগুলো যেনো পড়ে ফেলেছে মেয়েটা। আস্তে করে তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো মরিস।

বিছানায় আবার শুয়ে পড়ে মিরিয়েকে বুকের উপর টেনে আনলো সে। তার লম্বা ছিপছিপে শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হলো। মেয়েটার চুল আর শরীরের ঘ্রাণ বুকভরে নিলো মরিস। তার সাথে আবারো সঙ্গম করতে চাইছে। তবে কষ্ট

করে নিজের উত্থিত অঙ্গটাকে প্রশমিত করলো সে। সবার আগে এর চেয়েও বেশি কিছু চাইছে সে।

"মিরিয়ে, আমি তোমার কাছ থেকে একটা কথা শুনতে চাইছি," কথাটা বলার সময় তার গলা ধরে এলো। মাথা তুলে তার দিকে তাকালো মিরিয়ে। "আমি জানি এটা তোমার জন্যে খুব যন্ত্রণাদায়ক, তবে আমি চাই তুমি আমাকে ভ্যালেন্টাইনের কথা বলো। আমি চাই সবকিছু আমাকে বলো এখন। তোমার আঙ্কেলের সাথে আমাদেরকে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে। ঘুমের মধ্যে গতরাতে তুমি লাবায়ে জেলখানার কথা বলছিলে–"

"তুমি আমার আঙ্কেলকে বলতে পারবে না আমি এখন কোথায় আছি," বিছানার উপর হঠাৎ করে উঠে বসে বললো মিরিয়ে।

"অন্তত ভ্যালেন্টাইনকে সুন্দরভাবে সমাহিত করতে হবে আমাদের," বললো সে।

"আমি তো এমনকি জানিও না," কথাটা বলার সময় মিরিয়ের গলা ধরে এলো, "তার লাশটা কোথায় খুঁজে পাবো। তুমি যদি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো আমাকে সাহায্য করবে তাহলে আমি তোমাকে বলবো ভ্যালেন্টাইন কিভাবে মারা গেলো। কেন মরলো সে।"

তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালো তয়িরাঁ। "তুমি কি বলতে চাইছো, সে কেন মরলো? আমি তো মনে করেছিলাম তোমাদেরকে ভুল করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো লাবায়ে জেলখানার ভেতরে। নিশ্চয়–"

"ও মারা গেছে," আস্তে করে বললো মিরিয়ে, "এর জন্যে।"

বিছানা থেকে নেমে সঙ্গে করে আনা চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে ফিরে এলো সে। বিছানার উপর সেটা রেখে খুলে ফেললো, তয়িরাঁকে ইশারা করলো ব্যাগের ভেতরে উঁকি দিতে। ভেতরে মাটি আর ঘাস লেগে থাকা মন্তগ্লেইন সার্ভিসের আটটি ঘুঁটি রাখা আছে।

একটা ঘুঁটি বের করে আনলো তয়িরাঁ। স্বর্ণের তৈরি বিশাল একটি হাতি, তার হাতের পাঞ্জার সমান উচ্চতার হবে সেটা। ওটার শরীরে সুন্দর করে নক্সা করা আর তাতে হীরাজহরত খচিত। শুড়টা উপরের দিকে তোলা। যেনো যুদ্ধাবস্থায় আছে।

"অফিন," ফিসফিস করে বললো সে। "এই ঘুঁটিটাকে এখন আমরা বলি বিশপ–রাজা এবং রাণীর উপদেষ্টা।"

এক এক করে আটটি ঘুঁটিই বের করে বিছানার উপর রাখলো। একটা রূপার এবং আরেকটা স্বর্ণের উট। আরেকটা স্বর্ণের হাতি, সামনের দু'পা শূন্যে তোলা একটা ঘোড়া, আর তিনটি সৈন্য, প্রতিটি সৈন্য তার আঙুলের সমান হবে। সবগুলোতেই কোনো না কোনো রত্ন-পাথর বসানো আছে।

আস্তে করে একটা ঘোড়া তুলে নিয়ে নিজের হাতের উপর রাখলো তয়িরাঁ। ঘোড়াটার বেইসে কিছু মাটি লেগে রয়েছে, সেটা মুছে নিতেই দেখতে পেলো ওখানে একটা সিম্বল খোদাই করা আছে। কাছে নিয়ে ভালো করে সেটা দেখে এরপর মিরিয়েকেও দেখালো। একটা বৃত্ত, একদিকে সরু একটা রেখা দিয়ে কাটা।

"মঙ্গল, যাকে আমরা লালগ্রহ বলেই জানি," বললো সে। "যুদ্ধ এবং ধ্বংসের দেবতা।" *এবং আরেকটা লাল ঘোড়া বের হয়ে গেলো : থিয়োরনকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যাতে করে সে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নিতে পারে, ফলে তারা একে অন্যেকে হত্যা করবে : সেজন্যে তাকে বিশাল একটি তলোয়াড়ও দেয়া হয়েছে।*

কিন্তু মনে হলো না মিরিয়ে তার কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। একদৃষ্টিতে তয়িরাঁর হাতে থাকা ঘোড়ার বেইসে যে সিম্বল আছে সেটার দিকে চেয়ে রইলো। কোনো কথা না বললেও মনে হচ্ছে সে যেনো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে। অবশেষে মরিস শুনতে পেলো মেয়েটার ঠোঁট নড়ছে। তার দিকে ঝুঁকে এলো কথাটা শোনার জন্য।

"তলোয়াড়টির নাম হলো সার," ফিসফিসিয়ে বললো সে। তারপরই দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো।

∞

প্রায় এক ঘণ্টার মতো চুপচাপ বসে রইলো তয়িরাঁ, আর নগ্ন শরীরে বিছানার চাদরে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে মিরিয়ে। গল্পটা বলতে লাগলো সে।

যতোটা সম্ভব স্মরণে থাকা অ্যাবিসের গল্পটা বললো তাকে। আরো জানালো নানেরা অ্যাবির দেয়াল থেকে সার্ভিসটা তোলার সময় কি করেছিলো। ঘুঁটিগুলো কিভাবে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেটাও বলতে ভুললো না। কোনো নানের যদি তাদের সাহায্যে দরকার পড়ে তাহলে তার আর ভ্যালেন্টাইনের সাথে কিভাবে কোন্ জায়গায় যোগাযোগ করবে তাও বর্ণনা করলো। এরপর বললো সিস্টার ক্লদের দেখা করার কথা এবং কিভাবে ভ্যালেন্টাইন লাবায়ের জেলখানার বাইরে একটা গলিতে দেখা করার জন্যে ছুটে গিয়েছিলো।

মিরিয়ে যখন জেলখানার ভেতরে ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কথা বর্ণনা করতে শুরু করলো তখন তয়িরাঁ তাকে থামিয়ে দিলো। মিরিয়ের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, গলা আটকে এলো তার।

"তুমি বলছো ভ্যালেন্টাইনকে দাঙ্গাবাজ লোকজন হত্যা করে নি?" চিৎকার করে বললো সে।

"তাকে বিচার করে হত্যা করা হয়েছে! কাজটা করেছে দেখতে ভয়ঙ্কর এক

লোক," ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলতে লাগলো মিরিয়ে। "তার মুখটা আমি কখনও ভুলবো না। কী জঘন্য তার হাসি! লোকটা কতো উপভোগই না করেছে মৃত্যু আর জীবন নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে। তার মুখের যে ঘা আছে সেই ঘা যেনো কুষ্ঠরোগে রূপান্তরিত হয়..."

"তুমি কি বললে?" মেয়েটাকে ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকি দিলো তয়িরাঁ। "তার নাম কি? নিশ্চয় তোমার মনে আছে!"

"আমি তার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম," অশ্রুসজল চোখে বললো মিরিয়ে, "তবে সে তার নাম বলে নি। শুধু বলেছে, 'আমি জনগণের সুতীব্র ক্রোধ!' "

"মারাত! চিৎকার করে বললো তয়িরাঁ। "আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না–"

"মারাত!" বললো মিরিয়ে। "এখন তার নামটা জানলাম, আর কখনও এই নামটা ভুলতে পারবো না। সে বলেছে, আমি এই ঘুঁটিগুলো যে জায়গায় লুকিয়ে রাখার কথা বলেছি সেখানে যদি এগুলো না পায় তাহলে আমাকে যেভাবেই হোক পাকড়াও করবে সে। এর শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু সে জানে না, আমিই তাকে পাকড়াও করবো।"

"মাই ডিয়ার," বললো তয়িরাঁ, "তুমি লুকানো জায়গা থেকে এই ঘুঁটিগুলো সরিয়ে ফেলেছো, এখন তো মারাত এটা পাবার জন্যে, তোমাকে ধরার জন্য আকাশ-পাতাল এক করে ফেলবে। কিন্তু ঐ জেলখানা থেকে তুমি কিভাবে বের হতে পারলে?"

"আঙ্কেল জ্যাক-লুই," তাকে বললো মিরিয়ে। "ঐ শয়তানটা যখন মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছিলো তখন তিনি তার খুব কাছেই ছিলেন। লোকটা হত্যা করার আদেশ দেয়া মাত্রই আঙ্কেল রেগেমেগে তার দিকে তেড়ে যান। এই ফাঁকে আমি ভ্যালেন্টাইনের উপর ঝাপিয়ে পড়ি কিন্তু তারা আমাকে টেনে হিচড়ে সরিয়ে দিয়ে...তাকে..." কথাটা শেষ করতে গিয়ে বেগ পেলো মিরিয়ে। "তখনই আমি শুনতে পেলাম আঙ্কেল আমার নাম ধরে চিৎকার করছেন, আমাকে পালিয়ে যেতে বলছেন। পাগলের মতো দৌড়ে জেলখানা থেকে বের হয়ে যাই আমি। কিভাবে যে বের হলাম সেটা তোমাকে বলতেও পারবো না। একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম তখন। যেনো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি। ধাতস্থ হলে বুঝতে পারলাম আমি জেলখানার বাইরে সরু একটা গলিতে দাঁড়িয়ে আছি। সেখান থেকে দ্রুত চলে আসি ডেভিড আঙ্কেলের বাগানে।"

"তুমি অনেক সাহসী একটা মেয়ে। তোমার জায়গায় আমি হলে ওরকম একটা অবস্থা থেকে বের হবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতাম।"

"এই ঘুঁটিগুলোর জন্যেই ভ্যালেন্টাইন মারা গেছে," ফুপিয়ে ফুপিয়ে বললো মিরিয়ে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো সে। "এগুলো ঐ বদমাশটার হাতে

পড়ুক সেটা আমি চাই নি! লোকটা জেলখানার বাইরে আসার আগেই এগুলো আমার সরিয়ে ফেলার দরকার ছিলো। ডেভিডের বাড়ি থেকে কিছু কাপড় আর এই চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে যাই..."

"কিন্তু তুমি তো সন্ধ্যা ছ'টার পর ডেভিডের বাড়ি থেকে বের হলে...আর আমার এখানে এলে মাঝরাতে। মাঝখানে কোথায় ছিলে তুমি?"

"ডেভিডের বাগানে মাত্র দুটো ঘুঁটি লুকিয়ে রেখেছিলাম," জবাব দিলো মিরিয়ে। "স্বর্ণের হাতি আর রূপার উটটা আমি আর ভ্যালেন্টাইন মন্তগ্নেইন থেকে নিয়ে এসেছিলাম। বাকি ছ'টি ঘুঁটি আরেকটা অ্যাবি থেকে সিস্টার ক্লদ নিয়ে এসেছিলেন। যতোটুকু জানি, গতকাল সকালেই তিনি প্যারিসে এসে পৌঁছেছিলেন। এগুলো লুকিয়ে রাখার মতো খুব বেশি সময় তার হাতে ছিলো না, তাছাড়া আমাদের সাথে দেখা করার সময় ওগুলো সঙ্গে নিয়ে আসাটা ছিলো খুবই বিপজ্জনক। তবে সিস্টার ক্লদ মারা যাবার আগে ভ্যালেন্টাইনকে বলে গেছিলেন কোথায় এগুলো লুকিয়ে রেখেছেন।"

"কিন্তু তুমি তো এগুলো পেয়েছো!" বিছানার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘুঁটিগুলোর দিকে চেয়ে বললো তয়িরাঁ। "তুমি বললে জেলখানার ভেতরে অসংখ্য সৈনিক আর ট্রাইবুনালের লোকজন উপস্থিত ছিলো। তাদের মধ্যে থেকে তুমি কিভাবে ভ্যালেন্টাইনের কাছ থেকে জানতে পারলে?"

"তার শেষ কথাটা ছিলো 'রেমি ভুতটার কথা মনে রেখো।' তারপরই বার কয়েক তার নামটা সে বলেছে।"

"ভুত?" তয়িরাঁ বুঝতে না পেরে বললো।

"আমি তখনই বুঝে গেছিলাম সে কি বোঝাতে চাচ্ছে। ভ্যালেন্টাইন তোমার বলা কার্ডিনাল রিশেলুর ভুতের গল্পটার কথা বলেছিলো।"

"তুমি কি নিশ্চিত? অবশ্য তা তো হবেই, কারণ জিনিসগুলো তুমি ঠিকই তুলে নিয়ে এসেছো। কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারছি না তুমি এরকম সামান্য একটি তথ্যের উপর ভিত্তি করে কিভাবে এগুলো খুঁজে পেলে?"

"তুমি বলেছিলে সেন্ট রেমিতে তুমি একজন যাজক ছিলে, ওটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাও সরবোনে, সেখানকার চ্যাপেলেই তুমি কার্ডিনাল রেমির ভুতটা দেখেছিলে। ভ্যালেন্টাইনের পারিবারিক নাম হলো দ্য রেমি, তুমি হয়তো সেটা জানো। তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম ভ্যালেন্টাইনের প্রপিতামহ গেরিকো দ্য রেমি সরবোনের চ্যাপেলে কার্ডিনাল রিশেলুর কবরের পাশেই সমাহিত আছেন! ভ্যালেন্টাইন এই মেসেজটাই আমাকে দেবার চেষ্টা করছিলো। ঘুঁটিগুলো ওখানেই মাটি চাপা দিয়ে রাখা আছে।

"আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন চ্যাপেলে গিয়ে দেখি মাত্র একটা মোমবাতি জ্বলছে কার্ডিনালের কবরের পাশে। সেটা নিয়েই ভ্যালেন্টাইনের পূর্বপুরুষের কবরের

কাছে গিয়ে খুঁজতে শুরু করি। এক ঘন্টার মতো খোঁজাখুঁজি করার পর এক পর্যায়ে মেঝেতে একটা আলগা টাইল খুঁজে পাই। সেটা তুলতেই এই জিনিসগুলো পেয়ে যাই আমি। তারপর দ্রুত সেখান থেকে রুই দ্য বিউনে চলে আসি।" এক নিঃশ্বাসে তার গল্পটা বলে গেলো মিরিয়ে।

"মরিস," তার বুকে মাথাটা এলিয়ে দিলো সে। "আমার মনে হয় ভ্যালেন্টাইন যে ভূতের কথাটা উল্লেখ করেছে তার আরো একটা কারণ আছে। সে আমাকে বলার চেষ্টা করেছিলো তোমার কাছে গিয়ে যেনো সাহায্য চাই। তোমাকে যেনো আমি বিশ্বাস করি।"

"কিন্তু আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারবো, মাই ডিয়ার?" বললো তয়িরাঁ। "আমি নিজেই তো এখন ফ্রান্সে বন্দী জীবনযাপন করছি যতোক্ষণ না আমার পাসটা ইসু করা হচ্ছে। এই দাবার ঘুঁটিগুলো আমাদের কাছে থাকলে আমরা দু'জনেই মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়ে যাবো। বুঝতে পারছো নিশ্চয়।"

"তবে আমরা যদি এর সিক্রেটটা জেনে যাই তাহলে আর বিপদে পড়বো না, মানে এটার মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তার কথা বলছি। সেটা আমরা জেনে গেলে আমরাই সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবো, তাই না?"

মেয়েটাকে খুব সিরিয়াস আর সাহসী বলে মনে হলো এ সময়। তয়িরাঁ না হেসে পারলো না। একটু ঝুঁকে তার নগ্ন কাঁধে আলতো করে চুমু খেলো সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও টের পেলো তার মধ্যে আবারো উত্থান ঘটছে। ঠিক এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো।

"মঁসিয়ে,"বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বললো কর্তিয়াদি, "আপনাকে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না, কিন্তু বাড়িতে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।"

"আমি বাড়িতে নেই বলে দাও, কর্তিয়াদি," বললো তয়িরাঁ। "তোমাকে তো আগেই বলে দিয়েছিলাম এটা।"

"কিন্তু মঁসিয়ে, লোকটা দাঁতোয়াঁর মেসেঞ্জার। আপনার জন্যে পাস নিয়ে এসেছেন।"

∞

রাত ন'টা বাজে কর্তিয়াদি স্টাডির মেঝেতে বসে আছে, তার শার্টের হাতা গোটানো। কিছুক্ষণ আগে বইয়ের বাক্সগুলোতে ফলস পার্টিশন লাগানোর কাজটা শেষ করেছে সে। বাক্সগুলো তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখনও। মিরিয়ে আর তয়িরাঁ স্টাডির মাঝখানে বসে ব্র্যান্ডি পান করছে।

"কর্তিয়াদি," বললো তয়িরাঁ, "আগামীকাল সকালে তুমি এইসব বই নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ওখানে গিয়ে তুমি মাদাম দ্য স্তায়েলের প্রোপার্টি

ব্রোকারের সাথে দেখা করলেই তারা তোমাকে একটা কোয়ার্টারের চাবি দিয়ে দেবে, আমরা ওটা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি। তুমি ছাড়া এইসব বাক্সগুলো যেনো অন্য কেউ না ধরে। আমি এবং মাদেমোয়ে মিরিয়ে আসার আগে তুমিও এগুলো খুলে দেখবে না।"

"আমি তোমাকে বলেছি," বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো মিরিয়ে, "তোমার সাথে লন্ডনে যেতে পারবো না। আমি শুধু চাইছি এই জিনিসগুলো ফ্রান্সের বাইরে নিরাপদ কোথাও থাকুক।"

"মাইডিয়ার," তার চুলে হাত বুলিয়ে বললো তয়িরাঁ, "এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আমাদের। আমি আবারো বলছি আমার পাসটা ব্যবহার করো। খুব জলদি আরেকটা জোগার করতে পারবো আমি। তুমি আর এক মুহূর্তও প্যারিসে থাকতে পারবে না।"

"আমার প্রথম কাজ হলো মন্তগ্রেইন সার্ভিসটা যেনো ঐ বদমাশটা এবং এর অপব্যবহার করে সেরকম কারো হাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা," বললো মিরিয়ে। "ভ্যালেন্টাইন বেঁচে থাকলেও একই কাজ করতো। অন্য নানেরা এখানে এই প্যারিসে আসতে পারে আশ্রয়ের জন্য। তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমাকে এখানে থেকে যেতে হবে।"

"তুমি খুব সাহসী একজন মেয়ে," বললো তয়িরাঁ। "তারপরেও আমি তোমাকে প্যারিসে একা রেখে যেতে পারি না, তাছাড়া তুমি তোমার আঙ্কেলের ওখানেও আর ফিরে যেতে পারছো না। আমরা দু'জন লন্ডনে গিয়ে একসাথে সিদ্ধান্ত নেবো এগুলোর ব্যাপারে–"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝছো," চেয়ার ছেড়ে উঠে শান্তকণ্ঠে বললো মিরিয়ে। "আমি বলি নি আমি প্যারিসে থেকে যাবার কথা ভাবছি।" ব্যাগ থেকে নাইটের ঘুঁটিটা হাতে নিয়ে কর্তিয়াদির হাতে তুলে দিলো সে। তুলে দেবার সময় মিরিয়ের কাছে মনে হলো তার হাত দিয়ে যেনো উষ্ণ কিছু বয়ে গেলো। খুব সাবধানে একটা বাক্সের ফলস পার্টিশনের ভেতরে ওটা রেখে দিলো কর্তিয়াদি। তারপর চারপাশে খড় ভরে দিয়ে জিনিসটা নিরাপদ করলো সে।

"মাদেমোয়ে," সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো কর্তিয়াদি, "এটা একেবারে খাপে খাপে বসে গেছে। আমি আমার জীবনকে তুচ্ছ করে হলেও বইয়ের বাক্সগুলো লন্ডনে নিরাপদে পৌছে দেবো।"

হাত বাড়িয়ে কর্তিয়াদির সাথে করমর্দন করে তয়িরাঁর দিকে ফিরলো মিরিয়ে।

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," অস্থির হয়ে বললো তয়িরাঁ। "একবার বললে লন্ডনে যাবে না, প্যারিসেই থেকে যাবে, এখন আবার বলছো প্যারিসে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই তোমার। দয়া করে পরিস্কার করে বলবে কি?"

"এইসব জিনিস নিয়ে তুমি লন্ডনে যাবে," বেশ কর্তৃত্বের সুরে বললো কথাটা। "তবে আমার আরেকটা মিশন আছে। অ্যাবিসকে আমার চিঠি লিখতে হবে। তাকে আমার পরিকল্পনার কথাটা জানাতে হবে। আমার আর ভ্যালেন্টাইনের বেশ ভালো অঙ্কের টাকা আছে। এখন যেহেতু সে মারা গেছে নিয়ম অনুযায়ী তার ভাগের টাকা আমিই পাবো। আমি আমার কাজ শেষ করার আগে তাকে বলবো প্যারিসে আরেকজন নান পাঠাতে।"

"কিন্তু তুমি যাবে কোথায়? করবেটা কি?" বললো তয়িরাঁ। "তুমি একা যুবতী একটা মেয়ে, কোনো পরিবার-পরিজনও নেই..."

"গতকাল থেকে আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি," বললো মিরিয়ে। "ফ্রান্সে ফিরে আসার আগে আমাকে একটি অসমাপ্ত কাজ করতে হবে। যতোক্ষণ না আমি বুঝতে পারছি এইসব জিনিসের সিক্রেটটা কি ততোক্ষণ আমি খুব বিপদের মধ্যে থাকবো। আর এটা বুঝতে হলে আমাকে তাদের উৎপত্তিস্থলে যেতে হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই।"

"বাহ্ বাহ্," রেগেমেগে বললো তয়িরাঁ। "তুমি আমাকে বলেছো এগুলো নাকি বার্সেলোনার মুরিশ প্রশাসক শার্লেমেইনকে দিয়েছিলেন! কিন্তু সেটা তো হাজার বছর আগের কথা। এতোদিনে ওসবের নাম-নিশানাও মুছে যাবার কথা। আর বার্সেলোনা তো প্যারিসের খুব কাছের একটি জায়গা! আমি তোমাকে ইউরোপে একা একা ঘুরে বেড়াতে দেবো না!"

"আমি ইউরোপের কোনো দেশে যাবার পরিকল্পনা করছি না।" হেসে বললো মিরিয়ে। "মুররা ইউরোপ থেকে আসে নি, তারা এসেছে মৌরিতানিয়া থেকে, সাহারা মরুভূমির বেশ গভীর থেকে। কোনো কিছুর আসল অর্থ বুঝতে হলে তার উৎসের কাছেই যেতে হয়..." অবোধ্য সবুজ চোখে তাকালো সে বিস্মিত হওয়া তয়িরাঁর দিকে।

"আমাকে আলজেরিয়াতে যেতে হবে," বললো সে। "কারণ ওখান থেকেই সাহারা মরুভূমি শুরু হয়েছে।"

বোর্ডের মাঝখানে

প্রায়শই নারকেলের ভেতরে ইঁদুরের কঙ্কাল পাওয়া যায়, কারণ লোভ আর শুকনো থাকার জন্যে ঢোকাটা একটু সহজই হয়, তবে খেয়েদেয়ে নাদুসনুদুস হয়ে যাবার ফলে বের হওয়াটা সহজ হয়ে ওঠে না।
–চেস্ ইজ মাই লাইফ
ভিক্টর কোরচনয় (রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার)

যেখানে কিছু করার থাকে সেখানে কিছু একটা করা হলো ট্যাক্টিস। আর যেখানে কিছু করার থাকে না সেখানে কিছু একটা করাই হলো স্ট্র্যাটেজি।
–সাভিয়েলি টারটাকোভার (পোলিশ গ্র্যান্ডমাস্টার)

ক্যাবে করে হ্যারির বাড়িতে যাবার সময় আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। আমি যে দু'দু'জন লোকের হত্যাকাণ্ডের সময় ঘটনাস্থলে ছিলাম কথাটা মোরদেচাই যেভাবে ইঙ্গিত করে বলেছেন তাতে করে আমার মধ্যে এক ধরণের অসুস্থ অনুভূতি হতে লাগলো, মনে হতে লাগলো আসলেই আমার সাথে এসব সার্কাসের কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। সোলারিন আর গণক কেন আমাকে সতর্ক করে দেবে! আমিই বা কেন সাইকেলে বসা এমন এক লোকের ছবি আঁকলাম যে আমার জীবনে সত্যি সত্যিই অতিথি শিল্পীর মতো হুট করে উদয় হয়ে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো?

আমি মোরদেচাইকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম; মনে হচ্ছিলো লোকটা যতোটুকু বলেছেন তারচেয়ে অনেক বেশি তিনি জানেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন সোলারিনকে অনেক বছর আগে থেকেই চিনতেন। সোলারিনের সাথে যে তার এখন কোনো যোগাযোগ নেই সেটাই বা কি করে নিশ্চিত হবো?

হ্যারির বাড়িতে ঢুকে লিফটে ওঠার পরই লিলি প্রথম মুখ খুললো। "মোরদেচাই তোমাকে বেশ ঘাবড়ে দিয়েছেন মনে হচ্ছে।"

"খুবই জটিল এক লোক।"

"তোমার কোনো ধারণাই নেই," লিফটের দরজাটা খুলে গেলো এমন সময়। "তাকে যখন আমি দাবা খেলায় হারিয়ে দেই তখনও ভাবি কোন্ কম্বিনেশনে তিনি খেলাটা খেলতে পারতেন। যে কারোর চেয়ে আমি তাকে

অনেক বেশি বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি সব সময় একটু বেশি গোপনীয়তা বজায় রাখতে পছন্দ করেন।"

"সলের হত্যার পর আমার আসলেই পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত," বললাম তাকে।

"তারা ভাববে এটা রিপোর্ট করতে তুমি এতো দেরি করলে কেন," বললো লিলি। "ইচ্ছে করলে দশ বছরের জেল খেটে তুমি আলজিয়ার্সে যাওয়াটা একটু পিছিয়ে দিতে পারো।"

"তারা নিশ্চয় মনে করবে না আমি..."

"কেন মনে করবে না?" হ্যারির ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে পড়লাম আমরা।

"এই তো তারা এসে গেছে!" লিলি আর আমি ভেতরে ঢুকতেই লিভিংরুম থেকে ছুটে এসে বললো লিউলিন। "কোথায় ছিলে তোমরা? হ্যারি তো রান্নাঘরে পেরেসানের মধ্যে আছে।"

ফয়ারের মেঝেটা দাবাবোর্ডের মতো সাদা-কালো মার্বেলের বর্গে। মাঝখানে একটা ফোয়ারাও আছে।

এর ডান দিকে ডাইনিংরুম। সেখানে বিশাল একটি মেহগনি টেবিল আর চারটা চেয়ার পাতা আছে। বাম দিকে লিভিংরুম, সেখানে লাল টকটকে নরম সোফায় বসে আছে ব্লাঁশে। ঘরের চারপাশে লিউলিনের অ্যান্টিক শপের জিনিসগুলো ঠাঁই পেয়েছে। তারমধ্যে একটা সেক্রেটারি ড্রয়ার সবার আগে চোখে পড়ে। ড্রয়ারগুলোর হাতল চমৎকার নক্সা করা।

"তোমরা দু'জন ছিলে কোথায়?" উঠে এসে বললো ব্লাঁশে। "এক ঘণ্টা আগে আমরা ককটেইল আর অরদুভ্রে পান করেছি।" লিউলিন আমার দিকে চোখ টিপে চলে গেলো হ্যারিকে জানাতে যে আমরা চলে এসেছি।

"এই তো একটু গল্পগুজব করছিলাম," আরেকটা সোফায় ধপাস করে বসে বললো লিলি। একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলো সে।

রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো হ্যারি। তার হাতে খাবারের ট্রে। শেফের মতো অ্যাপ্রোন আর মাথায় টুপি পরে আছে সে। তাকে দেখে পেশাদার বাবুর্চির মতোই লাগছে এখন।

"তোমরা এসেছো শুনেই খাবার নিয়ে এলাম," ভুরু কুচকে বললো হ্যারি। "তোমাদের জন্যে আবারো অরদুভ্রে নিয়ে এসেছি।"

"লিলি বললো তারা নাকি এতোক্ষণ গল্প করেছে, ভাবতে পারো তুমি?" টেবিলে ট্রে'টা রাখতেই হ্যারিকে বললো ব্লাঁশে।

"তাদেরকে তাদের মতো থাকতে দাও," আমার দিকে চোখ টিপে বললো হ্যারি, ব্লাঁশে অবশ্য দেখতে পেলো না কারণ তার দিকে পিঠ দিয়ে আছে সে।

"এ বয়সের মেয়েরা একটু গল্পগুজব করবেই।" হ্যারির একটা মোহ কাজ করে, লিলি যদি আমার সাথে বেশি বেশি মেলামেশা করে তাহলে আমার ব্যক্তিত্বের কিছু ছিটেফোটা তার মেয়ের মধ্যে সংক্রমিত হবে।

"এবার দেখো," খাবারের ট্রের কাছে নিয়ে গেলো আমাকে। "এটা হলো ক্যাভিয়ার আর স্মিটানা। আর এটা হলো ডিম এবং পেঁয়াজ। কিন্তু এটা হলো আমার নিজের গোপন একটি রেসিপি। গরুর কলিজা দিয়ে তৈরি করা। মৃত্যুশয্যায় আমার মা এটা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন!"

"গন্ধটা তো দারুণ," তাকে বললাম আমি।

"এটা স্যামন মাছ আর পনির, তুমি যদি ক্যাভিয়ার পছন্দ না করো সেজন্যে এটা রেখেছি। আমি রান্নাঘর থেকে ফিরে আসার আগেই এগুলো যেনো অর্ধেক শেষ হয়ে যায়। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ডিনার খাবো আমরা।" আবারো চোখ টিপে ঘর থেকে চলে গেলো হ্যারি।

হালকা কিছু খাবার-দাবারের পর রান্নাঘর থেকে হ্যারি চলে এলো। তবে এবার তার গায়ে ডিনার জ্যাকেট। যথারীতি ডিনার পরিবেশিত হলো আমাদের সামনে। লিলি এবং লিউলিন মেহগনি টেবিলে বসলো, ব্লাঁশে আর হ্যারি বসলো তাদের পাশে, অন্য দিকে আমি একা। সবার জন্যে মদ পরিবেশ করলো হ্যারি।

"আমাদের প্রাণপ্রিয় বন্ধু ক্যাটের বিদায় উপলক্ষ্যে চলো আমরা টোস্ট করি।" আমরা সবাই টোস্ট করলাম।

"তুমি চলে যাবার আগে আমি তোমাকে প্যারিসের সবচাইতে সেরা কয়েকটি রেস্তোরাঁর তালিকা দিয়ে দেবো," বললো হ্যারি। "তুমি ম্যাক্সিম কিংবা তুরদার্জে'তে যেতে পারো। তাদেরকে আমার নাম বললেই দেখবে তারা তোমাকে রাজকন্যার মতো খাতির করতে শুরু করে দেবে।"

তাকে আমার এক্ষুণি বলতে হবে। এখন না বললে আর কখনই বলা হবে না।

"হ্যারি, আসলে আমি প্যারিসে বেশি দিন থাকবো না। বড়জোর কয়েক দিন," বললাম তাকে। "তারপরই চলে যাবো আলজিয়ার্সে।"

আমার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো হ্যারি। মদের গ্লাসটা আস্তে করে নামিয়ে রাখলো সে। "আলজিয়ার্সে?"

"ওখানেই আমার বদলি হয়েছে," তাকে বললাম। "প্রায় বছরখানেক থাকতে হবে।"

"তুমি ঐ আরবদের সাথে থাকবে?"

"আলজেরিয়াতে যখন যাচ্ছি তখন তো তাদের সাথেই থাকতে হবে, নাকি," বললাম আমি। টেবিলে সবাই চুপ মেরে গেলো।

"তুমি আলজেরিয়াতে যাচ্ছো কেন? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নাকি এমন কোনো কারণ আছে যা আমাকে বলছো না?"

"আমি ওপেকের জন্যে একটা কম্পিউটার সিস্টেম ডেভেলপ করতে যাচ্ছি," তাকে বললাম। "এটা তেলের একটি কনসোর্টিয়াম। অর্গানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিস। তারা তেল উৎপাদ আর বন্টন করে। আলজিয়ার্সে তাদের একটি বড়সড় অফিস আছে।"

"এটা আবার কি ধরণের তেলের কনসোর্টিয়াম," বললো হ্যারি, "যারা জানেই না কিভাবে মাটি খুঁড়ে তেল বের করতে হয় তারা আবার কনসোর্টিয়াম বানিয়েছে? হাজার বছর ধরে আরবের গাধাগুলো মরুভূমি চষে বেড়িয়েছে আর তাদের উটের হাগু ছড়িয়ে দিয়েছে যেখানে খুশি সেখানে। কোনো কিছুই উৎপাদন করতে পারে নি তারা। কিচ্ছু না! তুমি কি করে–"

ঠিক এমন সময় হ্যারির পাচক ভ্যালেরি চলে এলো বিশাল এক বাটিতে চিকেন সুপ নিয়ে। টেবিলে রেখেই সে সবার জন্য পরিবেশন করতে শুরু করলো।

"ভ্যালেরি, তুমি কি করছো?" বিরক্ত হয়ে বললো হ্যারি। "এটা তো এখন দেবার কথা না!"

"মঁসিয়ে র‍্যাড," বললো ভ্যালেরি, ফ্রান্সের মার্সেই থেকে এসেছে সে। ভালো করেই জানে কিভাবে পুরুষ মানুষকে সামলাতে হয়। "আপনার এখানে দশ বছর ধরে আছি। কখন সুপ দিতে হবে না হবে সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে কেন! আমি সেটা ভালো করেই জানি।"

এবার আমার কাছে এসে সুপ দিতে শুরু করলো মেয়েটি।

"ভ্যালেরি," বললো হ্যারি। "ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো তখন তোমার কথাই মেনে নিলাম। তবে একটা ব্যাপারে মতামত দাও তো।"

"বেশ বলুন," হ্যারির পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বললো সে।

"তুমি তো মিস ভেলিসকে বেশ ভালো করেই চেনো, তাই না?"

"অবশ্যই।"

"তুমি কি জানো মিস ভেলিস এইমাত্র আমাকে জানালো সে নাকি আলজেরিয়াতে যাচ্ছে, আরবদের সাথে থাকতে, ভাবতে পারো? এ ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে চাইছিলাম।"

"*আলজিয়ে!* ওহ্, চমৎকার একটি দেশ," লিলির পেয়ালা তুলে নিলো ভ্যালেরি। "আমার এক ভাই ওখানে থাকে। তার ওখানে আমি অনেকবার গেছি।" আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো সে। "আপনার খুব পছন্দ হবে জায়গাটা।"

লিউলিনকে সুপ দিয়ে চলে গেলো সে।

সবাই চুপ মেরে গেলো। শুধু সুপের বাটিতে আনমনে চামচ নাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে এখন। অবশেষে মুখ খুললো হ্যারি।

"সুপটা কেমন লাগছে তোমার?"

"দারুণ," বললাম তাকে।

"আলজেরিয়াতে তুমি এরকম সুপ পাবে না, সেটা আমি বলে দিতে পারি।"

এটা হলো হ্যারির পরাজয় মেনে নেবার ধরণ। টেবিলের সবাই যেনো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো একসাথে।

∞

ডিনারটা বেশ উপাদেয় ছিলো। হ্যারি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে আমাদেরকে, বিশেষ করে আমাকে তুষ্ট করতে। ডিনারের পুরো সময়টাতে লিলি, ব্লাঁশে আর লিউলিন যথারীতি চুপই ছিলো। খাবার শেষ করার পরই হ্যারি আমার দিকে সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললো, "তুমি যদি কোনো সমস্যায় পড়ো তাহলে আমাকে ফোন করবে তো? তোমাকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত আছি, ডার্লিং। ঐ আরব আর আধা খৃস্টান আধা ইহুদিদের সাথে গিয়ে থাকবে তুমি! আহ্, আর কোনো কাজ পেলে না।"

"ধন্যবাদ," বললাম তাকে। "কিন্তু হ্যারি, বোঝার চেষ্টা করো আমি একটা সভ্য দেশে কাজ করতে যাচ্ছি। তুমি যেরকমটি ভাবছো জায়গাটা সেরকম অসভ্য জঙ্গল নয়–"

"তুমি কি বলতে চাও?" আমার কথা শেষ হবার আগেই বললো হ্যারি। "আরে ঐ সব বর্বর আরবরা এখনও চুরি করার অপরাধে লোকজনের হাত কেটে ফেলে। এরচেয়ে অনেক সভ্য দেশেও কতো সমস্যা থাকে। আমি তো লিলিকে নিউইয়র্ক শহরেও একা একা গাড়ি দিয়ে ছেড়ে দেবো না, যেকোনো সময় সে ছিনতাইয়ের কবলে পড়তে পারে এই ভয়ে। শুনেছো তো, সল হারামজাদাটা এসেছিলো, তারপর বলা নেই কওয়া নেই চাকরি ছেড়ে চলে গেলো। ব্যাটা একেবারে অকৃতজ্ঞ।"

আমি আর লিলি একে অন্যের দিকে তাকালাম। তবে হ্যারি সেটা খেয়াল করলো না, সে বলেই চললো।

"লিলি এখনও ঐ জগাখিচুরি মার্কা দাবা টুর্নামেন্টের পেছনেই লেগে আছে, তাকে গাড়ি করে ওখানে পৌছে দেয়ার মতো কোনো লোকও আমি পাচ্ছি না। শুনেছি একজন দাবাড়ু নাকি মারা গেছে...আমি তো লিলিকে এভাবে ছেড়ে দিতে ভয়ই পাচ্ছি।"

"পাগলের মতো কথা বোলো না," বললো লিলি। "এই টুর্নামেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যদি আমি কোয়ালিফাই করতে পারি তাহলে ইন্টারজোনাল লেভেলে বিশ্বের সব বড় বড় দাবাড়ুদের সাথে খেলার সুযোগ পাবো। এক বৃদ্ধ লোক পটল তুললো বলে আমি এরকম একটি টুর্নামেন্ট থেকে সরে আসবো অতোটা মাথা খারাপ আমার হয় নি।"

"পটল তুললো মানে?!" আমি আমার অভিব্যক্তি ঠিক করে নেবার আগেই হ্যারি আমার দিকে ফিরলো। "দারুণ! অসাধারণ! ঠিক এরকম আশংকাই আমি করেছিলাম। তুমি ফরটি-সিক্স স্ট্রিটের আদারে পাদারে ঘুরে বেড়াবে আর এক বুড়ো হাবরার সাথে দাবা খেলে যাবে। চমৎকার! এভাবে চলতে থাকলে হবু স্বামীর দেখা পাবে কিভাবে?"

"তুমি কি মোরদেচাইয়ের কথা বলছো?" আমি হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলাম।

টেবিলে এক অসহ্য নিরবতা নেমে এলো। পাথরের মতো জমে গেলো হ্যারি। লিউলিন অন্য দিকে চেয়ে রইলো আর বিব্রত মুখে হাসি এঁটে ব্লাঁশে চেয়ে থাকলো স্বামীর দিকে। লিলি মাথা নীচু করে কোনো কথা না বলে খালি প্লেটের উপর কাটাচামচ দিয়ে খুটখাট ক'রে যাচ্ছে।

"আমি কি উল্টাপাল্টা কিছু বলেছি?" জানতে চাইলাম।

"এটা নিয়ে খামোখা চিন্তিত হয়ো না," বললো হ্যারি। আর কিছু বললো না সে।

"না, না। ঠিক আছে, ডার্লিং," মিষ্টি করে হেসে বললো ব্লাঁশে। "এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সচরাচর কথা বলি না, এই যা। মোরদেচাই হ্যারির বাবা হন। লিলি তার খুব ভক্ত। লিলি যখন অনেক ছোটো ছিলো তখন সে তাকে দাবা খেলাটা শিখিয়েছিলো। আমাদের বারণ সত্ত্বেও সে এ কাজটা করে।"

"মা, এটা একেবারে হাস্যকর কথা," বললো লিলি। "আমি তাকে বলেছিলাম শেখাতে। তুমিও এটা ভালো করেই জানো।"

"তখন তুমি অনেক ছোটো, ডায়পার ছেড়েছো কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে," আমার দিকে তাকিয়েই বললো ব্লাঁশে। "আমার মতে সে একটা সাংঘাতিক লোক। হ্যারি আর আমি বিয়ে করার পর থেকে পঁচিশ বছর ধরে সে এই অ্যাপার্টমেন্টে আসে না। লিলি যে তোমাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তাতে খুব অবাক হয়েছি।"

"তিনি আমার দাদা হন," বললো লিলি।

"আগে আমাকে বলা উচিত ছিলো তোমার," আস্তে করে বললো হ্যারি। তার চোখমুখ দেখে আমার মনে হলো সে বুঝি এক্ষুণি কেঁদেই ফেলবে। এতোটা আহত বোধ করছে।

"আমি সত্যি দুঃখিত," বললাম। "এটা আমার দোষ..."

"এটা তোমার দোষ না," লিলি বললো। "সুতরাং তুমি চুপ করে থাকো। সমস্যাটা হলো এখানকার কেউ কখনও বুঝতে চায় না আমি দাবা খেলতে চাই। আমি কোনো অভিনেত্রি হতে চাই না, কিংবা বিয়ে করতে চাই না কোনো ধনীর দুলালকে। লিউলিনের মতো আমি কারো কাছ থেকে বিনেপয়সায় কিছু চাই না..."

ভুরু কুচকে লিউলিন তাকালো, তারপর দ্রুত চোখ নামিয়ে ফেললো সে।

"আমি যে দাবা খেলতে চাই সেটা মোরদেচাই ছাড়া আর কেউ বোঝে না।"

"যখনই এই লোকটার নাম উচ্চারণ করা হয় এই বাড়িতে," বললো ব্লাশে, "তখনই আমাদের মধ্যে আরো বেশি দূরত্ব বেড়ে যায়।"

"আমি বুঝি না আমি কেন বদমাশদের মতো ডাউনটাউনে টোটো করে বেড়াবো," বললো লিলি।

"কিসের টোটো?" হ্যারি বললো। "আমি কি তোমাকে কখনও বলেছি টোটো করতে? তুমি যখনই চেয়েছো তখনই আমি তোমার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। কেউ কখনও তোমাকে বলে নি যেখানে খুশি সেখানে টোটো করে ঘুরে বেড়াও।"

"সম্ভবত সে টোটো করতেই চায়," বললো লিউলিন। এই প্রথম মুখ খুললো সে। "আমাদের ডার্লিং লিলি হয়তো গত রোববার ক্যাটের সাথে দাবা টুর্নামেন্টে গিয়েছিলো দাবা খেলা নিয়ে তার সাথে একটু আলাপ আলোচনা করার জন্য। ওখানেই ফিস্ক খুন হয়। হাজার হোক, মোরদেচাই ছিলো গ্র্যান্ডমাস্টার ফিস্কের পুরনো বন্ধু।"

লিউলিন এমনভাবে হাসলো যেনো উপযুক্ত জায়গায় চাকু বসাতে পেরেছে সে। অবাক হয়ে গেলাম, সে এটা কিভাবে জানতে পারলো। একটু ধোকা দেবার চেষ্টা করলাম আমি।

"কি যা তা বলো। সবাই জানে লিলি কোনো টুর্নামেন্টে খেলা দেখতে যায় না।"

"ওহ্, মিথ্যে বলছো কেন?" বললো লিলি। "সম্ভবত আমার ওখানে যাওয়াটা পত্র-পত্রিকায় খবর হয়েছে। তুমি তো দেখেছোই, ওখানে কতো রিপোর্টার ছিলো।"

"কেউ আমাকে কিছু বলে নি!" গর্জে উঠলো হ্যারি। তার মুখ লাল হয়ে গেলো। "এখানে এসব কি হচ্ছে?" কটমট করে তাকালো আমাদের সবার দিকে। তাকে কখনও এভাবে রাগতে দেখি নি আমি।

"ক্যাট আর আমি রোববার টুর্নামেন্টে গেছিলাম। ফিস্ক সেখানে এক রাশিয়ানের সাথে খেলছিলেন। ফিস্ক মারা গেলে আমরা দু'জন ওখান থেকে চলে আসি। এই হলো ঘটনা, এ নিয়ে এতো নাটক বানানোর কিছু নেই।"

"কারা নাটক বানাচ্ছে?" বললো হ্যারি। "এখন তুমি সব খুলে বললে, তাই বেশ স্বস্তি পেলাম। আরো আগে এ কাজটা করলে বেশি ভালো হতো। তবে শুনে রাখো, যে টুর্নামেন্টে পটল তোলার মতো ঘটনা ঘটে সেখানে তুমি আর যেতে পারবে না।"

"আমি সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবো," বললো লিলি।

"ঐ অসাধারণ পণ্ডিত মোরদেচাই ফিস্কের মৃত্যুর ব্যাপারে কি বলেছে?" জানতে চাইলো লিউলিন। "আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারেও তার কাছে একটা তত্ত্ব আছে। মনে হয়, এই লোকটার কাছে প্রায় সব বিষয়েই একটা না একটা তত্ত্ব থাকবেই।"

ব্লাঁশে আলতো করে লিউলিনের হাতে চাপড় মারলো তাকে চুপ থাকার জন্য।

"মোরদেচাই মনে করেন ফিস্ককে খুন করা হয়েছে," চেয়ার থেকে উঠে বললো লিলি। "ডিনারের পর কি লিভিংরুমে যাবে নাকি এখানে বসে বসেই সব বিষ উগলে দেবে?"

ঘর থেকে চলে গেলো সে। কিছুক্ষণের জন্য আমরা সবাই চুপ মেরে রইলাম। তারপর হ্যারি উঠে আমার পিঠে হাত রাখলো।

"ডার্লিং, আমি দুঃখিত। এটা তোমার বিদায় উপলক্ষ্যে দেয়া একটা পার্টি ছিলো অথচ আমরা সবাই খাবার টেবিলে বসে একে অন্যের সাথে হাউকাউ করে যাচ্ছি। চলো, একটু কগন্যাক মদ খাওয়া যাক। এসব বাদ দিয়ে অন্য কোনো ভালো বিষয় নিয়ে কথা বলি আমরা।"

আমি তার সাথে একমত পোষণ করলাম। সবাই উঠে চলে গেলাম লিভিংরুমে। কিছুক্ষণ পর ব্লাঁশে মাথা ব্যাথা করছে বলে ঘর থেকে চলে গেলো। আমাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে লিউলিন বললো, "আলজিয়ার্সের ব্যাপারে আমার ঐ ছোট্ট অনুরোধটার কথা কি তোমার মনে আছে?" আমি মাথা নেড়ে সায় দিলে সে বলতে লাগলো, "আমার সাথে একটু স্টাডিতে আসো, এ নিয়ে একটু কথা বলতে হবে।"

স্টাডিতে ঢুকতেই লিউলিন দরজা বন্ধ করে দিলো।

"তুমি কি কাজটা করতে স্বেচ্ছায় রাজি হচ্ছো?" জানতে চাইলো সে।

"দেখো, আমি জানি এটা তোমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ," তাকে বললাম। "আমিও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখেছি। তোমার জন্য আমি ঐ ঘুঁটিগুলো খুঁজে বের করবো। তবে অবৈধ কিছু করতে পারবো না।"

"আমি যদি তোমার কাছে টাকা পাঠিয়ে দেই তাহলে কি তুমি ওগুলো কিনতে পারবে? মানে আমি এমন কারোর সাথে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবো যে ওগুলো ওখান থেকে সরাতে পারবে।"

"তার মানে বলতে চাচ্ছো তুমি পাচার করবে।"

"তুমি কেন ব্যাপারটাকে এভাবে দেখছো?" বললো লিউলিন।

"আমাকে একটা কথা বলো তো, লিউলিন," আমি বললাম। "তুমি যদি জেনেই থাকো কোথায় ঐ ঘুঁটিগুলো আছে, ওগুলো ওখান থেকে সরিয়ে ফেলার মতো লোকও থেকে থাকে এবং ওগুলো কিনে দেয়ার জন্যে কেউ তোমাকে টাকা দিতে রাজি থাকে তাহলে আমাকে কেন দরকার হচ্ছে তোমার?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে থাকলো লিউলিন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কি জবাব দেবে সেটা নিয়ে ভাবছে সে। শেষে বললো, "সত্যি করেই তাহলে বলি? আমরা এরইমধ্যে চেষ্টা করে দেখেছি। ওটা যার কাছে আছে সে আমার লোকজনের কাছে বিক্রি করতে চাচ্ছে না। এমনকি তাদের সাথে দেখা করতেও রাজি হচ্ছে না।

"তাহলে আমার কাছে সে বিক্রি করবে কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

অদ্ভুত একটা হাসি দেখা গেলো লিউলিনের ঠোঁটে। তারপর রহস্য করে বললো, "কারণ ওটা যার কাছে আছে সে একজন মহিলা। আমরা বিশ্বাস করছি সে শুধুমাত্র অন্য কোনো মহিলার সাথেই এ নিয়ে কথা বলবে।"

∞

লিউলিন খুব পরিস্কার করে না বললেও আমি মনে করলাম এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা না বলাই ভালো, কারণ এ নিয়ে আমার নিজেরও একটা উদ্দেশ্য আছে, সেটা হয়তো কথারছলে প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে।

লিভিংরুমে ফিরে এসে দেখি লিলি সোফায় বসে আছে তার প্রিয় কুকুরটা নিয়ে, একটু দূরে হ্যারি টেলিফোনে কার সাথে যেনো কথা বলছে। যদিও আমার দিক থেকে পেছন ফিরে আছে সে তারপরও আমি টের পেলাম কিছু একটা হয়েছে। লিলির দিকে তাকালে সে শুধু মাথা ঝাঁকালো। লিউলিনকে দেখেই লিলির কুকুরটা ঘোৎঘোৎ করতে শুরু করলে বেচারা আমার গালে চুমু খেয়ে আস্তে করে ঘর থেকে চলে গেলো। আমি জানি এই কুকুরটা তাকে কামড়ে দিয়েছিলো অনেক দিন আগে।

"পুলিশ ফোন করেছিলো," ফোন রেখে আমাকে বললো হ্যারি। তার চোখমুখ বিষাদের ছায়ায় ঢেকে আছে। যেনো আরেকটু হলে কেঁদে ফেলবে। "ইস্ট রিভার থেকে তারা একটা মৃতদেহ তুলেছে। বলছে আমি যেনো মর্গে এসে লাশটা শনাক্ত করি। লাশটার পকেটে–" তার গলা আঁটকে এলো–"সলের ড্রাইভার লাইসেন্স আর মানিব্যাগ খুঁজে পেয়েছে। আমাকে একটু যেতে হবে।"

আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তাহলে মোরদেচাইর কথাই ঠিক। কেউ কভার-আপ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সলের মৃতদেহ ইস্ট রিভারে কিভাবে গেলো? লিলির দিকে তাকাতে ভয় পেলাম। আমরা দু'জন কোনো কথা না বললেও হ্যারি সেটা লক্ষ্য করলো না।

"তুমি জানো," হ্যারি বললো, "আমি জানতাম গত রোববার রাতে উল্টাপাল্টা কিছু একটা হয়েছিলো। সল সেদিন ফিরে এসে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো। কারো সাথে কোনো কথা বলে নি। ডিনারের সময়েও আমাদের সাথে যোগ দেয় নি। তুমি নিশ্চয় মনে করছো না সে আত্মহত্যা

করেছে? তার সাথে আমার জোর করে হলেও কথা বলা উচিত ছিলো...এজন্যে আমার নিজেকেই দোষি মনে হচ্ছে।"

"তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো না ওটা সলেরই লাশ," বললো লিলি। আমার দিকে তাকালো সে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কি বলবো।

"তুমি কি চাও আমি তোমার সাথে আসি?" হ্যারিকে বললাম।

"না, ডার্লিং," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো হ্যারি। "আশা করি লিলির কথাই যেনো ঠিক হয়। তবে লাশটা যদি সলের হয় তাহলে আমাকে ওখানে একটু বেশি সময় থাকতে হতে পারে। তার শেষকৃত্যের আয়োজন করতে হবে।"

আমার গালে চুমু খেয়ে বিষন্ন বদনে চলে গেলো হ্যারি।

"হায় হায়, আমার তো খুব ভয় করছে," হ্যারি চলে যেতেই লিলি বললো। "সলকে বাবা তার নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতো।"

"আমার মনে হয় তাকে আমাদের সত্যি কথাটা বলা উচিত," বললাম তাকে।

"এতোটা সহৎ হবার চেষ্টা কোরো না," লিলি বললো আমাকে। "তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে সলের মৃতদেহটা ইউএন ভবনে দেখার পরও ব্যাপারটা চেপে গেছো? মোরদেচাই কি বলেছে সেটা মনে রেখো।"

"মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা আছে মোরদেচাইয়ের। তিনি বলেছিলেন এইসব হত্যাকাণ্ড কভার-আপ করা হবে," তাকে বললাম আমি। "আমার মনে হয় এ নিয়ে তার সাথে আমার কথা বলা দরকার।"

লিলির কাছে আমি মোরদেচাইর ফোন নাম্বারটা চাইলে সে একটা কাগজে লিখে দিলো সেটা।

"তুমি কবে যাচ্ছো?" জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

"আলজেরিয়ায়? রোববারে। যাবার আগে কথা বলার জন্য আমাদের হাতে খুব বেশি সময় আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

"তোমার সাথে আমার শনিবারের আগে দেখা হবে না। পরের সপ্তাহে টুর্নামেন্ট শুরু হবার আগে মোরদেচাইর সঙ্গে আমি দরজা-জানালা বন্ধ করে বেশ কয়েকটি গেম খেলবো। কিন্তু সল কিংবা ফিস্কের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো খবর পেলে তোমাকে কিভাবে জানাবো?"

"আমি এখনও জানি না আমার ঠিকানাটা কি হবে। মনে হয় আমার এখানকার অফিসে জানিয়ে দিলে তারা আমাকে চিঠি ফরোয়ার্ড করে দিতে পারবে।"

এ ব্যাপারে আমরা একমত পোষণ করার পর হ্যারির বাড়ি থেকে চলে

এলাম আমার অ্যাপার্টমেন্টে। আসার পথে অনেক উল্টাপাল্টা চিন্তা মাথায় ভর করলেও কোনো উপসংহারে আসতে পারলাম না। তবে এক অজানা আশংকায় আমার পেট গুলিয়ে আসলো। আমার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের লিফটের সামনে এসে বোতাম চাপতেই আচমকা আমার পেছন থেকে কাঁধের উপরে কেউ টোকা দিলে আমি চমকে উঠে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলাম।

পেছনে ফিরে দেখি ফ্রন্ট ডেস্কের লোকটা। তার হাতে আমার জন্যে আসা একটি চিঠি।

"আপনাকে চমকে দেবার জন্যে দুঃখিত, মিস ভেলিস," কাচুমাচু হয়ে বললো লোকটা। "আপনার একটা চিঠি আছে। আমি জানি আপনি সামনের সপ্তাহে দেশ ছাড়ছেন, চিঠিটা নিতে ভুলে যেনো না যান তাই নীচ থেকেই দিতে চাচ্ছিলাম।"

"ঠিক আছে। আমি অবশ্য ম্যানেজারকে আমার অফিসের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। শুক্রবারের পর থেকে তুমি আমার সমস্ত চিঠিপত্র ফরোয়ার্ড করে দিতে পারবে।"

"বেশ," বলেই শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলো সে।

সরাসরি আমার অ্যাপার্টমেন্টে না গিয়ে সোজা চলে গেলাম ছাদের উপর। সেখানে দশ মিনিটের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে নীচের ম্যানহাটন শহরটা দেখলাম। মুক্ত বায়ু সেবন করে নিজের ভেতরে জমে থাকা অস্বস্তি আর ভয়টাকে দূর করে ফিরে এলাম আমার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে।

দরজার সামনে একটা চুল রেখে গেছিলাম সেটা অক্ষত আছে দেখতে পেয়ে বুঝলাম আমার অনুপস্থিতিতে ভেতরে কেউ ঢোকে নি। কিন্তু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই আমার কাছে কেমন জানি লাগলো। আমি এখনও ঘরের বাতি জ্বালাই নি তবে দরজার কাছ থেকেই দেখতে পেলাম মেইনরুমে মৃদু আলো জ্বলছে। কিন্তু আমি তো কখনও বাতি জ্বালিয়ে ঘর থেকে বের হই না। আজও হই নি।

হলঘরের বাতি জ্বালিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম মেইনরুমের দিকে। ঘরের এককোণে রাখা পিয়ানোর উপর ছোট্ট একটা ল্যাম্প আছে, মিউজিক শিট পড়ার কাজে ওটা ব্যবহার করি। সেটা জ্বলছে। বিশ ফিট দূর থেকেও দেখতে পেলাম ল্যাম্পের নীচে একটা চিরকুট রাখা।

ল্যাম্পের আলো নোটটার উপর পড়েছে। এটা করা হয়েছে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে। পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে নোটটার দিকে চেয়ে রইলাম। চিঠিটা পড়ার সময় সেই চিরচেনা শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো আমার শিরদাড়া বেয়ে।

I have warned you but you
will not listen. When you
meet with danger,
you should not hide your head
in the sand-there is a lot of sand in
Algeria.

আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছি
কিন্তু তুমি শুনবে না। যখন তুমি
বিপদের মুখোমুখি হবে,
মাথা গুঁজে রেখো না বালির মধ্যে
আলজেরিয়ায় অনেক বেশি
বালি।

দীর্ঘ সময় ধরে আমি নোটটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমনকি নোটটার একেবারে নীচে নাইটের যে ছবিটা আছে সেটা না দেখেই হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারলাম এটা সোলারিনের লেখা।

কিন্তু বুবি-ট্র্যাপটা এড়িয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টে সে ঢুকলো কিভাবে? এগারো তলা বেয়ে আমার জানালা দিয়ে ঢুকেছে নাকি?

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম। আমার কাছ থেকে সোলারিন কি চায়? আমার কাছে তার নোটটা পৌছে দেবার জন্যে সে কেন অবৈধভাবে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার ঝুঁকি নিলো? এর আগে দুদু'বার সশরীরে হাজির হয়ে সাবধান করেছে আমাকে, আর দু'বারই দু'জন মানুষ খুন হয়েছে ঘটনাস্থলে। কিন্তু এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক? তারচেয়ে বড় কথা, আমি যদি বিপদের মধ্যে থেকে থাকি তাহলে আমি কি করবো বলে সে আশা করছে?

অ্যাপার্টমেন্টের দরজার কাছে এসে দরজার চেইনটা লাগিয়ে দিলাম। এরপর পুরো ফ্ল্যাটটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম কৃত্রিম গাছ, ক্লোসেট, আর প্যান্ট্রির আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। না। কেউ নেই। হাতে থাকা চিঠিটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে বিছানায় বসে জুতা, মোজা খুলতে লাগলাম। ঠিক তখনই ওটা আমার নজরে পড়লো।

ঘরে এখনও নোটটার কাছে সেই ল্যাম্পটা জ্বলছে। কিন্তু ল্যাম্পটা ঠিক নোটের মাঝখানে ফোকাস করা নেই। এটা শুধুমাত্র একটা দিকেই আলো ফেলছে। মোজা হাতে নিয়েই আমি উঠে দাঁড়ালাম। ছুটে গেলাম নোটটার কাছে। ল্যাম্পের আলো খুব সুচতুরভাবেই নোটটার একদিক ইঙ্গিত করছে–বাম দিক–যার ফলে আলোকিত হয়ে আছে প্রতিটি লাইনের প্রথম শব্দ। আর লাইনগুলোর প্রথম শব্দ মিলে গঠিত হয়েছে একটি বাক্য :

I will meet you in Algeria–আমি তোমার সাথে আলজেরিয়াতে দেখ করবো।

∞

রাত দুটো বাজে আমি বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে আছি। দু'চোখে এক ফোটাও ঘুম নেই। আমার মস্তিষ্ক কম্পিউটারের মতো কাজ করে যাচ্ছে। একটা ঘাপলা আছে, একটা কিছু আছে যেটা আমি ধরতে পারছি না। ধন্দে ফেলে দেয়ার মতো অসংখ্য টুকরো রয়েছে কিন্তু সেগুলো একসাথে জুড়ে দিতে পারছি না। তবে আমি নিশ্চিত কোনো না কোনোভাবে এগুলো খাপ খাবেই। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি হাজারবার ভেবে যাচ্ছি।

গণক আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো আমি বিপদে আছি। সোলারিনও আমাকে একই কথা বলেছে। গণক একটা সাংকেতিক বাণী রেখে গিয়েছিলো আমার জন্যে। সোলারিন আমাকে গুপ্ত একটি মেসেজ দিয়ে গেছে। তাহলে কি সোলারিন আর গণকের মধ্যে কোনো যোগাযোগ আছে?

একটা জিনিস আমি এড়িয়ে গেছি কারণ সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না বলে। গণকের সাংকেতিক মেসেজটায় বলা আছে '*J'adoube* CV।' নিমের মতে মহিলা আমার সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছে। সেটাই যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এরপর থেকে ঐ গণক মহিলার কোনো টিকিটাও দেখলাম না কেন? তিন মাসে পেরিয়ে গেছে অথচ মহিলা যেনো মিশে গেছে হাওয়ায়।

বিছানা থেকে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। ঘুমই যখন আসছে না তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করেই দেখি না কি হয়। ক্লোসেট থেকে ককটেইল রুমাল আর নিমের লেখা কবিতাটি অনেক খোঁজাখুঁজি করে বের করলাম। একটু ব্র্যান্ডি পান করে মাথাটা পরিস্কার করে নিয়ে মেঝেতে বালিশ নিয়ে বসে পড়লাম আমি।

একটা পেন্সিল নিয়ে নিমের দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে অক্ষরগুলো গোণা শুরু করলাম। ঐ বালের গণকের যদি আমার সাথে যোগাযোগ করার খায়েশ থেকে থাকে তাহলে ইতিমধ্যেই সে কাজটা করেছে। তার সাংকেতিকভাবে লেখা ভবিষ্যৎবাণীতে আরো কিছু থাকতে পারে, হয়তো সেটা আমার চোখে এর আগে ধরা পড়ে নি।

যেহেতু প্রতিটি লাইনের প্রথম শব্দ মিলে একটি বার্তা তৈরি করেছে তাই আমি চেষ্টা করলাম প্রতিটি লাইনের শেষ শব্দগুলো দিয়ে কি হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটার ফল দাঁড়ালো জগাখিচুরি।

এটা কোনো কিছুই হলো না। তাই এবার প্রতিটি লাইনের দ্বিতীয় শব্দ, তৃতীয় শব্দ, এভাবে চেষ্টা করে দেখলাম। আবারো একই ফল। অক্ষরের জগাখিচুরি! এরপর প্রথম বাক্যের প্রথম শব্দগুলো দিয়েও চেষ্টা করলাম। এভাবে

এক ঘণ্টা ধরে কাজ করার পর মাথা ধরে এলো। আবারো কিছু ব্র্যান্ডি পান করলাম নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করার জন্য।

রাত সাড়ে তিনটার দিকে আমার মনে হলো প্রতিটি ব্যাক্যের জোড় আর বিজোড় সংখ্যাগুলো দিয়ে চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়। এবার কিছু একটা পেলাম। মানে একটা শব্দ দাঁড়ালো আর কি। প্রথম বাক্যের প্রথম শব্দ, পরের লাইনের তৃতীয় শব্দ, তারপর পঞ্চম, সপ্তম এভাবে পেলাম : "JEREMIAHH।" এটা শুধুমাত্র একটা শব্দ নয়, এটা তো একটা নাম। ঝটপট উঠে বইয়ের স্তুপ থেকে ঘাঁটাঘাঁটি করে অবশেষে বহু পুরনো গিডিওন বাইবেলটা পেয়ে গেলাম। সূচীপত্র খুঁজে দেখলাম ওল্ড টেস্টামেন্টের চব্বিশতম বইটি হলো Jeremiah, কিন্তু আমি তো পেয়েছি ' Jeremiah-H।' তাহলে 'H' এর মানে কি? কিছুক্ষণ ভাবার পর বুঝতে পারলাম 'H' হলো ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম অক্ষর। তাহলে?

তারপরই আমি লক্ষ্য করলাম কবিতাটির অষ্টম বাক্য হলো : 'তেত্রিশ আর তিনের খোঁজ অব্যাহত রাখো।' এখন মনে হচ্ছে এটা নির্ঘাত বাইবেলের কোনো পংক্তিই হবে।

এবার আমি জেরেমিয়াহ ৩৩:৩ পংক্তিটি বের করলাম। বিঙ্গো।

আমাকে ডাকো, আমি জবাব দেবো তোমাকে, দেখাবো বিশাল আর শক্তিশালী জিনিস, যা তুমি কখনই দেখো নি।

তাহলে আমার ধারণাই ঠিক। ভবিষ্যৎবাণীটাতে আরো একটি গুপ্ত বার্তা আছে। একমাত্র সমস্যা হলো এই বার্তাটি আমার কাছে এখনও কোনো অর্থবহন করছে না। ঐ বুড়ি গণক যদি আমাকে 'বিশাল আর শক্তিশালী' কিছু দেখাতে চেয়ে থাকে তাহলে সে জিনিসগুলো কোথায়?

এটা ভেবে উৎসাহ পেলাম যে, *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর ক্রশওয়ার্ড পাজল যার পক্ষে কোনো দিন মেলানো সম্ভব হয় নি সে কিনা ককটেইল রুমালে লেখা সাংকেতিক ভবিষ্যৎবানীর অর্থোদ্ধার করে ফেলেছে। অন্যদিকে আমি ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে উঠছি। বেশ কয়েকটি মেসেজ উদ্ধার করতে পারলেও সেগুলো আমাকে কোনো পথ দেখাতে পারছে না, শুধুমাত্র অন্য আরেকটি মেসেজের দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতাটির দিকে আবারো তাকালাম, ব্র্যান্ডির সবটুকু পান করে আবারো শুরু করলাম অর্থোদ্ধারের কাজটি। য়া-ই থেকে থাকুক না কেন সেটা এই কবিতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

ভোর পাঁচটার দিকে আমি চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। সম্ভবত

মেসেজটা শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে, সোলারিনের নোটটায় যেমন ছিলো। ঠিক তখনই, তৃতীয় দফা ব্র্যান্ডি শেষ করতেই মাথাটা খুলে গেলো আর সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎবাণীটির প্রথম লাইনের উপর আটকে গেলো আমার চোখ :

Just as these lines that merge to form a key...

এইসব শব্দ উচ্চারণ করার সময় গণক মহিলা আমার হাতের দিকে চেয়েছিলো। কিন্তু কবিতাটির লাইনগুলোই যদি একটা 'কি' গঠন করে তাহলে কি হবে?

আবারো কবিতাটিতে চোখ বুলালাম। কি-টা কোথায়? এবার ঠিক করলাম এইসব সাংকেতিক ক্লুগুলো আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করবো। মহিলা বলেছিলো লাইনগুলোই একটা *কি* গঠন করে। এর আগে যেমন কবিতাটির ছান্দনিক প্যাটার্ন ৬৬৬ সংখ্যাটি সৃষ্টি করেছিলো সেরকম আর কি। আর এটি হলো বাইবেলে বর্ণিত এক প্রাণীর সংখ্যা।

দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে এসব নিয়ে ভাবার ফলে আমার মাথাটা হয়তো বেশ খুলে গিয়ে থাকবে, তা না হলে এর জবাবটা এতো সহজে পেতাম না।

কবিতাটির ছান্দনিক প্যাটার্ন শুধুমাত্র ৬৬৬ সংখ্যাটিই সৃষ্টি করে নি, এটা গুপ্ত মেসেজের কি হিসেবেও আর্বিভূত হলো অবশেষে। কাগজটার উল্টো পিঠে ছান্দনিক প্যাটার্নটি লেখার পর ১-২-২, ২-৩-১ এবং ৩-১-২ পেলাম। এবার সংখ্যাগুলো যেসব শব্দের সাথে যুক্ত সেগুলোকে লেখার পর দাঁড়ালো এটা : JUST-AS-ANOTHER-GAME-THIS-BATTLE-WILL-CONTINUE-FOREVER অর্থাৎ, অন্য খেলার মতোই এই লড়াইটা চলবে চিরকাল।

প্রচুর মদ পান করার পরও আমি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বুঝতে পারলাম এর মানে কি। সোলারিন কি আমাকে বলে নি আমরা দাবাখেলা খেলছি? ঐ গণক তো আমাকে তিন মাস আগেই সাবধান করে দিয়েছিলো।

J'adoube। স্পর্শ করে ঠিক করি, ক্যাথারিন ভেলিস। আমাকে ডাকো, আমি জবাব দেবো তোমাকে, দেখাবো বিশাল আর শক্তিশালী জিনিস, যা তুমি কখনওই দেখো নি। যেহেতু একটা লড়াই চলছে, আর তুমি হলে খেলার একটি ঘুঁটি। জীবনের দাবাবোর্ডের একটি সৈন্য।

প্রসন্নভাবে হেসে হাত-পা ছড়ালাম। বসে থাকতে থাকতে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছিলো। ফোনটা তুলে নিলাম, যদিও জানি নিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো না তবে তার কম্পিউটারে একটা মেসেজ তো রেখে দেয়া যাবে। নিম হলো সংকেত উদ্ধারের ক্ষেত্রে একজন মাস্টার। সম্ভবত এ বিশ্বে সবচেয়ে

সেরা। এই বিষয়ের উপর সে বেশ কয়েকটি বই লিখেছে, লেকচারও দিয়েছে। আমার নোটটা দেখামাত্রই সেটার ছান্দনিক প্যাটার্ন থেকে যে দ্রুত একটা লুক্কায়িত মেসেজ উদ্ধার করেছিলো তাতে অবাক হবার কিছু নেই। খুব দ্রুতই ধারণা করেছিলো এটা একটা কি। তবে বানচোতটা সঙ্গে সঙ্গে সেটা বলে নি, আমি নিজে ওটা বের করার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। তার নাম্বারটা ডায়াল করে একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম।

এক সৈন্য আলজিয়ার্সের দিকে অগ্রগামী হচ্ছে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাইরে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, ঠিক করলাম বিছানায় গিয়ে ঘুমাবো। আর বেশি ভাবতে চাইলাম না। মাথাটা একেবারে ধরে এসেছে। মেঝেতে ফেলে রাখা চিঠিটা লাথি মেরে সরিয়ে দিতেই খেয়াল করলাম এনভেলোপটাতে কোনো ঠিকানা এবং স্ট্যাম্প নেই। তার মানে হাতে হাতে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে। হাতে লেখা আমার নামটা পড়েও বুঝতে পারলাম সেটা কার। খুবই বাজে হাতের লেখা। চিঠিটা তুলে খুলে ফেললাম। ভেতরে মোটা কাগজের একটা বড়সড় কার্ড। বিছানায় বসে সেটা পড়লাম :

মাই ডিয়ার ক্যাথারিন,
আমি আপনার সাথে সংক্ষিপ্ত আড্ডা খুব উপভোগ করেছি। দেশ ছাড়ার আগে আপনার সাথে কথা বলতে পারছি না কারণ আমিও কয়েক সপ্তাহের জন্য শহরের বাইরে যাচ্ছি।
আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে বলছি, আমি ঠিক করেছি আপনার সাথে আলজিয়ার্সে লিলিকেও পাঠাবো। একটা মস্তিষ্কের চেয়ে দুটো মস্তিষ্ক অনেক বেশি ভালো কাজ করবে। বিশেষ করে সমস্যা-সমাধানের ব্যাপারে। আপনি কি সেটা মনে করেন না?
ভালো কথা, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি...আপনি কি আমার বন্ধু ঐ মহিলা গণকের সাথে মিটিংটা উপভোগ করেছিলেন? সে আপনার জন্যে একটা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে : খেলাটায় স্বাগতম।

নিবেদনে
মোরদেচাই র‍্যাড

খেলার মাঝপর্যায়ে

এখানে সেখানে অনেক প্রাচীন সাহিত্যে আমরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আর রহস্যময় একটি খেলার দেখা পাই, যে খেলাটি খেলতো পণ্ডিত, সাধু আর সংস্কৃতমনা যুবরাজদের দরবারের সভাসদেরা। এরা দাবা খেলাটাকে বাহ্যত কোনো খেলা হিসেবে নিতো না, বরং সেটার বর্গ আর ঘুঁটিগুলোর গোপন অর্থ প্রতিভাত হতো তাদের কাছে।

–দ্য গ্লাস বিড গেইম

হারমান হেস

আমি খেলাটা নিছক খেলার জন্যেই খেলি।

–শার্লক হোমস

আলজিয়ার্স

এপ্রিল ১৯৭৩

আকাশ গাঢ় নীল। বসন্তের সূচনালগ্ন। প্লেনের ইঞ্জিনের সাথে সাথে আকাশটাও যেনো গুঞ্জন করছে। ভূমধ্যসাগরের উপরে আছি আমরা। নীচের সাগরের একপ্রান্ত থেকে বিস্তৃত হয়েছে আলজেরিয়ার ভূভাগ।

"আল-জিজায়ের," এটাকে তারা এ নামেই ডাকে। সাদা দ্বীপ। মনে হয় সাগর ফুড়ে একটা রূপকথার দেশ বের হয়ে এসেছে। সাতটা পাহাড়ের চূড়া ঢেকে আছে সাদা সাদা বাড়িতে। দেখে মনে হচ্ছে জন্মদিনের কেকের উপর থরে থরে সাজানো নক্সা। এমনকি গাছপালার রঙ আর আকৃতিও যেনো এ পৃথিবীর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আধ্যাত্মিক আর রহস্যময় কোনো জগতের।

কালো আফ্রিকার বুকে সাদা ধবধবে একটি শহর। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা ভ্রমণ করে আমি চলে এসেছি এখানে। আমার নীচে বিস্তৃত ভূখণ্ডে রহস্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্লেনটা আলজিয়ার্সের মাটি স্পর্শ করতেই মনে হলো আমি বুঝি বিশাল দাবাবোর্ডের একটি বর্গে পদার্পণ করছি : যে বর্গ আমাকে খেলাটার প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে যাবে।

∞

দারুল বিদা'র (শ্বেতপ্রাসাদ) বিমানবন্দরটি আলজিয়ার্সের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এর সংক্ষিপ্ত রানওয়েটি চলে গেছে ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেষে।

একটা দোতলা ভবনের সামনে একসারি পাম গাছ, সেখানেই বিমানটা থামলো। বাইরে পা দিতেই টের পেলাম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মিষ্টি একটা গন্ধ। চিনতে পারলাম। জেসমিন ফুল। বিশাল একটা সাইন চোখে পড়লো। আরবি এবং ফরাসিতে লেখা : আলজেরিয়ায় স্বাগতম। *বুঁয়েভেনু এন আলজেরি।*

ভবনের সামনে খোলা চত্বরের উপর আমাদের লাগেজগুলো স্তুপ করে রেখে দেয়া হয়েছে যাতে করে নিজেদেরটা চিনে নিতে পারি। আমার লাগেজটা এক কুলি বয়ে নিয়ে গেলে প্যাসেঞ্জারদের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এক সপ্তাহ আগে গণকের ভবিষ্যৎবাণীটির মর্মোদ্ধার করার পর কতো দূরেই না চলে এলাম একা একা।

এটা অবশ্য আমার নিজের ইচ্ছেয় হয় নি। মহিলার কবিতাটির অর্থোদ্ধার করার পর আমি আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে গেছি কিন্তু আশ্চর্য এক নীরবতায় সবাই যেনো আচ্ছন্ন ছিলো। হ্যারির অ্যাপার্টমেন্টে কল করলে ফোনটা ধরে ভ্যালেরি। সে জানায় লিলি আর মোরদেচাই কোথায় জানি দরজা-জানালা বন্ধ করে রহস্যময় দাবা খেলায় মগ্ন। হ্যারি শহরের বাইরে আছে, সলের মৃতদেহ নিয়ে চলে গেছে ওহাইও কিংবা ওকলাহোমায়। সেখানে সলের নিকটাত্মীয়দের নিয়ে শেষকৃত্যের আয়োজন করতে ব্যস্ত সে। লিউলিন আর ব্লাঁশে এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছে ভালোভাবেই। একটা অ্যান্টিক নিলামে অংশ নিতে তারা দু'জন চলে গেছে লন্ডনে।

এখানে আসার আগপর্যন্ত নিমের কোনো খোঁজ পাই নি। আমার মেসেজের জবাবও সে দেয় নি। তবে শনিবার সকালে ঘরের মালপত্র সরানোর কাজ তদারকি করার সময় দাড়োয়ান বসওয়েল আমাকে একটা বাক্স দিয়ে বলেছিলো 'ঐদিন রাতের বেলায় যে ভদ্রলোক এসেছিলো' সে নাকি এটা দিয়ে গেছে।

বাক্স ভর্তি ছিলো বইপত্র। তার সাথে একটা নোট। 'দিকনির্দেশনার জন্যে প্রার্থনা করো। নিজেকে সজাগ রাখো।' স্বাক্ষরের ঘরে লেখা : সিস্টার অব মার্সি। বাক্সের ভেতরে থাকা সবগুলো বই ব্যাগে ভরে নিলেও সেগুলো আর পড়ে দেখি নি। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো আমার ব্যাগে থাকা এইসব বইপুস্তক খুব শীঘ্রই টাইমবোমার মতো সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠবে? তবে নিম জানতো। সম্ভবত সে সব সময়ই জানে। এমন কি আমার কাঁধে হাত রাখার আগেই সে বলেছিলো, '*জাদুবে।*'

বইগুলোর মধ্যে *দ্য লিজেন্ড অব শার্লেমেইন* নামের একটি পেপারব্যাক আছে। দাবা, ম্যাজিকস্কয়ার আর গণিতের উপর রচিত একটি বই। স্টকমার্কেটের প্রজেকশনের উপর বিরক্তিকর একটি বইও আছে এতে, সেটার নাম *দ্য ফিবোনাচ্চি নাম্বারস*, বইটা লিখেছে স্বয়ং ডক্টর লাডিসলাউস নিম।

নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসের ছ'ঘণ্টা বিমান ভ্রমণের সময় আমি দাবা বিষয়ে একজন এক্সপার্ট হয়ে গেছি সেটা বলা খুব কঠিন, তবে মন্ত্রগ্রেইন সার্ভিস এবং এরফলে শার্লেমেইনের সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণাই পেয়েছি। যদিও কোথাও এর নাম উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু মনে করা হয় এই সার্ভিসটা কম করে হলেও আধডজন রাজা, যুবরাজ আর সভাসদের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তারা সবাই মারা গেছে ঘুঁটিগুলোর 'ভারি স্বর্ণের' আঘাতে। কিছু কিছু মৃত্যুর পর যুদ্ধও শুরু হয়ে গেছিলো, এমনকি শার্লেমেইনের মৃত্যুর পর তার নিজের ছেলেরা এই রহস্যময় দাবাবোর্ডটির দখল নেবার জন্যে একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করে ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যকেই টুকরো টুকরো করে ফেলে। বইয়ের মার্জিনে নিম একটা নোট লিখে রেখেছে : 'দাবা–সবচাইতে বিপজ্জনক খেলা।'

গত সপ্তাহে নিমের দেয়া বইপত্র পড়ার আগেই দাবা সম্পর্কে অল্পবিস্তর জেনে গেছিলাম আমি : ট্যাক্টিস আর স্ট্র্যাটেজির মধ্যে কি পার্থক্য আছে তারমধ্যে সেটাও ছিলো। ট্যাক্টিস হলো স্বল্পমেয়াদি সময়ের জন্যে নিজের অবস্থান বদল করার উদ্দেশ্যে চাল দেয়া। কিন্তু স্ট্র্যাটেজি হলো তুমি কিভাবে খেলাটা জিতবে সেটার কৌশল। প্যারিসে নেমেই এই সত্যটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

আমি আটলান্টিক পাড়ি দেবার পরও ফুলব্রাইট কোন তার দুর্নীতি আর বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহ্যে কোনো পরিবর্তন আনে নি। তারা যে খেলাটা খেলছে সেটার ভাষার পরিবর্তন হলেও চালগুলো ঠিক আগের মতোই আছে। প্যারিস অফিসে আসামাত্রই জানতে পারি পুরো ডিলটা হয়তো বাতিল হতে পারে। মনে হয় ওপেকের বড়কর্তাদের সাথে তারা একটা চুক্তি স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আলজিয়ার্সের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দিন কয়েক অপেক্ষা আর প্যারিস থেকে জেট বিমানে বার কয়েক আসা যাওয়া করার পরও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাদেরকে।

এখন সিনিয়র পার্টনার জ্যঁ ফিলিপ পিটার্ড নিজে এ কাজে জড়িত হবার পরিকল্পনা করছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আলজিয়ার্সে আসার আগপর্যন্ত আমি যেনো কিছু না করি সে ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া হয়েছে আমাকে। ব্যাপারটা সুরাহা হয়ে গেলে ফরাসি পার্টনারশিপ আমার জন্যে নিশ্চয় কিছু একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে। তার কথা শুনে মনে হচ্ছিলো দরজা-জানালা কিংবা টয়লেট সাফসুতরো করার মতো কোনো কাজ হতে পারে সেটা। তবে আমার পরিকল্পনা ছিলো অন্যরকম।

ফরাসি পার্টনারশিপ হয়তো তার ক্লায়েন্টের সাথে এখনও চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে নি কিন্তু আমার কাছে আলজিয়ার্সে যাবার প্লেনের টিকেট তো আছে। ওখানে কোনো রকম সুপারভিশন ছাড়াই এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারবো।

প্যারিসের ফুলব্রাইট কোন অফিস থেকে বের হয়েই আমি একটা ক্যাব নিয়ে সোজা চলে আসি অরলি বিমানবন্দরে। সিদ্ধান্ত নেই নিম যে আমার কিলার ইন্সটিঙ্কট ধারালো করা সম্পর্কে বলেছিলো সেটাই ঠিক। অনেক দিন ধরে আমি ট্যাক্টিস প্রয়োগ করে চাল চেলে যাচ্ছি কিন্তু এখন পর্যন্ত দাবাবোর্ডটাই চোখে দেখতে পেলাম না। আমার দৃষ্টির সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘুঁটিগুলো সরিয়ে ফেলার সময় হতে পারে এটা।

∞

লাইনে আধঘণ্টার দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার ডাক এলো। ইমিগ্রেশন অফিসার আমার পাসপোর্টে ভিসা ইসু মঞ্জুর করে একটা স্টিকার লাগিয়ে দিলো। আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকানোর আগে পাসপোর্টটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে।

"আপনি একা একা ভ্রমণ করছেন," ফরাসিতে বললো লোকটি। ঠিক প্রশ্নের আকারে নয়। "আপনার ভিসাটা তো দেখছি *অ্যাফেয়ার্সের* জন্যে দেয়া আছে, মাদাম। আপনি কার অধীনে কাজ করবেন?" (অ্যাফেয়ার্স মানে ব্যবসা, কাজ। ফরাসিরা এক ঢিলে দু'পাখি মারার ব্যবস্থা করেছে এই শব্দটা দিয়ে।)

"ওপেকে কাজ করবো আমি," দুর্বল ফরাসিতে জবাব দিলাম। তবে বেশি কিছু বলার আগেই সে আমার পাসপোর্টে দারুল বিদা'র স্ট্যাম্প মেরে দিলো। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কুলির দিকে মাথা নেড়ে কী যেনো ইশারা করলো লোকটি। কুলি কাছে চলে এলে স্লটের নীচ দিয়ে আমার পাসপোর্ট আর ফর্ম দিয়ে দিলো।

"ওপেক," বললো অফিসার। "বেশ ভালো, মাদাম। আপনার সঙ্গে থাকা স্বর্ণ আর টাকা-পয়সার হিসেব এই ফর্মে লিখে দিন..."

লক্ষ্য করলাম ফর্ম পূরণ করার সময় লোকটা আমার কুলির সাথে নীচুস্বরে কী যেনো বললো। কুলি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আমার দিকে আড়চোখে তাকালো একবার।

"আপনি কোথায় উঠবেন?" কাঁচের পার্টিশানের নীচ দিয়ে ফর্মটা তাকে দিলে সে জানতে চাইলো।

"হোটেল আল-রিয়াদে," জবাব দিলাম। কুলি ইমিগ্রেশন কাউন্টারের পেছনে গিয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে তাকালো আবার। তারপরই সে পেছনে ঘোলা কাঁচের একটি অফিসের দরজায় টোকা মারলো আলতো করে। দরজা খুলে গেলে মোটামতো এক লোক বেরিয়ে এলো। তারা দু'জনেই তাকালো আমার দিকে। মোটামতো লোকটার কোমরে পিস্তল আছে।

"আপনার কাগজপত্র সব ঠিক আছে, মাদাম," বললো ইমিগ্রেশন অফিসার। "আপনি এখন কাস্টমসের দিকে চলে যান।"

কোনো রকম ধন্যবাদ জানিয়ে কাগজপত্র হাতে নিয়ে কাস্টমসের কাউন্টারে চলে এলাম আমি। একটু দূরে দেখতে পেলাম কনভেয়ার বেল্টে লাগেজ তোলা হচ্ছে। সেখানে এগিয়ে যেতেই কুলি ছুটে এলো আমার কাছে।

"ক্ষমা করবেন, মাদাম," খুবই নীচুকণ্ঠে বললো সে। "আপনি একটু আমার সাথে আসবেন কি?" ঘোলা কাঁচের দরজার দিকে ইশারা করলো। দরজার সামনে এখনও মোটা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। আমার পেটটা গুলিয়ে উঠলো।

"অবশ্যই না!" খুব জোরেই বললাম ইংরেজিতে। তাকে পাত্তা না দিয়ে আমি আমার লাগেজের দিকে ফিরলাম।

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাকে জোর করতে হবে," আমার হাতটা শক্ত করে ধরে কুলি বললো। স্টিলের মতো নার্ভ থাকার জন্যে ব্যবসায়িক জগতে আমার একটা পরিচয় আছে, সেটা মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু টের পেলাম আমার ভেতরে ভয় জেঁকে বসেছে।

"আমি তো সমস্যাটা বুঝতে পারছি না," এবার ফরাসিতে বললাম তাকে। ঝটকা মেরে তার হাত থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম।

"*পাস দ্য প্রবলেমে,*" শান্তকণ্ঠে বললো সে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। "*শেফ দুসিকুরাইত* আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। আর কিছু না। খুব অল্প সময় লাগবে। আপনার লাগেজ নিরাপদেই থাকবে। আমি নিজে পাহারা দেবো ওগুলো।"

আমি আমার লাগেজ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত আনমার্ক করা অস্ত্রধারী এক অফিসারের সাথে নির্জন কক্ষে ঢোকা নিয়ে। তবে এ থেকে পরিত্রান পাবার কোনো উপায় নেই আমার। সেই অফিসের সামনে এলে অস্ত্রধারী লোকটা দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো।

ঘরটা খুবই ছোটো, একটা মেটাল ডেস্ক আর দুটো চেয়ার রাখার পর খুব একটা জায়গা নেই। ডেস্কের পেছনে থাকা লোকটা দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো আমাকে।

তার বয়স ত্রিশের মতো হবে। বেশ পেশীবহুল, তামাটে বর্ণ আর দেখতে সুদর্শন। পরে আছে চারকোল রঙের বিজনেস কোট। মাথার ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে রাখলেও কিছু চুল কপালের সামনে এসে পড়েছে। খাড়া নাক আর সুন্দর ঠোঁট জোড়া। মেয়ে পটানো ইতালিয়ান জিগোলো কিংবা ফরাসি চিত্রতারকা হিসেবে দারুণ মানাবে তাকে।

"ঠিক আছে, আখমেত," দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্রধারী মোটকুকে বললো সে। বাইরে থেকে আস্তে করে দরজা বন্ধ করে দিলো আখমেত।

"মাদেমোয়ে ভেলিস, তাই না?" একটা চেয়ারে বসার ইশারা করে বললো অফিসার। "আমি আপনার অপেক্ষায়ই ছিলাম।"

"কী বললেন?" চেয়ারে না বসেই আমি বিস্ময়ে বললাম।

"দুঃখিত, আমি আসলে রহস্য করার জন্যে বলি নি," হেসে বললো সে। "আমার অফিস ইস্যু হওয়া সব ভিসা রিভিউ করে থাকে। আমাদের এখানে খুব বেশি মহিলা বিজনেস ভিসার আবেদন করে না। সত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে আপনিই হলেন প্রথম। স্বীকার করছি, এ কারণেই আপনার সাথে দেখা করার জন্যে একটু কৌতুহলী ছিলাম।"

"তো এখন নিশ্চয় আপনার কৌতুহল মিটে গেছে," কথাটা বলেই দরজার কাছে চলে গেলাম।

"মাই ডিয়ার মাদেমোয়ে," আমাকে থামিয়ে দেবার জন্যে বললো সে। "দয়া করে চেয়ারে বসুন। আমি খুব বাজে লোক নই। আপনাকে খেয়ে ফেলবো না। আমি এখানকার সিকিউরিটি প্রধান। লোকে আমাকে শরিফ বলে ডাকে।" সাদা দাঁত বের করে চওড়া হাসি দিলো সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে পড়লাম। "আমি কি বলতে পারি আপনার সাফারি আউটফিটটা একেবারে যথার্থ হয়েছে? এটা শুধুমাত্র অভিজাতই নয় বরং দু'হাজার মাইলের মরভূমি আছে এরকম একটি দেশের জন্যেও বেশ উপযুক্ত। আপনি কি সাহারা মরুভূমি দেখতে যাবার কথা ভাবছেন?" হালকা চালে বলেই নিজের চেয়ারে বসে পড়লো সে।

"আমার ক্লায়েন্ট আমাকে যেখানে পাঠাবে আমি সেখানেই যাবো," তাকে বললাম।

"ওহ্, তা তো ঠিকই, আপনার ক্লায়েন্ট," বিড়বিড় করে বললো শরিফ। "ডক্টর এলিল কামেল কাদের হলেন এখানকার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। আমার পুরনো বন্ধু। তাকে আমার কথা বলবেন। আপনার ভিসাটা কিন্তু সে-ই স্পন্সর করেছে। আমি কি আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি?" হাত বাড়িয়ে বললো লোকটা। খেয়াল করলাম তার হাতে স্বর্ণের কাফলিঙ্ক আছে। খুব কম এয়ারপোর্ট কর্মকর্তাদেরই এরকম জিনিস থাকে।

"এটা নিছকই আনুষ্ঠানিকতা। আমরা প্রতিটি ফ্লাইট থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কিছু প্যাসেঞ্জারকে বেছে নেই কাস্টম্‌স চেকিংয়ের জন্য। এরপর হয়তো দশ-বিশটি ট্রিপেও আপনি এরকম পরিস্থিতিতে পড়বেন না..."

"আমার দেশে শুধুমাত্র স্মাগলিংয়ের সন্দেহ করলেই চেক করা হয়।" বললাম তাকে। লোকটার মিষ্টি কথায় ভুললাম না। ভালো করেই জানি আমার ফ্লাইটে কেবল আমাকেই এরকম প্রাইভেট রুমে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এয়ারপোর্টে নামার পর থেকেই অনেককে দেখেছি আমার দিকে কেমন দৃষ্টিতে যেনো তাকিয়ে আছে। আমাকে নিয়ে ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে। তারা আসলে আমার পেছনেই লেগেছে। আর তার কারণ এই না, আমি একটি মুসলিম দেশে বিজনেস ভিসায় এসেছি বলে তারা আমার ব্যাপারে খুব কৌতুহলী।

"আহ্," বললো সে, "আপনি মনে করছেন আমি আপনাকে স্মাগলার ভাবছি? আমার জন্যে দুঃখজনক খবরটা হলো এ দেশে শুধুমাত্র মহিলা অফিসার দিয়েই সন্দেহভাজন নারী প্যাসেঞ্জারদের দেহ তল্লাশী করা হয়! না। আমি আপনাকে সেরকম কিছু ভাবছি না। শুধুমাত্র আপনার পাসপোর্টটা দেখতে চাইছি–অন্তত এখনকার জন্যে।"

পাসপোর্টটা খুব ভালো করে দেখে গেলো সে। "আপনার বয়সটা আমি ধরতে পারি নি। আপনাকে দেখলে মনে হয় আঠারোর বেশি হবেন না। তবে পাসপোর্টে দেখতে পাচ্ছি আপনি সবেমাত্র চব্বিশে পা দিয়েছেন। মজার ব্যাপার কি জানেন, আপনার জন্মদিনটা, মানে ৪ঠা এপ্রিল ইসলামে একটি পবিত্র দিন?"

ঠিক তখনই ঐ গণক মহিলার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। আমাকে আমার জন্মদিনটা বলতে বারণ করে দিয়েছিলো সে। তবে পাসপোর্ট আর ড্রাইভিং লাইসেন্সের বেলায় সেটা আমি ভুলে গেছিলাম।

"আশা করি আপনাকে আমি ভড়কে দেই নি," আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালো সে।

"মোটেই না," আমি স্বাভাবিকভাবে জবাব দিলাম। "এবার আপনার কাজ শেষ হয়েছে তো..."

"সম্ভবত আপনি হয়তো আরো জানতে আগ্রহী হবেন," বেড়ালের মতো নিঃশব্দে আমার ব্যাগটা তুলে নিলো শরিফ। সন্দেহ নেই এটা শুধুমাত্র ফর্মালিটির কারণে করছে কিন্তু আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগলো। *তুমি বিপদে আছো,* আমার ভেতরে একটা কণ্ঠ বলছে। *কাউকে বিশ্বাস কোরো না, পেছন ফিরে দেখবে সব সময়। কারণ এটা লিখিত আছে : চতুর্থ মাসের চতুর্থ দিনে–তারপরই চলে আসবে আট।*

"এপ্রিলের চার তারিখ," আমার ব্যাগ থেকে লিপস্টিক, চিরুণী, ব্রাশ বের করতে করতে বললো শরিফ। "ইসলামে আমরা এ দিনটাকে বলি আখেরি চাহা সোম্বা, মানে 'সেরে ওঠার দিন।' আমরা দুটো পদ্ধতিতে সময় হিসেব করে থাকি : একটা হলো ইসলামি বর্ষ, সেটা চান্দ্রবৎসর, আর অন্যটা সৌরবৎসর, এটা শুরু হয় ওয়েস্টার্ন ক্যালেন্ডারের মার্চের একুশ তারিখ থেকে। দুটোর মধ্যেই অনেক ঐতিহ্য আছে।

"সৌরবৎসর যখন শুরু হয়," আমার নোটবুক, কলম, পেন্সিল বের করতে করতে বললো এবার, "মোহাম্মদ আমাদেরকে বলেছেন প্রথম সপ্তাহের প্রত্যেক দিন আমরা সবাই যেনো পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করি। দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রতিদিন সকালে উঠে একটা পানির বোলে নিঃশ্বাস ফেলে সেই পানি যেনো পান করি। তারপর অষ্টম দিনে–" হঠাৎ করে শরিফ আমার দিকে তাকালো। তারপর স্বাভাবিকভাবেই হেসে ফেললো সে।

"এই ম্যাজিক্যাল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অষ্টম দিনটিতে, যখন মোহাম্মদের নির্দেশিত সব ধরণের আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষ করা হয় তখন যার যে অসুখই থাকুক না কেন তাকে সেরে ওঠার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এটা হয়ে থাকে এপ্রিলের চার তারিখে। এই দিনে যারা জন্মায়, বিশ্বাস করা হয় লোকজনকে সারিয়ে তোলার ক্ষমতা থাকে তাদের–অবশ্য আপনারা পাশ্চাত্যের লোকজন এরকম কুসংস্কারে খুব একটা বিশ্বাস করেন না।"

আমার কাছে মনে হলো বেড়াল যেভাবে ইঁদুরকে চোখে চোখে রাখে, এই লোকটাও ঠিক একই কাজ করছে আমার সাথে। নিজের অভিব্যক্তি ঠিক করতে যাবো যখন তখনই লোকটা আৎকে উঠলো। আমি বেশ চমকে গেলাম।

"আহ্!" ব্যাগের ভেতর থেকে হাতটা বের করেই বললো শরিফ। "আপনার দেখি দাবার প্রতি ভীষণ আসক্তি আছে!"

এটা লিলির সেই ছোট্ট দাবাবোর্ডটি, ভুলে গেছিলাম ওটা আমার ব্যাগে রেখে দিয়েছিলো সে। অন্য সব জিনিস ভরার সময় ওটা আর খেয়াল করি নি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই দূরদেশে। এরপর শরিফ ব্যাগের ভেতর থেকে বইপত্রগুলো বের করে ডেস্কের উপর রাখতে শুরু করলো।

"দাবা–গাণিতিক খেলা–আহ্। *দ্য ফিবোনাচ্চি নাম্বার্স!*" বেশ জোরেই বললো কথাটা, মুখে এমন একটা হাসি এঁটে রেখেছে যে মনে হচ্ছে আমার ব্যাপারে কিছু একটা জানে। নিমের লেখা বিরক্তিকর বইটায় টোকা মারলো সে। "তাহলে আপনি গণিতেও বেশ আগ্রহ রাখেন?" স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো।

"ঠিক তা নয়," উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্ক থেকে নিজের জিনিসপত্রগুলো ব্যাগে ভরে নিতে নিতে বললাম তাকে। লোকটা এক এক করে আমার হাতে সেগুলো তুলে দিতে লাগলো। একটা রোগাপটকা মেয়ে এরকম ফালতু জিনিস নিয়ে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে কিভাবে চলে এসেছে সেটা ভাবা আসলেই কঠিন।

"ফিবোনাচ্চি সংখ্যার ব্যাপারে আপনি কি জানেন?" ব্যাগে জিনিসপত্র ভরার সময় জানতে চাইলো শরিফ।

"ওগুলো স্টকমার্কেট প্রজেকশনের কাজে ব্যবহার করা হয়," বিড়বিড় করে বললাম। "ওগুলোর সাহায্যে এলিয়ট ওয়েভ তাত্ত্বিকেরা বুল আর বিয়ার মার্কেট সম্পর্কে প্রজেক্ট করে–এই তত্ত্বটা ত্রিশের দশকে আর.এন. এলিয়ট নামের এক লোক আবিষ্কার করেছিলেন–"

"তাহলে আপনি লেখককে চেনেন না?" কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো শরিফ। মনে হলো আমার গায়ের চামড়া বুঝি কিছুটা সবুজ হয়ে গেলো কথাটা শুনে। তার দিকে তাকালাম। বইটার উপর আমার হাত জমে গেলো।

"মানে লিওনার্দো ফিবোনাচ্চির কথা বলছি," আমার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চেয়ে বললো শরিফ। "ইতালির পিসা'তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দ্বাদশ শতকে,

তবে লেখাপড়া করেছিলেন এখানে–এই আলজিয়ার্সে। বিশ্ববিখ্যাত মুর আল-খাওয়ারিজমির গণিতের উপর তিনি একজন পণ্ডিত ছিলেন। এই খাওয়ারিজমির নামানুসারেই অ্যালগোরিদম নামকরণ করা হয়। ইউরোপে আরবীয় সংখ্যাগুলোর প্রচলন করেন এই ফিবোনাচ্চি, এর আগে সেখানে রোমান সংখ্যার প্রচলন ছিলো..."

ধ্যাত। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো নিম আমাকে নিছক পড়ার জন্যে কোনো বই দেয় নি। আমার মাথার ভেতরে একটা বাতি জ্বলছে-নিভছে, তবে আমি সেই মোর্স কোডটার মর্মোদ্ধার করতে পারছি না।

নিম কি আমাকে ম্যাজিকস্কয়ার শেখাতে চেয়েছিলো না? সোলারিন কি নাইট টুরের জন্যে একটি ফর্মুলা আবিষ্কার করে নি? মহিলা গণকের ভবিষ্যৎবাণীটি কি সংখ্যার ধাঁধা ছিলো না? তাহলে আমি গর্দভটা কেন দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে পারলাম না?

মনে পড়ে গেলো একজন মুর শাসকই শার্লেমেইনকে এই সার্ভিসটা উপহার দিয়েছিলো। আমি গণিতের কোনো জিনিয়াস নই তবে কম্পিউটারে কাজ করি বলে ভালো করেই জানি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেনের সেভিয়া অধিগ্রহণ করার পর থেকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক আবিষ্কার ইউরোপে প্রচলন করেছে এই মুররা। এই বিখ্যাত দাবাবোর্ডটির অন্বেষণের সাথে গণিতের সম্পর্ক আছে–কিন্তু সেটা কি? আমি শরিফকে যা বলেছি তারচেয়ে অনেক বেশি সে আমাকে বলেছে। তবে আমি টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া লাগাতে পারছি না। তার হাত থেকে শেষ বইটা নিয়ে ব্যাগে ভরে রাখলাম।

"যেহেতু আপনি আলজেরিয়াতে এক বছর থাকবেন," বললো সে, "তাই বলছি, সম্ভব হলে আমরা কোনো এক সময় দাবা খেলবো। আমি নিজে এক সময় বেশ ভালো দাবাড়ু ছিলাম–পার্সিয়ান জুনিয়র টাইটেল আছে আমার..."

"একটা পশ্চিমি আদবকায়দা সম্পর্কে জেনে নিন," ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আমাদেরকে ডাকবেন না–আমরাই আপনাকে ডাকবো।"

আমি দরজা খুললে মোটকু আখমেত অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আমার দিকে। ভেতরে শরিফের দিকে তাকালো সে। আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে গটগট করে চলে গেলাম।

কাস্টমসের দিকে গিয়ে দেখি আমার লাগেজ খুলে ইতিমধ্যেই চেক করা হয়ে গেছে। লোকটা কোনো কথা না বলে চক দিয়ে লাগেজের গায়ে একটা নাম্বার লিখে ছেড়ে দিলো।

বাইরে এসে কিছু ডলার ভাঙিয়ে স্থানীয় মুদ্রা নিয়ে একটা ক্যাবে উঠে বসলাম। আমার গন্তব্য হোটেল আল রিয়াদ।

গাড়ি চলছে। বয়স্ক ড্রাইভার বার বার রিয়ার-মিরর দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। "মাদাম কি এর আগে কখনও আলজিয়ার্সে এসেছিলেন?" জানতে চাইলো সে। "যদি না এসে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে মাত্র একশ' দিনারের বিনিময়ে পুরো শহরটা ঘুরিয়ে হোটেলে নিয়ে যেতে পারি, মাদাম কি বলেন?"

আল রিয়াদ এয়ারপোর্ট থেকে ত্রিশ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে, আর একশ' দিনার মানে পঁচিশ ডলারের মতো, সুতরাং তার কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরই সাগরের পাশ ঘেষে একটা হাইওয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করলো ক্যাবটা। খুব কাছেই পোর্ট অব আলজিয়ার্স অবস্থিত।

পোর্টের কাছে কিছু পাহাড় দেখতে পেলাম। তবে বেশ নীচু। আলো কমে গিয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন। চারপাশ একেবারে সুনসান। শহরের প্রাণকেন্দ্র দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

একটা ঢালু পথের উপর আসতেই খেয়াল করলাম আমাদের পেছনে একটা গাড়ি আছে।

"আমাদেরকে কেউ ফলো করছে," ড্রাইভারকে বললাম।

"হ্যা, মাদাম।" রিয়ার মিরর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হাসলো সে। তার একটা দাঁত স্বর্ণ দিয়ে বাধানো। "এয়ারপোর্ট থেকেই তারা ফলো করে আসছে আমাদের। সম্ভবত আপনি একজন স্পাই?"

"কী যা তা বলছেন।"

"যে গাড়িটা আমাদের ফলো করছে সেটা *শেফ দুসিকিউরিতি*'র গাড়ি।"

"সিকিউরিটি প্রধান? এয়ারপোর্টে ঐ লোক আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে। লোকটার নাম শরিফ।"

"হ্যা, ঐ লোকটাই," একটু নার্ভাসভাবে বললো ড্রাইভার।

এবার খাড়া একটি পথ বেয়ে ক্যাবটা উঠতে শুরু করলো। পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে পথটা। গতি বাড়িয়ে দিতে হলো ড্রাইভারকে।

"এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই," আবারো রিয়ার মিররে চেয়ে বললো ড্রাইভার। আমি মনে মনে এই কামনাই করলাম, সে যেনো পথের দিকে চোখ রাখে। পথটা যেভাবে এঁকেবেঁকে গেছে, একটু অসাবধান হলেই গাড়িটা নীচের খাদে পড়ে যেতে পারে।

"আমরা এখন লেপাইন নামের একটি এলাকায় আছি। আল রিয়াদ হোটেল এবং লেপাইনের মাঝখানে আর কিছু নেই। এটাকে আপনি শর্টকাট বলতে পারেন।" রাস্তার একপাশে সারিসারি পাইন গাছ দেখতে পেলাম। একবার ঢালু হয়ে পরক্ষণেই নীচু হয়ে যাচ্ছে পথটা। যেনো রোলারকোস্টারে বসে আছি।

"আমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে," বললাম ড্রাইভারকে। "আপনি আরো

আস্তে চালাচ্ছেন না কেন?" এখনও পেছনের গাড়িটা আছে। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ফলো করে যাচ্ছে সেটা।

"এই শরিফ লোকটা," একটু কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো ড্রাইভার। "কি উদ্দেশ্যে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সেটা কি আপনি জানেন?"

"সে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নি," একটু শুধরে দিলাম তাকে। "কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলো শুধু। কাজের সুবাদে খুব বেশি মহিলা আলজিয়ার্সে আসে না, তাই।" যে হাসিটা দিলাম সেটা জোর করে মুখে এঁটে রইলাম। "ইমিগ্রেশন চাইলে যে কাউকে প্রশ্ন করতে পারে, পারে না?"

"মাদাম," মাথা দুলিয়ে বললো ড্রাইভার, "এই শরিফ লোকটা ইমিগ্রেশনের কেউ না। লোকজনকে আলজিয়ার্সে স্বাগতম জানানোর কাজ সে করে না। আপনি নিরাপদে পৌছাবেন বলেও সে আপনাকে ফলো করছে না।" একটু ঠাট্টারছলে বললেও তার কণ্ঠ কাঁপছে। "তার কাজটা এরচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

"তাই নাকি?" অবাক হয়ে বললাম আমি।

"সে আপনাকে বলে নি," বললো ড্রাইভার। এখনও সে ভয়ার্ত চোখে রিয়ার মিরর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। "তবে এই শরিফ লোকটা আসলে সিক্রেট পুলিশের প্রধান।"

∞

ড্রাইভারের কাছ থেকে সিক্রেট পুলিশ সম্পর্কে যে বর্ণনা পেলাম তাতে করে মনে হচ্ছে এটা এফবিআই, সিআইএ, কেজিবি আর গেস্টাপোর মিশ্রণে একটি বাহিনী। হোটেল আল রিয়াদে আসার পর ড্রাইভারকে যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচতে দেখলাম।

হোটেলের চারপাশে বেশ ঘন জঙ্গল। পেছন ফিরে দেখতে পেলাম সিক্রেট পুলিশের গাড়িটা আস্তে করে ব্যাক গিয়ারে চলে গেলো কাছের ঝোঁপঝাঁরের আড়ালে। আমার বুড়ো ড্রাইভার লাগেজগুলো হোটেলের ফ্রন্টডেস্ক পর্যন্ত পৌছে দিলে টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করে সরাসরি চলে এলাম ডেস্কের সামনে। ওখানকার ঘড়িতে দেখতে পেলাম রাত পৌণে দশটা বাজে।

"আমি নিরুপায়, মাদাম," বললো ডেস্কের লোকটা। "আপনার জন্যে কোনো রিজার্ভেশন নেই আমার কাছে। আমাদের এখানে কোনো রুমও খালি নেই।" হেসে কথাটা বলেই পেছন ফিরে কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলো। রাতের এরকম সময়ে এরকম একটা কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো আমার। খেয়াল করেছি বাইরের পার্কিংয়ে তেমন গাড়ি নেই। হোটেলের ভেতরেও লোকজন চোখে পড়ছে না। অথচ তাদের এখানে নাকি কোনো রুমই খালি নেই!

"আপনাদের একটা ভুল হয়ে গেছে মনে হয়," বেশ জোরেই বললাম ডেস্কের লোকটাকে। "এক সপ্তাহ আগে আমার রিজার্ভেশন করা হয়েছে।"

"তাহলে সেটা অন্য কোনো হোটেলে হবে হয়তো," ভদ্রভাবেই বললো সে। আবারো পেছন ফিরে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো লোকটা।

আমার কাছে মনে হলো ঘুষ চাইবার আরবীয় রীতি হতে পারে এটা। তারা হয়তো বহুজাতিক কোম্পানির রিজার্ভেশন নিয়েও এমনটি করে থাকে। কিছু উপরি দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং আমি সেই চেষ্টাটাই করলাম। পঞ্চাশ দিনারের একটা নোট বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে।

"আপনি কি দয়া করে আমার লাগেজগুলো ডেস্কের পেছনে রাখবেন? *শেফ দুসিকিউরিতির* শরিফ কিছুক্ষণ পরই আমার সাথে দেখা করতে আসবেন এখানে-তিনি এলে তাকে বলবেন আমি লাউঞ্জে আছি।" এটা অবশ্য পুরোপুরি বানোয়াট নাও হতে পারে। আমার ধারণা শরিফ আমাকে খোঁজার জন্যে কিছুক্ষণ পরই এখানে চলে আসবে।

"আহ্, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, মাদাম," আর্তনাদ করে উঠলো যেনো ডেস্কের লোকটা। দ্রুত রেজিস্টার খাতাটার দিকে চোখ বোলালো সে, তবে আস্তে করে আমার হাত থেকে টাকাটা নিতেও ভুললো না। "হঠাৎ করেই দেখতে পাচ্ছি আপনার নামে একটা রিজার্ভেশন আছে এখানে। পেন্সিল দিয়ে একটা টিক চিহ্ন দিয়ে দন্তবিকশিত হাসি হাসলো সে। "আমি কি লোক দিয়ে লাগেজগুলো আপনার রুমে পাঠিয়ে দেবো?"

"তাহলে তো খুবই ভালো হয়," লাগেজ নেবার জন্যে একজন ছুটে এলে তার হাতে কিছু দিনার দিয়ে দিলাম। "এই ফাঁকে আমি একটু ঘুরেফিরে দেখি, আপনি আমার রুমের চাবিটা লাউঞ্জে পাঠিয়ে দিন।"

"ঠিক আছে মাদাম।"

কাঁধে ব্যাগটা চাপিয়ে চলে এলাম লবির দিকে। জায়গাটা বিশাল। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু ছাদ। একটা গম্বুজও আছে সেই ছাদে। চারদিকের দেয়াল একেবারে ধবধবে সাদা। ছাদের মধ্যে বেশ বড় বড় ফাঁক আছে, সেটা দিয়ে রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে।

লবির একটা অংশ ত্রিশ ফুটের মতো দীর্ঘ ঝুলন্ত বারান্দার সাথে সংযুক্ত। তার দুদিকে দুটো ঝরনা। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল সাইজের একটি সুইমিংপুল।

লাউঞ্জের কাছে এসে দেখলাম এর একদিকের কাঁচের দেয়াল দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। মনোরম দৃশ্য। কাছের একটা নরম সোফায় বসে ওয়েটারকে বিয়ার দিতে বললে সে জানালো স্থানীয়ভাবে তৈরি বিয়ারই নাকি ভালো হবে। নিউইয়র্ক ছাড়ার পর এই প্রথম একটু রিলাক্স বোধ করলাম আমি।

একটা ট্রে'তে করে বিয়ার আর রুমের চাবিটা নিয়ে এলো ওয়েটার। বিয়ারটা গ্লাসে ঢালা।

"মাদামের রুমটা বাগানের ওপাশে," ওয়েটার বললো। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলো সেটা। "আপনার রুম নাম্বার চৌচল্লিশ। একটা প্রাইভেট দরজা দিয়েও ওখানে ঢুকতে পারবেন।"

বিয়ারে চুমুক দিতেই ফুলের মতো মিষ্টি ঘ্রাণের স্বাদ পেলাম। ভালোই লাগলো, তাই আরেকটার অর্ডার দিয়ে দিলাম ওয়েটারকে। বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে শরিফের অদ্ভুত সব প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিলাম এ নিয়ে পরে ভাববো। আগে বিষয়টা নিয়ে আরেকটু ভেবে নেই। এখন আমি বুঝতে পারছি নিম আমাকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছে। এসব বাদ দিয়ে আমার কাজের ব্যাপারে ভাবতে শুরু করলাম এবার। আগামীকাল সকালে কি ধরণের স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করবো মন্ত্রণালয়ে গিয়ে? এরইমধ্যে ঠিক করে ফেলেছি ওখানে যাবো। আমার মনে পড়ে গেলো ফুলব্রাইট কোন তাদের সাথে একটা চুক্তি সই করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা একেবারেই অদ্ভুত একটি গল্প।

শিল্প এবং জ্বালানী মন্ত্রী আব্দুল সালাম বেলায়েত নাকি এক সপ্তাহ আগেই একটি মিটিং করার জন্যে রাজি হয়েছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্যে দিনটি নির্ধারিত করা ছিলো। কিন্তু আলজিয়ার্সে ছয়জন পার্টনার এসে শুনতে পেলো মন্ত্রী সাহেব কী একটা কাজে দেশের বাইরে আছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় ব্যক্তি এমিল কামেল কাদেরের সাথে দেখা করে তারা (শরিফের মতে এই লোকটাই আমার ভিসার স্পন্সর করেছে)।

সেই ছয় পার্টনার যখন কাদেরের জন্যে পাশের ঘরে অপেক্ষা করছিলো তখন তারা লক্ষ্য করে অন্য একটা ঘর থেকে একদল জাপানি ব্যাঙ্কারের সাথে বেরিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মন্ত্রী বেলায়েত : যে কিনা তখন বিদেশে আছে!

ফুলব্রাইট কোন-এর পার্টনাররা এভাবে তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়া, প্রতীক্ষায় রাখার ব্যাপারে অভ্যস্ত নয় মোটেও। তারা ঠিক করে এমিল কামেল কাদেরকে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকতেই আরো বেশি বিস্ময়ের মুখোমুখি হয় তারা। কাদের সাহেব তার অফিসে টেনিস খেলার পোশাক পরে হাতে র‍্যাকেট নিয়ে বাতাসে শট মারার ভঙ্গি করছিলেন।

"আমি খুব দুঃখিত," তাদেরকে বলে সে, "আজকে তো সোমবার। আর সোমবার আমি আমার কলেজ জীবনের পুরনো এক বন্ধুর সাথে টেনিস খেলে থাকি। তাকে কোনোভাবেই হতাশ করতে পারবো না।" কথাটা বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ফুলব্রাইট কোনের ছয়জন পার্টনারকে স্তম্ভিত করে।

আমি এমন একজন লোকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি যে আমার ফার্মের

হোমরাচোমরাদের থোরাই পরোয়া না করে তাদেরকে অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে গেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটাও ঘুষ খাবার এক ধরণের আরবীয় কায়দা। কিন্তু ছয়জন পার্টনার যেখানে চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে নি সেখানে আমি কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করবো?

বিয়ারের গ্লাস নিয়ে ঝুলবারান্দায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারপাশে বাগান, জঙ্গল, পাহাড় আর সমুদ্র, যেনো এক ধরণের গোলোকধাঁধা।

বাগানের শেষ সীমানায় বিশাল একটি সুইমিংপুল আর তার পরেই সমুদ্র। পুল আর সমুদ্রকে আলাদা করেছে একটা সাদা দেয়াল। সেই দেয়ালে অসংখ্য ভাস্কর্য। দেয়ালের ওপাশে ইটের তৈরি একটি টাওয়ার। টাওয়ারের উপর পেঁয়াজের মতো দেখতে একটা গম্বুজ বসানো। ঠিক এরকম মিনার থেকেই মুয়াজ্জিনরা আযান দিয়ে থাকে।

আমার চোখ যখন বাগানের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখনই সেটা চোখে পড়লো। এক ঝলক মাত্র। একটা বাইসাইকেল। তারপরই ওটা হারিয়ে গেলো বড় বড় ঘাসের আড়ালে।

আমি সিঁড়ির উপর এসে জমে গেলাম, আমার চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগলো বাগান, সুইমিংপুল আর সৈকতের দিকে, কান খাড়া করে শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম। কিছুই শুনতে পেলাম না। কোনো নড়াচড়া পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। আচমকা পেছন থেকে আমার কাঁধে কে যেনো হাত রাখলে আমি চমকে লাফ দিয়ে উঠলাম।

"এক্সকিউজ মি, মাদাম," আমার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে বললো ওয়েটার। "কনসিয়ার্জ আমাকে এই চিঠিটা দিলেন, এটা আজ বিকেলে আপনি আসার আগেই এসেছিলো, উনি এটা দিতে ভুলে গেছিলেন।" আমাকে একটা এনভেলপ দিলো সে। দেখতে টেলেক্সের মতো। "আপনার রাতটা সুন্দর কাটুক," বলেই চলে গেলো ওয়েটার।

আবারো বাগানের দিকে তাকালাম। সম্ভবত আমার কল্পনা ছিলো ওটা। আমি যা ভাবছি তাও যদি দেখে থাকি সেটাও এমন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, কারণ এই আলজেরিয়াতেও লোকজন সাইকেলে চড়ে।

লাউঞ্জে এসে বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে টেলেক্সটা খুলে দেখলাম : 'তোমার কাছে যে পত্রিকাটা আছে সেটা পড়ো। সেকশন জি-এর পাঁচ।" চিঠিটায় কোনো স্বাক্ষর নেই কিন্তু আমি জানি এটা কে পাঠিয়েছে। পত্রিকাটি *নিউইয়র্ক টাইম্‌স*-এর রোববারের সংখ্যা। হাজার হাজার মাইল দূরে এতো দ্রুত এটা কিভাবে চলে এলো? সিস্টার অব মার্সি খুব দ্রুত আর রহস্যময়ভাবেই চলাচল করে দেখি।

সেকশন জি-পাঁচ খুলে দেখলাম খেলাধূলার পাতা। দাবা টুর্নামেন্টের উপর একটি আর্টিকেল আছে :

দাবা টুর্নামেন্ট বাতিল
গ্র্যান্ডমাস্টারের আত্মহত্যা প্রশ্নবিদ্ধ

গত সপ্তাহে গ্র্যান্ডমাস্টার অ্যান্টনি ফিস্কের আত্মহত্যার ঘটনাটি নিউইয়র্কে যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলো, এখন এই ঘটনাটি নিউইয়র্ক হোমিসাইডের তদন্তের বিষয় হয়ে উঠেছে। লাশের ময়না তদন্তের রিপোর্ট আজ প্রকাশ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ৬৭ বছরের এই গ্র্যান্ডমাস্টার মোটেও আত্মহত্যা করেন নি। এটা প্রায় অসম্ভব। ঘাড়ের সার্ভিক্যাল কলাম ভেঙে তার মৃত্যু হয়েছে, আর এটা করা হয়েছে প্রচণ্ড বল প্রয়োগের মাধ্যমে। পেছন থেকে কেউ এ কাজ করেছে বলেই আমাদের ধারণা। গলায় ফাঁস দিলে সাধারণত এরকম ফ্র্যাকচার হয় না। ফিস্কের লাশটা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন টুর্নামেন্টের ফিজিশিয়ান ডাক্তার অসগুড, তিনিও এরকম ধারণা করেছিলেন তখন।

রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার আলেক্সান্ডার সোলারিন ফিস্কের সাথে খেলছিলেন, তিনিই প্রথম প্রবীণ দাবা মাস্টারের মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন। সোভিয়েত অ্যাম্বাসি তাদের গ্র্যান্ডমাস্টারকে নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের জন্যে ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটির অনুরোধ করেছেন, কিন্তু তিনি আবারো ইমিউনিটি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আলোচনার ঝড় তুলেছেন। (এই আর্টিকেলটা এ৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।) ফিস্কের মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে সোলারিন তার সাথে ছিলেন। পুলিশের কাছে তিনি এ ব্যাপারে বক্তব্যও পেশ করেছেন।

টুর্নামেন্ট স্পন্সর জন হারমানোল্ড এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টুর্নামেন্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন দীর্ঘ দিন থেকে ড্রাগ সমস্যায় ভুগছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার ফিস্ক, পুলিশকে তিনি ড্রাগ ডিলারদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছেন এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনের জন্যে।

তদন্তের স্বার্থে টুর্নামেন্ট কমিটি খেলা চলাকালীন যে ৬৩ জন দর্শক উপস্থিত ছিলো তাদের নাম-ঠিকানা সরবরাহ করেছে পুলিশের কাছে, এরমধ্যে জাজ আর খেলোয়াড়েরাও আছে।

(আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখুন : অ্যান্টনি ফিস্ক, একজন গ্র্যান্ডমাস্টারের জীবন)

তাহলে থলের বেড়াল বের হয়ে গেছে, আর নিউইয়র্কের হোমিসাইড নিজেদের নাক গলানো শুরু করে দিয়েছে পুরো ব্যাপারটায়। তাদের কাছে আমার নামটাও চলে গেছে দেখে রোমাঞ্চিত বোধ করলাম, তবে সুদূর আফ্রিকায় থাকার কারণে তারা আমার টিকিটাও খুঁজে পাবে না এখন। ভাবলাম লিলিও আমার মতো ধরা ছোঁয়ার বাইরে আছে কিনা। নিঃসন্দেহে সোলারিন এ সুযোগ পাবে না। আরো বেশি জানার জন্য আমি পরবর্তী পৃষ্ঠায় চোখ বুলালাম।

দুই কলামের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ আর আক্রমণাত্মক শিরোনাম দেখে বিস্মিত হলাম আমি : বৃটিশ গ্র্যান্ডমাস্টারের মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করেছে সোভিয়েতরা। সোলারিনকে 'ক্যারিশম্যাটিক' আর 'রহস্যময়' বলে অভিহিত করা হয়েছে সেখানে। স্পেন থেকে তড়িঘড়ি দেশে ফিরে যাবার ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে বিস্তারিত। পুরো ইন্টারভিউটা পড়ে আমি অনেক কিছুই জানতে পারলাম, এতোটা আশা করি নি মোটেও।

প্রথমত, সোলারিন নিজে জড়িত হবার ব্যাপারে কোনো রকম অস্বীকৃতি জানায় নি। এটা পড়ার আগপর্যন্ত আমি জানতাম না ফিস্কের নিহত হবার কয়েক সেকেন্ড আগেও তার সাথে টয়লেটের ভেতরে ছিলো সোলারিন। তবে সোভিয়েতরা এটা বুঝতে পেরে তার জন্যে ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি চেয়েছে।

সোলারিন অবশ্য ইমিউনটি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে (সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই এই প্রসিডিউরটার সাথে সে বেশ ভালোমতোই পরিচিত) বরং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগীতা করার ইচ্ছে পোষণ করেছে। ড্রাগের কারণে ফিস্কের মৃত্যু হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে যে উত্তরটা দিয়েছে সেটা পড়ে আমার হাসি এসে গেলো : "সম্ভবত জনের কাছে এ ব্যাপারে গোপন খবর আছে? ময়না তদন্তে এরকম কোনো কিছুর কথা অবশ্য জানা যায় নি।" হারমানোল্ড হয় একজন মিথ্যেবাদী নয়তো ডিলার, এরকমই একটা ইঙ্গিত আছে তার কথায়।

তবে সোলারিনের দিক থেকে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা পড়ার পর আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, টয়লেটের ভেতরে ঢুকে অন্য কারো পক্ষে ফিস্ককে হত্যা করা অসম্ভব। অন্য কেউ ঢুকবে সেই সময় ছিলো না, ঢোকার মতোও কোনো পরিস্থিতি ছিলো না সেখানে। নিউইয়র্ক ছাড়ার পর এই প্রথম ঐ জায়গাটার ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কে জানতে পারলাম আমি। আরো বেশি জানতে পারবো যদি নিমের সাহায্য পাই। ঐ ক্লাবে সে সশরীরে গিয়ে দেখে আসতে পারে।

এরইমধ্যে আমার দু'চোখ ভরে ঘুম চলে এলো। আমার দেহঘড়ি বলছে এখন নিউইয়র্ক সময় বিকেল ৪টা, গত চব্বিশ ঘণ্টায় এক ফোটাও ঘুমাতে পারি নি। ট্রে থেকে রুমের চাবি আর পত্রিকাটা হাতে নিয়ে বাগানে চলে এলাম। ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করছে চারপাশ।

নিজের রুমে এসে দরজার লক লাগিয়ে দিলাম। ভেতরে ল্যাম্প জ্বলছে। ঘরটা বিশাল, পোড়ামাটির টাইল্‌সের মেঝে, সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে বিশাল বিশাল ফ্রেঞ্চ জানালা।

বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার ছেড়ে দেখলাম লালচে পানি পড়ছে, ভাবলাম কিছুক্ষণ ছেড়ে রাখলে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু সেটা আর হলো না। সুতরাং ঠাণ্ডা পরিস্কার পানিতে গোসল করার শখ পূরণ হবার নয়।

শোবার ঘরে এসে ক্লোজেট খুলে দেখি আমার সব জামা-কাপড় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখানকার লোকজন অন্যের জিনিসপত্র ঘেটে দেখাটা দারুণ উপভোগ করে, ভাবলাম আমি। কিন্তু আমার কাছে এমন কিছু নেই যে লুকানোর চেষ্টা করবো।

ফোন তুলে হোটেল অপারেটরকে নিউইয়র্কে নিমের কম্পিউটারের নাম্বারটা দিলাম। সে জানালো কানেকশান পেলে আমাকে কল করবে। কাপড়চোপড় নিয়ে বাথরুমে চলে গেলাম। লালচে পানিতে সেটা তিন ইঞ্চির মতো ভরে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই পানিতেই শুয়ে পড়লাম আমি।

শরীরে যখন সাবান মাখছি তখনই ফোনটা বাজতে শুরু করলো। গায়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে ফোনটা তোলার জন্যে ছুটে গেলাম।

"মাদাম," অপারেটর বললো, "আপনার নাম্বারটায় কানেকশান পাচ্ছি না।"

"কানেকশান পাবেন না কেন?" জানতে চাইলাম। "এখন তো নিউইয়র্কে বিকেল। যে নাম্বারটা দিয়েছি সেটা বিজনেস নাম্বার।" নিমের কম্পিউটারটা চব্বিশ ঘণ্টাই সংযুক্ত থাকে।

"না, মাদাম, ঐ শহরেই কানেকশান পাওয়া যাচ্ছে না।"

"মানে? নিউইয়র্ক সিটিতে কানেকশান পাচ্ছেন না?" আমি এখানে আসার পর তারা নিশ্চয় মানচিত্র থেকে শহরটা মুছে ফেলে নি। "আপনি কি বলছেন এসব। নিউইয়র্কে এককোটি লোক বাস করে!"

"সম্ভবত অপারেটর শুতে চলে গেছে, মাদাম," নরম কণ্ঠে বললো সে। "কিংবা ডিনারেও গেছে হয়তো।"

স্বাগতম আলজেরিয়া, ভাবলাম আমি। ফোনটা রেখে ঘরের বাতি নিভিয়ে ফ্রেঞ্চ জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। জেসমিন ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে গেলো মনটা।

রাতের তারা ভরা আকাশ আর সামনের কালচে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম কতো দূরেই না চলে এসেছি। এমন এক জায়গায় আছি যেখানকার লোকজন সম্পর্কে কিছুই জানি না। কোনো কিছু না বুঝেই ঢুকে পড়েছি আরেকটা দুনিয়ায়।

গা মুছে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি।

∞

একটা শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি অন্ধকার, মনে হলো স্বপ্ন দেখছি। বিছানার পাশে জ্বলজ্বলে ডায়ালের ঘড়িটা বলছে এখন মাঝরাত। কিন্তু আমার নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে তো কোনো ঘড়ি নেই। একটু পর বুঝতে পারলাম কোথায় আছি আমি। বিছানার উপর উঠে বসতেই আবারো শব্দটা শুনতে পেলাম। ঠিক আমার জানালার বাইরে : সাইকেলের চেইন ঘোরার ধাতব শব্দ।

বোকার মতো ফ্রেঞ্চ জানালাটা খুলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জানালার বাইরে, চাঁদের আলোয় একটা মানুষের কালচে অবয়ব দেখতে পেলাম, এক হাত সাইকেলের হ্যান্ডেলবারের উপর। তাহলে ওটা আমার কল্পনা ছিলো না!

ধক করে উঠলো বুক। দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে, বন্ধ করে দিলাম সেটা কিন্তু দুটো সমস্যার মুখোমুখি হলাম : প্রথমত জানালাটা কিভাবে লক করা যায় সেটা জানি না। আর দ্বিতীয়টা হলো আমার গায়ে কোনো পোশাক নেই। ক্লোজেট থেকে কাপড় বের করে পড়ার জন্য বড্ড দেরি হয়ে গেছে। জানালার সামনে থেকে সরে পাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চেষ্টা করলাম জানালার লক খুঁজে বের করতে, যাতে করে সেটা বন্ধ করা যায়।

"আমার কোনো ধারণাই ছিলো না তুমি নগ্ন হয়ে ঘুমাও," ফিসফিস করে বললো লোকটা। তার স্লাভিচ উচ্চারণ শুনে আমার ভুল হলো না চিনতে। এটা সোলারিন। টের পেলাম সারা শরীর কাটা দিয়ে উঠেছে। *বানচোত!*

জানালা দিয়ে এক পা ঢুকিয়ে দিলো সে। *হায় জিশু, ভেতরে ঢুকে পড়ছে!* দৌড়ে ছুটে গেলাম বিছানার কাছে, এক টানে চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে নিলাম।

"আপনি এখানে কি করতে এসেছেন?" ঘরের ভেতর ঢুকে জানালাটা বন্ধ করে দিলে আমি চিৎকার করে বললাম।

"তুমি কি আমার নোটটা পাও নি?" জানালার লক লাগাতে লাগাতে বললো সে।

"আপনার কোনো ধারণা আছে এখন ক'টা বাজে?" আমার কাছে এগিয়ে আসতে লাগলে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম। "আপনি এখানে এলেন কিভাবে? গতকালও তো নিউইয়র্কে ছিলেন..."

"তুমিও তো ছিলে," কথাটা বলেই সোলারিন সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিলো। আমার আপাদমস্তক দেখে মুচকি হাসলো সে, তারপর বিছানার প্রান্তে বসে পড়লো, যেনো এটা তার নিজের ঘর। "তবে এখন আমরা দু'জনেই এখানে। একা। এরকম সাগর পাড়ের মনোরম একটি জায়গায়। খুবই রোমান্টিক জায়গা, তুমি কি তা মনে করো না?" তার সবুজ চোখজোড়া ল্যাম্পের বাতিতে জ্বলজ্বল করছে।

"রোমান্টিক!" রাগে ফুসতে ফুসতে বললাম। "আমি চাই না আপনি আমার ধারে কাছেও আসেন! যখনই আপনার সাথে আমার দেখা হয় তখনই কেউ না কেউ খুন হয়..."

"সাবধান," বললো সে, "দেয়ালেরও কান থাকতে পারে। জামা পরে নাও। বাইরে কোথাও নিয়ে যাবো তোমাকে, ওখানে গিয়ে কথা বলবো আমরা।"

"আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে," তাকে বললাম। "আমি এ ঘর থেকে এক পাও বাইরে ফেলছি না, বিশেষ করে আপনার মতো কারোর–" কিন্তু চট করে আমার কাছে এসে আমার গায়ের চাদরটা খপ করে ধরে ফেললো সে। যেনো এক টানে আমাকে নগ্ন করে ফেলবে। তার ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি।

"জামা পরে নাও, নইলে আমি নিজে তোমাকে পরিয়ে দেবো।"

আমার মনে হলো ঘাড়ের দিকে রক্ত জমে গেছে। তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সম্ভ্রমের সাথেই ক্লোজেটের কাছে চলে গেলাম। ওখান থেকে দ্রুত কিছু কাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। বাথরুমের দরজা বন্ধ করতেই রাগে সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। এই বানচোতটা মনে করছে হুট করে আমার ঘরে ঢুকে, আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে যা বলবে তাই আমি করবো...দেখতে যদি এতোটা হ্যান্ডসাম না হতো তাহলে বুঝিয়ে দিতাম।

কিন্তু সে কি চায়? হাজার হাজার মাইল দূর পর্যন্ত আমাকে ফলো করছে কেন? আর বাইসাইকেলটা নিয়েই বা কি করছে?

জিন্স প্যান্ট আর লাল রঙের কাশমিরি সোয়েটার পরে নিলাম আমি। শোবার ঘরে এসে দেখি বিছানায় বসে লিলির সেই ছোট্ট দাবা সেটে দাবা খেলে যাচ্ছে সে। তার মানে আমার জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করে ফেলেছে এরইমধ্যে। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো।

"কে জিতেছে?" জানতে চাইলাম আমি।

"আমি," বেশ দৃঢ়ভাবে বললো সে। "আমিই সব সময় জিতি।" বিছানা থেকে উঠে আমার দিকে একটু দেখে চলে গেলো ক্লোজেটের কাছে। সেখান থেকে একটা জ্যাকেট বের করে নিজের হাতে আমাকে পরিয়ে দিলো সেটা।

"তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে," বললো সে। "প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিনের মতো আকর্ষণীয় পোশাক না পরলেও এই মাঝরাতে চাঁদের আলোয় বিচে হাটাহাটি করতে দারুণ লাগবে।"

"আপনি যদি মনে করে থাকেন আমি আপনার সাথে বিচে বেড়াতে যাবো তাহলে আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ।"

"জায়গাটা কিন্তু খুব কাছে," আমার কথাটা আমলেই নিলো না। "বিচের ওখানে একটা ক্যাবারে আছে, আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো। ভালো চা আর বেলি ড্যান্স দেখার ব্যবস্থা আছে। তোমার খুব ভালো লাগবে, মাই ডিয়ার।

আলজেরিয়াতে মেয়েরা হয়তো হিজাব পরে থাকে কিন্তু বেলি ড্যান্সাররা সব পুরুষ!"

মাথা ঝাঁকিয়ে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। আমার রুমের চাবিটা সোলারিন তার পকেটে রেখে দিলো।

আকাশে চেয়ে দেখলাম আজ পূর্ণিমা। চারপাশ সেই আলোতে প্লাবিত। সমুদ্রের ঢেউ ধীরে ধীরে আছড়ে পড়ছে বালুরাশির উপর।

"আমি যে পত্রিকাটি পাঠিয়েছিলাম সেটা কি তুমি পড়েছো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আপনি পাঠিয়েছিলেন? কিন্তু কেন?"

"যাতে করে তুমি জানতে পারো তারা জেনে গেছে ফিস্ককে হত্যা করা হয়েছে। ঠিক আমি তোমাকে যেমনটি বলেছিলাম।

"ফিস্কের মৃত্যুর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই," বালিতে লাথি মেরে বললাম।

"সবকিছুর সাথেই তোমার সম্পর্ক আছে, এটা আমি বার বার বলে যাচ্ছি তোমাকে। তোমার কি ধারণা আমি ছয় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছি শুধুমাত্র তোমার জানালায় উঁকি মারার জন্য?" অধৈর্য হয়ে বললো সে। "আমি তোমাকে বলেছি, তুমি বিপদে আছো। আমার ইংলিশ অতোটা ভালো না হলেও তোমার সেটা বোঝার কথা।"

"আমার তো মনে হয় একমাত্র আপনিই বিপদের মধ্যে আছেন," ঝাঁঝের সাথে বললাম। "আপনিই যে ফিস্ককে খুন করেন নি সেটাই বা বুঝবো কিভাবে? শেষবার আপনার সাথে যখন দেখা হলো তখন আপনি কি করলেন...আমার বৃফকেসটা নিয়ে সটকে পড়লেন আর ফেলে রেখে গেলেন আমার বন্ধুর ড্রাইভারের লাশ। আপনি যে সলকেও খুন করেন নি সেটাই বা বুঝবো কিভাবে?"

"সলকে আমিই খুন করেছি," শান্তকণ্ঠে বললো সোলারিন। কথাটা শুনে বালির উপরে বরফের মতো জমে গেলাম। আমার দিকে কৌতুহলী চোখে চেয়ে আছে সে। "তাছাড়া আর কে করতে পারতো কাজটা?"

আমি স্তম্ভিত। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। পা নাড়ানোর ক্ষমতা নেই যেনো। এক খুনির সাথে এরকম নিরিবিলি জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি!

"আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত," বললো সোলারিন, "কারণ তোমার বৃফকেসটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলাম। ওটা ওখানে থাকলে সলের খুনের ব্যাপারে তোমাকেই সন্দেহ করা হতো। বৃফকেসটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি।"

তার ব্যবহারে আমি যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। সলের মৃতদেহটা

চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এই লোকটাই তাকে খুন করে ফেলে রেখেছিলো!

"অনেক ধন্যবাদ, আপনাকে," রাগে ক্ষোভে বললাম। "আপনি সলকে খুন করেছেন মানে কি? আমাকে ঘরের বাইরে এনে কিভাবে বলতে পারছেন আপনি একজন নির্দোষ লোককে হত্যা করেছেন?"

"আস্তে বলো," চারপাশে তাকিয়ে বললো সোলারিন। খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেললো সে। "তার হাতে আমি মরে গেলেই কি তুমি বেশি খুশি হতে?"

"সল আপনাকে...?" তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুতীব্র ঘৃণায় আমার শরীর কাঁপছে। সোলারিন আবারো আমার হাতটা ধরে জোর করে তার দিকে ফেরালো।

"তোমাকে রক্ষা করা মানে নিজের সমস্যা বয়ে আনা, তোমরা আমেরিকানরা এটাকে বলো নিজের পাছায় সূচ ফোঁটানো, তাই না?"

"আমাকে আপনার রক্ষা করতে হবে না, ধন্যবাদ," পাল্টা বললাম আমি। "বিশেষ করে আপনার মতো খুনির কাছ থেকে আমি কোনো সুরক্ষা চাই না। সুতরাং আপনাকে যারা পাঠিয়েছে তাদেরকে গিয়ে বলুন–"

"দেখো," ক্ষিপ্ত হয়ে বললো সোলারিন। তারপরই আমার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো। রাতের আকাশের দিকে চেয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে রাগ প্রশমিত করার চেষ্টা করলো সে। আমি নিশ্চিত উল্টোভাবে দশ গুনছে।

"দেখো," আরো শান্তভাবে বললো এবার। "আমি যদি বলি সলই ফিস্ককে খুন করেছে তাহলে কি হবে? আর এটা শুধুমাত্র আমিই জানি, সেজন্যেই সল আমার পেছনে লেগেছিলো, তাহলে কি তুমি আমার কথা শুনবে?"

তার সবুজ চোখজোড়া আমার চোখে আশ্বাস খুঁজে বেড়াতে লাগলো কিন্তু আমার মাথা কাজ করছে না। সল একজন খুনি? চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করলাম, কোনো লাভ হলো না।

"ঠিক আছে, বলুন," বললাম তাকে। মুচকি হাসলো সোলারিন।

"তাহলে চলো একটু হাটি," আমার কাঁধে একটা হাত রেখে সৈকত ধরে হাটতে শুরু করলো সে। "আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি না।" কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম আমরা। এই ফাঁকে সোলারিন নিজের চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নিলো।

"আমার মনে হয় শুরু থেকেই বলা ভালো," অবশেষে সোলারিন বললে আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"প্রথমেই তোমাকে বুঝতে হবে ঐ দাবা টুর্নামেন্টের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই, ছিলোও না। এটা আমার দেশের সরকার ব্যবস্থা করেছে আমি যাতে নিউইয়র্কে এসে জরুরি একটা কাজ করতে পারি।"

"কিসের জরুরি কাজ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"সে কথায় পরে আসছি।" বালি থেকে একটা ঝিনুকের খোল কুড়িয়ে নিলো সোলারিন। "সবত্রই প্রাণ আছে," ঝিনুকের খোলটা আমার হাতে তুলে দিলো এবার। "এমন কি সাগরের তলদেশেও। আর সবখানেই এটা মানুষের বোকামির কারণে বিনাশের শিকার হয়।"

"এই জিনিসটার কিন্তু ঘাড় মটকে মৃত্যু হয় নি," তাকে বললাম। "আপনি কি একজন পেশাদার খুনি? কিভাবে একজন মানুষকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে খতম করে দিতে পারলেন?" ঝিনুকের খোলটা সমুদ্রের পানিতে ছুড়ে মারলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সোলারিন। আমরা আবার হাটতে শুরু করলাম।

"খেলার এক পর্যায়ে আমি যখন বুঝতে পারলাম ফিস্ক প্রতারণা করছে," আড়ষ্ট কণ্ঠে বলতে শুরু করলো সে, "তখন জানতে চাইলাম কারা তাকে দিয়ে এ কাজটা করাচ্ছে, আর কেনই বা করাচ্ছে।"

তাহলে লিলির ধারণাই ঠিক, ভাবলাম আমি। তবে তাকে এটা বললাম না।

"আমি নিশ্চিত ছিলাম এর পেছনে অন্য কেউ জড়িত আছে তাই খেলা থামিয়ে দেই, তারপর টয়লেট পর্যন্ত তাকে ফলো করি। টয়লেটের ভেতর সে আমার কাছে প্রতারণার কথা স্বীকার করে। এর পেছনে কারা জড়িত কেন জড়িত তাও বলে।"

"কারা জড়িত?"

"সরাসরি কারোর নাম বলে নি। মনে হয় সে নিজেও তাদেরকে ওভাবে চিনতো না। তবে যেসব লোক তাকে হুমকি দিয়ে টুর্নামেন্টে খেলতে রাজি করায় তারা জানতো আমি ঐ টুর্নামেন্টে খেলতে আসবো। আর এ কথাটা শুধুমাত্র একজন লোকই জানতো : যে লোকটার সাথে আমার সরকার এইসব অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। লোকটা আর কেউ না, টুর্নামেন্টের স্পন্সর..."

"হারমানোল্ড!" আৎকে উঠলাম আমি।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার বলতে শুরু করলো সোলারিন। "ফিস্ক আমাকে আরো বলেছে, হারমানোল্ড আর তার কন্ট্যাক্টরা একটি ফর্মুলার পেছনে লেগেছে, স্পেনে খেলার সময় ঠাট্টারছলে আমি এক খেলোয়াড়ের সাথে বাজি ধরে বলেছিলাম সে যদি আমাকে হারাতে পারে তাহলে আমি তাকে একটি সিক্রেট ফর্মুলা দেবো–এইসব বোকারদল মনে করেছে আমার এই অফারটা বুঝি এখনও বহাল আছে, সেজন্যেই তারা ফিস্ককে আমার বিরুদ্ধে খেলার ব্যবস্থা করে, সেইসাথে এমন ব্যবস্থা করে যাতে করে ফিস্ক কোনোভাবেই হেরে না যায়। আমার সাথে খেলার সময় কোনো সমস্যায় পড়লে কানাডিয়ান ক্লাবের টয়লেটে গিয়ে হারমানোল্ডের সাথে ফিস্কের দেখা করার কথা ছিলো, ওখানে তাদেরকে কেউ দেখতে পেতো না..."

"কিন্তু হারমানোল্ড তার সাথে ওখানে দেখা করতে পারে নি," বললাম আমি। এবার টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া লাগতে শুরু করলো। তবে এখনও পুরো চিত্রটা আমার কাছে পরিস্কার নয়। "আপনি বলতে চাচ্ছেন হারমানোল্ড অন্য কাউকে ফিস্কের সাথে দেখা করার জন্যে পাঠিয়েছিলো। এমন কেউ যে কিনা খেলা দেখতে আসা দর্শক নয়?"

"ঠিক," বললো সোলারিন। "তবে তারা আশা করে নি আমি ফিস্ককে ফলো করে টয়লেটে চলে আসবো। সে টয়লেটে ঢোকা মাত্রই আমি সেখানে ঢুকে পড়ি। তার খুনি বাইরের করিডোরেই ওৎ পেতেছিলো। আমাদের মধ্যে যেসব কথা হয়েছে তার সবটাই হয়তো সে শুনে ফেলে। তখন ফিস্ককে হুমকি দেয়ার জন্যে বড্ড দেরি হয়ে যায়। ফলে তাকে দ্রুত সরিয়ে ফেলে তারা।"

কালচে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভাবলাম, এটা ট্যাক্টিক্যাল দিক থেকে সম্ভব। আমার নিজের কাছে এমন কিছু তথ্য আছে যা সোলারিন জানে না। যেমন, হারমানোল্ড মোটেও আশা করে নি লিলি টুর্নামেন্টে হাজির হয়ে খেলা দেখবে, কারণ লিলি কখনও অন্যের খেলা দেখে না। কিন্তু লিলি যখন হাজির হবার পর চলে যাবার হুমকি দিলো হারমানোল্ড তাকে থেকে যাবার জন্যে চাপাচাপি করেছিলো (তার গাড়ি আর ড্রাইভারসহ)। সলকে দিয়ে একটা কাজ করাবে সে, এটাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু সল কেন?...সম্ভবত আমি যেরকমটি ধারণা করতাম সল তারচেয়ে অনেক বেশি দাবা খেলাটা বুঝতো। হয়তো ক্লাবের বাইরে গাড়িতে বসে ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ফিস্ককে চাল দিতে সাহায্য করেছে সে! এটাই যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বলতেই হয় হ্যারির ড্রাইভারকে আমি কতোটা ভালোভাবে চিনতাম?

এবার সোলারিন সবটুকু ফাঁক পূরণ করে দিলো–ফিস্কের হাতে আঙটিটা কিভাবে খেয়াল করলো, তাকে ফলো করে টয়লেটে চলে গেলো, ইংল্যান্ডে ফিস্কের কন্ট্যাক্ট এবং তারা কি চায় সেসব সম্পর্কে সোলারিন জানতে পারলো কিভাবে ইত্যাদি। ফিস্ক যখন আঙটিটা খুলে ফেললো তখন সে টয়লেট থেকে দৌড়ে বের হয়ে যায়। সে মনে করেছিলো ওটাতে বিস্ফোরক আছে। যদিও ফিস্কের টুর্নামেন্টে আসার কথাটা হারমানোল্ড আগে থেকেই জানতো, তবে ফিস্ককে সে খুন করে তার আঙটিটা সরিয়ে ফেলে নি। আমি নিজেও দেখেছি মেট্রোপলিটান ক্লাব থেকে বাইরে কোথাও যায় নি হারমানোল্ড।

"লিলি আর আমি যখন লিমোজিনের কাছে চলে আসি তখন সল গাড়িতে ছিলো না," অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা বললাম তাকে। "কাজটা করার সুযোগ ছিলো তার যদিও আমি জানি না এর পেছনে কি মোটিভ ছিলো...সত্যি বলতে কি, আপনি যা বললেন তাতে করে মনে হচ্ছে কানাডিয়ান ক্লাব থেকে বের হয়ে গাড়ির কাছে ফিরে আসার কোনো সুযোগ তার ছিলো না, কারণ আপনি এবং

জাজেরা তার পালাবার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি আর লিলি তাকে যখন খুঁজছিলাম তখন সে গাড়ির কাছে কেন ছিলো না সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে।" *আসলে অনেক বেশিই বোঝা যাচ্ছে*, মনে মনে বললাম আমি। আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে কেন গুলি ছোঁড়া হয়েছে সেটাও এখন বোধগম্য আমার কাছে!

সোলারিনের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় ফিস্ককে সরানোর কাজে সলকে ব্যবহার করেছে হারমানোল্ড, তাই লিলি আর আমি সলকে খোঁজার জন্যে ক্লাবে ফিরে আসি এটা সে কোনোভাবেই চায় নি! গেইমিং রুমের জানালা দিয়ে আমাদেরকে দেখার পর তার হয়তো মনে হয়েছিলো আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দেয়া দরকার, যাতে করে আমরা দ্রুত সটকে পড়ি!

"তাহলে হারমানোল্ডই ফাঁকা গেইমিংরুমে গিয়ে ওখানকার একটি জানালা থেকে আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করেছে!" আৎকে উঠে সোলারিনের হাতটা ধরে ফেললাম। এরকম সিদ্ধান্তে কিভাবে এলাম সেটা ভেবে অবাক চোখে চেয়ে রইলো আমার দিকে।

"হারমানোল্ড কেন প্রেসের কাছে বলেছে ফিস্ক একজন মাদকসেবী সেটাও এখন স্পষ্ট হয়ে গেলো," আমি আরো বললাম। "এরফলে তার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে ফেলা সম্ভব হবে, নাম না জানা এক ড্রাগ ডিলারকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখন।" সোলারিন হেসে ফেললো।

"ব্রদস্কি নামের এক লোককে আমি চিনি, সে তোমাকে ভাড়া করতে পারলে খুশিই হবে," বললো সে। "তোমার মাথাটা গুপ্তচর আর গোয়েন্দাদের মতো। এখন যেহেতু সব কিছুই জেনে গেছো, তাহলে চলো, একটু ড্রিঙ্ক করি।"

সৈকতের একপ্রান্তে, বেশ দূরে আমি দেখতে পেলাম বিরাট একটা তাবু বসানো আছে।

"এতো জলদি নয়," তার হাতটা ধরেই বললাম। "ধরে নিচ্ছি সলই ফিস্ককে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। স্পেনে যে ফর্মুলাটা আপনি দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে তারা এতোটা হন্যে হয়ে আছে, সেটা কি? নিউইয়র্কে আপনি কি ধরনের জরুরি কাজ করতে এসেছেন? সলই বা কিভাবে ইউএন ভবনে চলে এলো?"

লাল-সাদা স্ট্রাইপের তাবুটা কমপক্ষে ত্রিশ ফিট উঁচু হবে। প্রবেশপথে দুটো বড় বড় পাম গাছ বসানো আছে পিতলের পাত্রে। নীল আর সোনালী রঙের কার্পেট পাতা আছে সেখানে। আমারা দু'জনেই ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

"ইউএন ভবনে আমার এক কন্ট্যাক্টের সাথে দেখা করার কথা ছিলো," বললো সোলারিন। "তবে তুমি আমাদের মাঝখানে চলে আসার আগপর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নি সল আমাকে ফলো করছিলো।"

"তাহলে আপনিই সেই বাইসাইকেলের লোকটা!" আর্তনাদ করে উঠলাম। "কিন্তু আপনার পোশাক–"

"আমি আমার কন্ট্যাক্টের সাথে যখন দেখা করি," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো সে, "তখন মহিলা বললো তুমি আমাকে ফলো করছো, আর সল ছিলো ঠিক তোমার পেছনে..." (তাহলে কবুতরওয়ালি ছিলো তার কন্ট্যাক্ট!) "আমরা কবুতরগুলো উড়িয়ে দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করি," বললো সোলারিন, "আমি ইউএন ভবনের পেছনে যে সিঁড়িটা আছে সেখানে উপুড় হয়ে থাকলে তুমি আমাকে দেখতে না পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাও। তারপর আমি সলের পিছু নেই, সে ইউএন ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়লে আমি বুঝে যাই সে কোথায় গেছে। লিফটের ভেতরে আমি আমার সোয়েটার খুলে ফেলি, সেটার নীচে অন্য একটা পোশাক ছিলো। উপরে উঠে দেখতে পাই তুমি মেডিটেশন রুমে ঢুকছো। আমার কোনো ধারণাই ছিলো না সল আগে থেকেই ওখানে লুকিয়ে ছিলো। সে আমাদের সব কথা শুনে ফেলে।"

"মেডিটেশন রুমে?" আবারো আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। আমরা এখন আল-মরোক্কো নামের তাবুর ভেতরে।

"মাই ডিয়ার," আমার চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে বললো সোলারিন। নিমও মাঝেমধ্যে এরকম করে থাকে আমার সাথে। "তুমি খুবই আনাড়ি। আমি যে তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম সেটা তুমি বুঝতে না পারলেও সল ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো। তুমি মেডিটেশন রুম থেকে চলে যেতেই সে পাথরের স্ল্যাবের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে আমাকে। আমি বুঝতে পারি সে সব শুনে ফেলেছে, তোমার জীবনটা বেশ বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে। আমি তোমার বৃফকেসটা সরিয়ে ফেলি যাতে করে তার সঙ্গের লোকজন জানতে না পারে তুমি এখানে ছিলে। পরে ঐ কন্ট্যাক্ট আমার হোটেলে একটা চিরকুট পাচার করে জানিয়ে দেয় কিভাবে তোমার বৃফকেসটা ফিরিয়ে দেয়া যাবে।"

"কিন্তু ঐ মহিলা এটা কিভাবে জানলো..." আমি বললাম।

সোলারিন আবারো আমার চুলে হাত বুলাতেই তাবুর এক লোক ছুটে এলো আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে। সোলারিন তাকে একশ' দিনার টিপ্‌স দিলে আমি আর ঐ লোক দু'জনেই হা করে চেয়ে রইলাম। এখানে পঞ্চাশ সেন্ট টিপ্‌স দিলেই অনেক বেশি, সুতরাং এতো বড় বখশিস পেয়ে লোকটা আমাদেরকে সবচাইতে ভালো একটি টেবিলে বসানোর ব্যবস্থা করবে এটাই তো স্বাভাবিক।

"মনেপ্রাণে আমি একজন ক্যাপিটালিস্ট," আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললো সোলারিন।

তাবুর ভেতরে বালির মেঝেটা খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। সেটার উপর বড় বড় পার্সিয়ান কার্পেট বিছানো। কার্পেটের উপর অসংখ্য কুশন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে। কিছু কৃত্রিম মরুদ্যান তৈরি করা হয়েছে আর

সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে টেবিলগুলো আর কার্পেটের মেঝের মধ্যে আড়াল হিসেবে। তাবুর উপরে ঝুলছে পিতলের লণ্ঠন। একেবারে আরব্যরজনীর একটি পরিবেশ।

তাবুর মাঝখানে বিশাল গোলাকার একটি মঞ্চ, সেটার উপর স্পটলাইটের আলো ফেলা হয়েছে। মঞ্চের চারপাশে একদল বাদ্যযন্ত্রী এমন একটা সঙ্গিত বাজাচ্ছে যেটা আমি জীবনেও শুনি নি। তারা সঙ্গিতের তালে তালে উদ্দাম নৃত্যসহকারে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করছে।

সোলারিন আর আমি মঞ্চের খুব কাছে একটা টেবিলের কাছে কুশনে হেলান দিয়ে বসলাম। এতো জোরে জোরে সঙ্গিত বাজছে যে সোলারিনকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম না। চিৎকার করে ওয়েটারকে অর্ডার দিলো সে।

হারমানোল্ড যে ফর্মুলাটা চাইছে সেটা কি? কবুতরওয়ালি ঐ মহিলা কে? আমার কাছে বৃফকেসটা কিভাবে ফেরত পাঠানো যায় সেটাই বা সে জানতে পারলো কেমনে?

একটু সময়ের জন্য বাজনা থামতেই ওয়েটার চলে এলো চা আর ব্র্যান্ডি নিয়ে। বড় বড় পাত্রে চা পরিবেশন করে সে চলে যেতেই সোলারিন আর আমি টোস্ট করলাম।

"খেলাটার প্রতি," রহস্যময় হাসি দিয়ে বললো সে।

আমার রক্ত হিম হয়ে গেলো। "আপনি এসব কি বলছেন, আমার তো কোনো ধারণাই নেই।" খেলাটা সম্পর্কে সে কি জানে?

"অবশ্যই তুমি জানো, মাই ডিয়ার," আমার গ্লাসটা তুলে নিয়ে সেটা আমার ঠোঁটে আলতো করে ছুঁয়ে দিলো। "তুমি যদি সেটা না-ই জানতে তাহলে আমি তোমার সাথে এখানে বসে চা পান করতাম না।"

এক চুমুক দিলাম সেই অদ্ভুত চায়ে। গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে একটা আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁটটা মুছে দিলো সোলারিন। আমার দিকে না তাকিয়ে থাকলেও তার প্রতিটি কথা শুনতে পাচ্ছি আমি।

"সবচাইতে বিপজ্জনক খেলা," এতো ফিসফিসিয়ে বললো যে আমি ছাড়া আর কারো পক্ষে সেটা শোনা সম্ভব নয়, "আর আমাদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে নির্দিষ্ট একটা ভূমিকায় খেলার জন্য..."

"বেছে নেয়া হয়েছে মানে কি?" কিন্তু সে কিছু বলার আগেই কান ফাটা শব্দে শুরু হয়ে গেলো বাজনা।

এরপর পরই সুসজ্জিত একদল পুরুষনর্তক মঞ্চে এসে নাচতে শুরু করে দিলো। কোমরে ওড়নার মতো কিছু পেচিয়ে উদ্বাহু নৃত্য পরিবেশন করছে তারা।

"তোমার কি ভালো লাগছে?" আমার কানে কানে বললো সোলারিন। মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

"এটা কাবিল সঙ্গিত," বললো সে। "আলজেরিয়া আর মরোক্কোর অ্যাটলাস পার্বত্যাঞ্চলের সঙ্গিত। মাঝখানের নর্তককে দেখো, সোনালি চুল আর বাদামী চোখ তার। নাকটা যেনো ঈগল পাখির মতো। শক্ত চোয়াল দেখে মনে হয় পুরনো রোমান মুদ্রা। এটা হলো কাবিলদের চিহ্ন। তারা কিন্তু মোটেও বেদুইনদের মতো নয়..."

দর্শক সারি থেকে এক বৃদ্ধমহিলা উঠে নতর্কদের সাথে যোগ দিলো। চারপাশ থেকে হর্ষধ্বনি শোনা যেতে লাগলো এ সময়। মহিলাকে উৎসাহ দিচ্ছে তারা। মহিলা বেশ হেলেদুলে নাচছে। তাকে ঘিরে নেচে চলেছে নতর্কের দল।

নৃত্যরত মহিলা তার গাউনের পকেট থেকে কিছু ডলার বের করে প্রধান নতর্কের কোমর বন্ধনীতে গুঁজে দিলো। একেবারে লোকটার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করে ফেললো যেনো। নতর্কও ব্যাপারটা টের পেয়ে চোখমুখ নাচিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলো যে দর্শক হেসে গড়াগড়ি খাবার জোগার হলো।

বেশ কয়েকজন দর্শক উঠে পড়লো মঞ্চে। মহিলাকে ঘিরে তারাও নাচতে শুরু করে দিলো এবার। মহিলার পেছনে বাতি জ্বলে থাকার কারণে আমি শুধুমাত্র তার কালচে অবয়বটাই দেখতে পাচ্ছিলাম এতোক্ষণ। তবে এক পর্যায়ে তালি বাজাতে বাজাতে মঞ্চ থেকে নামার সময় ঠিক আমাদের দিকে মুখ করতেই বরফের মতো জমে গেলাম আমি।

চট করে সোলারিনের দিকে তাকালাম, সে আমার দিকে ভ্রু কুচকে চেয়ে আছে। মহিলা মঞ্চ থেকে নামতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। সোলারিন আমাকে খপ করে ধরে ফেললো।

"আমাকে যেতে দিন," দাঁতে দাঁত পিষে বললাম। আশেপাশে কিছু লোক কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে। "বললাম না, আমাকে যেতে দিন! আপনি কি জানেন ঐ মহিলা কে?"

"তুমি জানো?" আমার কানে ফিসফিসিয়ে বললো সে। "লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ কোরো না!" তারপরেও যখন আমি তার হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করলাম তখন সে জাপটে ধরলো আমাকে। যেনো অন্তরঙ্গ কোনো মুহূর্ত এটি।

"তুমি আমাদের দু'জনকেই বিপদে ফেলে দিচ্ছো," আবারো কানে কানে বললো সে। "ঠিক যেভাবে দাবা টুর্নামেন্টে এসে বিপদে ফেলেছিলে–ইউএন ভবনে আমাকে ফলো করেও ঐ একই কাজ করেছো তুমি। তোমার কোনো ধারণাই নেই ঐ মহিলা তোমাকে এখানে দেখার জন্যে কতোটা ঝুঁকি নিয়েছে। অন্য মানুষের জীবন নিয়ে যে ছেলেখেলা খেলছো সে ব্যাপারে তুমি মোটেও পরোয়া করছো না।"

"না, করছি না!" প্রায় চিৎকার করেই বললাম কথাটা। "এই মহিলা আর কেউ না, ঐ গণক। তাকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে!"

"গণক?" ধন্দে পড়ে গেলো সোলারিন, শক্ত করে ধরে রাখলো আমাকে। গাঢ় সবুজ চোখে আমার দিকে চেয়ে কী যেনো বোঝার চেষ্টা করলো। যে কেউ আমাদের দেখলে ভাববে আমরা বুঝি কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা।

"আমি জানি না ঐ মহিলা ভবিষ্যৎ বলতে পারে কিনা," বললো সে, "তবে মনে হচ্ছে মহিলা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ জানে। এই মহিলাই আমাকে নিউইয়র্কে ডেকে এনেছে। সে-ই তোমাকে ফলো করে আলজিয়ার্সে আসতে বলেছে আমাকে। এই মহিলাই তোমাকে বেছে নিয়েছে–"

"বেছে নিয়েছে!" আমি বললাম। "আমাকে বেছে নিয়েছে কিসের জন্যে? আমি তো তাকে চিনিও না!"

সোলারিন আমাকে ছেড়ে দিতেই চারপাশে বাদ্যবাজনা আরো প্রকট হয়ে উঠলো। আমার হাতটা তুলে ধরে তালুর নীচে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো সে। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো হাতের শিরা দিয়ে যেনো উষ্ণ রক্ত বয়ে যাচ্ছে আমার শরীরে। তারপর মুখ তুলে সরাসরি আমার দিকে তাকালো। তার চোখে চোখ রাখতেই আমার হাটু দুটো দুর্বল হয়ে গেলো মুহূর্তে।

"এটা দেখো," ফিসফিসিয়ে বললো সে। বুঝতে পারলাম সে আমার হাতের তালুর ঠিক নীচে, কব্জির কাছে আঙুল দিয়ে একটা প্যাটার্ন আঁকছে।

"দেখো," আবারো বললো, এবার আমি তাকালাম আমার হাতে দিকে। তালুর গোড়ায় যেখানে নীলচে রঙের শিরা থাকে, ঠিক সেখানে দুটো রেখা সাপের মতো পেচিয়ে ইংরেজি আট সংখ্যার আকার ধারণ করেছে।

"ফর্মুলাটি উন্মোচন করার জন্যে তোমাকে বেছে নেয়া হয়েছে," আস্তে করে বললো সে, তার ঠোঁট যেনো নড়লোই না।

ফর্মুলা! আমার চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। "কিসের ফর্মুলা?" আমিও ফিসফিসিয়ে বললাম।

"আট-এর ফর্মুলা..." কথাটা বলতে নিয়েই হঠাৎ করে চুপ মেরে গেলো সে। যেনো মুখের উপর অন্য একটা মুখোশ এঁটে নিলো দ্রুত। আমার পেছন দিকে চেয়ে দেখলো, তার চোখ আমার পেছনে থাকা কোনো কিছুর দিকে নিবদ্ধ। আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেলো সোলারিন। সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছন ফিরে তাকালাম।

এখনও বাজনা বাজছে, নর্তকের দল নেচে বেড়াচ্ছে মঞ্চে। স্পটলাইটের আলোর বিপরীতে একটা আবছায়া মূর্তি আমাদের দিকে চেয়ে আছে। স্পটলাইটটা একটু সরে নর্তকদের উপর পড়ার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্যে লোকটার উপর পড়লো। শরিফ!

লাইটটা চলে যাবার আগে ভদ্রভাবে সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো একবার। চট করে সোলারিনের দিকে ফিরলাম। কিছুক্ষণ আগেও যেখানে সে ছিলো এখন সেখানে কেউ নেই।

দ্বীপ

একদিন একটি রহস্যময় কলোনি স্পেন ছেড়ে চলে গেলো, তবে রেখে গেলো তাদের ভাষা, যা বর্তমানে ওখানকার মুখের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা কোত্থেকে এসেছে কেউ জানে না, আজানা একটি ভাষায় কথা বলতো তারা। এক নেতা, যে স্থানীয় ভাষাটা বুঝতো, মার্সেইর কমিউনের কাছে অনুনয় করে বললো তাদেরকে যেনো এই নিষ্ফলা আর জনমানবহীন জায়গাটি দেয়া হয়...

–দ্য কাউন্ট অব মন্টি ক্রিস্টো
আলেক্সান্ডার দুমা,
কর্সিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে

আমার একটা ভবিষ্যৎবাণী আছে, একদিন এই ছোট্ট দ্বীপটি সমগ্র ইউরোপকে চমকে দেবে।

–দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট
জ্যঁ-জ্যাক রুশো,
কর্সিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে

প্যারিস
সেপ্টেম্বর ৪, ১৭৯২

মাঝরাতের পরে গাঢ় অন্ধকার আর প্যারিসের উষ্ণতম রাতে তয়িরাঁর বাড়ি থেকে বের হয়ে উধাও হয়ে গেলো মিরিয়ে।

তয়িরাঁ যখন বুঝতে পারলো মেয়েটা চলে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয় তখন নিজের আস্তাবল থেকে সবচেয়ে সেরা একটি ঘোড়া আর বাড়িতে যেটুকু টাকা জমানো ছিলো সব দিয়ে দেয়। যাবার আগে কর্তিয়াদি তার বেশভূষায় বেশ পরিবর্তন করে তাকে একজন কিশোরে রূপান্তরিত করে ফেলে। সেই অবস্থায় ঘোড়া চালিয়ে প্যারিসের বয়ে দ্য বুলোন দিয়ে সোজা ভার্সেইর পথে রওনা দেয় মিরিয়ে।

তয়িরাঁ তার সঙ্গে আসতে চেয়েছিলো কিন্তু মেয়েটি রাজি হয় নি। তার অভিজাত অবয়বটি প্যারিসের প্রায় সবাই চেনে। তাছাড়া দাতোয়াঁ তার কাছে যে পাসটি পাঠিয়েছে সেটা দু'সপ্তাহ পর সেপ্টেম্বরের চৌদ্দ তারিখের আগে কার্যকর হবে না। এজন্যেই তারা একমত হয়েছে, মিরিয়ে একাই চলে যাবে, আর মরিস তয়িরাঁ থেকে যাবে প্যারিসে, যেনো কিছুই ঘটে নি এরকম একটি আবহ তৈরি করার জন্য। কর্তিয়াদি বইয়ের বাক্সসহ একই রাতে চলে যায় চ্যানেলের উদ্দেশে, ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করবে ইংল্যান্ডে যাবার জন্যে যে দিনটি পাস-এ বরাদ্দ রেখেছে তার জন্যে।

এখন, রাতের অন্ধকারে সংকীর্ণ গলি দিয়ে ছুটতে থাকা মিরিয়ে তার সামনে যে বিপজ্জনক মিশন আছে সেটি নিয়ে ভাবার সময় পেলো।

লাবায়ের জেলখানার সামনে তাদের ভাড়া করা ঘোড়াগাড়িটা থামানোর পর থেকে সে শুধুমাত্র ঘটনার প্রতিক্রিয়া করেছে। ভ্যালেন্টাইনের নির্মম প্রহসনের মৃত্যুদণ্ড, নিজের জীবন নিয়ে জেলখানা থেকে পালানো, মারাতের ভীতিকর মুখ, চারপাশের হিংস্রতা–এসবই যেনো সভ্যতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষের পৈশাচিকতার একটি নমুনা তার সামনে তুলে ধরতে কিছুক্ষণের জন্যে উন্মোচিত করা হয়েছিলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সময় যেনো থমকে গিয়েছিলো, আগুনের গোলার মতো তাকে গিলে ফেলেছিলো ঘটনাগুলো। এসব ঘটনা তার মধ্যে আবেগের যে উন্মেষ ঘটিয়েছে তেমনটি এর আগে কখনই হয় নি। এখনও সেই আবেগ ছাই চাপা আগুনের মতো তার ভেতরে জ্বলছে। তয়িরাঁর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থাকার ফলে সেই আগুন যেনো আরো বেশি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে এখন। সেই আগুনের শিখা তার সমস্ত কামনাকে জ্বালিয়ে দিয়ে মস্তগ্নেইন সার্ভিসটাকে যেকোনো কিছুর আগে অধিগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে।

জেলখানার প্রাঙ্গনে ভ্যালেন্টাইনের সেই হাসিটা দেখার পর থেকে তার কাছে মনে হচ্ছে অনন্তকাল পেরিয়ে গেছে, যদিও ঘটনাটি মাত্র বত্রিশ ঘণ্টা আগের। *বত্রিশ*, ফাঁকা রাস্তাটা দিয়ে ছুটে যেতে যেতে ভাবলো মিরিয়ে : দাবাবোর্ডের ঘুঁটির সংখ্যা। রহস্যটি উন্মোচন করতে এবং ভ্যালেন্টাইনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হলে এর সবটাই তাকে সংগ্রহ করতে হবে।

∞

বয়ে দ্য বুলোনে যাবার পথে প্যারিসের পথঘাটে অল্প কিছু লোকের সাথে তার দেখা হয়েছিলো। প্যারিস থেকে অনেক দূরে, গ্রামীণ এলাকার মধ্য দিয়ে যে পথটা চলে গেছে সেটাও পূর্ণিমার আলোয় একদম ফাঁকা। এরইমধ্যে জেলখানার হত্যাযজ্ঞের কথা সবাই জেনে গেছে। এই হত্যাকাণ্ড এখনও চলছে, তাই লোকজন নিজেদের বাড়িতে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হয়তো।

যদিও মার্সেই বন্দরে যেতে হলে তাকে পশ্চিমে লিওঁ'র মধ্য দিয়ে যেতে হবে তারপরও বিশেষ একটা কারণে ভার্সেই নগরীর দিকে ছুটে চললো মিরিয়ে। সেখানে আছে সেন্ট সায়ার কনভেন্ট : এই কনভেন্টটা বিগত শতাব্দীতে মাদাম দ্য মেইঁতেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের একজন সঙ্গিনী। অভিজাত পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। মন্তগ্লেইনের অ্যাবিস রাশিয়া যাবার পথে সেন্ট সায়ারেই বিরতি দিয়েছিলেন।

সম্ভবত ওখানকার *প্রক্তোরেস* মিরিয়েকে আশ্রয় দেবেন–মন্তগ্লেইনের অ্যাবিসের সাথে যোগাযোগ করার কাজে এবং তার প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সার সংস্থানেও সাহায্য পাওয়া যাবে–এই টাকা ব্যয় হবে ফ্রান্স থেকে পালানোর কাজে। মিরিয়ের কাছে ফ্রান্স ত্যাগ করার একটিমাত্র পাসই আছে, আর সেটা হলো মন্তগ্লেইন অ্যাবিসের সুনাম। মনে মনে প্রার্থনা করলো এটা যেনো অলৌকিকের মতো কাজ করে।

বয়ে'তে পাথর, মাটির চাক আর ভাঙা আসবাব দিয়ে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। ব্যারিকেডের ওপাশের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে মিরিয়ে, গরু আর ঘোড়াগাড়ি ভর্তি লোকজন, গবাদিপশু আর মালামাল নিয়ে গেট খোলার জন্য অপেক্ষা করছে তারা। সামনে এগোতেই ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা ধরে এগোতে লাগলো। ঘোড়ার আড়ালে থাকার কারণে মশালের মৃদু আলোয় তার ছদ্মবেশটি অটুট থাকবে বলে ধারণা করলো সে।

ব্যারিকেডের সামনে হট্টগোল দেখতে পেলো মিরিয়ে। ঘোড়ার লাগাম ধরে আস্তে আস্তে জনারণ্যে মিশে গেলো। মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো একদল সৈন্য ব্যারিকেড তুলে দিতে সচেষ্ট হচ্ছে। একজনকে দেখতে পেলো এর ভেতর দিয়ে চলে আসতে।

মিরিয়ের পাশাপাশি একদল পুরুষ এগোচ্ছে সামনের দিকে, ঘাড় উঁচু করে সামনের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছে তারা। তাদের মধ্যে কয়েক ডজন লোক ভেলভেটের পোশাক, চকচকে হাইহিলের জুতো আর দামি দামি রত্ন পরে আছে। মশালের আলোয় সেগুলো চকচক করছে। এরা হলো *জুঁইসে দোরি*, 'অভিজাত তরুণ,' অপেরা দেখার সময় এদেরকে দেখিয়ে এ কথাটা বলেছিলো মাদাম দ্য স্তায়েল। মিরিয়ে শুনতে পেলো লোকগুলো বেশ জোরে জোরেই অভিযোগের সুরে জানাচ্ছে কেন তাদের দলের সাথে চাষাভূষারদল মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

"এই বিপ্লব এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে!" তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বললো। "জঘন্য প্রুশিয়ানরা যখন পিছু হটেই গেছে তখন ফরাসি নাগরিকদের এভাবে আটকে রাখার কোনো মানে নেই।"

"এই যে *সোলদাত*!" একটা রুমাল নেড়ে ব্যারিকেডের উপরে থাকা এক

সৈন্যের উদ্দেশ্যে অন্য এক লোক বললো। "ভার্সেইতে একটা পার্টিতে যেতে হবে! তোমরা আর কতো ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে আমাদের?" সৈন্যটা বেয়নেট উঁচিয়ে তার দিকে তাকাতেই ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো লোকটা।

ব্যারিকেডের সামনে একদল লোক এগিয়ে গেলে আবারো হৈহট্টগোল বেধে গেলো। সড়কগুলোতে স্বঘোষিত একদল ইনকুইসিটর অদ্ভুত ডিজাইনের ঘোড়াগাড়ি নিয়ে টহল দিচ্ছে। নিজেদেরকে তারা 'চেম্বারপট' নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। যাকে তাকে থামিয়ে কাগজপত্র দেখে, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তারা। সন্তুষ্ট না হলে গ্রেফতার করার মতো ঝামেলায় না গিয়ে সোজা গলায় দড়ি লাগিয়ে পথের পাশে কোনো গাছে ঝুলিয়ে দেয় যাতে করে বাকিরা এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

ব্যারিকেডটা খুলে গেলে কিছু ঘোড়াগাড়ি প্রবেশ করলো ওপাশ থেকে। সেইসব গাড়ির যাত্রিদের কাছ থেকে খবরাখবর জানার জন্য লোকজন ঘিরে ধরলো। ঘোড়ার লাগাম ধরে কাছের একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো মিরিয়ে। গাড়ির দরজা খুলে গেলে দু'জন যাত্রিকে দেখতে পেলো সে ।

তরুণ এক সৈন্য, পরে আছে লাল আর গাঢ় নীল রঙের সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম, গাড়ি থেকে নেমেই ছাদের উপর থেকে বাক্স নামাতে শুরু করলো।

মিরিয়ে খুব কাছ থেকে দেখতে পেলো ছেলেটা দেখতে খুবই সুন্দর। মাথার দীর্ঘ বাদামী চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালের উপর পড়ে আছে, গাঢ় নীল চোখ জোড়া একেবারেই মোহনীয়। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। পাতলা রোমান নাক তবে নীচের দিকে একটু বেঁকে গেছে। ঠোঁটজোড়া পাতলা আর সুন্দর, লোকজনের ভীড় লক্ষ্য করে প্রচণ্ড বিরক্তিতে সেটা বিকৃত হয়ে আছে।

এবার সেই সৈন্য হালকা-পাতলা গড়নের এক অল্পবয়সী মেয়েকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলো। মেয়েটার বয়স বড়জোর পনেরো বছর হবে, তবে চোখেমুখে ভয়ার্ত একটি অভিব্যক্তি যেনো স্থায়ী হয়ে আছে। দেখতে তরুণ সৈন্যের মতোই। মিরিয়ে ধারণা করলো তারা ভাই-বোন হবে। তাদেরকে দেখে অবশ্য রূপকথার নায়ক-নায়িকা বলেই মনে হলো তার কাছে।

সবগুলো গাড়ির যাত্রিদের চোখেমুখে এক ধরণের ভীতি লক্ষ্য করলো মিরিয়ে। তবে সৈন্যটির বোনের চেহারার মতো এতোটা ভয়ার্ত নয়। মেয়েটি রীতিমতো কাঁপছে। সৈনিক তার বোনকে লোকজনের ভীড় ঠেলে সামনের দিকে এগোতেই মিরিয়ের কাছে থাকা এক বুড়ো লোক তার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললো।

"ভার্সেই'র পথঘাটের কি অবস্থা, বন্ধু?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আজরাতে আমি ভার্সেইর পথে রওনা হচ্ছি না," ভদ্রভাবে জবাব দিলো সৈনিক তবে এতোটা জোরে বললো যেনো সবাই শুনতে পায়। "চেম্বারপট'রা

ঘুরে বেড়াচ্ছে পথেঘাটে, আমার বোনকে তো দেখতেই পাচ্ছেন কেমন কাঁপছে। সেন্ট-সায়ার থেকে রওনা দেবার পর আট ঘণ্টার যাত্রাপথে আমাদেরকে কমপক্ষে বারো বার থামিয়ে নানান প্রশ্ন করেছে তারা..."

"সেন্ট-সায়ার!" আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। "আপনারা সেন্ট-সায়ার থেকে এসেছেন? কিন্তু আমি তো সেখানেই যাচ্ছি!" এ কথা শুনে সৈনিক আর তার বোন মিরিয়ের দিকে তাকালো। মেয়েটার চোখেমুখে বিস্ময়।

"আরে–এ তো মেয়ে!" মিরিয়ের আপাদমস্তক আবারো দেখে নিয়ে বললো মেয়েটি। "পুরুষের পোশাক পরে আছে!"

সৈনিকটি অবশ্য প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো। "তাহলে আপনি সেন্ট-সায়ারে যাচ্ছেন? আশা করি ঐ কনভেন্টে যোগ দিতে যাচ্ছেন না!"

"আপনারা কি সেন্ট-সায়ারের কনভেন্ট স্কুল থেকে এসেছেন?" বললো মিরিয়ে। "আমাকে ওখানে যেতেই হবে–আজরাতেই। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওখানকার পরিস্থিতি কেমন একটু বলবেন কি?"

"আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি না," বললো সৈনিক। "আমার বোনের শরীর খুব একটা ভালো নয়।" কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে ভীড় ঠেলে এগোতে লাগলো সে।

ঘোড়ার লাগাম ধরে মিরিয়েও এগোতে লাগলো তাদের সাথে সাথে। সৈনিকের বোন বার বার তার দিকে তাকাচ্ছে।

"আজরাতে সেন্ট-সায়ারে যাওয়াটা আপনার জন্যে নিশ্চয় খুব জরুরি," মেয়েটি বললো। "পথঘাট কিন্তু একদম নিরাপদ নয়। একজন মেয়ে হিসেবে এরকম সময় একা একা ভ্রমণ করাটা খুব সাহসের কাজ।"

"এমনকি এরকম চমৎকার একটি ঘোড়া আর," মিরিয়ের ঘোড়াটার গায়ে চাপড় মেরে বললো সৈনিক, "ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণটা মোটেও নিরাপদ হবে না। কনভেন্ট স্কুলটা বন্ধ না করে দিলে আমি সেনাবাহিনী থেকে ছুটি নিয়ে মারিয়া-আনাসহ এভাবে ভ্রমণ করতাম না–"

"তারা সেন্ট-সায়ার বন্ধ করে দিয়েছে?!" আর্তনাদ করে সৈনিকটির হাত ধরে ফেললো মিরিয়ে। "তাহলে তো আমার শেষ আশাটাও ধূলিসাৎ হয়ে গেলো!" মারিয়া-আনা তার হাতে হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো তাকে।

"ওখানে কি আপনার বন্ধুবান্ধব আছে?" জানতে চাইলো মেয়েটি। "কিংবা পরিবারপরিজন? হয়তো তাদের কাউকে আমি চিনতেও পারি..."

"আমি ওখানে আশ্রয় পাবার জন্যে যাচ্ছিলাম," কতোটা বলবে সে ব্যাপারে দ্বিধা থাকলেও বললো মিরিয়ে। এছাড়া আর কোনো উপায়ও তার নেই। স্কুলটা যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে তার পরিকল্পনাটি শেষ হয়ে গেছে, নতুন করে আবার পরিকল্পনা আঁটতে হবে।

"ওখানকার প্রফেসরেসকে আমি না চিনলেও," সে বলতে লাগলো, "আমার আশা তিনি আমার সাবেক কনভেন্টের অ্যাবিসের খোঁজ দিতে পারবেন। তার নাম মাদাম দ্য রকুয়ে।"

"মাদাম দ্য রকুয়ে!" বিস্ময়ের সাথে বললো মেয়েটি। খপ করে মিরিয়ের হাতটা ধরে ফেললো সে। "মন্তগ্রেইনের অ্যাবিস!" চট করে সৈনিক ভায়ের দিকে তাকালো, মাটিতে ব্যাগ রেখে আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে সে। এ কথা শুনে সেও মিরিয়ের দিকে গাঢ় নীল চোখে চেয়ে রইলো।

"তাহলে আপনি মন্তগ্রেইন অ্যাবি থেকে এসেছেন?" মাথা নেড়ে সায় দিলো মিরিয়ে। "আমাদের মা মন্তগ্রেইনের অ্যাবিসকে চেনেন–তারা বেশ পুরনো বন্ধু। সত্যি বলতে কি, মাদাম দ্য রকুয়ের পরামর্শেই আট বছর আগে আমার বোনকে সেন্ট-সায়ারের কনভেন্টে পাঠানো হয়েছিলো।"

"হ্যা," মেয়েটা বললো। "আমি নিজেও অ্যাবিসকে ভালো করে চিনি। দু'বছর আগে সেন্ট-সায়ারে যখন এসেছিলেন তখন বেশ কয়েকবার আমার সাথে একান্তে কথা বলেছেন। সে কথা বলার আগে আমি জানতে চাইছি...মাদেমোয়ে, আপনি কি মন্তগ্রেইন অ্যাবির শেষ কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিলেন? যদি তাই হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার প্রশ্ন করার কারণটা কি।" মেয়েটা আবারো তার ভায়ের দিকে তাকালো।

নিজের হৃদস্পন্দনটা শুনতে পেলো মিরিয়ে। অ্যাবিসের পরিচিত কারো সাথে এভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটা কি নিছক কাকতালীয় কোনো ঘটনা? তাদের উপর কি আস্থা রাখা যায় অ্যাবিসের ঐ ব্যাপারটা নিয়ে? না, এটা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। তবে অল্পবয়সী মেয়েটি মনে হলো মিরিয়ের মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

"আপনার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি," বললো সে, "আপনি এই ব্যাপারটা নিয়ে এখানে কথা বলতে চাচ্ছেন না। আমিও মনে করি এখানে কথা বলা ঠিক হবে না। তবে এ নিয়ে আমরা যদি কথা বলি তাহলে হয়তো আমাদের দু'জনেরই লাভ হবে। মনে রাখবেন, অ্যাবিস সেন্ট-সায়ার ছেড়ে যাবার আগে আমার উপর বিশেষ একটি মিশনের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। আমি কি বলতে চাচ্ছি আপনি হয়তো সেটা বুঝতে পারছেন। আমি বলবো, আমাদের সাথে চলুন। সামনেই একটা ইন আছে, ওখানে আমরা রাত কাটাবো। তখন এ নিয়ে একান্তে কথা বলা যাবে..."

মিরিয়ের হৃদস্পন্দন আরো বেড়ে গেলো, হাজারটা চিন্তা ভর করলো মাথায়। এই আগন্তুক দু'জনকে যদি সে বিশ্বাস করে তাদের সাথে চলেও যায় তারপরেও সে প্যারিসে আটকা পড়ে যাবে, কারণ মারাত তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে

বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে, কারো সাহায্য ছাড়া প্যারিস থেকে বের হওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কনভেন্টটা যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে সে কোথায় আশ্রয় নেবে?

"আমার বোন ঠিক কথাই বলেছে," মিরিয়ের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে বললো সৈনিক। "আমরা এখানে থাকতে পারি না। মাদেমোয়ে, আমরা আপনাকে সুরক্ষার প্রস্তাব দিচ্ছি।"

ছেলেটা কতোই না সুন্দর, আবারো ভাবলো মিরিয়ে। তার শারিরীক গঠন, ব্যাক্তিত্ব এক ধরণের আস্থা তৈরি করছে তার মধ্যে। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিলো তাদেরকে বিশ্বাস করবে।

"বেশ," হেসে বললো সে, "তাহলে আমি আপনাদের সাথেই যাচ্ছি। তারপর এ নিয়ে কথা বলবো আমরা।"

কথাটা শুনে প্রসন্নভাবে হেসে শক্ত করে ভায়ের হাত ধরলো মেয়েটি। তারা একে অন্যের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর মাটি থেকে ব্যাগগুলো তুলে নিয়ে মিরিয়ের ঘোড়ার লাগামটা ধরলো সৈনিক। তার বোন শক্ত করে ধরলো মিরিয়ের হাত।

"আপনি এরজন্যে মোটেও পস্তাবেন না, মাদেমোয়ে," বললো সে। "আমার নাম মারিয়া-আনা, তবে আমার পরিবারের লোকজন আমাকে এলিসা নামে ডাকে। আর এ হলো আমার ভাই নেপোলিওন বোনাপার্ত।"

∞

ইন-এর একটা টেবিলে বসে আছে তারা তিনজন। টেবিলের মাঝখানে একটা মোমবাতি জ্বলছে, পাশে একটা শুকনো পাউরুটি আর কিছু স্থানীয় বিয়ার।

"আমরা কর্সিকা থেকে এসেছি," মিরিয়েকে বললো নেপোলিওন, "এমন একটা দ্বীপ যেখানে সভ্যতার আলো এখনও ওভাবে পৌছায় নি। দু'হাজার বছর আগে লিভি যেমনটি বলেছিলেন, আমরা কর্সিকানরা আমাদের ভূমির মতোই কঠিন, জঙ্গলের পশুর মতোই আমরা শাসনহীন। চল্লিশ বছর আগে, আমাদের নেতা পাসকেল দি পাওলি আমাদের ভূখণ্ড থেকে জোনোয়াদের উৎখাত করে কর্সিকাকে মুক্ত করেছিলেন, তারপর দার্শনিক জ্যঁ-জ্যাক রুশোকে নিয়োগ দিয়েছিলেন সংবিধান প্রণয়নের জন্য। অবশ্য এই স্বাধীনতা ছিলো খুবই ক্ষণস্থায়ী। ১৭৬৮ সালে জেনোয়া'র কাছ থেকে ফ্রান্স কর্সিকা দ্বীপটি কিনে নেয়, পরের বছরই তারা চল্লিশ হাজার সৈন্য মোতায়েন করে আমাদের স্বাধীনতা ডুবিয়ে দেয় রক্তের বন্যায়। আমি আপনাকে এটা বলছি তার কারণ এটা হলো ইতিহাস–আর আমাদের পরিবার এখানে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলো–এরফলেই

আমাদের সাথে মন্তগ্নেইনের অ্যাবিসের পরিচয় হয়।"

এই ইতিহাস বলার কারণ কি সেই প্রশ্ন করতে উদ্যত ছিলো মিরিয়ে, কিন্তু এ কথা শুনে চুপ মেরে গেলো। আস্তে করে পাউরুটি থেকে এক টুকরো নিয়ে চিবোতে শুরু করলো সে।

"আমাদের বাবা-মা পাওলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফরাসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে লড়াই করেছিলো," বলতে লাগলো নেপোলিওন। "আমার মা বিপ্লবের একজন মহান যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাতবিরাতে ঘোড়ায় চড়ে কর্সিকানের বন্য আর পার্বত্য অঞ্চল পাড়ি দিয়েছেন, ফরাসি সৈন্যদের গুলি তার কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে, তিনি পরোয়া করেন নি। আমার বাবা এবং যোদ্ধাদের জন্য খাবার আর গোলাবারুদ পৌছে দিয়েছেন ইল কোর্তের যুদ্ধক্ষেত্রে। সে সময় তিনি সাত মাসের গর্ভবতী ছিলেন–আমি ছিলাম তার পেটে! তিনি সব সময়ই বলতেন আমি জন্মগতভাবেই একজন সৈনিক। কিন্তু আমি যখন জন্মালাম ততোদিনে আমার দেশ ধুকে ধুকে মরছে।"

"আপনার মা আসলেই সাহসী ছিলেন," বললো মিরিয়ে, কল্পনা করলো এক সাহসী নারী ঘোড়ায় চড়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন, যিনি ছিলেন অ্যাবিসের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

"আপনাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।" হাসলো নেপোলিওন। "তবে আমি পুরো গল্পটা বলি নি। বিপ্লব ব্যর্থ হলে পাওলিকে ইংল্যান্ডে নির্বাসন দেয়া হয়, পুরনো কর্সিকান অভিজাতরা আমার বাবাকে বেছে নেয় ভার্সেইর স্টেট জেনারেলে আমাদের দ্বীপকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। এটা ১৭৮২ সালের ঘটনা–ঐ বছরই আমার মা লেতিজিয়ার সাথে মন্তগ্নেইনের অ্যাবিসের পরিচয় হয়। আমাদের মা দেখতে কতোটা আভিজাত্যপূর্ণ ছিলেন সেটা আমি কখনই ভুলবো না। তিনি যখন ভার্সেই'তে ফিরে আসেন তখন তার রূপের প্রশংসা করতো সবাই। তিনি অঁতুয়াঁতে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন..."

"অঁতুয়াঁ!" আৎকে উঠলো মিরিয়ে, মুখের পাউরুটি গলায় আঁটকে যাবার উপক্রম হলো। "আপনারা যখন অঁতুয়াঁতে ছিলেন তখন কি মঁসিয়ে তয়িরাঁ ছিলেন ওখানে? তিনি কি তখন বিশপ ছিলেন?"

"না, সেটা আমি চলে আসার পরের ঘটনা। কারণ খুব অল্প ক'দিন পরই আমি ব্রিয়েন-এর মিলিটারি স্কুলে চলে যাই," আমি অসংখ্যবার টমাস পেইনের সাথে তার লেখা পড়েছি : মানবাধিকারের ঘোষণা–এটা ফরাসি বিপ্লবের সবচাইতে সেরা দলিল..."

"ঐ গল্পটা বলো," এলিসা তার ভাইকে কঁনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বললো, "মাদেমোয়ে আর আমি সারা রাত রাজনীতি নিয়ে গল্প করতে চাচ্ছি না।"

"আমি চেষ্টা করছি," বোনের দিকে তাকিয়ে বললো নেপোলিওন। "আমরা আসলে জানি না মায়ের সাথে অ্যাবিসের মিটিংটা ঠিক কি পরিস্থিতিতে হয়েছিলো, শুধু জানি মিটিংটা হয়েছিলো সেন্ট-সায়ারে। তবে ঐ মিটিংয়ের পর থেকে অ্যাবিস আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন।"

"আমাদের পরিবার খুবই দরিদ্র, মাদেমোয়ে," এলিসা বললো। "আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন দু'হাত উজাড় করে খরচ করতেন। আট বছর আগে আমি যখন সেন্ট-সায়ারের কনভেন্টে চলে যাই তখন থেকে মন্তগ্লেইনের অ্যাবিস আমার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ বহন করেছেন।"

"অ্যাবিসের সাথে আপনাদের মায়ের নিশ্চয় প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিলো," বললো মিরিয়ে।

"এটা বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি কিছু ছিলো," এলিসা বললো। "ফ্রান্স ছাড়ার আগপর্যন্ত আমার মায়ের সাথে উনার একদিনের জন্যেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। আমি যখন বলবো অ্যাবিস আমার উপর একটা মিশনের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তখন আপনি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।"

দশ বছর আগে, ভাবলো মিরিয়ে। দশ বছর আগে এই দুই মহিলার দেখা হয়েছিলো। যাদের প্রেক্ষাপট আর শ্রেণীগত অবস্থান একেবারেই ভিন্ন। একজন বন্য আর আদিমতম একটি দ্বীপে বেড়ে উঠেছেন, পাহাড়-পর্বতে স্বামীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন, জন্ম দিয়েছেন আট-আটজন সন্তান–আর অন্যজন ঈশ্বরের একান্তই বাধ্যগত, জন্মেছেন উচ্চবংশে, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত তিনি। তাদের দু'জনের মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক ছিলো, যার কারণে অ্যাবিস তার বান্ধবীর নাবালিকা মেয়ের কাছে একটি সিক্রেট গচ্ছিত রেখেছেন–এই মেয়েটা যখন অ্যাবিসকে শেষবারের মতো দেখেছে তখন তার বয়স বারোর বেশি ছিলো না।"

কিন্তু ততোক্ষণে এলিসা ব্যাপারটা খুলে বলতে শুরু করে দিয়েছে...

"অ্যাবিস আমার মায়ের কাছে যে মেসেজটা দিয়েছিলেন সেটা এতোটাই সিক্রেট যে তিনি নিজেও সেটা লিখিত আকারে দিতে চান নি। তার সাথে দেখা হলে আমি এটা মুখেমুখে বলবো। সে সময় আমি আর অ্যাবিস কেউই ভাবি নি ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটবে। বিপ্লব আমাদের জীবনটাকে এলোমেলো করে দেবে এভাবে। অ্যাবিস আমাকে বলেছিলেন, অনেকেই নাকি তার কাছ থেকে একটা গুপ্তধনের খোঁজ পাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে–এমন একটা গুপ্তধন যার কথা খুব কম মানুষই জানে–আর সেটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে মন্তগ্লেইনে!"

যদিও তারা তিনজন ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই তারপরও এলিসার কণ্ঠ ফিসফিসানিতে পরিণত হলো এ সময়। মিরিয়ে কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে

চাইলো না, কিন্তু তার হৃদস্পন্দন আবারো বেড়ে গেলো, তার কাছে মনে হলো অন্যেরাও এটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে বোধহয়।

"ঐ সম্পদটা কারা চুরি করার চেষ্টা করছে তাদের পরিচয় জানার জন্যেই তিনি সেন্ট-সায়ারে এসেছিলেন, কারণ জায়গাটা প্যারিসের খুব কাছেই," বললো এলিসা। "তিনি আমাকে বলেছেন, সম্পদটা রক্ষা করার জন্য অ্যাবির নানদের সাহায্যে ওখান থেকে সেটা সরিয়ে ফেলেছেন।"

"এই সম্পদটা কি ধরণের?" দূর্বলকণ্ঠে জানতে চাইলো মিরিয়ে। "এটা কি অ্যাবিস আপনাকে বলেছেন?"

"না," বোনের হয়ে জবাব দিলো নেপোলিওন। মিরিয়েকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। "কিন্তু বাস্ক পার্বত্য অঞ্চলে যে কিংবদন্তীটা প্রচলিত আছে সেটা নিশ্চয় আপনি জানেন। ওখানে তো সব সময়ই কোনো না কোনো পবিত্র পূরাকীর্তি লুকিয়ে রাখার কথা ঘুরে বেড়ায় সবার মুখে মুখে। শ্রেতিয়েঁ দ্য ত্রয়ে'র মতে হলি গ্রেইল নাকি মনস্লাভাতে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা আছে, পিরেনিজের বেলায়ও একই কথা খাটে–"

"মাদেমোয়ে," কথার মাঝখানে বলে উঠলো এলিসা, "ঠিক এ কারণেই আপনার সাথে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আপনি যখন বললেন মন্তগ্লেইন থেকে এসেছেন তখন ভাবলাম এই রহস্যের ব্যাপারে আপনি হয়তো আমাদের কিছু বলতে পারবেন।"

"অ্যাবিস আপনাকে কি মেসেজ দিয়েছেন?"

"সেন্ট-সায়ার ছাড়ার আগের দিন," এলিসা টেবিলের উপর ঝুঁকে বললো, "অ্যাবিস আমাকে তার ব্যক্তিগত কক্ষে ডেকে নিয়ে বলেন : 'এলিসা, আমি তোমাকে একটি সিক্রেট মিশনের দায়িত্ব দিচ্ছি; আমি জানি তুমি কার্লো বোনাপার্ত আর লেতিজিয়া রামোলিনোর অষ্টম সন্তান। তোমার চারজন বোন জন্মের পর পরই মারা গেছে। তুমিই একমাত্র বেঁচে থাকা মেয়ে। এরজন্যে তুমি আমার কাছে খুবই স্পেশাল একজন। তোমার নাম রাখা হয়েছে মহান শাসক এলিসার নামানুসারে, যাকে কেউ কেউ 'দ্য রেড' বলেও ডাকতো। এই মহিলা 'কার' নামের একটি নগরীর পত্তন করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে যা খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো। তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে বলবে, মন্তগ্লেইনের অ্যাবিস তাকে এ কথাগুলো বলেছেন : 'জেগে উঠেছে এলিসা দ্য রেড–ফিরে এসেছে আট।' এটাই হলো আমার মেসেজ। তবে তোমার মা জানবেন এর মানে কি–এবং তাকে কি করতে হবে!' "

একটু থেমে মিরিয়ের দিকে তাকালো এলিসা। নেপোলিওনও তার প্রতিক্রিয়া মাপার চেষ্টা করলো–তবে মিরিয়ে এই মেসেজ থেকে কোনো কিছুই অনুধাবন করতে পারলো না। রহস্যময় দাবাবোর্ডটির সাথে সম্পর্কিত কী এমন

মেসেজ দিতে পারেন অ্যাবিস? তার মনে কিছু একটা উঁকিঝুঁকি মারলেও পুরোপুরি বোধগম্য হলো না সেটা। নেপোলিওন তার গ্লাস পূর্ণ করে দিলো বিয়ারে।

"এই কার নগরীর এলিসা কে?" বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো সে। "আমি এই নামের কোনো শহর কিংবা শাসকের নাম কখনও শুনি নি।"

"তবে আমি শুনেছি," বললো নেপোলিওন। চেয়ারে হেলান দিয়ে পকেট থেকে জীর্ণশীর্ণ পুরনো একটি বই বের করলো সে। "আমাদের মায়ের সবচাইতে প্রিয় উপদেশ ছিলো 'তোমাদের কাছে থাকা প্লুটার্খের বইয়ের পৃষ্ঠা ঘাটো, লিভির পাতা ঘেটে দেখো।' " হেসে বললো কথাটা। "আমি তারচেয়েও বেশি ঘেটে দেখেছি, অবশেষে ভার্জিলের *এনিড*-এ খুঁজে পেয়েছি আমাদের এলিসাকে–যদিও রোমান আর গৃকরা তাকে দিদো নামে ডাকতেই বেশি পছন্দ করতো। প্রাচীন ফিনিশিয় শহর 'তায়ার' থেকে এসেছিলেন, নিজের স্বামীকে খুন করেছিলেন তিনি। উত্তর-আফ্রিকার উপকূলে আশ্রয় নিয়ে ওখানেই 'কার' নগরীর পত্তন করেন। এই নামটি তিনি দেন মহান দেবতা কার-এর নামানুসারে, যিনি তাকে রক্ষা করেছিলেন। এই শহরকে আমরা কার্থেজ নামে চিনি।"

"কার্থেজ!" আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। দ্রুত মাথা কাজ করতে শুরু করলো তার, টুকরো টুকরো তথ্য জোড়া লাগছে যেনো। এই শহরটাকে বর্তমানে তিউনিস নামে সবাই চেনে। আলজিয়ার্স থেকে পাঁচশ' মাইল দূরে অবস্থিত! এই ভূখণ্ডগুলো এখন বর্বরদের রাজ্য হিসেবে পরিচিত–ত্রিপোলি, তিউনিস, আলজেরিয়া আর মরোক্কো–তাদের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। তারা মুরদের প্রাচীন পূর্বপুরুষ বারবারদের দ্বারা পাঁচশত বছর ধরে শাসিত হয়েছে। মিরিয়ে যেখানে যাবার জন্যে মনস্থির করেছে সেই জায়গার কথা অ্যাবিস তার মেসেজে উল্লেখ করেছেন, এটা মোটেও কাকতালীয় কোনো ব্যাপার নয়।

"দেখতেই পাচ্ছি এটা আপনার কাছে বেশ অর্থবহন করছে," নেপোলিওন তার ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে বললো। "হয়তো আপনি আমাদেরকে সেটা বলতে পারেন।"

ঠোঁট কামড়ে টেবিলের মোমবাতির শিখার দিকে তাকালো মিরিয়ে। তারা দু'জনেই নিজেদের গোপন কথা তাকে বলেছে অথচ সে এখন পর্যন্ত কিছুই বলে নি। তবে সে ভালো করেই জানে, যে খেলাটা সে খেলতে যাচ্ছে সেখানে তার মিত্রের দরকার রয়েছে। সে যা জানে তার কিছু অংশ যদি এদের কাছে প্রকাশ করে সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যায় তাহলে কী আর এমন ক্ষতি হবে?

"মন্তগ্নেইনে একটি সম্পদ আছে," অবশেষে বললো মিরিয়ে। "আমি জানি কারণ ওটা সরানোর কাজে আমি অংশ নিয়েছি।" দুই বোনাপার্ত একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মিরিয়ের দিকে ফিরলো।

"এই সম্পদটির মূল্য অপরিসীম, সেইসাথে এটা খুবই বিপজ্জনকও বটে," বলতে লাগলো সে। "প্রায় হাজার বছর আগে এটা মন্তগ্নেইনে নিয়ে এসেছিলো আটজন মুর, একটু আগে আপনারা যে জায়গার কথা বললেন, সেখানেই তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো। আমি নিজে সেখানে যাবার জন্যে মনস্থির করেছি, এই সম্পদটার যে সিক্রেট আছে সেটা জানার জন্য..."

"তাহলে আপনি অবশ্যই আমাদের সাথে কর্সিকাতে যাচ্ছেন!" এলিসা বেশ জোরে বললো কথাটা। উত্তেজনায় সে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। "আপনার গন্তব্যের প্রায় মাঝখানে পড়ে আমাদের দ্বীপটি! আমি আপনাকে আমার ভায়ের অধীনে নিরাপদে যাত্রা করা এবং আমাদের পরিবারে আপনাকে আশ্রয় দেবার প্রস্তাব দিচ্ছি।"

মেয়েটা যা বললো তা সত্যি, ভাবলো মিরিয়ে। তাছাড়া কর্সিকা আইনগত দিক থেকে ফ্রান্সের অধীনে হলেও মারাতের একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে সেটা।

তবে আরো কিছু ব্যাপার আছে। টেবিলের ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতির আলোর দিকে তাকাতেই টের পেলো তার ভেতরে কালো এক শিখা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। বিছানায় শোয়া অবস্থায় তয়িরাঁর একটি কথা তার কানে উচ্চারিত হলো–মন্তগ্নেইন সার্ভিসের একটি ঘোড়া তার হাতে দেবার সময় এ কথা বলেছিলো সে : 'এরপর আরেকটা ঘোড়া বের হয়ে এলো, সেটা লাল রঙের...তাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেটা এই পৃথিবীর শান্তি হরণ করবে, এরফলে একে অন্যেকে হত্যায় মেতে উঠবে তারা...এবং তাকে দেয়া হবে মহান এক তলোয়াড়..."

"এই তলোয়াড়ের নাম হলো প্রতিশোধ," মিরিয়ের ঠোঁট দিয়ে উচ্চারিত হলো কথাটা।

"তলোয়াড়?" বললো নেপোলিওন। "এই তলোয়াড়টা আবার কি?"

"প্রতিশোধের লাল তলোয়াড়," জবাবে বললো সে।

মোমবাতির আলো আরো কমে এলে মিরিয়ের চোখে আবারো ভেসে এলো সেইসব অক্ষরগুলো, যা দিনের পর দিন সে দেখে গেছে, সেই ছোটোবেলা থেকে–মন্তগ্নেইন অ্যাবির দরজার উপরে সেটা খোদাই করা আছে :

এখানকার দেয়াল যারা মাটির সাথে গুড়িয়ে দেবে তারা অভিশপ্ত হবে
রাজা চেক হবে শুধুমাত্র ঈশ্বরের হাতে।

"সম্ভবত আমরা মন্তগ্নেইন অ্যাবি থেকে যা তুলে এনেছি সেটা প্রাচীন কোনো সম্পদের চেয়েও বেশি কিছু," আস্তে করে বললো সে। প্রচণ্ড উষ্ণ রাত হওয়া সত্ত্বেও মিরিয়ে টের পেলো তার সারা শরীরে হিমশীতল একটি পরশ বয়ে যাচ্ছে,

যেনো ঠাণ্ডা কোনো বরফ স্পর্শ করেছে সে। "হয়তো," বললো সে, "সেই প্রাচীন কোনো অভিশাপও।"

কর্সিকা
অক্টোবর ১৭৯২

কর্সিকা দ্বীপটি ক্রিট দ্বীপের মতোই মদের মতো তরল সমুদ্রের বুকে একটি রত্ন। উপকূল থেকে বিশ মাইল দূরে এটি অবস্থিত, এখন যদিও শীত তারপরও মিরিয়ে মাচ্চিয়া, রোজমেরি আর লাইলাকের সুগন্ধ টের পেলো।

ছোট্ট একটা নৌকায় করে তারা সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। নৌকার ডেকে দাঁড়িয়ে মিরিয়ে দেখতে পাচ্ছে দ্বীপের খুব কাছে চলে এসেছে তারা। সেখানকার পাহাড়ের গা কুয়াশার চাদরে ঢাকা। সেইসব পাহাড় বেয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে পথ। বেশ কয়েকটি ঝর্নাও চোখে পড়লো তার।

মিরিয়ের গায়ে মোটা উলের আলখেল্লা, সমুদ্রের তাজা বায়ু সেবন করছে সে। তার অবস্থা বেশ খারাপ। লিওঁ ছাড়ার পর থেকে প্রচুর বমি করেছে।

তার পাশে হাত ধরে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছে এলিসা। নৌকা তীরে ভীড়তে আর বেশি সময় নেই তাই নেপোলিওন নীচে চলে গেছে মালপত্র নিয়ে আসার জন্য।

হয়তো লিওঁ'র পানি খেয়েই তার এই অবস্থা হয়েছে, ভাবলো মিরিয়ে। কিংবা রোন উপত্যকার মধ্য দিয়ে ভ্রমণের কারণেও এটা হতে পারে। ওখানে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ চলছে। জায়গাটা সারদিনিয়া রাজ্যের একটি অঞ্চল। গিভোরের কাছে মিরিয়ের ঘোড়াটা ফিফথ আর্মি রেজিমেন্টের কাছে বিক্রি করে দেয় নেপোলিওন। প্রচণ্ড গরমের কারণে সেনাবাহিনীর প্রচুর সংখ্যক ঘোড়া মারা গিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে মিরিয়ে খুব সহজেই তার ভ্রমণ ব্যয় করতে পারবে।

এই ভ্রমণের সময়ে মিরিয়ের শরীর খারাপ থেকে ভয়ঙ্কর খারাপের দিকে চলে গিয়েছিলো। তার এই অবস্থা দেখে এলিসার মুখ শুকিয়ে যায়। মেয়েটা বেশ যত্ন করেছে তার। তুলোয়াঁর বন্দরে আসার আগপর্যন্ত এই খারাপ অবস্থা চলেছে। তবে কর্সিকার উদ্দেশ্যে নৌকায় ওঠার পর থেকে ভালো হতে থাকে তার শরীর।

এখন এলিসা তার হাত ধরে আছে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে মাথাটা পরিস্কার করার চেষ্টা করলো মিরিয়ে। তার পক্ষে এখন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা মানায় না।

ঈশ্বরও যেনো তার মনের কথা বুঝতে পেরে আকাশ পরস্কার করে দিলেন। ঘন কুয়াশা দ্রুত অপসৃয়মান হয়ে ঝকঝকে রোদের আবির্ভাব ঘটলো। সে

দেখতে পেলো সামনের একশ' গজ দূরে চকচকে জলরাশির পরেই আজাচ্চিও বন্দরটি দাঁড়িয়ে আছে।

∞

নেপোলিওনের সাথে মিরিয়ে আর এলিসা আজাচ্চিও বন্দরে নেমে এলো। তারা দেখতে পেলো পুরো বন্দরটি ফরাসি সেনাবাহিনীর পদভারে মুখরিত। প্রচুর সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ বন্দরে ভীড়ে আছে।

ফরাসি সরকার কর্সিকাকে আদেশ করেছে তার প্রতিবেশি সারদিনিয়া আক্রমণ করার জন্য। সৈন্যরা যদিও জাহাজ থেকে রসদ নামাচ্ছে তারপরও মিরিয়ে শুনতে পেলো কিছু ফরাসি সৈন্যের সাথে কর্সিকান সেনাবাহিনীর সদস্য এই আসন্ন আক্রমণের যথার্থতা নিয়ে তর্ক করে যাচ্ছে।

মিরিয়ে দেখতে পেলো নেপোলিওন লোকজনের ভীড় ঠেলে এক ছোটোখাটো গাট্টাগোট্টা মহিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মহিলা দু'হাতে দুটো বাচ্চাকে ধরে রেখেছে।

"আমাদের মা, লেতিজিয়া," চওড়া হাসি দিয়ে মিরিয়ের কানে কানে বললো এলিসা। "সঙ্গে যে দুটো পিচ্চি আছে তারা হলো আমার ছোটোবোন মারিয়া-ক্যারোলিনা, তার বয়স মাত্র দশ, আর গিরোলামো, আমি যখন সেন্ট-সায়ারে চলে যাই তখন সে ছিলো মায়ের কোলে। তবে মায়ের কাছে নেপোলিওনই সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আসুন, আপনাকে মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।"

লেতিজিয়া বোনাপার্ত খুবই ছোটোখাটো একজন মহিলা, ভাবলো মিরিয়ে। তবে দেখতে বেশ শক্তসামর্থ্য আর দৃঢ়চরিত্রের বলে মনে হয়। একধরণের কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি।

"মাদাম মেয়ার," এলিসা তার মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "আমাদের নতুন বন্ধুর সাথে পরিচিত হন। তিনি মন্তগ্নেইনের অ্যাবিসের কাছ থেকে এসেছেন।"

লেতিজিয়া দীর্ঘ সময় ধরে কোনো কথা না বলে চেয়ে থাকলেন মিরিয়ের দিকে। তারপর আস্তে করে তার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি।

"হ্যা," বেশ নীচু কণ্ঠে বললেন, "আমি তোমার অপেক্ষায়ই ছিলাম।"

"আমার অপেক্ষায়?" অবাক হয়ে বললো মিরিয়ে।

"আমার জন্যে একটা মেসেজ নিয়ে এসেছো? খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেসেজ।"

"মাদাম মেয়ার, মেসেজ আমরা নিয়ে এসেছি!" এলিসা মায়ের হাত ধরে বললো। অবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন লেতিজিয়া। মাত্র পনেরো বছরের হলেও লম্বায় তাকে ছাড়িয়ে গেছে এরইমধ্যে। "আমার সাথে সেন্ট-সায়ারে অ্যাবিসের দেখা হয়েছিলো। তিনি আপনার জন্যে একটা মেসেজ দিয়েছেন

আমাকে..." উপুড় হয়ে মায়ের কানের কাছে মুখ আনলো এলিসা।

মেয়ের মুখ থেকে মেসেজটা শুনে মহিলার চেহারা কালো হয়ে গেলো। আবেগে দু'ঠোঁট কাঁপতে শুরু করলো তার। কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন, শরীরের ভারসাম্য রাখার জন্যে ছেলে নেপোলিওনের কাঁধে হাত রাখলেন তিনি।

"মা, কি হয়েছে?" ভড়কে গেলো নেপোলিওন। জড়িয়ে ধরলো তার মাকে।

"মাদাম," তাড়া দিলো মিরিয়ে। "এই মেসেজটার মানে কি সেটা আপনি আমাদেরকে বলুন। আমার ভবিষ্যৎ-আসন্ন পরিকল্পনা-আমার জীবন-হয়তো এর উপরেই নির্ভর করছে। আমি আলজেরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম, পথে আপনার সন্তানদের সাথে দেখা হয়ে গেলো। এই মেসেজটা হয়তো..." কিন্তু আর কিছু বলার আগেই মিরিয়ে পেট গুলিয়ে উঠলো, বমি করে ফেললো সে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই নেপোলিওন তাকে ধরে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে।

"আমাকে মাফ করবেন," দুর্বল কণ্ঠে বললো মিরিয়ে। তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। "আমার বোধহয় শুয়ে পড়তে হবে-দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।"

পরিস্থিতির এই পালাবদলে লেতিজিয়া একটু স্বস্তিই পেলেন। নিজের ভেতরে যে অস্থিরতা আর স্নায়ু চাপের প্রবনতা তৈরি হয়েছে সেটা কাউকে বুঝতে না দিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে ছেলেকে নির্দেশ দিলেন মিরিয়েকে ঘোড়াগাড়িতে তোলার জন্য।

"মাদেমোয়ে," আস্তে করে বললেন তিনি, খেয়াল রাখলেন তাদের কথাবার্তা যেনো অন্য কেউ শুনতে না পায়, "যদিও ত্রিশ বছর ধরে আমি এই সংবাদটি পাবার জন্যে অপেক্ষা করে আসছিলাম তারপরও বলবো-এরকম মেসেজের জন্যে আমিও প্রস্তুত ছিলাম না। আমি আমার সন্তানদের নিরাপত্তার জন্যে যা বলেছি তা সত্ত্বেও বলছি, আমি যখন এলিসার বয়সী তখন থেকেই তোমার অ্যাবিসের সাথে আমার পরিচয়। আমার মা তার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমি তোমার সব প্রশ্নের জবাবই দেবো। তবে সবার আগে আমাদেরকে যোগাযোগ করতে হবে মাদাম দ্য রকুয়ের সাথে, তারপর দেখবো উনার পরিকল্পনার সাথে তোমারটা কিভাবে খাপ খায়।"

"আমি এতো দিন অপেক্ষা করতে পারবো না!" আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। "আমাকে আলজিয়ার্সে যেতেই হবে!"

"তা সত্ত্বেও আমি তোমার সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করবো," কথাটা বলেই ছেলেমেয়েদের গাড়িতে ওঠার ইশারা করে লেতিজিয়া নিজে গাড়িতে উঠে পড়লেন। "ভ্রমণ করার মতো সুস্থ নও তুমি। এ অবস্থায় ভ্রমণ করার চেষ্টা করলে তুমি শুধু নিজেকেই নয়, আরো অনেককে বিপদে ফেলে দেবে। তুমি যে খেলাটা খেলছো সেটার প্রকৃতি তুমি জানো না তাই এর বিপদ সম্পর্কেও তুমি অবগত নও।"

"আমি মন্তগ্নেইন থেকে এসেছি," কিছুটা ঝাঁঝের সাথেই বললো মিরিয়ে। "আমি আমার নিজ হাতে সেই ঘুঁটিগুলো স্পর্শ করেছি।" লেতিজিয়া চমকে উঠলেন কথাটা শুনে। নেপোলিওন আর এলিসাও খেয়াল করলো সেটা। তারা এখনও জানে না ঐ সম্পদটা আসলে কি ধরণের জিনিস

"তুমি কিচ্ছু জানো না!" রেগেমেগে বললেন লেতিজিয়ার। "কার্থেজের এলিসাও সতর্কবাণীটা আমলে নেয় নি। আগুনে পুড়ে মারা যায় সে–আগুনের চিতায় দগ্ধ হতে হয়েছে তাকে, ঠিক ফিনিক্স পাখির মতো, যার নামানুসারে ফিনিশিয়রা তাদের জাতির নামকরণ করেছে।"

"কিন্তু মা," মারিয়া-ক্যারোলিনাকে গাড়িতে ওঠাতে ওঠাতে বললো এলিসা, "কাহিনীতে এলিসা নিজেই চিতায় ঝাঁপ দেয় যখন ইনিয়াস তাকে পরিত্যাগ করে।"

"সম্ভবত," রহস্য করে বললেন লেতিজিয়া, "অন্য কোনো কারণও আছে।"

"ফিনিক্স!" বিড়বিড় করে বললো মিরিয়ে, খেয়ালই করলো না তার পাশে এসে বসেছে এলিসা আর ক্যারোলিনা। নেপোলিওন বসলো তার মায়ের পাশে, ড্রাইভারের আসনে। "তারপর কি রাণী এলিসা ছাই থেকে পুণরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন–ঠিক রূপকথার ঐ পাখির মতো?"

"না," চট করে বললো এলিসা, "কারণ পরবর্তী সময়ে ইনিস নিজেই হেইদিজে তার আত্মাকে দেখেছিলেন।"

লেতিজিয়ার গাঢ় নীল চোখ এখনও মিরিয়ের উপর নিবদ্ধ, যেনো কোনো এক ভাবনায় ডুবে আছেন তিনি। অবশেষে কথা বললেন তিনি–মহিলার কথা শুনে মিরিয়ের শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো।

"তবে সে এখন পুণরুত্থিত হয়েছে–ঠিক মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ঘুঁটিগুলোর মতো। আমরা সবাই প্রকম্পিত হবো। কারণ দৈববাণী করা হয়েছিলো এটাই হবে সমাপ্তি।"

মুখ ঘুরিয়ে লেতিজিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলেন, নিঃশব্দে চলতে শুরু করলো তাদের গাড়িটা।

∞

লেতিজিয়া বোনাপার্তের বাড়িটা একেবারেই ছোটোখাটো। আজাচ্চিও পর্বতের উপর, সংকীর্ণ একটি পথের পাশে সাদা রঙের দোতলা একটি বাড়ি। গেটের সামনে দুটো অলিভ গাছ, বাড়ির চারপাশে নানা রকম ফুলের গাছ লাগানো।

যাত্রাপথের বাকি সময়টুকু কেউ কোনো কথা বলে নি। বাড়িতে আসার মালপত্র নামিয়ে এলিসা, নেপোলিওন আর তার মা চলে গেলো রাতের খাবার

তৈরি করার কাজে, ছোট্ট ক্যারোলিনাকে রেখে গেলো মিরিয়ের কাছে, তাকে দেখাশোনার করার জন্য। মিরিয়ে এখনও কর্তিয়াদির দেয়া পুরনো আর ঢোলা একটি শার্ট পরে আছে, তবে এলিসার স্কার্টটা অনেক বেশি খাটো। সারা গায়ে এখনও ধূলোবালি লেগে আছে তার, সেইসাথে আছে ভ্রমনের ক্লান্তি। দশ বছরের ক্যারোলিনা যখন দুটো জগে করে গোসল করার পানি নিয়ে এলো তখন মিরিয়ে দারুণ স্বস্তি বোধ করলো।

গোসল করে মোটা উলের জামা পরার পর অনেকটা সুস্থ বোধ করলো মিরিয়ে। ডিনারে খাবারও বেশ ভালো ছিলো। সুস্বাদু সেই খাবার পেট ভরে খেয়েছে সে।

ডিনারের পর, ছোটো বাচ্চা দুটো যখন ঘুমাতে গেলো তখন লেতিজিয়া 'প্রাপ্তবয়স্ক' চারজনের জন্য আপেলের ব্র্যান্ডি নিয়ে এলেন খাবার টেবিলে।

"কথা বলার আগেই আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, মাদেমোয়ে," লেতিজিয়া বললেন, "আমার মাথাগরম আচরণের জন্যে। তুমি কিভাবে আতঙ্কের ঐ দিনগুলোতে সাহসের সাথে সম্পূর্ণ একা প্যারিস ছেড়েছে সে কথা আমাকে ওরা বলেছে। এলিসা আর নেপোলিওনকে আমি বলেছি তাদেরকে কি বলবো। তাদের কাছ থেকে আমি কি চাই সেটা তাদেরকে জানানো দরকার-আমি তোমাকেও এই পরিবারের একজন বলেই মনে করি। ভবিষ্যতে যা-ই ঘটুক না কেন আমি চাই তারা যেনো তোমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করে।"

"মাদাম," বললো মিরিয়ে, "আমি একটা কারণে কর্সিকায় এসেছি-অ্যাবিসের মেসেজটার অর্থ কি সেটা আপনার নিজের মুখ থেকে আমি শুনতে চাই। যে মিশনে আমি অবতীর্ণ হয়েছি সেটা ঘটনাচক্রে আমার উপর নিপতিত হয়েছে। আমার পরিবার বলতে যা বোঝাতো তাও শেষ হয়ে গেছে এই মন্তগ্নেইন সার্ভিসের জন্য-আমি প্রতীজ্ঞা করেছি, শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও এই সার্ভিসের রহস্য ভেদ করবোই।"

মিরিয়ের দিকে চেয়ে রইলেন লেতিজিয়া। মেয়েটার তারুণ্যভরা মুখের সাথে এইমাত্র বলা কথাগুলো একেবারেই বেমানান। যে কাজটা করার জন্যে তিনি দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হয়েছেন তার জন্যে ভেতরে ভেতরে খুব যন্ত্রণা বোধ করলেন। মনে মনে আশা করলেন মন্তগ্নেইনের অ্যাবিস যেনো এটাকে সঠিক কাজ বলেই গন্য করেন।

"তুমি কি জানতে চাও সেটা তোমাকে আমি বলবো," বললেন তিনি। "আমি আমার বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে এ কথাটা কাউকেই বলি নি। একটু ধৈর্য ধরতে হবে কারণ গল্পটা খুব সহজ সরল নয়। গল্পটা যখন শেষ হবে তখন বুঝতে পারবে কি সাংঘাতিক বোঝা বয়ে চলেছি এতোগুলো বছর ধরে-এই বোঝাটা এখন তোমার উপর অর্পণ করে দেবো।"

আমার বয়স যখন আট বছর তখন পাসকেল পাওলি জেনোয়াদের পরাধীনতা থেকে কর্সিকা দ্বীপটি স্বাধীন করেন। সেই যুদ্ধে আমার বাবা মারা যান, আমার মা পুণরায় বিয়ে করেন ফ্রান্জ ফেশ নামের এক সুইস ভদ্রলোককে। এই বিয়ে করার কারণে ভদ্রলোককে পুরনো ক্যালভিনিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে ক্যাথলিক হতে হয় ফলে তার পরিবারের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এরকম পরিস্থিতিতেই মন্তগ্নেইনের অ্যাবিস দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন।

খুব কম লোকেই জানে হেলেনা দ্য রকুয়ে স্যাভয়ের প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্মেছিলেন। তার পরিবারের ছিলো প্রচুর সহায়সম্পত্তি। বহু জায়গায় এসব সম্পত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো, তিনি নিজেও অসংখ্য জায়গা ভ্রমণ করেছেন। ১৭৬৪ সালে তার সাথে আমার দেখা হয়। তখন তিনি মন্তগ্নেইনের অ্যাবিস হয়ে গেছেন যদিও তার বয়স চল্লিশ পেরোয় নি। ক্যাথলিক না হলেও যেহেতু ফেশের পরিবার ছিলো সম্ভ্রান্ত সুইস তাই তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো তার। সুইস বুর্জোয়া পরিবারগুলো তাকে খুব শ্রদ্ধা করতো। সব ঘটনা শুনে তিনি আমার সৎবাবা আর তার পরিবারের মধ্যে মিলন ঘটানোর উদ্যোগ নেন–তার এই পদক্ষেপটি তখন মনে হয়েছিলো সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ একটি কাজ।

আমার সৎবাবা ফ্রান্জ ফেশ ছিলেন বেশ লম্বা আর সুন্দর। খাঁটি সুইসদের মতো তিনি নীচুস্বরে কথা বলতেন, নিজের মতামত খুব কমই প্রকাশ করতেন সবার সামনে এবং বলাই বাহুল্য কাউকে বিশ্বাস করতেন না তিনি। মাদাম রকুয়ের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন পরিবারের সাথে মিলমিশ করিয়ে দেবার কারণে। সেজন্যেই কর্সিকায় ভদ্রমহিলাকে আমন্ত্রণ জানান এক সময়। তবে আমরা আন্দাজও করতে পারি নি তার আসল উদ্দেশ্যটা কি ছিলো।

তিনি যেদিন আমাদের পুরনো বাড়িতে এসে হাজির হলেন সেই দিনটির কথা আমি কোনো দিনই ভুলবো না। বিস্মিত হয়েছিলাম, এরকম পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে একজন মহিলা কিভাবে চলে এলেন একা একা। তাকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করা হয় আমাদের পরিবারে। সব ধরণের আনুষ্ঠানিকতা আর আপ্যায়নের পর তিনি তার আসল উদ্দেশ্যের কথা জানালেন আমাদের।

"আমি কেবলমাত্র তোমার আমন্ত্রণের কারণেই এখানে আসি নি, ফ্রান্জ," তিনি বলতে শুরু করেন, "আমি এসেছি জরুরি একটি বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলার জন্য। তোমার মতোই ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করা একজন সুইস ভদ্রলোক আছে। তাকে নিয়ে আমার দারুণ ভয় কাজ করছে ইদানিং। তিনি আমার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছেন। আমার বিশ্বাস তিনি হাজার বছরের প্রাচীন এমন একটা সিক্রেট জানতে চান যেটা আমি সযত্নে রক্ষা করে আসছি।

তিনি সঙ্গিত নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন, সঙ্গিতের উপর একটি অভিধানও লিখেছেন–বিখ্যাত আঁদ্রে ফিলিদোরের সাথে একটি অপেরা কম্পোজও করেছেন তিনি। দার্শনিক গ্রিম আর দিদেরোর সাথে রয়েছে তার দারুণ সখ্যতা–এরা দু'জন রাশিয়ার অধিপতি ক্যাথারিন দ্য গ্রেটের রাজদরবারের লোক ছিলেন। যদিও ভলতেয়ারকে তিনি দারুণ অপছন্দ করেন তারপরও লোকটার সাথে নিয়মিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করে থাকেন! বর্তমানে তার শরীর স্বাস্থ্য ভ্রমণের উপযোগী নয় বলে এক গুপ্তচর নিয়োগ করেছেন আমার পেছনে, সেই গুপ্তচর কর্সিকার পথেই আছে এখন। আমি তোমার সহযোগীতা চাই : তুমি আমার হয়ে কাজ করবে।"

"ঐ সুইস ভদ্রলোকটা কে?" কৌতুহলী হয়ে জানতে চাইলো ফেশ। "সম্ভবত তাকে আমি চিনতে পারবো।"

'তাকে তুমি চেনো আর না চেনো, তার নামটা ঠিকই শুনেছো," বললেন অ্যাবিস। "জ্যঁ-জ্যাক রুশো।"

"রুশো! অসম্ভব!" চিৎকার করে বলে উঠলেন আমার মা অ্যাঞ্জেলা-মারিয়া। "তিনি একজন মহানব্যক্তি! তার প্রকৃতির নিয়ম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই তো কর্সিকার বিপ্লব সূচিত হয়েছে! সত্যি বলতে কি, পাওলি তাকে আমাদের সংবিধান রচনা করার জন্যে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এই রুশোই বলেছেন, 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায় কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত।' "

"স্বাধীনতা আর উৎকর্ষতার নীতি নিয়ে কথা বলা এক কথা আর সে অনুযায়ী কাজ করা আরেক কথা," শুকনো গলায় বললেন অ্যাবিস। "তিনি নিজে বলেছেন সব ধরণের বই নাকি শয়তানের হাতিয়ার–অথচ এক বসাতেই তিনি লিখে ফেলেন ছয়শ' পৃষ্ঠা। তিনি আরো বলেছেন, শিশুদের শারিরীক গঠনে মা আর মানসিক গঠনে বাবার ভূমিকা থাকা উচিত–অথচ নিজের সন্তানকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন, সেই সন্তান মানুষ হয়েছে এতিমখানায়! তার মতবাদ অনুযায়ী একটা বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে–অথচ সেই তিনিই এমন এক শক্তি কুক্ষিগত করতে চাচ্ছেন যা কিনা এর মালিক বাদে সব মানুষকে শৃঙ্খলিত করবে!" অ্যাবিসের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলে ফেশ সতর্কভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"তুমি নিশ্চয় জানতে চাও আমি কি চাইছি," হেসে বললেন অ্যাবিস। "আমি সুইসদের ভালো করেই বুঝি। আসল কথায় আসছি তাহলে। আমি সহযোগীতা আর কিছু তথ্য চাই। আমি এও বুঝতে পারছি তুমি এ দুটোর কোনোটাই আমাকে দেবে না–যতোক্ষণ না আমি তোমাকে বলি মন্তগ্নেইন অ্যাবিতে কোন সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"

তারপর অ্যাবিস শুরু করলেন দীর্ঘ আর রহস্যে ভরা কিংবদন্তীর সেই

দাবাবোর্ডটি নিয়ে এক অসাধারণ গল্প। হাজার বছর ধরে মন্তগ্নেইন অ্যাবিতে যে দাবাবোর্ডটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয় সেটার মালিক ছিলো শার্লেমেইন। আমি বলছি 'বিশ্বাস'–যেহেতু জীবিত কোনো ব্যক্তি এটা চোখে দেখে নি, তারপরও অনেকেই এটার অবস্থান খুঁজে বেড়ায়, এর অপরিসীম ক্ষমতার মালিক হতে চায়। অ্যাবিস তার পূর্বসুরীদের মতোই আশংকা করছেন, এই সম্পদটি হয়তো তার জীবদ্দশায় মাটি থেকে উত্তোলিত করা হতে পারে। যদি তাই করা হয় তাহলে এই প্যান্ডোরার বাক্স খোলার দায়দায়িত্ব তার উপরেই বর্তাবে। তিনি ভালো করেই জানেন অনেকেই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেজন্যেই তিনি দাবা খেলোয়াড়দের মতোই শত্রুপক্ষের চাল আগেভাগে আন্দাজ করে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাচ্ছেন। আর সে কারণেই তার কর্সিকায় আসা।

"রুশো এখানে কি খুঁজছেন সেটা হয়তো আমি জানি," বললেন অ্যাবিস, "এই দ্বীপটি যেমন প্রাচীন তেমনই রহস্যময়। মন্তগ্নেইন সার্ভিসটি শার্লেমেইনকে দিয়েছিলো বার্সেলোনার মুর শাসক। কিন্তু শার্লেমেইনের মৃত্যুর পাঁচশ' বছর আগে, ৮০৯ খৃস্টাব্দে আরেক দল মুর কর্সিকা দখল করে নেয়।

"খৃস্টানদের মতোই ইসলামে অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠী রয়েছে," একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন তিনি। "মুহাম্মদের মৃত্যুর পর পরই তার নিজের পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়, শিয়া আর সুন্নীতে বিভক্ত হয়ে যায় তাদের ধর্ম। কর্সিকা যারা দখল করেছিলো তারা ছিলো শিয়া। এই আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী গুপ্ত একটি মতবাদ 'তালিম'-এর কথা বলে থাকে, তাতে একজন মেসিয়ার আগমণের কথাও বলা হয়। তারা একটি আধ্যাত্মগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করে, যারা প্রবর্তন করে গুপ্ত আচার-অনুষ্ঠান, দীক্ষা আর গ্র্যান্ডমাস্টার–এই গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ফ্রিম্যাসনরা তাদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। কার্থেজ এবং ত্রিপোলিতে তারা শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। মেসোপটেমিয়া থেকে আগত কারমাত নামের তাদেরই এক পারসিক নেতা–যার নামকরণ করা হয়েছিলো দেবতা 'কার'-এর নামানুসারে–বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে, সেখান থেকে কাবা শরীফের গায়ে থাকা পবিত্র কালো পাথর আর গিলাব চুরি করে নিয়ে যায়।

অবশেষে তারা হাসাসিন নামের একটি গ্রুপের জন্ম দেয়, যারা মাদক সেবন করে উত্তেজিত হয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালাতো, এদের নাম থেকেই ইংরেজিতে 'অ্যাসাসিন' শব্দটির উৎপত্তি হয়।

"আমি এসব কথা বলছি," বললেন অ্যাবিস, "কারণ কর্সিকা দখলকারী এসব নির্মম, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিয়ারা মন্তগ্নেইন সার্ভিসের কথা জানতো। তারা প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন আর সুমেরিয় দলিলদস্তাবেজ পড়ে

জানতে পারে এই দাবাবোর্ডটিতে রয়েছে অসামান্য এক শক্তির চাবিকাঠি। তারা সেটা ফিরে পাবার জন্যেও মরিয়া হয়ে উঠলো।

"পরবর্তী শতাব্দীতে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার কারণে এই আধ্যাত্মগোষ্ঠীটি সার্ভিসের অবস্থান জানার চেষ্টা করেও বার বার ব্যর্থ হয়। অবশেষে ইতালি আর স্পেন থেকে মুরদের বিতারিত করা হলে তারা নিজেদের মধ্যে কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে, বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে ইতিহাসের অন্যতম শক্তি হিসেবে তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।"

অ্যাবিস যখন এসব কথা বলছিলেন তখন আমার মা অদ্ভুতভাবেই একদম নিশ্চুপ রইলেন। সচরাচর তিনি যে রকম খোলামনের মানুষ ছিলেন সেটা যেনো বদলে গিয়ে নিজের ভেতরে গুটিয়ে রইলেন। আমার সৎবাবা এবং আমার চোখেও এটা ধরা পড়লো। বাবা এবার মুখ খুললেন–সম্ভবত মায়ের নীরবতা ভাঙার উদ্দেশ্যে :

"এইমাত্র বলা আপনার গল্প শুনে আমি এবং আমার পরিবার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি," বললেন তিনি। "তবে সঙ্গত কারণেই আমরা জানতে চাইবো মঁসিয়ে রুশো আমাদের এই দ্বীপে কোন্ সিক্রেটটার খোঁজ করতে চাচ্ছেন–আর আপনি কেন আমাদেরকে বেছে নিলেন তার এরকম কাজে বাধা দেবার জন্যে?"

"আমি আগেও বলেছি, রুশোর বর্তমান শারিরীক অবস্থা ভ্রমণ করার উপযোগী নয়," বললেন অ্যাবিস, "তিনি সিক্রেটটা খোঁজার ব্যাপারে তার এক এজেন্টকে এখানে পাঠাবেন স্বদেশীয় কোনো সুইসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। সম্ভবত আপনার স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা মারিয়া এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবে। তার পরিবার এই কর্সিকা দ্বীপে সবচাইতে পুরনো বাসিন্দা, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তারা এমনকি মুরদেরও আগে এখানে এসেছে..."

তক্ষুণি আমি বুঝে গেলাম অ্যাবিস কেন এসেছেন! ফেশ আর আমার দিকে চকিতে তাকাতেই আমার মায়ের সুন্দর মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠলো। এক হাত দিয়ে আরেক হাতের আঙুল মোচড়াতে লাগলেন তিনি। বোঝাই যাচ্ছিলো কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

"আমি তোমাকে বিব্রত করার জন্য এ কথা বলি নি, মাদাম ফেশ," শান্তকণ্ঠে বললেন অ্যাবিস। "তবে আমি কর্সিকানদের আত্মসম্মানজ্ঞান আর কৃতজ্ঞতাবোধের নজির আশা করবো তোমার কাছ থেকে। স্বীকার করছি স্বেচ্ছায় তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসাটা আমার দিক থেকে একধরণের কৌশলই ছিলো, তবে এখন আশা করবো আমার এই চেষ্টা যেনো বৃথা না যায়।" ফেশকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখালেও আমার মধ্যে কোনো দ্বিধা ছিলো না। জন্ম থেকেই আমি কর্সিকায় থেকেছি–আমার মায়ের পরিবার পিয়েত্রা-সান্তার কিংবদন্তীটা আমি জানতাম। তারাই এই দ্বীপের প্রথম বাসিন্দা।

"মা," আমি বললাম, "তুমি তো বলেছো এসব নিছকই রূপকথা। মাদাম দ্য রকুয়েকে এসব কথা বললে কি আর এমন ক্ষতি হবে, তিনি তো আমাদের জন্যে বিরাপ একটা উপকার করেছেন, তাই না?" এমন সময় ফেশও আমার কথার সাথে একমত পোষণ করে তার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন।

"মাদাম দ্য রকুয়ে," কম্পিতকণ্ঠে বললেন আমার মা, "আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আমরা কখনও অকৃতজ্ঞের মতো কাজ করি না। তবে আপনি যে গল্পটা বললেন সেটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আমাদের রক্তের গভীরে বয়ে চলছে কুসংস্কার। যদিও এই দ্বীপের বেশিরভাগ পরিবারই এসেছে এট্রুসকানি, লোমবার্দি আর সিসিলি থেকে–তবে আমরাই এখানকার প্রথম বসতি গড়ি। আমরা এসেছি ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের প্রাচীন জনপদ ফিনিশিয়া থেকে। জিশুর জন্মেরও ষোলোশ' বছর আগে আমরা এই কর্সিকায় বসতি স্থাপন করি।"

অ্যাবিস আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলে আমার মা আবার বলতে লাগলেন।

"এইসব ফিনিশিয়রা ছিলো বণিক, ব্যবসায়ী, প্রাচীনকালে তারা 'সমুদ্রের মানুষ' বলে পরিচিত হতো। গৃকরা তাদেরকে ফিনিক্স নামে ডাকতো–যার অর্থ 'রক্ত লাল'–সম্ভবত তারা ঝিনুক থেকে লাল রঙ বানাতো বলে, কিংবা রূপকথার সেই আগুনে পোড়া ফিনিক্সপাখি অথবা পাম গাছের জন্য এরকম নাম দেয়া হয়েছিলো। তবে অনেকেই মনে করে তারা লোহিত সাগর থেকে এসেছে বলে তাদের এমন নামকরণ। কিন্তু এর কোনোটাই সত্যি নয়। আমাদের লাল টকটকে চুলের কারণেই আসলে এরকম নামে ডাকা হয়। পরবর্তীতে ভেনিশিয়দেরও এ নামে ডাকা হতে থাকে। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, যেহেতু লাল হলো রক্ত এবং আগুনের রঙ তাই আদিম আর অদ্ভুত লোকেরা এগুলোকে পূজা করে থাকতো।

"গৃকরা তাদেরকে ফিনিক্স বলে ডাকলেও তারা কিন্তু নিজেদেরকে 'নাহ্' কিংবা 'নোসাস'-এর লোক বলে অভিহিত করতো। পরবর্তীতে এই নামটি বদলে গিয়ে ক্যানানাইট হয়ে যায়। বাইবেল থেকে জানি, তারা ব্যাবিলনের অনেক দেবতার পূজা করতো : বেল দেবতা, যাকে তারা বলতো বাল, ইস্থার, মেলকার্থ, গৃকরা যাকে বলতো কার, মানে ভাগ্য, নিয়তি, এদেরকেই আমার লোকেরা বলে মোলোখ।"

"মোলোখ," ফিসফিস করে বললেন অ্যাবিস। "প্যাগানরা যার পূজা করতো আর হিব্রুরা করতো বিরুদ্ধাচরণ। তারা তাদের জীবন্ত সন্তানসন্তিদের আগুনে নিক্ষেপ করতো এই দেবতার আরাধনা করার জন্য..."

"হ্যা, ঠিক বলেছেন," বললেন আমার মা, "যদিও প্রাচীনকালের বেশিরভাগ লোকে বিশ্বাস করতো প্রতিশোধ নেবার মালিক ঈশ্বর কিন্তু ফিনিশিয়রা বিশ্বাস

করতো এটার মালিক তারা। যেসব ভূখণ্ড তারা পত্তন করেছিলো–কর্সিকা, সারদিনিয়া, মার্সেই, ভেনেশিয়া, সিসিলি–সেসব জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র, আর প্রতিশোধের মানে হলো ন্যায়বিচার। এমনকি বর্তমানকালেও তাদের উত্তরসূরীরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ধ্বংস করে চলেছে। ঐসব বারবারি জলদস্যুরা কিন্তু বারবারদের উত্তরসূরী নয়, ওরা এসেছে বারবারোসা থেকে, যার অর্থ 'লাল দাড়ি।' এমন কি এ সময়েও তিউনিস আর আলজিয়ার্সে বিশ হাজার ইউরোপিয়ান নাগরিক আঁটকে রেখেছে তারা মুক্তিপণ পাবার জন্য। এটাই তাদের পেশা। তারা হলো সত্যিকারের ফিনিশিয় বংশধর : দ্বীপের দূর্গ থেকে সমুদ্রে রাজত্ব করে বেড়ায়, চুরির দেবতাকে পূজা করে, জীবিকা নির্বাহ করে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে, একে অন্যেকে খুনোখুনি করে মৃত্যুবরণ করে তারা!"

"হ্যা," উত্তেজিত হয়ে বললেন অ্যাবিস। "শার্লেমেইনকে এরকম কথাই বলেছিলো মুররা। দাবাবোর্ডটি নিজেই 'সার' বাস্তবায়ন করবে–মানে প্রতিশোধ নেবে! কিন্তু সেটা কি? কি সেই সিক্রেট যার কথা ফিনিশিয়রা জানতো, আর মুররা সেটা খুঁজে বেড়িয়েছে? এই দাবাবোর্ডটিতে কোন শক্তি লুকিয়ে রাখা হয়েছে? হয়তো এক সময় সেটা জানা ছিলো, এখন বিস্মৃত হয়ে গেছে বলেই মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"

"আমি নিশ্চিত নই," আমার মা জবাব দিলেন, "তবে আপনি যা বললেন তা থেকে আমি একটা ক্লু বের করেছি। আপনি বলেছেন শার্লেমেইনের কাছে আটজন মুর দাস দাবাবোর্ডটি নিয়ে এসেছিলো, তারা এটা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় নি–মন্তগ্লেইন পর্যন্ত চলে গেছিলো ঐ আটজন মুর। ওখানে গিয়ে নিজেদের গুপ্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো। আমি জানি ঐ সব আচার-অনুষ্ঠানগুলো কি ছিলো। আপনি যেরকম আচারের কথা বললেন একটু আগে ঠিক সেরকম আচার-অনুষ্ঠান আমার পূর্বপুরুষ ফিনিশিয়রা পালন করতো। তারা একটি পবিত্র পাথর পূজা করতো, বিশ্বাস করতো সেটাতে রয়েছে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। মক্কার সেই কালো পাথর আর জেরুজালেমের ডোম অব দি রক-এর মতোই প্রতিটি ফিনিশিয় মন্দিরে একটি *মাসেবথ* রাখা থাকে।

"আমাদের পূরাণে এলিসা নামের এক মহিলার কথা আছে, তিনি এসেছিলেন তায়ার থেকে। তার ভাই ছিলো রাজা, সে যখন তার স্বামীকে হত্যা করে তখন মহিলা কিছু পবিত্র পাথর চুরি করে উত্তর-আফ্রিকার কার্থেজে চলে যায়। তার ভাই তার খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে–কারণ সে তাদের দেবতাদের চুরি করেছে। আমাদের গল্পে মহিলা জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করে সেইসাথে রক্ষা করে তার লোকজনকে। তবে এ কাজ করলেও মহিলা দাবি করে সে নাকি ফিনিক্স পাখির মতো আগুনের ভস্ম থেকে পুণরায় উত্থিত

হবে–যেদিন পাথরগুলো গান গাইতে শুরু করবে। সেদিনটি হবে পৃথিবীর জন্যে ন্যায়বিচারের দিন।"

আমার মায়ের গল্প বলা শেষ হলেও অ্যাবিস দীর্ঘসময় চুপ করে থাকলেন। আমি এবং আমার সৎবাবাও কিছু বললাম না। শেষে অ্যাবিস মুখ খুললেন।

"অরফিয়াসের রহস্য...যিনি পাথরকে দিয়ে গান গাওয়াতেন। তার সঙ্গিতের এতোটাই মাধুর্য ছিলো যে মরুভূমির বালু পর্যন্ত লাল রক্তের অশ্রুপাত করতো। এগুলো যদিও নিছক রূপকথা, তারপরও আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর ন্যায়বিচারের দিন সমাগত। মস্তগ্রেইন সার্ভিস যদি জেগে ওঠে তাহলে ঈশ্বর হয়তো আমাদেরকে রক্ষা করবেন, কারণ আমি বিশ্বাস করি এটার মধ্যে এমন একটি চাবি লুকিয়ে রাখা হয়েছে যা প্রকৃতির বন্ধ মুখ খুলে দেবে, মুক্তি পাবে ঈশ্বরের কণ্ঠ।"

∞

ছোট্ট ডাইনিংরুমে আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন লেতিজিয়া। ফায়ারপ্লেসের কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এতোক্ষণে। তার দুই সন্তান নিশ্চুপ বসে থাকলেও মিরিয়ে উদগ্রীব হয়ে উঠলো কিছু বলার জন্য।

"অ্যাবিস কি আপনাকে বলেছেন এটা কিভাবে হতে পারে?" জানতে চাইলো সে।

মাথা দোলালেন লেতিজিয়া। "না, তবে উনার অন্য অনুমাণটা সত্যি হয়েছিলো–রুশোর ব্যাপারে যেটা বলেছিলেন। অ্যাবিস চলে যাবার পরই তার এজেন্ট এখানে আসে–লোকটা ছিলো তরুণ এক স্কট, নাম জেমস বসওয়েল। কর্সিকার ইতিহাস লেখার কথা বলে পাওলির সাথে সখ্যতা তৈরি করে ফেলে, প্রতিরাতে তার সাথে ডিনার করতো সে। অ্যাবিস আমাদের কাছে অনুরোধ করে গেছিলেন, এই লোকটার গতিবিধি সম্পর্কে যেনো তাকে অবগত করা হয়, আর এখানে বসবাসরত ফিনিশিয়রা যেনো তার কাছে তাদের পুরাণের গল্পটা না বলে। তবে এর কোনো দরকার ছিলো না, কারণ আমরা স্বভাবগতভাবেই বেশ অন্তর্মুখী এবং গোপনীয়তা বজায় রাখতে পছন্দ করি। সচরাচর অচেনা কারো সাথে আমরা কথা বলি না, যদিনা তার কাছে আমাদের কোনো কৃতজ্ঞতা কিংবা ঋণ থেকে থাকে। অ্যাবিস আরো ধারণা করেছিলেন রুশোর এজেন্ট ফেশের সাথেও দেখা করবে। তবে আমার সৎবাবার শীতল আচরণ দেখে ঠাট্টাচ্ছলে তাকে খাঁটি সুইস বলেছিলো সে। পরবর্তী সময়ে তার লেখা বই *দ্য হিস্টোরি অব কর্সিকা অ্যান্ড লাইফ অব পাসকেল পাওলি* প্রকাশিত হলে বোঝা যায় রুশোকে বলার মতো তেমন কিছু জানতে পারে নি ভদ্রলোক। এখন অবশ্য রুশো মারা গেছেন..."

"কিন্তু মন্তগ্নেইন সার্ভিস জেগে উঠেছে," উঠে দাঁড়িয়ে লেতিজিয়ার চোখে চোখ রেখে বললো মিরিয়ে। "যদিও আপনার গল্প থেকে অ্যাবিসের মেসেজের অর্থ বোঝা গেছে, বোঝা গেছে আপনাদের বন্ধুত্বের ধরণ সম্পর্কেও–এটা আরো কিছু ব্যাখ্যা করেছে ব'লে মনে হচ্ছে আমার। মাদাম, আপনি কি আশা করেন আপনার বলা গান গাওয়া পাথর আর প্রতিশোধপরায়ণ ফিনিশিয়দের কথা আমি বিশ্বাস করবো?

"কার-এর এলিসার মতো আমার হয়তো লাল চুল আছে–তবে এর নীচে একটা মস্তিষ্কও আছে! আমার মতো মন্তগ্নেইনের অ্যাবিসও আধ্যাত্মিক কেউ নন, তিনি এই গল্প শুনে মোটেও সন্তুষ্ট হন নি। তাছাড়া আপনি যা বললেন তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু আছে তার মেসেজে–তিনি আপনার মেয়েকে বলেছেন, এই মেসেজটা পাওয়ামাত্রই আপনি জানবেন আপনাকে কি করতে হবে! এ কথা বলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন, মাদাম বোনাপার্ত?...এর সাথে ঐ ফর্মুলাটার কি সম্পর্ক?"

এ কথা শুনে লেতিজিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে রইলেন তিনি। এলিসা আর নেপোলিওন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো, ফিসফিসিয়ে বললো নেপোলিওন, "কিসের ফর্মুলা?"

"যে ফর্মুলার কথা জানতেন ভলতেয়ার–কার্ডিনাল রিশেলু–জ্যঁ-জ্যাক রুশো। আর জানেন আপনার মা!" বেশ জোরেই বললো মিরিয়ে। তার সবুজ চোখ দুটো যেনো জ্বলজ্বল করছে, একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে লেতিজিয়ার দিকে। নেপোলিওনের মা পাথরের মতো বসে আছে নিজের চেয়ারে।

মিরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে লেতিজিয়ার হাতটা ধরে ফেললো। জোর করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড় করালো তাকে। নেপোলিওন আর এলিসা ছুটে আসতে উদ্যত হলে মিরিয়ে একহাত তুলে তাদেরকে বিরত রাখলো।

"আমার কথার জবাব দিন, মাদাম–এই দাবাবোর্ডটির জন্যে এরইমধ্যে দু'দু'জন মহিলা খুন হয়েছে আমার চোখের সামনে। এটা খুঁজে পাবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে এমন এক জঘন্য লোককে আমি দেখেছি। এখনও সেই লোক আমাকে খুঁজে ফিরছে। আমাকে পেলেই সে হত্যা করবে। বাক্সটা খোলা হয়ে গেছে, যমদূত ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে। আমি তাকে নিজের চোখে দেখেছি–ঠিক যেমনটি দেখেছি মন্তগ্নেইন সার্ভিসটাকে–এবং সেটার উপরে খোদাই করা সিম্বলগুলো! আমি জানি একটা ফর্মুলা আছে। এখন আমাকে বলুন, অ্যাবিস আপনাকে কি করতে বলেছেন!" লেতিজিয়াকে সজোরে ঝাঁকি দিলো মিরিয়ে। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড ক্রোধ। চোখের সামনে ভ্যালেন্টাইনকে দেখতে পাচ্ছে সে–এসবের জন্যেই ভ্যালেন্টাইন খুন হয়েছে।

লেতিজিয়ার ঠোঁটজোড়া কাঁপতে লাগলো–যাকে কেউ কখনও অশ্রুপাত

করতে দেখে নি সেই মহিলা এখন রীতিমতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে! নেপোলিওন তার মায়ের হাত ধরলো।

"মা," বললো সে। "আপনাকে বলতে হবে। উনি যা জানতে চাচ্ছেন তা বলুন। হায় ঈশ্বর, আপনি শতশত অস্ত্রধারী ফরাসি সৈন্যের মোকাবেলা করার সাহস দেখিয়েছেন! এ আর এমন কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে আপনি কথা বলতে পারছেন না?"

জোর করে কান্না থামিয়ে নিজেকে সংযত করলেন লেতিজিয়া। চেষ্টা করলেন কথা বলার জন্য।

"আমি কসম খাচ্ছি–আমরা সবাই কসম খাচ্ছি–আমরা এ নিয়ে আর কখনও কথা বলবো না," বললেন তিনি। "হেলেনে, মানে মন্তগ্নেইনের অ্যাবিস সার্ভিসটা দেখার আগে থেকেই ফর্মুলার ব্যাপারটা জানতেন। হাজার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো সেটা যদি তাকে মাটির নীচ থেকে উত্তোলন করতেই হয় তাহলে ঘুঁটি আর বোর্ডের উপর লেখা সিম্বলগুলো লিখে রাখবেন তিনি–আর যেভাবেই পারেন সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন!"

"আপনার কাছে?" বললো মিরিয়ে। "আপনার কাছে কেন? তখন তো আপনি নিতান্তই একজন বালিকা ছিলেন।"

"হ্যা, তাই ছিলাম আমি," অশ্রু মুছে স্মিত হেসে বললেন লেতিজিয়া। "চৌদ্দ বছরের এক বালিকা–যার খুব শীঘ্রই বিয়ে হতে যাচ্ছে। এমন এক বালিকা যে তেরোজন সন্তানের জন্ম দিয়েছে, প্রত্যক্ষ করেছে পাঁচ পাঁচজন সন্তানের মৃত্যু। আমি এখনও বালিকাই আছি কারণ অ্যাবিসের কাছে করা প্রতীজ্ঞার বিপদ সম্পর্কে বুঝতে পারি নি।"

"আমাকে বলুন," নরম কণ্ঠে বললো মিরিয়ে। "আমাকে বলুন আপনি কি করবেন ব'লে তার কাছে প্রতীজ্ঞা করেছিলেন।"

"আমি সারাটাজীবন প্রাচীনকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করে গেছি। আমি হেলেনের কাছে প্রতীজ্ঞা করেছিলাম, যখন ঐ দাবাবোর্ডের ঘুঁটিগুলো তিনি হাতে পাবেন আমি আমার মায়ের দেশ উত্তর-আফ্রিকার মরুভূমির সুপ্রাচীন মুফতিদের কাছে যাবো। সেখানে গিয়ে ফর্মুলাটির অর্থোদ্ধার করবো।"

"ওখানে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এরকম লোকজনকে আপনি চেনেন?" উত্তেজিত হয়ে বললো মিরিয়ে। "কিন্তু মাদাম, আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি। এই কাজটা আমাকে করতে দিন। এটাই আমার একমাত্র চাওয়া! আমি জানি আমার শরীর খুব খারাপ অবস্থায় আছে কিন্তু আমার বয়স কম, খুব দ্রুতই সেরে উঠবো..."

"অ্যাবিসের সাথে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত নয়," বললেন লেতিজিয়া, নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা যেনো আবার ফিরে পেলেন। "তাছাড়া, চল্লিশ বছর ধরে

আমি যা শিখেছি সেটা তুমি একরাতেই শুনে ফেললে! নিজেকে যতোই শক্তসমর্থ মনে করো না কেন ভ্রমণ করার মতো শারিরীক অবস্থা তোমার নেই—এরকম অসুস্থতা আমি অনেক দেখেছি, নিশ্চিত করে বলতে পারি ছয়-সাত মাসের আগে তুমি পুরোপুরি সুস্থ হতে পারবে না। এই ফাঁকে তুমি এসব বিষয়ে যথেষ্ট শিখে নিতে পারবে—"

"ছয়-সাত মাস!" আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। "অসম্ভব! কর্সিকায় আমি এতোদিন থাকতে পারবো না!"

"আমার আশংকা তোমাকে থাকতেই হবে, মাই ডিয়ার," হেসে বললেন লেতিজিয়া। "সত্যি কথা বলতে কি তুমি মোটেও অসুস্থ নও। তুমি আসলে গর্ভবতী!"

লন্ডন

নভেম্বর ১৭৯২

কর্সিকা থেকে ছয়শ' পঞ্চাশ মাইল দূরে মিরিয়ের অনাগত সন্তানের বাবা শার্ল মরিস দ্য তয়িরাঁ পেরিগোর্দ বরফে জমে যাওয়া টেম্‌স নদীর তীরে বসে বসে মাছ ধরছে।

ঘাসের উপর বেশ কয়েকটি উলের চাদরের উপর অয়েলক্লথ বিছানো, তার উপরে মোটা চামড়ার জ্যাকেট, বুট আর মাথায় হ্যাট পরে বসে আছে সে। মৃদু তুষারপাত হচ্ছে এখন।

তার পাশে খড়ের তৈরি ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে কর্তিয়াদি। সেই ঝুড়ি ভর্তি মাছ। মাছগুলোর রক্ত শুষে নেবার জন্য দুই মাসের পুরনো একটি ফরাসি সংবাদপত্রের পাতা ছিড়ে রেখে দেয়া হয়েছে ঝুড়িতে। আজ সকালের আগপর্যন্ত এই পত্রিকাটি তার মালিকের স্টাডিরুমের দেয়ালে লাগানো ছিলো।

সংবাদপত্রটাতে কি লেখা আছে সেটা কর্তিয়াদি জানে, আর তার মালিক তয়িরাঁ যখন আজ সকালে স্টাডিরুমের দেয়াল থেকে পত্রিকাটির পাতা ছিঁড়ে ঝুড়িতে রেখে তাকে জানালো তারা এখন মাছ ধরতে যাবে তখন এক ধরণের স্বস্তি অনুভব করেছিলো সে। ফ্রান্স থেকে পত্রিকাটি আসার পর পরই তার মনিব একেবারে চুপ্‌সে যায়। তারা দু'জনে মিলেই বার বার সংবাদটি পড়েছে :

এই দেশদ্রোহীকে ধরিয়ে দিন

অঁতুয়াঁর সাবেক বিশপ তয়িরাঁ দেশান্তরিত হয়েছে...বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে

নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। তার শারিরিক বিবরণ : লম্বাটে মুখমণ্ডল, নীল চোখ এবং কিছুটা বাঁকা আর মাঝারি আকৃতির নাক। তয়িরাঁ পেরিগোর্দের ডান কিংবা বাম পা খোঁড়া...

কর্তিয়াদি বরফাচ্ছিদ টেমস নদীর দিকে তাকালো। প্রায় পুরোটাই বরফে ঢেকে আছে। মাঝে মাঝে বরফ ফেটে পানির দেখা মিলছে কোথাও কোথাও, দু'পাড়ে বড়বড় বরফের চাঁই পানির উপর ভেঙে পড়াতে চারপাশ প্রকম্পিত হচ্ছে বিকট শব্দে। অন্য অনেক কিছুর মতোই শীতকালটাও আগেভাগে এসে পড়েছে।

আজ সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ, প্রায় দু'মাস আগে তয়িরাঁ লন্ডনে এসে পৌছায়। উডস্টক স্ট্রিটের ছোট্ট একটা বাড়িতে উঠেছে সে। অবশ্য তার আসার আগে কর্তিয়াদি এখানে চলে আসে পুরো বাড়িটা বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য। তার মণিব এখানে আসার আগের দিন *কমিতি তুইয়েরি*'তে রাজার 'লোহার কাপবোর্ড' খুলে দেখা হয়–সেখানে মিরাবু আর লাপোর্তের চিঠি খুঁজে পায় তারা, যাতে লেখা ছিলো অ্যাসেম্বলির অনেক নিষ্ঠাবান সদস্য, এমনকি ষোড়শ লুইও রাশিয়া, স্পেন আর তুরস্কের কাছ থেকে প্রচুর ঘুষ নিয়েছিলো।

মিরাবুর ভাগ্য ভালো কারণ তিনি মারা গেছেন, ছিপের লাইন গোটাতে গোটাতে ভাবলো তয়িরাঁ। কর্তিয়াদির দিকে তাকিয়ে বড়শিতে আরেকটা টোপ লাগিয়ে দেবার ইশারা করলো সে। যে মহান রাষ্ট্রনায়কের শেষকৃত্যে তিন লাখেরও বেশি লোক উপস্থিত হয়েছিলো এখন কিনা অ্যাসেম্বলিতে রাখা সেই লোকের আবক্ষ মূর্তির উপর কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তার দেহভস্ম সরিয়ে ফেলা হয়েছে প্যান্থিয়ন থেকে। রাজার অবস্থা আরো খারাপ হবে। এরইমধ্যে তাকে তার পরিবার-পরিজনসহ নাইট টেম্পলার টাওয়ারে বন্দী করে রাখা হয়েছে–শক্তিশালী ফ্যাসন সংঘ তাকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য জোর দাবি জানিয়ে আসছে।

তয়িরাঁকে তার অনুপস্থিতিতে বিচার করে শাস্তি দেয়া হয়েছে। যদিও তার বিরুদ্ধে শক্ত কোনো প্রমাণ ছিলো না, শুধুমাত্র লাপোর্তের জব্দ করা চিঠিতে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে সে টাকার বিনিময়ে রাজার পক্ষ হয়ে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছিলো।

টেম্‌সের বুকে ছিপ ফেলে উদাস হয়ে গেলো তয়িরাঁ। ডিপ্লোমেটিক পাস ব্যবহার করে ফ্রান্স ত্যাগ করার সমস্ত প্রচেষ্টাই ভেস্তে গেছে। সে এখন নিজ দেশে ফেরারি আসামী, আর ইংল্যান্ডে যেসব ফরাসি অভিবাসী আছে তারাও তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে কারণ সে বিপ্লবকে সমর্থন দিয়ে নিজের শ্রেণীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বৃটিশ রাজপরিবারের অনুগ্রহ থেকেও সে বঞ্চিত। তবে সবচাইতে খারাপ খবর হলো তার হাতে একদম টাকাপয়সা নেই। আগে যেসব

মিস্ট্রেসদের সাথে তার সখ্য ছিলো তারা তাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে এসেছে সব সময়, এখন তাদের অবস্থাই করুণ। কেউ ইংল্যান্ডে বসে খড়ের টুপি বানিয়ে বিক্রি করছে, কেউবা গল্প-উপন্যাস লিখে জীবিকা নির্বাহ করছে কোনোমতে।

হতাশাগ্রস্ত এক জীবন। তার আটত্রিশ বছরের এই অস্তিত্বটা যেনো এক হলকায় ভেসে গেছে বানের জলে, ঠিক এইমাত্র বড়শির টোপটা যেভাবে ভেসে গেলো টেম্‌সের কালো জলরাশিতে। তবে আশার কথা, এখনও ছিপটা তার হাতেই আছে, ওটা বেহাত হয়ে যায় নি।

যদিও খুব কমই এ কথাটা সে বলে থাকে কিন্তু সত্য হলো, তার পূর্বপুরুষেরা ছিলো শার্লেমেইনের নাতি শার্ল দ্য বদ-এর বংশধর। হিউ কাপেটকে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছিলেন পেরিগোর্দের আদাবেয়া। হেস্টিংয়ের যুদ্ধে একজন মহানায়ক ছিলেন তয়িফা দ্য আয়রন কাটার। হেলিয়ে দ্য তয়িরাঁ পোপ দ্বাদশকে ফিশারম্যান সু পরিয়েছিলেন নিজ হাতে। তার পূর্বপুরুষেরা ছিলো কিংমেকার, যাদের জীবনদর্শন ছিলো 'রকুয়ে দিউ' : আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর কারোর সেবা করি না। জীবন যখন নানান সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ওঠে তখন পেরিগোর্দের তয়িরাঁরা চাদরের নীচে মুখ না লুকিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে এগিয়ে যায়।

ছিপ গুটিয়ে ফেললো সে। তার গৃহভৃত্য কর্তিয়াদি তাকে উঠতে সাহায্য করলো।

"কর্তিয়াদি," ছিপটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললো সে, "তুমি কি জানো আর মাত্র কয়েক মাস পরই আমার উনত্রিশতম জন্মদিন?"

"নিশ্চয় জানি," বললো কর্তিয়াদি। "মঁসিয়ে কি চাচ্ছেন জাঁকজমকের সাথে এটা পালন করার জন্যে আমি প্রস্তুতি নিই?"

এ কথা শুনে তয়িরাঁ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। "এই মাসের শেষে আমাকে উডস্টকের বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কেনসিংটনে ছোট্ট একটা বাড়িতে উঠতে হবে। আর বছরের শেষে আয়রোজগারহীন আমাকে হয়তো লাইব্রেরিটাও বিক্রি করে দিতে হতে পারে..."

"মঁসিয়ে হয়তো একটা বিষয় খেয়াল করছেন না," ভদ্রভাবে বললো কর্তিয়াদি, সব কিছু গোটাতে শুরু করলো সে। "এরকম কঠিন সময় থেকে উত্তরণের জন্যে আপনার কাছে আরো কিছু জিনিস আছে–আমি বইয়ের ভেতরে লুকিয়ে আনা ঐ ঘুঁটিগুলোর কথা বলছি।"

"কর্তিয়াদি," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো তয়িরাঁ, "এমন একটা দিনও যায় নি যেদিন আমি এ কথাটা ভাবি নি। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না ওগুলো বিক্রি করার মতো জিনিস।"

"বেয়াদপি নেবেন না, মঁসিয়ে," বললো কর্তিয়াদি, "আপনি কি মাদেমোয়ে মিরিয়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনেছেন?"

"না," স্বীকার করলো সে, "তবে আমি মনে করি এখনও তার এপিটাফ লেখার সময় আসে নি। ও খুবই সাহসী এক নারী। একদম সঠিক পথেই এগোচ্ছে সে। আমি বলতে চাচ্ছি, যে জিনিসগুলো আমার কাছে আছে সেগুলোর মূল্য স্বর্ণের মূল্য দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। ওগুলোর মূল্য তারচেয়েও বেশি। ফ্রান্সে এখন বিভ্রান্তির যুগের অবসান হয়েছে। রাজা এখন বিচারের অপেক্ষায় আছেন। তার বিচারের ব্যাপারটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছু না। তবে মনে রেখো, অরাজকতা দিয়ে সবচেয়ে দুর্বল শাসককেও স্থলাভিষিক্ত করা যায় না। ফ্রান্সে এখন কোনো শাসকের দরকার নেই, দরকার একজন নেতার। সে যখন আসবে আমিই সবার আগে তাকে স্বীকৃতি দেবো।"

"মঁসিয়ে বলতে চাচ্ছেন, এমন একজনের কথা যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আমাদের দেশে শান্তি পুণঃস্থাপন করবেন," এবার মাছের ঝুড়িটা হাতে তুলে নিলো সে।

"না, কর্তিয়াদি," তয়িরাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ঈশ্বর যদি পৃথিবীর বুকে শান্তি চাইতেন তাহলে এতোদিনে আমরা সেটা পেয়ে যেতাম। আমি একজন ত্রাণকর্তার বক্তব্য উদ্ধৃত করছি : 'আমি শান্তি আনার জন্যে আসি নি, আমি এসেছি তলোয়াড় নিয়ে।' যে লোকের কথা আমি বললাম সে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের মূল্য বুঝবে–যেটাকে এক কথায় বলা যেতে পারে : শক্তি কিংবা ক্ষমতা। এটা আমি ঐ লোককে দেবো যে খুব শীঘ্রই ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দেবে।"

টেম্‌স নদীর পাড় ধরে হেটে যাবার সময় কর্তিয়াদির মনে একটা প্রশ্নের উদ্রেক করলেও জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত সে।

"ফ্রান্সে আপনার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ এনে বিচার করা হয়েছে, যার কারণে আপনি সেখানে ফিরে যেতে পারবেন না। তাহলে কি করে এমন একজনকে খুঁজে বের করবেন, মঁসিয়ে?"

মুচকি হেসে কর্তিয়াদির কাঁধে হাত রাখলো তয়িরাঁ। "মাই ডিয়ার কর্তিয়াদি," বললো সে, "দেশদ্রোহীতা নিতান্তই সময়ের ব্যাপার।"

প্যারিস
ডিসেম্বর ১৭৯২

ডিসেম্বরের ১১ তারিখ। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের বিচারের দিন। তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

জ্যাক-লুই যখন সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন ততোক্ষণে জ্যাকোবিন

ক্লাবটা ভরে গেছে। আদালতের শুনানির প্রথম দিনে শেষ ভবঘুরে লোকটি তখনও তার পেছনে বসে আছে। অল্প কয়েকজন পিঠ চাপড়ে দিলো তার। তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হচ্ছে সেটা তার কানেও কিছুটা গেলো–বিচারালয়ের বক্সে বসা মহিলারা মদ্যপান করছে, কনভেনশন হলে বরফ বিক্রি করছে একদল হকার। রাজা বসে আছেন তার লোহার কাপবোর্ড থেকে উদ্ধার করা চিঠিসহ। ভান করছেন জীবনে কখনও এসব জিনিস তিনি দেখেন নি–নিজের স্বাক্ষর পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন–তার বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন ধরণের দেশদ্রোহীমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উত্থাপন করা হলো তখন নিজের দুর্বল স্মৃতিশক্তির দোহাই দিলেন। হারামজাদা একজন প্রশিক্ষিত জোকার, এ ব্যাপারে জ্যাকোবিনরা একমত। তাদের বেশিরভাগই এই জ্যাকোবিন ক্লাবে ঢোকার আগমুহূর্তেই ঠিক করে ফেলেছে কিসের পক্ষে ভোট দেবে।

ডেভিড ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথায় যাবার জন্যে পা বাড়াতেই পেছন থেকে তার জামার হাতা ধরে টান দিলো কেউ। পেছন ফিরে দেখতে পেলেন ম্যাক্সিমিলিয়েঁ রোবসপাইয়ের শীতল সবুজ চোখজোড়া।

সব সময় যেমন পরিপাটী পোশাক পরে থাকে তেমনটিই পরে আছে এখন। কাছের একটা বক্সে গিয়ে বসার জন্যে বললো সে।

"মাই ডিয়ার ডেভিড," বললো রোবসপাইয়ে, "আপনাকে তো কয়েক মাস ধরে দেখাই যায় নি। শুনেছি আপনি নাকি জো দ্য পমির উপর একটি পেইন্টিং নিয়ে ব্যস্ত আছেন। জানি আপনি একজন নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী, তবে এভাবে অনুপস্থিত থাকাটা মোটেও ঠিক হয় নি–আপনাকে এই বিপ্লবে ভীষণ দরকার আছে।"

এভাবে একজন বিপ্লবীর অনুপস্থিত থাকাটা যে খুব বিপজ্জনক সে কথাই বোঝাতে চাচ্ছে রোবসপাইয়ে।

"লাবায়ে জেলখানায় আপনার হতভাগ্য ভাতিজির কথা আমি শুনেছি," সে আরো বললো। "দেরিতে হলেও আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি আপনাকে। আমার মনে হয় পুরো অ্যাসেম্বলির সামনে মারাতকে এজন্যে জবাবদিহি করা উচিত। সবাই যখন তার শাস্তির দাবি করেছিলো সে তখন পাহাড়ের উপরে উঠে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দেয় আত্মহত্যা করবে! খুবই হাস্যকর আর জঘন্য নাটক, তবে এটাই তার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমাদের রাজারও উচিত তার মতো নাটক করার চেষ্টা করা।"

"আপনি মনে করছেন কনভেনশন রাজার মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দেবে?" ভ্যালেন্টাইনের করুণ মৃত্যুর অপ্রিয় বিষয় থেকে অন্য দিকে আলোচনা নিয়ে যাবার জন্যে বললেন ডেভিড।

"জীবিত রাজা খুবই বিপজ্জনক রাজা," বললো রোবসপাইয়ে। "যদিও আমি

রাজানিধনের পক্ষে নই, তবে এটাও তো ঠিক, তার দেশবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডের জোরালো প্রমাণ রয়েছে যেমনটি রয়েছে আপনার বন্ধু তয়িরাঁর বিরুদ্ধে! এবার তো দেখতে পাচ্ছেন তার ব্যাপারে আমার অনুমাণ কতোটা সঠিক ছিলো।"

"দাঁতোয়াঁ আমাকে চিঠি লিখে আজরাতে এখানে উপস্থিত থাকতে বলেছেন," বললেন ডেভিড। "মনে হচ্ছে জনপ্রিয় ভোটে রাজার ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে।"

"হ্যা, এজন্যেই তো তারা মিটিং করছে," বললো রোবসপাইয়ে। "রক্তাক্ত হৃদয়ের গায়রোঁদিনরা এটার সমর্থন করছে। তবে আমরা যদি সবগুলো প্রভিন্সিয়াল সংবিধানে ভোটের ব্যবস্থা করি তাহলে আমার আশংকা রাজতন্ত্র ফিরে আসার পক্ষেই ভূমিধ্বস রায় দেবে তারা। আর গায়রোঁদিনদের কথা যখন আসছে তখন আপনাকে তরুণ এক ইংরেজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ঐ তো এদিকেই আসছে সে-আমাদের কবি আঁদ্রে শেনিয়ের বন্ধু। তাকে আমি এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাতে করে ডানপন্থীদের দাপট দেখে বিপ্লবের ব্যাপারে তার মধ্যে যে রোমান্টিক ভ্রান্তি রয়েছে সেটা ভেঙে খান খান হয়ে যায়!"

লম্বা আর হালকাপাতলা গড়নের এক যুবককে এগিয়ে আসতে দেখলেন ডেভিড। মাথার বাবরি চুল পেছন দিকে টেনে রেখে দিয়েছে, গায়ের পোশাকটা বেসাইজের, অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। গলায় সিল্কের কাপড় না বেধে কালো রঙের একটি রুমাল গিট মেরে রেখেছে। তবে তার চোখজোড়া ভীষণ উজ্জ্বল আর পরিস্কার। তার দূর্বল থুতনীকে অনেকটাই ভারসাম্য এনে দিয়েছে তীক্ষ্ম আর খাড়া নাক, তার হাত দুটোতে যে কালচে ভাব আছে সেটা মনে করিয়ে দেয় লোকটা বেড়ে উঠেছে এমন এক গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানকার লোকজন সব ধরণের কাজ নিজেরাই করে থাকে।

"এ হলো তরুণ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থ," তরুণ লোকটি তাদের সামনে চলে এলে রোবসপাইয়ে বললো। ডেভিডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। "এক মাস ধরে সে প্যারিসে আছে-তবে এই প্রথম জ্যাকোবিন ক্লাবে এলো। আর ইনি হচ্ছেন সিটিজেন জ্যাক-লুই ডেভিড, আমাদের অ্যাসেম্বলির সাবেক প্রেসিডেন্ট।"

"মঁসিয়ে ডেভিড!" বেশ জোরে বললো ওয়ার্ডসওর্থ, শক্ত করে ধরলো ডেভিডের হাতটা। "কেমব্রিজ থেকে পাশ করার পর পরই লন্ডনে আপনার *দ্য ডেথ অব সক্রেটিস* পেইন্টিংটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো। আমার মতো যারা ইতিহাসকে সংরক্ষণের কাজ করে তাদের জন্যে আপনি বিরাট একটি উৎসাহ।"

"আপনি একজন লেখক?" বললেন ডেভিড। "তাহলে রোবসপাইয়ের মতোই বলতে হয় আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন, ফরাসি রাজতন্ত্রের পতনের ঐতিহাসিক ঘটনা নিজের চোখেই দেখতে পারবেন।"

"আমাদের বৃটিশ কবি, আধ্যাত্মবাদী উইলিয়াম ব্লেক গত বছর 'ফরাসি বিপ্লব' নামের একটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। ওই কবিতায় তিনি বাইবেলের মতোই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন রাজরাজরাদের পতন হবে। আপনি হয়তো সেটা পড়ে থাকবেন।"

"আমি আসলে হেরোডোটাস, প্লুটার্খ আর লিভি ছাড়া অন্য কিছু পড়ি না," মুচকি হেসে বললেন ডেভিড। "আমি না কোনো আধ্যাত্মিক, না কোনো কবি, সুতরাং এসবের মধ্যেই আমি আমার পেইন্টিংয়ের যথেষ্ট বিষয়-আশয় পেয়ে থাকি।"

"অদ্ভুত ব্যাপার তো," বললো ওয়ার্ডসওর্থ। "ইংল্যান্ডে আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের এই ফরাসি বিপ্লবের পেছনে আছে ফ্রিম্যাসনরা। তাদেরকে তো আপনি আধ্যাত্মিক হিসেবেই গণ্য করবেন, তাই না?"

"এটা সত্যি যে আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই ঐ গোষ্ঠীর লোকজন," রোবসপাইয়ে বললো। "সত্যি বলতে কি, জ্যাকোবিন ক্লাবটাও ফ্রিম্যাসন হিসেবে পরিচিত তয়িরাঁ পরিবার প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তবে ফ্রান্সে ফ্রিম্যাসনদেরকে মোটেও আধ্যাত্মিক হিসেবে গণ্য করা হয় না–"

"কাউকে কাউকে অবশ্য গণ্য করা হয়," বাধা দিয়ে বললেন ডেভিড। "উদাহরণ হিসেবে মারাতের নাম বলা যেতে পারে।"

"মারাত?" ভুরু কুচকে বললো রোবসপাইয়ে। "আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন। আপনার এরকম ধারণা হবার কারণ কি?"

"সত্যি বলতে, শুধুমাত্র দাঁতোয়াঁর অনুরোধে আমি আজ এখানে আসি নি," অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন ডেভিড। "আমি এসেছি আপনার সাথে দেখা করার জন্য, আমার ধারণা আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। একটু আগে লাবায়ে জেলখানায় আমার ভাতিজির যে দুর্ঘটনার কথা আপনি বললেন-সেটা কিন্তু নিছক কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না। মারাত একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার ভাতিজিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যা করেছে, কারণ সে মনে করেছে মেয়েটা মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ব্যাপারে কিছু জানে...ভালো কথা, মন্তগ্নেইন সার্ভিসের কথা নিশ্চয় শুনেছেন?"

কথাটা শুনেই রোবসপাইয়ের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তাদের দু'জনের দিকে বার বার তাকাতে লাগলো তরুণ কবি ওয়ার্ডসওর্থ। সে কিছু বুঝতে পারছে না।

"আপনি জানেন আপনি কি নিয়ে কথা বলছেন?" ডেভিডকে এককোণে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো রোবসপাইয়ে। তাদের পেছন পেছন চলে এলো ওয়ার্ডসওর্থ। "আপনার ভাতিজি এ ব্যাপারে কি জানতো?"

"আমার দুই ভাতিজিই ছিলো মন্তগ্নেইন অ্যাবির শিক্ষানবিশ–" কথাটা বলতেই আবারো বাধার সম্মুখীন হলেন ডেভিড।

"আপনি এ কথা আমাকে আগে কেন বলেন নি?" কম্পিত কণ্ঠে বললো রোবসপাইয়ে। "এখন বুঝতে পারছি অঁতুয়াঁর বিশপ কেন তাদের সাথে এতো মাখামাখি করেছিলো! আপনি যদি এ কথাটা আমাকে আগে বলতেন তাহলে ঐ হারামজাদা এতো সহজে আমার হাত গলে পিছলে যেতো না!"

"এই গল্পটা আমি কখনও বিশ্বাস করি নি, ম্যাক্সিমিলিয়েঁ," বললেন ডেভিড। "আমি মনে করতাম এটা নিছকই কিংবদন্তী, একটা কুসংস্কার। তবে মারাত তা মনে করে না। মিরিয়ে তার বোনকে বাঁচানোর জন্যে মারাতের কাছে স্বীকার করেছিলো এটার অস্তিত্ব আছে! সে আর তার বোন নাকি ওটার কিছু ঘুঁটি আমার বাগানে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু পরের দিন আমার বাগান তল্লাশি করার আদেশ নিয়ে যখন মারাত এলো..."

"হ্যা, বলুন...তারপর কি হলো?" খপ করে ডেভিডের হাতটা ধরে বললো রোবসপাইয়ে। তার চোখেমুখে উত্তেজনা। ওয়ার্ডসওর্থ চুপচাপ শুনে যাচ্ছে তাদের কথাবার্তা।

"ততোক্ষণে মিরিয়ে উধাও হয়ে গেছে," আস্তে করে বললেন ডেভিড। "তবে আমার বাগানের ফোয়ারার কাছে মাটি খোঁড়ার আলামত দেখা গেছে।"

"আপনার ঐ ভাতিজি এখন কোথায়?" অনেকটা চিৎকার করেই বললো রোবসপাইয়ে। "যতো দ্রুত সম্ভব আমাদের কাছে নিয়ে আসতে হবে তাকে। তার কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের জবাব পেতে হবে।"

"এজন্যেই তো আমি আপনার সাহায্য চাইছি," বললেন ডেভিড। "আমার আশংকা মেয়েটা আর ফিরে আসবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার লোকজনের মাধ্যমে তার অবস্থান জানা সম্ভব হবে–কিংবা তার ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটা জানা যাবে হয়তো।"

"তাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে, তারজন্যে সমগ্র ফ্রান্স যদি ওলটপালট করার দরকার পড়ে তাও করা হবে," তাকে আশ্বস্ত ক'রে বললো রোবসপাইয়ে। "মেয়েটার পূর্ণ বিবরণ দিন আমাকে, যতোটুকু সম্ভব বিস্তারিত বলুন।"

"বিবরণের চেয়েও বেশি কিছু আমি দিতে পারবো আপনাকে," জবাব দিলেন ডেভিড, "কারণ আমার স্টুডিও'তে তার একটা পেইন্টিং আছে।"

কর্সিকা
জানুয়ারি ১৭৯৩

কিন্তু পেইন্টিংয়ের মেয়েটির নিয়তিতে ফ্রান্সের মাটিতে বেশি দিন থাকার কথা লেখা নেই।

জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে এক রাতে মিরিয়ে যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন লেতিজিয়া বোনাপার্ত তাকে ডেকে তুললেন। তার পাশেই শুয়ে আছে এলিসা। তিন মাস হলো মিরিয়ে কর্সিকার আজাচ্চিও উপত্যকার এই বাড়িতে বসবাস করছে–এই সময়ের মধ্যে লেতিজিয়া সম্পর্কে বেশ ভালোই জেনেছে সে, তবে সেটা যে যথেষ্ট তা বলা যাবে না।

"জলদি পোশাক পরে নাও," তাদের দু'জনকে নীচু কণ্ঠে বললেন লেতিজিয়া। মিরিয়ে চেয়ে দেখলো মহিলার পাশে তার দুই সন্তান মারিয়া আর গিরোলামো ইতিমধ্যেই ভ্রমণের পোশাক পরে আছে।

"কি হয়েছে?" কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে জানতে চাইলো এলিসা।

"আমাদেরকে এক্ষুণি এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে," শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন লেতিজিয়া। "পাওলির সৈন্যেরা এখানে চলে আসবে যেকোনো সময়। ফ্রান্সের রাজা মারা গেছেন।"

"না!" চিৎকার দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো মিরিয়ে।

"দশ দিন আগে প্যারিসে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে," ওয়ার্ডরোব থেকে জামাকাপড় বের করতে করতে বললেন লেতিজিয়া। "পাওলি এখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে সারদিনিয়া এবং স্পেনের সাথে যোগ দিয়েছে ফরাসি সরকারকে উৎখাত করার জন্য।"

"কিন্তু মা, তাতে আমাদের কি সমস্যা?" এলিসা বললো।

"তোমার ভাই নেপোলিওন আর লুশিয়ানো আজ বিকেলে কর্সিকান অ্যাসেম্বলিতে পাওলির বিরুদ্ধে কথা বলেছে," বাঁকা হাসি হেসে বললেন লেতিজিয়া। "পাওলি এখন তাদের উপর *ভেনদেত্তা ট্রাভার্সা* নেবার জন্যে উন্মত্ত।"

"এর মানে কি?" বিছানা থেকে নেমে গায়ে চাদর জড়িয়ে নিয়ে বললো মিরিয়ে।

"রক্তজিঘাংসা!" ফিসফিস করে বললো এলিসা। "কর্সিকাতে এরকম রীতি আছে। কেউ যদি কাউকে আঘাত করে তাহলে তার সমগ্র পরিবার কিংবা আত্মীয়স্বজনের উপর আঘাত হেনে প্রতিশোধ নেয়া! কিন্তু আমার ভায়েরা এখন কোথায়?"

"আমার ভাই কার্ডিনাল ফেশের সঙ্গে গা ঢাকা দিয়েছে লুশিয়ানো," এলিসার জামা তার হাতে দিয়ে বললেন লেতিজিয়া। "আর নেপোলিওন দ্বীপ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এখন জলদি আসো, আজরাতের মধ্যে বোকোগনানো'তে যাওয়ার মতো যথেষ্ট সংখ্যক ঘোড়া আমাদের কাছে নেই। কিছু ঘোড়া চুরি করে ভোরের আগেই ওখানে পৌঁছাতে হবে।" বাচ্চা দুটো নিয়ে তড়িঘড়ি ঘর থেকে চলে গেলেন তিনি। যাবার সময় মিরিয়ে বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনতে পেলো,

আরো শুনতে পেলো লেতিজিয়ার দৃঢ়কণ্ঠস্বর : "আমি তো কাঁদছি না, কাঁদছি? তাহলে তোমরা কাঁদছো কি মনে করে?"

"বোকোগনানো'তে কি আছে?" ঘর থেকে দ্রুত বের হবার সময় এলিসাকে বললো মিরিয়ে।

"ওখানে আমাদের নানি অ্যাঞ্জেলা-মারিয়া দি পিয়েত্রা-সান্তা থাকেন। ওখানে যাওয়ার অর্থ হলো পরিস্থিতি খুবই খারাপ।"

মিরিয়ে অবশ্য খুশিই হলো মনে মনে। অবশেষে অ্যাবিসের পুরনো বান্ধবীর সাথে তার দেখা হচ্ছে!

"অ্যাঞ্জেলা মারিয়া সারাটা জীবন এই কর্সিকাতেই বাস করে আসছেন। তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী এতো বড় যে তাদেরকে নিয়ে একটা সেনাবাহিনী গঠন করলে এই দ্বীপের অর্ধেকটা উপড়ে ফেলতে পারবেন তিনি। এজন্যেই মা ওখানে যাচ্ছেন–তার মানে তিনি রক্তজিঘাংসা মেনে নিয়েছেন!"

∞

উঁচু পাহাড়ের উপর বেশ শক্ত দেয়ালঘেরা দূর্গতুল্য একটি গ্রাম হলো এই বোকোগনানো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আট হাজার ফিট উপরে এর অবস্থান। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা যখন শেষ ব্রিজটা অতিক্রম করলো তখন ভোর হয়ে গেছে।

অ্যাঞ্জেলা মারিয়া অবশ্য তাদেরকে দেখে খুশি হতে পারলেন না।

"তাহলে কার্লো বোনাপার্তের ছেলেরা আবারো ঝামেলা পাকিয়েছে!" কোমরে হাত দিয়ে বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ছোটোখাটো ভারিক্কি গড়নের অ্যাঞ্জেলা মারিয়া। "তারা যে এরকম কাজ করবে সেটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো।"

তার মা তাদের আগমনের কথা জানতেন এটা শুনে লেতিজিয়া অবাক হলেও সেটা প্রকাশ করলেন না। কোনো রকম আবেগ উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে মায়ের দু'গালে আলতো করে চুমু খেলেন তিনি।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," বৃদ্ধমহিলা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, "আর আনুষ্ঠানিকতা দেখাতে হবে না। বাচ্চাদেরকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে বলো। দেখে তো মনে হয় আধমরা হয়ে গেছে! তুমি কি তাদেরকে খাওয়াদাওয়া করাও নি? ওদের দেখে পালক ছাড়ানো মুরগির মতো মনে হচ্ছে!" কথাটা বলে ছোটো দুটো বাচ্চাকে ঘোড়া থেকে নামাতে সাহায্য করলেন, কিন্তু মিরিয়ের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন তিনি। ঘোড়া থেকে নেমে এলো সে। কাছে এগিয়ে গিয়ে মিরিয়ের গালে চুমু খেয়ে তার মুখটা এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন বৃদ্ধা।

"তাহলে এর কথাই তুমি আমাকে বলেছিলে," পেছন ফিরে লেতিজিয়াকে বললেন। "গর্ভবতী এক মেয়ে, মন্তগ্নেইন থেকে এসেছে?"

মিরিয়ে এখন প্রায় পাঁচ মাসের গর্ভবতী, খুব দ্রুতই অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছে সে।

"মা, ওকে এই দ্বীপ থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে," বললেন লেতিজিয়া। "তাকে আর আমরা নিরাপদে রাখতে পারবো না, যদিও অ্যাবিস চাইতেন ও আমাদের কাছেই থাকুক।"

"মেয়েটা কতোটুকু জানে?" বৃদ্ধা জানতে চাইলেন।

"এই স্বল্প সময়ে যতোটুকু শেখাতে পেরেছি," মিরিয়ের দিকে চকিতে চেয়ে আবার ফিরলেন মায়ের দিকে। "সেটা অবশ্য যথেষ্ট নয়।"

"এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলে দুনিয়াকে সব শোনানোর দরকার নেই!" বেশ জোরেই কথাটা বলে বৃদ্ধা জড়িয়ে ধরলেন মিরিয়েকে। "তুমি আমার সাথে আসো। আমি যা করবো সেটার জন্যে হেলেনে দ্য রকুয়ে হয়তো আমাকে অভিশাপ দেবে–কিন্তু তার তো উচিত ছিলো নিয়মিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করা। তুমি এই দ্বীপে পাঁচ মাস ধরে আছো অথচ আমি তার কাছ থেকে এ ব্যাপারে একটা চিঠিও পাই নি।"

"আজরাতে," বাড়ির ভেতর যেতে যেতে মিরিয়ের কানে ফিসফিস করে বললেন বৃদ্ধা, "ঘুটঘুটে অন্ধকারে, জাহাজে করে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো আমার এক পুরনো বন্ধুর কাছে। জাহাজের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা আছে। এই রক্তজিঘাংসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি ওখানেই থাকবে।"

"কিন্তু মাদাম," বললো মিরিয়ে, "আপনার মেয়ে তো আমার শিক্ষা এখনও শেষ করেন নি। আপনাদের এখানকার লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি যদি ওখানে থাকি তাহলে তো আমার মিশনটা আরো পিছিয়ে যাবে। খুব বেশি অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে কে?" মিরিয়ের পেটে আলতো করে চাপড় মেরে মুচকি হেসে বললেন বৃদ্ধা। "তাছাড়া তোমাকে যেখানে পাঠাচ্ছি সেখানে যাওয়ার দরকার রয়েছে–আমার মনে হয় না তুমি অখুশি হবে। আমার যে বন্ধুর কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি তাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম তুমি আসছো, যদিও সে এতোটা জলদি আশা করে নি। তার নাম শাহিন–খুবই দুর্দান্ত নাম। আরবি ভাষায় এর মানে 'শিকারী ঈগল'। আলজিয়ার্সে সে-ই তোমার বাকি শিক্ষাদীক্ষা দেবে।"

পজিশনাল বিশ্লেষণ

দাবা হলো বিশ্লেষণের শিল্প।
–মিখাইল বোতভিন্নিচ
সোভিয়েত গ্র্যান্ড মাস্টার/ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন

দাবা হলো ইমাজিনেশন।
–ডেভিড ব্রনস্টেইন
সোভিয়েত গ্র্যান্ড মাস্টার

আপনি যদি এটা অনুভব করতে না পারেন তাহলে কখনই এটা পাবেন না।
–ফাউস্ট
জোহান উলফগ্যাঙ গ্যোতে

সমুদ্রঘেষা পাহাড়ের উপর দিয়ে যে পথটা চলে গেছে সেটা খুবই খাড়া আর সাপের মতো আঁকাবাঁকা। নীচের সমুদ্রটি ধাতব সবুজ রঙের–ঠিক সোলারিনের চোখের রঙটা যেমন।

আমি অবশ্য এসব দৃশ্য খুব একটা উপভোগ করছি না, আগের রাতে যে ঘটনা ঘটে গেছে সেটা নিয়ে ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে আছি। আমার ক্যাবটা আলজিয়ার্সের দিকে যখন যাচ্ছে তখন পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি মনে মনে।

যতোবারই দুইয়ের সাথে দুই যোগ করছি ফলাফল গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আটে। সবখানেই আট। প্রথমে গণক মহিলা আমার জন্ম তারিখের কথা বলতে গিয়ে এটা বলেছিলো, তারপর মোরদেচাই, শরিফ এবং শেষপর্যন্ত সোলারিন এটাকে অনেকটা ম্যাজিক সাইন হিসেবে উপস্থিত করেছে : আমার হাতের তালুতে যে ইংরেজি আট সংখ্যাটির ছাপ আছে তা-ই নয়, বরং সোলারিন বলেছে আট-এর নাকি একটা *ফর্মুলা* আছে। ঐ রাতে শরিফের আগমণের পর সে উধাও হয়ে যায়, যাবার আগে এ কথাটা বলে গেছে। ওখান থেকে শরিফ আমাকে হোটেল পর্যন্ত এসকোর্ট করে নিয়ে এসেছিলো কিন্তু আমার রুমের চাবি ছিলো সোলারিনের পকেটে।

ক্যাবারে'তে আমার হ্যান্ডসাম সঙ্গি সোলারিনের ব্যাপারে শরিফ খুবই আগ্রহ দেখিয়েছে। সে কে, আর কেনই বা তার আগমণের পর পর লোকটা উধাও হয়ে

গেলো এসব জিজ্ঞেস করেছে বার বার। আমি শরিফকে বলেছি, নতুন একটি মহাদেশে এসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দু দু'জন 'ডেট' পেয়ে আমি যারপরনাই খুশি। সে যা ভাবার ভেবে নিক, আমি আর কিছু বলি নি। এরপর সে তার গাড়িতে করে আমাকে হোটেলে পৌছে দেয়।

ডেস্কে এসে দেখি আমার রুমের চাবি সেখানে রাখা, তবে রুমের জানালার সামনে সোলারিনের সাইকেলটা আর নেই। আমার চমৎকার ঘুমের রাতটা যেহেতু মাঠে মারা গেছে সে কারণে ফিরে এসে ঠিক করলাম বাকি রাতটুকু অপচয় করবো ছোটোখাটো রিসার্চ করে।

এখন আমি জেনে গেছি একটা ফর্মুলা আছে, আর সেটা কোনো নাইট টুর-এর নয়। লিলি যেমনটি ভেবেছিলো এটা অন্যধরণের একটি ফর্মুলা–এমন একটি ফর্মুলা, সোলারিন নিজেও যার অর্থোদ্ধার করতে পারে নি। আমি নিশ্চিত, এর সাথে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

নিম আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলো না? গাণিতিক ফর্মুলা আর খেলার উপর অনেকগুলো বই সে পাঠিয়েছে আমার কাছে। ঠিক করলাম নিমের নিজের লেখা বইটা দিয়েই শুরু করবো–*ফিবোনাচ্চি নাম্বার*–কারণ শরিফ এই বইটার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলো। ভোর পর্যন্ত বইটা পড়ে গেলাম একটানা, বেশ আগ্রহ বোধ করলাম আমি। ফিবোনাচ্চি সংখ্যাগুলো বলতে গেলে স্টক মার্কেট প্রজেকশনেই ব্যবহৃত হয়। এভাবে এটা কাজ করে :

লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি 'এক' সংখ্যা থেকে শুরু করেছেন : আগের সংখ্যাটির সাথে পরের সংখ্যাটি যোগফল, এভাবে একটা সংখ্যার ধারাক্রম তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা কিনা খুব কৌতুহলোদ্দীপক। এভাবে ০ যোগ ১ = ২; ২ যোগ ১ = ৩; ৩ যোগ ২ = ৫; ৫ যোগ ৩ = ৮... চলতে থাকে এই ফিবোনাচ্চি সংখ্যাগুলো।

ফিবোনাচ্চি অনেকটা আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন, আরবদের মধ্যে থেকে তিনি সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করেন যারা বিশ্বাস করতো সব সংখ্যাই *ম্যাজিক্যাল প্রোপার্টিজ*। তিনি একটি ফর্মুলা আবিষ্কার করেন : $(^{১}/_{২}\ (\sqrt{৫}—১)$–এতে তিনি বর্ণনা করেন প্রকৃতির সব কিছুর গঠনে রয়েছে স্পাইরাল আকৃতি।

নিমের বইয়ে আছে, উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা দেখেছে প্রতিটি গাছের ফুলের পাপড়ি এবং কাণ্ডে যে স্পাইরাল, সেটার সাথে ফিবোনাচ্চি সংখ্যার সাযুজ্য রয়েছে। প্রাণীবিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছে শামুকের খোলস এবং সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনও এই প্যাটার্ন অনুযায়ী হয়ে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দাবি করে সৌরজগতের গ্রহগুলোর সম্পর্ক–এমন কি ছায়াপথের আকৃতি–ফিবোনাচ্চি সংখ্যার দ্বারা বর্ণনা করা যায়। তবে নিমের বই পড়ার আগেই অন্য একটা বিষয় আমার নজরে এসেছিলো। আমি গণিতের ব্যাপারে তেমন কিছু না জানলেও সঙ্গিতের উপর

মেজর করেছিলাম ব'লে এটা সম্ভব হয়েছে। আসলে এই ছোট্ট ফর্মুলাটি লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি আবিষ্কার করেন নি, এটা আবিষ্কার করেছিলেন দু'হাজার বছর আগে পিথাগোরাস নামের এক ব্যক্তি। গৃকরা এটাকে বলতো অরিও সেক্তিও : গোল্ডেন মিন বা সোনালি ভিত্তি।

সহজ কথায় বলতে গেলে, সোনালি ভিত্তি মতে, একটি রেখার যেকোনো বিন্দু ধরে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অংশ বেছে নিলে সেটার যে অনুপাত হবে তা পুরো রেখার বৃহৎ অংশের অনুপাতের সমান। প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতার স্থাপত্যকলা, চিত্রকর্ম আর সঙ্গিতে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। প্লেটো আর অ্যারিস্টটল এটাকে বিবেচনা করেছে কোনো কিছু নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর কিনা তা বিচার করার 'যথার্থ' নিয়ামক হিসেবে। তবে পিথাগোরাসের কাছে এটা ছিলো তারচেয়েও বেশি কিছু।

পিথাগোরাসের আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রতি যে অনুরাগ তার সামনে ফিবোনাচ্চিকে নিছক কোনো অপটু দাবা খেলোয়াড় বলেই মনে হয়। গৃকরা তাকে বলতো 'সামোসের পিথাগোরাস' কারণ তিনি সামোস দ্বীপের ক্রোটোনায় জন্মেছিলেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সমস্যায় জড়িয়ে দেশ ত্যাগ করেন। তবে তার সমসাময়িকদের ভাষ্যমতে, তিনি জন্মেছিলেন প্রাচীন ফিনিশিয়ার তায়ার নগরে–যে দেশটাকে এখন আমরা বলি লেবানন। সুদীর্ঘ একুশ বছর তিনি মিশর এবং বারো বছর মেসোপটেমিয়ায় বাস করেছিলেন। বয়স যখন পঞ্চাশের উপরে তখন ক্রোটোনায় চলে আসেন তিনি। ওখানেই স্কুলের ছদ্মবেশে একটি আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন করেন, সেই স্কুলে ছাত্রদেরকে তিনি এমন সব গুপ্তজ্ঞান শিক্ষা দিতেন যেগুলো অর্জন করেছিলেন বিভিন্ন জায়গা ঘোরাঘোরি করার মাধ্যমে। এইসব গুপ্তজ্ঞান মূলত দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো : গণিত এবং সঙ্গিত।

পিথাগোরাসই আবিষ্কার করেন, পাশ্চাত্য সঙ্গিতের স্কেল হলো অক্টেভ, কারণ কম্পমান কোনো তারকে সমান অর্ধেকে ভাগ করলে যে আওয়াজ পাওয়া যাবে সেটা একেবারে আট টোন উপরে মতোই হবে। কোনো কম্পমান তারের ফ্রিকোয়েন্সি সেটার দৈর্ঘের বিপরীত অনুপাতের হয়ে থাকে। তার একটি সিক্রেট হলো, সঙ্গিতের পঞ্চম স্বর (পাঁচটি ডায়াটোনিক স্বর অথবা একটি অক্টেভের সোনালি ভিত্তি) ক্রমবর্ধমানভাবে বারো বার রিপিট করা হলে সেটা আট অক্টেভ উঁচুতে আসল স্বরে ফিরে আসার কথা। কিন্তু তার বদলে দেখা যায় সেটা অষ্টম স্বরে ফিরে আসে–আরোহন স্কেলও স্পাইরাল আকৃতি গঠন করে।

তবে পিথাগোরাসের তত্ত্বের সবচেয়ে বড় সিক্রেটটা ছিলো, এই মহাজগত সংখ্যার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে, এর প্রতিটি জিনিসেই রয়েছে সোনালি ভিত্তি। সংখ্যার এই ম্যাজিক্যাল অনুপাত প্রকৃতির সব জায়গাতেই দেখা যায়।

পিথাগোরাসের মতে, গ্রহগুলো যখন নিজেদের কক্ষপথে আর্বতন করে তখন যে শব্দ তৈরি হয় সেটাও এর মধ্যে পড়ে। "তারের গুঞ্জনের মধ্যে জ্যামিতি রয়েছে," তিনি বলেছিলেন। "মহাশূণ্যেও আছে সঙ্গিত।"

তাহলে এর সাথে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের কি সম্পর্ক? আমি জানি দাবাবোর্ডের উভয়পক্ষে আটটি পন অর্থাৎ সৈন্য এবং আটটি ঘুঁটি থাকে। বোর্ডের মধ্যে থাকে মোট চৌষট্টিটি সাদা-কালো বর্গ। এখানে একটি ফর্মুলা রয়েছে। সোলারিন এটাকে 'আটের ফর্মুলা' বলে অভিহিত করেছিলো। আট দ্বারা বিভাজ্য দাবাবোর্ডের চেয়ে এই জিনিস লুকিয়ে রাখার আর কি ভালো কিছু থাকতে পারে? সোনালি ভিত্তি, ফিবোনাচ্চি সংখ্যা আর স্পাইরালের সীমাহীন আরোহনের মতো–মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা এর সবগুলো অংশের যোগফলের চেয়েও বেশি কিছু।

বৃফকেস থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে চলমান ক্যাবের ভেতরেই ইংরেজি আট সংখ্যাটি লিখে কাগজটি একপাশে ঘুরিয়ে দেখলাম। এটা তো ইনফিনিটি, মানে অসীমতার প্রতীক! চোখের সামনে সিম্বলটা দেখে আমার কানে একটা কণ্ঠস্বর বলতে শুরু করলো : *অন্য খেলার মতো...এই যুদ্ধটাও চিরকালের জন্যে চলতে থাকবে।*

∞

কিন্তু এ কাজে নিয়োজিত হবার আগে আমার সামনে বিরাট একটি সমস্যা আছে : আলজিয়ার্সে থাকতে হলে আমাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে এখানে যেনো আমার একটা চাকরি থাকে–এমন একটা চাকরি যেখানে আমাকে খুব বেশি জবাবদিহি করতে হবে না। শরিফের কাছ থেকে আমি উত্তর-আফ্রিকার মেহমানদারির স্বাদ পেয়েছি, ভবিষ্যতে যেনো এরকম মেহমানদারির শিকার হতে না হয় সেটাও আমাকে নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু তারপরও কথা থাকে, এই সপ্তাহের শেষে আমার বস্ পিটার্ড যখন এসে পড়বে তখন আমি কিভাবে মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা খুঁজে বেড়াবো?

আমার দরকার একটু স্পেস, আর সেটা শুধুমাত্র একজন লোকই দিতে পারবে। সেই লোকটার সাথে দেখা করার জন্যেই যাচ্ছি এখন। এই লোকই আমার ভিসা অনুমোদন করেছে কিন্তু ফুলব্রাইট কোনের পার্টনারদেরকে টেনিস ম্যাচ খেলার কথা বলে বসিয়ে রেখেছিলো সে। এই লোকটাকে দিয়ে একটা কাগজে স্বাক্ষর করাতে পারলেই বিরাট একটি কম্পিউটার কন্ট্র্যাক্ট পেয়ে যাবে আমার ফার্ম। কিন্তু এ কাজটা কিভাবে করা যাবে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই। লোকটার নাম এমিল কামেল কাদের।

আমার ট্যাক্সিটা আলজিয়ার্স শহরের মাঝখানে এসে পড়লো। এটা বন্দর নগরী। সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে অসংখ্য বড়বড় সরকারী ভবন। সবগুলোই সাদা। ট্যাক্সিটা শিল্প এবং জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সামনে এসে থামলো।

লবিতে ঢুকতেই দেখতে পেলাম সুট-টাই আর জোব্বা পরা কিছু লোক এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা সবাই আমার দিকে একসঙ্গে তাকালো। সচরাচর প্যান্ট-শার্ট পরা কোনো মহিলাকে বোধহয় তারা এখানে দেখে না।

ইনফর্মেশন ডেস্ক কিংবা বিল্ডিং ডিরেক্টরি বলে কিছু নেই, আর প্রতিটি লিফটেই তিনজন করে ষণ্ডামার্কা লোক আছে দেখতে পেয়ে মার্বেলের সিঁড়ি ভেঙেই উপরে উঠে গেলাম। আমি অবশ্য জানি না ঠিক কোথায় এমিল কামেল কাদেরের অফিসটা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকা এক কৃষ্ণাঙ্গ আমাকে দেখে থমকে গেলো।

"আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?" বিগলিত হাসি হেসে বললো সে।

"আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে," তাকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা করলাম, "মঁসিয়ে কাদের সাথে। তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

"জ্বালানী মন্ত্রী?" লোকটা অবিশ্বাস্যে তাকালো আমার দিকে। কিন্তু আমাকে উল্টো ভড়কে দিয়ে সে বললো, "নিশ্চয়, মাদাম। আসুন আমার সাথে। আমি আপনাকে তার অফিসে নিয়ে যাচ্ছি।"

ধ্যাত্। আর কোনো উপায় না দেখে লোকটার সাথে লিফটের কাছে চলে গেলাম। আমার একটা বাহু ধরে এমনভাবে লোকজনকে সরে যাবার ইশারা করতে করতে এগিয়ে গেলো যে, নিজেকে মনে হলো কুইন মেরি। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, সে যখন বুঝতে পারবে আমি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এখানে আসি নি তখন কী হবে।

তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো লোকটা প্রাইভেট লিফটে উঠে পড়লো আমাকে নিয়ে। সে আর আমি ছাড়া কেউ নেই। ভাবলাম, মন্ত্রীসাহেব যখন আমার বস্‌দের মতো আমাকেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় রাখবেন তখন ভেবে নেবো পরবর্তী কৌশলটা। আমার ধারণা যথেষ্ট সময় পাবো আমি।

কিন্তু কোনো সময়ই পেলাম না। লোকটা আমাকে নিয়ে সোজা একটা অফিসের সামনে চলে আসার পর রিসেপশনিস্টের কানে কানে কী যেনো বলতেই সে ডেস্ক ছেড়ে উঠে আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিলো। দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম একটি ফাঁকা করিডোরের ভেতর। ওখানে বিশাল একটি দরজার সামনে অস্ত্রধারীগার্ড দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে রইলো গার্ড। সাথে আসা লোকটা সেই গার্ডকে কী যেনো বলতেই ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। কিছুক্ষণ পরই ফিরে এসে হাত নেড়ে ভেতরে ঢুকতে বললো আমাকে। কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি এবার আমার দিকে ফিরলো।

"মন্ত্রীসাহেব এক্ষুণি আপনার সাথে দেখা করবেন," বললো সে।

কোনো কথা না বলে সোজা ঢুকে পড়লাম মন্ত্রীর ঘরে।

বিশাল একটা ঘর। মাঝখানে ফোয়ারাও আছে। মেঝের মার্বেল ধূসর বর্ণের। দেয়াল জুড়ে পার্সিয়ান কার্পেট। বেশ কয়েকটি ফ্রেঞ্চ জানালা, সবগুলোই খোলা। বাতাসে জানালার পর্দা দুলছে।

একটা বেলকনির রেলিংয়ে ঝুঁকে আছে মন্ত্রী। আমি তার পিঠ দেখতে পেলাম। বেশ দীর্ঘ আর পেটানো শরীর, চুলের রঙ একেবারে বালুর মতো। বেলকনি থেকে বাইরের সমুদ্র দেখছে ভদ্রলোক। আমার পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালো।

"মাদেমোয়ে," দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললো মন্ত্রীসাহেব। "আমি এমিল কামেল কাদের, জ্বালানী মন্ত্রী। আপনার সাথে মিটিং করার অপেক্ষায়ই ছিলাম।"

তারপর পুরো কথোপকথন চললো ইংরেজিতে। দারুণ স্বস্তি পেলাম আমি।

"আমার মুখ থেকে ইংরেজি শুনে আপনি অবাক হয়েছেন," বেশ আন্তরিকভাবে হেসেই বললো সে, তার মধ্যে আমি কোনো মন্ত্রীসুলভ উন্নাসিকতা দেখতে পেলাম না। এরকম আন্তরিক হাসি খুব কমই দেখেছি। করমর্দন করার সময় আমার হাতটা অনেকক্ষণ ধরে রাখলো ভদ্রলোক।

"আমি ইংল্যান্ডে বেড়ে উঠেছি, পড়াশোনা করেছি কেমব্রিজে। তবে আমার মন্ত্রণালয়ে প্রায় সবাই কমবেশি ইংরেজি বলতে পারে। হাজার হোক এটা হলো তেলের ভাষা।"

তার কণ্ঠটাও খুব মিষ্টি। চোখ দুটো যেনো অ্যাম্বারের মতো। গায়ের চামড়া একেবারে স্বর্ণালি অলিভ রঙের। হাসলে তার চোখ দুটো বেশ সুন্দর দেখায়। কথায় কথায় হাসে ভদ্রলোক। টেনিস ম্যাচের কথা মনে পড়ে গেলে আমিও হেসে ফেললাম।

"প্লিজ, বসুন," নিজের ডেস্কে বসে আমাকে সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললো সে। ইন্টারকমটা তুলে নিয়ে আরবিতে কিছু বললো মন্ত্রীসাহেব। "আমি চা দেবার কথা বললাম," আমাকে বললো। "আপনি তাহলে আল রিয়াদে উঠেছেন। ওখানকার খাবারদাবার খুব একটা সুবিধার না, তবে জায়গাটা চমৎকার। আপনার যদি অন্য কোথাও যাবার পরিকল্পনা না থাকে তাহলে এই ইন্টারভিউ শেষ হলে আপনাকে আমি লাঞ্চে নিয়ে যাবো, ঠিক আছে? তখন শহরটাও দেখা হয়ে যাবে আপনার।"

এতোটা উষ্ণ ব্যবহার আর অভ্যর্থনা পেয়ে আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলাম, সেটা হয়তো আমার চেহারায়ও ফুটে উঠেছে তাই মন্ত্রী আরো বললো: "আপনি হয়তো ভাবছেন আপনাকে এতো তাড়াতাড়ি দেখা করতে দিলাম কেন।"

"স্বীকার করছি, আমাকে বলা হয়েছিলো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।"

"আচ্ছা, মাদেমোয়ে...আমি কি আপনাকে ক্যাথারিন বলে ডাকতে পারি?...দারুণ, তাহলে তুমিও আমাকে কামেল বলে ডাকতে পারো, এটা আমার তথাকথিত খৃস্টান নাম। আমাদের সংস্কৃতিতে মহিলাদেরকে একটু বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাদেরকে বিমুখ করাটা খুবই বাজে ব্যবহার বলে গণ্য করা হয়। সত্যি করে বলতে কি, অপুরুষোচিত মনে করা হয়। কোনো মেয়ে যদি বলে সে একজন মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চায় তখন তাকে ওয়েটিংরুমে বসিয়ে রাখতে পারো না। সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে দেখা করতে হবে তোমাকে!" মিষ্টি আর ভরাট কণ্ঠে হেসে ফেললো সে। "এখন তো জানলে সফলতার রেসিপিটা কি।"

কামেলের লম্বা নাক আর প্রশস্ত কপাল দেখে মনে হয় কোনো কয়েন থেকে তার মুখটা কপি করা হয়েছে। তাকে দেখ খুব চেনা চেনা লাগছে আমার।

"আপনি কি কাবিল?" হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"কেন এটা মনে হলো!" খুব খুশি হয়ে বললো সে। "মানে তুমি কিভাবে জানলে?"

"আন্দাজ করলাম আর কি," বললাম তাকে।

"তোমার আন্দাজ খুব ভালো। আমার মন্ত্রণালয়ের বেশিরভাগ লোকজনই কাবিল। যদিও আমরা আলজেরিয়ার মোট জনসংখ্যার মাত্র পনেরো শতাংশ, কিন্তু সরকারের উচ্চপর্যায়ের আশি শতাংশই আমরা দখল করে রেখেছি।" কথাটা বলেই হেসে ফেললো।

লোকটার মেজাজ খুব ভালো আছে আজ, ঠিক করলাম আমি যে কাজের জন্যে এসেছি সেটা এখনই বলা যেতে পারে, যদিও জানি না ঠিক কিভাবে ব্যাপারটা উপস্থাপন করবো। তবে দেরি করাও ঠিক হবে না। তাই আসল কথায় চলে এলাম।

"দেখুন, সপ্তাহ শেষে আমার কলিগ চলে আসার আগে আপনার সাথে আমি কিছু ব্যাপার আলোচনা করে নিতে চাইছি," বলতে শুরু করলাম আমি।

"তোমার কলিগ?" নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো সে। লোকটা যে সতর্ক হয়ে উঠলো বলে মনে করছি সেটা কি নিতান্তই আমার কল্পনা?

"মানে আমার ম্যানেজারের কথা বলছি," বললাম তাকে। "এখন পর্যন্ত কন্ট্রাক্ট সাইন করা হয় নি বলে আমার ফার্ম সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ম্যানেজার লোকটাকে সাইট সুপারভাইজেশনে পাঠাবে। সত্যি বলতে কি, আমি তাদের অর্ডার অমান্য করেই আজ এখানে এসেছি। তবে আমি কন্ট্রাক্টটা দেখেছি।" বৃফকেস থেকে একটা কপি বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। "তো আমি আসলে সুপারভাইজ করার মতো কিছু দেখতে পাই নি।"

কন্ট্রাক্টটার দিকে চোখ বুলিয়ে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলো কামেল। বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে একটু ভেবে নিলো সে। এখন মনে হচ্ছে আমি একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। অবশেষে কথা বললো মি: কাদের।

"তাহলে তুমি নিয়ম ভঙ্গ করায় বিশ্বাসী? এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে–আমি জানতে চাইবো, কেন?"

ডেস্কের উপর রাখা চুক্তির কপিটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, "এটাতে বলা আছে আমি মাটির নীচে এবং টিনজাত পেট্রোলিয়াম রিসোর্সের উপর অ্যানালিসিস করবো। এ কাজ করতে আমার শুধু একটি কম্পিউটার লাগবে–আর দরকার হবে চুক্তিটা স্বাক্ষর করানো।"

"আচ্ছা," একটুও না হেসে বললো কামেল। "আমি প্রশ্ন করার আগেই তুমি একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছো। তাহলে আরেকটা প্রশ্ন করি। তুমি কি ফিবোনাচ্চি সংখ্যা সম্পর্কে অবগত আছো?"

অনেক কষ্টে আৎকে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। "একটু আধটু," স্বীকার করলাম আমি। "এটা স্টক-মার্কেট প্রজেকশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। আপনি কি বলবেন এ বিষয়টা নিয়ে আপনার আগ্রহটা কি?"

"নিশ্চয় বলবো," বলেই ডেস্কের একটা বোতাম টিপে দিলো কামেল। কিছুক্ষণ পরই একজন চাপরাশি এসে চামড়ায় বাধানো একটি ফোল্ডার কামেলকে দিয়েই ঘর থেকে চলে গেলো।

"আলজেরিয়ান সরকার," একটা ডকুমেন্ট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো সে, "বিশ্বাস করে আমাদের দেশে পেট্রোলিয়ামের মওজুদ খুবই সীমিত। টেনেটুনে আট বছরের মতো চলে যাবে। হয়তো মরুভূমিতে আমরা আরো তেলকূপ খুঁজে পাবো, হয়তো পাবো না। বর্তমান সময়ে তেলই হলো আমাদের অন্যতম প্রধান রপ্তানীপণ্য। আমাদের দেশের খাদ্য থেকে শুরু করে সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসই এই তেল বিক্রি করে কেনা হয়। তুমি দেখতে পাবে আমাদের এখানে খুব কমই ফসলি জমি রয়েছে। বলতে গেলে আমরা আমাদের সব খাদ্যদ্রব্যই আমদানী করে থাকি...এমনকি বালি পর্যন্ত বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়।"

"আপনারা বালি আমদানী করেন?" ডকুমেন্টটা পড়তে পড়তেই বলে ফেললাম আমি। যে দেশে হাজার হাজার বর্গমাইল মরুভূমি আছে সেই দেশকে বালি আমদানী করতে হয়!

"ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল-গ্রেড বালি, ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে ব্যবহার করার জন্য। সাহারার যে বালি সেটা শিল্পকারখানায় ব্যবহার উপযোগী নয়। সুতরাং বুঝতেই পারছো আমরা পুরোপুরি তেলের উপর নির্ভরশীল। আমাদের কাছে কোনো রিজার্ভ নেই তবে বিশাল পরিমাণের প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ রয়েছে। এর পরিমাণ

এতোটাই বেশি যে, এক সময় হয়তো আমরা এ বিশ্বের সবচাইতে বড় গ্যাস রপ্তানীকারক দেশে পরিণত হবো–অবশ্য আমরা যদি এটা পরিবহণ করার উপায় খুঁজে বের করতে পারি।"

"এর সাথে আমার প্রজেক্টের কি সম্পর্ক?" আমার হাতে থাকা ফরাসি ভাষায় লিখিত ডকুমেন্টটা দ্রুত পড়ে নিয়ে বললাম। ওটাতে কোনো পেট্রল কিংবা *গাজ ন্যাতুরেল* শব্দ দেখতে পেলাম না।

"আলজেরিয়া ওপেকের সদস্য রাষ্ট্র। সদস্য রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে নিজেরাই বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি এবং পেট্রোলিয়ামের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। আর বলাই বাহুল্য, সেটা দেশভেদে একেকরকম হয়ে থাকে। এর বেশিরভাগই পন্য বিনিময়ের মাধ্যমে হয়। ওপেকের প্রতিষ্ঠাতা দেশ হিসেবে আমরা আমাদের সদস্যদেরকে সম্মিলিতভাবে এ কাজ করার জন্য প্রস্তাব করেছি। প্রথমত, এরফলে নাটকীয়ভাবে প্রতি ব্যারেল তেলের মূল্য বেড়ে যাবে, আগের মতো আর ফিক্সপ্রাইজ বলে কিছু থাকবে না। দ্বিতীয়ত, বাড়তি টাকা আমরা প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে পারবো, পশ্চিমাবিশ্ব থেকে ফান্ড পেয়ে ইসরায়েল যেমনটি করে আসছে।"

"আপনি অস্ত্রশস্ত্রের কথা কথা বলতে চাচ্ছেন?"

"না," হেসে বললো কামেল, "যদিও সত্যি কথা হলো আমরা সবাই এ ক্ষেত্রে বেশ ভালো খরচাপাতি করে থাকি। আমি আসলে শিল্পকারখানার অগ্রগতির কথা বলছি। মরুভূমিতে আমরা পানি সেচের ব্যবস্থা করতে পারি। এই পানিসেচ হলো সব সভ্যতার শেকড়।"

"কিন্তু আপনি যা বলছেন এই ডকুমেন্টে তো সেরকম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না," বললাম তাকে।

ঠিক এ সময় চা নিয়ে এক পরিচারিকা ঘরে ঢুকলো। দু'গ্লাসে গরম গরম মিন্ট-চা ঢেলে দিয়ে চুপচাপ চলে গেলো সে।

"এখন আমরা আমাদের কথাবার্তা শুরু করতে পারি," দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেয়ে বললাম তাকে। "আমাদের ফার্মের সাথে একটি অস্বাক্ষরিত চুক্তি আছে আপনার কাছে, ওটাতে বলা আছে আপনারা আপনাদের তেলের মজুদ পরিমাপ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনার এই ডকুমেন্টে বলা আছে আপনারা বালি এবং অন্যান্য কাঁচামাল আমদানির অ্যানালাইজ করতে চাচ্ছেন। আপনি একধরণের ট্রেড প্রজেক্ট করতে চাচ্ছেন, তা না হলে ফিবোনাচ্চি সংখ্যার কথা তুলতেন না। তাহলে এতোসব গল্প পাড়ছেন কেন?"

"গল্প একটাই," চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে ভালো করে তাকালো কামেল। "আমাদের মন্ত্রী বেলায়েত এবং আমি তোমার রিজিউমটা ভালো করে পড়ে দেখেছি। আমরা দু'জনেই একমত হয়েছি এই

প্রজেক্টের জন্যে তুমি বেশ ভালো কাজ করতে পারবে। তোমার ট্র্যাক রেকর্ড বলছে, জানালা দিয়ে নিয়মকানুনের বই ফেলে দিতে তুমি কাপর্ন্য করো না।" কথাটা বলেই সে চওড়া একটা হাসি দিলো। "তুমি জানো মাই ডিয়ার ক্যাথারিন, আমি তোমার ম্যানেজার মঁসিয়ে পিটার্ডের ভিসা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছি আজ সকালে।"

ডেস্ক থেকে চুক্তির কপিটা হাতে নিয়ে দ্রুত স্বাক্ষর করে দিলো এমিল কামেল। "এখন তোমার কাছে একটা স্বাক্ষরিত চুক্তি আছে যা এখানে তোমার মিশনের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে," আমার দিকে চুক্তির কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো সে। চুক্তিটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম আমি, কামেলও পাল্টা হেসে ফেললো।

"দারুণ বস্," বললাম আমি। "এখন কি দয়া করে বলবেন আমি কি কাজ করবো?"

"আমরা একটা কম্পিউটার মডেল চাই," আস্তে করে বললো সে। "তবে সেটা করতে হবে পুরোপুরি গোপনীয়তা বজায় রেখে।"

"এই মডেলটা কি করবে?" চুক্তিটা বুকের কাছে ধরে রেখে বললাম। এই চুক্তিটা যখন পিটার্ড দেখবে তখন তার কি অবস্থা হবে সেটা ভাবলাম আমি। পার্টনার যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আমি সফল।

"আমরা অনুমাণ করতে চাই," বললো কামেল, "তেলের সরবরাহ যদি বন্ধ করে দেই তাহলে বিশ্ব অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলবে।"

∞

রোম এবং সানফ্রান্সিসকোর চেয়ে আলজিয়ার্সের পাহাড়গুলো অনেক বেশি খাড়া। আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আমরা চলে এলাম রেস্তোরাঁয়। এর নাম আল বাকপুর। কামেল আমাকে বুঝিয়ে বলেছে এর অর্থ হলো 'উটের স্যাডেল'। বারের ভেতর শক্ত চামড়ার উটের স্যাডেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আছে। প্রত্যেকটাই সুন্দর সুন্দর নক্সা করা।

মেইন রুমটায় অনেকগুলো টেবিল-চেয়ার পাতা, জানালাগুলোতে ঝুলছে সাদা লেসের পর্দা। আমরা জানালার সামনে একটি টেবিলে বসলাম। কামেল পাই, ডিম ভাজা, মসলাদার কিছু খাবার আর কবুতরের মাংসের অর্ডার দিলো। পাঁচপদের ভূমধ্যসাগরীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার দিয়ে লাঞ্চ করার পর আমাদের জন্যে মদ পরিবেশন করা হলো। কামেল আমাকে উত্তর আফ্রিকার গল্প বলে আমোদিত করছে।

এই দেশটার অসাধারণ সাংস্কৃতিক ইতিহাস বুঝতে পারলাম না আমি। প্রথমে এসেছিলো তোয়ারেগ, কাবিল আর মুররা–এই প্রাচীন বারবাররা

এখানকার উপকূলে বসতি স্থাপন করে। তাদের পর পরই আসে মিনোয়ান আর ফিনিশিয়রা। তারা এখানে গ্যারিসন নির্মাণ করেছিলো। তারপর রোমান, স্পেনিশ উপনিবেশ মুরদের কাছ থেকে এই ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করে নেয়। এদের পরই অটোমান সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন এ দেশ শাসন করেছে। ১৮৩০ সালে ফরাসিরা এখানে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করলে আজ থেকে মাত্র দশ বছর আগে সেটার অবসান ঘটে আলজেরিয়ানদের সফল বিপ্লবের মাধ্যমে।

এর মঝখানে এতো বেশি রাজতন্ত্র আর পরিবারতন্ত্রের শাসন চলেছে যে সেটা গুনে শেষ করা যাবে না। সে সময় হারেম আর মুণ্ডু কাটা ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এখন মুসলিম শাসন চলছে এখানে, আগের তুলনায় পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত। কামেল মদ পান করলেও আমি খেয়াল করলাম সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে।

"ইসলাম," ব্ল্যাক কফি আর দই পরিবেশন করার পর আমি বললাম। "এর মানে তো শান্তি, তাই না?"

"একদিক থেকে তাই," বললো কামেল। "এটা হিব্রু শব্দ সালোমের অনুরূপ : যার মানে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আরবিতে এটাকে বলে সালাম। এর বৈশিষ্ট হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ," কিছু সুগার কিউব আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো সে। "কখনও কখনও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানে শান্তি–কখনও কখনও তা নয়।"

"বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নয়," বললাম আমি। কামেল আমার দিকে সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাকালো।

"মনে রাখবে মুসা, বুদ্ধ, জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট, জরাথুস্ত্র, জিশুসহ সব পয়গম্বরের মধ্যে একমাত্র মোহাম্মদই সত্যিকারের যুদ্ধ করেছেন। তিনি চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন, তারপর সেই বাহিনী নিয়ে নিজে নেতৃত্ব দিয়ে মক্কা বিজয় করেছেন!"

"জোয়ান অব আর্কও একই কাজ করেছিলেন, তাই না?" হেসে বললাম আমি।

"তিনি কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন নি," জবাব দিলো কামেল। "তবে তার চেতনা তাদের মতোই ছিলো। অবশ্য তোমরা পশ্চিমারা জিহাদকে যেভাবে দেখো আসলে সেটা তেমন নয়। তুমি কি কখনও কোরান পড়েছো?" আমি মাথা ঝাঁকিয়ে না বললে সে আবার বলতে লাগলো, "আমার কাছে ভালো ইংরেজির একটি কপি আছে, তোমাকে দেবো, পড়ে দেখো। আমার ধারণা তোমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে। যতোটা ধারণা করেছো তারচেয়ে অনেক ভিন্ন মনে হবে।"

রেস্তোরাঁ থেকে বাইরের রাস্তায় চলে এলাম আমরা। "এখন আলজিয়ার্সের

টুর শুরু করার জন্যে," বললো কামেল, "আমি তোমাকে পোস্তে সেন্ত্রেইল-এ নিয়ে যাবো।"

বন্দরের কাছে বিশাল সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসের দিকে রওনা হলাম আমরা। পথে যেতে যেতে সে বললো, "সব ফোনলাইন এই পোস্তে সেন্ত্রেইলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অন্য অনেক কিছুর মতো এটাও আমরা ফরাসিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারীসূত্রে পেয়েছি। আন্তর্জাতিক কলগুলো হাতের সাহায্যে সংযোগ দেয়া হয়। এটা দেখে তুমি খুব মজা পাবে। কারণ এই মান্ধাতা আমলের ফোন সিস্টেম দিয়েই তোমাকে কম্পিউটার মডেলটি ডিজাইন করতে হবে। তুমি যেসব ডাটা সংগ্রহ করবে তার বেশির ভাগ এই ফোনলাইনগুলো দিয়েই আসবে।"

আমি নিশ্চিত নই, এই লোক যে কম্পিউটার মডেলের কথা বলছে তাতে টেলিযোগাযোগের কী দরকার হতে পারে। তবে আমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছি, এ নিয়ে জনসম্মুখে কোনো আলোচনা করবো না। তাই আমি বললাম, "হ্যা, গতরাতে লং-ডিস্টেন্টের কল করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছিলাম।"

আমরা পোস্তে সেন্ত্রেইল ভবনের ভেতর ঢুকে পড়লাম। অন্য ভবনগুলোর মতো এটার মেঝেও মার্বেলে তৈরি, আর ছাদ বেশ উঁচু। ১৯২০ সালে এটাকে ব্যাঙ্ক অফিস হিসেবে ফরাসিরা ডিজাইন করেছিলো। সবখানেই বড়বড় ফ্রেমে আলজেরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিনের ছবি টাঙানো। লোকটার মুখ লম্বাটে, বড়বড় বিষন্ন চোখ আর ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের ঘন গোঁফ।

আমার দেখা এখানকার সব ভবনেই প্রচুর খালি জায়গা রয়েছে, পোস্তেও তার ব্যতিক্রম নয়। আলজিয়ার্স অনেক বড় শহর হলেও এখানকার লোকসংখ্যা খুব কম। পথঘাট সর্বত্রই ফাঁকা ফাঁকা। আমি নিউইয়র্ক থেকে এসেছি বলে এটা আরো বেশি করে চোখে পড়ছে। ভেতরে ঢুকতেই আমাদের জুতোর শব্দ শোনা গেলো। আশেপাশে যে কয়েকজন লোক রয়েছে তারা খুব নীচুস্বরে কথা বলছে, যেনো বিশাল কোনো লাইব্রেরিতে আছে তারা।

এককোণে খোলা একটি জায়গায় ছোট্ট কিচেন টেবিল আকৃতির সুইচবোর্ড বসানো আছে। দেখে মনে হয় স্বয়ং আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এটির ডিজাইন করেছেন। সুইচবোর্ডে চল্লিশোর্ধ এক মহিলা বসে আছে। তার পোশাক আশাক আর সাজসজ্জা সবই যেনো মান্ধাতার আমলের। সুইচবোর্ডের উপরে এক বাক্স চকোলেট রাখা।

"আমাদের মিনিস্টার যে!" মহিলা কথাটা বলেই উঠে দাঁড়িয়ে কামেলকে অভ্যর্থনা জানালো। মহিলার বাড়িয়ে দেয়া দু'হাত জড়িয়ে ধরলো কামেল। "আপনার চকোলেট আমি পেয়েছি," বাক্সটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো। "সুইস! আপনি কখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু করেন না।" মহিলার কণ্ঠ বেশ মিষ্টি। তার বলা ফরাসি ভাষা শুনে মনে হলো খাঁটি মার্সেইর অধিবাসী।

"তেরেসা, তোমার সাথে মাদেমোয়ে ক্যাথারিন ভেলিসের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি," কামেল বললো তাকে। "মাদেমোয়ে আমাদের মন্ত্রণালয়, মানে ওপেকের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কম্পিউটারের কাজ করছেন। ভাবলাম তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই সবার আগে।"

"আহ্, ওপেক!" গোলগোল চোখে বিস্ময় প্রকাশ করে আমার সাথে হাত মেলালো। "খুবই বড়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি নিশ্চয় খুব বুদ্ধিমান!" আমাকে বললো মহিলা। "আমার কথাটা শুনে রাখুন, এই ওপেক খুব দ্রুত আলোড়ন তুলতে যাচ্ছে।"

"তেরেসা সবই জানে।" কামেল হেসে বললো। "আন্তমহাদেশীয় সব ফোনকল সে আড়িপেতে শোনে। মন্ত্রণালয়ের চেয়েও বেশি জানে সে।"

"ওহ্ অবশ্যই," বললো তেরেসা। "আমি যদি এখানে না থাকতাম তাহলে কে এসব দেখাশোনা করতো?"

"তেরেসা হলো *পাইদ নোয়ে*," কামেল আমাকে বললো।

"এর মানে 'কালো পা,' " ইংরেজিতে বললো মহিলা। তারপর আবার ফরাসিতে চলে গেলো সে। "আফ্রিকায় জন্মালেও আমি আরব নই। আমার পূর্বপুরুষেরা লেবানন থেকে এসেছে।"

"মিস ভেলিস গতকাল রাতে লংডিস্টেন্টে ফোন করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিলো," বললো কামেল।

"ক'টার দিকে করেছিলেন?" আমার কাছে জানতে চাইলো মহিলা।

"রাত এগারোটার দিকে হবে," বললাম। "আল রিয়াদ হোটেল থেকে নিউইয়র্কে ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম।"

"কিন্তু তখন তো আমি এখানেই ছিলাম!" বিস্মিত হলো তেরেসা। তারপর মাথা দুলিয়ে আমাকে বললো, "ঐসব হোটেলের সুইচবোর্ডে যারা কাজ করে তারা খুব অলস হয়ে থাকে। লাইন অফ করে রাখে। কখনও কখনও একটা কল করার জন্য আট ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হয়। পরের বার আমাকে জানাবেন, আমি সবকিছু ব্যবস্থা করে রাখবো। আজরাতে কি আপনি কল করতে চাচ্ছেন? কখন করবেন বলুন।"

"আমি নিউইয়র্কের একটি কম্পিউটারে মেসেজ পাঠাতে চাইছি," মহিলাকে বললাম, "একজনকে জানাতে হবে আমি এখানে এসে পৌছেছি। ওটা একটা ভয়েস রেকর্ডার, আপনি কথা বললেই ডিজিটালি সেটা রেকর্ড হয়ে যাবে।"

"খুবই আধুনিক!" বললো তেরেসা। "আপনি চাইলে আমি ইংরেজিতেই ওটা করতে পারবো।"

খুশিমনে মেসেজটা লিখে দিলাম যাতে করে নিমের কাছে সেটা দিয়ে দেয়া হয়। মেসেজে বললাম আমি নিরাপদে পৌছেছি, খুব শীঘ্রই পার্বত্য অঞ্চলে

যাবো। সে বুঝবে আমি কি বুঝিয়েছি : আমি লিউলিনের অ্যান্টিক ডিলারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।

"চমৎকার," নোটটা ভাঁজ করে বললো তেরেসা। "এক্ষুণি আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার সাথে যেহেতু পরিচয় হয়ে গেছে তখন আপনার সব কলই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। সময় পেলে আবারো আসবেন আমার সাথে দেখা করতে।"

আমরা পোস্তে থেকে বের হতেই কামেল বললো, "আলজেরিয়াতে তেরেসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কাউকে তার পছন্দ না হলে লাইন আনপ্লাগ করেই তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিতে পারে সে। আমার মনে হচ্ছে সে তোমাকে খুব পছন্দ করেছে। কে জানে, সে হয়তো তোমাকে প্রেসিডেন্টও বানিয়ে দিতে পারে!" হেসে ফেললো সে।

ওয়াটারফ্রন্ট ধরে হাটতে হাটতে আমরা ফিরে এলাম মন্ত্রণালয়ে। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কামেল আমাকে বললো, "আমি খেয়াল করেছি তুমি মেসেজে লিখেছো পার্বত্য অঞ্চলে যাবার পরিকল্পনা করছো। ওখানে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় কি যেতে চাচ্ছো?"

"এক বন্ধুর বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাবো," বললাম আমি। "সেই সাথে গ্রামীণ এলাকাটিও দেখে আসা হবে।"

"আমি জানতে চাইলাম কারণ ওখানকার পার্বত্য অঞ্চলটি কাবিলদের বাসস্থান। আমি ওখানেই বেড়ে উঠেছি, জায়গাটা আমার ভালো করে চেনা আছে। তোমার জন্যে আমি একটা গাড়ি পাঠাতে পারি, চাইলে আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি।" কামেলের এই প্রস্তাবটা যতোই স্বাভাবিক শোনাক না কেন আমি এরমধ্যে অন্য কিছুর গন্ধ পেলাম।

"আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন আপনি ইংল্যান্ডে বেড়ে উঠেছেন?" বললাম তাকে।

"আমার বয়স যখন পনেরো তখন ওখানকার পাবলিক স্কুলে ভর্তি হই। তার আগে আমি কাবিলদের পাহাড়-পর্বতে খালি পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমার আসলেই একজন গাইডের দরকার। জায়গাটা খুব সুন্দর কিন্তু সহজেই হারিয়ে যাবার ভয় আছে। আলজেরিয়ার রোডম্যাপে সবকিছু দেয়া নেই।"

ভাবলাম এরকমভাবে বলার পর মুখের উপর না বলাটা অভদ্রতা হয়ে যায় তাই বললাম, "আপনি যদি আমার সাথে যান তাহলে তো খুবই ভালো হয়। আপনি জানেন, গতরাতে এয়ারপোর্ট থেকে নামার পরই *সিকুরাইত* আমাকে ফলো করেছিলো। লোকটার নাম শরিফ। আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন?"

থমকে দাঁড়ালো কামেল। "তুমি কি করে জানলে ওর নাম শরিফ?"

"তার সাথে আমার দেখা হয়েছে...কথা হয়েছে। এয়ারপোর্টে তার অফিসে

আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সে। তারপর ছেড়ে দিলেও আমাকে ফলো করে–"

"কি ধরণের প্রশ্ন করেছে?" কামেল আমার কথা শেষ হবার আগেই বললো। তার মুখ কালো হয়ে গেছে। যতোটুকু মনে আছে আমি কামেলকে বলে গেলাম। এমনকি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথাগুলোও বাদ দিলাম না।

যখন শেষ করলাম তখন কামেল চুপ মেরে রইলো। মনে হলো সে কিছু ভাবছে। অবশেষে বললো, "তুমি যদি এ কথাটা আর কাউকে না বলো তাহলে আমি খুব খুশি হবো। ব্যাপারটা আমি দেখবো তবে এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। সম্ভবত তোমাকে অন্য কেউ ভেবে এটা করেছে সে।"

মন্ত্রণালয়ের গেটের কাছে চলে আসার পর কামেল আরো বললো, "শরিফ যদি তোমার সাথে আবারো যোগাযোগ করে তাহলে তুমি তাকে বলে দেবে আমাকে সব কথা বলে দিয়েছো।" আমার কাঁধে হাত রাখলো সে। "তাকে আরো বলবে আমি তোমাকে কাবিলে নিয়ে যাচ্ছি।"

মরুভূমির সঙ্গিত

তবে মরুভূমি শোনে, যদিও মানুষ শোনে না, আর একদিন মরুভূমি সঙ্গিতে রূপান্তরিত হবে।
–মিগুয়েল দ্য উনামুনো হুগো

সাহারা
ফেব্রুয়ারি ১৭৯৩

উঁচু মালভূমির উপর দাঁড়িয়ে বিশাল লোহিত সাগর দেখছে মিরিয়ে। স্থানীয় ভাষায় এরকম উঁচু জায়গাকে বলা হয় আরেগ।

তার দক্ষিণ দিকে আজ-জামুল আল আকবরের বালিয়াড়ি প্রায় একশ' ফিট উঁচু ঢেউয়ের সৃষ্টি করেছে। এই দূরত্ব থেকে সকালের আলো দেখে মনে হচ্ছে সেটা যেনো বালির উপর লাল টকটকে থাবা বসিয়ে দিচ্ছে।

তার পেছনে সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বত, এখনও বেগুনি রঙের আভা ছড়াচ্ছে, কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে চূড়ার উপর। এই ফাঁকা মরুর বুকে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে–বিশ্বের সবচাইতে বড় এই বন্য আর আদিম পরিবেশে। একলক্ষ বর্গমাইলব্যাপী চলে গেছে এই পর্বতশ্রেণীর মিছিল। ঈশ্বরের নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না এখানে।

এটাকে বলে, 'সাহারা।' দক্ষিণ। ঊষরভূমি। আরুবি অর্থাৎ আরবের রাজ্য–যার মানে প্রকৃতির বুকে ঘুরে বেড়ানো যাযাবর।

তবে যে লোকটা মিরিয়েকে এখানে নিয়ে এসেছে সে কোনো আরুবি নয়। শাহিনের গায়ের চামড়া আর চুলের রঙ একেবারে শ্বেতাঙ্গদের মতো, ব্রোঞ্জের মতো চোখের রঙ। তার সম্প্রদায়ের লোকজন প্রাচীন বারবারদের ভাষায় কথা বলে, যারা এই বিস্তৃত ঊষর ভূখণ্ডটি পাঁচ হাজার বছর ধরে শাসন করে আসছে। তার মতে তাদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলো পর্বত আর আরেগ থেকে। আরেগ হলো পাহাড় আর মরুভূমির মাঝখানে বসবাসযোগ্য বিস্তৃত সমতল ভূমি। নিজেদেরকে তারা তু-আরেগ নামে অভিহিত করে। যার মানে বালিয়াড়ি থেকে উদ্ভুত। তুয়ারেগরা তাদের বংশধারার মতোই প্রাচীন একটি সিক্রেট জানে, সেই সিক্রেটটা সময়ের বালির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আর এই সিক্রেটটার জন্যেই কয়েক মাস ধরে শত শত মাইল ভ্রমণ করে চলে এসেছে মিরিয়ে।

প্রায় এক মাস আগে লেতিজিয়ার সাথে তার মায়ের বাড়িতে যেদিন গেলো সেদিন রাতেই ছোট্ট একটা মাছ ধরার নৌকায় করে সাগর পাড়ি দেয় সে। শাহিন নামের এই লোকটা দার-উল বিদা'র ডকে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। সেখান থেকে তাকে মাগরিবে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরনে ছিলো কালো রঙের আলখেল্লা, মুখে ছিলো নেকাব। শাহিন হলো 'নীল-মানব'দের একজন, আহাগ্গার এই পবিত্র গোষ্ঠীর পুরুষেরাই শুধুমাত্র নেকাব পরে থাকে মরুভূমির তপ্ত বাতাসের হাত থেকে মুখমণ্ডল রক্ষা করার জন্য, ফলে তাদের মুখে এক ধরণের নীলচে আভার সৃষ্টি হয়। যাযাবররা তাদেরকে মাগরিবি সম্প্রদায় বলে ডাকে–যার অর্থ জাদুকর। সূর্যাস্তের ভূমি অর্থাৎ মাগরিবের সিক্রেট তারা উন্মোচিত করতে পারে। তারা জানে মস্তগ্রেইন সার্ভিসের চাবিটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

এজন্যেই লেতিজিয়া আর তার মা তাকে আফ্রিকায় পাঠিয়েছে। আর মিরিয়েও কঠিন শীতকাল উপেক্ষা করে অ্যাটলাস পর্বত পাড়ি দিয়ে তিনশ' মাইল তুষার ঢাকা পথ অতিক্রম করে চলে এসেছে এখানে। সিক্রেটটা একবার হাতে পেয়ে গেলেই সে হয়ে যাবে এটা স্পর্শ করা একমাত্র জীবিত ব্যক্তি–সেই সাথে জেনে যাবে সিক্রেটটার মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে আছে তার চাবিকাঠি।

সিক্রেটটা মরুর বুকে পাথরের নীচে কিংবা ধূলোয় মলিন কোনো লাইব্রেরিতে লুকিয়ে রাখা নেই। এটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে এখানে বসবাসরত সম্প্রদায়ের ফিসফাস করা গল্পের ভেতরে। রাতের অন্ধকারে মরুর বুক অতিক্রান্ত হয়ে মানুষের মুখে মুখে এটা ছড়িয়ে পড়েছে নিঃশব্দ মরুর বুকে। সিক্রেটটা মরুভূমির শব্দ, এখানকার লোকজনের কিস্‌সা কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে আছে–পাহাড় আর পাথরের রহস্যময় ফিসফিসানির মধ্যে।

∞

বালি খুড়ে তৈরি করা গর্তের মধ্যে খড় বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে শাহিন। তার মাথার উপরে একটি শিকারী ঈগল চক্কর খাচ্ছে ধীরে ধীরে। খড়ের নড়াচড়া লক্ষ্য করছে সেটা। শাহিনের পাশে হাটু মুড়ে বসে আছে মিরিয়ে। শাহিনের আপাদমস্তক দেখছে সে : লম্বা আর সূচালো নাক, ঠিক যেনো শিকারী ঈগল পাখির মতোই–এই পাখির নামানুসারেই তার নাম রাখা হয়েছে: হলুদ রঙের চোখ নীলচে মুখ, মাথা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হলেও তার দীর্ঘ চুল পিঠ পর্যন্ত এসে পড়েছে। সে তার ঐতিহ্যবাহী কালো আলখেল্লা খুলে মিরিয়ের মতো বালি রঙের উলের আলখেল্লা পরে আছে এখন। মাথার উপর চক্কর দেয়া ঈগল পাখিটি মরুভূমির বালু আর খড়ের রঙ থেকে তাদেরকে পৃথক করতে পারবে না। এটা একধরণের ক্যামোফ্লেজ।

"এটা হুর-একটি সাকার ঈগল," নীচুকণ্ঠে মিরিয়েকে বললো শাহিন। "শিকারী ঈগলের মতো খুব দ্রুতগামী কিংবা আক্রমণাত্মক নয়, তবে খুব চালাক আর দৃষ্টিশক্তি দারুণ প্রখর। তোমার জন্যে এটা ভালো একটা পাখি হবে।"

এর আগেই সে মিরিয়েকে বলেছে, আজ-জামুল আল আকবর অতিক্রম করার আগেই তাকে এরকম একটি ঈগল ধরতে হবে। সেই জায়গাটা এখানকার সবচাইতে উঁচু সমতলভূমি। এটা শুধুমাত্র তুয়ারেগদের নিছক কোনো আচার নয়-যাদের মেয়েরা শিকার এবং শাসন দুটোই করে থাকে-এটা বেঁচে থাকার জন্যেও খুব জরুরি।

তাদের সামনে পনেরো কি বিশ দিনের পথ আছে, আর পুরোটা পথই দিনের বেলায় তপ্ত বালু এবং রাতে প্রচণ্ড শীতের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। তারা তাদের উটগুলোকে ঘণ্টায় এক মাইলের বেশি গতিতে চালাতে পারবে না এই ঘন আর পিচ্ছিল বালুর উপর দিয়ে। খারদাইয়া নামক একটি জায়গা থেকে তারা কফি, ময়দা, মধু আর খেজুর কিনে নিয়েছিলো-সেইসাথে উটের খাবার হিসেবে কয়েক ব্যাগ সারদিন মাছের শুটকি। এখন তাদের কাছে খাবার বলতে লবনাত্মক কিছু সবজি আর পাথরের মতো শক্ত রুটি ছাড়া আর কিছু নেই। শিকার করা ছাড়া এখন খাবার যোগার করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যতোদূর চোখ যায় ধুধু মরুর বুকে শিকার করার মতো কিছুই দেখা যাচ্ছে না-শুধুমাত্র ঈগল পাখি ছাড়া।

মাথার উপর চক্কর দিতে থাকা ঈগলের দিকে তাকালো মিরিয়ে। শাহিন তার গাট্টিবোচকা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা একটি পালিত কবুতর বের করলো। সেটার পায়ে চিকন তার পেচিয়ে দিলো সে। তারের অন্য মাথায় ছোটো একটি পাথরের টুকরো আঁটকে ছেড়ে দিলো কবুতরটা। ওটা আকাশে ডানা মেলতেই ঈগলের নজরে পড়ে গেলো। দেরি না করে বুলেটের মতো দ্রুত ছুটে এলো কবুতরের দিকে। দুটো পাখির মধ্যে ঝাপটাঝাপটি হতেই আকাশে কিছু পালক ছিটকে পড়তে দেখা গেলো। দুটো পাখিই লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

মিরিয়ে উঠতে গেলে শাহিন তার হাতটা ধরে তাকে বিরত করলো।

"তাকে রক্তের স্বাদ নিতে দাও," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "রক্ত ভুলিয়ে দেয় স্মৃতি আর সতর্কতা।"

ঈগল কবুতরটাকে ছিঁড়ে খুবলে ফেলতেই শাহিন তার টানতে শুরু করে দিলো। শিকারি পাখিটা একটু ওড়ার চেষ্টা করতেই মাটিতে বসে পড়লো, বুঝতে পারছে না কি হলো। আবারো তার টানলো শাহিন-দেখা গেলো আহত কবুতরটি মাটিতে পাখা ঝাপটাচ্ছে। সে যেমনটি ধারণা করেছিলো, ঈগল আবারো ফিরে এলো মাংস সাবাড় করার জন্য।

"যতোটা সম্ভব কাছে চলে যাও," ফিসফিসিয়ে মিরিয়েকে বললো শাহিন। "তার থেকে যখন এক মিটারের মতো দূরে থাকবে তখনই পা'টা ধরে ফেলবে।"

মিরিয়ে এমনভাবে তাকালো যেনো লোকটা বদ্ধ উন্মাদ, তবে কোনো কথা না বলে অনেকটা হামাগুড়ি দিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে গেলো সে। শাহিন যখন কবুতরটি টানতে টানতে সামনে নিয়ে আসছে তখন তার হৃদপিণ্ড লাফাতে শুরু করলো। ঈগলটি এখন মিরিয়ের ঠিক এক ফুট সামনে, তারপরও সে ধরছে না দেখে তার হাতে আলতো করে টোকা মারলো শাহিন। আর কোনো কিছু না ভেবেই ঈগলের পা লক্ষ্য করে ঝাপিয়ে পড়লো সে। ধরে ফেললো পা দুটো। ঈগল ডানা ঝাপটাতে শুরু করলো, তাকে আঘাত করার চেষ্টা করলো আপ্রাণ। চিচি আওয়াজ তুলে ধারালো ঠোঁট দিয়ে মিরিয়ের হাতে ঠোকর বসিয়ে দিলো।

শাহিন ছুটে এসে পাখিটাকে ধরে সেটার মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললো দক্ষভাবে। তারপর ঈগলের এক পায়ে সিল্কের দড়ি বেঁধে অন্যপ্রান্তটি মিরিয়ের কব্জিতে লাগিয়ে রাখা ব্যান্ডের সাথে বেঁধে দিলো।

রক্ত ঝরতে থাকা অন্য হাতটা ঠোঁট দিয়ে চুষে নিলো মিরিয়ে। মুখ দিয়ে টেনে এক টুকরো মসলিন কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে পেচিয়ে দিলো শাহিন। পাখিটা তার ধমনীর খুব কাছে আঘাত হেনেছে।

"তুমি তাকে ধরেছো সুতরাং তুমিই তাকে খাবে," বাঁকা হাসি হেসে বললো সে, "কিন্তু সে তো দেখছি আরেকটু হলে তোমাকেই খেয়ে ফেলেছিলো।" ব্যান্ডেজ লাগানো হাতটা ধরে তার চামড়ায় মোড়ানো যে হাতের উপর ঈগলটা বসানো আছে তার উপর রাখলো। মুখ ঢেকে থাকার কারণে ঈগলটা শান্ত হয়ে আছে।

"আলতো করে ওর গায়ে হাত বুলাও," মিরিয়েকে বললো সে। "তাকে বুঝিয়ে দাও তার প্রভু কে। এক পূর্ণিমা আর দশ দিন সময় লাগে কোনো হুরকে পোষ মানাতে–তবে তুমি যদি তাকে সাথে সাথে রাখো, দাও, আদর করো, তার সাথে কথা বলো, এমনকি ঘুমের সময়ও তাকে সঙ্গে রাখো তাহলে অমাবস্যার শেষ হবার আগেই এটা তোমার হয়ে যাবে। তুমি তাকে কি নাম দেবে? তাকে নামটা শেখাতে হবে, বুঝলে?"

বাহুর উপর থাকা ঈগলটার দিকে গর্বভরে তাকালো মিরিয়ে। মুহূর্তের জন্যে অন্য হাতের আঘাতের কথা ভুলে গেলো সে। "চ্যারিয়ট," সে বললো। "ছোট্ট শার্ল। আমি আকাশ থেকে ছোট্ট একটি শার্লেমেইন ধরেছি।"

হলুদ চোখে তার দিকে চেয়ে রইলো শাহিন। তারপর মুখের সামনে থেকে নেকাবটা সরিয়ে কথা বললো সে।

"আজরাতে আমরা তার উপরে তোমার চিহ্ন বসিয়ে দেবো...যাতে করে ও বুঝতে পারে ও শুধুই তোমার।"

"আমার চিহ্ন?" বললো মিরিয়ে।

নিজের হাত থেকে একটা আঙটি খুলে মিরিয়ের হাতে তুলে দিলো শাহিন।

আঙটিটার সিগনেটের দিকে তাকিয়ে রইলো মিরিয়ে। ভারি স্বর্ণের আঙটিটার উপর ইংরেজি আট সংখ্যার একটি প্রতীক।

চুপচাপ তারা দু'জন চলে গেলো কাছের একটি খাড়া পাহাড়ের দিকে, ওখানে তাদের উটগুলো রাখা আছে। পাখিটা হাতে নিয়েই উটের পিঠে চড়ে বসলো সে। লাল টকটকে বালির উপর দিয়ে চলতে শুরু করলো তারা দু'জন।

∞

তপ্ত কয়লার উপর আঙটিটা রাখলো শাহিন। খুব কম কথা বলে সে, হাসে আরো কম। এই কয়েক মাস ধরে তার সাথে থাকলেও লোকটা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না মিরিয়ে। তারা দু'জনেই ব্যস্ত আছে বেঁচে থাকার সংগ্রামে। মিরিয়ে কেবল জানে লাভা থেকে সৃষ্ট পর্বতমালার অঞ্চল আহাগ্গারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তারা। তুয়ারেগদের বাসস্থান হিসেবে জায়গাটা পরিচিত। মিরিয়ের সন্তান জন্মানোর আগেই সেখানে পৌছাতে হবে। অন্য যেকোনো বিষয়ে শাহিনকে জিজ্ঞেস করলে একটাই জবাব পাওয়া যায়–"খুব জলদি সব দেখতে পাবে।"

সেজন্যেই, আঙটিটা এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লার উপর রেখে মুখের নেকাব সরিয়ে তার সাথে যখন শাহিন কথা বলতে শুরু করলো তখন একটু অবাকই হলো মিরিয়ে।

"আমাদের ভষায় তুমি হলে একজন *থায়িব*," বললো শাহিন। "যে নারী কেবল একজন পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে–তারপরও তুমি গর্ভবতী। তুমি হয়তো খেয়াল করেছো খারদাইয়াতে যখন গেছিলাম তখন ওখানকার লোকজন তোমার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছিলো। আমার লোকজনের মধ্যে একটা গল্প চালু আছে। হিযরতেরও সাত হাজার বছর আগে পুব থেকে এক মহিলা এসেছিলো। মহিলা কেল রিলা তুয়ারেগে পৌছানোর আগে হাজার মাইল মরুভূমি পাড়ি দিয়েছিলো একা একা। পেটে বাচ্চা আসার কারণে তাকে তার লোকজন সমাজচ্যুত করেছিলো।

"তার চুলের রঙ ছিলো ঠিক তোমার মতোই লালচে। তার নাম ছিলো দাইয়া, এর মানে জলধারা। একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো সে। যেদিন তার বাচ্চাটা জন্মালো সেদিন ঐ গুহার পাথর ভেদ করে পানির ধারা বইতে শুরু করে। এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে। জায়গাটার নাম হয়েছে কার দাইয়া, মানে দাইয়ার গুহা।"

তাহলে খারদাইয়া নামক যে জায়গায় তারা যাত্রাবিরতি দিয়েছিলো সেটার নামকরণ করা হয়েছে অদ্ভুত দেবী কার-এর নামানুসারে–ঠিক যেমনটি হয়েছে কার্থেজের বেলায়, ভাবলো মিরিয়ে। এই দাইয়া–অথবা দিদোর কাহিনীটি কি একই কিংবদন্তী? নাকি তারা একই ব্যক্তি?

"আপনি আমাকে এসব কেন বলছেন?" হাতের উপরে থাকা চ্যারিয়টকে আদর করতে করতে জানতে চাইলো মিরিয়ে।

"এটা লিখিত আছে," সে বললো, "একদিন এক নবী আসবে আজহুর সাগর অর্থাৎ বাহার-আল-আজরাক থেকে। তিনি হবেন একজন কালিম-যিনি কথা বলবেন আত্মাদের সাথে, অনুসরণ করবেন তরিকত, মানে জ্ঞানের আধ্যাত্মিক পথ। তার গায়ের রঙ হবে সাদা, চোখের রঙ নীল আর চুলের রঙ লাল। এটা আমার লোকজনের কাছে একটি চিহ্ন হিসেবে পরিচিত তাই তোমার দিকে তারা এভাবে চেয়েছিলো।"

"কিন্তু আমি তো পুরুষ নই," মিরিয়ে অবাক হয়ে বললো, "আমার চোখের রঙও নীল নয়, সবুজ।"

"আমি তোমার কথা বলি নি," বললো শাহিন। জ্বলন্ত কয়লার উপর থেকে তার *বৌসাদি* চাকুটা দিয়ে লাল টকটকে আঙটিটা তুলে নিলো। "তোমার সন্তানের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। সে জন্মাবে দেবীর চোখের সামনে-ঠিক যেমনটি আগাম বলা আছে।"

মিরিয়ে আর জিজ্ঞেস করলো না শাহিন কিভাবে জানে তার পেটের সন্তান ছেলে হবে। হাজারটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরতে লাগলো। পেটের বাচ্চাটা এখন নড়াচড়া করলেই সে টের পায়। এরকম বন্য প্রকৃতিতে জন্ম নিয়ে সে কি হয়ে উঠবে? শাহিন কেন বিশ্বাস করছে তার সন্তান প্রাচীন এই ভবিষ্যৎবাণীটি স্বার্থক করবে? তার কাছেই বা কেন দাইয়ার গল্পটা বললো-এর সাথে যে সিক্রেটটা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কি সম্পর্ক? শাহিন তার দিকে উত্তপ্ত আঙটিটা বাড়িয়ে দিলে এসব চিন্তাভাবনা থেকে বর্তমানে ফিরে এলো মিরিয়ে।

"ওর ঠোঁটটা শক্ত করে ধরো-ঠিক এখানে," চামড়ায় মোড়ানো আঙটিটা তাকে নিতে বললো শাহিন। "ও খুব একটা টের পাবে না তবে আজীবন মনে রাখবে..." মিরিয়ে মুখ ঢাকা ঈগলটার দিকে তাকালো। শান্তভাবে তার হাতের উপর বসে আছে। তার পায়ের ধারালো নখ হাতে বাধা ব্যান্ডটা খামচে ধরে রেখেছে। ঠোঁটটা কাপড়ের আড়াল থেকে বের করা হলে উত্তপ্ত আঙটিটা ওটার কাছে নিয়ে এসে থমকে গেলো সে।

"আমি পারবো না," আঙটিটা সরিয়ে ফেললো মিরিয়ে।

"পারতেই হবে," দৃঢ়কণ্ঠে বললো শাহিন। "একটা পাখির উপরে যদি নিজের চিহ্নটা বসিয়ে দিতে না পারো তাহলে একজন লোককে খুন করবে কোন্ শক্তিতে?"

"খুন করবো?" বললো সে। "কখনও না!" কিন্তু তার কথা শুনে শাহিন মুচকি হেসে উত্তপ্ত আঙটিটার দিকে তাকালো। বেদুইন লোকটা ঠিকই বলেছে, ভাবলো মিরিয়ে।

"আমাকে বোলো না তুমি ঐ লোকটাকে খুন করবে না," আস্তে করে বললো শাহিন। "তুমি তার নাম জানো–ঘুমের মধ্যে নামটা অনেকবার উচ্চারণ করেছো। আমি তোমার মধ্যে প্রতিশোধের গন্ধ পাই, ঠিক যেমনটি আমরা গন্ধ শুকে পানির খোঁজ পাই। তুমি প্রতিশোধ নেবার জন্যেই এখানে এসেছো, এরজন্যেই তুমি বেঁচে আছো।"

"না," বললো মিরিয়ে, তার কাছে মনে হচ্ছে সারা মুখে রক্ত উঠে গেছে। "আমি এখানে একটা সিক্রেটের খোঁজে এসেছি। আপনিও এটা জানেন। কিন্তু তার বদলে আপনি আমাকে লাল চুলের অদ্ভুত এক মেয়ের গল্প বলছেন, যে কিনা হাজার বছর আগেই মারা গেছে..."

"আমি কখনও বলি নি সে মারা গেছে," নির্বিকার মুখে বললো শাহিন। "সে বেঁচে আছে, ঠিক মরুভূমির বালু যেমন গান গায়, যে প্রাচীন রহস্য সে আমাদের কানে কানে বলে। দেবতারা তার মৃত্যু অবলোকন করাটা সহ্য করতে পারে নি–তারা তাকে জীবন্ত পাথরে রূপান্তর করে ফেলে। আট হাজার বছর ধরে সে অপেক্ষা করে আসছে তোমাব জন্যে, কারণ তুমিই হলে তার পুণরুত্থানের হাতিয়ার–নির্দিষ্ট করে বললে, তুমি আর তোমার ছেলে–ঠিক এটাই বলা হয়েছে।"

আমি ফিনিক্স পাখির মতো ছাইয়ের ভস্ম থেকে আবারো পুণরুত্থিত হবো সেদিন যেদিন পাথর আর পাহাড় গান গাইবে...মরুভূমির বালি রক্তলাল অশ্রুপাত করবে...এটা হবে পৃথিবীর পুণরুত্থানের দিন...

লেতিজিয়ার কণ্ঠস্বরটা যেনো শুনতে পেলো মিরিয়ে, সেইসাথে অ্যাবিসের জবাবটাও : মন্তগ্নেইন সার্ভিসে এমন একটা চাবি আছে যা দিয়ে প্রকৃতির বন্ধ মুখ খোলা যাবে–মুক্তি পাবে দেবতাদের কণ্ঠ।

ধূসর মরুভূমির দিকে তাকালো সে। তার এক হাতে উত্তপ্ত আঙটি আর অন্য হাতের বাহুর উপর ঈগল পাখিটা। গভীর করে দম নিয়ে পাখিটার চঞ্চুর উপর গরম আঙটিটা বসিয়ে দিলো সে। পাখিটা কেঁপে উঠলেও জায়গা থেকে নড়লো না। আঙটিটা ফেলে দিয়ে পাখিটাকে আদর করতে শুরু করলো মিরিয়ে। চঞ্চুর উপর ইংরেজি আট সংখ্যাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন।

কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে আলতো করে চাপড় মারলো শাহিন। এই প্রথম তাকে স্পর্শ করলো সে। এবার চোখে চোখ রাখলো বেদুইন লোকটা।

"ও যখন আমাদের মরুভূমিতে আসে তখন আমরা তাকে দাইয়া বলে ডাকতাম," বললো সে। "তবে এখন সে তাসিলি'তে থাকে, সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। লম্বায় প্রায় বিশ ফিট হবে, দিয়াবারেন উপত্যকার এক মাইল উপর থেকে সে শাসন করে। তাকে আমরা শ্বেতরাণী বলে ডাকি।"

∞

আঠারোতম দিনে মিরিয়ে হঠাৎ করেই *জাউবাহ*, মানে বালির ঘূর্ণিঝড় দেখতে পেলো। বড়সড় পিলারের মতো মরুভূমির বুক থেকে বালি খুবলে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা। পিলারটার উচ্চতা হাজার ফিট উঁচু। প্রায় দশ মাইল দূরে আছে।

সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা করার জন্যে মিরিয়েব উটের পিঠের উপরে কাপড় দিয়ে যে ছাউনি দেয়া আছে সেটা বাতাসে উড়ে যাবার উপক্রম হলো। কাপড়ের পতপত শব্দটাই কেবল মিরিয়ের কানে আসছে এখন। কিন্তু দশ মাইল দূরে প্রকাণ্ড বালির ঘূর্ণিটা যেনো নিঃশব্দে সব কিছুর হন্তারক হয়ে এগিয়ে আসছে।

এরপরই সে আওয়াজটা শুনতে পেলো–ধীরস্থির একটা গুঞ্জন, খুবই চাপা কিন্তু ভীতিকর। যেনো রহস্যময় কোনো প্রাচ্যদেশীয় বাদ্যযন্ত্রের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। উটগুলো অস্থির হয়ে উঠলো হঠাৎ করে। ছটফট করছে পালিয়ে যাবার জন্যে। তাদের পায়ের নীচ থেকে বালি সরে যাচ্ছে।

শাহিন তার উটের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমেই শক্ত করে লাগামটা ধরে ফেললো। উটটা তাকে লাথি মারতে উদ্যত হলে লাগাম ধরে জোরে টান দিলো সে।

"তারা বালির এই সঙ্গিতকে ভয় পায়," চিৎকার করে বললো শাহিন, মিরিয়ের উটের লাগামটাও অন্য হাতে ধরে ফেললো এবার। সঙ্গে সঙ্গে উটের পিঠে লাগানো ছাউনিটা গুটিয়ে ফেললো সে। উটগুলোর চোখে ঠুলি পরিয়ে দিলো দ্রুত। অস্থির হয়ে কান্নার মতো শব্দ করতে লাগলো প্রাণীগুলো। প্রতিটি উটের সামনের পা হাটুর উপর থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সেগুলোকে মাটিতে বসতে বাধ্য করলো। তপ্ত বাতাসের বেগ আরো বেড়ে গেলে বালির সঙ্গিতও উচ্চকিত হয়ে উঠলো এবার।

"দশ মাইল দূরে আছে," শাহিন চিৎকার করে বললো তাকে, "তবে খুব দ্রুত এখানে চলে আসবে...সম্ভবত বিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমাদের উপর এসে পড়বে!"

তাদের সব মালপত্রের উপর ক্যানভাসের তাবুগুলো মেলে দিলো শাহিন। ঈগলগুলোর পায়ে যে সিল্কের দড়ি বাধা আছে সেটা কেটে ফেলে পাখিগুলোকে বড় একটা ঝোলার ভেতর রেখে দিলো মিরিয়ে। তারপর সে আর শাহিন হামাগুড়ি দিয়ে ইটের মতো দেখতে বড়বড় বালির টুকরো চাপা দিয়ে রাখা তাবুর ভেতর ঢুকে পড়লো।

তাবুর ভেতর ঢোকার পর শাহিন তার মুখের উপর মসলিন কাপড় পেচিয়ে দিলো যাতে করে বালিকণা চোখেমুখে না ঢুকতে পারে। মিরিয়ে শুনতে পেলো শব্দটা আরো জোরালো হয়ে উঠেছে–অনেকটা সমুদ্রের গর্জনের মতো।

মিরিয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো শাহিন। "প্রবেশদ্বার পাহাড়া দেবার জন্য সে জেগে উঠেছে। এর মানে-আল্লাহ যদি আমাদের সহায় হন তাহলে আগামীকালই তাসিলি'তে পৌছাতে পারবো।"

সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া
মার্চ ১৭৯৩

সেন্ট পিটার্সবার্গের রাজকীয় প্রাসাদের নিজের বিশাল অ্যাপার্টমেন্টের ড্রইংরুমে বসে আছেন মন্তগ্রেইনের অ্যাবিস। দরজা আর জানালার যে ভারি কাপড়ের পর্দা আছে তার সবগুলোই নামিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরে বিরাজ করছে এক ধরণের গোপনীয়তা। আজ সকালের আগপর্যন্ত অ্যাবিস ভেবেছিলেন তিনি নিরাপদেই আছেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন তার ধারণা ভুল।

তার চারপাশে আধ ডজনের মতো *ফেমে দ্য চ্যাম্বার* বসে আছে, এদেরকে জারিনা ক্যাথারিন নিয়োগ দিয়েছে অ্যাবিসকে খেদমত করার জন্য। তবে এদের আসল কাজ হলো অ্যাবিসের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। মেয়েগুলো আড়চোখে বার বার অ্যাবিসের দিকে তাকাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে তিনি এমন একটি ভঙ্গি করলেন যে দেখে মনে হতে পারে তিনি প্রার্থনা করছেন।

রাইটিং টেবিলে বসে হাতে একটা বাইবেল তুলে নিলেন। আজ সকালে ফরাসি অ্যাম্বাসেডর ফ্রান্সে ফিরে যাবার আগে তার কাছে যে চিঠিটা পাচার করে দিয়ে গেছে সেটা আছে বাইবেলের ভেতর। এ নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তিনবার চিঠিটা পড়লেন।

চিঠিটা এসেছে জ্যাক-লুই ডেভিডের কাছ থেকে। মিরিয়ে নিখোঁজ-ত্রাসের রাজত্ব যখন চলছিলো তখন সে প্যারিস থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যায়। আর মিষ্টি মেয়ে ভ্যালেন্টাইন মারা গেছে। কিন্তু ঘুঁটিগুলো কোথায়? অস্থির হয়ে ভাবতে লাগলেন অ্যাবিস। এটা অবশ্য চিঠিতে উল্লেখ নেই।

ঠিক এমন সময় ফয়ার থেকে বেশ জোরে একটা শব্দ শোনা গেলো-সেই সাথে লোকজনের ছোটাছুটি। সব কিছু ছাপিয়ে জারিনার কণ্ঠটা শোনা গেলো এবার।

বাইবেলের ভেতরে চিঠিটা রেখে দিলেন অ্যাবিস। *ফেমে দ্য চ্যাম্বাররা* ভড়কে গিয়ে একে অন্যের দিকে তাকালো বার বার। ঘরের দরজাটা খুলে গেলে দেখা গেলো জারিনা ক্যাথারিন দি গ্রেট প্রবেশ করছেন।

"বাইরে যাও, বাইরে যাও!" চিৎকার করে বললেন তিনি। তার হাতে রোল করা একটি পার্চমেন্ট। মেয়েগুলো মাথা নীচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলে সম্রাজ্ঞি রাইটিং টেবিলের কাছে চলে এলেন।

তার দিকে তাকিয়ে অ্যাবিস শান্তভাবে হাসলেন, বাইবেলটা টেবিলের উপর রাখা। "মাই ডিয়ার সোফিয়া," মিষ্টি করে বললেন তিনি, "অনেক বছর পর তুমি আমার কাছে এসেছো প্রার্থনা করার জন্য। আমি বলি কি, চলো পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া শুরু করি..."

সম্রাজ্ঞি রোল করা পার্চমেন্টটি অ্যাবিসের বাইবেলের উপর আছড় মেরে রাখলেন। তার চোখে যেনো আগুন জ্বলছে। "তোমার অনুপ্ত হওয়া উচিত!" চিৎকার করে বললে তিনি। "কতো বড় আস্পর্ধা তোমার, আমাকে অগ্রাহ্য করো? আমার কথার অবাধ্য হবার দুঃসাহস দেখাও? আমার ইচ্ছেই এই সাম্রাজ্যের আইন! আমার কাউন্সেলরদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে আমি তোমাকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আশ্রয় দিয়ে আসছি! আর সেই তুমিই কিনা আমার আদেশ অমান্য করো?!" পার্চমেন্টটা তুলে নিয়ে অ্যাবিসের মুখের সামনে ধরলেন তিনি। "এটাতে সাইন করো!" চিৎকার করে বললেন, ডেস্কে রাখা কালির দোয়াত থেকে পালক তুলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে বাড়িয়ে দিলেন অ্যাবিসের দিকে। "সাইন করো!"

"মাই ডিয়ার সোফিয়া," শান্তকণ্ঠে বললেন ক্যাথারিনের হাত থেকে পার্চমেন্টটা নিয়ে, "আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাচ্ছো।" কাগজটা পড়ে দেখলেন তিনি, যেনো এর আগে এটা তিনি দেখেন নি।

"প্লাতো জুবোভ আমাকে বলেছে তুমি নাকি এটা স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছো!" অ্যাবিসকে পড়তে দেখে চিৎকার করে বললেন তিনি। "তোমাকে জেলে ভরার আগে আমি জানতে চাই এর কারণ কি!"

"আমি যদি জেলে যাই," হেসে বললেন অ্যাবিস, "তাহলে তোমার কোনো লাভ হবে না বলেই মনে করি।" কাগজটার দিকে তাকালেন তিনি।

"তুমি কি বলতে চাও?" পালকের কলমটা কালির দোয়াতে রেখে জানতে চাইলেন সম্রাজ্ঞি। "তুমি ভালো করেই জানো এই কাগজে কি লেখা আছে–এটা স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানানোর মানে হলো রাষ্ট্রদ্রোহীতা! যেকোনো ফরাসি অভিবাসী আমার কাছে সুরক্ষা চাইবার আশা করলে এই শপথনামায় স্বাক্ষর করবে। এই অসভ্য জাতিটা তাদের রাজাকে হত্যা করেছে! রাজদরবার থেকে ফরাসি অ্যাম্বাসেডর গিনেতকে বহিষ্কার করেছি আমি–ঐ বোকাদের পুতুল সরকারের সাথে সব ধরণের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। কোনো ফরাসি জাহাজ যেনো রাশিয়ান বন্দরে আসতে না পারে সে আদেশও জারি করেছি ইতিমধ্যে!"

"হ্যা, হ্যা," একটু অধৈর্যের সুরেই বললেন অ্যাবিস। "কিন্তু এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো কোনো অভিবাসী নই–ফ্রান্সের দরজা বন্ধ হবার অনেক আগেই আমি সেই দেশ ত্যাগ করেছি। আমি কেন আমার দেশের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করবো?"

"এটা স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে তুমি ঐসব শয়তানের পক্ষই সমর্থন করবে ব'লে ধরে নেয়া হবে!" ভয় দেখিয়ে বললেন ক্যাথারিন। "তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো তারা একজন রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পক্ষে ভোট দিয়েছে? কোন অধিকারে তারা এরকম অবাধ স্বাধীনতা পেলো? ঐসব রাস্তার লোকজন ঠাণ্ডা মাথায় আট-দশজন সাধারণ অপরাধীর মতো তাকে হত্যা করেছে! তারা তার মাথা ন্যাড়া করে গায়ের পোশাক খুলে ফেলে একটা ঘোড়াগাড়িতে করে পথেঘাটে ঘুরিয়েছে যাতে করে লোকজন তার উপর থুতু ছিটাতে পারে। অবশেষে তার মুণ্ডু কেটে উল্লাস করেছে..."

"আমি জানি," শান্তকণ্ঠে বললেন অ্যাবিস। "আমি সব জানি।" পার্চমেন্ট কাগজটা ডেস্কে রেখে বান্ধবীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি। "তারপরও, তুমি আমাকে যতো ভয়ই দেখাও না কেন আমি ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবো না। খুব বাজে ঘটনা ঘটে গেছে–একজন রাজার মৃত্যুর চেয়েও সেটা সাংঘাতিক–সম্ভবত সব রাজার মৃত্যুর চেয়েও সেটা সাংঘাতিক ঘটনা।"

ক্যাথারিন বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন অ্যাবিসের দিকে। তার বান্ধবী আস্তে করে বাইবেলটা হাতে তুলে নিয়ে সেটার ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে সম্রাজ্ঞির হাতে তুলে দিলেন।

"মন্তগ্নেইন সার্ভিসের কিছু ঘুঁটি হয়তো হারিয়ে গেছে," বললেন তিনি।

∞

রাশিয়ার জারিনা ক্যাথারিন দ্য গ্রেট বসে আছেন সাদা-কালো টাইলসের দাবাবোর্ডের সামনে, তার বিপরীতে বসে আছেন অ্যাবিস। একটা নাইট তুলে বোর্ডের মাঝখানে চাল দিলেন তিনি। তাকে ক্লান্ত আর অসুস্থ মনে হচ্ছে।

"আমি বুঝতে পারছি না," নীচু কণ্ঠে বললেন তিনি। "তুমি সারাটা সময়ই জানতে ঘুঁটিগুলো কোথায় ছিলো, তাহলে আমাকে সেটা বলো নি কেন? তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করলে না? আমি তো ভেবেছিলাম ওগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো..."

"ছড়িয়ে ছিটিয়েই ছিলো," বোর্ডের দিকে চেয়ে বললেন অ্যাবিস, "তবে হাতে হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো, আমি ভেবেছিলাম ঐসব হাত আমার নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। এখন মনে হচ্ছে আমি ভুল করেছি। একজন খেলোয়াড় কিছু ঘুঁটিসহ নিখোঁজ হয়ে গেছে। সেগুলো আমাকে খুঁজে পেতে হবে।"

"অবশ্যই খুঁজতে হবে," সম্রাজ্ঞি একমত হলেন। "এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো, এরজন্যে তোমাকে সর্বপ্রথম আমার দ্বারস্থই হতে হবে। প্রতিটি দেশেই আমার এজেন্ট আছে। আমি ছাড়া কেউ ওই ঘুঁটিগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

"পাগলের মতো কথা বোলো না," বললেন অ্যাবিস, কুইনের চাল দিয়ে একটা সৈন্য খেয়ে ফেললেন তিনি। "এই মেয়েটি যখন নিখোঁজ হয় তখন আটটা ঘুটি প্যারিসেই ছিলো। মেয়েটা অতো বোকা নয় যে ওগুলো সঙ্গে করে পালাবে। কেবল সে-ই জানে ওগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে–আমি যাকে পাঠাবো তাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিশ্বাস করবে না। এজন্যে কায়েন-এর কনভেন্টের মাদেমোয়ে করদে'কে আমি চিঠি লিখে বলেছি দেরি না করে তিনি যেনো প্যারিসে চলে যান–মেয়েটা কোথায় যেতে পারে সেটার খোঁজ নেন। মেয়েটা যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে ঐসব ঘুঁটিগুলো চিরতরের জন্যে হারিয়ে যাবে। যেহেতু আমার পোস্টম্যান অ্যাম্বাসেডর গিনেতকে বহিষ্কার করে ফেলেছো, এখন আর আমার পক্ষে ফ্রান্সের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, যদি না তুমি আমায় সাহায্য করো। আমার শেষ চিঠিটা তার ডিপ্লোমেটিক পাউচে রাখা ছিলো।"

"হেলেনে, তুমি খুব চালাক," চওড়া একটি হাসি দিয়ে বললেন জারিনা। "তোমার বাকি চিঠিগুলো কোত্থেকে আসে সেটা আমার আন্দাজ করা উচিত ছিলো–ওই চিঠিগুলো আমি অবশ্য অযাচিতভাবে হস্তগত করতে পারি নি।"

"হস্তগত করেছো মানে!" ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে বললেন অ্যাবিস। সম্রাজ্ঞি তার একটা বিশপ খেয়ে ফেললেন।

"তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না," বললেন জারিনা। "তবে এখন যেহেতু এই চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাকে জানালে তার মানে তুমি আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করতে শুরু করেছো। সেজন্যেই বলছি, আরেকটু বিশ্বাস করে আমার আগের প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে ওগুলোর খোঁজার কাজে সাহায্য করো। যদিও আমার সন্দেহ অ্যাম্বাসেডর গিনেতকে সরিয়ে দেয়ার কারণেই তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছো–তবে মনে রেখো আমি এখনও তোমার বন্ধুই আছি। আমি মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা চাই। আমার চেয়ে খারাপ কারো হাতে ওগুলো পড়ার আগেই আমি তা পেতে চাই। তুমি এখানে এসে তোমার নিজের জীবনটা আমার হাতে তুলে দিয়েছো, তারপরও একটু আগে পর্যন্ত তুমি আমার সাথে এ বিষয়টা নিয়ে কোনো কথাই আলাপ করো নি। তুমি যেহেতু আমাকে বিশ্বাসই করো নি তাই আমি তোমার চিঠিগুলো হস্তগত করা অন্যায় মনে করি নি।"

"আমি তোমাকে এতোটা বিশ্বাস করি কিভাবে?" রেগেমেগে বললেন অ্যাবিস। "তুমি কি মনে করো আমি চোখে দেখি না? তুমি তোমার শত্রু প্রুশিয়া এবং পোল্যান্ডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছো। হাজার হাজার শত্রু তোমার, এমনকি তারা তোমার রাজদরবারেও আছে। তোমার জীবন এখন মারাত্মক হুমকির মুখে। তুমি ভালো করেই জানো তোমার ছেলে পল প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়ে তার নিজের এস্টেট গাতচিনাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে একটা কিছু ঘটানোর উদ্দেশ্যে। এই বিপজ্জনক খেলায় তোমার প্রতিটি চাল বলে দিচ্ছে

মন্তগ্রেইন সার্ভিসটা তুমি পেতে চাইছো নিজের স্বার্থে–ক্ষমতার জন্যে। আমি কি করে বিশ্বাস করবো অন্য অনেকের সাথে যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো সেরকম আমার সাথে করবে না? আর যদি ধরেও নেই তুমি আমার পক্ষে আছো, তারপরও বলছি, মন্তগ্রেইন সার্ভিসটা এখানে আনার পর কি হবে? তুমি তো আর চিরটাকাল বেঁচে থাকবে না, মাই ডিয়ার সোফি। তুমি মরে গেলে ওটার দখল নেবে তোমার জঘন্য ছেলে পল, সে এটা কিভাবে ব্যবহার করবে সে কথা ভাবতেই আমার গা শিউড়ে ওঠে!"

"পলকে নিয়ে তোমার চিন্তা করার দরকার নেই," নাক সিঁটকিয়ে বললেন জারিনা। অ্যাবিস তার রাজাকে রুকির দিকে নিয়ে গেলেন। "ঐসব প্রুশিয়ান সেনাবহিনী নিয়ে সে বেশি দূর যেতে পারবে না। আমার মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নাতি আলেক্সান্ডার। আমি তাকে নিজে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, সে আমার কথার অবাধ্য হবে না–"

ঠিক তখুনি অ্যাবিস তার ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে একপাশের দেয়ালে ট্যাপেস্ট্রির দিকে ইশারা করলেন। সেদিকে তাকালেন ক্যাথারিন। আস্তে করে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অ্যাবিসের সাথে তার চোখেচোখে কিছু ভাব বিনিময় হবার পর অ্যাবিস কথা বলতে লাগলেন।

"আহ্, কী দারুণ চাল," বললেন তিনি, "একেবারে সমস্যায় ফেলে দিয়েছো আমাকে..."

জারিনা দ্রুত নিঃশব্দে ছুটে গেলেন ট্যাপেস্ট্রির দিকে, এক ঝটকায় সেটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেলো ক্রাউন প্রিন্স পল দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জায় লাল হয়ে আছে তার মুখটা। মায়ের দিকে ভীতসন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে মেঝের দিকে মুখ করে রাখলো সে।

"মা, আমি আপনার সাথে দেখা করার জন্যে আসছিলাম আর কি..." মায়ের চোখের দিকে না তাকিয়েই বললো সে। "মানে, আমি...আসলে রেভারেন্ড মাদার অ্যাবিসের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম একটা জরুরি প্রয়োজনে..." জ্যাকেটের বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললো।

"তুমি দেখছি তোমার বাবার মতোই ভালো মিথ্যে কথা বলতে জানো," ঝাঁঝের সাথে বললেন তিনি। "এমন একটা ছেলেকে পেটে ধরেছি যার একমাত্র প্রতিভা হলো দরজায় আড়িপেতে অন্যের কথা শোনা! এক্ষুণি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও! তোমাকে দেখলেই আমার ঘেন্না হয়!"

ছেলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাথারিন। অ্যাবিস দেখতে পেলেন পলের চেহারায়ও সুতীব্র ঘৃণা। এই ছেলেটাকে নিয়ে ক্যাথারিন বিপজ্জনক খেলা খেলছে; সম্রাজ্ঞি তাকে যতোটা বোকা ভাবে ততোটা বোকা সে নয়।

"আমি রেভারেন্ড মাদার এবং হার ম্যাজেস্টির কাছে ক্ষমা চাইছি অসময়ে এসে তাদেরকে বিরক্ত করার জন্য," আস্তে করে কথাটা বলে মায়ের দিকে তাকিয়ে কুর্ণিশ করে চলে গেলো সে।

দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন জারিনা, তার চোখ দাবাবোর্ডের উপর।

"সে কতোটুকু শুনেছে বলে তুমি মনে করো?" অ্যাবিসকে জিজ্ঞেস করলেন।

"ধরে নিতে হবে সে সবটুকুই শুনেছে," বললেন অ্যাবিস। "আমাদেরকে এক্ষুণি কাজে নেমে যেতে হবে!"

"কিজন্যে–এই বোকা ছেলেটা জেনে গেছে সে আর রাজা হতে পারবে না, তাই?" তিক্ত হাসি হেসে বললেন ক্যাথারিন। "আমি নিশ্চিত, সে অনেক আগে থেকেই এটা জানে।"

"না," বললেন অ্যাবিস, "কারণ সে মন্তগ্রেইন সার্ভিসটার কথা জেনে গেছে।"

"কিন্তু আমরা কোনো পরিকল্পনা করার আগপর্যন্ত তো নিরাপদই থাকবে ওটা," বললেন জারিনা। "তুমি যে একটা ঘুঁটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো সেটা আমার সিন্দুকে রাখা আছে। তুমি চাইলে আমি সেটা এমন জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারি যে কেউ তার হদিশ পাবে না। শীতকালীন প্রাসাদে রাজমিস্ত্রিরা আরেক দফা কংক্রিট ঢালবে–পনেরো বছর ধরেই ওটার নির্মাণ কাজ চলছে। ওখানেও রাখতে পারি ঘুঁটিটা!"

"কাজটা কি আমরা নিজেরা করতে পারবো?" ক্যাথারিনকে বললেন অ্যাবিস।

"তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছো।" তার বিপরীতে দাবাবোর্ডের সামনে বসে বললেন সম্রাজ্ঞি। "আমরা দু'জন একটা ছয় ইঞ্চির দাবার ঘুঁটি রাতের অন্ধকারে লুকাতে যাবো? এতোটা সতর্কতার দরকার আছে ব'লে আমি করি না।"

কিন্তু অ্যাবিস তার দিকে না তাকিয়ে দাবাবোর্ডের দিকে চেয়ে আছেন। সাদা-কালো টাইল্সের এই দাবাবোর্ডটি ফ্রান্স থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তিনি। আস্তে করে এক হাতে সবগুলো ঘুঁটি সরিয়ে দিলেন বোর্ড থেকে। বেশ কয়েকটা ঘুঁটি পড়ে গেলো মেঝের কার্পেটের উপর। এরপর বোর্ডের উপর মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে জোরে আঘাত করলে একটা ফাঁপা শব্দ হলো–যেনো এনামেলের টাইল্সগুলোর নীচে কিছু একটা আছে। জারিনার চোখেমুখে বিস্ময়। অ্যাবিস উঠে চলে গেলেন ঘরের একমাত্র ফায়ারপ্লেসের কাছে। ওখান থেকে ভারি আয়রন পোকারটা তুলে নিয়ে দাবাবোর্ডের উপর আঘাত হানলেন সজোরে। বেশ কয়েকটা টাইল্স ফেটে গেলো। ভাঙা অংশগুলো হাত দিয়ে

সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেলো টাইলসগুলোর নীচে তুলার প্যাড বসানো। তুলার প্যাডের নীচে মৃদু জ্বলজ্বলে কিছু দেখতে পেলেন ক্যাথারিন। তার পাশে চেয়ারে বসে পড়লেন অ্যাবিস। তার মুখ ফ্যাকাসে, তিক্ততা ছড়িয়ে আছে তাতে।

"মস্তগ্লেইন সার্ভিসের বোর্ড!" ফিসফিসিয়ে বললেন সম্রাজ্ঞি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তুলার প্যাডের ফাঁক গলে স্বর্ণ আর রূপায় খোদাই করা বর্গগুলো। "এটা তোমার কাছেই ছিলো! এখন বুঝতে পারছি কেন তুমি চুপ ছিলে। এইসব তুলা সরিয়ে জিনিসটা আমি দু'চোখ ভরে একবার দেখতে চাই। ওটা দেখে আমার নয়ন জুড়াতে চাই হেলেনে। এটা দেখার জন্যে কতোটা ব্যাকুল ছিলাম তুমি বুঝবে না!"

"এটা আমি স্বপ্নে দেখতাম," অ্যাবিস বললেন। "কিন্তু অ্যাবির মেঝে থেকে যখন তুললাম তখন এর জ্বলজ্বলে আভায় দু'চোখ ভরে গেছিলো। আমি আমার হাতে এর জাদুময় প্রতীকগুলো ছুঁয়ে দেখেছি–ওগুলো স্পর্শ করতেই আমার মধ্যে অভূতপূর্ব এক অশরিরী অনুভূতি হয়েছিলো। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো কেন আজরাতে এটা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখতে চাইছি–বাকি ঘুঁটিগুলো হাতে পাবার আগে এটা যেনো কেউ খুঁজে না পায়। এই মিশনে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এরকম বিশ্বস্ত কেউ কি আছে তোমার কাছে?"

দীর্ঘক্ষণ ধবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাথারিন। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন এতোগুলো বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন অথচ বিশ্বাস করার মতো কোনো একজনকেও পাচ্ছেন না। একজন সম্রাজ্ঞি যে কতোটা নিঃসঙ্গ সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন।

"না," বালিকাসুলভ দুষ্টুমি হাসি হেসে বললেন তিনি, "আজ মধ্যরাতে আমরা দু'জন একসাথে রাতের খাবার খাবো–তারপর বাগানে একটু হাটাহাটি করলে ভালোই হবে মনে হচ্ছে, কি বলো?"

"আমরা হয়তো বেশ কয়েক কদম হাটবো," একমত পোষণ করলেন অ্যাবিস। "এই বোর্ডটাকে একটা টেবিল বানানোর আগে এটাকে সাবধানে চার টুকরো করতে হয়েছিলো–সুতরাং এটা সরানোর জন্য খুব বেশি লোকের সহযোগীতা লাগবে না। আমি এই দিনটা আগেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলাম..." আয়রন পোকারটা ব্যবহার করে আলগা টাইলসগুলো সরিয়ে ফেললেন অ্যাবিস। উন্মুক্ত হয়ে গেলো চমৎকার আর দর্শনীয় একটি দাবাবোর্ড। প্রতিটি বর্গে একটি করে অদ্ভুত আর রহস্যময় সিম্বল আছে। স্বর্ণ আর রূপা। একটা বর্গে স্বর্ণের হলে পরেরটা রূপার সিম্বল। এভাবেই সিম্বলগুলো সাজানো আছে। প্রান্তগুলো অমসৃন রত্নে খচিত।

"আমরা রাতের খাবার খাওয়ার পর," বান্ধবীর দিকে চেয়ে বললেন অ্যাবিস, "আমরা ঐ চিঠিগুলো পড়বো...তুমি যেগুলো হস্তগত করেছো, ঠিক আছে?"

"নিশ্চয়–আমি সেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসবো," বোর্ডের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন সম্রাজ্ঞি। "ওগুলো খুব একটা ইন্টারেস্টিং কিছু না। সবগুলোই বছরখানেক পুরনো, তোমার এক বন্ধু লিখেছে, কর্সিকার আবহাওয়া কেমন এসব নিয়েই বেশি কথা বলেছে..."

তাসিলি
এপ্রিল ১৭৯৩

কিন্তু মিরিয়ে ইতিমধ্যেই কর্সিকা থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে। গতরাতে আজ-জামুল আল আকবরের শেষ প্রাচীরের কাছে আসতেই তার সামনে বালির ওপারে তাসিলি দেখতে পায় সে–শ্বেতরাণীর বাসস্থান।

তাসিলি জায়গাটা যেনো মরুর বুক ফুড়ে উঠে আসা বিশাল কোনো সমভূমি। নীল পাথরের একটি রিবন আলজেরিয়া থেকে ত্রিপোলি পর্যন্ত তিনশ' মাইল বিস্তৃত হয়েছে। আহাগ্গার পর্বতের পাশ ঘেষে চলে গেছে এটা। প্রচুর মরুদ্যান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই জায়গায়। এই সমতলভূমির গিরিখাদেই লুকিয়ে আছে প্রাচীন রহস্যের চাবিটা।

দুটো খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ পথ দিয়ে শাহিনের পেছন পেছন এগিয়ে চলছে মিরিয়ে। তার কাছে মনে হচ্ছে তাপমাত্রা অনেক দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। এই একমাসের মধ্যে প্রথমবার সে টাটকা পানির ঘ্রাণ পেলো। সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাবার সময়ই দেখতে পেলো খাড়া পাহাড়ের পাথরের গা ফেঁটে তা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সেই পানি প্রবাহিত হয়ে ছিপছিপে একটি জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। আশেপাশে কিছু লতা-গুল্মও জন্মেছে।

তাদের উটগুলো কিছুদূর এগোনোর পরই মিরিয়ে দেখতে পেলো সংকীর্ণ পথটা বেশ চওড়া হয়ে যাচ্ছে। সামনে উর্বর আর বিস্তৃত একটি উপত্যকা, বেশ কয়েকটি নদী বইছে সেখানে, নদীর দু'পাশে অনেক ফলমূল আর সব্জির গাছ। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে মিরিয়ে শুধু গিরগিটি, সালামান্ডার আর বাজপাখির মাংস কয়লায় ভেজে খেয়েছে। তাই পিচফলের গাছের নীচ দিয়ে যাবার সময় বেশ কয়েকটি পিচ গাছ থেকে ছিঁড়ে খেতে শুরু করলো। তাদের উটগুলোও গাছের সবুজ পাতা খাচ্ছে চলতে চলতে।

প্রতিটি উপত্যকাই আরো বেশ কয়েকটি উপত্যাকা আর ছোটো ছোটো নদীর দ্বার খুলে দিচ্ছে, প্রত্যেকটার নিজস্ব আবহাওয়া এবং গাছপালা রয়েছে। লক্ষলক্ষ বছর আগে মাটির নীচে প্রবাহিত জলস্রোত মাটি ফুড়ে বের হয়ে এই ভূমি গঠন করেছে। সে কারণে এখানকার পাথরের গায়ে বিচিত্র বর্ণের ছটা দেখা যায়। তাসিলি নামের জায়গাটা যেনো সাগর তলদেশের অসংখ্য গুহা আর গিরিখাদের

মতো। চারপাশের সুউচ্চ পর্বত জায়গাটাকে প্রাকৃতিক দুর্গ বানিয়ে রেখেছে। মরুভূমি থেকে কমপক্ষে একমাইল উঁচুতে এই বিশাল সমতল ভূমি অবস্থিত।

তামরিত নামের একটি গ্রামে ঢোকার আগপর্যন্ত কারো সাথেই তাদের দেখা হলো না। তামরিত মানে তাবুর গ্রাম। এখানে হাজার বছরের পুরনো সারি সারি সাইপ্রেস গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তাপমাত্রা এতোটাই পড়ে গেছে যে মিরিয়ের ভাবতে খুব কষ্ট হলো এতোদিন সে ১২০ ডিগ্রি গরমে ছিলো।

তামরিতে এসে তারা উটগুলো ছেড়ে পায়ে হাটতে শুরু করলো। এই জায়গাটা পাহাড়ের কোল ঘেষে সরুসরু অসংখ্য পথের একটি গোলোকধাঁধা। শাহিন তাকে বলেছে, এই জায়গাটা এতোটাই নাজুক যে পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া পর্যন্ত আসতে সাহস করে না।

তাবুর লোকজনের কাছে উটগুলোকে ভালোমতো পানি পান করানোর জন্য দেয়ার সময় তারা গোলগোল চোখে মিরিয়ের লাল চুলের দিকে তাকাচ্ছিলো।

"আজকের রাতটা এখানেই বিশ্রাম নেবো আমরা," শাহিন তাকে বললো। "এই গোলোকধাঁধা শুধুমাত্র দিনের আলোতেই পাড়ি দিতে হয়। আগামীকাল থেকে আমরা শুরু করবো। গোলোকধাঁধার প্রাণকেন্দ্রটি হলো আসল চাবি..." হাত তুলে গিরিসঙ্কটের শেষপ্রান্তটি দেখালো সে।

"শ্বেতরাণী," দোমড়ানো মোচড়ানো বিশাল একটি পাথরখণ্ডের দিকে তাকালো মিরিয়ে। "শাহিন, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন ওখানে পাথরের একটি নারী রয়েছে–মানে জীবিত কোনো নারী?" সূর্য ডুবে যাচ্ছে, অন্ধকার হয়ে উঠছে চারপাশ। সেইসাথে বেড়ে যাচ্ছে শীতের তীব্রতা। তার গা শিউড়ে উঠলো কথাটা বলার সময়।

"আমি এটা জানি," কথাটা এমন ফিসফিস করে সে বললো যেনো কেউ শুনতে না পায়। "তারা বলে কখনও কখনও সূর্যাস্তের সময় ধারেকাছে কেউ না থাকলে দূর থেকে তার শব্দ শোনা যায়–অদ্ভুত এক সুরে গান গায় সে। সম্ভবত...সে তোমার জন্যে গান গাইবে।"

∞

সিফারের বাতাস আরো বেশি ঠাণ্ডা আর পরিস্কার। এখানেই তারা প্রথম পাথরে খোদাই করা একটি জিনিস দেখতে পেলো–যদিও এগুলো সবচাইতে প্রাচীন নয়–ছাগলের শিংয়ের মতো খোদাই করা ছোট্ট একটা শয়তানের ছবি। খৃস্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে এটা আঁকা হয়েছে। যতো উপরে উঠতে লাগলো পথ ততোই বন্ধুর আর সংকীর্ণ হয়ে উঠলো, সেইসাথে প্রাচীনকালের আঁকা ছবির সংখ্যাও বাড়তে লাগলো পাল্লা দিয়ে–আগেরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি জাদুময়, রহস্যেভরা আর দুর্বোধ্য।

গিরিখাদের গা কেটে সরু যে পথটা বানানো হয়েছে সেটা দিয়ে ওঠার সময় মিরিয়ের মনে হলো সে বুঝি প্রাচীনকালেই ফিরে যাচ্ছে। পথের প্রতিটি বাঁকেই তারা পাথরের গায়ে ছবি দেখতে পেলো। এইসব ছবি আটহাজার বছর আগের এক সভ্যতার কথা বলছে।

সর্বত্রই চিত্রকর্ম–গাঢ় কমলা আর লাল, কালো আর হলুদ, বাদামী আর নীল–পাথরের গায়ে খোদাই করা কিংবা রঙের প্রলেপ দিয়ে আঁকা অসংখ্য ছবি। হাজার হাজার পেইন্টিং। যতোদূর চোখ যায় দেখতে পেলো সে। এতো উঁচুতে ছবিগুলো আছে যে দক্ষ পর্বতারোহী কিংবা পাহাড়ি ছাগল ছাড়া এগুলোর দর্শন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ছবিগুলো শুধু মানুষের কথাই বলছে না–জীবনের কথাও বলছে।

দ্বিতীয় দিনে তারা হাইকসো'দের রথ দেখতে পেলো। এই সামুদ্রিক মানুষেরা জিশুর জন্মেরও দু'হাজার বছর আগে মিশর আর সাহারা জয় করেছিলো। তাদের এই বিজয়ের কারণ ছিলো ঘোড়ায় টানা গাড়ি আর বর্ম। যার ফলে এখানকার উটের সওয়ারি যোদ্ধাদেরকে খুব সহজেই পরাজিত করতে পেরেছিলো তারা। তাদের বিজয়গাঁথার বর্ণনা গিরিখাদের দেয়াল জুড়ে সবার জন্যেই উন্মুক্ত আছে। আপন মনে মিরিয়ে হেসে ফেললো, ভাবলো তার আঙ্কেল জ্যাক-লুই ডেভিড যদি এসব অজানা অচেনা শিল্পীদের ছবি দেখতে পেতো তাহলে কি ভাবতো। হাজার হাজার বছর আগে একদল শিল্পী এগুলো এঁকেছে–তাদের নাম, পরিচয় সবই ইতিহাসে বিস্মৃত হয়ে গেছে আজ।

গিরিখাদে রাত নামলেই তাদেরকে আশ্রয় খুঁজতে হয়। আশেপাশে যদি নিরাপদ কোনো গুহা না থাকে তাহলে মোটা উলের কম্বল গায়ে পেচিয়ে শুয়ে পড়ে তারা। এই কম্বলগুলো শাহিন ভারি পাথরের মধ্যে দড়ি দিয়ে আঁটকে রাখে ঘুমের মধ্যে গড়িয়ে নীচের খাদে যাতে পড়ে না যায় সেজন্যে।

তৃতীয় দিন তারা তান জুমাইতক গুহায় এসে পৌছালো–ভেতরটা এতো গভীর আর অন্ধকার যে মশাল না জ্বালালে কিছুই দেখা সম্ভব নয়। এই গুহার ভেতরে মুখহীন মানুষের রঙ্গিন ছবি আঁকা। বেশ ভালো অবস্থায়ই আছে সেগুলো। মানুষগুলোর মাথা পয়সার আকৃতির। পাওয়ালা মাছেদের সাথে তারা কথা বলছে। শাহিন বলেছে, প্রাচীনকালের গোষ্ঠীগুলো বিশ্বাস করতো তাদের পূর্বপুরুষেরা সমুদ্র থেকে উদ্ভুত হয়েছে। সমুদ্র ছেড়ে তারা এক সময় মাটিতে উঠে আসে। সামনে এগোনোর আগে মিরিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ছবিগুলো দেখে গেলো। তার পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো শাহিন।

চতুর্থ দিন সকালে তারা উঁচু সমতলভূমির সর্বোচ্চ স্থানে চলে এলো। এখানকার দু'পাশের পাহাড়ের খাড়া দেয়ালগুলো আরো বেশি চওড়া। অন্য জায়গার তুলনায় এ জায়গার দেয়ালগুলোতে অনেক বেশি ছবি আঁকা রয়েছে।

চারপাশে যতোগুলো পাথরের দেয়াল আছে সবটাই রঙ্গিন ছবিতে পূর্ণ। এই হলো দৈত্যদের উপত্যকা। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দেয়াল জুড়ে আছে শ'ও হাজার ছবি। মিরিয়ে থেমে গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো। চারপাশের ছবিগুলো অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো সে। দেখে মনে হচ্ছে এগুলো সবচাইতে প্রাচীন। রঙের ছড়াছড়ি। একেবারে সহজ-সরল। যেনো গতকালই আঁকা হয়েছে। মহান শিল্পীদের আঁকা ফ্রেসকোর মতোই এগুলো কালজয়ী।

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো দেখলো মিরিয়ে। দেয়ালের এই ছবিগুলো যেনো তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে, অন্য একটা জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে, সেই জগতটা আদিম আর রহস্যময়। আকাশ আর জমিনের মাঝখানে রঙ এবং আকার ছাড়া আর কিছু নেই–রঙগুলো যেনো তার রক্তে মাদকের মতো কাজ করছে। তার কাছে মনে হচ্ছে শূন্যে ভাসছে সে। ঠিক তখনই একটা আওয়াজ শুনতে পেলো।

প্রথমে সে ভেবেছিলো বাতাসের শব্দ হবে হয়তো–অনেকটা সরু মুখের বোতলের ভেতর থেকে চড়া সুরের মতো। উপরের দিকে চেয়ে দেখলো খাড়া পাহাড়ের গা–সম্ভবত হাজার ফিটের মতো হবে–শুকনো নালার উপর থেকে সোজা উঠে গেছে উপরে। পাহাড়ের গায়ে কোনো ফাঁটল দেখতে পেলো না। শাহিনের দিকে তাকালো মিরিয়ে। সেও তার মতোই আশেপাশে তাকিয়ে আওয়াজটার উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে। মুখের উপর নেকাব ফেলে মিরিয়েকে অনুসরণ করতে বলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

যে পথ দিয়ে তারা এখন এগোচ্ছে সেটা পাহাড়ের গায়ে সরু কার্নিশের মতো একটা বন্ধুর পথ। দেখেই মনে হচ্ছে খুব নাজুক আর ভঙ্গুর। ভারসাম্য রেখে এ পথ দিয়ে চলাচল করা দুঃসাধ্য কাজ। হাফাতে শুরু করলো মিরিয়ে। একবার পা পিছলে পড়ে গেলে হাটু মুড়ে বসে পড়লো। সাতমাসের গর্ভবতী সে। নীচে তিন হাজার ফিট গভীরে কিছু আলগা পাথর পড়ে যেতে দেখলো। তবে শাহিন তাকে সাহায্য করতে পারলো না, কারণ পথ এতোটাই সরু যে কাছে এসে তাকে ধরার মতো জায়গা নেই। মিরিয়ে নীচের দিকে না তাকিয়ে আবার এগোতে শুরু করলো সামনের দিকে। আওয়াজটা আরো জোরালো হয়ে উঠেছে।

তিন স্বরের একটি আওয়াজ, এই তিনটি স্বরই বিভিন্নভাবে বার বার বেজে চলেছে–উঁচু থেকে আরো উঁচু পিচে। যতোই সামনের দিকে যেতে লাগলো মনে হলো শব্দটা বাতাসের নয়। সুন্দর আর পরিস্কার একটি কণ্ঠ, ঠিক যেনো একজন মানুষের কণ্ঠস্বর।

উপত্যকার সমভূমি থেকে এই শেলফের উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিট। এখান থেকে নীচে, পাথরের বুক চিঁড়ে বিশাল একটি ফাঁটল দেখা যাচ্ছে–কোনো গুহার

প্রবেশপথ অথবা সেরকম কিছু। বিশ ফিট চওড়া আর পঞ্চাশ ফিট উঁচু, এটা পাথর চিড়ে চলে গেছে কার্নিশের মতো সরু পথ আর চূড়ার ভেতর দিয়ে। শাহিনের জন্যে অপেক্ষা করলো মিরিয়ে। ছোট্ট একটা ফাঁক আগে টপকে গেলো সে, তারপর মিরিয়ের হাত ধরে তাকেও টপকাতে সাহায্য করলো।

আওয়াজটা এবার বেশ জোরে শোনা যাচ্ছে। যেনো তাদের চারপাশ থেকেই ওটা ধেয়ে আসছে। পথের শেষ মাথায় আলোর ছটা দেখতে পেলো মিরিয়ে। অন্ধকারের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চললো সেদিকে, এই সঙ্গিত যেনো তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। অবশেষে শেষ মাথায় পৌঁছে গেলো, এখনও শাহিনের হাত ধরে আছে। তারপর তারা দু'জন একসাথেই প্রবেশ করলো।

যেটাকে সে গুহা ভেবেছিলো সেটা আসলে আরেকটি ছোট্ট উপত্যকা। উপর থেকে আলো এসে পড়ছে, সেই আলোতে স্নাত হয়ে সবকিছুই সাদা ভূতুরে দেখাচ্ছে। দু'পাশে ঝুঁকে থাকা পাথরের দেয়ালগুলো দৈত্যাকার। বিশ ফিট উঁচু হবে। ভেড়ার মতো পেচানো শিংয়ের দেবতা, ফোলা ফোলা পোশাকের মানুষ, যাদের মুখ থেকে লম্বা শুড় বের হয়ে আছে, তাদের মুখ ঢেকে আছে গোলাকার হেলমেটে। অদ্ভুত সব চেয়ারে বসে আছে তারা, তাদের সামনে লিভার আর বৃত্তাকারের গ্যাজেট, অনেকটা ঘড়ি কিংবা ব্যারোমিটারের ডায়ালের মতো। এমন সব কাজ করছে তারা যা মিরিয়ের কাছে একদমই অচেনা। তাদের সবার মাঝখানে শূন্যে ভেসে আছে শ্বেতরাণী।

দেয়ালের বেশ উপরে অদ্ভুত আর ভীতিকর একটি অবয়ব–অন্য সবকিছুর চেয়ে লম্বা। অনেকটা দেবি নেমেসিসের মতো, চূড়ার উপরে সাদা রঙের মেঘের উপরে উঠে আছে সেই মহিলা–মাত্র অল্প কিছু রেখার মাধ্যমে তার মুখমণ্ডল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তার মাথার শিং দুটো দেখতে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। তার মুখটা খোলা, কিন্তু জিভ নেই। যেনো কথা বলতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না।

পাথরের মতো স্থির হয়ে সামনের ভীতিকর ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো মিরিয়ে। চারপাশে যে নিস্তব্ধতা সেটা শব্দের চেয়েও বেশি ভীতিকর। শাহিনের দিকে তাকালো সে, তার পাশেই নির্বাক আর নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের দিকে আবারো চোখ রাখার সময় মিরিয়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততা আর ভয় জেঁকে বসলো। তারপরই ওটা দেখতে পেলো সে।

শ্বেতরাণীর উপরে তোলা হাতে লম্বা একটা জিনিস ধরা–সেই জিনিসটাকে পেচিয়ে আছে দুটো সাপ আকৃতির জিনিস। এই পেচানো আকারটা ঠিক ইংরেজি আট সংখ্যার মতো। তার কাছে মনে হলো একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে, কিন্তু সেটা খোদাই করা পাথরের দেয়াল থেকে আসছে না–আসছে তার ভেতর থেকে। কণ্ঠটা বলছে, *আবার দ্যাখো। ভালো করে দ্যাখো। দ্যাখো।*

দেয়ালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবয়বগুলোর দিকে তাকালো মিরিয়ে।

সবগুলোই পুরুষের–শুধুমাত্র শ্বেতরাণী বাদে। তারপরই আচমকা, যেনো তার চোখের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হলো, একেবারে ভিন্নভাবে দেখতে পেলো সে। এটা আর কতোগুলো মানুষের অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য কাজকর্মের একটি বিশাল চিত্র হয়ে রইলো না–অসংখ্য মানুষের অবয়ব সম্মিলিতভাবে যেনো একটা অবয়ব গঠন করেছে।

শ্বেতরাণী দেয়াল থেকে সরে গেলো, এক মঞ্চ থেকে আরেক মঞ্চে, ঠিক যেনো বৃত্তাকারের মাথার লোকগুলোর মতো, যারা সমুদ্রের মাছ থেকে উদ্ভুত। সে পরে আছে ধর্মীয় পোশাক–সম্ভবত সুরক্ষার উদ্দেশ্যে। হাতে থাকা লিভারটা সে নাড়াচ্ছে সে, ঠিক যেভাবে জাহাজের হুইল নাড়ায় ক্যাপ্টেন, কিংবা কোনো রসায়নবিদ যেভাবে পাত্রের মধ্যে দ্রবণ মেশায়। অবশেষে, অনেক পরিবর্তন আর বিশাল কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত হবার পর সে চেয়ার ছেড়ে উঠে শ্বেতরাণীর সামনে এসে দাঁড়ালো। মঙ্গল তথা যুদ্ধ আর ধ্বংসের দেবতার পেচানো শিংয়ের মুকুট তাকে পরিয়ে দেয়া হলো তার কাজের পুরস্কার হিসেবে। সে হয়ে উঠলো একজন দেবতা।

"আমি বুঝতে পারছি," সশব্দে বললো মিরিয়ে–তার কণ্ঠস্বর চারপাশের সুউচ্চ দেয়ালে প্রতিধ্বণিত হলো বার বার।

ঠিক এ সময়েই প্রথম যন্ত্রণা অনুভব করলো সে। ব্যাথাটা বেড়ে দ্বিগুন হয়ে গেলে সে আর পারলো না। শাহিন তাকে ধরে ফেললো, পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচালো তাকে। তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে, হৃদস্পন্দন রীতিমতো লাফাচ্ছে এখন। শাহিন তার মুখের নেকাব সরিয়ে মিরিয়ের স্ফীত পেটের উপর হাত রাখলো। "সময় হয়ে গেছে," আস্তে করে বললো সে।

তাসিলি
জুন ১৭৯৩

তামরিতের উপর থেকে মিরিয়ে দেখতে পাচ্ছে সামনে বিশ মাইল বিস্তৃত সমতল মরুভূমি। বাতাসে তার চুল উড়ছে। লাল বালির মতোই তার চুলের রঙ। তার কাফতুনের নরম কাপড়ে কোনো লেস নেই। বুকে এক নবজাতক, সে তার দুধ পান করছে। শাহিন যেমনটি অনুমান করেছিলো, তার সন্তান দেবীর চোখের সামনেই জন্ম নিয়েছে–আর সেটা ছেলেশিশু। ঈগলপাখির নামানুসারে সে তার নাম রেখেছে চ্যারিয়ট। তার বয়স এখন প্রায় ছয় সপ্তাহ।

মিরিয়ে দেখতে পেলো দূরের দিগন্তে বাহার-আল-আজরাক থেকে কিছু বালি উড়ছে, উটের পিঠে চড়ে কারোর আগমনের লক্ষণ এটা। চোখ কুচকে ভালো

করে দেখতেই বুঝতে পারলো, চারটা উটের উপর চারজন লোক। তাদের দিকেই আসছে।

তামরিতে আসতে তাদের পুরো একটা দিন লেগে যাবে। মিরিয়ে ভালো করেই জানে তারা তার কাছেই আসছে। বুঝতে পারলো অনেক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ছেলের কপালে চুমু খেয়ে তাকে একটা ঝোলায় ভরে নিলো, তারপর সেই ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো আবার। চিঠির জন্যে অপেক্ষার তর সইছে না। মন্তগ্রেইনের অ্যাবিসের চিঠি তাকে বলবে সে অবশ্যই ফিরে আসছে।

ম্যাজিক মাউন্টেন

ভবিষ্যৎ কি? অতীত কি? আমরা কারা? আমাদের চারপাশে যে জাদুর তরল আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জানার বিষয়গুলোকে আড়াল করে রাখে সেটা কি? আমরা বিস্ময়ের মাঝে জন্মাই এবং মৃত্যুবরণ করি।
–নেপোলিওন বোনাপার্ত

কাবিল
জুন ১৯৭৩

তো আমি আর কামেল ম্যাজিক মাউন্টেনে গেলাম। কাবিলের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করলাম আমরা। যতোই গভীরে যেতে লাগলাম মনে হতে লাগলো সব কিছুই যেনো বড় বেশি অবাস্তব। কেউ জানে না কাবিলের শুরু এবং শেষ কোথায়। পাহাড়-পর্বত আর ছোটো-বড় অসংখ্য নালার একটি গোলোকধাঁধা এটি।

কামেল তার মন্ত্রণালয়ের একটি কালো সিতরোঁ গাড়ি চালাচ্ছে। এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পথের একপাশে ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারি। আমাদের সামনে নীল রঙের পর্বতমালা। চূড়ার উপর বরফ জমে আছে এখনও। দেখতে রাজকীয় আর রহস্যময় মনে হচ্ছে। বাতাসে মিষ্টি ঘ্রাণ।

রাস্তার একপাশ দিয়ে হাটুপানির পরিস্কার নীল জলের নালা চলে গেছে। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ভূমধ্যসাগর থেকে আমরা মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে আছি, আর বিশ্বের সবচাইতে বড় মরুভূমি এখান থেকে দক্ষিণে মাত্র নব্বই মাইল দূরে।

হোটেল থেকে গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে আসার চার ঘণ্টা পরও কামেল অদ্ভুতভাবেই নিশ্চুপ রইলো। আমাকে এখানে নিয়ে আসার ব্যাপারে সে অনেক বেশি সময় নিয়েছে–এখানে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেবার প্রায় দুই মাস পর। মাঝখানের এই সময়টাতে সে আমাকে কিছু মিশনে পাঠিয়েছে–বুনো হাঁস তাড়া করার সাথেই যার মিল বেশি। আমি রিফাইনারি, জিন আর মিল ইন্সপেক্ট করেছি। ঘোমটা পরা খালি পায়ের মহিলাদের দেখেছি, তারা মরিচ আর লবঙ্গের ক্ষেতে কাজ করে। এই দেশের পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সবখানেই আমাকে পাঠিয়েছে সে যাতে করে কম্পিউটার মডেলের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। তবে কখনও পূর্বাঞ্চলে পাঠায় নি, যেখানে কাবিল নামক এলাকাটি রয়েছে।

সাত সপ্তাহ ধরে আমি তেল সাম্রাজ্য সোনাত্রাখের বিশাল কম্পিউটারে প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রির ডাটা লোড করেছি। টেলিফোন অপারেটর তেরেসাকেও এ কাজে ব্যবহার করেছি আমি। সে সরকারি পরিসংখ্যান থেকে তেল উৎপাদন এবং অন্যসব দেশের তেল ব্যবহারের হিসেব সংগ্রহ করে দিয়েছে। এর ফলে বাণিজ্য ভারসাম্য এবং কে সবচাইতে বেশি সমস্যায় পড়বে সেটা হিসেব করে বের করতে পেরেছি। আমি কামেলকে এও বলেছি, যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অর্ধেক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলের সুইচবোর্ড ব্যবহার করে আর বাকিটুকু করা হয় উটের মাধ্যমে সেখানে এ ধরণের কাজ করা ভীষণ কঠিন।

অন্যদিকে মন্তগ্রেইন সার্ভিস খুঁজে বের করার যে লক্ষ্য নিয়ে এখানে এসেছি সেটাও সুদূর পরাহত ব'লে মনে হচ্ছিলো। সোলারিন, তার ঘনিষ্ঠবন্ধু আর ঐ মহিলা গণকের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ হয় নি। লিলি, মোরদেচাই এবং নিমের কাছে আমার দেয়া প্রতিটি মেসেজই তেরেসা দ্রুত পাঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো জবাব পাই নি। বলতে গেলে আমি অন্ধকারেই আছি। কামেল আমাকে এমন এক ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলো যে আমার মনে হচ্ছিলো সে বুঝি আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে গেছে। তারপর আচমকাই আজ সকালে আমার হোটেলে এসে এখানে ভ্রমণ করার কথা বলে।

"আপনি এই এলাকায় বেড়ে উঠেছেন?" চারপাশের দৃশ্য ভালো করে দেখার জন্যে গাড়ির জানালার কাঁচ নামাতে নামাতে বললাম।

"আরো ভেতরের পার্বত্য অঞ্চলে," জবাব দিলো কামেল। "ওখানকার বেশিরভাগ গ্রামই উঁচু চূড়ার উপরে অবস্থিত, চারপাশে মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। তুমি কি নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যেতে চাও নাকি আমি তোমাকে পুরো এলাকাটি ঘুরিয়ে দেখাবো?"

"আসলে এখানে এক অ্যান্টিক ডিলারের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলাম আমি–নিউইয়র্কে আমার এক কলিগের বন্ধু সে। তাকে কথা দিয়েছিলাম, তার বন্ধুর সাথে দেখা করবো। অবশ্য এখান থেকে যদি বেশি দূরে হয় তাহলে দরকার নেই..." হালকা চালে বললাম, যেনো লিউলিনের পরিচিত লোকটার ব্যাপারে আমি তেমন কিছু জানি না। কোনো ম্যাপেই য়গাটা খুঁজে পাই নি–অবশ্য কামেল আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলো, আলজেরিয়ার ম্যাপগুলো খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়।

"অ্যান্টিক শপ?" বললো কামেল। "ওরকম দোকান এখানে খুব বেশি নেই। মূল্যবান যা কিছু ছিলো তার প্রায় সবই জাদুঘরে রাখা আছে। দোকানটার নাম কি?"

"আমি জানি না। গ্রামটার নাম আইন কাবাহ্," তাকে বললাম। "লিউলিন বলেছে ওটাই নাকি শহরের একমাত্র অ্যান্টিক শপ।"

"কী অদ্ভুত ব্যাপার," বললো কামেল। "আইন কাবাহ্ হলো আমার নিজেরই গ্রাম। জায়গাটা খুব ছোটো, কিন্তু ওখানে তো কোনো অ্যান্টিক শপ নেই। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

ব্যাগ থেকে অ্যাড্রেসবুকটা বের করে লিউলিনের হাতের লেখা ঠিকানাটা বের করলাম।

"এই যে। স্ট্রিট নাম্বার কতো সেটা লেখা নেই তবে জায়গাটা শহরের উত্তর দিকে। মনে হচ্ছে তারা অ্যান্টিক কার্পেটের সংগ্রাহক। মালিকের নাম এল-মারাদ।" হয়তো এটা আমার নিছক কল্পনা, কিন্তু কামেলের চেহারাটা হালকা সুবজ হয়ে গেলো আমার কথা শুনে। চোয়াল শক্ত, কথা বলতে যেনো বেগ পাচ্ছে সে।

"এল-মারাদ," বললো কামেল। "তাকে আমি চিনি। এই এলাকায় ও সবচাইতে বড় ব্যবসায়ী, কার্পেটের জন্যেই বিখ্যাত। তুমি কি কার্পেট কিনতে চাচ্ছো নাকি?"

"আসলে কার্পেট না," সতর্কভাবে বললাম। কামেল আমাকে সব না বললেও তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কিছু একটা গোলমাল আছে। "নিউইয়র্কে আমার বন্ধু বলেছে তার ওখানে গিয়ে একটু দেখা করে গল্পগুজব করে আসতে, তেমন কিছু না। সমস্যা থাকলে পরে আমি নিজে এসে তার সাথে দেখা করে যাবো।"

বেশ কয়েক মিনিট ধরে কামেল চুপ মেরে রইলো। মনে হয় সে ভাবছে। উপত্যকার শেষ মাথায় এসে পড়লাম আমরা। পথের দু'পাশে ছোটো ছোটো বাচ্চারা বন্য অ্যাসপ্যারাগাস, মাশরুম আর সুগন্ধী ফুল বিক্রি করছে। গাড়িটা পথের পাশে রেখে বেশ কয়েক মিনিট ধরে অদ্ভুত এক ভাষায় দরদাম করে গেলো কামেল–মনে হয় বারবারদের কোনো ভাষা হবে। তারপর জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার হাতে সুগন্ধী কিছু ফুল তুলে দিলো সে।

"তুমি যদি আল-মারাদের সাথে দেখা করো," আগের মতো হেসে বললো, "তাহলে আশা করবো কিভাবে দরদাম করতে হয় সেটা ভালো করেই জানো। বেদুইনদের মতোই সে রগচটা তবে তাদের চেয়ে দশগুন বেশি ধনী। তাকে আমি অনেক দিন দেখি নি–সত্যি বলতে কি বাবা মারা যাবার পর থেকে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে আর আসি নি। অবশ্য এ গ্রামে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে।"

"আমাদেরকে ওখানে যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই," বললাম তাকে।

"আরে না, আমরা যাবো," দৃঢ়ভাবে বললো কামেল, যদিও তার কথার মধ্যে অন্যরকম একটা ভঙ্গি আছে। "আমাকে ছাড়া তুমি ওই জায়গাটা কখনও খুঁজে

পাবে না। তাছাড়া এল-মারাদ আমাকে দেখে খুব অবাক হবে। বাবা মারা যাবার পর থেকে সে-ই আমাদের গ্রামপ্রধান।" আবারো চুপ মেরে গেলো কামেল, তার চোখেমুখে একধরণের তিক্ততা দেখতে পেলাম। মনে মনে ভাবলাম ঘটনাটা কি।

"এই কার্পেট ব্যবসায়ী লোকটা কেমন?" নীরবতা ভাঙার উদ্দেশ্যে বললাম আমি।

"আলজেরিয়াতে তুমি কারোর নাম শুনেই তার সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝতে পারবে," গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলে বললো কামেল। "যেমন 'ইব্‌ন' মানে 'অমুকের ছেলে,' আবার কারো নাম 'ইয়ামিনি' শুনেই বুঝে নিতে হবে লোকটার পূর্বপুরুষ ইয়েমেন থেকে এসেছে। জাবাল তারিক মানে তারিক পর্বতমালা কিংবা তোমরা যাকে জিব্রাল্টার বলো। 'আল,' 'এল' এবং 'বেল' শব্দের অর্থ আল্লাহ অথবা বাল-যার মানে দেবতা, যেমন হ্যানিবাল। আলাদিন মানে আল্লাহ্‌র সেবক, এরকম আর কি।"

"তাহলে এল-মারাদ মানে কি-গডের মারাওদার?-ঈশ্বরের লুটেরা?" হেসে ফেললাম।

"তুমি যা ভাবছো তার কাছাকাছিই," অস্বস্তির সাথে হেসে বললো কামেল। "নামটা না আরবি না বারবার-এটা আক্কাদিয়, প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ভাষা। প্রথমদিকে ব্যাবিলনের সম্রাট আল-নিমরাদ কিংবা আল-নিমরদের সংক্ষিপ্ত রূপ এটি। তিনি বাবেল টাওয়ারের নির্মাতা, সূর্য স্পর্শ করার জন্যে, মানে স্বর্গের দরজায় পৌছানোর লক্ষ্যে এটা বানানো হয়েছিলো। 'বাব-এল' মানে হলো ঈশ্বরের দরজা। নিমরদ মানে বিদ্রোহী-যে বিনা অনুমতিতে ঈশ্বরের রাজত্বে প্রবেশ করেছে।"

"একজন কার্পেট ব্যবসায়ীর জন্যে খুব জম্পেশ নাম।" হেসে ফেললাম আমি। তবে এও লক্ষ্য করলাম নামটার সাথে আমার পরিচিত আরেকজনের নামের খুব মিল রয়েছে।

"হ্যা," সেও একমত হলো, "লোকটা যদি আসলেই তা-ই হয়ে থাকে।"

∞

এল-মারাদ লোকটা সম্পর্কে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছে সেটা কামেল আমাকে খুলে না বললেও আমি বুঝতে পারলাম শত শত গ্রামের মধ্যে যে একই গ্রামে সে এবং মারাদ জন্মেছে সেটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়।

দুপুর ২টার মধ্যে আমরা বেনি ইয়েনি নামক একটি এলাকায় যখন পৌছালাম তখন ক্ষিদেয় পেট চৌ চৌ করছে। পাহাড়ের উপরে একটা ইন দেখতে পেলাম। চারপাশে সাইপ্রেস গাছের ছড়াছড়ি।

পাহাড়ের উপর ছোট্ট ইনের খোলা প্রাঙ্গনে আমরা লাঞ্চ করতে বসলাম।

আমরা ছাড়া এখানে আর কোনো কাস্টমার নেই। চুপচাপ খাবার খেয়ে গেলাম, কোনো কথা বললাম না। মনে হচ্ছে কামেল গভীর ভাবনায় ডুবে আছে এখনও।

বেনি ইয়েনি ছাড়ার আগে কামেল তার গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে মোটা উলের কম্বল বের করে নিলো। আবহাওয়ার যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। শীতও বাড়ছে ক্রমশ।

বেন ইয়েনি থেকে তিকিয়াদা এক ঘণ্টার পথ, তবে পথের করুণ অবস্থা দেখে মনে হলো অনন্তকাল লেগে যাবে এ পথ পাড়ি দিতে। পথে যেতে যেতে খুব একটা কথা হলো না আমাদের মধ্যে তার কারণ হয়তো পথ খুব বন্ধুর, সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে কিংবা কামেলের মনমেজাজ ভালো না। আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না। পাহাড় ঘেষা সরু আর আকাঁবাঁকা পথ দিয়ে যাবার সময় বার বার প্রার্থনা করলাম গাড়িটা যেনো নীচের খাদে পড়ে না যায়। কয়েকটা মোড় নেবার সময় রীতিমতো চোখ বন্ধ করে ফেললাম ভয়ে। এক পর্যায়ে ঝড়ো বাতাসের কারণে মনে হলো কামেলকে বলি গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাই কিন্তু গাড়ি ঘোরানোরও উপায় নেই এখানে।

কামেল গাড়ির গতি ত্রিশ থেকে বিশ মাইলে কমিয়ে আনলো, অবশেষে হামাগুঁড়ির মতো দশ মাইল গতিতে।

আমরা যতোই উপরে উঠছি তুষারপাত ভারি হয়ে যাচ্ছে। প্রায়শ কঠিন মোড় নিচ্ছে পথ, আর মোড়ের কাছেই ভাঙা ট্রাক-লরি পড়ে থাকতে দেখছি।

"হায় ঈশ্বর, এটা তো জুন মাস!" কামেলকে বললাম।

"এখনও পুরোপুরি তুষারপাত শুরু হয় নি," শান্তকণ্ঠে বললো সে, "শুধুমাত্র বাতাসে উড়ে আসছে কিছু..."

"এখনও বলতে কি বোঝাচ্ছেন?" বললাম আমি।

"আশা করি তুমি কার্পেটগুলো পছন্দ করবে," বাঁকা হাসি হেসে বললো কামেল। "কারণ ওগুলোর জন্যে টাকার চেয়েও বেশি কিছু ব্যয় করতে হবে তোমাকে। যদি তুষারপাত নাও হয়, পাথঘাট ভেঙে না পড়ে, আমরা যদি সন্ধ্যার আগেই তিকিয়াদায় পৌছে যাই–তারপরও আমাদেরকে ব্রিজটা পার হতে হবে।"

"সন্ধ্যার আগে?" কাবিলের ম্যাপটা খুলে ফেলে বললাম আমি। "ম্যাপ বলছে তিকিয়াদা এখান থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে–আর ব্রিজটা তার পরেই।"

"হ্যা," বললো কামেল, "ম্যাপে শুধুমাত্র হরাইজন্টাল দূরত্ব দেখাচ্ছে। দুই মাত্রায় যেকোনো জিনিসই অন্য রকম দেখায়।"

সন্ধ্যা সাতটা বাজে আমরা তিকিয়াদায় পৌছে গেলাম। সূর্য অস্তাচলে চলে যাচ্ছে বিশাল এক পর্বতের আড়ালে। আবহাওয়া আগের চেয়ে অনেক ভালো এখন। ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে আমাদের। ম্যাপে তিকিয়াদার কাছে আইন কাবাহ্ নামক জায়গাটা মার্ক করে রাখলো

কামেল। দেখে মনে হলো জগিং করে গেলেই দ্রুত যাওয়া যাবে কিন্তু তাতে করে পথ ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিকিয়াদায় অল্পকিছুক্ষণ বিরতি নিলাম আমরা। সেই ফাঁকে গাড়িতে গ্যাস ভরে নেওয়া হলো আর আমরা পাহাড়ের মুক্ত বায়ু সেবন করে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। ডিমের কুসুমের মতো আকাশের রঙ। দূরে, বিস্তৃত উপত্যকার মাঝখানে একটা বর্গাকৃতির বিশাল উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত আমাদের থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে সেটা।

"আইন কাবাহ্," গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে ইশারা করে বললো কামেল।

"ওখানে?" বললাম আমি। "কিন্তু ওখানে যাওয়ার তো কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না..."

"কোনো পথ নেই–পায়ে হেটে যেতে হয়," জবাব দিলো সে। "কয়েক মাইল জলাভূমির উপর দিয়ে যেতে হবে রাতের অন্ধকারে, তারপর উপরে ওঠার পথ। তবে ওখানে যাবার আগে আমাদেরকে ব্রিজটা পার হতে হবে।"

তিকিয়াদা থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে ব্রিজটা অবস্থিত–তবে চার হাজার ফিট নীচে। সন্ধ্যার পর আশপাশটা পরিস্কার দেখার কোনো উপায়ও নেই। কিন্তু আমাদের ডান দিকে উপত্যকাটি আলোর বন্যায় যেনো ভাসছে। ফলে আইন কাবাহ্ পর্বতকে স্বর্ণের ব্লক বলে মনে হচ্ছে এখন। আমাদের ঠিক সামনে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য সেটা হৃদয় হরণ করার মতো। আমাদের পথটা বেশ ঢালু হয়ে নীচের উপত্যকার দিকে নেমে গেছে, কিন্তু সামনের পাঁচশ' ফিট দূরে একটা ব্রিজ চলে গেছে নীচের বিক্ষুব্ধ জলরাশির উপর দিয়ে। ব্রিজের কাছে এসে গাড়িটা থামিয়ে দিলো কামেল। দুর্বল আর নড়বড়ে একটা ব্রিজ। এটা দশ কিংবা একশ' বছর আগেও নির্মাণ করা হতে পারে। বোঝার কোনো উপায় নেই। ব্রিজটা এতো সংকীর্ণ যে আমাদের গাড়ি যেতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

কামেল ব্রিজের উপর আস্তে করে এগিয়ে নিয়ে গেলো গাড়িটা। আমার কাছে মনে হলো গাড়ির ভারে ব্রিজটা দুলে উঠছে।

"তুমি যা দেখতে পাবে তা কল্পনাও করতে পারবে না," ফিসফিস করে বললো কামেল, যেনো আরেকটু জোরে কথা বললেই ব্রিজটা ভেঙে পড়বে। "তবে গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে নীচের নদীটা শুকিয়ে সরু নালা হয়ে যায়। ছোটো ছোটো পাথর আর কিছু লতাগুল্ম ছাড়া কিছুই থাকে না তখন।"

"সেই গ্রীষ্মকালটা কতোক্ষণ পর আসবে–পনেরো মিনিট?" ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেলেও ঠাট্টারছলে বললাম। ব্রিজটা এবার এমনভাবে কাঁপছে যেনো ভূমিকম্প হচ্ছে। আমি গাড়ির ভেতর শক্ত করে বসে থাকলাম। দম বন্ধ হবার জোগার হলো।

ব্রিজটা পার হতেই হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। গাড়ি থামিয়ে কামেল স্বস্তির হাসি হেসে তাকালো আমার দিকে।

"মেয়েরা যেটা করতে পছন্দ করে," বললো সে, "চলো, একটু শপিং করে আসি!"

উপত্যকার মাটি খুবই নরম, বলতে গেলে কাদার মতো। ছাগল আর ভেড়ার পায়ের ছাপ এবং গোবর দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে।

"কী সৌভাগ্য আমার, বুট পরে আসি নি," আক্ষেপে পায়ের স্যান্ডেলের দিকে তাকালাম। এখানকার পরিবেশে একদম বেমানান সেটা।

"তোমার জন্য এই এক্সারসাইজটা ভালোই হবে," বললো কামেল। "কাবিল মেয়েরা প্রতিদিন ছয় পাউন্ড বোঝা কাঁধে নিয়ে মাইলের পর মাইল হেটে যায়।" দাঁত বের করে হাসলো সে।

"আপনার কথা আমি বিশ্বাস করলাম কারণ আপনার হাসিটা আমার পছন্দ," তাকে বললাম।

"কাবিলের একজন বেদুইনকে তুমি এ কথা বলতে পারবে না।" ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে যাবার সময় বললো সে।

হেসে ফেললাম আমি। "এটা কি এখানকার কোনো জোক নাকি?"

"না, আমি সিরিয়াস বলছি। একজন বেদুইনকে তুমি কিভাবে চিনবে জানো–যখন দেখবে সে দাঁত বের করে হাসছে না। দাঁত বের করে দেখানোটা এখানে অভদ্রতা বলে মনে করা হয়–সত্যি করে বলতে গেলে এটাকে তারা মন্দভাগ্য বলে গণ্য করে। এল-মারাদের সাথে কথা বলার সময় সাবধানে থেকো।"

"আপনি না বললেন সে কাবিল নয়?" আইন কাবাহ্'র দিকে যাচ্ছি আমরা। পথটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আগাছা আর ঝোঁপঝাড়ে ভর্তি।

"কেউ জানে না," আমার পথের সামনে থেকে আগাছা সরিয়ে দিয়ে বললো কামেল। "অনেক বছর আগে সে কাবিলে এসে আইন কাবাহ্তে বসবাস করতে শুরু করে তবে কোত্থেকে এসেছিলো আমি কখনও জানতে পারি নি। রহস্যময় কোনো গোত্রের মানুষ সে।"

"আমার মনে হচ্ছে তাকে খুব একটা পছন্দ করেন না আপনি," বললাম তাকে।

চুপচাপ আমার সামনে হেটে গেলো কামেল। "যে লোক তোমার বাপের মৃত্যুর জন্য দায়ি তাকে পছন্দ করাটা খুব সহজ কাজ নয়," পেছন ফিরে বললো সে।

"মৃত্যু!" আৎকে উঠলাম আমি, জোরে জোরে হেটে তার কাছে চলে এলাম। আমার এক পায়ের স্যান্ডেল ঘাসের মধ্যে আটকে হারিয়ে গেলো। সেটা যখন খুঁজতে শুরু করলাম, কামেল তখন হাটা থামালো। "আপনি কি বলছেন এসব?" স্যান্ডেল খুঁজতে খুঁজতেই বললাম।

"আমার বাবা আর এল-মারাদ যৌথভাবে ব্যবসা করতো," আমি যখন আমার স্যান্ডেলটা খুঁজে পেলাম তখন সে বললো। "আমার বাবা একটা নেগোশিয়েশন করার জন্যে ইংল্যান্ডে গেলে লন্ডনের পথে তার সর্বস্ব ছিনতাই করে তাকে হত্যা করা হয়।"

"এ কাজে কি এল-মারাদের হাত ছিলো?" তার পাশাপাশি হাটছি এখন।

"না," বললো কামেল। "সত্যি বলতে কি, বাবার মৃত্যুর পর বাবার ব্যবসা থেকে যা আয় হয়েছিলো তা দিয়ে আমার টিউশন ফি দিয়েছিলো সে, এরফলে আমি লন্ডনে থেকে লেখাপড়া করতে পেরেছিলাম। তার বিনিময়ে অবশ্য পুরো ব্যবসাটা নিয়ে নেয় সে। আমি তাকে কখনও চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানাই নি। সেজন্যেই বলেছিলাম আমাকে দেখলে সে অবাক হবে।"

"আপনি কেন তাকে আপনার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ি করেন?" জানতে চাইলাম আমি।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কামেল এ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে না। "আমি জানি না," শান্ত কণ্ঠে বললো সে। "হয়তো আমি মনে করি বাবার বদলে তারই ওখানে যাওয়া উচিত ছিলো।"

উপত্যকায় পৌছানোর আগপর্যন্ত আমরা আর কথা বললাম না। আইন কাবাহ্'র যাওয়ার পথটা পাহাড়ের গা ঘেষে ঘেষে উঠে গেছে উপরে। নীচ থেকে উপরে যেতে আধঘণ্টা লাগলো। শেষ পঞ্চাশ গজ পাথরের তৈরি প্রশস্ত সিঁড়ি, তবে অসংখ্য মানুষের পদভারে সেটার অবস্থা বেশ খারাপ।

"এখানকার লোকজন কিভাবে খাবার জোগার করে?" উপরে উঠতে উঠতে বললাম তাকে। আলজেরিয়ার পাঁচ ভাগের চার ভাগই মরুভূমি, গাছপালা খুব একটা নেই, তাই কাঠের জোগানও বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। বসবাসের একমাত্র ভালো জায়গা হলো সমুদ্র উপকূল বরাবর দুশ' মাইল এলাকা।

"তারা কার্পেট আর..." জবাব দিলো কামেল, "রূপার গহনা বানায়, এগুলো ছাড়াও এখানকার পাহাড়-পর্বতে প্রচুর মূল্যবান রত্ন পাওয়া যায়। এগুলোই তাদের জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম। দরকারি বাকি সবকিছু বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।"

আইন কাবাহ্'র গ্রামটির মাঝখান দিয়ে একটা পথ চলে গেছে, আর সেই পথের দু'ধারে ছোটো ছোটো নক্সা করা অসংখ্য ঘরবাড়ি। কাদাময় একটি পথের পাশে বিশাল একটি বাড়ির সামনে এসে থামলাম আমরা। ছাদের উপরে চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

"এটা তাতীদের কটেজ," বললো কামেল।

আবারো হাটতে শুরু করলে দেখতে পেলাম সূর্যটা পুরোপুরি অস্তাচলে চলে গেছে, আকাশে চমৎকার গোধূলীর আভা তবে বাতাস আরো বেশি ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

পথে কিছু ঘোড়াগাড়ি আর গাধায় টানা মালবাহী গাড়ি দেখতে পেলাম, ছি ছাগল যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুঝতে পারলাম, মোটরগাড়ির চেয়ে গাধায় টা গাড়িই বেশি উপযুক্ত পাহাড়ে ওঠার জন্যে।

পথের শেষে এসে বিশাল একটি বাড়ির সামনে থামলো কামেল, দীর্ঘ সম ধরে দেখলো বাড়িটা। অন্য বাড়িগুলোর মতোই নক্সা করা তবে আকারে বে বড়। সামনে বেলকনি আছে। সেই বেলকনিতে দাঁড়িয়ে এক মহিলা লাঠি দি কার্পেটের উপর বারি মেরে যাচ্ছে। মহিলা কৃষ্ণাঙ্গ, পরে আছে জবরজ পোশাক। তার পাশে ছোট্ট একটি বাচ্চা বসে আছে। বাচ্চাটার মাথার উপরে চুলের খোপা করা। আমাদের দেখেই মহিলা নীচে নেমে এলো।

মহিলা স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কামেলের দিকে। তারপর আমার দিকে চোখ যেতেই কতোগুলো স্বর্ণের দাঁত বের করে হাসি দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলো।

"এটাই এল-মারাদের বাড়ি," বললো কামেল। "এই মহিলা তার বড় বউ। বাচ্চাটা অনেক দেরিতে হয়েছে–মহিলাকে যখন বন্ধ্যা ভাবা হচ্ছিলো তখন এই বাচ্চাটার জন্ম হয়। এটাকে আল্লাহ্‌র দয়া হিসেবে দেখা হয়। মনে করা হয় বাচ্চাটা একজন কামেল হবে।"

"আপনি না বললেন দশ বছর ধরে এখানে আসেন না, তাহলে এতোসব জানলেন কি করে?" বললাম তাকে। বাচ্চাটার বয়স বড়জোর পাঁচ বছর হবে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে কামেল বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো।

"আমি তাকে এর আগে দেখি নি," স্বীকার করলো সে, "তবে আমার গ্রামে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবরই আমি রাখি। বাচ্চাটার জন্মকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এখানে। তার জন্যে আমার কিছু জিনিস আনা উচিত ছিলো–হাজার হোক, তার বাবার মতো তাকে তো আর দায়ি মনে করি না।"

আমি আমার ব্যাগ হাতরিয়ে দেখলাম বাচ্চাটাকে দেয়ার মতো কিছু পাওয়া যায় কিনা। হাতরিয়ে পেলাম লিলির ছোট্ট দাবাবোর্ডটি। সেটার একটা হোয়াইট কুইন ঘুঁটি, দেখতে অনেকটা ছোটোখাটো পুতুলের মতো, ভাবলাম এটাতেই কাজ হবে। বাচ্চাটার হাতে ওটা দিতেই খুশিতে আটখানা হয়ে গেলো সে। দৌড়ে তার মাকে খেলনাটা দেখানোর জন্যে ছুটে গেলো। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো কামেল। ধন্যবাদ দিলো আর কি।

মহিলা আমাদেরকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলো। দাবার ঘুঁটিটা তার হাতে। কামেলের সাথে বারবার ভাষায় কিছু কথা বলে গেলেও আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো সে, মাঝেমধ্যে আলতো করে আমার হাত স্পর্শ করলো মহিলা।

কামেল তাকে কিছু বলতেই মহিলা আবার চলে গেলো।

"তাকে বললাম তার স্বামীকে নিয়ে আসার জন্যে," আমাকে বললো সে। "আমরা তার দোকানে গিয়ে বসবো, ওখানেই কথাবার্তা বলবো।" লোকটার অন্য এক বউ আমাদের জন্যে কফি নিয়ে এলো এমন সময়।

কার্পেটের দোকানটা বিশাল। থরে থরে স্তুপ করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরণের কার্পেট। দেয়ালেও অনেকগুলো ঝোলানো। আমরা পা ভাঁজ করে মেঝেতে পাতা গদিতে বসলাম। অল্পবয়সী দুটো মেয়ে এলো ট্রে আর ছোট্ট একটা টেবিল নিয়ে। আমাদের সামনে কফি ঢেলে আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে একে অন্যের সাথে ফিসফাস করতে করতে চলে গেলো তারা।

"এল-মারাদের তিনজন বউ," কামেল বললো আমাকে। "ইসলামে চারটা পর্যন্ত বউ রাখার অনুমতি আছে, তবে তার যে বয়স হয়েছে তাতে মনে হয় না আরেকটা বিয়ে সে করবে। তার বয়স এখন আশি ছুঁই ছুঁই।"

"তাহলে আপনার কয়টা বউ?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"সরকারের আইন অনুযায়ী মন্ত্রীরা একটার বেশি বউ রাখতে পারে না," জবাব দিলো কামেল। "সুতরাং একটু বেশিই সাবধানে থাকতে হয়।" শান্তভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

"ঐ মেয়েগুলো মনে হয় আমাকে দেখে খুব মজা পাচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছিলো," বললাম তাকে।

"সম্ভবত তারা এর আগে কখনও কোনো পশ্চিমা নারী দেখে নি," বললো কামেল। "আর প্যান্ট-শার্ট পরা কোনো মেয়ে তো দেখেই নি। হয়তো তোমাকে অনেক প্রশ্ন করতে চাইছিলো কিন্তু লজ্জায় করতে পারে নি।"

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলো লম্বা আর ভারিক্কি শরীরের এক বয়স্ক লোক। লম্বায় ছ'ফুটের বেশি হবে, খাড়া নাক, তবে অনেকটা ঈগল পাখির চঞ্চুর মতো বাঁকা, মোটা ভুরু আর তীক্ষ্ণ কালো চোখ, মাথার চুল আধা কাঁচা আধা পাকা। পাতলা উলের তৈরি লাল সাদা কাফতুন পরা। বড় বড় পা ফেলে আমাদের কাছে চলে এলো ভদ্রলোক। দেখে পঞ্চাশের বেশি মনে হয় না যদিও কামেল বললো তার বয়স নাকি আশির মতো। তারা একে অন্যের গালে আরবি কায়দায় চুমু খেলো। কথা বললো আরবিতেই। তারপরই লোকটা আমার দিকে ফিরলো। তার কণ্ঠ বেশ মোলায়েম আর চিকন। অনেকটা ফিসফিস করে কথা বলে।

"আমি এল-মারাদ," লোকটা বললো আমাকে। "কামেল কাদেরের একজন বন্ধু হিসেবে আপনাকে আমার বাড়িতে স্বাগতম।" আমাকে বসতে বলে সে নিজেও বসে পড়লো। কামেলের চোখেমুখে আমি কোনো বিরাগ দেখতে পেলাম না। আমার দিকে আগ্রহভরে তাকালো এল-মারাদ।

"এ হলো মাদেমোয়ে ক্যাথারিন ভেলিস," আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিলো কামেল। "ওপেকের জন্যে কাজ করতে এসেছে আমেরিকা থেকে।"

"ওপেক," মাথা দুলিয়ে বললো এল-মারাদ। "আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমাদের এখানে কোনো পেট্রোলের খনি নেই, সেরকম কিছু থাকলে আমাদের জীবনধারাও বদলে যেতো। আশা করি আপনি আমাদের দেশে থাকাকালীন সময়টা ভালোমতোই উপভোগ করবেন–আল্লার রহমতে আমরা সবাই উন্নতি করবো।"

হাত তুলে ইশারা করলে বাচ্চা কোলের ঐ মহিলা চলে এলো আমাদের সামনে। মহিলা তার স্বামীর দিকে দাবার ঘুঁটিটা বাড়িয়ে দিলে এল-মারাদ আমার সামনে সেটা রাখলো।

"আপনি আমার মেয়েকে একটা উপহার দিয়েছেন..." বললো সে। "আমি তো আপনার কাছে ঋণী হয়ে গেছি। দয়া করে এখান থেকে একটা কার্পেট বেছে নিন আপনার জন্যে।" হাত তুলে আবারো ইশারা করলে মহিলা চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেলো।

"না, প্লিজ," বললাম আমি। "ওটা সামান্য একটা প্লাস্টিকের খেলনা।" ঘুঁটিটা হাতে নিয়ে সেটার দিকে চেয়ে রইলো সে, মনে হয় না আমার কথা শুনতে পেলো। এবার ঈগল চোখে আমার দিকে তাকালো।

"শ্বেতরাণী!" বিড়বিড় করে কথাটা বলেই দ্রুত কামেলের দিকে তাকালো এল-মারাদ, তারপর আমার দিকে। "আপনাকে কে পাঠিয়েছে?" জানতে চাইলো সে। "আর তাকেই বা কেন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন?"

আমি একেবারে অবাক হয়ে কামেলের দিকে তাকালাম। তারপরই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। আমি কেন এখানে এসেছি সেটা সে জানে–হয়তো দাবার ঘুঁটিটা এক ধরণের ইঙ্গিত, যে আমি লিউলিনের কাছ থেকে এসেছি। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে এই ইঙ্গিতটার কথা লিউলিন আমাকে বলে নি।

"আমি খুবই দুঃখিত," নরম কণ্ঠে বললাম। "আমার বন্ধু, নিউইয়র্কের একজন অ্যান্টিক ডিলার বলেছিলো আপনার সাথে দেখা করার জন্য। কামেল দয়া করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।"

এল-মারাদ কিছু বললো না, চেয়ে রইলো আমার দিকে। দাবার ঘুঁটিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো শুধু। তারপর কামেলের দিকে ফিরে বারবার ভাষায় কিছু কথা বললো সে। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কামেল।

"আমি একটু বাইরে যাচ্ছি মুক্ত বায়ু সেবন করার জন্য। এল-মারাদ তোমার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাইছে।" আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো সে। তবে বৃদ্ধলোকের রুক্ষ ব্যবহারে মোটেও মনোক্ষুন্ন হলো না। এল-মারাদের দিকে ফিরে এবার বললো, "কিন্তু ক্যাথারিন *দাখিল-আক*, বুঝলেন..."

"অসম্ভব!" চিৎকার করে বলেই উঠে দাঁড়ালো এল-মারাদ। "উনি তো একজন মহিলা!"

"মানে কি?" কামেলকে বললাম আমি কিন্তু সে কিছু না বলে চলে গেলো।

"সে বলছে আপনি তার সুরক্ষায় আছেন," কামেল ঘর থেকে চলে যাবার পর বললো এল-মারাদ। "এটা বেদুইনদের একটি রীতি। মরুভূমিতে সাহায্যের দরকার পড়লে কোনো লোক কারোর জামার হাতা ধরলে সেই লোক তাকে নিরাপত্তা দিতে বাধ্য থাকে। হোক না সে অন্য গোত্রের, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে এটা খুব কমই ঘটে–কিন্তু কোনো মহিলার সাথে এটা কখনও করা হয় না।"

"হয়তো আপনার রূঢ় মন্তব্যের কারণেই সে এখান থেকে চলে গেছে," বললাম আমি।

আমার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো এল-মারাদ। "এরকম সময়ে ঠাট্টা করার মতো সাহস আপনি রাখেন দেখছি। বেশ সাহসী বলেই মনে হচ্ছে," আমার চারপাশে আস্তে আস্তে ঘুরে দেখতে লাগলো সে। "ও নিশ্চয় আপনাকে বলে নি আমি ওর পড়াশোনার সমস্ত খরচ বহন করেছি? ওকে আমি আমার সন্তানের মতো দেখি?" হুট করে থেমে আবারো স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। "আমরা *নাহ্নু মালিহিন*–এর অর্থ লবন। আপনি যদি মরুভূমিতে কাউকে লবন দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা স্বর্ণের চেয়েও বেশি মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়।"

"তাহলে আপনি একজন বেদুইন," বললাম আমি। "মরুভূমির সব ধরণের রীতিনীতিই জানেন, আপনার মুখে হাসিও দেখা যায় না–আমি ভাবছি লিউলিন মার্কহাম কি এটা জানে? আমি তার কাছে একটা চিঠি লিখে জানাবো, বেদুইনরা বারবারদের মতো অতোটা ভদ্র হয় না।"

লিউলিনের নামটা উল্লেখ করতেই এল-মারাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "তাহলে ও-ই আপনাকে পাঠিয়েছে," বললো সে। "আপনি কেন একা এলেন না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার হাতে থাকা ঘুঁটির দিকে তাকালাম। "আপনি কেন বলছেন না ওগুলো কোথায়?" বললাম আমি। "আপনি তো জানেনই আমি কেন এখানে এসেছি।"

"বেশ," বললো সে। বসে পড়ে কফিতে চুমুক দিলো এল-মারাদ। "ঘুঁটিগুলোর অবস্থান আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি, চেষ্টা করছি সেগুলো কেনার জন্যে–কিন্তু পারছি না। যে মহিলার কাছে ওগুলো আছে সে এমন কি আমাদের সাথে দেখাও করছে না। আলজিয়ার্সের কাশবাহ্ নামক এলাকায় বসবাস করে মহিলা, খুবই ধনী। যদিও তার কাছে সবগুলো ঘুঁটি নেই তবে ধারণা করছি বেশিরভাগই তার কাছে রয়েছে। সেগুলো কেনার জন্যে আমরা তহবিল গঠন করতে পারি–যদি ঐ মহিলার সাথে আপনি দেখা করতে পারেন।"

"মহিলা আপনাদের সাথে কেন দেখা করেন না?" জানতে চাইলাম আমি।

"হারেমে বসবাস করে সে," বললো এল-মারাদ। "একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকে, কারো সাথে দেখাসাক্ষাত করে না, বিশেষ করে কোনো পুরুষ মানুষের সাথে–'হারেম' শব্দটির মানে 'নিষিদ্ধ আশ্রম।' হারেমের মণিব ছাড়া অন্য কেউ ওখানে প্রবেশ করতে পারে না।"

"তাহলে তার স্বামীর সাথে দরদাম করছেন না কেন?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"সে আর বেঁচে নেই," অধৈর্য ভঙ্গিতে কফির পেয়ালা রেখে বললো এল-মারাদ। "মরে গেছে, তাই তো মহিলা এতো ধনী। তার ছেলেরা এখন তার দেখভাল করে, তবে তারা তার আপন ছেলে নয়। তারা এও জানে না মহিলার কাছে ঘুঁটিগুলো আছে। এটা কেউই জানে না।"

"তাহলে আপনি কিভাবে জানলেন?" কণ্ঠটা একটু চড়িয়ে বললাম আমি। "দেখুন, আমি আপনাকে সহজ সরল একটি প্রস্তাব দিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে কোনো সাহায্য করছেন না। আপনি এমনকি ঐ মহিলার নাম কিংবা ঠিকানাটা পর্যন্ত আমাকে বলছেন না।"

চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো সে। "তার নাম মোখফি মোখ্‌তার," বললো সে। "কাশবাহ্‌'র কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই, তবে জায়গাটা খুব বেশি বড় নয়–আপনি খুব সহজেই খুঁজে পাবেন। তার সাথে যখন দেখা করবেন সে আপনার কাছে ওগুলো বিক্রি করবে, যদি আমি আপনাকে একটা গোপন মেসেজ দেই। এটা সব দরজা খুলে দেবে।"

"ঠিক আছে," আমিও অধৈর্যের সাথে বললাম।

"তাকে বলবেন আপনি ইসলামের একটি পবিত্র দিনে জন্মেছেন–সেরে ওঠার দিন। তাকে বলবেন আপনি পশ্চিমা ক্যালেন্ডারের ৪ঠা এপ্রিল জন্মেছেন..."

এবার আমার অবাক হবার পালা। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো, হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো দ্রুত। লিউলিনও তো আমার জন্ম তারিখটা জানে না।

"তাকে কেন আমি এটা বলবো?" যতোটুকু সম্ভব শান্তকণ্ঠে বললাম।

"কারণ এই দিনে শার্লেমেইন জন্মগ্রহণ করেছিলেন," আস্তে করে বললো সে, "এই একই দিনে দাবাবোর্ডটি মাটির নীচ থেকে তুলে আনা হয়-যে ঘুঁটিগুলো আমরা খুঁজছি তার সাথে এই দিনটার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, এই ঘুঁটিগুলো পুণরায় একত্র করার কাজটা যে করবে সে এই দিনেই জন্মাবে। মোখফি মোখতার এটা ভালো করেই জানে–সে আপনার সাথে দেখা করবে।"

"আপনি কি তাকে কখনও দেখেছেন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"অনেক দিন আগে, একবার..." কথাটা বলার সময় সে যেনো অতীতে হারিয়ে গেলো।

ভাবতে লাগলাম, লোকটা আসলে কেমন–লোকটার ব্যবসা লিউলিনের মতো ছোটোখাটো কিনা–কামেলের মতে তার বাবার ব্যবসাটা আত্মসাৎ করেছে এই লোক, হয়তো তার বাবাকে সে-ই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু এই একই লোক আবার তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ বহন করেছে যার ফলে সে এই দেশের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী হতে পেরেছে। লোকটা এখানে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করে তার একাধিক বউ নিয়ে–তারপরেও লন্ডন আর নিউইয়র্কের মতো শহরে ব্যবসায়ীক যোগাযোগ আছে তার।

"মহিলা তখন অনেক সুন্দরী ছিলো," বলতে লাগলো সে। "এখন অবশ্য অনেক বয়স হয়ে গেছে। তার সাথে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার দেখা হয়েছিলো। তখন অবশ্য আমি জানতাম তার কাছে ওগুলো আছে...তবে তার চোখ দুটো ঠিক আপনার মতো। এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে।" চট করেই যেনো বাস্তবে ফিরে এলো সে। "আপনি কি এটাই জানতে চেয়েছিলেন?"

"আমি যদি ওগুলো কিনতে পারি তাহলে টাকা পাবো কোথায়?" আবারো এই বিষয়টা ফিরিয়ে আনলাম।

"আমরা সেটার ব্যবস্থা করবো," সরাসরি বললো সে। "এই পোস্টালবক্সের মাধ্যমে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।" এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। তাতে একটা নাম্বার লেখা। ঠিক তখনই ঘরের দরজার পর্দার আড়াল থেকে লোকটার এক বউ মাথা বের করে উঁকি মারলো, আর তার পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো কামেলকে।

"আপনাদের কথা শেষ হয়েছে?" ঘরের ভেতর ঢুকে বললো সে।

"হ্যা, হয়েছে," উঠে দাঁড়ালো এল-মারাদ, হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকেও উঠতে সাহায্য করলো। "তোমার বন্ধু বেশ কঠিন দরদাম করেছে। আরেকটা কার্পেট পাবার জন্যে সে *আল-বাশারাহ্* দাবি করতেই পারে।" দুটো উটের লোমে তৈরি রোল করা কার্পেট হাতে তুলে নিলো সে। ওগুলোর রঙ বেশ সুন্দর।

"আমি আবার কি দাবি করলাম?" হেসে বললাম আমি।

"সুসংবাদ বয়ে আনা কোনো লোক একটা উপহার পাবার দাবি করে," কার্পেট দুটো কাঁধের উপর রেখে বললো কামেল। "তুমি কি সুসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছো? নাকি এটাও একটা সিক্রেট?"

"এক বন্ধুর কাছ থেকে উনি একটা মেসেজ নিয়ে এসেছেন," এল-মারাদ আস্তে করে বললো। "আমি তোমাদের সাথে একটা গাধাসহ এক ছেলেকে দিয়ে দিচ্ছি," বললো সে। কামেল জানালো তাহলে সে খুবই খুশি হবে। তো আমাদের জন্যে একটা গাধায় টানা গাড়ি দিয়ে দেয়া হলো। রাস্তা পর্যন্ত আমাদের সাথে সাথে এলো এল-মারাদ।

"*আল সাফার-জাফার!*" এল-মারাদ আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বললো।

"এটা বহু পুরনো আরবি প্রবাদ," কামেল বললো আমাকে। "এর মানে, 'ভ্রমণেই বিজয় আসে।' সে তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে আর কি।"

"যতোটা বুড়ো আর বাজে ভেবেছিলাম লোকটা আসলে তেমন নয়," কামেলকে বললাম। "তবে আমি তাকে এখনও বিশ্বাস করি না।"

হেসে ফেললো কামেল। তাকে দেখে খুব রিলাক্স মনে হচ্ছে এখন। "তুমি খেলাটা ভালোই খেলেছো," বললো সে।

আমার হৃদস্পন্দন যেনো থেমে গেলো, তবে অন্ধকারেই হাটতে লাগলাম আমরা। আমার মুখটা যে সে দেখতে পাচ্ছে না সেটা জেনে খুশি হলাম। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" বললাম তাকে।

"বলতে চাচ্ছি, তুমি আলজেরিয়ার সবচাইতে দুর্মুখো কার্পেট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দু দু'টো কার্পেট বাগিয়ে নিতে পেরেছো। এই খবরটা চাউড় হয়ে গেলে তার সুনাম ধ্বংস হয়ে যাবে।"

চুপচাপ আমরা পাশাপাশি হেটে গেলাম, আমাদের সামনে দিয়ে গাধার গাড়িটা খ্যাচ খ্যাচ শব্দে এগিয়ে যাচ্ছে।

"আমার মনে হয় বোয়িরা'তে আমাদের মন্ত্রণালয়ের যে কোয়ার্টার আছে সেখানে যাওয়া উচিত রাতটা থাকার জন্যে," বললো কামেল। "এখান থেকে দশ মাইল দূরে। ওখানে বেশ কিছু ভালো রুম আছে, রাতটা কাটানোর পর সকালে আলজিয়ার্সে ফিরে যেতে পারবো–যদি না তুমি রাতের বেলায় ফিরে যেতে চাও?"

"এই রাতে ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই," তাকে বললাম। মন্ত্রণালয়ের কোয়ার্টারে নিশ্চয় গরম পানিতে গোসল করার ব্যবস্থা আছে। এই কয়েক মাসে গরম পানিতে গোসল করার সুযোগ আমার হয় নি। আল রিয়াদ ভালো মানের হোটেল হলেও ওখানে এই ব্যবস্থা নেই। ঠাণ্ডা আর আয়রন মিশ্রিত হলুদ রঙের পানিতে সব কাজ সারতে হয়।

কামেলের গাড়িটার কাছে পৌছে গেলাম গাধার গাড়িতে করে। ছেলেটাকে বখশিস দিয়ে বিদায় করে গাড়ি নিয়ে যখন বোয়িরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম আমরা তখন ব্যাগ থেকে আরবি ভাষার একটি অভিধান বের করে কিছু দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। এই শব্দগুলো শোনার পর থেকে আমাকে বেশ ভাবাচ্ছে।

যেমনটি সন্দেহ করেছিলাম, মোখফি মোখতার মোটেও কোনো নাম নয়। এর মানে লুক্কায়িত মনোনীত ব্যক্তি। গোপনে মনোনীত করা হয়েছে এমন একজন।

ক্যাসেল

এলিস : বিশাল একটি খেলা এই দাবা, সারা বিশ্বে এটি খেলা হয়...কী মজাই না আছে এতে! আহা, যদি তাদের একজন হতে পারতাম! তাদের একজন হওয়ার জন্যে নিছক কোনো সৈন্য হতেও আমার আপত্তি নেই–যদিও আমি কুইন হতেই চাই।

রেড কুইন : এটা খুব সহজেই করা সম্ভব। চাইলে তুমি হোয়াইট কুইনের সৈন্য হতে পারো, যেহেতু খেলার জন্যে লিলির বয়সটা খুবই কম–তুমি দ্বিতীয় বর্গ থেকে শুরু করো। যখন আট বর্গে পৌঁছে যাবে তুমি হয়ে উঠবে একজন কুইন...

–থ্রু দ্য লুকিংগ্লাস

লুইস ক্যারোল

কাবিল থেকে ফিরে আসার পর সোমবার সকালে সব নরক যেনো পতিত হলো আমার উপর। আগের রাতে কামেল আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবার পর থেকে এটার শুরু–পৌঁছে তো দিয়ে গেলো না, যেনো একটা বোমা রেখে গেলো চুপিসারে। মনে হয় খুব সহসাই ওপেকের একটা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে কম্পিউটার মডেলের জন্যে করা আমার 'ফাইন্ডিং'গুলো সে উপস্থিত করার পরিকল্পনা করছে–এমন একটা মডেল যা এখনও তৈরিই করা হয় নি। কোন্ দেশ প্রতিমাসে কতো ব্যারেল তেল খরচ করে তার উপরে তেরেসা আমার জন্যে ত্রিশ টেপ ডাটা সংগ্রহ করে দিয়েছে। এগুলো ফরম্যাট করে আমার নিজস্ব ডাটাগুলো ইনপুট করার মধ্য দিয়ে উৎপাদন, ভোগ আর বণ্টনের প্রবণতা কিংবা ঝোঁক নিরূপণ করার চেষ্টা করবো। তারপরই একটা প্রোগ্রাম তৈরি করবো যা দিয়ে খুব সহজেই এটা অ্যানাআইজ করা যায়–আর সবটাই করতে হবে এই কনফারেন্স শুরু হবার আগে।

অন্য দিকে, ওপেকে 'সহসাই' শব্দটির মানে কি সেটা কেউ জানে না। চূড়ান্ত মুহূর্ত আসার আগপর্যন্ত প্রতিটি কনফারেন্সের দিন আর স্থানের ব্যাপারে মারাত্মক গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে। এর কারণ তারা ধারণা করছে, কাঁচা পরিকল্পনা ওপেক মন্ত্রীদের চেয়ে সন্ত্রাসীদের শিডিউলেই বেশি সুবিধা এনে দেবে। কিছু কিছু সার্কেলে এটা এখন ওপেকে ওপেন সিজন চলছে, বিগত কয়েক মাসে বেশ কয়েক জন মন্ত্রীর পতন হয়েছে। আসন্ন মিটিংয়ে আমার এই

মডেলটার ব্যাপারে কামেল ইতিমধ্যেই কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে। সুতরাং সেটা তৈরি করা খুবই জরুরি। আমি জানি আমাকে এখন অস্ত্রের মুখে ডাটা ডেলিভারি দিতে হবে।

পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে উঠলো যখন আমি সোনাত্রাখ ডাটা সেন্টারে আমার নিজস্ব কর্মস্থলে গিয়ে দেখতে পেলাম আমার জন্যে একটা অফিশিয়াল এনভেলপে মেসেজ এসেছে। এটা পাঠিয়েছে গৃহায়ন মন্ত্রণালয়–তারা আমার জন্যে অবশেষে সত্যিকারের একটি অ্যাপার্টমেন্ট জোগার করতে পেরেছে। আমাকে আজরাতেই ওখানে উঠতে হবে, তা না হলে হাতছাড়া হয়ে যাবে ওটা। আলজিয়ার্সে বাড়ি পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার–এরকম একটি বাড়ির জন্যে আমাকে দু'মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। তড়িঘড়ি করে হোটেলরুমে গিয়ে সব জিনিসপত্র গোছাতে হবে আমাকে। এতোসব ব্যস্ততার মধ্যে আমি কি করে কাশবাহ্'তে গিয়ে মোখফি মোখতারকে খুঁজে বের করবো?

আলজিয়ার্সে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত অফিস সময় থাকলেও মাঝখানে লাঞ্চ আর ভাতঘুমের জন্য টানা তিন ঘণ্টার বিরতি দেয়া হয়। সে সময়টাতে সব দোকানপাট আর ভবনসমূহ বন্ধ থাকে। ঠিক করলাম এই সময়টাকে খোঁজাখুঁজির কাজে লাগাবো।

সব আরবিয় শহরের মতোই কাশবাহ্ একটি পুরনো শহর, এক সময় সুরক্ষার জন্যে এই শহরটাকে দূর্গতুল্য করে রাখা হয়েছিলো। কাশবাহ্ শহরটা ছোটো ছোটো গলি আর পাথরের বাড়িঘরের একটি গোলোকধাঁধা ছাড়া আর কিছু না। পাহাড়ের ঢালু গায়ের উপর শহরটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেনো। সরু গলিগুলো খাড়া হয়ে উঠে যাচ্ছে তো পরক্ষণেই ঢালু হয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। পুরো জায়গাটা মাত্র ২৫০০ বর্গগজের একটি পাহাড়ি এলাকা। ডজনখানেক মসজিদ, গোরস্থান, টার্কিশ বাথ মানে হাম্মামখানা, আর ওঠা নামার জন্যে পাথরের অসংখ্য সিঁড়িতে জায়গাটা পরিপূর্ণ। আলজিয়ার্সের দশ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা বিশ ভাগ লোকই ছোট্ট এই জায়গায় বসবাস করে। ঘোমটা দেয়া মহিলা আর আলখেল্লা পরা লোকজন দেখা যায় পথেঘাটে কিংবা বাড়িঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। এই কাশাবাহ্ শহর যে কাউকে গিলে ফেলতে পারে। 'গোপন মনোনীত' একজন মহিলার জন্য এই জায়গাটা একদম যথার্থ।

দুর্ভাগ্যের কথা হলো, হারিয়ে যাবার জন্যেও এটি যথার্থ একটি স্থান। আমার অফিস থেকে এই শহরটার দূরত্ব মাত্র বিশ মিনিটের পথ হলেও একঘণ্টা ধরে আমি গোলোকধাঁধার মধ্যে উদভ্রান্ত ইঁদুর হয়ে ঘুরে বেড়ালাম। যে গলি দিয়েই ঢুকি না কেন ঘোরাঘুরি করার পর ফিরে এলাম একটি গোরস্থানের সামনে–যেখান থেকে আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম। একটা বৃত্তাকারের এলাকা সেটি। পথে যাকেই হারেমের কথা জিজ্ঞেস করছি, সে-ই আমার দিকে ঢুলু ঢুলু

চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, কোনো জবাব দেয় না। সন্দেহ নেই লোকগুলো মাদকে আচ্ছন্ন। কিছু লোক নামটা শোনামাত্রই উল্টো দিকে হাটা দিলো। মোখফি মোখতার নামটা যখন বললাম হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো লোকজন।

সিয়েস্তার সময় শেষ হয়ে আসতে দেখে আমি ওখান থেকে ফিরে এলাম। অফিসে ফেরার আগে *পোস্তে সেস্ত্রেইল-এ* একটু ঢু মেরে যাবার কথা ভাবলাম। ভালো করেই জানি যে জায়গাটা আমি খুঁজছি সেটা ফোন ডিরেক্টরিতে নেই–ওটা আমি আগেই চেক করে দেখেছি–কিন্তু তেরেসা আলজিয়ার্সের সবাইকেই চেনে, শুধু আমি যাকে খুঁজছি তাকে ছাড়া।

"কারোর এরকম হাস্যকর নাম হতে পারে?" সুইচবোর্ড থেকে উঠে এসে কিছু বাদাম আমার হাতে তুলে দিলো তেরেসা। "আপনি আজ এখানে এসেছেন দেখে খুশিই হলাম! আপনার কাছে একটা টেলেক্স এসেছে..." পাশের শেলফ থেকে কাগজপত্র ঘেঁটে একটা টেলক্স বের করলো সে। "এই আরবগুলো আস্ত একটা *বাদ ঘেদুয়া*–লেট লতিফ আর কি! আমি যদি এটা আপনার হোটেলে পাঠিয়ে দিতাম তাহলে পরের মাসে হাতে পেতেন।" টেলেক্সটা আমার হাতে তুলে দিলো সে, তারপরই কণ্ঠটা নীচে নামিয়ে ফিসফিস করে বললো, "যদিও এই টেলেক্সটা এসেছে একটা কনভেন্ট থেকে, তাপরও আমি নিশ্চিত, এটা লেখা হয়েছে সাংকেতিক ভাষায়!"

আমিও নিশ্চিত এটা এসেছে নিউইয়র্ক শহরের সেন্ট লাডিসলাউস কনভেন্টের সিস্টার ম্যারি মাগদালিনের কাছ থেকে। এটা টুকে নিতে তেরেসার অনেক সময় লেগেছে। টেলেক্সটার দিকে তাকালাম, নিমের এই খামোখা রহস্য উদ্ধার করতে আমার জান বেরিয়ে যাবে। কারণ মেসেজটা এরকম :

PLEASE ASSIST WITH NY TIMES X-WORD PUZZLE STOP ALL SOLVED BUT WHAT FOLLOWS STOP WORD OF ADVICE FROM HAMLET TO HIS GIRLFRIEND STOP WHO STANDS IN POPES SHOES STOP BOUNDARY OF TAMERLANE EMPIRE STOP WHAT ELITE DO WHEN HUNGRY STOP MEDIEVAL GERMAN SINGER STOP REACTOR CORE EXPOSED STOP WORK BY TCHAIKOVSKY STOP LETTERS ARE 9-9-7-4-5-8-9

প্রতিত্তুর দেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে
–সিস্টার ম্যারি মাগদালিন
সেন্ট লাডিসলাউস কনভেন্ট

চমৎকার–দারুণ একটা ক্রশওয়ার্ডস পাজল। নিম ভালো করেই জানে আমি এসব ভীষণ অপছন্দ করি। আমাকে মানসিক নির্যাতন করার জন্যে সে এটা পাঠিয়েছে।

তেরেসাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। সত্যি বলতে কি বিগত কয়েক মাসে আমার সাংকেতিক মেসেজ মর্মোদ্ধার করার ক্ষমতা এতোটাই বেড়ে গেছে যে, *পোস্তে সেস্ত্রেইল* থেকে বের হবার আগেই বেশ কয়েকটি জবাব পেয়ে গেলাম আমি। যেমন, ওফেলিয়াকে হ্যামলেট যে উপদেশ দিয়েছে সেটা হলো 'একটা কনভেন্টে যাও।' আর ক্ষুধা লাগলে একজন অভিজাত ব্যক্তি কি করে তার জবাব হলো 'খেতে যায়।' তবে মেসেজটা দেখে বুঝলাম আমার মতো সহজসরল মনের একজনের পক্ষেও এটার মর্মোদ্ধার করাটা খুব সহজ কাজ হবে।

কিন্তু ঐদিন রাত আটটা বাজে হোটেলে ফিরে আসার পর দেখতে পেলাম আরেকটা সারপ্রাইজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। গোধূলীর মায়াবি আলোতে হোটেলের পার্কিংলটে লিলির নীল রঙের রোলস কর্নিশ গাড়িটা দেখতে পেলাম–কুলি, ওয়েটার আর রুমসার্ভিসের ছোকরারা গাড়িটা ঘিরে দেখছে, কেউ কেউ নরম চামড়ার ড্যাশবোর্ডটা হাতাচ্ছে।

তড়িঘড়ি ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি, যা দেখেছি সেটা সত্যি নয়, মনে মনে ভাবলাম। বিগত দুই মাসে মোরদেচাইকে দশটা টেলিগ্রাম করে অনুরোধ করেছি, লিলিকে যেনো আলজিয়ার্সে না পাঠানো হয়। কিন্তু ওর গাড়িটা তো আর নিজে নিজে এখানে চলে আসে নি!

ফ্রন্ট ডেস্কে চাবি নিতে গিয়ে যখন তাদেরকে জানালাম আমি হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি কাল থেকে তখন আরেকটা ধাক্কা খেলাম। ডেস্কের সামনে ঝুঁকে ডেস্কক্লার্কের সাথে কথা বলছে সিক্রেট পুলিশের প্রধান ঐ হ্যান্ডসাম শরিফ। চট করে সরে পড়ার আগেই আমাকে দেখে ফেললো সে।

"মাদেমোয়ে ভেলিস!" চিত্রতারকাসুলভ হাসি মুখে এঁটে চিৎকার করে বললো সে। "আপনি একেবারে সঠিক সময়ে এসে পড়েছেন। আমরা ছোটোখাটো একটি ইনভেস্টিগেশন করছিলাম। এখন আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। ঢোকার সময় বাইরে নিশ্চয় আপনার স্বদেশী একজনের গাড়িটা দেখেছেন?"

"তাই নাকি–ওটা দেখতে তো বৃটিশ বলে মনে হচ্ছে," ডেস্কের লোকটা আমাকে রুমের চাবি দিলে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম।

"কিন্তু লাইসেন্স প্লেটটা নিউইয়র্কের!" ভুরু তুলে বললো শরিফ।

"নিউইয়র্ক বিশাল একটি শহর..." রুমের দিকে যেতে যেতে বললাম আমি। কিন্তু শরিফ কথা শেষ করলো না।

"আজ দুপুরে এটা যখন আসে তখন এটাকে আপনার এই ঠিকানায় রেজিস্টার করা হয়। হয়তো আপনি এ ব্যাপারে আমাকে আরো কিছু তথ্য দিতে পারবেন?"

ধ্যাত্তারিকা। লিলিকে হাতের কাছে পেলে খুনই করবো আমি। সে হয়তো এরইমধ্যে ঘুষ দিয়ে আমার রুমে ঢুকে বসে আছে।

"তাই নাকি," বললাম তাকে। "নিউইয়র্কের অচেনা কোনো লোকের কাছ থেকে উপহার। আমার অবশ্য একটা গাড়ির দরকার ছিলো–এখানে তো আবার গাড়ি ভাড়া করা বেশ ঝামেলার।" আমি রুমের দিকে পা বাড়ালেও শরিফ আমার সাথে সাথে আসতে লাগলো।

"আমাদের অনুরোধে ইন্টারপোল লাইসেন্স প্লেটটা চেক করে দেখছে এখন," বললো সে। "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এর মালিক গাড়ির মূল্যের শতকরা একশ' ভাগ নগদ টাকায় কর পরিশোধ করেছে। অথচ এমন ব্যয়বহুল একটি জিনিস এমন একজনের কাছে তিনি ডেলিভারি দিলেন যে তাকে চিনতেই পারছে না। ভাড়া করা এক লোক গাড়িটা এখানে নিয়ে এসেছে। এই হোটেলে আপনি ছাড়া আর কোনো আমেরিকান এখন পর্যন্ত রেজিস্টার করে নি।"

"আমি কিন্তু এই হোটেলে আর রেজিস্টার নই," বাগানটা পেরিয়ে রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। "আধঘণ্টার মধ্যে হোটেল ছেড়ে সিদি-ফ্রেদি'তে চলে যাচ্ছি, আমি নিশ্চিত আপনার *জাসুস* আপনাকে এই খবরটা দিয়েছে।" *জাসুস* মানে গোয়েন্দা। সিক্রেট পুলিশের টিকটিকি। ভুরু কুচকে আমার হাতটা খপ করে ধরে থামিয়ে দিলো শরিফ। তারপর আস্তে করেই আবার হাতটা ছেড়ে দিলো।

"আমার এজেন্টরা," বললো সে, "ইতিমধ্যেই ঐ কোয়ার্টারটা চেক করে দেখেছে। এই সপ্তাহে আলজিয়ার্স এবং ওরান থেকে ভিজিটরদের এন্ট্রি লিস্টটাও দেখেছে তারা। অন্য সবগুলো বন্দরের এন্ট্রি চেক করে দেখা হচ্ছে। আপনি তো জানেনই, সমুদ্র উপকূল ছাড়াও সাতটি দেশের সাথে আমাদের সীমান্ত আছে। তবে আপনি যদি বলেন গাড়িটা কার তাহলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।"

"এই ব্যাপারটা নিয়ে এতো চিন্তার কী আছে?" আবারো হাটতে শুরু করলাম আমি, "দরকার মতো কর পরিশোধ করা হলে, কাগজপত্র সব ঠিক থাকলে আমি কেন এরকম উপহার নিয়ে এতো ভাবতে যাবো? তাছাড়া, গাড়িটা কার সেটা জেনেই বা আপনার কি লাভ? যে দেশ গাড়ি নির্মাণ করে না সেখানে তো গাড়ি আমদানির বেলায় কোনো কোটা থাকার কথা নয়–নাকি আছে?"

এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে বুঝতে পারলো না শরিফ। আসলে লিলিকে খুঁজে পাওয়ার আগপর্যন্ত আমি তার কাজটা একটু কঠিন করে দিতে চাইছি, এই

যা–তবে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। লিলি যদি আমার হোটেলে রেজিস্টার না করে থাকে, আমার রুমে না থাকে তাহলে সে কোথায় আছে? ঠিক তখনই আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম।

সুইমিংপুলের পরেই যে মিনারটা আছে সেখান থেকে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম আমি। ডাকটা আমার কাছে খুবই পরিচিতি। ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

সুইমিংপুলের আলোতে দেখতে পেলাম একটু ফাঁক হয়ে থাকা দরজা দিয়ে সাদা রঙের লোমশ শরীরের কুকুরটা দৌড়ে আমাদের কাছে ছুটে এলো। যা ভেবেছিলাম তাই–ক্যারিওকা। পায়ের সামনে ছটফট করতে থাকা কুকুরটাকে দেখে শরিফ যারপরনাই বিস্মিত। শরিফের ফুলপ্যান্ট কামড়ে ধরলো সে। ভয়ে লাফ দিয়ে উঠলো শরিফ, পা থেকে কুকুরটাকে ছাড়ানোর জন্য লাথি মারতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্যারিওকাকে কোলে তুলে নিলাম। জিভ দিয়ে আমার গালে আদর করতে শুরু করলো ওটা।

"এই শালার জিনিসটা কি?" চিৎকার করে বললো শরিফ, তার চোখেমুখে ক্রোধ উপচে পড়ছে।

"ঐ গাড়িটার মালিক," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আমি। "আপনি কি ওর স্ত্রীর সাথে পরিচিত হবেন?"

কামড়ে দেয়া প্যান্টের অংশ ঝাড়তে ঝাড়তে শরিফ আমার সাথে আসতে লাগলো। "এই কুকুরটা অবশ্যই জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহন করছে," অভিযোগের সুরে বললো সে। "এজন্যেই লোকজন দেখলেই কামড়ায়।"

"তার কোনো রোগ নেই–ও শুধু কড়া সমালোচক," তাকে বললাম।

যে খোলা দরজাটা দিয়ে ক্যারিওকা বের হয়েছে সেটা দিয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম তৃতীয় তলায়। একটা বিশাল ঘরের দরজা খোলা। কুকুরটা আমার কোল থেকে নেমে ঢুকে পড়লো সেই দরজা দিয়ে। ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম চারপাশে কতোগুলো কুশনের মাঝখানে লিলি বসে আছে। তার পা দুটো একটা কুশনের উপর তোলা। পায়ের নখে লাল টকটকে নেইল পলিশ লাগাচ্ছে সে। তার পরনে সংক্ষিপ্ত পোশাক। আমার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালো। তার সোনালি চুলগুলো মুখের উপর এসে পড়েছে।

"এই তোমার আসার সময় হলো," রেগেমেগে বললো লিলি। "বিশ্বাসই করতে পারবে না এখানে পৌঁছাতে কতো ঝামেলা পোহাতে হয়েছে!" আমার পেছনে থাকা শরিফের দিকে তাকালো সে।

"তুমি ঝামেলায় পড়েছিলে?" বললাম তাকে। "আমার এসকোর্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তোমায়–ইনি হলেন মিঃ শরিফ, সিক্রেট পুলিশের প্রধান।"

একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিলি।

"আমি কতোবার তোমাকে বলবো," বললো সে, "আমাদের কোনো পুলিশের দরকার নেই। এটা আমরা নিজেরাই সামলাতে পারবো–"

"উনি পুলিশ নন," তার কথায় বাধা দিয়ে বললাম। "আমি বলেছি সিক্রেট পুলিশ।"

"এর মানে কি–উনি পুলিশ নন তো কি? আহ্। আমার পলিশ নষ্ট হয়ে গেলো," বললো লিলি।

"আমি বুঝতে পারছি আপনি এই মহিলাকে ভালো করেই চেনেন," শরিফ আমাকে বললো। হাত বাড়িয়ে দিলো সে। "আমি কি আপনার কাগজপত্র দেখতে পারি? এই দেশে যে আপনি ঢুকেছেন তার কোনো রেকর্ড নেই, আপনি একটা দামি গাড়ি অন্যের নামে রেজিস্টার করেছেন, তাছাড়া সঙ্গে করে একটা কুকুরও নিয়ে এসেছেন, এটা তো নাগরিক জীবনে ঝামেলা ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করবে না।"

"ওহ্, তাই নাকি!" লিলি ক্যারিওকাকে ধাক্কা মেরে উঠে দাঁড়ালো। "এই গাড়িটা জাহাজে করে এখানে নিয়ে আসার জন্যে আমি বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়েছি, আর আপনি কি করে জানলেন আমি এখানে অবৈধভাবে এসেছি? আপনি তো এও জানেন না আমি কে!" হনহন করে ঘরের এককোণে ছুটে গেলো সে, কতোগুলো দামি চামড়ার ব্যাগ ঘেঁটে কিছু কাগজপত্র বের করে শরিফের মুখের সামনে তুলে ধরলো। কাগজগুলো অনেকটা কেড়ে নিলো শরিফ। এটা দেখে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করলো ক্যারিওকা।

"তিউনিসিয়ায় যাবার পথে আমি আপনাদের এই ফালতু দেশে একটু যাত্রা বিরতি দিয়েছি," বললো লিলি। "আমি একজন গ্র্যান্ডমাস্টার, ওখানে আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি টুর্নামেন্টে খেলতে যাবো।"

"সেপ্টেম্বরের আগে তিউনিসিয়ায় কোনো দাবা টুর্নামেন্ট হবে না," লিলির পাসপোর্টটা দেখতে দেখতে বললো শরিফ। তারপর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো সে। "আপনার নাম লিলি র‍্যাড–আপনার সাথে কি মিঃ র‍্যাডের কোনো–"

"হ্যা," ঝাঁঝের সাথে বললো সে। আমার মনে পড়ে গেলো শরিফ নিজেও ভালো দাবা খেলোয়াড়। সন্দেহ নেই মোরদেচাই সম্পর্কে লোকটা ভালোই জানে, হয়তো তার বইও পড়েছে।

"আপনার ভিসায় আলজেরিয়ায় এন্ট্রি করার কোনো স্টাম্প মারা নেই," পাসপোর্টটা দেখিয়ে বললো শরিফ। "পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্যে এটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, তার আগপর্যন্ত আপনি এই হোটেলের বাইরে যাবেন না।"

শরিফ চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম।

"তুমি দেখছি বিদেশবিভুইয়ে খুব দ্রুতই বন্ধু জোগার করে ফেলতে পারো,"

জানালার পাশে বসে পড়তেই লিলিকে বললাম। "তোমার পাসপোর্টটা তো নিয়ে গেলো, এখন তুমি কি করবে?"

"আমার কাছে আরেকটা আছে," চোখ টিপে বললো সে। "আমি লন্ডনে জন্মেছি, আমার মা একজন ইংরেজ। বৃটিশ নাগরিকেরা দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখতে পারে, জানোই তো।" আমি জানতাম না, তবে আমার কাছে এর চেয়েও জরুরি আরেকটা প্রশ্ন রয়ে গেছে।

"তুমি কেন তোমার ঐ গাড়িটা আমার নামে রেজিস্টার করতে গেলে? তাছাড়া ইমিগ্রেশন দিয়েই যদি না এসে থাকো তাহলে এ দেশে ঢুকলে কিভাবে?"

"পালমা থেকে আমি একটা চার্টার সি-প্লেন নিয়ে এখানে এসেছি," বললো সে। "তারা আমাকে সমুদ্র সৈকতের কাছে ড্রপ করেছে। আরো আগেই যেহেতু গাড়িটা শিপিং করেছি, সেজন্যে এখানে বাস করে এরকম কারোর নামের দরকার ছিলো। মোরদেচাই আমাকে বলেছিলেন, যতোটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে যেনো এখানে আসি।"

"তো সেটা তুমি বেশ ভালোমতোই করতে পেরেছো," ব্যঙ্গ করে তাকে বললাম। "প্রতিটি বর্ডারের ইমিগ্রেশন, সিক্রেট পুলিশ আর সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ছাড়া এ দেশের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না তুমি এখানে এসেছো! কোন্ বাল ফেলতে এসেছো তুমি...মোরদেচাই কি সেই কথাটা ভুলে গেছে?"

"উনি আমাকে বলেছেন তোমাকে উদ্ধার করার জন্য এখানে চলে আসতে–আরো বলেছেন, ঐ মিথ্যেবাদী সোলারিন নাকি এই মাসে তিউনিসিয়ায় একটি দাবা টুর্নামেন্টে খেলবে। খিদের চোটে আমার পেট চৌ চৌ করছে। কিছু বার্গার কিংবা এরকম খাবার কি জোগার করে দিতে পারবে? এখানে তো দেখছি কোনো রুম সার্ভিসই নেই–ফোন-টোনও দেখছি না ঘরে।"

"দেখি কি করা যায়," বললাম তাকে। "একটু পরই এই হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি। সিদি-ফ্রেদি'তে একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠছি আমি, এখান থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার হাটাপথ। গাড়িতে করে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাবো ওখানে, সেইসাথে তোমার জন্যে ডিনারের ব্যবস্থাও করবো। অন্ধকার আরেকটু গাঢ় হলে তুমি সৈকত ধরে হেটে গেলেই ওখানে চলে যেতে পারবে। একটু হাটাহাটি করলে তোমার জন্যে ভালোই হবে।"

লিলির রুম থেকে গাড়ির চাবিটা নিয়ে বের হয়ে এলাম। কিছু মালপত্র এখনও সরাতে পারি নি, সেগুলো গাড়িতে করে নিয়ে যেতে পারবো। আমি নিশ্চিত, লিলির অবৈধভাবে এ দেশে ঢুকে পড়ার ব্যাপারটা কামেল সমাধান করতে পারবে। লিলি আসাতে একটু ঝামেলা হলেও তার বদৌলতে একটা গাড়ি তো পেলাম, এটাই বা কম কিসে। তাছাড়া, গণক আর খেলার ব্যাপারে

মোরদেচাইয়ের সাংকেতিক মেসেজটা পাবার পর থেকে তার কোনো খবর আমি জানি না। আমার অনুপস্থিতিতে তার কাছ থেকে লিলি কতোটুকু জেনেছে সেটাও জানা যাবে এখন।

∞

সিদি-ফ্রেদি'র মন্ত্রণালয়ের অ্যাপার্টমেন্টটি খুবই চমৎকার–দুটো রুম, বেশ উঁচু ছাদ, মার্বেলের মেঝে, নজরকাড়া দৃশ্য দেখার জন্য সুন্দর একটি বেলকনি। আর কি চাই। আমার অ্যাপার্টমেন্টের নীচে যে খোলা রেস্তোরাঁটা আছে সেখান থেকে কিছু খাবার আর মদ আনিয়ে নিলাম–বলাই বাহুল্য, এ কাজটা করার জন্যেও আমাকে ঘুষ দিতে হলো। ঘরের বাইরে বড় একটা চেয়ারে বসলাম নিমের ক্রশওয়ার্ডস পাজলটার অর্থোদ্ধার করার জন্য। চোখ রাখলাম লিলি সৈকত দিয়ে আসছে কিনা। মেসেজটা এরকম :

Advice from Hamlet to his girlfriend বান্ধবীকে দেয়া হ্যামলেটের উপদেশ	(৯)
Who stands in Pope's Shoes পোপের জুতো কে পরেছিলো	(৯)
Boundary of Tamerlane Empire তৈমুর লংয়ের সাম্রাজ্যের সীমানা	(৭)
What Elite do when Hungry সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খিদে লাগলে কি করে	(৪)
Medieval German Singer মধ্যযুগের জার্মান গায়ক	(৫)
Reactor Core Exposed রি-অ্যাক্টর কোর উন্মোচন	(৮)
Work by Tchaikovsky চয়কোভস্কির সৃষ্টি	(৯)

রুমালে লিখে রাখা গণকের কথাগুলো নিয়ে আমি যে পরিমাণ সময় ব্যয় করেছিলাম এই মেসেজটা নিয়ে ততোটা সময় ব্যয় করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তবে সঙ্গিতের উপর আমার শিক্ষা থাকার কারণে বাড়তি সুবিধা আছে। দুই ধরণের জার্মান ক্রবাদুর সঙ্গিত রয়েছে : মেইস্টারসিঙ্গার্স এবং মিনিসিঙ্গার্স। চয়কোভস্কির সবগুলো সৃষ্টির সাথেই আমার পরিচয় আছে। চয়কোভস্কির

সৃষ্টিকর্মের মধ্যে নয় অক্ষরের শিরোনাম খুব বেশি নেই।

আমার প্রথম প্রচেষ্টার ফলাফল দাঁড়ালো এরকম : 'যাও, ফিশারম্যান, কাস্পিয়ান, মিনি, বিগলন, জোয়ান অব আর্ক।' কোনো অর্থ বের করার জন্য এটা যথেষ্ট। তৈমুর লংয়ের সাম্রাজ্যের আরেকটি সীমানা হলো রাশিয়ান স্তেপ বা তৃণভূমি, সেটা হতে পারে Caspian, কারণ এর অক্ষর সংখ্যা সাতটি। আর একটি পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর, যা বিগলন অবস্থায় আছে সেটা 'ক্রিটিক্যাল'-মানে জরুরি-এর শব্দ সংখ্যা আটটি। তাহলে মেসেজটার অর্থ দাঁড়ালো : 'ফিশারম্যান স্টেপ্‌সের কাছে যাও; মিনির সাথে দেখা করো; ক্রিটিক্যাল!' যদিও আমি জানি না *জোয়ান অব আর্ক*-এর সাথে এসবের কি সম্পর্ক, তবে আলজিয়ার্সে *এসকালিয়ে দ্য লা পেশিরিয়ে* নামের একটা জায়গা আছে এর ইংরেজি হলো ফিশারম্যান স্টেপ্‌স। আমার অ্যাড্রেসবুকের দিকে চোখ যেতেই বুঝতে পারলাম নিম আমাকে মিনি রেনসেলাস নামের এক বন্ধুর কথা বলেছিলো, ভদ্রমহিলা আলজিয়ার্সে ডাচ কনসালের স্ত্রী। আমার কোনো দরকার হলে ঐ মহিলাকে ফোন করার জন্যে বলেছিলো সে। ফিশারম্যান স্টেপ্‌স-এর একটি জায়গাতেই মহিলা থাকে। যদিও ঐ মহিলাকে আমার কোনো দরকার পড়ে নি এখনও, তবে আমার ধারণা নিম মনে করছে মহিলার সাথে আমার দেখা করাটা খুব ক্রিটিক্যাল, অর্থাৎ জরুরি। চয়কোভস্কির *জোয়ান অব আর্ক*-এর প্লটটি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনাটি ছাড়া আর কিছুই আমার মনে এলো না। আশা করি নিম আমার ব্যাপারে সেরকম কোনো আশংকার কথা ভাবে নি।

ফিশারম্যান স্টেপস্‌টা আমি চিনি। আনাতোল ফ্রান্স বুলেভার্ড থেকে বাবেল কুয়েদ স্ট্রিট পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাথুরে এই উপকূলটি চলে গেছে। কাশবাহ্‌'র প্রবেশদ্বারের কাছেই ফিশারম্যানের মসজিদটা অবস্থিত। তবে এর সাথে ডাচ কনসালের কোনো মিলই নেই। তাছাড়া ডাচ অ্যাম্বাসিটা যে শহরের শেষ মাথায় আবাসিক এলাকায় সেটা ভালো করেই জানি। তো আমি ঘরে গিয়ে তেরেসাকে একটা ফোন দিলাম। জানি, রাতের বেলায় সে ডিউটিতেই আছে।

"অবশ্যই আমি মাদাম রেনসেলাহকে চিনি!" দরাজ গলায় চেঁচিয়ে বললো সে। আমাদের মধ্যে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরত্ব কিন্তু লাইনের অবস্থা এমনই যে মনে হচ্ছে আমরা ভিন্ন দুটো মহাদেশ থেকে কথা বলছি। "আলজিয়ার্সের সবাই তাকে চেনে-খুবই চমৎকার একজন মহিলা। আমার জন্যে সে ডাচ চকোলেট আর ক্যান্ডি পাঠায় নিয়মিত। আপনি নিশ্চয় জানেন, সে ছিলো নেদারল্যান্ডের কনসালের স্ত্রী।"

"ছিলো মানে?" চেঁচিয়ে বললাম আমি। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

"ওহ্, বলতে ভুলে গেছি, এটা বিপ্লবের আগের ঘটনা। সম্ভবত দশ-পনেরো বছর আগে তার স্বামী মারা যায়। তবে মহিলা এখনও এখানে রয়ে গেছে।

লোকজন তা-ই বলে। তার কোনো টেলিফোন নাম্বার নেই, থাকলে আমি জানতাম।"

"তার সাথে যোগাযোগ করা যায় কিভাবে?" আমি এতোটা জোরে জোরে কথা বলছি যে আড়িপেতে শোনার দরকার নেই, বন্দর থেকেও আমার কথা যে কেউ শুনতে পাবে। "আমার কাছে শুধুমাত্র ঠিকানাটা আছে–নাম্বার ওয়ান ফিশারম্যান স্টেপ্স। কিন্তু মসজিদের আশেপাশে তো কোনো বাসাবাড়ি নেই।"

"না," চেঁচিয়ে বললো তেরেসা, "ওখানে কোনো নাম্বার নেই। আপনি কি নিশ্চিত ওটা নাম্বার?"

"আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি," বললাম আমি। "ওয়াহাদ, এসকালিয়ে দ্য লা পেশিয়ে।"

"ওয়াহাদ!" হেসে ফেললো তেরেসা। "এটার অর্থ ১, তা ঠিক–কিন্তু এটা কোনো ঠিকানা নয়, এটা একজন লোকের নাম, কাশবাহ্'র কাছে সে একজন টুরগাইড হিসেবে কাজ করে। মসজিদের পাশে যে ফুলের দোকানটা আছে সেটা তো আপনি চেনেন, তাই না? ফুলের দোকানিকে গিয়ে পঞ্চাশ দিনার দিলেই সে আপনাকে টুর করিয়ে আনবে। ওয়াহাদ নামটার অর্থ কিন্তু একজন ব্যক্তিও, বুঝলেন?"

মিনিকে খুঁজে বের করতে হলে কেন একজন টুর গাইড লাগবে সেই প্রশ্ন করার আগেই তেরেসা ফোনটা রেখে দিলো। তবে এটাও ঠিক, আলজেরিয়াতে সব কিছুই একটু অন্য রকমভাবে করা হয়ে থাকে।

আগামীকাল লাঞ্চের সময় আবারো ঘুরতে বের হবার কথা যখন ভাবছিলাম তখনই লিলির কুকুরের ডাক কানে গেলো। দরজায় একটা নক হতেই ঘরে ঢুকে পড়লো লিলি। সে আর তার কুকুর দ্রুত চলে গেলো রান্নাঘরে। ঘরে ঢুকেই রান্নাঘরে রাখা খাবারের গন্ধ পেয়ে গেছে তারা।

"আমাকে আগে খেতে হবে," পেছন ফিরে বললো লিলি। রান্না ঘরে ঢুকে দেখি সে এরইমধ্যে পাত্র থেকে মাংস ভুনা তুলে খেতে শুরু করে দিয়েছে। "আলাদা প্লেটের কোনো দরকার নেই," কুকুরটাকে কিছু মাংসের টুকরো দিয়ে গপাগপ খাচ্ছে সে।

লিলিকে এভাবে খেতে দেখলে আমার নিজের খিদে নষ্ট হয়ে যায় সব সময়। অরুচি এসে যায়।

"আচ্ছা, এবার বলো, মোরদেচাই কেন তোমাকে এখানে পাঠালো? তাকে আমি চিঠি লিখে বলেছিলাম তোমাকে এসব থেকে দূরে রাখতে।"

মুখে ইয়া বড় মাংসের টুকরো চিবোতে চিবোতে বললো সে, "তুমি দারুণ রোমাঞ্চ বোধ করবে," বললো সে। "তোমার অনুপস্থিতিতে বলতে গেলে আমরা পুরো রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছি।"

"বলো সেটা," তার কথা শুনে আমি মোটেও রোমাঞ্চ বোধ করলাম না। আলজেরিয়ান রেড ওয়াইনের বোতল খুলে গ্লাসে ঢেলে নিলাম।

"এই দুর্লভ আর মূল্যবান দাবাবোর্ডটি মোরদেচাই খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছেন একটা জাদুঘরের পক্ষ হয়ে–লিউলিন এটা জানতে পেরে এ ব্যাপারে একটা ডিল করে। মোরদেচাইর ধারণা, লিউলিন এগুলোর ব্যাপারে আরো খোঁজখবর পাবার জন্যে সলকে ঘুষ দিয়েছিলো। সল যখন তার দুই নম্বরিটা ধরে ফেলে তখন লিউলিন অন্য একজনকে ভাড়া করে তাকে শেষ করে দেয়!" মনে হলো এই ব্যাখ্যাতে লিলি খুব খুশি।

"মোরদেচাই হয় তোমাকে ভুল তথ্য দিয়েছে নয়তো ইচ্ছে করেই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে," তাকে বললাম। "সলের মৃত্যুর সাথে লিউলিনের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা করেছে সোলারিন। সে নিজে আমাকে বলেছে। সোলারিন এখন আলজেরিয়াতেই আছে।"

একটা আস্ত চিংড়ি মুখে পুরতেই থেমে গেলো লিলি, জিনিসটা ডিশে রেখে মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে এক ঢোক মদ পান করলো সে। "আরেকটু খোলাসা করে বলো।"

আমি তাকে সব বললাম। পুরো গল্পটা। কোনো কিছুই বাদ দিলাম না। লিউলিন আমাকে দাবার ঘুঁটিগুলো জোগার করে দেবার কথা বলা থেকে শুরু করে গণক মহিলা তার ভবিষ্যৎবাণীতে গুপ্ত মেসেজ দেয়া, মোরদেচাই আমাকে চিঠি লিখে জানানো সে গণক মহিলাকে চেনে, সোলারিনের আলজিয়ার্সে এসে হাজির হওয়া, আমাকে সব বলা যে, সল কিভাবে ফিস্ককে খুন করে তাকেও হত্যা করতে চেয়েছিলো। আর এসবই ঘটেছে দাবার ঘুঁটিগুলোর জন্য। তাকে বললাম একটা ফর্মুলার আছে, যে কথা সে নিজেও একবার বলেছিলো। আর এই ফর্মুলাটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে দাবাবোর্ডের মধ্যেই। সবাই এটা খুঁজছে হন্যে হয়ে। শেষে এও বললাম লিউলিনের পরিচিত কার্পেট ব্যবসায়ীর ওখানে যাওয়ার কথা এবং তার মুখ থেকে শোনা কাশাবাহ্'র রহস্যময় মোখফি মোখতারের গল্পটা।

আমার কথা যখন শেষ হলো দেখতে পেলাম লিলি মুখ হা করে চেয়ে আছে আমার দিকে। "এসব কথা তুমি আমাকে আগে বলো নি কেন?" জানতে চাইলো সে।

ক্যারিওকা তার পিঠ খামচাতে শুরু করলে আমি তাকে তুলে সিঙ্কের কাছে রেখে দিলাম। একটু পানি খাক।

"এখানে আসার আগে আমি নিজেই তো এসব জানতাম না," লিলিকে বললাম। "এসব কথা তোমাকে বলার একটা কারণ হলো, একটা বিষয়ে তোমার সাহায্য লাগবে, আমি নিজে সেটা করতে পারছি না। আমার কাছে মনে হচ্ছে

একটা দাবা খেলা চলছে, অন্য লোকজন চাল চেলে যাচ্ছে সমানে। কিভাবে খেলাটা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই, তবে তুমি তো এই খেলার একজন এক্সপার্ট। এই ঘুঁটিগুলো খুঁজে বের করার জন্য আমাকে এটা জানতে হবে।"

"তুমি ঠাট্টা করছো না তো," বললো লিলি। "বলতে চাচ্ছো সত্যিকারের দাবা খেলা চলছে? যেখানে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে লোকজন? তো কেউ যখন মারা যাচ্ছে তখন ধরে নিতে হবে দাবাবোর্ডে কোনো ঘুঁটি সরিয়ে ফেলার মতো ব্যাপার সেটি?"

সিঙ্কের কাছে গিয়ে হাতটা ধুয়ে নিলো সে। ক্যারিওকাকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো লিভিংরুমে। মদের গ্লাস নিয়ে আমিও চলে গেলাম সেখানে। মনে হচ্ছে খাবারের প্রতি লিলির আর রুচি নেই।

"তুমি জানো," ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললো সে, "আমরা যদি বের করতে পারি কারা ঘুঁটি, তাহলে এটা ভালোমতোই খেলতে পারবো। আমি যেকোনো বোর্ড দেখে, এমনকি সেটা খেলার মাঝখানে হলেও, পুরো খেলাটা আবার নতুন করে শুরু করতে পারি। এর আগে কি কি চাল দেয়া হয়েছে সেটাও বুঝতে পারি। যেমন, আমরা ধরে নিতে পারি সল আর ফিস্ক ছিলো সামান্য পন, অর্থাৎ সৈন্য..."

"তুমি আর আমিও তাই," বললাম তাকে। লিলির চোখ দুটো এখন শেয়ালের মুরগি খুঁজে পাওয়ার মতো দেখাচ্ছে। তাকে এরকম উত্তেজিত হতে কমই দেখেছি।

"লিউলিন আর মোরদেচাইও ঘুঁটি হতে পারে–"

"হারমানোল্ডকেও বাদ দিতে পারবে না," চট করে বললাম আমি। "আমাদের গাড়িতে সে-ই গুলি করেছে!"

"সোলারিনের কথা আমরা ভুলতে পারি না," বললো সে। "আমি নিশ্চিত, সে একজন খেলোয়াড়। তুমি জানো, আমরা যদি পুরো ব্যাপারটা সতর্কতার সাথে ভেবে দেখি, সবগুলো ঘটনা সাজিয়ে নিতে পারি তাহলে দাবাবোর্ডের চালগুলোর লে-আউটটা করতে পরবো আমি, সেইসাথে নতুন কিছু জানতেও পারবো।"

"আজকের রাতটা তুমি এখানেই থাকো," বললাম তাকে। "শরিফ যদি দেখে তুমি আসলেই অবৈধভাবে এখানে ঢুকেছো তাহলে তোমাকে গ্রেফতার করার জন্যে লোক পাঠাতে পারে। গতকাল তোমাকে লুকিয়ে শহরে পাঠাতে পারবো। আমার ক্লায়েন্ট কামেল তোমাকে জেলখানা থেকে দূরে রাখতে পারবে বলে মনে করি। এইফাঁকে আমরা দু'জন পাজলটা নিয়ে কাজ করতে পারবো।"

রাতের অর্ধেকটা আমরা কাটিয়ে দিলাম সবগুলো ঘটনা সাজিয়ে নিতে, সেই

অনুযায়ী লিলি তার ছোট্ট দাবাবোর্ডে ঘুঁটিগুলোর চাল সাজিয়ে নিলো–শ্বেতরাণীর ঘুঁটিটার স্থলে একটা ম্যাচবক্স ব্যবহার করলো সে। কিন্তু লিলি খুবই উদভ্রান্ত হয়ে উঠলো।

"ইস্, আমাদের কাছে যদি আরো কিছু ডাটা থাকতো," ভোরের আলো ফুটতে দেখে বললো আমায়।

"আসলে কিছু ডাটা জোগার করার একটি উপায় আছে আমার কাছে," তার কাছে স্বীকার করলাম। "এই পাজলটার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে সেরকম একজন বন্ধু আমার রয়েছে–তার সাথে যোগাযোগ করতে পারলেই সেটা সম্ভব। সে একজন কম্পিউটার জিনিয়াস, প্রচুর দাবাও খেলে থাকে। আলজিয়ার্সের উপর মহলের সাথে কানেকশান আছে এরকম একজন বন্ধু আছে তার–মহিলা ডাচ কনসালের স্ত্রী ছিলো। আগামীকাল তার সাথে আমি দেখা করার কথা ভাবছি। তুমিও আমার সাথে যেতে পারো, যদি তোমার ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা দূর করতে পারি।"

আমরা দু'জনেই এ কথায় সায় দিয়ে বিছানায় চলে গেলাম একটু ঘুমানোর জন্য। আমি ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারি নি কয়েক ঘণ্টা পর এমন কিছু ঘটবে যে, আমার মতো একজন অনিচ্ছুক অংশগ্রহণকারী এই খেলাটার অন্যতম প্রধান খেলোয়াড় হয়ে উঠবে।

∞

লা দরসে আলজিয়ার্স বন্দরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি ডক এলাকা, যেখানে মাছ ধরার নৌকা নোঙর করে। জায়গাটা দীর্ঘপাথরের দেয়ালের মতো মূল ভূখণ্ডের সাথে ছোট্ট একটি দ্বীপকে সংযুক্ত করেছে, আল-জিজায়ের নামের এই দ্বীপের নামানুসারেই আলজিয়ার্সের নামকরণ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পার্কিংলটটা দেখতে পেলাম কিন্তু কামেলের গাড়িটা সেখানে নেই, তাই নীল রঙের কর্নিশ গাড়িটা ওই খালি জায়গায় পার্ক করলাম। গাড়ি থেকে বের হবার সময় ড্যাশবোর্ডের উপরে একটা নোট রেখে গেলাম। কালো আর পুরনো মডেলের গাড়ির মাঝখানে এই গাড়িটা রাখার ব্যাপারে আমার মনে দ্বিধা থাকলেও রাস্তায় রাখার চেয়ে এটা অনেক নিরাপদ।

ওয়াটার ফ্রন্টের আনাতোল ফ্রান্স বুলেভার্ড পেরিয়ে আমি আর লিলি গেলাম আর্নেস্তো চে গুয়েভারা এভিনুতে, সেখান থেকে মসকিউ দ্য লা পেশিয়ে নামক এক জায়গায়। সুদীর্ঘ সিঁড়ির তিন ভাগের এক ভাগ উঠতেই লিলি বসে পড়লো। সকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস থাকা সত্ত্বেও তার কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে।

"তুমি আমাকে মেরে ফেলবে," হাফাতে হাফাতে বললো সে। "এটা কেমন জায়গারে বাবা? সিঁড়ি এতো খাড়া হয় জানতাম না। পুরো জায়গাটা বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে নতুন করে বানানো উচিত।"

"আমার কাছে কিন্তু দারুণ লাগছে জায়গাটা," তার হাত ধরে টেনে বললাম। কুকুরটা তার পাশেই আছে। "তাছাড়া কাশাবাহ'র কাছাকাছি কোথাও পার্ক করার জায়গা নেই। সুতরাং, জলদি ওঠো।"

অনেক অনুযোগ আর বেশ কয়েকবার সিঁড়িতে বসে জিরিয়ে নেবার পর আমরা দু'জন এসে পড়লাম বাবেল কুয়েদ-এ. এই জায়গাটা কাশাবাহ্ আর ফিশারম্যান এলাকার মসজিদকে বিভক্ত করে রেখেছে। আমাদের বাম দিকে প্লেস দে মারতাইর অবস্থিত। খোলা একটি চত্বর। বয়স্ক লোকজন বেঞ্চে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে। এখানেই ফুলের দোকানটা দেখতে পেলাম। একটা খালি বেঞ্চে বসে পড়লো লিলি।

"আমি ওয়াহাদ নামের টুর গাইডকে খুঁজছি," দেখতে কুৎসিত ফুল বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলাম। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে একপাশে হাত তুলে দেখালো সে। সঙ্গে সঙ্গে নোংরা জামাকাপড় পরা এক ছোট্ট ছেলে ছুটে এলো আমার কাছে। টোকাইদের মতো দেখতে ছেলেটার বয়স হবে বড়জোর দশ। ঠোঁটে আধখাওয়া সিগারেট। ঠোঁট দুটোয় রঙ লেগে আছে।

"ওয়াহাদ, তোকে একজন ক্লায়েন্ট খুঁজছে," ছোট্ট ছেলেটাকে বললো ফুলবিক্রেতা। আমার বিষম খাওয়ার জোগার হলো।

"তুমি টুর গাইড?" বললাম আমি। দেখতে পিচ্চি হলেও বুড়ো মানুষদের মতো চামড়া কোচকানো আর দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী। মাথা ভর্তি যে উকুন আছে সেটা বলাই বাহুল্য। শরীর চুলকাতে চুলকাতে সিগারেটটা কানের উপরে গুঁজে রাখলো সে।

"কাশাবাহ্ ঘুরিয়ে দেখার জন্যে মিনিমাম পঞ্চাশ দিনার লাগবে," আমাকে বললো সে। "আর পুরো শহরটা ঘুরিয়ে দেখাতে হলে লাগবে একশ' দিনার।"

"আমি ঘুরতে চাই না," তার শতচ্ছিন্ন শার্টের হাতা ধরে তাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে বললাম। "আমি মিসেস মিনি রেনসেলাসকে খুঁজছি। ডাচ কনসালের স্ত্রী ছিলেন। আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছে–"

"তাকে আমি চিনি," এক চোখ টিপে আমাকে বললো সে।

"তুমি যদি আমাকে উনার ওখানে নিয়ে যাও তাহলে তোমাকে পঞ্চাশ দিনার দেবো, ঠিক আছে?" ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে উদ্যত হলাম আমি।

"ঐ মহিলা যদি আমাকে না বলে তাহলে তার ওখানে কাউকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না," বললো সে। "আপনার কাছে কি উনার দাওয়াত কিংবা এরকম কিছু আছে?"

দাওয়াত? নিজেকে বোকা বোকা লাগলো. তবে আমি নিমের টেলেক্সের কপিটা বের করে তাকে দেখালাম, ভাবলাম এটাতে বোধহয় কাজ হবে। দীর্ঘ সময় ধরে উল্টেপাল্টে টেলেক্সটা দেখে গেলো সে। অবশেষে বললো :

"আমি পড়তে পারি না। এটাতে কি লেখা আছে?" তো আমাকে এই নোংরা ছেলেটার কাছে বলতে হলো আমার বন্ধু নিম সাংকেতিক ভাষায় আমাকে কি বলেছে : ফিশারম্যান স্টেপ্‌সে যাও। মিনির সাথে দেখা করো। জরুরি।

"এই?" এমনভাবে কথাটা বললো যেনো এরকম কথা সে হররোজ শুনে অভ্যস্ত। "আর কিছু নেই? যেমন, সিক্রেট কোনো শব্দ?"

"জোয়ান অব আর্ক," তাকে বললাম। "এটাতে জোয়ান অব আর্ক কথাটা আছে।"

"এটা তো সঠিক শব্দ হলো না," কথাটা বলেই কানে গুঁজে রাখা সিগারেটটা আবার জ্বালিয়ে ঠোঁটে দিলো। বেঞ্চে বসে থাকা লিলির দিকে তাকালাম আমি। আমার দিকে সে এমনভাবে তাকালো যেনো আমি একটা বদ্ধপাগল। মাথা খাটিয়ে চয়কোভস্কির নয় অক্ষরের শিরোনাম সংবলিত আরেকটা সঙ্গিতের কথা ভাবতে লাগলাম। টেলেক্সটা হাতে নিয়ে ওয়াহাদ এখনও দেখে যাচ্ছে।

"আমি পড়তে না পারলেও সংখ্যা দেখে চিনতে পারি," বললো সে। "এখানে একটা ফোন নাম্বার আছে।" কাগজটার দিকে তাকালাম আমি। দেখতে পেলাম, নিম সাতটা সংখ্যাও লিখেছে। খুবই রোমাঞ্চ বোধ করলাম।

"এটা ঐ মহিলার ফোন নাম্বার!" বললাম তাকে। "আমরা তাকে ফোন করতে পারি..."

"আরে না," রহস্যময় ভঙ্গি করে বললো ওয়াহাদ, "এটা তার ফোন নাম্বার না–এটা আমার নাম্বার।"

"তোমার!" বেশ জোরে বললাম কথাটা। লিলি আর ফুলবিক্রেতা আমাদের দিকে তাকালো একসঙ্গে। বেঞ্চ থেকে উঠে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো লিলি। "তবে এটার মানে এই নয় যে..."

"এটা প্রমাণ করে কেউ জানে আমি ঐ মহিলাকে খুঁজে বের করতে পারবো," সে বললো আমাকে। "তবে আমি তা করবো না, যদি না আপনি সঠিক শব্দটি বলেন।"

লিলি বিড়বিড় করে আমার চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে লাগলো। নিম আমার সাথে একি তামাশা করছে, কথাটা ভাবতেই হঠাৎ করে একটা ভাবনা উদ্রেক হলো আমার। চয়কোভস্কির আরেকটা অপেরার নামে নয়টি অক্ষর আছে–তবে সেটা যদি ফরাসি ভাষার হয়। আমি ওয়াহাদের কলার ধরে তাকে আরেকটু দূরে সরিয়ে নিলাম।

"*ডেম পিকে!*" চিৎকার করে বললাম। "স্পেডের কুইন!"

পোকায় খাওয়া দাঁত বের করে হাসলো ওয়াহাদ।

"ঠিক বলেছেন, মাদাম," বললো সে। "ব্ল্যাক কুইন।" সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে আমাদেরকে বাবেল কুয়েদ-এর দিকে ইশারা করলো। তার পেছন পেছন চললাম লিলি আর আমি।

∞

ওয়াহাদ আমাদেরকে কাশাবাহ্'র এমন একটি সরু আর খাড়া গলিতে নিয়ে গেলো যেখানে আমরা নিজে নিজে কখনও আসতে পারতাম না। আমার একটু পেছনে হাফাতে হাফাতে আসছে লিলি। তার কুকুর ক্যারিওকাকে আমি কোলে তুলে নিয়ে কাঁধের ব্যাগের ভেতর ভরে নিলাম। আধঘণ্টা অলিগলি ঘুরে অবশেষে একটা কানাগলিতে চলে এলাম আমরা। দু'পাশে ইটের তৈরি উঁচু দেয়াল। দিনের বেলায়ও জায়গাটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ওয়াহাদ থেমে গেলো পিছিয়ে পড়া লিলির জন্য। হঠাৎ করে আমার শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো। মনে হলো এর আগেও আমি এখানে এসেছিলাম। তারপরই বুঝতে পারলাম নিমের বাড়িতে যে স্বপ্ন দেখে ঘেমেটেমে একাকার হয়েছিলাম সেই স্বপ্নে এরকম একটি জায়গা দেখেছিলাম। ভয়ে আমি ওয়াহাদের দিকে ফিরে তার কাঁধটা শক্ত করে ধরলাম।

"তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?" চিৎকার করে বললাম আমি।

"আমাকে ফলো করুন," কথাটা বলেই সামনের দেয়ালের মধ্যে ভারি একটা কাঠের দরজা খুলে ফেললো। লিলির দিকে তাকিয়ে কাঁধ তুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়িটা দেখে মনে হলো কোনো গুপ্তস্থানে ঢুকছি যেনো।

"তুমি কি নিশ্চিত, কি করছো?" সামনে থাকা ওয়াহাদকে বললাম, কিন্তু এরইমধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সে।

"আমরা কি করে জানবো আমাদেরকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে না?" সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো লিলি। "আমি শুনেছি সোনালি চুলের মেয়েদেরকে খুব চড়া দামে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়..."

তাহলে তারা লিলির আকারের জন্যে দ্বিগুন মূল্য পাবে, ভাবলাম আমি। তবে মুখে বললাম, "চুপ করো।" অবশ্য মনে মনে আমিও ভীত। ভালো করেই জানি এখান থেকে একা একা বের হতে পারবো না।

সিঁড়ির নীচে এসে ওয়াহাদের সাথে প্রায় ধাক্কা লাগবার জোগার হলো আমার। শুনতে পেলাম সে আরেকটা দরজার তালা খুলছে। দরজাটা খ্যাচ করে খুলে যেতেই মৃদু আলো দেখতে পেলাম ঘরের ভেতরে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশাল একটি ঘরে আমাকে টেনে নিয়ে গেলো সে, ওখানে এক ডজনের মতো লোক কুশন পাতা মেঝেতে বসে ডাইস খেলছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরটা অতিক্রম করার সময় তাদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালো। তবে কেউ আমাদেরকে থামানোর চেষ্টা করলো না।

"এই জঘন্য গন্ধটা কিসের?" চাপাকণ্ঠে বললো লিলি। "মাংসপচা গন্ধের মতো।"

"হাশিশ," আমিও চাপা কণ্ঠে জবাব দিলাম। বিশাল পানিভর্তি কিছু বংয়ের দিকে তাকালাম, লোকজন সেই বং ফুঁকে যাচ্ছে আর ডাইস খেলছে।

হায় ঈশ্বর, ওয়াহাদ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? সেই ঘরটার শেষ মাথায় একটা দরজা দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্যাসেজ পেরিয়ে চলে এলাম ছোট্ট একটি দোকানের পেছনে। দোকান ভর্তি পাখি-খাচার ভেতরে পাখিগুলো ওড়াওড়ি করছে।

একটিমাত্র জানালা দিয়ে বাইরে থেকে কিছু আলো এসে পড়েছে সেখানে। ছাদ থেকে ঝুলছে ঝারবাতি, নীলচে প্রিজমের রঙ দেয়ালে, ঘরের ভেতর মাথায় হিজাব আর নেকাব দেয়া আধ ডজন মহিলা এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। নীচের ঘরের মতো এখানকার মহিলারাও আমাদেরকে আমলেই নিলো না, যেনো আমরা ওয়ালপেপারের কোনো অংশ।

ওয়াহাব আমাকে গাছপালার গোলোকধাঁধার ভেতর দিয়ে ছোট্ট খিলানযুক্ত পথ দিয়ে একটা দোকানের সামনে নিয়ে এলো, ওটা একটা সংকীর্ণ গলির মুখে অবস্থিত। একেবারে বদ্ধ একটি জায়গা, আমরা যেখান দিয়ে প্রবেশ করেছি সেই জায়গাটা ছাড়া অন্য কোনো পথ দিয়ে এখানে প্রবেশ করা যায় না। ছোট্ট স্কয়ারটির চারপাশে ইটের তৈরি দেয়াল, মেঝেটা কাকঁড় বিছানো। আমাদের সামনের দেয়ালে একটা ভারি কাঠের দরজা।

দরজার সামনে গিয়ে ওয়াহাদ একটা দড়ি ধরে টান মারার অনেকক্ষণ পরও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। ভয়ে লিলির চেহারা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে আছে, আমি নিশ্চিত, আমার অবস্থাও তার মতোই।

দরজার মধ্যে ছোট্ট একটা খোপ দিয়ে এক লোক উঁকি মারলো। কোনো কথা না বলে ওয়াহাদের দিকে তাকালো সে। তারপর আমার আর লিলির দিকে তার চোখ পড়লো। ক্যারিওকা পর্যন্ত চুপ মেরে আছে। ওয়াহাদের থেকে বিশ ফিট দূরে থাকা সত্ত্বেও আমি তার নীচুস্বরে বলা কথাটা শুনতে পেলাম।
"মোখফি মোখতার," চাপাকণ্ঠে বললো সে। "এ মহিলাকে নিয়ে এসেছি।"

∞

ভারি দরজাটা দিয়ে ঢুকে নীচু একটি দেয়ালের খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। এক সময় এটা বাগান ছিলো। মেঝেতে বিভিন্ন ডিজাইনের এনামেল টাইল্স রয়েছে। একটা ডিজাইনও দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হয় নি। মাঝাখানে একটা ফোয়ারা থেকে পানি পড়ছে। পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে আশেপাশে। প্রাঙ্গনের পেছন দিকে বেশ কয়েকটি ফ্রেঞ্চ জানালা, পাতলা কাপড়ের পর্দায় ঢাকা

সেগুলো। এইসব জানালা দিয়ে ভেতরের ঘরটা আমি দেখতে পেলাম। বেশ অভিজাত আর দারুণ সাজসজ্জা। মরোক্কোর কার্পেট, চায়নার বড় বড় ফুলদানিসহ নক্সা করা অনেক আসবাবপত্র আছে সেখানে।

ওয়াহাদ দরজার ভেতর দিয়ে চলে গেলে লিলি আর্তনাদ করে উঠলো। "এই বদমাশ পিচ্চিটাকে পালাতে দিও না–তাহলে আমরা কখনও বের হতে পারবো না এখান থেকে!"

কিন্তু এরইমধ্যে সে উধাও হয়ে গেছে। যে লোকটা দরজা খুলে আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে তারও কোনো খবর নেই। আমরা দু'জন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রইলাম। চমৎকার সুগন্ধী নাকে এলো। ফোয়ারার পানির শব্দ যেনো সঙ্গিতের মতো শোনাচ্ছে, একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম আমি।

ফ্রেঞ্চ জানালার ভেতর দিয়ে কারোর নড়াচড়ার টের পেলে লিলি খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেললো। ফোয়ারার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম একটা রূপালি রঙের অবয়ব খিলানযুক্ত পথ দিয়ে বাগানের দিকে আসছে, মৃদু সবুজ আলোয় সেটা যেনো শূন্যে ভাসছে–হালকা-পাতলা গড়নের এক মহিলা, যার স্বচ্ছ আলখেল্লাটি বাতাসে দুলছে। নেকাবে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা, সেই ঢাকা মুখের উপর তার পাতলা চুলগুলো আছড়ে পড়ে আছে। আমাদের কাছে এসে মিষ্টি কণ্ঠে কথা বললো সে, যেনো ঠাণ্ডা জল মসৃণ কোনো পাথরের উপর পতিত হবার শব্দ।

"আমি মিনি রেনসেলাস," জ্বলজ্বলে আলোয় কোনো ভূতের মতোই লাগছে তাকে। কিন্তু তার চোখের নীচ থেকে নেকাবটা সরানোর আগেই আমি বুঝে গেলাম সে কে। ঐ মহিলা গণক!

রাজরাজরাদের মৃত্যু

ঈশ্বরের দোহাই, আমাদেরকে মাটিতে বসতে দাও
তারপর রাজরাজরাদের দুঃখজনক গল্পগুলো বলো :
কিভাবে তাদের কেউ কেউ বিতারিত হয়েছে, কেউ বা মরেছে যুদ্ধে,
কেউ বা তাদের দ্বারা বিতারিত ভুতদের তাড়া খেয়েছে,
কেউ নিজের স্ত্রী কর্তৃক বিষপানের ফলে ঘুমের মধ্যে মারা গেছে–
সবাই খুন হয়েছে ফাঁপা মুকুটের মধ্যে...
কোনো রাজার মরণশীল মাথার উপরে শোভা পেতো যা
মৃত্যুকে নিজেদের রাজদরবারে রাখতেন তারা...ছোট্ট যন্ত্রণার সাথে
নিজের প্রাসাদের মধ্যে একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়ে,
বিদায় হে রাজা!
–দ্বিতীয় রিচার্ড
উইলিয়াম শেক্সপিয়ার

প্যারিস
জুলাই ১০, ১৭৯৩

মিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক-লুই ডেভিডের বাড়ির প্রবেশদ্বারের সামনে বাদাম গাছগুলোর নীচে, লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরের প্রাঙ্গনে উঁকি মারলো সে। লম্বা কালো আলখেল্লা পরা, মুখ ঢাকা মুসলমানদের নেকাবে, তাকে দেখে বিখ্যাত পেইন্টারের টিপিক্যাল এক মডেল বলেই মনে হচ্ছে। সবচাইতে বড় কথা হলো তার এই বেশভুষার কারণে কেউ তাকে চিনতে পারছে না। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি আর ধূলোয় মলিন তার সর্বাঙ্গ। দরজার সামনে থাকা কর্ডটা ধরে টান দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে বেল বাজার শব্দ শোনা গেলো।

প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে জরুরি তলব আর ভর্ৎসনা করে অ্যাবিসের লেখা একটি চিঠি পায় সে। চিঠিটা পাঠাতে অনেক সময় লেগেছে। প্রথমে কর্সিকায় পাঠানো হয়, সেখান থেকে নেপোলিওন আর এলিসার নানি অ্যাঞ্জেলা-মারিয়া দি পিয়েত্রা-সান্তার কাছে সেটা ফরোয়ার্ড করা হয়–সবাই চলে গেলেও তিনি তখনও কর্সিকায় ছিলেন।

চিঠিতে মিরিয়েকে দ্রুত ফ্রান্সে চলে আসতে বলা হয় :

> প্যারিসে তোমার অনুপস্থিতির কথা জানতে পেরে আমি শুধু তোমার জন্যেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি নি, বরং ঈশ্বর তোমার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছে সেটার পরিণতি নিয়েও যারপরনাই চিন্তিত। যতোটুকু জানি তুমি এই গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছো। আমি আরো আহত বোধ করেছি যখন তোমার ঐসব সিস্টাররা সাহায্যের আশায় প্যারিসে গিয়ে তোমাকে পায় নি। তুমি তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে ওখানে ছিলে না। তুমি নিশ্চয় আমার কথার অর্থ বুঝতে পারছো।
>
> আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমরা এমন একদল শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি যারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না–আমরা যখন তাদের প্রতিপক্ষকে সংগঠিত করেছি তখন আমরা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছি। সময় এসেছে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেবার, আমাদের বিরুদ্ধে যে স্রোত বইছে সেটা আমাদের পক্ষে ঘুরিয়ে দেবার এবং দুর্ভাগ্য আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছিলো তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একত্রিত হবার।
>
> আমি তোমাকে এক্ষুণি প্যারিসে চলে আসতে বলছি। আমার নির্দেশে তোমার পরিচিত একজন ওখানে গেছে তোমাকে খোঁজার জন্য–তোমার উপর অর্পিত মিশনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহকারে তাকে পাঠানো হয়েছে। এটা খুবই জরুরি।
>
> তোমার বোনের মৃত্যুতে তোমার মতো আমিও সমানভাবে ব্যথিত হয়েছি। এই কাজে ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

চিঠিতে কোনো তারিখ কিংবা স্বাক্ষর ছিলো না। মিরিয়ে অ্যাবিসের হাতের লেখাটা চিনতে পেরেছে, তবে এটা কতো দিন আগে লেখা হয়েছে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। মৃদু ভর্ৎসনা করলেও অ্যাবিসের চিঠির সারমর্ম বুঝতে পেরেছে মিরিয়ে। বাকি ঘুঁটিগুলো হুমকির মুখে পড়ে গেছে, অন্য নানেরা ভয়ানক বিপদের সম্মুখিন–ভ্যালেন্টাইনকে যে দুষ্টচক্র শেষ করে দিয়েছে তারাই এসবের জন্যে দায়ি। তাকে অবশ্যই ফ্রান্সে ফিরে যেতে হবে।

সমুদ্র পর্যন্ত শাহিন তার সঙ্গি হয়েছিলো, তবে এক মাস বয়সী সন্তান চ্যারিয়ট এই ভ্রমণের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয় বলে তাকে জানেত নামক একটি জায়গায় শাহিনের লোকজনের কাছে রেখে এসেছে। ওখানে একজন দুধমা মিরিয়ে ফেরার আগপর্যন্ত তার লালনপালন করবে। শাহিনের লোকজন লাল চুলের এই নবজাতককে একজন পয়গম্বর হিসেবে গণ্য করছে। সুতরাং তাদের কাছে তার সন্তান নিরাপদেই থাকবে, এই আশ্বাস পেয়ে মিরিয়ে অশ্রুভরা চোখে বিদায় জানিয়েছে তার প্রিয় সন্তানকে।

দীর্ঘ আর সুকঠিন ভ্রমণ শেষে ফ্রান্সে ফিরে এসেছে সে। এখন দাঁড়িয়ে আছে ডেভিডের বাড়ির সামনে। এক বছর আগে এখান থেকেই সে পালিয়ে গেছিলো কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে শত শত বছর যেনো পেরিয়ে গেছে এরইমধ্যে। অতীতের ভাবনা ঝেড়ে আবারো কর্ডটা ধরে টান মারলো সে।

অবশেষে গেটের সামনে এসে হাজির হলো বয়স্ক গৃহপরিচারক পিয়েরে।

"মাদাম," তাকে চিনতে না পেরে বললো সে, "লাঞ্চের আগে মাস্টার কারো সাথে দেখা করেন না–আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া তো প্রশ্নই ওঠে না।"

"কিন্তু পিয়েরে, উনি অবশ্যই আমার সাথে দেখা করার অনুমতি দেবে তোমাকে," মুখের নেকাবটা নামিয়ে বললো মিরিয়ে।

পিয়েরের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, মুখমণ্ডল কাঁপতে লাগলো রীতিমতো। ঝটপট কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলো সে। "মাদেমোয়ে," নীচুকণ্ঠে বললো পিয়েরে, "আপনার জন্য আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করেছি।" তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। তাকে জড়িয়ে ধরলো মিরিয়ে। দ্রুত তারা বাড়ির ভেতরে চলে গেলো।

স্টুডিও'তে ডেভিড একাই আছেন, বিশাল এক টুকরো কাঠ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি–নাস্তিকতার উপরে একটি ভাস্কর্য তৈরি করছেন, এটা আগামী মাসেই *সুপ্রিম বিং* ফেস্টিভালে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। স্টুডিওর দরজাটা খুলে গেলে তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। চমকে উঠে দাঁড়ালেন ডেভিড। হাতের যন্ত্রপাতি আরেকটু হলে ফেলেই দিতে যাচ্ছিলেন।

"আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি পাগল হয়ে গেছি!" চিৎকার করে বলেই ছুটে এসে মিরিয়েকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি বেঁচে আছো!" ভালো করে এবার তার দিকে তাকালেন। "তুমি চলে যাওয়ার পরই মারাত ডেপুটেশন নিয়ে এসেছিলো, আমার বাগানটা তার লোকজন খোঁড়াখুড়ি করে শূয়োরের আস্তানা বানিয়ে ফেলে! ঐ দাবার ঘুঁটিগুলোর অস্তিত্ব আসলেই ছিলো কিনা সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই! তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করে বলবে...তাহলে হয়তো আমি সাহায্য করতে পারবো..."

"আপনি আমাকে এখনই সাহায্য করতে পারেন," ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে বললো মিরিয়ে। "কেউ কি এখানে এসে আমার খোঁজ করেছিলো? অ্যাবিসের কাছে থেকে কোনো দূত আসার কথা ছিলো।"

"মাই ডিয়ার মিরিয়ে," চিন্তিত কণ্ঠে বললেন ডেভিড, "তুমি যখন ছিলে না তখন প্যারিসে অনেকেই এসেছিলো–বেশ কয়েকজন তরুণী চিঠি লিখে জানিয়েছিলো ভ্যালেন্টাইন কিংবা তোমার সাথে দেখা করতে চায়। কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। আমি এসব চিঠি রোবসপাইয়েকে দিয়ে দিয়েছি, ভেবেছি হয়তো তোমাকে খুঁজে বের করার কাজে লাগতে পারে।"

"রোবসপাইয়ে! হায় ঈশ্বর, আপনি করেছেন কি?" আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে।

"ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওকে বিশ্বাস করা যায়," দ্রুত বললেন ডেভিড। "তারা তাকে 'দুর্নীতিমুক্ত' বলে থাকে। কেউ তাকে ঘুষ দিয়ে কাজ করাতে পারে না। মিরিয়ে, মন্তগ্রেইন সার্ভিসের সাথে তোমার জড়িত থাকার কথা তাকে আমি বলেছি। সেও তোমাকে খুঁজছে–"

"না!" চিৎকার করে বললো মিরিয়ে। "আমি যে এখানে এসেছি সেটা কেউ জানতে পারবে না, আপনিও যে আমাকে দেখেছেন সেটাও গোপন রাখতে হবে! আপনি কি বুঝতে পারছেন না–ঐসব ঘুঁটিগুলোর জন্য ভ্যালেন্টাইন খুন হয়েছে। আমার নিজের জীবনটাও বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে। আমাকে বলুন, কয়জন নানের চিঠি তাকে আপনি দিয়েছেন?"

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো ডেভিডের মুখ। মেয়েটার কথা কি ঠিক? হয়তো হিসেবে ভুল করে ফেলেছেন তিনি...

"পাঁচজনের চিঠি," বললেন ডেভিড। "স্টাডিতে আমি তাদের নামগুলো টুকে রেখেছি।"

"পাঁচজন নান," বিড়বিড় করে বললো মিরিয়ে। "আমার জন্যে আরো পাঁচজনের মৃত্যু হলো। এরজন্যে আমিই দায়ি।" তার চোখ দুটো উদাস হয়ে গেলো।

"মৃত্যু!" বললেন ডেভিড। "কিন্তু সে তো তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নি। তাদের খোঁজ করতে গেলে সে জানতে পেরেছে, তারা সবাই নাকি উধাও হয়ে গেছে।"

"আপনার কথা যেনো সত্যি হয় সেই প্রার্থনাই কেবল করতে পারি," ডেভিডের দিকে তাকালো এবার। "আঙ্কেল, এইসব ঘুঁটিগুলো কতোটা বিপজ্জনক সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি যে এখানে আছি সেটা না জানিয়েই রোবসপাইয়ের জড়িত থাকার ব্যাপারে আমাদেরকে আরো অনেক কিছু জানতে হবে। আর মারাত–সে এখন কোথায়? এই লোকটা যদি এসব জেনে যায় তাহলে আমাদের প্রার্থনায়ও কোনো কাজ হবে না।"

"নিজের বাড়িতেই আছে, মারাত্মক অসুস্থ," নীচুস্বরে বললেন ডেভিড। "অসুস্থ হলেও আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। তিন মাস আগে গায়রোঁদিনরা তাকে বিপ্লবের মূল মন্ত্র–মুক্তি, সাম্য, সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার লক্ষ্যে হত্যাকাণ্ড আর স্বেচ্ছাচারের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করে। কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত জুরিরা তাকে বেকসুর খালাস দিলে ফুলের মালা পরিয়ে হাজার হাজার লোকজন তাকে নিয়ে মিছিল করে প্যারিসের রাস্তায় উল্লাস করে, সেইসাথে জ্যাকোবিন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয় তাকে। এখন সে বাড়িতে বসেই গায়রোঁদিনদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের বেশিরভাগ ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে; বাকিরা প্যারিস ছেড়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। গোসলখানায় বসেই সে দেশ শাসন করছে ভীতি আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে। আমাদের বিপ্লবের ব্যাপারে অনেকেই যেমনটা বলেছিলো এখন সে কথাই সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে–যে আগুন সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয় সেই আগুন কোনো কিছু নির্মাণ করতে পারে না।"

"তবে এটাকে আরো শক্তিশালী আগুন গিলে ফেলতে পারে," বললো মিরিয়ে। "আর সেই আগুনটি হলো মন্তগ্নেইন সার্ভিস। একবার সবগুলো অংশ একত্রিত করতে পারলে এটা মারাতকেও শেষ করে দিতে পারবে। আমি প্যারিসে ফিরে এসেছি সেই শক্তির উদ্ভব ঘটাতে। আপনার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য প্রত্যাশা করছি আমি।"

"কিন্তু তুমি কি শুনলে না আমি কি বললাম?" চিৎকার করে বললেন ডেভিড। "এই প্রতিশোধ আর বিশ্বাসঘাতকতাই তো আমাদের দেশটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। এর শেষ কোথায়? আমরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি তাহলে তার স্বর্গীয় বিচারেও আস্থা রাখা উচিত, এক সময় এই সুবিচার শান্তি পুণঃপ্রতিষ্ঠা করবে।"

"আমার হাতে অতো সময় নেই," বললো মিরিয়ে। "আমি ঈশ্বরের জন্যে অপেক্ষা করবো না।"

জুলাই ১৭৯৩

আরেকজন নানও ঈশ্বরের জন্যে অপেক্ষা করতে পারছেন না, আর তিনি তড়িঘড়ি প্যারিসের দিকেই রওনা দিয়েছেন।

সকাল দশটার দিকে পোস্ট চেইজে এসে হাজির হলেন শার্লোত্তে করদে। কাছে ছোট্ট একটা হোটেলে রেজিস্টার করেই ন্যাশনাল কনভেনশনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন তিনি।

অ্যাম্বাসেডর গিনেত বহু কষ্টে অ্যাবিসের চিঠিটা কায়েন-এ তার কাছে পাচার

করতে সক্ষম হয়েছে। বহু সময় নিয়ে চিঠিটা এসে পৌছালেও এর মেসেজটা ছিলো একদম পরিস্কার। গত সেপ্টেম্বরে সিস্টার ক্লদকে দিয়ে যে ঘুঁটিগুলো পাঠানো হয়েছিলো সেগুলো উধাও হয়ে গেছে। ত্রাসের রাজত্বকালে ক্লদের সাথে ভ্যালেন্টাইন নামের আরেকজন নানও নিহত হয়েছে। ভ্যালেন্টাইনের খালাতো বোন একদম লাপাত্তা হয়ে গেছে তারপর থেকে। কায়েন-এ আশ্রয় নেয়া গায়রোঁদিনদের একটি অংশের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন শার্লোত্তে, তার আশা ছিলো লাবায়ে জেলখানায় ঐ সময় কারা ছিলো সে সম্পর্কে তারা জানে–ওখান থেকেই মিরিয়ে উধাও হয়ে যায়।

গায়রোঁদিনরা ঐ সময়ে লাল চুলের কোনো মেয়ের কথা জানে না। তবে তাদের নেতা বারবারু সিস্টারদের খুঁজে বেড়ানো সাবেক নানের প্রতি সহমর্মি ছিলো। যে পাসটা সে তাকে দিয়েছিলো সেটা দিয়ে ডেপুটি লজে দুপারের সাথে সংক্ষিপ্ত একটি সাক্ষাৎকার করতে পারলেন তিনি। কনভেনশনে ভিজিটরদের জন্যে যে রুমটা আছে সেখানেই দেখা করলেন ভদ্রলোকের সাথে।

"আমি কায়েন থেকে এসেছি," ডেপুটি তার কাছে আসতেই তিনি বললেন। "গত সেপ্টেম্বরে জেলখানাগুলোতে ত্রাসের রাজত্ব যখন চলছিলো তখন আমার এক বান্ধবী উধাও হয়ে যায়। আমার মতো সেও একজন সাবেক নান ছিলো, তার কনভেন্টটা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"শার্ল-জ্যঁ-মারি বারবারু আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে মোটেও ভালো কাজ করেন নি," ভুরু তুলে উন্নাসিকভাবে কথাটা বললো ডেপুটি। "তিনি একজন ফেরারি আসামী–আপনি কি সেটা জানেন না? তিনি কি আমাকেও গ্রেফতার করাতে চান নাকি? আমার নিজেরই সমস্যার কোনো শেষ নেই। কায়েনে ফিরে গিয়ে আপনি তাকে এ কথাটা বলে দিয়েন।" উঠে দাঁড়ালো ডেপুটি।

"প্লিজ," শার্লোত্তে হাত তুলে বললেন। "লাবায়ে জেলখানায় যখন হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় তখন আমার বান্ধবী ওখানেই ছিলো। তার লাশটা পাওয়া যায় নি। আমাদের বিশ্বাস সে পালিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু কেউ জানে না কোথায় গেছে সে। আপনি আমাকে বলুন, অ্যাসেম্বলির কোন্ কোন্ সদস্য ওই বিচার কাজে জড়িত ছিলো?"

দুপেরে থেমে গিয়ে হেসে ফেললো। তার হাসিটা মোটেও প্রীতিকর নয়। "লাবায়ে থেকে কেউই পালাতে পারে নি," বললো সে। "হাতেগোণা কিছু লোককে খালাস দেয়া হয়–সেই সংখ্যাটা আমি হাতে গুনতে পারবো। আপনি যদি আস্ত একটা বোকা হয়ে থাকেন তাহলে এই হত্যাযজ্ঞের নাটেরগুরুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তবে আমি আপনাকে সে উপদেশ দেবো না। তার নাম মারাত।"

মিরিয়ে এখন সাদা-লাল ডটের সুইস পোশাক আর মাথায় খড়ের টুপি পরে আছে। ডেভিডের ঘোড়াগাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বললো সে। দ্রুত চলে গেলো জনাকীর্ণ লে হায়ে মার্কেট কোয়ার্টারের দিকে। এটা এ শহরের সবচাইতে ব্যস্ততম জায়গা।

প্যারিসে আসার পর দু'দিন কেটে গেছে, এরইমধ্যে যথেষ্ট তথ্য জেনে নিতে পেরেছে সে। অ্যাবিসের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা পাবার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই তার। শুধু যে পাঁচজন নানই ঘুঁটিগুলোসহ উধাও হয়ে গেছে তা নয়, ডেভিড তাকে বলেছেন আরো অনেকেই এখন মন্তগ্নেইন সার্ভিসের কথা জেনে গেছে–সেই সাথে তার জড়িত হবার কথাটাও। তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয় : রোবসপাইয়ে, মারাত এবং দাবামাস্টার ও সঙ্গিতজ্ঞ আঁদ্রে ফিলিদোর। এই সুরকারের রচিত অপেরাই তারা দু'বোন দেখেছিলো মাদাম স্তায়েলের সঙ্গে। ডেভিড বলেছেন, ফিলিদোর ইংল্যান্ডে পালিয়ে গেছেন। তবে যাবার আগে ডেভিডকে বলে গেছেন মহান গণিতজ্ঞ লিওনহার্ড ইউলার এবং সুরকার বাখের সাথে তার মিটিংয়ের কথাটা। ইউলারের নাইট টুর ফর্মুলাটি সঙ্গিতে রূপান্তর করেছেন বাখ। এইসব লোক বিশ্বাস করে, মন্তগ্নেইন সার্ভিসের সাথে সঙ্গিতের সম্পর্ক রয়েছে। আর কতোজন এ পর্যন্ত জানে?

খোলা বাজারের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো মিরিয়ে। শাকসব্জি, সামুদ্রিক মাছ আর ফলমূল বিক্রেতাদের পাশ কাটিয়ে যখন এগোচ্ছে তখন তার হৃদস্পন্দন রীতিমতো লাফাতে শুরু করলো। মাথায় অসংখ্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাকে দ্রুত কাজ করতে হবে, তারা তার অবস্থান জানার আগেই এটা করা জরুরি। তারা সবাই দাবাবোর্ডের এক একটি ঘুঁটির মতো। অদৃশ্য কোনো খেলোয়াড় তাদেরকে পরিচালিত করছে, ঠেলে দিচ্ছে অনিবার্য দুর্ভাগ্যের দিকে। সবগুলো একত্রিত করে পুরো খেলাটার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেবার কথা যে বলেছেন অ্যাবিস, সেটা একদম সত্যি কথা। তবে এই নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে মিরিয়ের হাতে। এখন বুঝতে পারছে, মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ব্যাপারে অ্যাবিসের চেয়েও বেশি জানে সে–সম্ভবত যে কারোর চেয়েই বেশি জানে।

তয়িরাঁ তাকে যা বলেছিলো ফিলিদোরের গল্প সেটা সমর্থন করছে। লেতিজিয়া বোনাপার্তও এ ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছে : সার্ভিসটার মধ্যে একটি ফর্মুলা আছে। অ্যাবিস তাকে এ কথাটা কখনও বলে নি। তবে মিরিয়ে জানে। তার চোখের সামনে শ্বেতরাণীর অবয়বটি ভাসছিলো–তার উপরে তোলা হাতে ছিলো আট সংখ্যাটি।

সিঁড়ি দিয়ে লে হায়ে'র গোলোকধাঁধাতুল্য ভূগর্ভস্থ অংশে চলে গেলো

মিরিয়ে। এক সময় এটি রোমান ক্যাটাকম্বস ছিলো তবে এখন এটাকে আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের তামার জিনিসপত্র, রিবন, মসলা আর এশিয়ার উন্নতমানের সিল্ক কাপড়ের দোকান রয়েছে এখানে। নীচে একটা সংকীর্ণ গলি দিয়ে এগিয়ে গেলো সে।

দ্বিতীয় গলিটার শেষমাথায় একটি তৈজসপত্র আর কাটলারির দোকান আছে। বিভিন্ন পণ্যের মাঝখানে ছয় ইঞ্চির ব্লেডের একটা ডিশ চাকু দেখতে পেলো। মরুভূমিতে যে *বোওসাদি* চাকু ব্যবহার করতে শিখেছে এটা অনেকটা সেরকমই। বেশ কয়েকটি চাকু নিয়ে একটা চুলকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে কিনা পরখ করে দেখে সন্তুষ্ট হলো সে।

এখন শুধুমাত্র একটা প্রশ্নই রয়ে গেলো। সে কিভাবে ঢুকতে পারবে? দোকানদার চাকুটা বাদামি রঙের কাগজে মুড়িয়ে দেবার সময় ভাবলো মিরিয়ে। লোকটাকে দুই ফ্রাঁ দিয়ে জিনিসটা হাতে নিয়ে চলে গেলো সে।

জুলাই ১৩, ১৭৯৩

তার এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলো পরদিন দুপুরে, যখন স্টুডিও'র পাশে ছোট্ট ডাইনিংরুমে বসে ডেভিড তার সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন। কনভেনশনের একজন ডেলিগেট হিসেবে তিনি মারাতের কোয়ার্টারে মিরিয়েকে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না–কারণ এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ভয় পাচ্ছেন। তাদের মধ্যে যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হচ্ছিলো সেটা বিঘ্নিত হলো গৃহপরিচারিকা পিয়েরের আগমণে।

"গেটে একজন মহিলা এসেছেন, স্যার। আপনাকে চাচ্ছেন। মাদেমোয়ে মিরিয়ের ব্যাপারে খোঁজ করছেন।"

"কে উনি?" ডেভিডের দিকে চট করে চেয়ে জানতে চাইলো মিরিয়ে।

"আপনার মতোই লম্বা একজন মহিলা, মাদেমোয়ে," জবাব দিলো পিয়েরে, "তারও চুলের রঙ লাল–নাম বলছে করদে।"

"উনাকে ভেতরে নিয়ে আসো," ডেভিডকে অবাক করে দিয়ে বললো মিরিয়ে।

তাহলে এটাই হলো অ্যাবিসের দূত, পিয়েরে ঘর থেকে চলে যাবার পর মনে মনে ভাবলো মিরিয়ে। আলেক্সান্দ্রিয়ে দ্য ফরবোয়াঁর সঙ্গি হয়ে এই মহিলা তিন বছর আগে মন্তগ্নেইন অ্যাবিতে এসেছিলো। তারাই জানিয়েছিলো সার্ভিসটা ঝুঁকির মধ্যে আছে। এখন অ্যাবিস আবারো তাকে পাঠিয়েছেন–তবে অনেক দেরি করে ফেলেছেন তিনি।

শার্লোত্তে করদে ঘরে ঢুকতেই মিরিয়েকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন অবিশ্বাসে।

ডেভিড একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিলে মহিলা দ্বিধার সাথেই বসে পড়লেন কিন্তু মিরিয়ের দিক থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরালেন না। এই মহিলার বয়ে আনা খবর শোনার পরই সার্ভিসটা মাটির নীচ থেকে তোলা হয়, ভাবলো সে। সময় অনেক বদলে গেলেও তাদের দু'জনের তেমন কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন হয় নি-লম্বা, হালকাপাতলা গড়ন, মাথা ভর্তি লাল চুল, ভিন্নাকৃতির মুখমণ্ডল-একেবারে আপন বোনের মতোই মনে হয়, এছাড়া দু'জনের মধ্যে তেমন কোনো মিল নেই।

"আমি মরিয়া হয়ে তোমার কাছে এসেছি," শার্লোত্তে বলতে শুরু করলেন। "তোমাকে কতো যে খুঁজেছি বলে শেষ করা যাবে না। তোমার সাথে আমাকে একান্তে কথা বলতে হবে।" মহিলা অস্বস্তির সাথে ডেভিডের দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন। ডেভিড চলে যাবার পর করদে বললেন, "ঘুঁটিগুলো নিরাপদে আছে তো?"

"ঘুঁটিগুলো," তিক্তকণ্ঠে বললো মিরিয়ে। "আমি অবাক হয়ে ভাবি, আমাদের অ্যাবিস, যিনি পঞ্চাশজন নানের দায়িত্বে ছিলেন, যারা তাকে জীবন দিয়ে বিশ্বাস করতো সেই তিনি কি করে এতোগুলো নানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারলেন ঐসব ঘুঁটিগুলোর দায়িত্ব দিয়ে? তিনি কী ধরণের রাখাল যে নিজের মেষপালকে কসাইর দোকানের দিকে নিয়ে গেছেন?"

"আমি বুঝতে পারছি। তোমার বোনের মৃত্যুতে তুমি যারপরনাই কষ্ট পেয়েছো," বললেন শার্লোত্তে। "কিন্তু ওটা তো একটা দুর্ঘটনা ছিলো! সিস্টার ক্লদের সাথে দেখা করার সময় দাঙ্গাবাজদের কবলে পড়ে যায় সে। এজন্যে তুমি তোমার বিশ্বাসকে নষ্ট করতে পারো না। অ্যাবিস তোমাকে একটা মিশনের জন্যে নির্বাচিত করেছেন..."

"আমি আমার নিজের মিশন বেছে নিয়েছি এখন," চিৎকার করে বললো মিরিয়ে। তার সবুজ দু'চোখে যেনো আগুন ঝরে পড়ছে। "আমার বোনকে যে খুন করেছে তার মোকাবেলা করাই আমার প্রথম কাজ-কারণ আমার বোনকে হত্যা করার ঘটনাটি নিছক কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না! গত বছর আরো পাঁচজন নান উধাও হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ঐ লোক জানে তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, আর তাদের কাছে রাখা ঘুঁটিগুলোর অবস্থানও সে ছাড়া কেউ জানে না। আমাকে এই ব্যাপারটা সমাধা করতে হবে।"

শার্লোত্তে বুকের কাছে হাত রাখলেন। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যখন কথা বললেন তখন কণ্ঠ পর্যন্ত কাঁপছে।

"মারাত!" নীচুকণ্ঠে বললেন তিনি। "আমি তার জড়িত থাকার কথাটা জেনেছি-তবে এটা জানতাম না! অ্যাবিস পর্যন্ত উধাও হওয়া নানদের ব্যাপারে কিছু জানেন না।"

"মনে হচ্ছে আমাদের অ্যাবিস অনেক কিছুই জানেন না," জবাব দিলো মিরিয়ে। "তবে আমি জানি। যদিও ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পারছেন, আমাকে সর্বপ্রথম কিছু কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আপনি কি আমার সাথে আছেন নাকি নেই?"

শার্লোত্তে আবেগভরা চোখে তাকালেন মিরিয়ের দিকে। তারপর তার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন মহিলা। মিরিয়ে টের পেলো সে নিজে কাঁপছে।

"আমরা তাদেরকে পরাজিত করবো," দৃঢ়কণ্ঠে বললেন শার্লোত্তে। "তুমি আমার কাছ থেকে যেকোনো সাহায্য চাইতে পারো, আমি তোমার পাশে আছি–অ্যাবিসও ঠিক এটাই চাইতেন।"

"আপনি মারাতের জড়িত থাকার কথা জেনেছেন," উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো মিরিয়ে। "এই লোকটা সম্পর্কে আপনি আর কি জানেন?"

"আমি তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম," নীচুকণ্ঠে বললেন শার্লোত্তে। "কিন্তু তার দরজার সামনে থেকে একজন আমাকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর আজ রাতে তার সাথে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে আমি একটা চিঠি লিখেছি।"

"সে কি একাই থাকে বাড়িতে?" উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইলো মিরিয়ে।

"বোন আলবেয়াঁ এবং স্ত্রী সিমোন এভরার্দের সাথে থাকে। কিন্তু তুমি নিশ্চয় ওখানে যাবার কথা ভাবছো না? তুমি যদি তোমার নামটা বলো, কিংবা তারা যদি আন্দাজ করতে পারে তুমি কে তাহলে তোমাকে গ্রেফতার করা হবে..."

"আমি আমার নিজের নামটা ব্যবহার করার কথা ভাবছি না," মৃদু হেসে বললো মিরিয়ে। "আমি আপনার নাম ব্যবহার করবো।"

∞

মিরিয়ে আর শার্লোত্তে যখন ভাড়া করা ঘোড়াগাড়িতে করে মারাতের কোয়ার্টারের পেছনে সরু একটা গলিতে এসে পৌছালো তখন সূর্য ডুবে গেছে। আকাশ রক্ত লাল।

"আপনি তার কাছে কি বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্য চিঠি লিখেছেন সেটা আমার জানা দরকার," শার্লোত্তেকে বললো মিরিয়ে।

"তাকে বলেছি আমি কায়েন থেকে এসেছি," বললেন শার্লোত্তে, "সরকারের বিরুদ্ধে গায়রোঁদিনদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য। তাকে আরো বলেছি, ওখানে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেটা আমি জানি।"

"আপনার কাগজগুলো আমাকে দিন," হাত বাড়িয়ে বললো মিরিয়ে, "বাড়ির ভেতরে ঢোকার জন্যে যদি ওগুলো দরকার পড়ে তাহলে ব্যবহার করা যাবে।"

"আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করছি," কাগজগুলো তাকে দিয়ে বললেন

শার্লোত্তে। মিরিয়ে সেগুলো বডিসের ভেতর চাকুটার পাশে রেখে দিলো। "তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো এখানে।"

রাস্তা পার হয়ে মারাতের বাড়ির প্রবেশদ্বারের সামনে চলে গেলো মিরিয়ে। দরজায় একটা মলিন আর জীর্ণ কার্ড লাগানো আছে :

জ্যঁ পল মারাত : চিকিৎসক

গভীর করে দম নিয়ে দরজার ভারি কড়াটা নাড়লো সে। কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেলো দরজার ওপাশে কারোর পায়ের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো দরজা।

মিরিয়ে দেখতে পেলো লম্বা আর বিশাল সাদা মুখের এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মুখে বয়সের ছাপ। একহাতে একপাশের কিছু চুল ব্রাশ করে যাচ্ছে সে। ময়দা মাখা অন্য হাতটা কোমরে জড়ানো অ্যাপ্রোনে মুছে নিয়ে মিরিয়ের সাদা-লাল ডটের সুইস পোশাকটা ভালো করে দেখে নিলো।

"কি চান?" মুখ বিকৃত করে বললো সে।

"আমার নাম করদে। সিটিজেন মারাতের সাথে আমার দেখা করার কথা," বললো মিরিয়ে।

"উনি অসুস্থ," ঝাঁঝের সাথে বললো মহিলা। যেই না দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হবে মিরিয়ে তাকে বাধা দিয়ে দু'পা সামনে এগিয়ে গেলো।

"উনার সাথে আমাকে দেখা করতেই হবে!"

"কি হয়েছে, সিমোন?" দীর্ঘ করিডোর দিয়ে এক মহিলা দরজার কাছে আসতে আসতে বললো।

"তোমার ভায়ের সাথে দেখা করতে এসেছে, আলবেয়াঁর। তাকে বলেছি উনি অসুস্থ..."

"সিটিজেন মারাত কিন্তু আমার সাথে দেখা করতে চাইবেন," মিরিয়ে জোরে বললো, "যদি উনি জানতে পারেন আমি কায়েন এবং মন্তগ্নেইন থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছি।"

বাড়ির ভেতর থেকে এক লোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "আমার সাথে দেখা করতে এসেছে, সিমোন? মহিলাকে এক্ষুণি নিয়ে আসো!"

কাঁধ তুলে মিরিয়েকে ভেতরে ঢুকতে দিলো সিমোন।

ঘরটা বিশাল, টাইল্‌সের মেঝে, শুধুমাত্র একটি জানালা আছে, সেটাও বেশ উঁচুতে, সেই জানালা দিয়ে বাইরের লালচে আলো ঢুকছে। ঘরে ওষুধ আর পচনশীল জিনিসের কটু গন্ধ। ঘরের এককোণে বুট আকৃতির একটি বাথটাব আছে। রাইটিং টেবিলে একটি মোমবাতি জ্বলছে, সেই আলোতে দেখা গেলো

মারাত বাথটাবে বসে আছে। মাথায় ভেজা তোয়ালে পেচানো, লোকটার চর্মরোগ মোমবাতির আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে বসেই একটা বোর্ডের উপর কলম আর কাগজ নিয়ে ব্যস্ত আছে সে।

লোকটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মিরিয়ে। সিমোন তাকে বাথটাবের পাশে একটা টুলের উপর বসিয়ে দিয়ে গেলেও মুখ তুলে তাকালো না। আপন মনে লিখে চলছে। লোকটার দিকে চেয়ে আছে মিরিয়ে। তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে লোকটার গলায় চাকু চালিয়ে দিয়ে বাথটাবের পানিতে ডুবিয়ে রাখার জন্যে ছটফট করছে সে...কিন্তু তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সিমোন।

"এক্কেবারে সঠিক সময়েই এসে পড়েছো তুমি," কাগজে চোখ রেখেই বললো মারাত। "বিভিন্ন প্রভিন্সে যেসব গায়রোঁদিনরা গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করছে তাদের তালিকা করছি আমি। তুমি যদি কায়েন থেকে এসে থাকো তাহলে আমার তালিকাটা আরো নিশ্চিত করতে পারবে। কিন্তু তুমি বলেছো তোমার কাছে নাকি মন্তগ্রেইনের খবরও আছে..."

মুখ তুলে মিরিয়ের দিকে তাকাতেই তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ মেরে থেকে সিমোনের দিকে তাকালো সে।

"তুমি চলে যেতে পারো এখন," বললো তাকে।

কয়েক মুহূর্ত একদম নড়লো না সিমোন কিন্তু মারাতের অর্ন্তভেদী দৃষ্টির কাছে হার মেনে ঘর থেকে চলে গেলো মহিলা।

মারাতের দিকে তাকালো মিরিয়ে, তবে কোনো কথা বললো না। ব্যাপারটা অদ্ভুত, ভাবলো সে। তার সামনে শয়তানের পাপাত্মা বসে আছে–এই লোকটার জঘন্য মুখ তাকে দীর্ঘদিন দুঃস্বপ্নে তাড়া করে বেড়িয়েছে। শয়তানটার গা থেকে পচা গন্ধ আসছে। যেনো বহুদিন ফেলে রাখা কোনো মাংসের পিণ্ড। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক বৃদ্ধ, নিজের শয়তানিতে নিজেই মরছে ধুকে ধুকে। তার হৃদয়ে যদি করুণা বলে কিছু থাকতো তাহলে এই লোকটার জন্য করুণা হতো তার। কিন্তু তার হৃদয়ে এখন আর করুণা বলে কিছু নেই।

"তাহলে," ফিসফিসে গলায় বললো মারাত, "অবশেষে তুমি এলে। ঘুঁটিগুলো যখন উধাও হয়ে গেলো তখনই জানতাম তুমি একদিন ফিরে আসবে!" মোমবাতির আলোয় তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। মিরিয়ের মনে হলো তার শরীরের রক্ত বরফের মতো জমে গেছে হঠাৎ করে।

"ওগুলো কোথায়?" বললো মিরিয়ে।

"এই একই প্রশ্ন তোমাকে করার কথা ভাবছিলাম আমি," শান্তকণ্ঠে বললো সে। "যতো ছদ্মনামেই আসো না কেন, তুমি এখানে এসে বিরাট ভুল করে ফেলেছো, মাদেমোয়ে। এখান থেকে জীবিত অবস্থায় বের হতে পারবে না যদি

না তুমি আমাকে বলো ডেভিডের বাগান থেকে যে ঘুঁটিগুলো তুলে নিয়েছিলে সেগুলো কোথায় রেখেছো।"

"তুমিও বাঁচতে পারবে না," বডিসের ভেতর থেকে চাকুটা বের করার সময় মিরিয়ের মনে হলো তার হৃদস্পন্দন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। "আমার আরো পাঁচজন সিস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জানতে চাই তাদের অবস্থাও কি আমার বোনের মতো হয়েছে কিনা।"

"আহ্, তুমি তাহলে আমাকে খুন করতে এসেছো," বাঁকা হাসি হেসে বললো মারাত। "তবে আমার মনে হচ্ছে না তুমি তা করবে। আমি একজন মৃত্যুপথযাত্রি, দেখতেই পাচ্ছো। এটা বলে দেয়ার জন্যে আমার কোনো ডাক্তারের দরকার নেই কারণ আমি নিজেই একজন ডাক্তার।"

চাকুটার ধারালো দিক আঙুল দিয়ে পরখ করে নিলো মিরিয়ে।

পালকের কলমটা দিয়ে নিজের বুকে টোকা মারলো মারাত। "আমি তোমাকে বলবো, চাকুটা ঠিক এখানে ঢোকাবে–বাম বুকের দ্বিতীয় আর তৃতীয় পাঁজরের মাঝখানে, তাহলে *আওর্টা* কেটে ফেলতে পারবে। খুব দ্রুত আর নিশ্চিত মৃত্যু হবে। কিন্তু আমাকে মারার আগে তুমি নিশ্চয় জানতে চাইবে ঘুঁটিগুলো আমার কাছেই আছে। তুমি হয়তো ধারণা করছো আমার কাছে পাঁচটা আছে–আসলে আছে আটটা। আমাদের দু'জনের কাছে অর্ধেক বোর্ডের ঘুঁটি আছে, মাদেমোয়ে।"

কোনো রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ না করার চেষ্টা করলো মিরিয়ে, কিন্তু তার হৃদস্পন্দন আবারো বেড়ে গেলো। "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না!" চিৎকার করে বললো সে।

"মাদেমোয়ে দ্য করদে'কে জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার অনুপস্থিতিতে কতোজন নান এসেছিলো," বললো সে। "মাদেমোয়ে বিউমন্ত, মাদেমোয়ে দেফ্রেসেঁই, মাদেমোয়ে দার্মেতিয়ে–নামগুলো কি তোমার কাছে চেনা চেনা লাগছে না?"

তারা সবাই মন্তগ্রেইনের নান। লোকটা কি বলছে? তাদের কেউ তো প্যারিসে আসে নি–ডেভিড যেসব চিঠি রোবসপাইয়েকে দিয়েছেন তারমধ্যে তো এদের কোনো চিঠি ছিলো না...

"তারা কায়েন-এ গিয়েছিলো," যেনো মিরিয়ের চিন্তাভাবনা পড়তে পেরেছে সে। "তারা ভেবেছিলো করদে'কে খুঁজে পাবে। দুঃখজনক ব্যাপার। খুব দ্রুতই তারা বুঝতে পেরেছিলো যে মহিলার সাথে তাদের দেখা হয়েছে সে কোনো নান নয়।"

"মহিলা!" চিৎকার করে উঠলো মিরিয়ে।

ঠিক তখনই দরজায় একটা টোকা হতেই সেটা খুলে গেলো। প্লেটে করে

সেদ্ধ কলিজা আর পাউরুটি নিয়ে ঘরে ঢুকলো সিমোন এভরার্দ। জানালার কাছে প্লেটটা রাখার সময় মহিলা আড়চোখে মারাত আর মিরিয়ের দিকে তাকালো।

মিরিয়ে তার চাকুটা স্কার্টের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে। মহিলা আবারো সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো তার দিকে।

"দয়া করে আমাদেরকে আর বিরক্ত কোরো না," খিটখিটে মেজাজে বললো মারাত। হতাশ হয়ে তার দিকে তাকালো সিমোন, তারপর চুপচাপ বের হয়ে গেলো ঘর থেকে।

"দরজাটা বন্ধ করে দাও," মারাত এ কথা বললে মিরিয়ে অবাক হয়ে গেলো। লোকটার শ্বাসকষ্ট আছে। চোখ দুটো মিম্রয়মান এখন। "আমার সারা শরীরে অসুখ বাসা বেঁধেছে, মাই ডিয়ার মাদেমোয়ে। আমাকে যদি খুন করার ইচ্ছে নিয়ে এসে থাকো তাহলে দেরি কোরো না। তোমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। তবে আমার মনে হয় তুমি তথ্য চাও–ঠিক যেমনটি আমি তোমার কাছ থেকে চাই। দরজায় খিল দাও, যা জানি সব তোমাকে বলছি।"

দরজা বন্ধ করে দিলো মিরিয়ে। চাকুটা আবার বের করে এনেছে সে। কোন মহিলার কথা বলছে মারাত–নানদের কাছ থেকে ঘুঁটিগুলো নিয়েছে যে?

"তুমি তাদেরকে খুন করেছো। তুমি আর তোমর ঐ কুৎসিত বেশ্যাটা," চিৎকার করে বললো সে। "ঘুঁটিগুলোর জন্যে তুমি তাদেরকে খুন করেছো!"

"আমি অকেজো," ভীতিকর হাসি দিয়ে বললো মারাত। "তবে দাবাবোর্ডের রাজার মতোই সবচেয়ে দুর্বল ঘুঁটিটাও অনেক মূল্যবান হতে পারে। আমি তাদেরকে খুন করেছি–শুধু তথ্যটা পাবার জন্য। আমি জানতাম তারা কে, কোত্থেকে এসেছে, সময় এলে তাদেরকে সাফ করে ফেলতে হয়। তোমার অ্যাবিস একটা বোকা; মন্তগ্লেইনের নানদের নাম-পরিচয় এসব তো পাবলিক রেকর্ড। সবাই জানে। তবে আমি নিজে তাদেরকে খুন করি নি। সিমোনও সেটা করে নি। কে করেছে সেটা বলবো যদি তুমি আমাকে বলো তোমার কাছে থাকা ঘুঁটিগুলোর কি করেছো। এমনকি আমি তোমাকে এও বলবো আমাদের হাতে জব্দ হওয়া ঘুঁটিগুলো কোথায় আছে, যদিও তাতে তোমার কিছু করার থাকবে না..."

সন্দেহ আর ভয় জেঁকে বসলো মিরিয়ের মধ্যে। যে লোক তার বোন ভ্যালেন্টাইনকে তার চোখের সামনে হত্যা করেছে সেই লোককে কিভাবে সে বিশ্বাস করবে?

"ঐ মহিলার নাম আর ঘুঁটিগুলো কোথায় আছে আমাকে বলো," বাথটাবের কাছে এসে বললো সে। "তা না হলে কিছু বলবো না।"

"তুমি হাতে চাকু ধরে রেখেছো," ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললো মারাত। "তবে আমার মিত্র এই খেলায় সবচাইতে শক্তিশালী খেলোয়াড়। তুমি তাকে

কোনোদিনও ধ্বংস করতে পারবে না–কখনও না! তোমার একমাত্র আশা হতে পারে আমাদের সাথে যোগ দিয়ে সবগুলো ঘুঁটি একিত্রত করা। বিচ্ছিন্ন থাকলে সেগুলো নিছক কোনো ঘুঁটি ছাড়া আর কিছু না। তবে একত্র করলে বিরাট এক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তোমার অ্যাবিসকে জিজ্ঞেস করে দেখো। সে জানে ঐ মহিলা কে। তার ক্ষমতা সম্পর্কেও সে পুরোপুরি অবগত আছে। তার নাম ক্যাথারিন–সে হলো শ্বেতরাণী!"

"ক্যাথারিন!" চিৎকার করে উঠলো মিরিয়ে, হাজারটা ভাবনা ঘুরতে লাগলো তার মাথায়। অ্যাবিস রাশিয়াতে গেছেন! তার শৈশবের বান্ধবীর সাথে দেখা করার জন্য...তয়িরাঁর গল্পেও ক্যাথারিনের কথা আছে...ভলতেয়ারের লাইব্রেরি কিনেছিলো এই মহিলা...রাশিয়ার জারিনা ক্যাথারিন দ্য গ্রেট! কিন্তু কিভাবে এই মহিলা একই সাথে অ্যাবিস আর মারাতের মিত্র হতে পারে?

"মিথ্যে বলছো তুমি," বললো মিরিয়ে। "ঐ মহিলা এখন কোথায় আছে? ঘুঁটিগুলো কোথায়?"

"আমি তোমাকে নামটা বলেছি," চিৎকার করে বললো মারাত। "তবে এরচেয়ে বেশি কিছু বলার আগে তোমাকেও কিছুটা বিশ্বাস দেখাতে হবে। ডেভিডের বাগান থেকে যে ঘুঁটিগুলো তুলেছিলে সেগুলো এখন কোথায়? বলো আমাকে!"

গভীর করে দম নিয়ে চাকুটা শক্ত করে ধরলো মিরিয়ে। "আমি সেগুলো দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি," আস্তে করে বললো সে। "ইংল্যান্ডে বেশ নিরাপদেই আছে ওগুলো।" কিন্তু কথাটা শুনে মারাতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"অবশ্যই!" চেঁচিয়ে বললো সে। "কী বোকা রে আমি! তুমি ওগুলো তয়িরাঁকে দিয়েছো! হায় ঈশ্বর, আমিও এতোটা আশা করতে পারি নি!" বাথটাব থেকে ওঠার চেষ্টা করলো সে। "ইংল্যান্ডে আছে!" চিৎকার করে বললো। "ইংল্যান্ডে আছে! হায় ঈশ্বর–উনি তাহলে ঘুঁটিগুলো পেয়ে যাবেন!" বাথটাব উপচে পানি পড়তে লাগলো।

"না!" আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। "তুমি বলেছিলে ঘুঁটিগুলো কোথায় আছে বলবে আমাকে!"

"তুমি একটা বোকা মেয়ে!" হাসতে হাসতে হাতের কাগজ আর বোর্ডটা ফেলে দিলো মেঝেতে। কারোর পায়ের শব্দ শুনতে পেলো মিরিয়ে। দরজার নবটা মোচড় দিচ্ছে কেউ। দৌড়ে মারাতের পেছনে চলে গেলো সে। একহাতে লোকটার মাথার চুল মুঠোতে ধরে অন্যহাতে তার বুকের কাছে চাকুটা ধরলো।

"ওগুলো কোথায়, বলো!" দরজায় জোরে জোরে আঘাতের শব্দ হচ্ছে। "বলো!"

"ভীরু, কাপুরুষ!" হিসহিসিয়ে বললো সে। "এক্ষুণি করো, তা না হলে

জাহান্নামে যাও! তুমি দেরি করে ফেলেছো..বড্ড দেরি করে ফেলেছো!"

দরজায় আঘাত চলছেই। মিরিয়ে চেয়ে রইলো মারাতের দিকে। মহিলার আর্তচিৎকার চারপাশ বিদীর্ণ করছে। মারাত চাইছে সে তাকে খুন করুক! মিরিয়ের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো। *একজন মানুষকে খুন করার শক্তি তুমি পাবে কোত্থেকে?...মরুভূমিতে যেভাবে গন্ধ শুঁকে পানির খোঁজ পাওয়া যায় আমিও তোমার মধ্যে প্রতিশোধের গন্ধ পাচ্ছি,* শাহিনের কথাগুলো তার কানে বাজতে লাগলো। মারাত যে বললো, সে 'খুব দেরি করে ফেলছে' তার মানে কি? তয়িরা যে ইংল্যান্ডে আছে সেটারই বা মানে কি? 'উনি তাহলে ঘুঁটিগুলো পেয়ে যাবেন!' এ কথারই বা কি মানে?

সিমোন এভরার্দ তার ভারি শরীরটা দিয়ে দরজায় আঘাত করলে পুরনো কাঠের দরজাটি খুলে যেতে উদ্যত হলো। গভীর করে দম নিয়ে চাকুটা মারাতের বুকে বসিয়ে দিলো মিরিয়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো ক্ষতস্থান থেকে, সেই রক্তে মিরিয়ের স্কার্টটাও ভিজে গেলো।

"কংগ্রাচুলেশন্স, ঠিক জায়গাতেই বসাতে পেরেছো..." ফিসফিস করে বললো মারাত। তার মুখ দিয়ে রক্ত বমি হচ্ছে। চাকুটা টান মেরে বের করে মেঝেতে ফেলে দিতেই দরজাটা সশব্দে খুলে গেলো।

সিমোন এভরার্দ আর আলবেয়াঁর ঘরে ঢুকতেই বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো মারাতের দিকে। আলবেয়াঁর সাথে সাথে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারালো। মিরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসতেই রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলো সিমোন।

"হায় হায়! তুমি তাকে খুন করেছো! তুমি তাকে...!" মহিলা দৌড়ে ছুটে গেলো বাথটাবের দিকে। ক্ষতস্থানে একটা তোয়ালে চেপে ধরলো সে। মিরিয়ে যখন হলওয়ে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে তখন শুনতে পেলো মহিলার আর্তচিৎকার। 'খুব দেরি করে ফেলেছো' মানে কি?

হলওয়ের দরজার নবে হাত রাখতেই মিরিয়ে টের পেলো পেছন থেকে তার মাথায় কে যেনো আঘাত করেছে। তীব্র যন্ত্রণার সাথে শুনতে পেলো কাঠ ভাঙার মচমচে আওয়াজটি। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। কাঠের যে চেয়ারটি দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছে সেটা ভেঙে পড়ে আছে তারই পাশে। মাথার একপাশ দপদপ করছে তার, ওঠার চেষ্টা করতেই এক লোক তার বুকের কাছে জামাটা ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে ফেললো। সজোরে তাকে দেয়ালের উপর আছড়ে মারলো সে। আঘাত পেয়ে আবারো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। এবার আর উঠতে পারলো না। শুধু শুনতে পেলো লোকজন জড়ো হচ্ছে তার চারপাশে, হৈহল্লা করছে আর একটা নারীকণ্ঠের সুতীব্র কান্নার আওয়াজ।

নোংরা মেঝেতে পড়ে রইলো সে, নড়াচড়ার কোনো শক্তি নেই। অনেকক্ষণ পর টের পেলো কে যেনো ওঠানোর চেষ্টা করছে তাকে–কালো পোশাকের কিছু

লোক তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। তার মাথা ব্যথা করছে, ঘাড় আর মেরুদণ্ডেও সুতীব্র যন্ত্রণা। লোকগুলো তার বাহু ধরে তাকে হাটানোর চেষ্টা করছে।

বাড়ির বাইরে জড়ো হয়েছে লোকজন। মুখ তুলে সেদিকে তাকাতেই ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখতে পেলো শতশত চোখ চেয়ে আছে তার দিকে। পুলিশ লোকজনের ভীড়টাকে লাঠি পেটা করে সরিয়ে দিচ্ছে। চিৎকার আর হৈহল্লা শুনতে পেলো সে : "খুনি!" "হত্যাকারী!"

রাস্তার ওপারে একটা ঘোড়াগাড়ির জানালা দিয়ে বিস্মিত চোখে একজন চেয়ে আছে তার দিকে। ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো মিরিয়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে শার্লোত্তে করদের ফ্যাকাশে আর ভয়ার্ত মুখটি তার নজরে এলো। তারপর সব কিছুই অন্ধকার।

জুলাই ১৪, ১৭৯৩

রাত আটটার দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে কনভেনশন থেকে ফিরে এলেন জ্যাক-লুই ডেভিড। এরইমধ্যে লোকজন রাস্তাঘাটে পটকা ফোটাচ্ছে, এমনভাবে দৌড়াদৌড়ি করছে যেনো মাতাল হয়ে গেছে সবাই।

আজ বাস্তিল দিবস। কিন্তু আজকের দিনের চেতনা তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে না। কনভেনশন হলে আজ সকালে গিয়েই শুনতে পেরেছেন মারাত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে! খুনিকে আটকে রাখা হয়েছে বাস্তিলে। কাজটা নাকি করেছে মিরিয়ের কাছে যে মহিলা এসেছিলো সেই শার্লোত্তে করদে!

মিরিয়েও রাতে বাড়ি ফিরে আসে নি। ভয়ে অস্থির হয়ে আছেন ডেভিড। তিনি এতোটা নিরাপদ অবস্থানে নেই যে, প্যারিস কমিউনের লম্বা হাত তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তারা যদি জানতে পারে মারাতের হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা তার বাড়ির ড্রইংরুমে হয়েছে তাহলেই হলো! লোকজন দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর আগেই যদি মিরিয়েকে খুঁজে পেতেন তাহলে দ্রুত প্যারিসের বাইরে পাঠিয়ে দিতেন তিনি।

ঘোড়াগাড়ি থেকে নেমে তার বাড়ির গেটের কাছে আসতেই তার অগোচরে এক লম্বামতো লোক চলে এলো তার কাছে। লোকটা তার হাত ধরতেই ডেভিড ভয়ে চমকে উঠলেন। আকাশে একটা আতসবাজি আলোকিত করে দিলো এমন সময়। সেই আলোতে দেখা গেলো গাঢ় সবুজ চোখে চেয়ে আছে ম্যাক্সিমিলিয়েঁ রোবসপাইয়ে।

"আমাদেরকে কথা বলতে হবে, সিটিজেন," ফিসফিস করে বললো রোবসপাইয়ে। "আজ দুপুরের অভিযোগপত্রটা আপনি দেখেন নি..."

"আমি তো কনভেনশনেই ছিলাম!" ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন ডেভিড। বুঝতে পারছেন কার অভিযোগপত্রের কথা বলা হচ্ছে। "আপনি কেন এভাবে আড়াল থেকে চলে এসে আমাকে ভড়কে দিলেন?" নিজের সত্যিকারের ভয়টা আড়াল করার জন্য বললেন তিনি। "কথা বলার ইচ্ছে থাকলে বাড়ির ভেতরে আসুন।"

"আমি আপনাকে যা বলতে এসেছি সেটা কোনো চাকরবাকর শুনে ফেলুক তা চাই না, বন্ধু আমার," দৃঢ়ভাবে বললো রোবসপাইয়ে।

"বাস্তিল দিবস উপলক্ষ্যে আমার কাজের লোকদেরকে আজ ছুটি দিয়েছি," বললেন ডেভিড।

"হিয়ারিংয়ের সময় আপনার না থাকাটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার," ফাঁকা বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বললো রোবসপাইয়ে। "আপনি কি জানেন, যে মহিলার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে সে কিন্তু শার্লোত্তে করদে নয়। আপনি আমাকে আপনার ড্রইংয়ে যে মেয়েটার ছবি দেখিয়েছিলেন সেই মেয়েটার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। যাকে আমরা কয়েক মাস ধরে সারা ফ্রান্স খুঁজে বেড়িয়েছি। মাই ডিয়ার ডেভিড–মারাতকে যে মেয়েটা হত্যা করেছে সে আর কেউ নয়, আপনার ভাতিজি মিরিয়ে!"

∞

জুলাইর উষ্ণ আবহাওয়ায়ও ডেভিড মৃত্যুবৎ হিমশীতল হয়ে রইলেন। নিজের ছোট্ট ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে আছেন রোবসপাইয়ের বিপরীতে। একটা ল্যাম্প জ্বালানো হয়েছে, সেইসাথে দু'গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢেলে তারা পান করছে। ডেভিডের সারা শরীর এতোটাই কাঁপছে যে গ্লাসটা ধরার মতো শক্তি পাচ্ছেন না।

"আমি যা জানি তা কাউকে বলি নি, আপনার সাথে কথা না বলে এটা আমি করতামও না," বললো রোবসপাইয়ে। "আপনার সাহায্য লাগবে আমার। আপনার ঐ ভাতিজির কাছে যে তথ্যটা আছে সেটা আমার ভীষণ দরকার। আমি জানি কেন সে মারাতের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো–মন্তগ্নেইন সার্ভিসের সিক্রেটটার খোঁজে আছে সে। মারাতের মৃত্যুর আগে তার সাথে মিরিয়ের কি কথা হয়েছে সেটা আমাকে জানতে হবে। আরো জানতে হবে সে যা জানে সেটা কি অন্য কাউকে এরইমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে কিনা।"

"তবে আমি আপনাকে বলছি, আমি এসব ঘটনার কিছুই জানি না!" ভয়ার্ত চোখে আর্তনাদ করে বললেন ডেভিড। "ক্যাফে দ্য লা রিজেন্সি'তে আঁদ্রে ফিলিদোরের সাথে কথা বলে বাড়ি ফেরার আগপর্যন্ত আমি বিশ্বাসই করতাম না মন্তগ্নেইন সার্ভিসটার অস্তিত্ব আছে–আপনার নিশ্চয় মনে আছে সেই ঘটনাটি? তিনিই তো আমাকে এটা বলেছিলেন। কিন্তু আমি যখন মিরিয়েকে এ কথাটা বললাম..."

টেবিল থেকে উঠে এসে ডেভিডের হাতটা ধরে ফেললো সে। "ও আপনার এখানে ছিলো? আপনি তার সাথে কথাও বলেছেন? হায় ঈশ্বর, আপনি এ কথা আমাকে বলেন নি কেন?"

"সে বলেছিলো সে যে এখানে আছে সেটা যেনো কেউ না জানে," আক্ষেপে বললেন ডেভিড। "চার দিন আগে কোত্থেকে যে এসছিলো কে জানে–তার পরনে ছিলো আরবের মুফতি পোশাক..."

"সে মরুভূমিতে ছিলো!" কথাটা বলেই ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো রোবসপাইয়ে। "মাই ডিয়ার ডেভিড, আপনার এই ভাতিজি কোনো স্কুল বালিকা নয়। এই সিক্রেটটা মুরদের কাছে ফিরে যাবে–মরুভূমিতে। এই সিক্রেটটার খোঁজেই আছে সে। এরজন্যেই সে মারাতকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। এই শক্তিশালি আর বিপজ্জনক খেলার মধ্যে আছে সে! খুব বেশি দেরি হবার আগেই তার কাছ থেকে আপনি আর কি জেনেছেন সব আমায় বলুন।"

"এই সত্য কথা আপনাকে বলার কারণেই তো এরকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে!" চিৎকার করে বললেন ডেভিড। তার চোখ বেয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো। "তারা যদি জানতে পারে সে কে তাহলে আমি শেষ। মারাত যখন বেঁচেছিলো তখন হয়তো তাকে ভয় পেতো, ঘৃণা করা হতো কিন্তু এখন তার দেহভস্ম প্যানথিওনে রাখা হবে সসম্মানে। তার কবর হয়ে উঠবে জ্যাকোবিনদের তীর্থস্থানে।"

"আমি জানি," রোবসপাইয়ে এমন নরম কণ্ঠে কথাটা বললো যে ডেভিডের শিরদাড়া বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো। "সেজন্যেই আমি এসেছি। মাই ডিয়ার ডেভিড, সম্ভবত আমি আপনাদের দু'জনকেই সাহায্য করতে পারবো...যদি আমাকে সাহায্য করেন তো। আমি নিশ্চিত আপনার ভাতিজি আপনাকে বিশ্বাস করে–আমার সাথে যেখানে কথাই বলবে না সেখানে আপনাকে বিশ্বাস করে সব বলবে সে। যদি আপনাকে গোপনে জেলখানায় নিয়ে যেতে পারি তো..."

"দয়া করে আমাকে এরকম অনুরোধ করবেন না!" প্রায় চিৎকার দিয়ে বললেন ডেভিড। "মিরিয়েকে সাহায্য করার জন্য আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করতেও রাজি আছি–কিন্তু আপনি যা বলছেন তা করতে গেলে আমাদের সবার মাথাই কাটা যাবে!"

"আপনি বুঝতে পারছেন না," চেয়ারে বসে শান্ত কণ্ঠে বললো রোবস্‌পাইয়ে। চিত্রকরের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে নিলো সে। "মাই ডিয়ার বন্ধু, আমি জানি আপনি একজন নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী। কিন্তু আপনি জানেন না সমগ্র ইউরোপের রাজতন্ত্রের ঘণ্টা বাজাবার পেছনে আছে এই মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা–এটা শোষনকারী স্বৈরাচারদের চিরতরের জন্যে শেষ করে দেবে।" উঠে গিয়ে সাইডবোর্ড থেকে আরেকটু মদ ঢেলে নিলো নিজের গ্লাসে।

"হয়তো আমি যদি আপনাকে খুলে বলি এই খেলায় আমি কিভাবে চলে এলাম তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। একটা বিপজ্জনক খেলা চলছে, মাই ডিয়ার ডেভিড–এই বিপজ্জনক আর প্রাণঘাতি খেলাটা রাজরাজরাদের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেবে। মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা আমাদের মতো লোকদের নিয়ন্ত্রণে একত্রিত করতে হবে–যারা এই শক্তিশালী হাতিয়ারটা ব্যবহার করবে দার্শনিক জ্যঁ-জ্যাক রুশোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। রুশো নিজে আমাকে এই খেলার জন্যে বেছে নিয়েছিলেন।"

"রুশো!" বিস্ময়ে বললেন ডেভিড। "উনি মন্তগ্নেইন সার্ভিস খুঁজেছেন?"

"ফিলিদোর তাকে চিনতেন, যেমন চিনতাম আমি নিজে," কথাটা বলেই রোবসপাইয়ে পকেটবুক থেকে একটা চিঠি বের করে কিছু লেখার জন্যে কলম খুঁজলো। ডেভিড হাতের সামনে কোনো কিছু না পেয়ে ড্রইং করার একটি ক্রেয়ন ধরিয়ে দিলেন তার হাতে। রোবসপাইয়ে সেটা দিয়ে একটা ডায়াগ্রাম আঁকতে শুরু করলো।

"পনেরো বছর আগে তার সাথে আমার পরিচয় হয়, তখন আমি একজন তরুণ লইয়ার হিসেবে প্যারিসের স্টেটস জেনারেলে অ্যাটেন্ড করেছিলাম। জানতে পারলাম সর্বজন শ্রদ্ধেয় দার্শনিক রুশো প্যারিসের উপকেণ্ঠ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎই আমি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলাম উনার সাথে দেখা করার জন্য। এই লোকটা তার ছেষট্টি বছর বয়সে এমন একটা লিগ্যাসি সৃষ্টি করেছিলেন, খুব শীঘ্রই সারা দুনিয়ার ভবিষ্যত পাল্টে দেবে। তবে সেই দিন তিনি আমাকে যা বলেছিলেন সেটা আমার ভবিষ্যৎ পুরোপুরিই বদলে দিয়েছিলো–হয়তো এ কথা শুনে আপনার ভবিষ্যৎও বদলে যাবে।"

জানালার বাইরে আতশবাজি আর পটকার শব্দে প্যারিসের পথঘাট প্রকম্পিত হলেও ডেভিড চুপচাপ বসে রইলেন। রোবসপাইয়ে তার ডায়াগ্রামের দিকে তাকিয়ে গল্পটা বলতে শুরু করলো...

অ্যাটর্নির গল্প

প্যারিস থেকে ত্রিশ মাইল দূরে আরমেনোভিয়ে শহরের কাছে মার্কেজ দ্য গায়রোঁদিন এস্টেটটি অবস্থিত, সেখানকার একটি কটেজে ১৭৭৮ সালের মে মাস থেকে রুশো আর তার মিসেট্রেস তেরেসা লেভাসিয়ে বাস করে আসছিলো।

জুন মাস–আবহাওয়া চমৎকার। না শীত না গ্রীষ্ম। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মিষ্টি ফুলের গন্ধ। এস্টেটের একটা হ্রদের মাঝখানে পপলার নামের একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে, আমি সেখানেই রুশোকে দেখতে পেলাম। শুনেছিলাম তিনি সব সময় মুরিশ পোশাক পরে থাকেন, তা-ই দেখলাম : লাল টকটকে কাফতান আর

সবুজ রঙের শাল পরে আছেন তিনি, পায়ে লাল রঙের মরোক্কান নাগরা। কাঁধে লম্বা একটি কাপড়ের ব্যাগ, মাথায় চামড়ার একটি টুপি। বর্ণিল আর রহস্যময় এক চরিত্র, গাছের নীচে এমনভাবে হাটছিলেন যেনো নিজের ভেতরে বাজতে থাকা শব্দহীন একটি সঙ্গিতের আবেশে ভাসছেন।

ছোট্ট ফুটব্রিজটা পার হয়ে আমি তাকে শুভেচ্ছা জানালাম, বললাম তার একান্ত মগ্নতায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি তখন জানতাম না, রুশো অন্য এক জগতে যাবার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই সেই যাত্রায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

"আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম," আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শান্তকণ্ঠে বলেন তিনি। "তারা আমাকে বলেছে, মঁসিয়ে রোবসপাইয়ে, তুমি আমার প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছো। মৃত্যুরদ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে যখন দেখতে পাচ্ছি অন্তত একজন সত্যিকারের মানুষ আমার বিশ্বাস ধারণ করেছে তখন ব্যাপারটা বেশ স্বস্তিদায়ক বলেই মনে হয়!"

আমার বয়স তখন বিশ বছর, রুশোর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলাম আমি-তিনি এমন একজন মানুষ যিনি নিজের দেশ থেকে বিতারিত হয়েছেন, বাধ্য হয়েছেন নিজের খ্যাতি আর সমৃদ্ধ চিন্তাভাবনার সম্ভার থাকা সত্ত্বেও অন্যের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করতে। জানি না কেন তার কাছে গিয়েছিলাম-সম্ভবত গভীর দার্শনিক চিন্তাভাবনার কথা জানতে, উচ্চমার্গিয় রাজনৈতিক আলাপ কিংবা *লা নুভেয়ে হেলোয়ে* থেকে কোনো রোমান্টিক কবিতার আবৃত্তি শুনতে। তবে আসন্ন মৃত্যু আঁচ করতে পেরে রুশোর মনে ছিলো একদম ভিন্ন কিছু।

"গত সপ্তাহে ভলতেয়ার মারা গেলেন," তিনি বলতে লাগলেন। "আমাদের দু'জনের জীবন এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে সেটা অনেকটা প্লেটোর বলা সেই ঘোড়াগুলোর মতো-একটা পৃথিবীর দিকে টানছে তো আরেকটা স্বর্গের দিকে। ভলতেয়ার যুক্তি দিয়ে সব ব্যাখ্যা করতেন, আর আমি হলাম প্রকৃতির বিষয়ে একজন চ্যাম্পিয়ন। আমাদের দু'জনের দর্শন চার্চ আর স্টেটের রথ দুটোকে পুরোপুরি আলাদা করবে।"

"আমি তো জানতাম আপনি উনাকে অপছন্দ করেন," একটু দ্বিধার সাথে বললাম।

"আমি তাকে ঘৃণা করি, আমি তাকে ভালোও বাসি। তার সাথে কখনও দেখা হয় নি বলে একটা আফসোস রয়ে গেছে আমার। তবে একটা বিষয় কিন্তু নিশ্চিত-আমি তার চেয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবো না। ট্র্যাজেডি হলো আমি সারাটাজীবন যে রহস্য সমাধা করার জন্যে ব্যয় করেছি ভলতেয়ারের কাছে সেই সমাধানের চাবিটা ছিলো। খুব বেশি যুক্তিবাদী হবার দরুণ তিনি যে জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন তার মূল্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না। এখন

অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। তার মৃত্যুর সাথে সাথে মন্তগ্রেইন সার্ভিসের সিক্রেটটাও চিরতরের জন্যে হারিয়ে গেছে।"

তার কথা শুনে আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। শার্লেমেইনের দাবাবোর্ড! ফ্রান্সের প্রত্যেক স্কুলবালকও এই কিংবদন্তীটা জানে–কিন্তু কিংবদন্তীটা কি সত্যি হবার সম্ভাবনা আছে? মনে মনে কামনা করলাম তিনি যেনো আরো কিছু কথা বলেন।

একটা পতিত গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়লেন রুশো। আমাকে অবাক করে দিয়ে কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা সূক্ষ্ম কাপড় আর হাতের মুঠো সমান লেস বের করে সেটার উপর সূই দিয়ে কাজ করতে করতে কথা বলতে লাগলেন।

"আমি যখন অল্পবয়সী ছিলাম," তিনি বলতে শুরু করলেন, "তখন জীবিকা নির্বাহের জন্য প্যারিসে লেস আর এম্ব্রয়ডারির কাজ বিক্রি করতাম, কারণ কেউ আমার লেখা অপেরায় আগ্রহ দেখাতো না। যদিও আমি আশা করতাম বিরাট বড় মাপের একজন সুরকার হবো কিন্তু রাতের বেলাটা দেনিস দিদেরো আর আঁদ্রে ফিলিদোরের সাথে দাবা খেলে কাটাতাম। ফিলিদোরও আমার মতো সুরকার ছিলেন। এক সময় ভেনিসে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত কোঁতে দ্য মন্তেগুর সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করতে শুরু করি আমি। সেটা ছিলো ১৭৪৩ সালের বসন্ত কাল–আমি এটা কখনও ভুলতে পারবো না। কারণ ঐ বছরই ভেনিসে এমন একটি জিনিস দেখি যা এতোগুলো বছর পরও আমার কাছে মনে হয় সেটা যেনো গতকালের ঘটনা ছিলো। মন্তগ্রেইন সার্ভিসের একেবারে মূলের একটি সিক্রেট।

মনে হলো রুশো যেনো স্বপ্নের জগতে ডুবে গেছেন। তার হাত থেকে সুঁই-সূতা পড়ে গেলে আমি সেগুলো তুলে তার হাতে দিলাম।

"আপনি বলছেন আপনি কিছু একটা দেখেছিলেন?" আমি তাকে তাড়া দিলাম। "এমন কিছু যার সাথে শার্লেমেইনের সার্ভিসের সম্পর্ক রয়েছে?"

বৃদ্ধ দার্শনিক মাথা ঝাঁকিয়ে বাস্তবে ফিরে এলেন। "হ্যা...ভেনিস একটি পুরনো শহর, রহস্যে ভরপুর," বললেন তিনি। "চারদিকে জলরাশি আর বর্ণিল আলোয় ঘিরে থাকা শহরটায় অন্ধকার আর ভীতিকর কিছুও ছিলো। শহরের গোলোকধাঁধাতুল্য অলিগলি ঘুরে আমি নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছিলাম...

"মনে হচ্ছে আধিভৌতিক কিছুতে বিশ্বাস করার জন্যে খুব উপযুক্ত জায়গা ওটা?" বললাম আমি।

"ঠিক বলেছো," হাসতে হাসতে বললেন তিনি। "একরাতে আমি গোলডোনির *লা ডোনা দি গার্বো* দেখার জন্যে ভেনিসের সবচাইতে চমৎকার থিয়েটার সান স্যামুয়েল-এ যাই। থিয়েটারটা যেনো ছোটোখাটো একটি জুয়েল : ভেতরের সাজসজ্জা মন্ত্রমুগ্ধকর।"

"ওখানকার দর্শকের সাথে আমাদের প্যারিসের দর্শকদের কোনো মিলই নেই। তারা উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলে, জোরে জোরে হাসতে হাসতে নাটক দেখে। প্রতিটি সংলাপে করতালি দিয়ে মুখর করে রাখে থিয়েটারহল। সুতরাং অভিনেতাদের সংলাপ শুনতে বেশ বেগ পেতে হয়।

"আমি যে বক্সে বসেছিলাম সেখানে আরেকজন অল্পবয়সী ছেলেও ছিলো–বয়স আনুমানিক ষোলো কি সতেরো হবে, অনেকটা ফিলিদোরের সমবয়সী, তবে মুখে কড়া মেকআপ, লাল টকটকে ঠোঁট, পাউডার দেয়া উইগ আর ভেনিসের ফ্যাশনেবল টুপি পরা ছিলো। নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললো তার নাম গিওভান্নি কাসানোভা।

"কাসানোভা তোমার মতোই একজন লইয়ার হলেও তার আরো কিছু প্রতিভা ছিলো। তার বাবা-মা দু'জনেই ছিলেন থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রি। ভেনিস থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত নাটকের দল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তারা। কাসানোভা নিজেও বেশ কিছু থিয়েটারে বেহালা বাজিয়ে আয় করতেন। প্যারিস থেকে আসা কারোর সাথে পরিচিত হতে পেরে সে খুবই রোমাঞ্চিত বোধ করছিলো। এই শহরটায় আসার জন্যে সে ছিলো উদগ্রীব। লুই কুইঁজের রাজসভা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে সে। ওখানকার সুন্দরী মিসট্রেসদের প্রতি ছিলো তার কৌতুহল তবে ফ্রম্যাসনদের ব্যাপারে দুর্নিবার আগ্রহ ছিলো তার। ঐ সময়টায় প্যারিসে ফ্রম্যাসনরা বেশ জনপ্রিয় ছিলো। যদিও আমি এসব বিষয়ে বেশ ভালোই জানতাম তারপরও সে আমাকে তাদের ব্যাপারে আরো কিছু জ্ঞান দেবার জন্যে পরদিন সকালে–ইস্টার সানডে'তে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়।

"কথামতো আমরা ভোরবেলায় দেখা করি পোর্তা দেল্লা কার্তার সামনে, আমরা আসার আগেই ওখানে বিশাল সংখ্যক লোকজন জমায়েত হয়ে যায়। জায়গাটা দুকাল প্যালাস আর ক্যাথেড্রাল সান মার্কোর মাঝখানে অবস্থিত। লোকজন আগের সপ্তাহের *কার্নিভালি*'র রঙবেরঙের পোশাক ছেড়ে কালো পোশাকে পরে হাজির হয়েছিলো সেখানে–একটা অনুষ্ঠানের জন্যে চাপাগুঞ্জনের মধ্যে অপেক্ষা করছিলো তারা।

" 'আমরা এখন ভেনিসের সবচাইতে পুরনো আচার-অনুষ্ঠানটি দেখবো,' কাসানোভা আমাকে বললো। 'ইস্টারের দিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ভেনিসের ডজি মানে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট পিয়াজ্জেত্তা থেকে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে সেন্ট মার্ক-এ গিয়ে শেষ করেন। এটাকে বলা হয় *লং মার্চ*–এই অনুষ্ঠানটি ভেনিসের মতোই সুপ্রাচীন।

" 'কিন্তু ভেনিস তো ইস্টার, মানে খৃস্টান ধর্মের চেয়েও প্রাচীন,' " লোকজনের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বললাম।

" 'আমি তো বলি নি এটা খৃস্টান ধর্মের কোনো অনুষ্ঠান,' রহস্যময় হাসি

দিয়ে বললো কাসানোভা। 'ভেনিসের প্রতিষ্ঠা করে ফিনিশিয়রা–তাদের নাম থেকেই ভেনিস নামের উৎপত্তি হয়। ফিনিশিয় সভ্যতা বিভিন্ন দ্বীপে বিকাশ লাভ করে। তারা চন্দ্রদেবতা কার-এর পূজা করতো। চাঁদ যেহেতু স্রোতের নিয়ন্ত্রণ করে সেজন্যে ফিনিশিয়রা সমুদ্র শাসন করতো, যেখান থেকে সব প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে।'

"একটি ফিনিশিয়ান আচার। এটা আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন স্মৃতির একটি অংশকে আলোকিত করে তুললো। ঠিক তখনই আমার চারপাশে লোকজন চুপ মেরে গেলো হঠাৎ করে। একদল বাদ্যযন্ত্রী প্যালাসের সিঁড়িতে হাজির হয়ে বাজনা বাজাতে শুরু করলো তখন। মাথায় মুকুট আর লাল টকটকে সাটিন কাপড় পরা ভেনিসের ডজি উপস্থিত হলো পোর্তা দেল্লা কার্তা থেকে। তার চারপাশে বাদ্যযন্ত্রীর দল। তারা যে সঙ্গিত পরিবেশন করতে লাগলো সেটা যেনো স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি হয়েছে। তাদের পর এলো বেশ কয়েকজন পোপের দূত। তাদের পরনে সাদা পোশাক আর গলায় স্বর্ণের চেইন।

"কাসানোভা আমাকে আস্তে করে সামনের দিকে ঠেলে দিলো অনুষ্ঠানটি ভালোমতো দেখার জন্যে, মিছিলটি পিয়াজ্জেত্তা থেকে চলে এলো প্লেস অব জাস্টিসের সামনে–এটা আসলে লম্বা একটি দেয়াল, যেখানে বাইবেলে বর্ণিত জাজমেন্ট ডে'র সচিত্র বর্ণনা আছে। ওখানে কতোগুলো মনোলিথিক পিলার ছিলো, ক্রুসেডের সময় প্রাচীন ফিনিশিয় উপকূল থেকে এগুলো ওখানে আনা হয়। ডজি আর তার সঙ্গিদের ঠিক ওই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন হওয়াটা কি কোনো অর্থ বহন করে না?

"অবশেষে স্বর্গীয় এক সঙ্গিত বেজে উঠলে তারা আবার চলতে শুরু করে। কাসানোভা আর আমি হাতে হাত ধরে মিছিলের সাথে সাথে এগোনোর সময় আমার মধ্যে অস্পষ্ট কিছু ধরা পড়লো–আমি সেটা ব্যাখ্যা করতে পারবো না। যেনো সুপ্রাচীন কোনো কিছু অবলোকন করছি। সমৃদ্ধ ইতিহাস আর সিম্বোলিজম। অন্ধকার আর রহস্যময় কিছু। বিপজ্জনক কিছু।

"মিছিলটি পিয়াজ্জেত্তা দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে কলোন্নাদি'তে যখন ফিরে এলো আমার কাছে মনে হলো আমি যেনো অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গোলোকধাঁধার ভেতরে ঢুকে পড়ছি ক্রমশ, যেখান থেকে বের হবার কোনো পথ নেই। অথচ আমি দিনের আলোয়, শত শত লোকজনের মাঝে একদম নিরাপদ ছিলাম। তবুও ভয় আমাকে গ্রাস করলো। কিছুক্ষণ পর আমার মনে হলো এর কারণ সেই সঙ্গিতটি–সেই মিছিল আর পুরো অনুষ্ঠানটি আমাকে ভড়কে দেয়। যখনই আমরা এগিয়ে যেতে থাকলাম, কোনো প্রাচীন স্থাপত্য কিংবা ভাস্কর্য অতিক্রম করতে লাগলাম তখনই টের পেলাম আমার হৃদস্পন্দন আরো বেড়ে যাচ্ছে। এটি যেনো একটি মেসেজ ছিলো, আমার মনের মধ্যে একটি সিক্রেট

কোড প্রোথিত করার চেষ্টা করা হচ্ছিলো কিন্তু আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম না। কাসানোভা আমাকে খুব কাছ থেকে দেখছিলো। ডজি আবারো থামলো।

" 'এটা হলো দেবতাদের বার্তাবাহক মার্কারির মূর্তি," নৃত্যরত ব্রোঞ্জের মূর্তির সামনে আমরা সবাই দাঁড়ালে কাসানোভা আমাকে বললো। 'মিশরে তাকে 'থোথ' বলা হয়, মানে বিচারক। গ্রিসে বলা হয় হার্মেস-আত্মার পথনির্দেশক-কারণ সে আত্মাদেরকে নরকের দিকে নিয়ে যায়, কখনও কখনও সে তাদেরকে চুরি করে পুণরায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে দেবতাদেরকে বোকাও বানায়। ধোঁকার রাজপুত্র, জোকার, জেস্টার-টারোট কার্ডের 'ফুল'-সে হলো চুরি আর চালাকির দেবতা। হার্মেসই সাত তারের হার্প বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ অক্টেভ স্কেলের আবিষ্কারক। তার সঙ্গিত শুনে দেবতারাও আনন্দের অশ্রু বির্সজন দিতেন।'

"পুণরায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে আমি মূর্তিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে গেলাম। ইনি লোকজনকে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত করতে পারতেন। তার ডানাযুক্ত স্যান্ডেল আর উজ্জ্বল *কদুসিয়াস*-ইংরেজি আট সংখ্যার মতো পেচিয়ে থাকা দুটো সাপ, যা বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ব্যহৃত হচ্ছে-এর সাহায্যে স্বপ্নের ভূমি, জাদুর দুনিয়া আর সব ধরণের খেলায় ভাগ্য এবং সুযোগের উপর সে কর্তৃত্ব করে। তার মূর্তিটা যে ভাবগম্ভীর মিছিলের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসি হাসছে সেটা কি কাকতালীয় ব্যাপার?

"ডজি আর তার সঙ্গিরা মিছিলসহকারে পরিভ্রমণ করার সময় অনেকবারই থামলো-সব মিলিয়ে মোট ষোলোবার। মিছিল নিয়ে এগোতে এগোতে আমার কাছে প্যাটার্নটা পরিস্কার হতে লাগলো। দশমবার থামার পর পুরোপুরি বুঝতে পারলাম সেটা-কাস্তেলো ওয়াল।

"দেয়ালটা বারো ফিট পুরু, বিভিন্ন রঙের পাথর দিয়ে ঢাকা। এর গায়ে খোদাই করা লেখাটি ভেনিসে সবচাইতে পুরনো, কাসানোভা আমাকে অনুবাদ করে শোনালো :

কোনো মানুষ যদি তার চিন্তাভাবনা অনুযায়ী কথা ও কাজ করতে পারে তাহলে সে নিজেকে বদলে যেতে দেখবে।

"সেই দেয়ালের মাঝখানে একটা সাদা পাথর প্রোথিত করা আছে, সেটাকে ডজ আর তার সঙ্গিরা বেশ শ্রদ্ধা প্রর্দশন করলো যেনো অলৌকিক কিছু আছে ওটাতে। হঠাৎ করে টের পেলাম আমার শিরদাড়া বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। যেনো আমার চোখের উপর থেকে কালো পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হলো যাতে করে আমি অনেকগুলো অংশ একত্রে দেখতে পারি। এটা নিছক কোনো আচার-অনুষ্ঠান নয়-আমাদের সামনে কিছু একটা উন্মোচন করার প্রক্রিয়া এটি।

মানুষের প্রতিটি বিরতি এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থার যে রূপান্তর তার এক একটি পদক্ষেপের প্রতীকি উপস্থাপন। এটা অনেকটা ফর্মুলার মতো, কিন্তু কিসের ফর্মুলা? তারপরই আমি বুঝে গেলাম সেটা।

রুশো এবার চুপ মেরে গেলেন, কাপড়ের ব্যাগ থেকে একটি ড্রইং বের করলেন তিনি। ড্রইংটার ভাঁজ খুলে আমার হাতে তুলে দিলেন দার্শনিক।

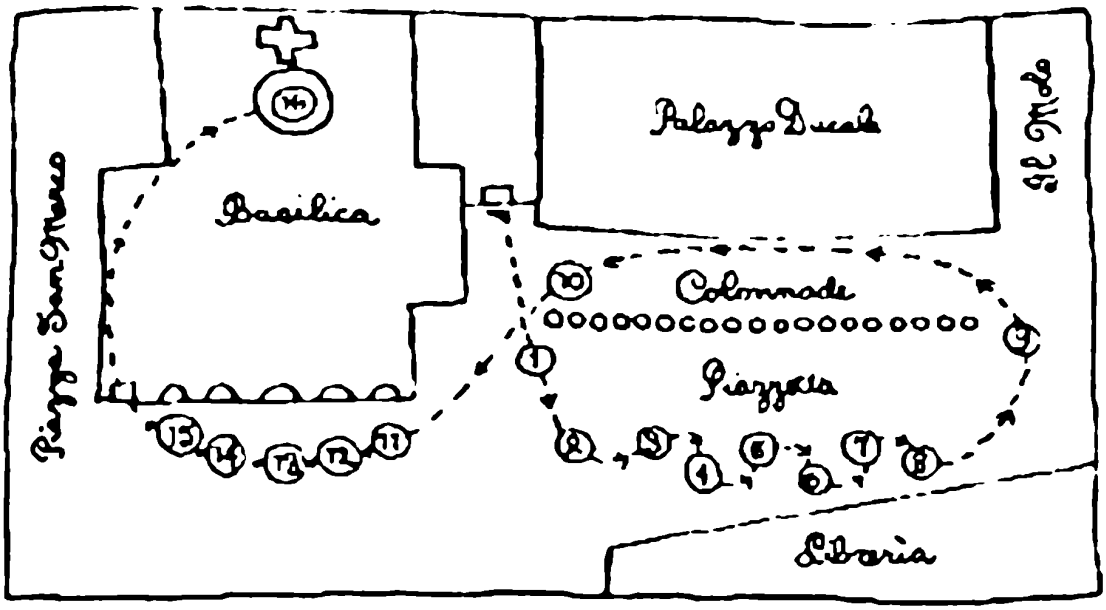

"এটা আমি লং মার্চ থেকে রেকর্ড করেছিলাম, মিছিলের ষোলোটি যাত্রাবিরতি দেখানো হয়েছে এখানে, দাবাবোর্ডের সাদা-কালো ঘুঁটির সংখ্যাও ষোলোটি। তুমি মিছিলের কোর্সটা দেখলেই বুঝতে পারবে, সেটাও ইংরেজি আট সংখ্যার আকার ধারণ করে আছে–হার্মেসের দুটো সাপ পেচিয়ে থাকার মতো একটি জিনিস–ঠিক যেমন নির্বাণ লাভের জন্যে গৌতম বুদ্ধের অষ্টমার্গের প্রস্তাবনা–দেবতাদের কাছে পৌছানোর জন্য নির্মিত টাওয়ার অব বাবেলের আটটি স্তর। শার্লেমেইনের কাছে নিয়ে আসা আটজন ক্রিতদাসের একটি ফর্মুলার মতো–যা লুকিয়ে রাখা আছে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের মধ্যে..."

"একটি ফর্মুলা?" বিস্ময়ে বললাম আমি।

"অসীম ক্ষমতার একটি ফর্মুলা," জবাব দিলেন রুশো, "যার অর্থ হয়তো বিস্মৃত হয়ে গেছে কিন্তু এর চৌম্বকশক্তি এতোটাই শক্তিশালী যে তার অর্থ না বুঝেই আমরা ওটাব দ্বারা আলোড়িত হতে পারবো–যেমনটি কাসানোভা আর আমি পয়ত্রিশ বছর আগে ভেনিসে হয়েছিলাম।"

"এই আচারটা মনে হচ্ছে খুবই সুন্দর আর রহস্যময়," আমি বললাম তাকে। "কিন্তু আপনি কেন এর সাথে মন্তগ্নেইন সার্ভিসকে জড়াচ্ছেন–এটা তো নিছকই একটি কিংবদন্তী বলে মানুষ বিশ্বাস করে?"

"তুমি কি বুঝতে পারছো না?" বিরক্ত হয়ে বললেন রুশো। "এইসব ইতালিয়ান আর গ্রিক দ্বীপগুলো তাদের সব ঐতিহ্য, গোলোকধাঁধা, পাথর পূজা একই উৎস থেকে গ্রহণ করেছে–যে উৎস থেকে তারা উৎসারিত হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে।"

"ফিনিশিয়ার কথা বলতে চাচ্ছেন," বললাম তাকে।

"আমি বলতে চাচ্ছি অন্ধকার-দ্বীপের কথা," রহস্য করে বললেন তিনি, "আরব উপদ্বীপের প্রথম নাম ছিলো জাজায়ের। আরবিতে এখনও বলা হয় জাজিরাতুল আরব। এই উপদ্বীপটি দুটো নদীর মাঝখানে অবস্থিত, সেই দুই নদী হার্মেসের আট সংখ্যার আকৃতির মতোই পেচিয়ে আছে–এই দুই নদী তীরেই গড়ে উঠেছিলো মানবসভ্যতার আদি পীঠস্থান। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস..."

"আপনি বলতে চাচ্ছেন এই ফর্মুলাটি–আচার-অনুষ্ঠানটি মেসোপটেমিয়া থেকে এসেছে?" অনেকটা জোরেই বললাম আমি।

"সারাটা জীবন আমি কাটিয়ে দিয়েছি এটার নাগাল পাবার জন্য!" উঠে দাঁড়ালেন রুশো, খপ করে ধরে ফেললেন আমার হাত। "আমি কাসানোভা, তারপর বসওয়েল এবং অবশেষে দিদেরোকে পাঠিয়েছিলাম এই সিক্রেটটা উদ্ধার করার জন্যে। এখন তোমাকে পাঠাবো। এই ফর্মুলার সিক্রেটটি খুঁজে বের করার জন্য তোমাকে নির্বাচিত করেছি আমি, কারণ বিগত পয়ত্রিশ বছর ধরে আমি এর অর্থের পেছনে অর্থ বোঝার চেষ্টা করে গেছি। এখন আমার জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে..."

"কিন্তু মঁসিয়ে!" দ্বিধার সাথে বললাম। "আপনি যদি এই শক্তিশালী ফর্মুলাটি পেয়েও যান, এ দিয়ে আপনি করবেনটা কি? আপনি তো সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনের মাহাত্ম নিয়ে লিখেছেন–প্রকৃতির রাজ্যের কথা বলেছেন। সব মানুষের প্রাকৃতিকসাম্য আর নিষ্কলুষতার কথা বলেছেন। আপনার মতো একজন মানুষ এরকম হাতিয়ার দিয়ে কি করবে?"

"আমি রাজাদের শত্রু!" চিৎকার করে বললেন রুশো। "মন্তগ্রেইন সার্ভিসে যে ফর্মুলা আছে সেটা সব রাজাদের পতন ঘটাবে–সব সময়ের জন্যে সব রাজাদের শেষ করে দেবে! আহ্, সেটা হাতে পাবার জন্যে যদি আরো অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারতাম!"

রুশোকে আমার অনেক প্রশ্ন করার ছিলো কিন্তু ততোক্ষণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। লেসের কাজটা তিনি এমনভাবে রেখে দিলেন যেনো ইন্টারভিউটা শেষ হয়ে গেছে।

"এক সময় একজন মহান রাজা ছিলেন," আস্তে করে বললেন তিনি। "এ বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী রাজা। লোকে বলতো তিনি কখনও মারা যাবেন না, তিনি অমর। সবাই তাকে আল-ইস্কান্দার নামে ডাকতো, স্বর্ণের মুদ্রায় তার ছবি

খোদিত ছিলো, মাথায় পেচানো দুটো স্বর্গীয় ভেড়ার শিংসহ। ইতিহাস তাকে বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডার দি গ্রেট হিসেবে ঠাঁই দিয়েছে। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মেসোপটেমিয়ার ব্যাবিলনে মারা যান–ওখানে তিনি এই ফর্মুলাটি খুঁজতে গিয়েছিলেন। এভাবে সবাই মারা গেছে, সিক্রেটটা যদি আমাদের হতো..."

"আপনি যে হুকুম দেবেন আমি তা পালন করবো," তাকে বললাম, কাঁধে হাত দিয়ে ফুটব্রিজটা পার হতে সাহায্য করলাম তাকে। "মন্তগ্রেইন সার্ভিসটার অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে তাহলে আমরা সেটার অবস্থান চিহ্নিত করবো, সেইসাথে ফর্মুলাটি কি সেটাও জানবো।"

"আমার জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে," বিষন্নভাবে মাথা দুলিয়ে বললেন রুশো। "আমি এই চার্টটা তোমাকে দিলাম, আমার বিশ্বাস এটাই আমাদের হাতে থাকা একমাত্র ক্লু। কিংবদন্তী বলে ওটা নাকি আই-লা-শাপেয়ে'তে অবস্থিত শার্লেমেইনের প্রাসাদের মাটির নীচে কিংবা মন্তগ্রেইন অ্যাবিতে রাখা আছে। তোমার মিশন হলো ওটা খুঁজে বের করা।"

∞

হঠাৎ চুপ মেরে গেলো রোবসপাইয়ে, পেছন ফিরে তাকালো সে। টেবিলে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। সেদিকে তাকালেন ডেভিড।

"আপনি কি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?"

"এটা নিছক আপনার কল্পনা," ডেভিড বললেন। "আপনার এই ভুতুরে গল্প শুনে আমার মাথা ঘামানো উচিত না। ভাবছি যা বললেন সেটা বুড়ো বয়সের মতিভ্রম তো নয়?"

"আপনি ফিলিদোরের গল্পটা শুনেছেন, এবার রুশোরটা শুনলেন," বিরক্ত হয়ে বললো রোবসপাইয়ে। "আপনার ঐ ভাতিজি মিরিয়ের কাছে সত্যি সত্যি কিছু ঘুঁটি আছে–লাবায়ে জেলখানায়ও সে এটা স্বীকার করেছিলো। তার কাছে থেকে একটা স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য আমার সাথে আপনার বাস্তিলে আসা উচিত।"

কথাটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে সেটা ডেভিড বুঝতে পারলেন : রোবসপাইয়ের সাহায্য না পেলে ধরে নিতে হবে মিরিয়ের মৃত্যুদণ্ড লেখা হয়ে গেছে–সেইসাথে ডেভিডেরও। রোবসপাইয়ের প্রচণ্ড প্রভাবপ্রতিপত্তি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে। সবচাইতে খারাপ পরিণতিটা ডেভিড কল্পনাও করতে পারলেন। এই প্রথম তিনি মিরিয়ের অতিরিক্ত সতর্কতার যথার্থতা বুঝতে পারলেন। তার এই বন্ধু সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলো সে।

"এ ব্যাপারে আপনিও মারাতের সাথে ছিলেন!" চিৎকার করে উঠলেন তিনি। "ঠিক যেমনটি মিরিয়ে আশংকা করেছিলো! যেসব নানের চিঠি আমি আপনাকে দিয়েছিলাম...তাদের পরিণতি কি হয়েছে?"

"আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না," অধৈর্য হয়ে বললো রোবসপাইয়ে। "এই খেলাটা আমি এবং আপনার চেয়েও অনেক বড়–কিংবা আপনার ঐ ভাতিজি আর সেইসব নানদের চেয়েও! যে মহিলার হয়ে আমি কাজ করছি তিনি বন্ধুর চেয়ে শত্রু হিসেবে অনেক বেশি খারাপ। আপনি যদি নিজের মাথাটা ঘাড়ের উপর অক্ষত রাখতে চান তাহলে এ কথাটা মনে রাখবেন। ঐসব নানদের কি হয়েছিলো সেটা আমি বলতে পারবো না। আমি শুধু জানি ঐ ভদ্রমহিলা মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা একত্রিত করার চেষ্টা করছেন, ঠিক যেমনটি রুশো করতে চেয়েছিলেন মানবসভ্যতার মঙ্গলের জন্য–"

"ভদ্রমহিলা?" বললেন ডেভিড, কিন্তু রোবসপাইয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"শ্বেতরাণী," বাঁকা হাসি হেসে বললো সে। "দেবিদের মতো তিনি যা পেতে চান তা আদায় করে ছাড়েন, তার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। আমার কথাটা মনে রাখবেন–যা বললাম তা যদি করেন তাহলে শুধু প্রাণেই বাঁচবেন না, সেই সাথে ভালো পুরস্কারও পাবেন। উনি এটা দেখবেন।"

"আমি কোনো মিত্রও চাই না, পুরস্কারও চাই না," তিক্তকণ্ঠে বললেন ডেভিড। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কতো বড় জুডাস সে! ভালো করেই জানেন, তার কথা না শুনে উপায় নেই।

তেলের ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে রোবসপাইয়কে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

"আপনি কি চান না চান তাতে কিছুই যায় আসে না," ছোট্ট করে বললো রোবসপাইয়ে। "ঐ মহিলা যখন লন্ডন থেকে ফিরবেন তখন আমি আপনার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেবো। এখন তার নামটা আপনাকে বলতে পারছি না। তবে লোকে তাকে ভারত থেকে আসা মহিলা বলেই ডাকে..."

হল থেকে তাদের কণ্ঠটা আস্তে আস্তে মিইয়ে যেতে শোনা গেলো। ঘরটা যখন পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেলো তখন স্টুডিও'তে যাবার জন্যে পেছনে যে ছোট্ট দরজা আছে সেটা খ্যাচ করে শব্দ হতেই খুলে গেলো। বাইরের আতসবাজির কারণে মাঝেমধ্যেই ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠছে, সেই আলোতে কালচে এক অবয়ব দেখা গেলো। ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। একটু আগেই এখানে দু'জন লোক ছিলো। আরেকটা বিরাট বিস্ফোরণের সাথে সাথে যে তীব্র আলো বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলো সেই আলোতে দেখা গেলো শার্লোত্তে করদে টেবিলের সামনে উপুড় হয়ে কী যেনো দেখছে। তার এক বগলের নীচে একবাক্স পেইন্ট আর কিছু কাপড়, স্টুডিও থেকে এগুলো চুরি করেছে।

এখন টেবিলের উপর মেলে রাখা মানচিত্র সদৃশ্য চার্টটা দেখছে। সাবধানে ভেনিসের আচার-অনুষ্ঠানের ড্রইংটা ভাঁজ করে বডিসের ভেতর রেখে দিয়ে রাতের গাঢ় অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো সে।

জুলাই ১৭, ১৭৯৩

অন্ধকারাচ্ছন্ন জেলখানায় বসে আছে মিরিয়ে। সেলটার ভেতরে একটাই মাত্র জানালা, তাও বেশ উঁচুতে। নাগালের বাইরে। সেলের দেয়াল স্যাঁতস্যাঁতে পাথরের, জায়গায় জায়গায় পানি চুইয়ে পড়ছে। প্রস্রাবের বিশ্রী গন্ধ। এ হলো বাস্তিল দূর্গ। আজ থেকে চার বছর আগে এটার পতন হবার সাথে সাথে বিপ্লবের মশাল প্রজ্জ্বলিত করা হয়। মিরিয়েকে যেদিন প্রথম এখানে আনা হয় সেদিনটি ছিলো বাস্তিল দিবস–জুলাই ১৪ তারিখ–মারাতকে খুন করার পরদিন সেটা।

আজ তিন দিন ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন এই সেলে বন্দী হয়ে আছে সে। শুধুমাত্র বিচারের কারণে একবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তাকে এখান থেকে বের করা হয়েছিলো। বিচারের রায় হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিতে খুব বেশি দেরি করা হয় নি। আর মাত্র দুই ঘণ্টা পরই গিলোটিনে তার শিরোচ্ছেদ করা হবে।

শক্ত বেঞ্চে বসে আছে সে, শেষবারের মতো দেয়া কিছু খাবার ছুঁয়েও দেখে নি। তার সন্তান চ্যারিয়টের কথা ভেবে মন উতলা হয়ে আছে। মরুভূমিতে তাকে রেখে এসেছে। প্রিয় সন্তানের মুখ আর কোনো দিন দেখতে পাবে না। গিলোটিন জিনিসটা কেমন, ভাবতে লাগলো–তার ঘাড়ের উপর যখন ধারালো ব্লেডটা এসে পড়বে তখন কেমন লাগবে। দু'ঘণ্টা পরই এটা জানতে পারবে সে। ভ্যালেন্টাইনের কথাও মনে পড়ে গেলো তার।

গ্রেফতার করার সময় তার মাথায় যে আঘাত করা হয়েছিলো সেটা এখনও দপদপ করে ব্যথা করছে। তবে গ্রেফতারের চেয়ে তার বিচারকার্যটি ছিলো আরো বেশি বর্বর। প্রসিকিউটর আদালতের সামনে তার বুকের কাপড় সরিয়ে শার্লোত্তের কাগজগুলো জব্দ করেছে। এখন সারা দুনিয়া জানে সে হলো শার্লোত্তে করদে–তাদের এই ভুল ভাঙাতে গেলে মস্তগ্নেইনের প্রতিটি নানের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু সে জানে কিছু গোপন তথ্য যদি কোনোভাবে বাইরের দুনিয়ায় পাচার করতে পারতো তাহলে মরার আগেও কিছুটা তৃপ্তি পেতো সে। মারাতের কাছ থেকে শ্বেতরাণী সম্পর্কে সব জানতে পেরেছে।

বাইরের সেলে গারদ খোলার আওয়াজ শুনতে পেলো মিরিয়ে। তার সেলের দরজা খুলে গেলো কিছুক্ষণ পরই। মৃদু আলোতে দেখতে পেলো দু'টো অবয়ব সেলে ঢুকছে। একজন জেলার, অন্যজন ট্রাউজার, সিল্কের জামা, ঢিলেঢালা কোট আর মাথায় টুপি পরা। টুপির কারণে তার মুখের অনেকটা অংশই দেখা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়ালো মিরিয়ে।

"মাদেমোয়ে," বললো জেলার, "আদালত রেকর্ড রাখার স্বার্থে একজন পোর্ট্রেইট পেইন্টারকে পাঠিয়েছে আপনার স্কেচ করার জন্য। উনি বলছেন আপনি নাকি অনুমতি দিয়েছেন–"

"হ্যা, হ্যা!" দ্রুত বললো মিরিয়ে। "তাকে নিয়ে আসুন!" এবার তার সুযোগ এসেছে, উত্তেজনার সাথে ভাবলো সে। এই লোকটাকে রাজি করিয়ে তার মেসেজ বাইরে পাঠানো যেতে পারে। জেলার চলে যাবার পরই সে ছুটে গেলো পেইন্টারের কাছে। লোকটা তার রঙের বাক্স আর একটা ল্যাম্প মেঝেতে রেখে বেঞ্চের উপর বসলো।

"মঁসিয়ে!" আর্তনাদের মতো করে বললো মিরিয়ে। "আমাকে এক টুকরো কাগজ আর কলম দিন। মরে যাবার আগে জেলখানার বাইরে আমাকে একটা মেসেজ পাঠাতে হবে–আমার বিশ্বস্ত একজনের কাছে। তার নাম আমার নামের মতোই–করদে..."

"তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না, মিরিয়ে?" পেইন্টার বললো। লোকটা তার জ্যাকেট আর টুপি খুলতে শুরু করলে মিরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। লোকটা আর কেউ নয়, শার্লোত্তে করদে! "আসো, সময় নষ্ট কোরো না! অনেক কথা বলতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে। এক্ষুণি জামা পাল্টে নিতে হবে আমাদের।"

"কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না–আপনি এসব কী করছেন?" উদভ্রান্তের মতো বললো মিরিয়ে।

"আমি ডেভিডের ওখানে ছিলাম," মিরিয়ের হাতটা শক্ত করে ধরে বললো শার্লোত্তে। "উনি ঐ শয়তান রোবসপাইয়ের সাথে যোগ দিয়েছেন। আমি তাদের সব কথা আড়াল থেকে শুনেছি। তারা কি এখানে এসেছিলো?"

"এখানে?" কিছু বুঝতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে।

"তারা জেনে গেছে তুমি মারাতকে খুন করেছো, তারা আরো অনেক কিছু জানে। এসবের পেছনে এক মহিলা আছে–তারা তাকে ভারত থেকে আসা মহিলা বলে ডাকে। সে হলো শ্বেতরাণী, এখন সে লন্ডনে গেছে..."

"লন্ডন!" বললো মিরিয়ে। মারাত যখন বলেছিলো তার জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন আসলে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলো। ক্যাথারিন দি গ্রেট নন, লন্ডনের এক মহিলা। আর ওখানেই কিনা মিরিয়ে ঘুঁটিগুলো পাঠিয়েছে! *ভারত থেকে আসা মহিলা...*

"জলদি করো," শার্লোত্তে বললো। "তুমি ঝটপট কাপড় খুলে এই জামাটা পরে নাও, এটা আমি ডেভিডের বাড়ি থেকে চুরি করেছি।"

"আপনি কি পাগল হয়েছেন?" বললো মিরিয়ে। "আপনি এই খবরটাসহ আমার কাছে যে তথ্য আছে সেগুলো নিয়ে অ্যাবিসের কাছে অনায়াসেই চলে যেতে পারবেন। কৌশল খাটানোর মতো সময় আমাদের হাতে নেই–এতে কোনো কাজ হবে না। আমাকে অনেক কথা বলতে হবে ঐ গিলোটিনে–"

"দয়া করে দ্রুত কাপড় খুলে পরে নাও," আবারো বললো শার্লোত্তে।

"আমার অনেক কথা বলার আছে, সময়ও একদম নেই। এই যে, এই ড্রইংটা দেখো...এটা দেখে বলো তোমার কিছু মনে পড়ছে কিনা।" রোবসপাইয়ের ড্রইংটা বেঞ্চের উপর মেলে ধরলো শার্লোত্তে, তারপর নিজের জুতো আর মোজা খুলতে শুরু করলো সে।

মনোযোগ দিয়ে ড্রইংটা দেখলো মিরিয়ে। "মনে হচ্ছে কোনো মানচিত্র," বললো সে, তারপর এমনভাবে তাকালো যেনো তার মনে কোনো কিছু উদয় হচ্ছে। "মনে পড়েছে এখন...ঘুঁটিগুলো যে কাপড় দিয়ে মোড়ানো হয়েছিলো। নীল রঙের একটা কাপড়, ওটা দিয়ে মোড়ানো হয়েছিলো মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা! ওটার উপর যে নক্সা ছিলো সেটা দেখতে ঠিক এই মানচিত্রটার মতো!"

"ঠিক বলেছো," বললো শার্লোত্তে। "এটার সাথে একটা গল্প জড়িয়ে আছে। আমি যা বলি তাই করো, জলদি।"

"আপনি যদি আমার সাথে জামা বদল করার কথা বলে থাকেন তাহলে বলছি এটা আপনি করতে পারেন না," অনেকটা চিৎকার করে বললো মিরিয়ে। "দুই ঘণ্টার মধ্যে তারা আমার শিরোচ্ছেদ করবে। তারা যদি জানতে পারে আপনি এখানে এসেছেন তাহলে আর রক্ষা নেই। আপনিও মারা পড়বেন।"

"আমার কথা মন দিয়ে শোনো," নিজের জামা খুলতে খুলতে দৃঢ়কণ্ঠে বললো শার্লোত্তে। "অ্যাবিস আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন যে করেই হোক তোমাকে রক্ষা করার জন্য। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মন্তগ্নেইনে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই আমরা জানতাম তুমি কে। তুমি না থাকলে অ্যাবিস কখনই সার্ভিসটা মাটি থেকে তুলতেন না। তোমার বোন ভ্যালেন্টাইনকে কিন্তু এ কাজের জন্য বেছে নেয়া হয় নি। অ্যাবিস ভালো করেই জানতেন তুমি ভ্যালেন্টাইনকে ছাড়া প্যারিসে যেতে না। তিনি আসলে তোমাকেই বেছে নিয়েছিলেন–তুমিই এ কাজে সফল হতে পারবে..."

শার্লোত্তে এবার মিরিয়ের জামা খুলতে শুরু করলো। আচমকা খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেললো মিরিয়ে। "আমাকে বেছে নিয়েছেন মানে, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" ফিসফিসিয়ে বললো সে। "আপনি কেন বললেন, উনি আমার কারণেই মাটির নীচ থেকে ঘুঁটিগুলো বের করেছিলেন?"

"তুমি কি চোখে দেখো না?" রেগেমেগে বললো শার্লোত্তে। মিরিয়ের হাতটা শক্ত করে ধরে লণ্ঠনের কাছে নিয়ে গেলো সে। "তোমার হাতের চিহ্নটা দেখো! তোমার জন্মদিন এপ্রিলের চার তারিখে! তোমার ব্যাপারেই ভবিষ্যৎ করা হয়েছে! তুমিই মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা পুণরায় একত্রিত করবে!"

"হায় ঈশ্বর!" জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো মিরিয়ে। "আপনি বুঝতে পারছেন কি বলছেন? ভ্যালেন্টাইন এসবের জন্যে মারা গেছে! একটা বোকা ভবিষ্যৎবাণীর কারণে আপনি নিজের জীবনের ঝুঁকি..."

"না, মাই ডিয়ার," শান্তকণ্ঠে বললো শার্লোত্তে। "আমি আমার জীবন দিচ্ছি।"

ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইলো মিরিয়ে। এরকম একটি প্রস্তাব সে কি করে গ্রহণ করবে? মরুভূমিতে রেখে আসা সন্তানের কথা ভাবলো সে...

"না!" চিৎকার করে বললো মিরিয়ে। "এইসব ভয়ানক ঘুঁটিগুলোর কারণে আর কেউ জীবন দিক আমি সেটা চাই না!"

"তাহলে তুমি কি চাও আমরা দু'জনেই মারা যাই?" শার্লোত্তে আবারও মিরিয়ের জামা খুলতে শুরু করলো। অশ্রু সংবরণ করার জন্য মুখটা সরিয়ে রাখলো অন্যদিকে।

শার্লোত্তের থুতনিটা ধরে চোখেচোখ রাখলো মিরিয়ে। বেশ কিছুটা সময় পর কম্পিত কণ্ঠে কথা বললো শার্লোত্তে।

"তাদেরকে হারাতেই হবে আমাদের," বললো সে। "আর এটা কেবল তুমিই পারবে। তুমি কি এখনও বুঝতে পারছো না? মিরিয়ে–তুমি হলে ব্ল্যাক কুইন!"

∞

দুই ঘণ্টারও বেশি সময় পার হবার পরও তাকে গিলোটিনের কাছে নেবার জন্যে কেউ এলো না। শার্লোত্তে হাটু মুড়ে বেঞ্চের পাশে বসে প্রার্থনা করে যাচ্ছে।

তেলের ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে শার্লোত্তের কিছু স্কেচসহ ঘর থেকে চলে গেছে মিরিয়ে–এই স্কেচগুলো দেখিয়েই জেলখানা থেকে সে বের হয়ে গেছে। মিরিয়ের সাথে অশ্রুসজল বিদায়ের পর শার্লোত্তে সব ধরণের চিন্তাভাবনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হয়ে রইলো। পরম ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় এসে গেছে।

তার সেলের দরজা খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেলো–ঘুটঘুটে অন্ধকারেও অন্য কারোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো সে। এটা আবার কি? তারা কেন সেল থেকে তাকে নিয়ে যাচ্ছে না? নিঃশব্দের মাঝে অপেক্ষা করতে লাগলো শার্লোত্তে।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর শব্দ হলো এবার, তারপরই সেলের ভেতর জ্বলে উঠলো একটা লণ্ঠন।

"আমার পরিচয় দিচ্ছি," নরম একটা কণ্ঠ বললো। কণ্ঠটা শুনেই শার্লোত্তের রক্ত হিম হয়ে গেলো মুহূর্তে। পেছন ফিরেই রইলো সে। "আমার নাম ম্যাক্সিমিলিয়েঁ রোবসপইয়ে।"

মুখ ঘুরিয়ে রাখলেও ভয়ানকভাবে কাঁপছে শার্লোত্তে। টের পেলো লণ্ঠনের আলো তার দিকে ফেলা হচ্ছে, আরো শুনতে পেলো একটা চেয়ার টেনে বসার

শব্দ, ঠিক তার পাশেই। আরেকজনের কণ্ঠ শুনতে পেলো এবার, তবে সেটা কার চিনতে পারলো না। ঘরে কি আরেকজন আছে? ভয়ে আর পেছন ফিরে তাকাতে পারলো না।

"আপনার পরিচয় দেবার কোনো দরকার নেই," শান্তকণ্ঠে বললো রোবসপাইয়ে। "বিচারের দিন আমি উপস্থিত ছিলাম। আপনার বডিস থেকে যেসব কাগজপত্র পাওয়া গেছে ওগুলো আপনার নয়।"

এরপরই আরেকজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। অন্য লোকটা তার কাছেই এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে তার কাঁধে একটা হাত পড়তেই ভয়ে চিৎকার দিতে যাচ্ছিলো আরেকটুর জন্যে।

"মিরিয়ে, আমি যা করেছি তারজন্যে আমাকে ক্ষমা করে দাও!" চিত্রকর ডেভিডের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। "তাকে এখানে নিয়ে আসা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না। আমার হতভাগিনি মেয়েটা..."

পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মুখ ঘষলেন ডেভিড। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকা রোবসপাইয়ের অভিব্যক্তি হঠাৎ করেই পাল্টে গেলো। তারপরই ভয়ে আর ক্ষোভে লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিয়ে তার মুখের কাছে ধরলো সে।

"বোকার বোকা!" ডেভিডকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললো রোবসপাইয়ে। "আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম দেরি হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু না-আপনি বিচারের রায় ঘোষণার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করলেন! ভেবেছিলেন আপনার ভাতিজি পার পেয়ে যাবে! এখন দেখছেন তো, সে পালিয়েছে! এরজন্যে আপনিই দায়ি!"

বেঞ্চের উপর আছাড় মেরে লণ্ঠনটা রেখে শার্লোত্তেকে দু'হাতে ধরে দাঁড় করালো। সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিলো তার গালে।

"ও কোথায়?!" চিৎকার করে বললো সে। "তাকে কোথায় পাঠিয়েছো? তুমি যদি সব স্বীকার না করো তাহলে তার জায়গায় তুমি মারা যাবে!"

শার্লোত্তের ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। শান্তভাবে মুখ তুলে তাকালো রোবসপাইয়ের দিকে। তারপরই দেখা গেলো অদ্ভুতভাবে হাসছে।

"এটাই তো আমি চাই," নির্বিকারভাবে বললো সে।

লন্ডন
জুলাই ৩০, ১৭৯৩

প্রায় মাঝরাতে থিয়েটার থেকে ফিরে এলো তয়িরাঁ। এন্ট্রান্স হলে টুপিটা রেখে স্টাডিরুমের দিকে পা বাড়াতেই তার সামনে এসে দাঁড়ালো কর্তিয়াদি।

"মঁসিয়ে," চাপাকণ্ঠে বললো সে, "একজন ভিজিটর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনার স্টাডিতে ভদ্রমহিলাকে বসতে দিয়েছি। মনে হচ্ছে খুব জরুরি। তিনি বলছেন, মাদেমোয়ে মিরিয়ের খবর নিয়ে এসেছেন।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," স্টাডির দিকে ছুটে যাবার আগে বললো তয়িরাঁ।

স্টাডির ফায়ারপ্লেসের সামনে কালো ভেলভেটের টুপি পরে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, দু'হাত আগুনের সামনে মেলে ধরে গরম করে নিচ্ছে। তয়িরাঁ ঘরে ঢুকতেই মহিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে টুপিটা খুলে ফেললো। সোনালি চুল আছড়ে পড়লো তার কাঁধ অবধি। তয়িরাঁর দম বন্ধ হয়ে গেলো তাকে দেখে।

"ভ্যালেন্টাইন!" চাপাকণ্ঠে বললো সে। হায় ঈশ্বর, এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? মৃত্যুর পর কিভাবে জীবিত হতে পারলো সে?

মহিলা তার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলো কিন্তু তয়িরাঁ যেনো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে। তার সামনে এসে হাটু মুড়ে বসে পড়লো মহিলা, হাতটা তুলে নিয়ে নিজের গালে ছোঁয়ালো। তয়িরাঁ তার অন্যহাতটা দিয়ে মহিলার চুল স্পর্শ করলো আলতো করে। চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। কিভাবে এটা সম্ভব হলো?

"মঁসিয়ে, আমি ভীষণ বিপদে আছি," নীচুকণ্ঠে বললো মহিলা। কিন্তু এটা ভ্যালেন্টাইনের কণ্ঠ নয়। চোখ খুলে তাকালো সে। একেবারে ভ্যালেন্টাইনের মতোই দেখতে। তবে সে ভ্যালেন্টাইন নয়।

তার চোখ মহিলার সোনালি চুল, মসৃণ ত্বক, সমৃদ্ধ বক্ষা আর হাতের দিকে ঘুরে বেড়ালো...কিন্তু হাতের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলো সে। মহিলার একহাতে স্বর্ণের সৈন্য ধরা। সেটার গায়ে বসানো জুয়েলগুলো চকচক করছে–মন্তগ্রেইন সার্ভিসের একটি সৈন্য ঘুঁটি!

"আমি আপনার দয়ার উপর নিজেকে সমর্পণ করেছি, স্যার," ফিসফিস করে বললো মহিলা। "আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আমার নাম ক্যাথারিন গ্র্যান্ড। আমি এসেছি ভারত থেকে..."

ব্ল্যাক কুইন

নরকের জিঘাংসা আমার হৃদয়ে বলক দিচ্ছে,
আর চারপাশে বিরাজ করছে মৃত্যু, হতাশা!...
চিরতরের জন্যে ছুঁড়ে ফেলো, পরিত্যাক্ত করো,
ছিঁড়ে ফেলো প্রকৃতির সব বাধন।
–দ্য কুইন অব দি নাইট
দ্য ম্যাজিক ফ্লুইট
ইমানুয়েল শিকানিডার এবং উলফগ্যাং আমাদিউস মোজার্ট

আলজিয়ার্স
জুন ১৯৭৩

তো এই হলো মহিলা গণক–মিনি রেনসেলাস।

আমরা এমন একটা ঘরে বসলাম যেখানে অনেকগুলো ফ্রেঞ্চ জানালা আছে, তবে ভারি পর্দা থাকার কারণে বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে কিছুটা আড়াল তৈরি করতে পেরেছে। নেকাব পরা কিছু মহিলা নিঃশব্দে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো, সেগুলো টেবিলের উপর রেখে আবার চলে গেলো নিঃশব্দেই। মেঝেতে থাকা কিছু কুশনের উপর গা এলিয়ে দিয়েছে লিলি। আমি তার পাশে বিশাল চামড়ায় তৈরি মরোক্কান চেয়ারে বসে একধরণের সুগন্ধী পাতা চিবোচ্ছি। আমার ঠিক সামনে একটি সবুজ ডিভানের উপর গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে মিনি রেনসেলাস।

অবশেষে তার দেখা পেলাম। ছয় মাস আগে এই মহিলা গণক আমাকে বিপজ্জনক একটি খেলায় টেনে এনেছিলো। অনেক চেহারার এক নারী। নিমের কাছে সে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রয়াত ডাচ কনসালের স্ত্রী। আমি যদি কোনো সমস্যায় পড়ি তাহলে এই মহিলা আমাকে সাহায্য করার কথা। তেরেসার কথা বিশ্বাস করলে এই মহিলা এখানে খুব জনপ্রিয়। সোলারিনের কাছে এই একই মহিলা আবার বিজনেস কন্ট্যাক্ট। মোরদেচাইয়ের কাছে এই মহিলা পুরনো বন্ধু আর মিত্র। তবে এল মারাদের কথা মানলে বলতেই হয়, এই মহিলাই হলো কাশাবাহ্'র মোখফি মোখতার–যে মহিলার কাছে মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা আছে। সে অনেকের কাছেই অনেক কিছু কিন্তু সবকিছুই একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

"আপনি হলেন ব্ল্যাক কুইন," বললাম আমি।

রহস্যময় হাসি হাসলো মিনি রেনসেলাস। "এই খেলায় স্বাগতম," মহিলা বললো।

"তাহলে এই হলো স্পেডের রাণী!" একটু উঠে বসে বললো লিলি। "উনি একজন খেলোয়াড়, সুতরাং চালগুলো সম্পর্কে উনি ভালোই জানেন!

"শুধু খেলোয়াড় নন, বেশ বড় খেলোয়াড়," মিনি রেনসেলাসের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম। "উনি সেই গণক যাকে তোমার দাদা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তিনি শুধু এই খেলার চালগুলোই জানেন না, খেলাটাও ভালো করে জানেন।"

"তুমি ভুল বলো নি," ইংল্যান্ডের চেশায়ারের বেড়ালের মতো হাসি দিয়ে বললো মিনি। অবাক হয়ে ভাবলাম এই মহিলাকে দেখতে একেক সময় একেক রকম লাগে কি করে। তাকে শেষবার যেমন দেখেছিলাম তারচেয়েও অনেক কম বয়সি দেখাচ্ছে। এই মহিলা আসলে কে?

"অবশেষে তুমি এলে," মৃদুস্বরে আর মিষ্টি করে বললো মিনি রেনসেলাস। "আমি অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছি। এখন তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে..."

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। "সাহায্য করবো?" বললাম রেগেমেগে। "দেখুন, আমি আপনাকে বলি নি আমাকে এই খেলার জন্যে বেছে নিন। তবে আমি আপনাকে ডেকেছি, আপনি এর জবাব দিয়েছেন, ঠিক যেমন আপনার কবিতা বলেছে। এখন হয়তো আপনি আমাকে 'মহান আর বিরাট কিছু দেখাবেন যা এর আগে কখনও দেখা হয় নি।' কারণ এরজন্যে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে, সিক্রেট পুলিশ আমাকে ধাওয়া করেছে, চোখের সামনে দু'জনকে মরতেও দেখেছি আমি। লিলি এখন আলজেরিয়ার ইমিগ্রেশনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে–আর এর সবটাই তথাকথিত ঐ খেলার জন্যে।"

একনাগারে কথাগুলো বলে হাফাতে লাগলাম। আমার অবস্থা দেখে ক্যারিওকা লাফ দিয়ে মিনির কোলে গিয়ে বসলো। গোল গোল চোখে চেয়ে রইলো লিলি।

"তোমার জোশ দেখে খুশি হলাম," ক্যারিওকাকে আলতো করে আদর করতে করতে শীতলভাবে বললো মিনি। "অবশ্য দাবা খেলায় সবচাইতে মূল্যবান বিষয় হলো ধৈর্য। তোমার বন্ধু লিলি এটা আরো ভালো বলতে পারবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমার সাথে দেখা করার জন্য আমি নিউইয়র্কে গেছিলাম। সেই ভ্রমণটা বাদ দিলে, আলজেরিয়ার বিপ্লবের পর বিগত দশ বছরে আমি কাশাবাহ্'র বাইরে পা রাখি নি। একদিক থেকে বলতে গেলে আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি। তবে তুমি আমাকে মুক্ত করতে পারবে।"

"বন্দী!" লিলি আর আমি একসাথে কথাটা উচ্চারণ করলাম।

"আমার কাছে তো আপনাকে বেশ স্বাধীনই মনে হচ্ছে," বললাম আমি। "আপনাকে আবার কে বন্দী করে রেখেছে?"

" 'কে' না, বলো 'কি', " একটু সামনে ঝুঁকে চা ঢাললো মিনি। "দশ বছর আগে কিছু ঘটনা ঘটে–এমন কিছু যা আমি আন্দাজও করতে পারি নি–এরফলে ক্ষমতার সূক্ষ্ম ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায়। আমার স্বামী মারা যায়, এখানে শুরু হয়ে যায় বিপ্লব।"

"আলজেরিয়ানরা ১৯৬৩ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে," লিলিকে বললাম আমি। "ভীষণ রক্তপাতের একটি বিপ্লব ছিলো।" এরপর মিনির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনাদের অ্যাম্বাসিটা বন্ধ হবার পর খুব সহজেই তো নিজের দেশে ফিরে যেতে পারতেন, কিন্তু তা না করে কেন এখানে থেকে গেলেন? দশ দশটি বছর পেরিয়ে গেছে ঐ বিপ্লবের পর।"

একটু আছাড় মেরেই নিজের চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো মিনি। ক্যারিওকাকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "পেছনে পড়ে থাকা দাবার সৈন্যের ঘুঁটির মতো আমি স্থবির হয়ে গেছি," মুষ্টিবদ্ধ হাত করে বললো সে। "১৯৬৩ সালে আমার স্বামীর মৃত্যু আর বিপ্লবের কারণে বেশ কঠিন অবস্থায় পড়ে যাই। দশ বছর আগে রাশিয়ার শীতকালীন প্রাসাদ মেরামত করার সময় মস্তগ্লেইন সার্ভিস বোর্ডের ভাঙা অংশ খুঁজে পাওয়া যায়!"

উত্তেজনায় আমি আর লিলি একে অন্যের দিকে তাকালাম। এবার কিছুটা স্পষ্ট হতে শুরু করছে।

"দারুণ," বললাম। "কিন্তু আপনি এটা কিভাবে জানলেন? এটা তো খবরের শিরোনাম হয় নি। আর এরসাথে আপনার এখানে ফেঁসে যাওয়ার কি সম্পর্ক সেটাও তো বুঝতে পারছি না?"

"আমার কথা শোনো, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে!" ঘরে পায়চারি করতে করতে বললো মিনি। "তারা যদি বোর্ডটা উদ্ধার করে থাকে তাহলে ফর্মুলার এক তৃতীয়াংশ পেয়ে গেছে!" ঝট করে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন রাশিয়ানরা?" বললাম। "তারা যদি প্রতিপক্ষ টিম হয়ে থাকে তাহলে আপনি কি করে সোলারিনের দোস্ত হলেন?" আমার মাথা দ্রুত কাজ করছে এখন। মিনি বলছে ফর্মুলার এক তৃতীয়াংশ। তার মানে সে বাকি অংশগুলো সম্পর্কেও জানে!"

"সোলারিন?" হাসতে হাসতে বললো মিনি। "আমি কি করে এসব জানলাম বলে তুমি মনে করো? তুমি কেন মনে করছো তাকে আমি একজন খেলোয়াড় হিসেবে বেছে নিয়েছি? আলজেরিয়াতে থেকে গিয়ে আমার জীবনটা কেন বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছি বলে মনে করছো–আর কেনই বা তোমাদের

দু'জনকে আমার ভীষণ প্রয়োজন?"

"কারণ রাশিয়ানদের কাছে ফর্মুলার এক তৃতীয়াংশ আছে?" বললাম তাকে। "তারা নিশ্চয় প্রতিপক্ষ দলের একমাত্র খেলোয়াড় নয়।"

"না," একমত পোষণ করলো মিনি। "একমাত্র তারাই আবিষ্কার করেছে আমার কাছে বাকিটা আছে!"

কোনো কিছু আনার জন্যে মিনি যখন ঘর থেকে চলে গেলো আমি আর লিলি উত্তেজনায় ফেটে পড়লাম। ক্যারিওকা আমার চারপাশে ঘুরঘুর করতে থাকলে কষে একটা লাথি মেরে সরিয়ে দিলাম তাকে।

আমার ব্যাগ থেকে ছোট্ট দাবাবোর্ডটি বের করে নিয়ে সামনের নীচু টেবিলের উপর মেলে রাখলো লিলি। আমাদের প্রতিপক্ষ কে? ভাবতে লাগলাম। রাশিয়ানরা কিভাবে জানতে পারলো মিনি একজন খেলোয়াড়, দশ বছর ধরে সে এই দেশে আঁটকা পরে আছে?

"মোরদেচাই আমাদেরকে কি বলেছিলেন সেটা নিশ্চয় তোমার মনে আছে," বললো লিলি। "বলেছিলেন দশ বছর আগে রাশিয়াতে গিয়ে তিনি সোলারিনের সাথে দাবা খেলেছিলেন, বলেন নি?"

"ঠিক। তুমি বলছো, তখন তিনি নিজেকে একজন খেলোয়াড় হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন?"

"কিন্তু কোন্ খেলোয়াড়?" দাবাবোর্ডে ঘুঁটিগুলো সাজাতে সাজাতে বললো সে।

"নাইট!" হুট করে মনে পড়তেই চিৎকার দিয়ে বললাম। "সোলারিন আমার অ্যাপার্টমেন্টে যে নোট রেখে গেছিলো সেটাতে নাইটের প্রতীক ছিলো!"

"তো মিনি যদি ব্ল্যাককুইন হয়ে থাকে আমরা হলাম কালো দলের সদস্য–তুমি, আমি, মোরদেচাই আর সোলারিন। কালো টুপির লোকগুলো ভালো লোক। মোরদেচাই যদি সোলারিনকে নিযুক্ত করে থাকে তাহলে মোরদেচাই হলেন ব্ল্যাক কিং–কালো রাজা। তার মানে সোলারিন কালো রাজার দলে।"

"তুমি আর আমি হলাম সামান্য সৈন্য," চট করে বললাম আমি। "সল এবং ফিস্কও তাই ছিলো..."

"এই সৈন্য দুটো বোর্ড থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে," দুটো সৈন্য বোর্ড থেকে সরিয়ে বললো লিলি। ঘুঁটিগুলো যুদ্ধংদেহী অবস্থায় সাজিয়ে রাখলো সে। তার চিন্তাভাবনা অনুসরণ করার চেষ্টা করলাম।

যেই না বুঝতে পারলাম মিনি হলো সেই গণক তখন থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা খচখচানি শুরু হয়ে গেছিলো। এখনও সেটা চলছে। চট করেই জেনে গেলাম সেটা কেন হচ্ছে। আসলে এই মিনি নামের মহিলা আমাকে এই খেলায় টেনে আনে নি। আমাকে টেনে এনেছে নিম–পুরো ব্যাপারটাই করেছে

নিম। সে না থাকলে আমার জন্মদিন নিয়ে, অন্য লোকজনের মৃত্যুর সাথে আমার সম্পর্ক এসবের যে সাংকেতিক ধাঁধা সেটির অর্থোদ্ধার কখনওই করতে পারতাম না-কিংবা মস্তগ্লেইন সার্ভিসটার অংশগুলো খোঁজ করা। এখন এ নিয়ে ভাবতেই আরো বুঝতে পারলাম তিন বছর আগে আমি আর নিম যখন ট্রিপল-এম নামক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম তখন সে-ই আমাকে হ্যারির কোম্পানির সাথে কন্ট্রাক্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো! সেই নিমই আমাকে মিনি রেনসেলাসের কাছে পাঠিয়েছে...

ঠিক এমন সময় বড়সড় একটা ধাতব বাক্স আর চামড়ায় বাধানো বই নিয়ে ঘরে ঢুকলো মিনি। বই আর বাক্সটা একসাথে ফিতা দিয়ে বাধা। টেবিলের উপর রাখলো সেগুলো।

"নিম জানতো আপনি সেই গণক!" তাকে বললাম আমি। "এমন কি সে যখন আমাকে মেসেজটার অর্থোদ্ধার করতে সাহায্য করছিলো তখনও এটা তার জানা ছিলো!"

"নিউইয়র্কে তোমার বন্ধুর কথা বলছো?" লিলি বললো। "সে কোন্ ঘুঁটি হতে পারে?"

"রুক," লিলির দাবাবোর্ডর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো মিনি।

"অবশ্যই!" চিৎকার করে বললো লিলি। "সে নিউইয়র্কে থাকছে রাজাকে ক্যাসলিং করার জন্য..."

"লাডিসলাউস নিমের সাথে আমার মাত্র একবারই দেখা হয়েছে," বললো মিনি। "যখন তাকে খেলোয়াড় হিসেবে বেছে নেই তখন। ঠিক যেমন তোমাকে এখন বেছে নিয়েছি। সে অবশ্য তোমার ব্যাপারে বার বার রিকমেন্ড করেছিলো তবে আমি যে নিউইয়র্কে আসবো সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি। আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম আমার যে দক্ষতার দরকার সেটা তোমার সত্যি সত্যি রয়েছে কিনা।"

"কিসের দক্ষতা?" লিলি বললো, দাবাবোর্ডের ঘুঁটিগুলো এখনও সাজিয়ে যাচ্ছে সে। "ও তো দাবাই খেলতে পারে না।"

"না," বললো মিনি। "তোমরা দু'জন এক্কেবারে উপযুক্ত একটি টিম হবে।"

"টিম?!" আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। লিলির মতো বিরক্তিকর মেয়ের সাথে একই টিমে থাকা নিয়ে আমি যারপরনাই উদ্বিগ্ন। যদিও দাবা খেলাটি সে আমার থেকে অনেক ভালো খেলে কিন্তু অন্য সব বিষয়ে তার বাস্তবজ্ঞান একেবারেই বালখিল্য ধরণের।

"তাহলে আমাদের কাছে একজন কুইন, নাইট, রুক আর কিছু সৈন্য রয়েছে," মিনির দিকে তাকিয়ে কথার মাঝখানে বললো লিলি। "অন্য টিমের কি অবস্থা? আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করা জন হারমানোল্ড, আমার মামা

লিউলিন আর ঐ কার্পেট ব্যবসায়ী তাহলে কি–তার নামটা যেনো কি?"

"এল-মারাদ!" এই লোকটার ভূমিকা কি সেটা চট করে মনে পড়তেই আমি বললাম। এটা বোঝা খুব একটা কঠিন কিছু নয়–দূর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে থাকা এক লোক, যে নিজের জায়গা ছেড়ে কখনও বাইরে যায় না, অথচ সারাবিশ্বের সাথে ব্যবসা করে, তার পরিচিত প্রায় সব লোক তাকে ভয় করে, ঘৃণা করে...সে নিজেও দাবার ঘুঁটিগুলো পেতে মরিয়া। "সে হলো সাদা রাজা," বললাম আমি।

মিনির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আমার পাশে ধপ করে বসে পড়লো সে। "তুমি এল-মারাদের সাথে দেখা করেছো?" তার কণ্ঠটা বেশ নীচু শোনালো।

"কয়েক দিন আগে কাবিলে গেছিলাম," বললাম তাকে। "আমার তো মনে হয় সে আপনার সম্পর্কে বেশ ভালোই জানে। সে-ই আমাকে বলেছে আপনার নাম মোখফি মোখতার, থাকেন কাশাবাহ্'তে, আপনার কাছেই মন্তগ্লেইন সার্ভিসের ঘুঁটিগুলো আছে। আরো বলেছে, আমি যদি আমার জন্ম তারিখটার কথা আপনাকে বলি তাহলে আপনি ঘুঁটিগুলো আমাকে দিয়ে দেবেন।"

"তাহলে যতোটুকু ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক বেশি জানে সে," হতাশ হয়ে বললো মিনি। চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলতে শুরু করলো এবার। "তবে একটা জিনিস সে নিশ্চিত জানে না, যদি জানতো তাহলে তোমার সাথে কখনও দেখা করতো না। সে জানে না তুমি কে!"

"আমি কে মানে?" একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেলাম। "এই খেলার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি যেদিন জন্ম নিয়েছি–এপ্রিলের চার তারিখ–সেদিন এই পৃথিবীতে অসংখ্য লোক জন্মেছে–তাদের অনেকের হাতেই উদ্ভট কিছু দাগও আছে। এটা তো একেবারেই হাস্যকর কথা। লিলির সাথে আমি একমত : আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে কিভাবে সাহায্য করবো।"

"আমি তোমার সাহায্য চাই না," বাক্সটা খুলে দৃঢ়ভাবে বললো মিনি। "আমি চাই তুমি আমার জায়গাটা নাও।" লিলির দাবাবোর্ডের দিকে ঝুঁকে কালো রাণীর ঘুঁটিটা হাতে নিয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

বোর্ডে ঘুঁটিটার অবস্থানের দিকে চেয়ে রইলো লিলি। তারপর আমার হাটুতে হাত রাখলো সে।

"এই তো!" লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। "দেখতে পাচ্ছো? রাজাকে বোর্ড থেকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য করে কালো রাণী এখন সাদা রাণীর জায়গা নিতে পারবে–শুধুমাত্র নিজেকে উন্মোচন করার মধ্য দিয়ে। একমাত্র যে ঘুঁটিটা তাকে রক্ষা করতে পারতো সেটা সামনের এই সৈন্যটা..."

আমি বোঝার চেষ্টা করলাম। বোর্ডে আটটা কালো ঘুঁটি আছে কালো বর্গে বসানো, বাকিগুলো সাদা বর্গে। এগুলোর সামনে, সাদার ঘরের শেষ সীমানায় একটা কালো সৈন্য বসে আছে, একটা রুক আর ঘোড়া সেটাকে সুরক্ষা দিচ্ছে।

"আমি জানি তুমি দারুণ করজ করতে পারবে," হেসে বললো মিনি, "একটু চেষ্টা করে দেখো।" এটা খেলাটার বর্তমান অবস্থার একেবারে নিখুত রিকন্সট্রাকশন।" আমার দিকে তাকিয়ে আরো বললো মিনি, "মোরদেচাইর এই নাতনিকে তুমি কেন সামনে এগিয়ে থাকা কালো সৈন্যটার উপর মনোনিবেশ করতে বলছো না?"

আমি লিলির দিকে চেয়ে দেখি সে হাসছে। সামনের দিকে থাকা সৈন্যটায় টোকা মারছে সে।

"কোনো রাণীকে শুধুমাত্র আরেক রাণীই প্রতিস্থপান করতে পারে," বললো লিলি। "এটা মনে হচ্ছে তুমি।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "আমি তো ভেবেছি আমি একজন সৈন্য।"

"তা ঠিক। কিন্তু কোনো সৈন্য যদি প্রতিপক্ষ সৈন্যের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারে, পৌছাতে পারে প্রতিপক্ষের অষ্টম বর্গে, তাহলে সেটা যেকোনো ঘুঁটিতে রূপান্তর করে নেয়া যায়। এমনকি একটা রাণীতেও নেয়া সম্ভব। এই সৈন্যটা যখন অষ্টম বর্গে পৌছাবে, যেটা কিনা রাণীর বর্গ, তখন এটা কালো রাণীকে প্রতিস্থাপিত করতে পারবে!"

"অথবা তাকে খেয়ে ফেলবে," জ্বলজ্বলে চোখে বললো লিলি। "আলজিয়ার্সে অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপে একটি সৈন্য ঘুঁটি প্রবেশ করেছে। ঠিক যেনো তুমি সাদার সীমানায় প্রবেশ করেছো। তুমি রহস্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছো। আটের সিক্রেটে।"

∞

গ্রীষ্মকালের ব্যারোমিটারের মতো আমার মেজাজ ওঠানামা করতে লাগলো। আমি কালো রাণী? এর মানে কি? যদিও রিলি একটু আগে বলেছে একই বোর্ডে একটি রঙের শুধুমাত্র একটি রাণীই থাকে তারপরও মিনি বলেছে আমি তার জায়গা নেবো। এর মানে কি সে খেলা ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা করছে?

তারচেয়েও বড় কথা তার যদি প্রতিস্থাপনের দরকারই পড়ে তাহলে লিলিকে নয় কেন? লিলি ছোট্ট দাবাবোর্ডে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার অবস্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে ঘুঁটি আর চালে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু আমি দাবা খেলায় একেবারেই কাঁচা, তাহলে আমার দক্ষতা কি? এই সৈন্যটি প্রতিপক্ষের রাণীর বর্গে যাবার আগে অন্য কোনো সৈন্যের হাতে মারা পড়ে নি। কিন্তু ভালো অবস্থানে থাকা ঘুঁটির হাতে তো মারা পড়তে পারতো। আমার মতো একজনও দাবা খেলার এতোটুকু অন্তত জানে।

ধাতব বাক্সের ভেতর থেকে জিনিসটা আমাদের সামনে বের করলো মিনি।

এবার ভারি একটা কাপড় টেবিলের উপর রেখে সেটার ভাঁজ খুলতে শুরু করলো সে। কাপড়টা গাঢ় নীল রঙের। সেটার মধ্যে রঙ করা কাঁচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে–কতোগুলো বৃত্তাকারের, কতোগুলো ডিম্বাকৃতির–প্রতিটি এক কোয়ার্টারের আকৃতির। কাপড়টার উপরে ধাতব সূতায় অদ্ভুত ডিজাইনের ভারি এম্ব্রয়ডারি করা। দেখে মনে হচ্ছে রাশিচক্রের কিছু সিম্বল। আরো কিছু সিম্বলের সাথে ওগুলোর মিল আছে তবে আমি সেটা ধরতে পারছি না। শুধু চেনা চেনা লাগছে। কাপড়টার মাঝখানে দুটো সাপের পেচিয়ে থাকা বড়সড় একটি এম্ব্রয়ডারি রয়েছে। আসলে পেচিয়ে থাকা নয়, মনে হচ্ছে তারা একে অন্যের লেজ খাচ্ছে। আকৃতিটা যেনো ইংরেজি আট সংখ্যার মতো।

"এটা কি?" কাপড়টার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

লিলি একটু সামনে এগিয়ে এসে কাপড়টা হাত দিয়ে ধরে দেখলো। "এটা আমাকে কিছু একটা মনে করিয়ে দিচ্ছে," বললো সে।

"এটা হলো সেই কাপড়," আমাদেরকে বললো মিনি, "যা দিয়ে মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা মোড়ানো ছিলো। দাবার অংশগুলোর সাথে এটাও মন্তগ্নেইন অ্যাবি'র মাটির নীচে হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রাখা ছিলো, তবে ফরাসি বিপ্লবের সময় মন্তগ্নেইনের নানেরা এটা মাটি থেকে তুলে আনে। এরপর থেকে কাপড়টা অনেক হাত ঘুরেছে। বলা হয়ে থাকে, ক্যাথারিন দি গ্রেটের সময় দাবাবোর্ডের সাথে এটাও রাশিয়াতে চলে যায়। আগেই বলেছি, রাশিয়ানরা বোর্ডটি আবিষ্কার করেছে।"

"আপনি এসব জানেন কিভাবে?" বললাম আমি, যদিও আমার চোখ নীল রঙের ভেলভেট কাপড়ের উপর থেকে সরছে না। মন্তগ্নেইন সার্ভিসের কাপড়–হাজার বছর পরও এখনও অটুট আছে। মনে হচ্ছে ঘরের আলোয় জ্বল জ্বল করছে কাপড়টা। "আপনি কিভাবে এ জিনিস পেলেন?" হাত বাড়িয়ে সেটা স্পর্শ করতে চাইলাম।

"তুমি জানো," বললো লিলি, "আমি দাদার কাছে অনেক রত্ন-পাথর দেখেছি। আমার মনে হয় এসব জিনিস আসল!"

"অবশ্যই আসল," কথাটা মিনি এমনভাবে বললো যে, আমার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি বয়ে গেলো। "এই সাংঘাতিক জিনিসটার সব কিছুই আসল। তোমরা যেমনটি জেনেছো, মন্তগ্নেইন সার্ভিসে একটি ফর্মুলা রাখা আছে–প্রচণ্ড শক্তিশালী একটি ফর্মুলা, যারা জানে এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তাদের জন্যে এটা অশুভ এক শক্তি।"

"অশুভই হতে হবে কেন?" বললাম। তবে কাপড়টার মধ্যে কিছু একটা আছে–সম্ভবত আমার কল্পনা কিন্তু আমার মনে হলো ওটা নীচ থেকে মিনির মুখে একধরণের আভা উদগীরণ করছে।

"প্রশ্নটা হওয়া উচিত, অশুভ হওয়ার দরকার কি?" শীতল কণ্ঠে বললো মিনি। "তবে এর অস্তিত্ব মস্তগ্রেইন সার্ভিসেরও অনেক আগে থেকে ছিলো। ঠিক যেমন ছিলো ফর্মুলাটি। কাপড়টার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।" আরো কয়েক কাপে চা ঢালতে ঢালতে তিক্ত হাসি দিয়ে বললো মিনি। মনে হলো তার সুন্দর মুখটা হঠাৎ করেই রুক্ষ আর ক্লান্ত হয়ে গেছে। এই প্রথম বুঝতে পারছি খেলাটার জন্যে মহিলাকে কতোটুকু মূল্য দিতে হয়েছে।

চেয়ারে বসে পড়ে কাপড়টা আরো ভালো করে দেখতে শুরু করলাম।

মৃদু আলোয় দেখতে পেলাম সোনালি রঙের আট সংখ্যাটি যেনো নীল রঙের ভেলভেটের উপর মোচড়ানো ধূমকেতুর মতো দেখাচ্ছে। তার চারপাশে কতোগুলো সিম্বল-মঙ্গল এবং শুক্র, শনি আর মঙ্গল...তারপরই আমি সেটা দেখতে পেলাম। এছাড়াও তারা আর কি আকার প্রতিবাদ করছে সেটা বুঝতে পারলাম!

"এগুলো মৌলিক পদার্থ!" চিৎকার করে বললাম আমি।

মিনি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"অক্টেভের নিয়ম," বললো সে।

এবার সবকিছু পরিস্কার হচ্ছে। এইসব রত্ন আর সোনালি সূতার এম্ব্রয়ডারি এমনসব সিম্বলের আকার তৈরি করেছে যা সুদূর অতীতকালে দার্শনিক আর বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির সবকিছু গঠনের মৌলিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে আছে লৌহ, তামা, রূপা আর স্বর্ণ-সালফার, পারদ, সীসা আর অ্যান্টিমনি, অর্থাৎ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লবন আর এসিড। সোজা কথায় জীবিত আর মৃত সব বস্তুই গঠিত হয় এসব দিয়ে।

ঘরের মধ্যে আমি পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলাম। সবকিছু আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে এখন। "অক্টেভের নিয়ম," আমার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা লিলিকে বললাম। "এই নিয়মের উপর ভিত্তি করেই *পিরিওডিক টেবিল অব দি এলিমেন্টস* নির্মাণ করা হয়। ১৮৬০ সালে মেনডিলিভ এই টেবিলটি বানানোর আগে ইংরেজ রসায়নবিদ জন নিউল্যান্ডস আবিষ্কার করেন, তুমি যদি এই এলিমেন্টগুলোর পারমাণবিক ভর অনুযায়ী ছোটো থেকে বড় ক্রমে সাজাও তাহলে প্রতিটি *অষ্টম* এলিমেন্ট হবে প্রথমটিরই অনুরূপ-ঠিক যেমনটি হয় সঙ্গিতের অষ্টম স্বরের বেলায়। সা রে গা মা পা ধা নি সা। তিনি এর নাম দেন পিথাগোরাসের তত্ত্ব, কারণ তিনি মনে করেছেন অণুর এলিমেন্টের যে অনুপাত সেটা ঠিক সঙ্গিতের স্কেলের মতোই!"

"তাতে কি হয়?" জানতে চাইলো লিলি।

"আমি কি করে জানবো?" বললাম তাকে। "রসায়ন সম্পর্কে আমি যা জানি তা খুবই অল্প, কারণ রসায়ন ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় আমি ফেল মেরেছিলাম।"

"তুমি যা শিখেছো ঠিকই শিখেছো," হাসতে হাসতে বললো মিনি। "তোমার কি আর কিছু মনে পড়ছে?"

সেটা কি? আমি যখন কাপড়টার দিকে চেয়ে আছি তখনই ওটা মনে পড়লো তরঙ্গ আর কণা-কণা আর তরঙ্গ। পারমাণবিক উপাদান আর ইলেক্ট্রন শেলগুলো যেনো আমার মাথার চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে। তবে মিনি কথা বলে গেলো।

"হয়তো আমি তোমার মাথাটা পরিস্কার দিতে পারবো। এই ফর্মুলাটি মানবসভ্যতার বয়সের মতোই সুপ্রাচীন, এমনকি প্রথমবার যখন এটি লিখিত হয় সেটাও ছিলো ৪০০০ খৃস্টপূর্বাব্দের ঘটনা। গল্পটা তাহলে আমাকে বলতে দাও..." আমি তার পাশে চুপচাপ বসে শুনে যাচ্ছি। মিনি সামনের দিকে ঝুঁকে কাপড়ের গায়ে আট সংখ্যাটির উপর আলতো করে হাত বুলালো। গল্পটা যখন বলতে শুরু করলো মনে হলো সে অন্য এক জগতে চলে গেছে।

"ছয় হাজার বছর আগেই পৃথিবীর বড় বড় বেশ কয়েকটি নদীকে ঘিরে উন্নত সভ্যতার বিকাশ হয়ে গিয়েছিলো-নীল নদ, গঙ্গা, সিন্ধু এবং ইউফ্রেতিস। তারা এমন একটি সিক্রেট আর্ট চর্চা করতো যা পরবর্তী সময়ে ধর্ম আর বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিলো। এই সিক্রেট আর্টটি এতোটাই রহস্যময় ছিলো যে এতে দীক্ষা নিতে হলে, সম্পূর্ণ অর্থ বোধগম্য করতে হলে সারা জীবন ব্যয় করতে হতো।

"এই দীক্ষা নেবার আচার-অনুষ্ঠানটি প্রায়শই হয়ে উঠতো নির্মম আর প্রাণঘাতি। এই আচার-অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য আধুনিককালেও অব্যাহত রয়েছে। ক্যাথলিকদের হাই মাস, কাবালিস্টদের আচার, রশিক্রুশিয়ানি আর ফ্রম্যাসনদের দীক্ষা অনুষ্ঠানেও এটার ছাপ পাওয়া যায়। তবে এই ঐতিহ্যের পেছনে আসল যে নিহিতার্থ ছিলো সেটা হারিয়ে গেছে। এইসব আচার-অনুষ্ঠান আসলে ফর্মুলাটির প্রসেসের অনুকরণ ছাড়া আর কিছু না। এমন একটি অনুকরণ যার মাধ্যমে জ্ঞানটি হস্তান্তরিত হয়। এটা লিখে রাখার ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিলো বলেই এমন ব্যবস্থা করা হতো।" গাঢ় সবুজ চোখে মিনি আমার দিকে তাকালো। তার দৃষ্টি যেনো আমার মনের গভীরে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"ফিনিশিয়ানরা এই আচার-অনুষ্ঠানটি বুঝতো। গ্রিকদের বেলায়ও একই কথা খাটে। এই ফর্মুলা এতোটাই বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচিত হতো যে, এমনকি পিথাগোরাসও তার অনুসারিদেরকে এটা লিখে রাখার ব্যাপারে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। তবে মুররা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মারাত্মক ভুল করে ফেলে। তারা ফর্মুলাটির সিম্বলগুলো মন্তগ্নেইন সার্ভিসে ঢুকিয়ে দেয়। যদিও এটা সাংকেতিকভাবে আছে, তারপরও কেউ যদি সবগুলো অংশের অধিকারী হয় তাহলে প্রকারান্তরে এর অর্থ বের করতে সমর্থ হবে-এরজন্যে কোনো দীক্ষা লাভের দরকার হবে না, প্রয়োজন পড়বে না অপব্যবহার না করার জন্য যন্ত্রণাদায়ক কোনো প্রতীজ্ঞাপালন অনুষ্ঠানের।

"যে ভূ-খণ্ডে এই লুক্কায়িত বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হয়, বিস্তৃতি ঘটে সেটাকে আরবরা আল-খেমি নামে অভিহিত করে। এরকম নামকরণের কারণ ঐ জায়গার নদীতীরগুলোর কালো মাটি প্রতি বসন্তে ক্ষয়িষ্ণুতার হাত থেকে রক্ষা করতো। আর এই বসন্ত কালেই পালিত হতো আচার-অনুষ্ঠানটি। তাই তারা জায়গাটির নাম দেয় 'আল-খায়েম' বলে, মানে কালো মাটি। ফলে এই সিক্রেট বিজ্ঞানের নাম হয়ে যায় 'আল-খেমি' অর্থাৎ ব্ল্যাক আর্ট।"

"অ্যালকেমি," বললো লিলি। "মানে শুকনো খড়কে স্বর্ণে রূপান্তর করে ফেলা?"

"হ্যা, ঠিক বলেছো...রূপান্তরের শিল্প," অদ্ভুতভাবে হেসে বললো মিনি। "তারা দাবি করতো তামা, টিন এরকম ধাতুকে রূপা এবং স্বর্ণে রূপান্তর করতে পারতো তারা।"

"আপনি ঠাট্টা করছেন," বললো লিলি। "আমরা হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এতোসব ঝক্কিঝামেলা ভোগ করে শেষে খুঁজতে এসেছি এমন একটি সিক্রেট যা কিনা আদিম যুগের যাজকদের উদ্ভট জাদুকরী কাজকারবার ছাড়া আর কিছু না?"

আমি কাপড়টা আরো ভালো করে দেখে গেলাম। কিছু একটা আমার মনে উঁকি মারতে শুরু করলো।

"অ্যালকেমি কোনো জাদু নয়," তাকে বললাম আমি। "মানে আদিতে এটা জাদুকরী কিছু ছিলো না। সত্যি বলতে কি, আধুনিক রসায়নশাস্ত্র আর পদার্থবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় অ্যালকেমি থেকেই। মধ্যযুগ এবং তার পরবর্তী যুগের সব বিজ্ঞানীই এটা অধ্যয়ন করেছে। তুসকানির ডিউক আর অষ্টম পোপকে তাদের বেসমেন্ট পরীক্ষানিরীক্ষা করার কাজে গ্যালিলিও সাহায্য করেছিলেন। জোহান কেপলারের মা তার ছেলেকে মিস্টিক্যাল সিক্রেট শেখানোর অপরাধে আরেকটুর জন্য আগুনে পুড়ে মরতে বসেছিলেন..." আমার কথার সাথে মাথা নেড়ে সায় দিলো মিনি। "লোকে বলে আইজ্যাক নিউটন নাকি *প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা* লেখার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছেন কেমব্রিজের পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষা করে। প্যারাসেলাস হয়তো একজন আধ্যাত্মিক লোক ছিলেন কিন্তু তিনি একই সাথে আধুনিক রসায়নবিদও ছিলেন। সত্যি বলতে কি বৃক্ষ আর ফুল থেকে যে সুগন্ধী বের করার প্রক্রিয়া সেটা তারই আবিষ্কার ছিলো। তোমরা কি জানো না তেল থেকে কিভাবে প্লাস্টিক, অ্যাসফল্ট আর সিনথেটিক ফাইবার উৎপন্ন করা হয়? তারা অণুকে ভেঙে তাদের উপাদানগুলোকে তাপ এবং ক্যাটালিস্টের মাধ্যমে বিশ্লিষ্ট করে। ঠিক যেমনটি অ্যালকেমিস্টরা করতেন বলে দাবি করা হয়। তারা পারদকে স্বর্ণে রূপান্তর করতেন। সত্যি বলতে কি এই গল্পটাতে একটাই সমস্যা আছে।"

"মাত্র একটা?" সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকালো লিলি।

"ছয় হাজার বছর আগে মেসোপোটেমিয়াতে তাদের কাছে অণু-পরমাণু বিশ্লিষ্ট করার মতো কোনো এক্সেলেটর ছিলো না। তামা আর পিতলকে ব্রোঞ্জে রূপান্তর করা ছাড়া আর বেশি কিছু করতে পারতো না তারা।"

"সম্ভবত কথাটা সত্যি নয়," নির্বিকারভাবে মিনি বললো। "এইসব প্রাচীন যাজক আর বিজ্ঞানীদের কাছে যদি বিরল আর বিপজ্জনক সিক্রেট না-ই থাকতো তাহলে তারা কেন রহস্যের চাদরে এটা ঢেকে রাখলো? কেন সারাজীবন ধরে সাধনা করার পর এ বিষয়ে দীক্ষা দেয়ার দরকার পড়লো, আর কেনই বা এসব বিষয় শেখানোর আগে যন্ত্রণাদায়ক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করানো হতো..."

"গুপ্তভাবে নির্বাচিতদের কথা বলছেন?" বললাম তাকে।

মিনি একটুও হাসলো না। আমার দিকে তাকিয়ে কাপড়টার দিকে নজর দিলো। অনেকক্ষণ পর বেশ কাটাকাটাভাবে কথা বললো সে।

"আট-এর কথা বলছি," শান্তকণ্ঠে বললো মহিলা। "যারা নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গিত শুনতে পেতো।"

ক্লিক। শেষ কথাটা একেবারে খাপ খেয়ে গেলো। এখন আমি বুঝতে পারছি নিম কেন আমার কথা রিকমেন্ড করেছে। মোরদেচাই কেন আমাকে এসবের মধ্যে টেনে এনেছে আর মিনিই বা কেন 'বেছে' নিয়েছে আমাকে। এর কারণ এই নয় যে, আমার প্রখর ব্যক্তিত্ব, জন্মতারিখ আর আমার হাতের তালুতে ঐ অদ্ভুত রেখাটি–তারা অবশ্য আমাকে এমনটিই বিশ্বাস করাতে চায়। আমরা আসলে আধ্যাত্মিক কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা বলছি না। আমরা কথা বলছি বিজ্ঞান নিয়ে। আর সঙ্গিত হলো বিজ্ঞান–সোলারিন যে বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে সেই অ্যাকুস্টিক্স এবং পদার্থবিজ্ঞানের চেয়েও এটা অনেক বেশি প্রাচীন। আমি এটা বুঝতে পেরেছি কারণ সঙ্গিতের উপর আমার উচ্চতর ডিগ্রি আছে। পিথাগোরাস যে এটাকে গণিত আর জ্যোর্তিবিদ্যার সাথে সমগুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন সেটা কোনো দৈবাৎ ব্যাপার ছিলো না। তিনি মনে করতেন শব্দ তরঙ্গ সমগ্র মহাবিশ্বকে স্নাত করে রেখেছে, ক্ষুদ্র থেকে বিশাল, সবকিছুতেই এটা রয়েছে। তিনি খুব একটা ভুল চিন্তা করেন নি।

"শব্দ তরঙ্গই," বললাম আমি, "অণুগুলোকে একে অন্যের সাথে জুড়ে রাখে–ইলেক্ট্রনকে এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে পরিচালিত করার মাধ্যমে এর পরিবর্তন সাধন করে এই তরঙ্গ। ফলে অন্য অণুগুলোর সাথে এটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে।"

"ঠিক বলেছো," উত্তেজনায় বলে উঠলো মিনি। "শব্দ এবং আলোক তরঙ্গ এই মহাবিশ্বের সবকিছু গঠনের মূলে আছে। আমি জানতাম তোমাকে বেছে নেয়াটা একদম সঠিক হয়েছে। ইতিমধ্যেই সঠিক পথে এগোতে শুরু করে

দিয়েছো তুমি।" তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলে বুঝতে পারলাম অল্পকদিন আগেও মহিলা আসলে দারুণ সুন্দরী ছিলেন। "তবে আমাদের শত্রুরাও সঠিক পথে এগোচ্ছে," যোগ করলো সে। "আমি তোমাদেরকে বলেছি, ফর্মুলাটির তিনটি অংশ রয়েছে–বোর্ড, যা বর্তমানে আমাদের প্রতিপক্ষের হাতে আছে; আমাদের সামনে থাকা এই কাপড় এবং দাবার ঘুঁটিগুলো। মূলত ঘুঁটিগুলোই আসল চাবিকাঠি।"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম ওগুলো আপনার কাছে আছে," কথার মাঝখানে চট করে বললো লিলি।

"সার্ভিসটা মাটি থেকে তোলার পর আমার কাছেই সবচাইতে বড় অংশ আছে–বিশটি ঘুঁটি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, ভেবেছিলাম আরো একহাজার বছর পর্যন্ত কেউ এগুলো খুঁজে পাবে না। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। রাশিয়ানরা যে-ই না জানতে পারলো আমার কাছে বেশ কিছু ঘুঁটি আছে সঙ্গে সঙ্গে তারা, মানে সাদার দল সন্দেহ করতে শুরু করলো এই আলজেরিয়ার কোথাও আরো কিছু ঘুঁটি রয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য যে, তাদের ধারণাটাই সঠিক। এল-মারাদ তার শক্তি সঞ্চয় করছে। আমার বিশ্বাস এখানে তার কিছু বিশ্বস্ত লোক রয়েছে যারা খুব শীঘ্রই আমাকে এমনভাবে ঘিরে ধরবে যে ঘুঁটিগুলো এই দেশের বাইরে আর পাঠাতে পারবো না।"

তাহলে এল-মারাদ যে আমাকে চিনতে পারে নি, এই হলো তার আসল কারণ! অবশ্যই সে আমাকে তার লোক হিসেবে বেছে নিয়েছে, বুঝতে পারে নি তার প্রতিপক্ষ আমাকে আরো আগেই বেছে নিয়েছে। তবে আরো কিছু জিনিস জানা দরকার।

"তাহলে আপনার ঘুঁটিগুলো আলজেরিয়াতে আছে?" বললাম। "বাকিগুলো কার কাছে আছে? এল-মারাদ? নাকি রাশিয়ানদের কাছে?"

"তাদের কাছে কিছু ঘুঁটি আছে তবে কতোগুলো আছে আমি জানি না," মিনি বললো আমাকে। "বাকিগুলো ফরাসি বিপ্লবের পর পরই হারিয়ে যায়। ওগুলো হয়তো ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা আমেরিকায়ও থাকতে পারে–হয়তো আর কখনও ঐ ঘুঁটিগুলো পাওয়া যাবে না। আমার কাছে যেগুলো আছে সেগুলো সংগ্রহ করতে আমার সারাটা জীবন লেগে গেছে। কিছু ঘুঁটি অন্য কোনো দেশে নিরাপদে লুকিয়ে রাখা আছে, তবে বিশটির মধ্যে আটটি রয়েছে এখানকার তাসিলি মরুভূমিতে। দেরি হবার আগেই ঐ আটটি ঘুঁটি হস্তগত করে আমার সামনে নিয়ে আসবে তুমি।" আমার হাতটা শক্ত করে যখন ধরলো দেখতে পেলাম তার চোখেমুখে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে আবারো।

"এতো জলদি নয়," বললাম তাকে। "তাসিলি এখান থেকে হাজার মাইল দূরে। লিলি এই দেশে বৈধভাবে ঢোকে নি, তাছাড়া আমার একটা চাকরি আছে

এখানে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করছি। কিছুটা সময় কি অপেক্ষা করা–"

"আমি তোমাকে যা করতে বলেছি তারচেয়ে জরুরি কিছু নেই!" চিৎকার করে বললো মিনি। "তুমি যদি ঐ ঘুঁটিগুলো উদ্ধার করতে না পারো ওগুলো চলে যাবে অন্যদের হাতে। তাহলে এই পৃথিবীটা আর বসবাসের যোগ্য থাকবে না। তুমি কি এই ফর্মুলাটির যৌক্তিক বিস্তার দেখতে পাচ্ছো না?"

পাচ্ছি। এলিমেন্টস ট্রান্সমিউটেশন অর্থাৎ রূপান্তর করার আরেকটি প্রসেস আছে–ট্রান্সসুরানিক এলিমেন্টস সৃষ্টি করা। এই ট্রান্সসুরানিক এলিমেন্টের পারমাণবিক ভর হয়ে থাকে ৯২-এর উপরে। ইউরেনিয়ামের চেয়েও যার পারমাণবিক ভর অনেক বেশি।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন এই ফর্মুলার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে প্লুটোনিয়াম তৈরি করা যাবে?" বললাম তাকে। এখন বুঝতে পারছি নিম কেন বলেছিলো নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানীদের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করা। মিনি এতো তাড়া দিচ্ছে কেন সেটাও আমার বোধগম্য হচ্ছে এখন।

"আমি তোমার জন্যে একটা মানচিত্র এঁকে দেবো," বললো মিনি। "তুমি এটা মুখস্ত করে রাখবে, তারপর সেটা নষ্ট করে ফেলবো আমি। আরেকটা জিনিস তোমাকে দেখাতে চাইছি, গুরুত্বপূর্ণ একটি ডকুমেন্ট, খুবই অমূল্য জিনিস।" ধাতব বাক্সের সাথে যে বইটা ছিলো সেটা কাপড়ের উপর রেখে ম্যাপটা আঁকতে শুরু করলো মিনি।

বইটা খুব ছোটো–অনেকটা পেপারব্যাক সাইজের। দেখতে বেশ পুরনো বলে মনে হচ্ছে। চামড়ায় বাধানো কভার। একটা মাত্র আগুনে ছ্যাকা দেয়া চিহ্ন বসানো আছে সেই চামড়ার উপরে–দুটো সাপের মতো পেচিয়ে থাকা ইংরেজি আট সংখ্যার সেই আকারটা। বইটার দিকে তাকাতেই টের পেলাম আমার ভেতরে অদ্ভুত এক অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে। বইটা খুলে দেখলাম।

হাতে লেখা একটি বই। বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো পেঁয়াজের খোসার মতোই পাতলা আর অনেকটা স্বচ্ছ, তবে কাপড়ের মতোই মসৃণ আর ঘিয়ে রঙা। পাতলা কাগজ বলে পৃষ্ঠা সংখ্যা ধারণার চেয়েও বেশি বলে মনে হলো এখন। ছয় থেকে সাতশ' পৃষ্ঠা হবে। দুই পৃষ্ঠেই লেখা আছে। পাতলা কাগজ হওয়াতে এক পৃষ্ঠার লেখা অন্য পৃষ্ঠায় হালকা ভেসে উঠেছে ফলে পড়তে গিয়ে বেগ পেতে হলো আমার।

তারপরও আমি পড়তে পারলাম। পুরনো ফরাসি ভাষার স্টাইলে লেখা। কিছু কিছু শব্দ আমি চিনতেও পারলাম না, তবে মেসেজটা খুব দ্রুতই ধরতে পারলাম।

মিনি ম্যাপ আঁকার সময় লিলি যখন তার সাথে কথা বলে যাচ্ছে তখন ভয়ে

আমার রক্ত হিম হয়ে গেলো। এখন আমি বুঝতে পারছি মিনি কিভাবে এতোকিছু জানতে পেরেছে।

উচ্চস্বরে অনুবাদ করে লেখাগুলো পড়তে শুরু করলাম আমি, লিলি মুখ তুলে তাকিয়ে প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও একটু পরই বুঝতে পারলো আমি কি পড়ছি। মিনি চুপচাপ বসে রইলো, যেনো অন্য জগতে চলে গেছে সে। মনে হলো সুদূর অতীতকালের প্রকৃতির কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে সে। এমন একটি কণ্ঠ যা হাজার বছর ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে। সত্যি বলতে কি ডকুমেন্টটা প্রায় দুশ' বছর আগে লেখা হয়েছে :

"এখন ১৭৯৩ সাল," আমি পড়লাম।

সাহারার তাসিলি আর নাজ্জেরে আমি এই গল্পটা পুণরায় বর্ণনা করছি। আমার নাম মিরিয়ে, আমি এসেছি ফ্রান্স থেকে। পিরেনিজের মন্তগ্রেইন অ্যাবিতে আট বছর কাটানোর পর আমি প্রত্যক্ষ করেছি এক মহাঅশুভ শক্তির উন্মোচন–এটি এমন একটি অশুভশক্তি যা আমি বোঝানোর চেষ্টা করবো এখন। তারা এটাকে মন্তগ্রেইন সার্ভিস নামে ডাকতো, এটার শুরু হয় আমাদের অ্যাবির প্রতিষ্ঠাতা মহান রাজা শার্লেমেইনের সময় থেকে...

হারানো মহাদেশ

দশ দিনের ভ্রমণ দূরত্বে একটি লবনের টিলা আছে, বিচ্ছিন্ন আর নির্জন এই জমিটিতে কোনো জনমানুষের বসতি নেই। এর পাশেই আছে অ্যাটলাস পর্বত, একেবারে খাড়া ত্রিভূজাকৃতির, এটা এতোটাই উঁচু যে লোকে বলে এর চূড়া নাকি দেখা যায় না, কারণ গ্রীষ্ম হোক শীত হোক এটা কখনই মেঘমুক্ত হয় না।

এখানকার অধিবাসীদেরকে পর্বতের নামানুসারে 'আটলানশিয়ান' নামে ডাকা হয়। অধিবাসীরা এই পর্বতকে 'আকাশের স্তম্ভ' বলে ডাকে। বলা হয়ে থাকে এখানকার লোকজন জীবন্তপ্রাণী হত্যা করে খায় না, তারা কখনও স্বপ্নও দেখে না।

–"পিপল অব দি স্যান্ড বেল্ট"

দ্য হিস্টোরিস (৪৫৪ খৃস্টপূর্বাব্দ)

হেরোডোটাস

লিলির বড়সড় কর্নিশ গাড়িটা আরেগ থেকে নেমে ঘারদাইয়ার মরুদ্যানের দিকে যাচ্ছে। চারপাশে মাইলের পর মাইল লালচে বালুর বিস্তৃত সমভূমি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। মানচিত্রে আলজেরিয়ার ভৌগলিক পরিবেশটা খুবই সহজ সরল। নীচের দিকে আছে মরোক্কোর সীমান্ত, পশ্চিম-সাহারা আর তার আশপাশের দেশগুলো। এর জলরাশি চলে গেছে মৌরিতানিয়ার দিকে। দক্ষিণে আছে তিনশ' মাইল বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল। দেশটার বাকি অংশ–প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা ধুধু মরুভূমি।

গাড়ি চালাচ্ছে লিলি। পাঁচ ঘণ্টা ধরে আমরা গাড়িতে আছি, ইতিমধ্যেই ৩৬০ মাইল দূরত্ব পেরিয়ে ছুটে চলছি মরুভূমির উদ্দেশ্যে। ক্যারিওকা চুপচাপ সিটের নীচে বসে আছে। আমি খেয়ালই করি নি। মিনি আমাকে যে জার্নালটা দিয়েছে সেটা জোরে জোরে অনুবাদ করার কাজে ডুবে ছিলাম। জার্নালটি অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্য আর ফ্রান্সের ত্রাসের রাজত্বের দিনগুলো উন্মোচন করেছে। অবশ্য এসবকিছু ছাপিয়ে দুশ' বছর ধরে ফরাসি নান মিরিয়ের মন্তগ্নেইন সার্ভিসের অন্বেষণ উঠে এসেছে এখানে। এই একই অনুসন্ধান করে যাচ্ছি আমরা।

মিনি কিভাবে সার্ভিসটার ইতিহাস, রহস্যময় ক্ষমতা, এর মধ্যে লুকিয়ে রাখা

ফর্মুলা আর ঘুঁটিগুলোর প্রাণঘাতি খেলা সম্পর্কে জানতে পারলো সেটা এখন পরিস্কার। এমন একটি খেলা যা চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর। লিলি, আমি, সোলারিন, নিম আর সম্ভবত মিনির মতো লোকজনকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, গ্রাস করেছে এর সম্মোহনী শক্তি দিয়ে। এই খেলাটি যে ভূখণ্ডে খেলা হয়েছে আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি।

"সাহারা," বই দেখে বললাম আমি। "এটা কিন্তু সব সময় এ বিশ্বের সর্ববৃহৎ মরুভূমি ছিলো না। লক্ষ-লক্ষ বছর আগে সাহারা ছিলো সবচাইতে বড় ভূমিবেষ্টিত সাগর। এ কারণেই এখানে বিপুল পরিমাণে অপরিশোধিত তেল আর তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভার রয়েছে। সামুদ্রিক প্রাণী আর লতাগুল্ম পচে গিয়ে এসব উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির অ্যালকেমি।"

"তাই নাকি?" বললো লিলি। "আমার ফিউল মিটার অবশ্য বলছে এখানে একটু থেমে এইসব সামুদ্রিক জীবদের কাছ থেকে কিছুটা জ্বালানি ভরে নেয়া দরকার। ঘারদাইয়া'তে গিয়ে এটা করাই বোধহয় সবথেকে ভালো হবে। মিনির ম্যাপে তো এই পথের ধারেকাছে খুব বেশি শহরের উল্লেখও ছিলো না।"

"আমিও সেরকম কিছু দেখি নি," বললাম তাকে। মিনি একটা ম্যাপ এঁকে আমাদেরকে দেখিয়েই সেটা ধ্বংস করে ফেলেছে। "আশা করবো তোমার স্মৃতিশক্তি ভালোই।"

"মনে রেখো আমি একজন দাবাড়ু," বললো লিলি।

"এই ঘারদাইয়া শহরটাকে আগে খারদাইয়া নামে ডাকা হতো," জার্নাল দেখে বললাম তাকে। "আমাদের বন্ধু মিরিয়ে ১৭৯৩ সালে এখানে এসেছিলো বলেই মনে হচ্ছে।" আমি পড়লাম :

> আমরা খারদাইয়া নামক একটি জায়গায় চলে এলাম। এই জায়গার নামকরণ করা হয়েছে বারবারদের দেবি কার-এর নামানুসারে, যার অর্থ চাঁদ। আরবরা এই জায়গাটাকে 'লিবিয়া' অর্থাৎ 'বৃষ্টিস্নাত' বলে ডাকে। কার দেবি নীলনদ থেকে আটলান্টিক মাহসাগর পর্যন্ত রাজত্ব করে; তার ছেলে ফিনিক্স ফিনিশিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো; বলা হয়ে থাকে তার স্বামী ছিলো স্বয়ং পসাইডন দেবতা। বিভিন্ন দেশে তার বিভিন্ন নাম : ইসথার, আস্তার্তে, কালি, সিবেল। তার থেকেই, অর্থাৎ সমুদ্র থেকে সব ধরণের প্রাণীর উদ্ভব। এই অঞ্চলে তাকে শ্বেতরাণী নামে ডাকা হয়।

"হায় ঈশ্বর," বললো লিলি। "তুমি বলতে চাচ্ছো এই শহরটার নাম রাখা

হয়েছে আমাদের প্রতিপক্ষের নামে? তাহলে আমরা হয়তো সাদা বর্গের অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি!"

জার্নালটা নিয়ে আমরা দু'জন এতোটাই মগ্ন ছিলাম যে 'ঘারদাইয়া'তে থামার আগপর্যন্ত খেয়ালই করি নি কালো রঙের একটি রেনল্ট গাড়ি আমাদের পেছন পেছন আসছে।

"এই গাড়িটা কি আমরা আগে দেখেছিলাম?" জিজ্ঞেস করলাম লিলিকে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে, তবে তার চোখ রাস্তা থেকে সরলো না। "আলজিয়ার্সে দেখেছিলাম," শান্তকণ্ঠে বললো লিলি। "মন্ত্রণালয়ের পার্কিংলটে আমাদের গাড়ি থেকে তিনটি গাড়ির পরেই পার্ক করা ছিলো। ভেতরে যে দু'জন লোক দেখা যাচ্ছে তারাই ছিলো ওখানে। এক ঘণ্টা আগে তারা পাহাড়ি অঞ্চলে আমাদের অতিক্রম করেছিলো। তখনই আমি প্রথম দেখি এরপর থেকে তাদেরকে আর চোখের আড়াল হতে দেখি নি। এর সাথে কি তোমার ঐ শরিফ লোকটা জড়িত বলে মনে করছো?"

"না," সাইড মিরর দিয়ে ভালো করে দেখে বললাম। "এটা মন্ত্রণালয়ের গাড়ি।" আমি জানি কে তাদেরকে পাঠিয়েছে।

∞

আলজিয়ার্স থেকেই আমি ভীষণ মুষড়ে আছি। মিনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামেলকে ফোন করেছিলাম প্লাজার একটি ফোনবুথ থেকে। তাকে জানিয়েছিলাম আমি কয়েক দিনের জন্যে অন্য কোথাও যাচ্ছি। কথাটা শুনে তার চান্দি গরম হয়ে যায়।

"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?" চিৎকার করে বলে সে। "তুমি ভালো করেই জানো এ মুহূর্তে বাণিজ্যের ভারসাম্য নিয়ে কম্পিউটার মডেলটা আমাদের কতো জরুরি দরকার! যে করেই হোক এই সপ্তাহের শেষে পুরো কাজটা শেষ করতে হবে! তোমার এই প্রজেক্টটা যেকোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশি জরুরি।"

"দেখুন, আমি খুব জলদিই ফিরে আসবো," বলি তাকে। "তাছাড়া, সব কাজ তো শেষই হয়ে গেছে। আপনি যেসব দেশের কথা বলেছেন সেসব দেশ সম্পর্কে সব ডাটাই আমি সংগ্রহ করে সোনাত্রাখের কম্পিউটারে লোড করে ফেলেছি। প্রোগ্রামগুলো কিভাবে রান করাবেন সে ব্যাপারে আপনাকে কিছু ইন্সট্রাকশনের লিস্ট দিয়ে যেতে পারি–ওগুলো সবই সেটআপ হয়ে গেছে।"

"তুমি এখন কোথায় আছো?" চড়া গলায় জানতে চায় কামেল। "এখন দুপুর একটা বাজে। তোমার তো এখন কাজে থাকার কথা। পার্কিংলটে আমি ঐ হাস্যকর গাড়িটা দেখতে পেয়েছি, তার উপর একটা নোট রাখা ছিলো। শরিফ আমার অফিসে অপেক্ষা করছে, তোমাকে খুঁজছে। ও বলছে তুমি নাকি

অবৈধভাবে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছো, অবৈধভাবে ঢোকা একজনকে আশ্রয় দিয়েছো। জঘন্য একটা কুকুরের কথাও বলছে! তুমি কি দয়া করে বলবে এসব কি হচ্ছে?"

দারুণ। আমি যদি এই মিশনটা সমাপ্ত করার আগে শরিফের মোকাবেলা করি তাহলে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। কামেলকে কিছুটা বলা দরকার-কারণ আমার একজন মিত্রের প্রয়োজন।

"ঠিক আছে," বলি তাকে। "আমার এক বান্ধবী সমস্যায় পড়েছে। আমার সাথে দেখা করতে এলেও তার ভিসায় কোনো স্ট্যাম্প মারা নেই।"

"এ মুহূর্তে তার পাসপোর্ট আমার ডেস্কের উপর রাখা আছে," রাগে গজগজ করতে করতে বলে কামেল। "শরিফ দিয়ে গেছে। তোমার ঐ বান্ধবীর তো কোনো ভিসাই নেই!"

"টেকনিক্যাল ব্যাপার," দ্রুত বলি আমি। "তার দ্বৈত নাগরিত্ব আছে-মানে আরেকটা পাসপোর্ট আছে তার। আপনি এই সমস্যাটা সমাধান করে দিতে পারেন, যাতে করে মনে হবে সে বৈধভাবেই এ দেশে এসেছে। শরিফকে বোকা বানান একটু..."

কথাটা শুনে রাগে গজগজ করে ওঠে কামেল। "মাদেমোয়ে, সিক্রেট পুলিশের চিফকে বোকা বানানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই!" তারপরই একটু নরম করে বলে, "যদিও আমি এরকম কাজ করার পক্ষে নই তারপরও সাহায্য করার চেষ্টা করবো। ঘটনাচক্রে আমি জানি তোমার ঐ বান্ধবী কে। তার দাদাকে ভালো করেই চিনি। আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। তারা ইংল্যান্ডে দাবা খেলেছিলেন।"

আচ্ছা-এই তাহলে আসল কাহিনী! লিলির দিকে ফিরি। আমার সাথে কামেলের কথা শোনার জন্য গা ঘেষে কান পেতে ছিলো।

"আপনার বাবা মোরদেচাইর সাথে দাবা খেলেছেন?" বলি তাকে। "উনি কি সিরিয়াসলি দাবা খেলতেন নাকি?"

"আমরা সবাই কি সিরিয়াসলি খেলি না?" একটু ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জবাব দেয় কামেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে, তার পরের কথাটা শুনে লিলি আড়ষ্ট হয়ে যায়, আমিও টের পাই আমার পেটটা গুলিয়ে উঠছে। "আমি জানি তুমি কি করার পরিকল্পনা করছো। ঐ মহিলার সাথে দেখা করেছো তুমি, করো নি?"

"মহিলার সাথে?" যতোটা সম্ভব অভিনয় করার চেষ্টা করি।

"আমাকে বোকা বানিও না। আমি তোমার বন্ধু। ভালো করেই জানি এল-মারাদ তোমাকে কি বলেছে-তুমি কি খুঁজছো সেটা আমি জানি। মাই ডিয়ার, তুমি বিপজ্জনক একটি খেলা খেলছো। এইসব লোকজন হলো খুনিরদল। তারা সবাই। তুমি কোথায় যাচ্ছো সেটা আন্দাজ করাটা খুব কঠিন নয়-ওই জায়গা কি

সব জিনিস লুকিয়ে আছে বলে যে গুজব রয়েছে তাও আমি জানি। তুমি কি বুঝতে পারছো না, সে যখন নিশ্চিত হবে তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন শরিফ ওখানেও তোমাকে খুঁজতে যাবে?"

লিলি আর আমি একে অন্যের দিকে তাকাই। এর মানে কি কামেলও একজন খেলোয়াড়?

"আমি তোমাকে কভার দেয়ার চেষ্টা করবো," বলে সে, "তবে আমি চাইবো তুমি এ সপ্তাহের শেষেই ফিরে আসবে। আর যা-ই করো না কেন তার আগে আমার কিংবা তোমার নিজের অফিসে যেও না–বিমানবন্দরেও যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। তোমার যদি আমার সাথে যোগাযোগ করার দরকার পড়ে তাহলে তোমার প্রজেক্টের ছুতোয় সেটা করবে...সবথেকে ভালো হয় পোস্তে সেন্ত্রেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে।"

তার কথার ভঙ্গি থেকে আমি বুঝে নেই সে কি বোঝাতে চাইছে। আমি সব ধরণের চিঠিপত্র যেনো তেরেসার মাধ্যমে চালান করি। রওনা দেবার আগে আমি লিলির পাসপোর্ট আর ওপেকের ইন্সট্রাকশনগুলো তার কাছে রেখে যেতে পারবো।

ফোন রাখার আগে কামেল আমাকে গুডলাক বলে শেষে একটা কথা বলেছিলো, "যতোদূর সম্ভব আমি তোমার প্রতি নজর রাখার চেষ্টা করবো। তবে তুমি যদি সত্যিকারের সমস্যায় পড়ে যাও তাহলে নিজের মতো করেই মোকাবেলা করতে হবে।"

"আমরা সবাই কি তা করি না," হাসতে হাসতে জবাব দেই আমি। তারপর এল-মারাদের একটা কথা উল্লেখ করি : "*এল সাফার জাফার!*" ভ্রমণেই বিজয়। আশা করলাম এই প্রাচীন আরবীয় প্রবাদটি যেনো সত্যি বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহও আছে। ফোনটা রেখে দিতেই আমার মনে হয়েছিলো বাস্তব জগত থেকে আমার সর্বশেষ সংযোগটাও বুঝি কেটে গেলো।

∞

সুতরাং আমি নিশ্চিত আমাদের পেছনে যে গাড়িটা অনুসরণ করছে সেটা কামেলই পাঠিয়েছে। সম্ভবত তার গার্ডদের থেকে কয়েকজনকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে সে। তবে আমরা চাই না তারা এই মরুভূমিতে আমাদের পেছনে জোঁকের মতো লেগে থাকুক। এ থেকে পরিত্রাণের একটা উপায় বের করতে হবে।

আমি আলজেরিয়া সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না তবে সামনে ঘারদাইয়া শহরটা যে বিখ্যাত পেন্টাপোলিশ মানে 'মাজাবের পাঁচটি শহর'-এর মধ্যে অন্যতম সেটা জানি। পেট্রলপাম্প খোঁজার জন্যে লিলি গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে

থাকলে আমি চারপাশে চেয়ে দেখলাম। শহরগুলোর সীমানা ঘেষে লাল আর গোলাপী রঙের পর্বতের সারি চলে গেছে। যেনো বালির ভেতর থেকে ঝকঝকে পাহাড়গুলো মাথা উঁচু করে উঠে গেছে। মরুভূমির উপর লিখিত প্রায় সব বইতেই এই শহরগুলোর বর্ণনা রয়েছে। লো করবুসিয়ে বলেছিলেন, 'এগুলো জীবনের প্রাকৃতিক ছন্দ অনুসরণ করে'। ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের মতে, এই শহরগুলো বিশ্বের সবচাইতে সুন্দর শহর। 'তাদের লালচে বালুর গঠন রক্তের রঙে-আর সেই লাল হলো সৃষ্টির রঙ।'

তবে ফরাসি নান মিরিয়ের ডায়রি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক কথা বলছে এদের সম্পর্কে :

> এই শহরগুলো হাজার বছর আগে 'ইবাদাইত'রা প্রতিষ্ঠা করে। তাদের নামের অর্থ 'ঈশ্বরের অধীনে যারা।' এরা বিশ্বাস করতো এই শহরগুলোতে ভর করে আছে অদ্ভুত চন্দ্র দেবির আছর। সেজন্যে শহরগুলোকে তারা দেবির নামে নামকরণ করে : উজ্জ্বলতম-মালিকা-কুইন-রাণী...

"হলি শিট," পেট্রলপাম্পের কাছে গাড়ি থামিয়ে বললো লিলি। পেছনের গাড়িটা আমাদের অতিক্রম করে আবার ইউ-টার্ন নিয়ে ফিরে এলো। "অজানা অচেনা এক জায়গায় দু'দুজন গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছি আমরা। চারপাশে শুধু বালি আর বালি, যা খুঁজতে এসেছি তা যদি পেয়েও যাই সেটা কী হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা পর্যন্ত নেই।"

তার এই হতাশাজনক বক্তব্যের সাথে আমিও একমত। তবে পরিস্থিতি খুব জলদিই খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যাবে।

"আমি বরং বাড়তি কিছু পেট্রল নিয়ে নেই," গাড়ি থেকে নামার আগে বললো লিলি। কিছু টাকা, পাঁচ-গ্যালনের দুটো ক্যান আর পানি নেবার জন্যে একটা ক্যান বের করে নিলো সে। এরইমধ্যে পাম্পের এক লোক তেল ভরতে শুরু করে দিয়েছে।

"এটা করার কোনো দরকার নেই তোমার," ট্রাঙ্কে এক্সট্রা তেল ভরে ফিরে আসার পর বললাম তাকে। "তাসিলিতে যাওয়ার পথে হাসি-মেসুদ তেলক্ষেত্র পড়বে।"

"আমরা ওখান দিয়ে যাবো না," ইঞ্জিন স্টার্ট করতে করতে বললো সে। "ম্যাপটা ভালো করে দেখো।" আমার খুব খারাপ একটা অনুভূতি হলো।

এখান থেকে তাসিলিতে যাওয়ার দুটো রাস্তা আছে। একটা চলে গেছে পূর্বদিকের অউরলা'র তেলক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে। তবে অন্য রাস্তাটা তিদিকেত-এর

ভেতর দিয়ে চলে গেছে, দূরত্বও অনেক বেশি। পুরো রাস্তাটা জনবিরল এলাকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। মরুভূমির সবচাইতে বিপজ্জনক অংশ ওটা। ত্রিশ ফুট উঁচু পিলারের উপর রাস্তার চিহ্ন দেয়া আছে। কর্নিশ গাড়িটা দেখতে ট্যাঙ্কের মতো মনে হলেও এটা তো আর বুলডোজার না যে মরুভূমির বালি কেটে চলে যেতে পারবে।

"তুমি সিরিয়াসলি বলছো না তো," গাড়িটা চলতে শুরু করলে লিলিকে বললাম। আমাদের পেছনে ঐ গাড়িটা, আবার অনুসরণ করছে তারা। "সামনের একটা রেস্তেরাঁয় চলো। আমাদেরকে একটু কথা বলতে হবে।"

"কৌশল প্রণয়নের সেশন," রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললো সে। "ঐ লোকগুলো আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।"

ঘারদাইয়ার উপকণ্ঠে আমরা একটি রেস্তোরাঁ খুঁজে পেলাম। ভেতরের খোলা প্রাঙ্গণে একটি ছাতার নীচে বসলাম দু'জন, চারপাশে খেজুরগাছ আর তার ছায়ায় টেবিল পাতা আছে, সবগুলো টেবিলই খালি–এখন সবেমাত্র সন্ধ্যা ছ'টা বাজে। ওয়েটারকে ডেকে স্থানীয় ভেড়ার মাংস ভাজা আর সালাদের অর্ডার দিলাম।

আমরা দু'জনেই দেখতে পেলাম আমাদের অনুসরণ করা গাড়িটি অনেক দূরে পার্ক করা হলো।

"এই বোকাচোদাদের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পেতে পারি?" একটুকরো মাংস মুখে পুরে বললো লিলি। তার কোলে প্রিয় কুকুর ক্যারিওকা।

"প্রথমে রুটটা নিয়ে আলোচনা করি," তাকে বললাম। "আমার ধারণা এখান থেকে তাসিলি চারশ' মাইল দূরে। কিন্তু দক্ষিণের রাস্তাটা দিয়ে গেলে দূরত্ব বেড়ে দাঁড়াবে আটশ' মাইলে। ওই সড়কের আশেপাশে জনবসতি, দোকানপাট কিচ্ছু নেই। শুধু বালি আর বালি।"

"আটশ' মাইল কোনো ব্যাপার না," বললো লিলি। "এরকম সমতল জায়গায় আটশই কি চারশই কি, সব এক। যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে সকালের আগেই পৌছে যেতে পারবো।" ওয়েটারকে ডেকে বড় বড় ছয় বোতল বেন হারুন দিতে বললো।

"তাছাড়া আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাবার ওটাই একমাত্র পথ। মনে আছে, আমি এই রুটটা মুখস্ত করে নিয়েছিলাম?"

প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে একটা আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। "ওদিকে তাকিও না," নীচুকণ্ঠে বললাম, "আরো কিছু ফেউ এসে জুটেছে।"

পেশীবহুল দুই লোক আমাদের কাছের একটা টেবিলে এসে বসলো। তারা আমাদের দিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই তাকাচ্ছে কিন্তু অন্য দিকে থাকা কামেলের চেলারা আমাদের পাশে বসা আগন্তুকদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে। তারপর নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো তারা। বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। এই

পেশীবহুল দুই লোকের একজনকে আমি আলজিয়ার্সে নেমেই এয়ারপোর্টে অস্ত্র হাতে দেখেছিলাম। আর অন্যজন আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছে দেয় গাড়িতে করে। সিক্রেট পুলিশ।

"শরিফ আমাদের কথা ভুলে যায় নি," খাবার তুলে নিয়ে বললাম লিলিকে। "আমি কখনও কোনো মানুষের মুখ একবার দেখলে ভুলে যাই না, হয়তো ঐ লোকগুলোও আমার মতোই, তাই তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। তারা দু'জনেই আমাকে এর আগে দেখেছে।"

"কিন্তু তারা আমাদেরকে এই ফাঁকা রাস্তায় অনুসরণ করে নি," লিলি বললো। "করলে আমার চোখে ধরা পড়তো।"

"শার্লক হোমসের সাথে বের হয়ে তুমি দেখছি ভালোই পারফর্মেন্স দেখাচ্ছো,"

"তারা হয়তো আমাদের গাড়িতে কিছু লাগিয়ে রেখেছিলো–ট্রান্সমিটার কিংবা রাডার জাতীয় কিছু!" ফিসফিসিয়ে বললো সে। "যার কারণে আমাদের অলক্ষ্যে থেকেও তারা ঠিকই ফলো করতে পেরেছে!"

"বিঙ্গো, মাই ডিয়ার ওয়াটসন," আমিও চাপাকণ্ঠে বললাম। "আমাকে বিশ মিনিট সময় দাও, দেখো আমি ঠিকই ট্রান্সমিটারটা খুঁজে বের করতে পারবো। ইলেক্ট্রনিক জিনিসের ব্যাপারে আমার প্রতিভা আছে বলতে পারো।"

"আমার নিজেরও কিছু টেকনিক আছে," চোখ টিপে আস্তে করে বললো লিলি। "আমি একটু টয়লেটে যাচ্ছি।" হেসে ক্যারিওকাকে আমার কোলের উপর রেখে টয়লেটের দিকে পা বাড়ালো সে। সঙ্গে সঙ্গে পেশীবহুল গুণ্ডাদের একজন উঠে দাঁড়াতেই লিলি বেশ জোরে ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলো *লে তয়লেত্তে*'টা কোথায়। ব্যস, গুণ্ডাটা আর তাকে অনুসরণ করলো না, নিজের চেয়ারে বসে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরই ফিরে এসে ক্যারিওকাকে ব্যাগের ভেতর ভরে নিয়ে বোতলগুলোসহ দরজার দিকে পা বাড়ালো লিলি।

"খেলাটা কি?" ফিসফিস করে বললাম আমি। আমাদের পাশের টেবিলে বসা লোক দুটো তড়িঘড়ি বিল মিটিয়ে দিলো।

"ছেলেপেলেদের জিনিস," গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে লিলি বললো। "স্টিলের একটি নেইলকাটার আর পাথর। আমি গ্যাস লাইন আর টায়ার পাঙ্কচার করে দিয়েছি–খুব বড়সড় ফুটো না, তবে লিক হয়ে গেছে। গাড়ি বিকল হওয়ার আগপর্যন্ত তাদেরকে মরুভূমিতে একটু ঘোরাবো তারপর রওনা হবো গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।"

"এক ঢিল আর নেইলকাটার দিয়ে দুই পাখি মারা," গাড়িতে ওঠার সময় বললাম আমি। "ভালোই খেল দেখিয়েছো!" কিন্তু গাড়ি নিয়ে পথে নামতেই

দেখতে পেলাম আধডজন গাড়ি আমাদের চারপাশে পার্ক করা। হয়তো রেস্তোরাঁ কিংবা আশেপাশের ক্যাফেগুলোর কর্মচারিদের গাড়ি এগুলো। "তুমি কি করে জানলে কোন্ গাড়িটা সিক্রেট পুলিশের?"

"আমি আবার কি করে জানবো," আমার দিকে রহস্যভরা দৃষ্টিতে তাকালো লিলি। "সেজন্যেই কোনো ঝুঁকি নেই নি। সবগুলো গাড়ির চাকা আর ট্যাঙ্কি ফুটো করে দিয়েছি।"

∞

আমি যে আন্দাজ করেছিলাম দক্ষিণের পথটি আটশ' মাইল দীর্ঘ সেটা ভুল। ঘারদাইয়ার শেষদিকে একটা সাইন বলছে তাসিলি এখান থেকে ১৬৩৭ কিলোমিটার দূরে–তার মানে হাজার মাইলের চেয়েও কিছুটা বেশি। লিলি ভালো ড্রাইভার হতে পারে কিন্তু ওখানে যেতে কতোক্ষণ সময় লাগবে সেটা কিভাবে বুঝবো?

লিলির ধারণাই ঠিক, কামেলের লোকগুলো একঘণ্টা পরই তেল ফুরিয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেলো। আর আমি যেরকম ধারণা করেছিলাম, শরিফের লোকগুলো আমাদের এতোটাই পেছনে পড়ে গেলো যে, তাদের বসকে হতাশ করার ফলটা কি হলো সেটা দেখতে পেলাম না। টিকটিকি মুক্ত হতেই গাড়িটা রাস্তার একপাশে থামিয়ে টর্চলাইট জ্বালিয়ে গাড়ির নীচে ট্রান্সমিটার খোঁজার কাজ শুরু করে দিলাম। পেছনের এক্সেলে সেটা খুঁজে পেতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগলো আমার। একটা ভারি ক্রোবার দিয়ে সজোরে আঘাত করে গুড়িয়ে দিলাম ছোট্ট জিনিসটা।

দীর্ঘ আর জনবিরল পথটি আমরা পালাবদল করে গাড়ি চালিয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পর বুঝতে পারলাম কেন মিনি এই রুটের ব্যাপারে বলেছিলো। এই পথ দিয়ে দু'দুজন বিদেশী মহিলা একাকী ভ্রমণ করবে এটা কোনো আরবই বিশ্বাস করবে না। আমার নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

এখন রাত ন'টা বাজে। চারপাশ এতোটা অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এমনকি আমার কোলের উপর যে বইটা রাখা আছে সেটাও আমি পড়তে পারছি না। পথটা একদম সোজা বলে বেশ কয়েকবার স্বল্পদৈর্ঘের ঘুম দিয়ে নিলাম।

হাম্মাদায় যখন পৌছালাম তখন দশ ঘণ্টা অতিক্রম হয়ে গেছে। ফুটতে শুরু করেছে ভোরের আলো। ভাগ্য ভালো যে পুরো পথে কোনো রকম সমস্যায় পড়তে হয় নি। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট একটি ভ্রমণ। তবে আমার মন বলছে আমাদের ভাগ্য এতোটা সুপ্রসন্ন হবে না। মরুভূমির ব্যাপারে ভাবতে শুরু করলাম আমি।

ভোরের আলোয় লালচে মরুভূমি দেখতে পেলাম চারপাশে। জায়গাটার নাম তিদিকেল্ত। এখনও চারশ' পঞ্চাশ মাইল পথ বাকি। আমাদের সাথে বাড়তি কোনো জামা নেই, নেই কোনো খাবার, শুধু কয়েক বোতল পানি ছাড়া। তবে একটু সামনে এগোতেই খারাপ সংবাদ পেলাম। আমার ভাবনায় ছেদ ঘটালো লিলি।

"সামনে একটা রোডব্লক আছে," চিন্তিত কণ্ঠে বললো সে। "দেখে মনে হচ্ছে বর্ডার-ক্রসিং...তবে আমি জানি না আসলে এটা কি। আমরা কি চান্স নেবো?"

সামনে একটা ফটক আর বুথ আছে। ইমিগ্রেশন পোস্টের মতো দেখতে সেটা। এরকম মরুভূমি আর জনবিরল জায়গায় চেকপোস্ট থাকাটা অদ্ভুত ব্যাপারই বটে।

"মনে হয় না আমাদের আর কোনো উপায় আছে," বললাম তাকে। এটা এ শহরের একমাত্র রাস্তা।

"তারা এখানে রোডব্লক বসিয়েছে কেন?" বললো লিলি। গাড়িটা এগোতে থাকলে তার কণ্ঠে ভীতি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

"হয়তো এটা পাগল চেক করার পোস্ট," ঠাট্টারছলে বললাম তাকে। "এই পয়েন্ট পর্যন্ত পাগল না হলে খুব বেশি মানুষ আসে না। তাই তারা পোস্ট বসিয়ে চেক করে দেখে ভ্রমণকারী সুস্থ নাকি পাগল।"

আমার দু'জনেই হেসে ফেললাম, এতে করে টেনশন কিছুটা কমে এলো। আমরা দু'জনেই একটা বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন : মরুভূমির জেলখানাগুলো কেমন হয়? কারণ, চেকপোস্টের লোকগুলো যদি জানতে পারে আমরা কারা তাহলে আর রক্ষা নেই। আমাদের আগের অপরাধের সাথে যোগ হয়েছে সিক্রেট পুলিশের গাড়ি পাঙ্কচার আর তেলের টাঙ্কি ফুটো করা।

"ভয় পেও না," ফটকের কাছে আসতে আমি বললাম। গার্ড বের হয়ে এলো, তার গোঁফ দেখতে অনেকটা হিটলারের মতো। আমার যৎসামান্য ফরাসি ভাষার সাহায্যে লোকটার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলার পর বুঝতে পারলাম এই চেকপোস্ট পার হবার জন্য পাসজাতীয় কিছু দেখতে চাইছে সে।

"পারমিট?!" লিলি চিৎকার করে বললো। "এই বালের জায়গাটা পার হবার জন্য আমাদের পারমিশন লাগবে?"

আমি ভদ্রভাবে ফরাসিতে বললাম, "মঁসিয়ে, কি জন্যে আমাদের পারমিটের দরকার হবে দয়া করে সেটা বলবেন কি?"

"এল-তাঞ্জারুফত, মানে তৃষ্ণার মরুভূমির জন্য," আমাকে আশ্বস্ত করে বললো সে, "আপনার গাড়িটা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই চেক করে দেখে একটা হেলথ বিল দেবে।"

"এই লোক মনে করছে তোমার এই গাড়িটা মরুভূমি পাড়ি দিতে পারবে না," লিলিকে বললাম আমি। "লোকটার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দেই, সে নিজেই একটু চেক করে দেখুক। তারপর আমরা যেতে পারবো।"

গার্ড যখন ডলারের নোট আর লিলির নাকি কান্না দেখতে পেলো তখন ঠিক করলো কর্তৃপক্ষের হয়ে সে নিজেই গাড়িটা চেক করে দেখবে। কিছুক্ষণ পর লোকটা জানালো আমাদের উচিত গাড়ির ছাদ তুলে ভ্রমণ করা।

"ও বলছে আমাদের ছাদ তুলে রাখা দরকার," গাড়িতে উঠে বললাম লিলিকে।

"ছাদ তুলে নিতে হবে?"

"অবশ্যই। এটা মরুভূমি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একশ' ডিগ্রি তাপমাত্রা উঠে যাবে।"

"কিন্তু ছাদ তো তুলতে পারবো না!" গজগজ করে বললো লিলি। "গাড়িতে কোনো ছাদই নেই!"

"আলজিয়ার্স থেকে আমরা আটশ' মাইল পাড়ি দিয়েছি এমন একটা গাড়িতে করে যেটা মরুভূমি পাড়ি দিতে পারবে না?!" গলা চড়িয়ে বললাম আমি। গেটহাউজের কাছে গিয়ে গার্ড লোকটি ফটক তুলে দিতে যাবে কিন্তু থেমে গেলো সে।

"অবশ্যই এই গাড়িটা পাড়ি দিতে পারবে," ড্রাইভারের সিটে বসে জোর দিয়ে বললো লিলি। "এটা খুবই ভালো মানের একটি গাড়ি, তবে ছাদ নেই, এই যা। মানে ছাদটা ভেঙে গেছে। হ্যারিকে বলেছিলাম মেরামত করে দেবার জন্য কিন্তু দেয় নি। অবশ্য আমি মনে করছি আমাদের প্রথম সমস্যাটা হবে–"

"আমাদের প্রথম সমস্যা হলো," চিৎকার করে বললাম আমি, "ছাদবিহীন একটা গাড়িতে করে তুমি এই পৃথিবীর সবচাইতে কঠিন মরুভূমিটা পাড়ি দিতে যাচ্ছো! তুমি নিজে তো মরবেই আমাকেও মারবে!"

গার্ড আমাদের ইংরেজি হয়তো বুঝতে পারছে না, তবে এটা বুঝতে পারছে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। ঠিক তখনই আমাদের পেছনে একটা বড়সড় ট্রাক এসে হর্ন বাজাতে লাগলো। লিলি হাত নেড়ে ট্রাকের ড্রাইভারকে আশ্বস্ত করে গাড়িটা রাস্তার একপাশে সরিয়ে আনলো যাতে করে ওটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। গার্ড ট্রাকের দিকে চলে এলো কাগজপত্র দেখার জন্য।

"আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এতো রেগে যাচ্ছো," বললো লিলি। "গাড়িতে কিন্তু এয়ারকন্ডিশন আছে।"

"এয়ারকন্ডিশন আছে!" চিৎকার করে বললাম আমি। "সানস্ট্রোক আর বালি ঝড় থেকে ওটা আমাদের ভালোই রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে!..." আরো কিছু বলার আগেই গার্ড গেটহাউজের কাছে গিয়ে ফটকটা তুলে দিলো ট্রাকটা যাতে চলে যেতে পারে।

কি হচ্ছে না হচ্ছে বোঝার আগেই গাড়িটা স্টার্ট করে দিলো লিলি। বালি উড়িয়ে গাড়িটা ছুটে গেলো গেটের দিকে। লোহার ফটকটা সবেমাত্র উঠতে শুরু করেছে সুতরাং আমি মাথা নীচু করে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার হাত থেকে মাথাটা রক্ষা করলাম। তবে গাড়ির পেছন দিকে ঠিকই আঘাত লাগলো। আমি শুনতে পেলাম গার্ড আরবিতে গালাগালি করছে, গেটহাউজ থেকে দৌড়ে চলে এসেছে সে।

কিন্তু তার চিৎকারটা ছাপিয়ে গেলো আমার নিজের চিৎকারের কাছে।

"আরেকটু হলে আমার মাথাটাই কাটা পড়তো!" চিৎকার করে বললাম আমি। গাড়িটা বিপজ্জনক গতিতে ছুটে চলছে রাস্তা দিয়ে। হুমরি খেয়ে দরজার সাথে ধাক্কা খেলাম। প্রচণ্ড ভয়ের সাথে দেখতে পেলাম আমাদের গাড়িটা রাস্তার উপর থেকে ছিটকে বালির মধ্যে গিয়ে পড়লো।

ভয়ে গলা শুকিয়ে এলো আমার। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নাকে-মুখে-চোখে বালি আর বালি। চারপাশে ছোটোখাটো বালির ঘূর্ণিঝড় বইছে। ক্যারিওকার ঘেউ ঘেউ শব্দ আর ট্রাকের হর্ন ছাড়া কিছুই শুনতে পেলাম না। মনে হলো ট্রাকটা বুঝি আমাদের সামনেই চলে এসেছে।

ধূলোর প্রকোপ কমে এলে দেখতে পেলাম অলৌকিকভাবেই গাড়িটা রাস্তার উপরে উঠে এসেছে আবার। লিলির উপর মহা ক্ষেপে গেলাম, সেইসাথে বিস্ময়েরও কোনো সীমা রইলো না।

"আমরা কিভাবে এখানে চলে এলাম আবার?" হাত দিয়ে চুল থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম তাকে।

"আমি জানি না হ্যারি কেন আমার জন্যে শফার রাখে," যেনো কিছুই হয় নি এমন একটা ভঙ্গি করে বললো সে। তার সারা শরীরে বালি লেগে একাকার। "আমি সব সময়ই গাড়ি চালাতে ভীষণ পছন্দ করি। এখানে গাড়ি চালাতে আরো ভালো লাগছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, দাবাড়ুদের মধ্যে আমি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর রেকর্ড করে ফেলেছি–"

"তোমার কি একটুও মনে হয় নি," তাকে বললাম, "ঐ লোকটার কাছে ফোন থাকতে পারে? বুঝলাম আমরা নিরাপদেই আছি কিন্তু গার্ড যদি ফোন করে দেয় তাহলে সামনের রাস্তায় কি হবে বুঝতে পারছো?"

"সামনের কোথায় ফোন করবে?" নাক সিঁটকিয়ে বললো লিলি। "এই মহাসড়কে কোনো টহল দেয়া হয় না।"

সে অবশ্য ঠিকই বলেছে। চেকপয়েন্ট ফাঁকি দিয়ে চলে আসার জন্য এরকম জনবিরল আর কঠিন এক মরুভূমিতে আমাদেরকে কেউ তাড়া করবে না।

আমি ফরাসি নান মিরিয়ের ডায়রিটায় চোখ বুলালাম আবার। একদিন আগে যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকেই শুরু করলাম :

তো আমি রুক্ষ শেবখা আর হাম্মাদার পাথুরে এলাকা হয়ে খারদাইয়া থেকে পূর্ব দিকের লিবিয় মরুভূমি তাসিলি নাজ্জারে গেলাম। যা খুঁজছিলাম সেটার পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যই সেখানকার লালচে মরুর বুকে সূর্যোদয় হলো...

পূর্বদিকে–লিবিয় সীমান্তের যেখানে প্রতিদিন সূর্যোদয় হয় সেই তাসিলির ক্যানিয়নের উদ্দেশ্যে আমরাও ছুটে চলেছি এখন। কিন্তু সূর্য যদি পূর্ব দিকেই উঠে থাকে তাহলে আমি কেন এই সাতসকালে সেটা খেয়াল করলাম না, একেবারে লাল টকটকে আর পরিপূর্ণ একটা জিনিস। আইন সালাহ্'র ব্যারিকেড পেরিয়ে ছুটে চললাম আমরা–অসীমের পানে?

∞

মরুর বুকে দুটো রাস্তা সাপের মতো পেচিয়ে চলে গেছে অসীম এক রিবনের মতো, কয়েক ঘণ্টা ধরে সেই রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে লিলি। গরমের প্রকোপে আমার দু'চোখ ঢুলু ঢুলু করছে। আর দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি চালাতে থাকা লিলির অবস্থা আরো খারাপ। চোখমুখ কেমন লালচে হয়ে আছে তার।

বিগত চার ঘণ্টা ধরে তাপমাত্রা বেড়ে গেছে আচমকা। এখন সকাল দশটা বাজে। ড্যাশবোর্ডে টেম্পারাচার মিটার বলছে ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট আর অলটিমিটার বলছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আমরা পাঁচশ' ফিট উঁচুতে আছি। এটা সঠিক হতে পারে না। চোখ ডলে আবারো তাকালাম মিটার দুটোর দিকে।

"একটা ভুল হয়ে গেছে," লিলিকে বললাম। "আমরা যে সমতলভূমি ছেড়ে এসেছি সেটার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি হবার কথা, আইন সালাহ্ ছেড়ে আসার পর চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, এখন তো আমাদের কয়েক হাজার ফিট উপরে থাকার কথা। মরুভূমির উঁচুতে চলে আসার কথা। তাছাড়া সকালের এই সময়টাতে এখানে গরমও অনেক বেশি। এতো গরম তো হবার কথা নয়।"

"শুধু তাই না," আমার সাথে একমত পোষণ করে বললো লিলি। "মিনির যে ডিরেকশন ছিলো তাতে আধঘণ্টা আগেই রাস্তার একটা মোড় চলে আসার কথা। কিন্তু সেটা তো দেখতে পাচ্ছি না..." ঠিক তখনই আমি সূর্যের অবস্থান দেখতে পেলাম।

"ঐ গার্ড কেন আমাদের গাড়ির জন্যে পারমিট চেয়েছিলো?" কিছুটা উদভ্রান্তের মতোই বললাম। "সে কি বলে নি এল-তাঞ্জারুফতের জন্যে এটা দরকার–মানে তৃষ্ণার মরুভূমি? হায় হায়..." যদিও রাস্তার সবগুলো সাইনই আরবি ভাষায় লেখা, আর আমিও সাহারা মরুভূমির মানচিত্রের সাথে খুব একটা পরিচিত নই তারপরও আমার মধ্যে এক ধরণের ভয় জেঁকে বসলো।

"কি হয়েছে?" আমাকে নার্ভাস হতে দেখে চিৎকার করে বললো লিলি।

"আইন সালাহ্'র যে ফটকটা দিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি," বুঝতে পেরে বললাম। "আমার মনে হয় সেটা ভুল রাস্তা ছিলো। মানে রাতের বেলায় ভুল কোনো মোড় নিয়েছি। আমরা দক্ষিণের লবন মরুভূমির দিকে যাচ্ছি! মালি নামের একটি দেশের দিকে!"

ফাঁকা মহাসড়কের মাঝখানেই গাড়িটা থামিয়ে দিলো লিলি। হতাশা ফুঁটে উঠলো তার চোখেমুখে। স্টিয়ারিংয়ের উপর মাথা ঠোকালো সে। তার কাঁধে হাত রাখলাম আমি। আমরা দু'জনেই জানি আমার কথাটাই ঠিক। হায় ঈশ্বর, এখন কি করবো?

ঠাট্টা করে যখন বলেছিলাম ঐ ফটকের পর আর কিছু নেই তখন খুব হেসেছিলাম। সেটা এখন নির্মম পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই তৃষ্ণার মরুভূমি সম্পর্কে আমি অনেক কথা শুনেছি। এরচেয়ে ভয়ঙ্কর আর দূর্গম জায়গা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আরবের বিখ্যাত মরুভূমিও উটের সাহায্যে পাড়ি দেয়া সম্ভব কিন্তু এটা হলো পৃথিবীর শেষ সীমানা–এখানে কোনো প্রাণী বা জীবনের অস্তিত্ব নেই। এরকম কোনো কিছু বেঁচেই থাকতে পারে না এখানে। দুর্ঘটনাচক্রে আমরা যে উঁচু সমভূমিটা হারিয়ে ফেলেছি সেটাকে এখন হারানো স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে। লোকে বলে এখানকার তাপমাত্রা নাকি এতোটাই উপরে ওঠে যে, বালির মধ্যে ডিম ভাজাও সম্ভব। পানি খুব দ্রুত বাষ্প হয়ে যায় এখানে।

"আমার মনে হয় আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত," লিলিকে বললাম, এখনও সে স্টিয়ারিংয়ের উপর মাথা কুটছে। "তুমি ওঠো, আমাকে চালাতে দাও। এসিটা ছেড়ে দিচ্ছি–তোমাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে।"

"এসি ছাড়লে ইঞ্জিন গরম হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না," মাথাটা তুলে গম্ভীরভাবে বললো সে। "বুঝতে পারছি না এতো বড় ভুল কি করে করলাম। তুমি গাড়ি চালাতে পারো কিন্তু আমরা যদি ব্যাক করি তাহলে ঐ বানচোতটার সাথে দেখা হয়ে যাবে।"

তার কথা ঠিক, কিন্তু এছাড়া আমরা আর কি করতে পারি? লিলির ঠোঁটের দিকে তাকালাম। প্রচণ্ড গরমে ফেঁটে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে দুটো চাদর নিয়ে এলাম। একটা আমার মাথার উপর পেচিয়ে দিয়ে অন্যটা লিলির মাথায় চাপিয়ে দিলাম। ক্যারিওকাকে কিছু পানি খাইয়ে সিটের নীচে রেখে হুডের নীচে তাকালাম।

আমাদের কাছে খুব অল্প তেল আর পানি আছে। গাড়ির রেডিও ওয়াটারে পানি ভরে নিতে গিয়ে দেখতে পেলাম সেটা। তবে লিলিকে আর ভড়কে দিতে চাচ্ছি না। গতরাতে সে যে ভুলটা করেছে সেটা একেবারে যা তা ব্যাপার। আমরা যদি উল্টোপথে রওনাও হই তারপরও মনে হচ্ছে না এই গাড়িতে করে

শেষপর্যন্ত পৌছাতে পারবো। যদি তা-ই হয় তাহলে সামনের দিকে যাওয়াই ভালো।

"একটা ট্রাক আমাদের পেছনে আসছে না?" গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বললাম। "উল্টোপথে গেলে তার সাথে আমাদের দেখা হবেই। পেছনের দুশ' মাইলের মধ্যে কোনো সাইডরোড নেই।"

"আহা, হ্যারি যদি আমাদেরকে এখন দেখতে পেতো," ফাঁটা ঠোঁটে বললো লিলি।

"হুম–অবশেষে আমরা বন্ধু হলাম। ঠিক সে যেমনটি আশা করতো সব সময়।" সাহস জোগানোর জন্যে মিথ্যে করে হাসলাম আমি।

"ঠিক বলেছো," সায় দিলো লিলি। "কিন্তু এভাবে মরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বাজে ব্যাপার।"

"আমরা এখনও মরে যাই নি," তাকে বললাম। কিন্তু মাথার উপর অগ্নিকুণ্ডের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, কতোক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবো কে জানে...

∞

চারপাশে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল শুধু ধুধু মরুভূমি। গাড়িটা চল্লিশ মাইল গতিতে চালাতে লাগলাম কারণ পানি যেনো বাষ্প হয়ে না যায়। সাদা নয়, হলুদ নয় একেবারে লালচে একটা মরুর বুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছি আমরা।

গাড়িটা ঠাণ্ডা করার জন্য থামতেই হলো। তাপমাত্রা এখন ১৩০ ডিগ্রি। জীবনেও ভাবি নি এরকম তাপমাত্রায় ভ্রমণ করবো। এটা তো মাইক্রো ওভেন! প্রচণ্ড গরমে গাড়ির জায়গায় জায়গায় রঙ ফেটে গেছে। আমিও ঘামে একাকার। পায়ের জুতো জোড়া ভেজা ভেজা লাগছে। ওগুলো খুলতে গিয়ে ভড়কে গেলাম। আমার পায়ের নরম চামড়া গরমে ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। আরেকটু হলে বমি করে ফেলতাম। জুতো জোড়া পরে গাড়িতে ফিরে এলাম। কোনো কথা না বলেই গাড়ি চালাতে শুরু করলাম আবার।

গায়ের শার্টটা খুলে স্টিয়ারিংয়ের উপর পেচিয়ে নিলাম। ঘামে আর গরমে সেটাও পিচ্ছিল হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম মাথার রক্ত বলক দিচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এখন। সূর্য ডোবা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে আরো একটা দিন বেঁচে থাকতে পারবো। হয়তো কেউ এসে আমাদের উদ্ধার করবে–হয়তোবা মালবাহি ট্রাকটা চলে আসবে আমাদের কাছে।

এখন বাজে দুপুর দুটো। থার্মোস্ট্যাটে তাকিয়ে দেখলাম তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রি দেখাচ্ছে। ঠিক তখনই কিছু একটা আমার চোখে পড়লো। প্রথমে ভাবলাম দৃষ্টিবিভ্রম। মরিচিকা দেখছি বুঝি। মনে হচ্ছে বালিগুলো সরে যেতে শুরু করেছে।

এক ফোটাও বাতাস নেই যে বালিগুলো নড়বে। তাহলে? গাড়িটা থামিয়ে দিলাম। পেছনের সিটে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন লিলি। তার প্রিয় কুকুরটাও তার সাথে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে।

বাতাসের গন্ধ শুঁকে আমি কান পাতলাম কিছু শোনার জন্য। কেমন জানি গুমোট একটা ব্যাপার। ঝড় আসার পূর্ব লক্ষণ। যেই সেই ঝড় না–টর্নেডো আর হ্যারিকেন আসার লক্ষণ এটি।

গাড়ির বনেটের উপর কাপড়টা রেখে উঠে দাঁড়ালাম ভালো করে দেখার জন্য। দিগন্তের দিকে তাকালাম। আকাশে কোনো কিছুই চোখে পড়লো না, তবে যতোদূর চোখ গেলো দেখতে পেলাম বালির নড়াচড়া। যেনো জীবন্ত কোনো প্রাণীর মতো হামাগুড়ি দিচ্ছে। ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে লিলিকে জাগালাম।

"আমাদের তেল শেষ হয়ে গেছে!" ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো সে।

"গাড়ির সমস্যা না," তাকে বললাম। "তবে কিছু একটা ধেয়ে আসছে। আমি জানি না সেটা কি।"

ক্যারিওকা ঘোৎঘোৎ করতে লাগলো লিলির চাদরের নীচ থেকে।

"ঝড়?" বললো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "তাই তো মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় না বৃষ্টির আশা করতে পারি–বালির ঝড় হবে। খুব খারাপ ঝড়।"

আমাদের কোনো শেল্টার নেই। চমৎকার! অবশ্য থাকলেও খুব একটা সাহায্যে আসতো না।

"আমার মনে হয় ঝড় আসার আগে অন্য কোথাও চলে যাওয়া দরকার," দৃঢ়ভাবে বললাম।

"কোন্ দিক থেকে ঝড়টা আসছে?" বললো লিলি।

কাঁধ তুললাম। "দেখতে পাচ্ছি না, শুধু আন্দাজ করতে পারছি," বললাম তাকে। "জানতে চেয়ো না কিভাবে আন্দাজ করতে পারছি, তবে আমি জানি ওটা আমাদের দিকেই ধেয়ে আসছে।" ক্যারিওকাও আমার মতো বুঝতে পেরে ছটফট করছে।

গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে যতোটা দ্রুত গতিতে সম্ভব চালাতে শুরু করলাম। আমি এমন একটা ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছুটে চলেছি যেটাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কোন্ দিক থেকে আসছে সেটাও জানি না। বাতাস আরো ভারি আর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। লিলি, ক্যারিওকা আমার পাশে ফ্রন্ট সিটে বসে আছে এখন। ধূলোয় ঢাকা কাঁচের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে দেখার চেষ্টা করছে সে। তারপরই শব্দটা শুনতে পেলাম।

প্রথমে ভেবেছিলাম এটা আমার কল্পনা, কিংবা কানের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া

বাতাসের শব্দ। কিন্তু আওয়াজটা বাড়তে লাগলো ক্রমশ। অনেকটা মাছির ভনভন শব্দের মতো। ভয় পেয়ে গেলাম আমি। গাড়ি থামিয়ে শব্দটার উৎস খোঁজার সাহস হলো না।

আওয়াজটা বেড়ে গিয়ে আমাদেরকে প্রকম্পিত করে ফেললো। রাস্তার দু'পাশে বালি উড়তে শুরু করলো প্রবল বেগে। এক পর্যায়ে কান ফাঁটার উপক্রম হলো আমাদের। গাড়ির গতি কমিয়ে ব্রেক করার চেষ্টা করতেই মনে হলো মাথার উপর আওয়াজটা ভাসছে।

"একটা প্লেন!" চিৎকার করে বললো লিলি–আমিও তার সাথে যোগ দিলাম। একে অন্যের হাত ধরে ফেললাম আমরা, চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু পড়তে লাগলো। আমাদের মাথার উপর দিয়ে একটা প্লেন ছুটে গিয়ে বড়জোর একশ' গজ সামনেই মরুর বুকে একটি এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করছে!

∞

"আপনাদের ভাগ্য খুবই ভালো," দেবনানি এয়ারস্ট্রিপের কর্মকর্তা বললো, "এমন সময় আমাদের পেয়ে গেছেন। এয়ার আলজেরি থেকে আমরা মাত্র একটা ফ্লাইটই পেয়েছি। প্রাইভেট ফ্লাইটের কোনো শিডিউল না থাকলে এই এয়ারস্ট্রিপটা বন্ধই থাকে। পরের প্যাট্রল এখান থেকে একশ' মাইল দূরে। আপনারা ওখানে যেতে পারতেন না।"

রানওয়ের কাছে একটা পাম্প থেকে আমাদের গাড়িতে তেল আর পানি ভরে দিলো সে। বিশাল ট্রান্সপোর্ট প্লেনটা রানওয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ক্যারিওকাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিলি। আমাদের বিশালদেহী ত্রাণকর্তাকে এমনভাবে দেখে যাচ্ছে সে যেনো লোকটা জিব্রাইল ফেরেস্তা! সত্যি বলতে কি, এই জনবিরল এলাকায় এই লোকটা ছাড়া আর কাউকে দৃষ্টিসীমার ভেতরে দেখাও যাচ্ছে না। প্লেনের পাইলট এয়ারস্ট্রিপের ছোট্ট একটা কুড়েঘরে বিশ্রাম নিতে গেছে। রানওয়ের উপর চলছে বালির নৃত্য। বাতাসের বেগও বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আমার মধ্যেও এক ধরণের স্বস্তি ফিরে এসেছে। আমি এখন বিশ্বাস করছি ঈশ্বর ব'লে কিছু আছে।

"এরকম জনবিরল জায়গায় এই এয়ারস্ট্রিপটা কিসের জন্যে বানানো হয়েছে?" লিলি আমাকে জিজ্ঞেস করলো। তার হয়ে আমি কর্মকর্তাকে প্রশ্নটা করলাম।

"চিঠিপত্র ডেলিভারি কাজে এটা ব্যবহার করা হয়," বললো সে। "এখান থেকে কাছেই হোগারে প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি কূপ আছে। ওখানকার ওয়ার্কারদের চিঠিপত্র এখান থেকেই বন্টন করা হয়।" লিলি বুঝতে পারলো ব্যাপারটা।

"হোগার," লিলিকে বললাম আমি, "দক্ষিণের একটি আগ্নেয়গিরি। আমার মনে হয় জায়গাটা তাসিলির খুব কাছেই।"

"লোকটাকে জিজ্ঞেস করো এই প্লেনটা কখন টেকঅফ করবে," কুড়েঘরের দিকে যেতে যেতে বললো লিলি।

"একটু পরই," ফরাসিতে জবাব দিলো কর্মকর্তা। মরুভূমির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে আরো বললো, "ঐ মহাশয়তান বালির ঝড়টা এখানে আসার আগেই উড্ডয়ন করবো আমরা। সময় বেশি নেই।" তাহলে আমার ধারণাই ঠিক-একটা বালি ঝড় ধেয়ে আসছে।

"তুমি কোথায় যাচ্ছো?" লিলিকে বললাম।

"গাড়িটা নিয়ে যাবার জন্য কতো টাকা লাগবে সেটা জানতে যাচ্ছি," পেছন ফিরে বললো সে।

∞

বিকেল চারটা বাজে তামানরাসেত নামক এলাকায় প্লেনটা ল্যান্ড করে গাড়িসহ আমাদের নামিয়ে দিলো। খেজুর গাছের শুকনো আর মরা পাতা বাতাসে দুলছে, আমাদের চারপাশে নীলচে-কালো পর্বতমালা।

"টাকা দিয়ে কী না হয়," পাইলটকে তার কমিশন দিয়ে প্লেন থেকে নেমে গাড়িতে ওঠার পর লিলিকে বললাম।

"কথাটা ভুলে যেয়ো না," লোহার গেট দিয়ে গাড়িটা বের হতেই বললো সে। "লোকটা আমাকে জঘন্য একটি ম্যাপও দিয়েছে! এরজন্যে হাজার টাকা বাড়তি দিতে হয়েছে, মনে রেখো। এখন অন্তত আমরা জানি ঠিক কোথায় আছি।"

আমি বুঝতে পারছি না লিলি নাকি তার গাড়ি, কোন্‌টার অবস্থা বেশি শোচনীয়। লিলির চেহারা রোদে পুরে বিশ্রী হয়ে আছে।

"আমরা এখন এখানে যাচ্ছি।" ড্যাশবোর্ডের উপর মেলে রাখা ম্যাপের একটি জায়গা দেখিয়ে বললো সে। "দূরত্বটা কিলোমিটারে হিসেব করে আমাকে বলো তো। তারপর দ্রুত কিভাবে যাওয়া যায় সেই রুটটা বের করবো।"

এখানে একটি রুটই আছে-৪৫০ মাইলের একটি পথ-একেবারে পাহাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। জানেত যাওয়ার একটি জংশনের কাছে এসে রাস্তার পাশে পানশালা'তে থেমে বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম খাবার খেয়ে নিলাম। সঙ্গে করে কিছু সিরাপি কফি নিয়ে নিলাম চলতি পথে খাওয়ার জন্য।

"আমাদের কিন্তু এই ডায়রিটা আরো আগে পড়া উচিত ছিলো," জানেতের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যাবার সময় লিলিকে বললাম। "মনে হচ্ছে এই মিরিয়ে নান মেয়েটি এই জায়গার সবখানেই ক্যাম্প করেছে-এখানকার সবকিছু সম্পর্কেই সে

জানে। তুমি কি জানো বহু আগেই গৃকরা এইসব পর্বতের নাম দিয়েছে 'অ্যাটলাস'? ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের মতে এখানকার অধিবাসীদেরকে আটলানশিয়ান নামে ডাকা হতো। আমরা হারানো আটলান্টিস সাম্রাজ্যে আছি এখন!"

"আমি তো জানতাম ওটা সমুদ্রের নীচে ডুবে গেছে," বললো লিলি। "মিরিয়ে কি বলেছে, দাবার ঘুঁটিগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে?"

"না। আমি মনে করি ওগুলোর কথা মেয়েটা জানতো, তবে সে কিন্তু সিক্রেটটা মানে ফর্মুলার খোঁজে এখানে এসেছিলো।"

"আচ্ছা, পড়ো ডার্লিং, আরো পড়ো। কিন্তু এবার বলো কোন্ দিকে মোড় নেবো।"

আমরা বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে গেলাম। মাঝরাতে এসে পৌছালাম জানেতে। ততোক্ষণে যে টর্চলাইটটা জ্বালিয়ে পড়ছিলাম সেটার ব্যাটারি শেষ হয়ে এলো। তবে আমরা জেনে গেছি কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে।

"হায় ঈশ্বর," আমি বইটা সরিয়ে রাখতেই লিলি বললো। রাস্তার একপাশে গাড়িটা থামালো সে। আমাদের মাথার উপর তারা ভরা আকাশ। পূর্ণিমার চাঁদ যেনো ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে মরুর বুকে। "আমি এই গল্পটা বিশ্বাস করতে পারছি না! মেয়েটা উটে করে বালি ঝড়ের মধ্য দিয়ে এরকম একটি মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে, উঠে গেছে খাড়া পাহাড় বেয়ে! পর্বতের মাঝখানে শ্বেতরাণীর পাদদেশে আবার বাচ্চাও প্রসব করেছে?! কী আজব গল্পরে বাবা!"

"ভাগ্য ভালো, আমাদেরকে সেরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয় নি," হেসে বললাম। "ভোরের আগপর্যন্ত একটু ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়?"

"দেখো, আজ পূর্ণিমা। ট্রাঙ্কে টর্চলাইটের আরো কিছু ব্যাটারি আছে। যতোদূর সম্ভব গাড়িয়ে চালিয়ে যাই। কফি খেয়ে আমার চোখে ঘুম চলে গেছে।"

জানেতের পর বারো-তেরো মাইল দূরে একটা সংযোগ সড়কের কাছে এসে থামলাম। একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে ক্যানিওনের ভেতর দিয়ে। জায়গাটা মার্ক করা আছে 'তামরিত' নামে। নীচে পাঁচটি উট আর তীর চিহ্নের সাথে 'পিস্তে ক্যামেলিয়ে' কথাটা লেখা। মানে উটের রাস্তা। আমরা অবশ্য গাড়ি নিয়েই এগিয়ে গেলাম সেখানে।

"এখান থেকে আর কতো দূর?" লিলিকে জিজ্ঞেস করলাম। "তুমি তো পুরো ভ্রমণপথটা মুখস্ত করে রেখেছো।"

"একটা বেইজ ক্যাম্প আছে। আমার মনে হয় ওটা তামরিত, মানে তাবুর গ্রাম। সেখান থেকে টুরিস্টরা পায়ে হেটে প্রাগৈতিহাসিক পেইন্টিংগুলোর কাছে যায়–মিনি বলেছে এখান থেকে জায়গাটা বিশ কিলোমিটার দূরে। মাইলে হিসেব করলে তেরোর মতো হয়।"

"চার ঘণ্টার হাটাপথ," তাকে বললাম। "কিন্তু এই জুতোয় সেটা সম্ভব হবে না।" এরকম দূর্গম এলাকায় পায়ে হাটার প্রস্তুতি নিয়ে এখানে আসি নি বলে আক্ষেপ হলো আমার। কিন্তু এখন এসব ভেবে লাভ নেই।

পথের ধারে একটা ঝোঁপের আড়ালে কর্নিশ গাড়িটা রেখে দিলাম। ব্যাটারি আর চাদর দুটো নিয়ে নিলো লিলি। ক্যারিওকাকে ব্যাগে ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে হাটতে শুরু করলাম আমরা। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে আরবি আর ফরাসি ভাষায় ছোটো ছোটো সাইনপোস্ট বসানো আছে।

"মহাসড়কের চেয়ে এ জায়গার মার্কিং অনেক ভালো," ফিসফিসিয়ে বললো লিলি। আমাদের চারপাশে ঝিঁঝিঁ পোকা, নিজেদের পায়ের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ না থাকলেও আমরা চাপাকণ্ঠে কথা বলছি। কেন বলছি তাও জানি না।

আকাশ এতোটা পরিস্কার, জ্যোৎস্না এতোটাই প্রকট যে টর্চলাইটের দরকার পড়ছে না। যতোই দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগলাম সমতল পথটি উপরে উঠতে লাগলো। আমার সংকীর্ণ একটি গিরিখাদের ভেতর দিয়ে চলছি, খেয়াল করলাম বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে বেশ কয়েকটি সাইনপোস্ট আছে সেখানে : সেফার, আওয়ানরেত, ইন ইতিনেন...

"এরপর কি?" ক্যারিওকাকে ব্যাগ থেকে বের করে মাটিতে ছেড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটি গাছের নীচে গিয়ে কাজ সেরে নিলো ওটা।

"ওই তো!" লাফাতে লাফাতে বললো লিলি। "ওই তো ওগুলো!" যে গাছটার নীচে ক্যারিওকা জল ঢেলে দিচ্ছে সেটার পরেই লম্বা লম্বা দানবাকৃতির কিছু সাইপ্রেস গাছ দাঁড়িয়ে আছে। কমপক্ষে ষোলো ফিট তো হবেই। "প্রথমে বিশাল আকারের কিছু গাছ," লিলি বললো, "তারপরই ধারেকাছে স্বচ্ছ পানির বেশ কয়েকটি হ্রদ।"

ঠিকই বলেছে লিলি। পনেরোশ' ফিট পরেই ছোটো ছোটো কিছু পুকুরের মতো জলাশয় দেখতে পেলাম আমরা। আকাশের পূর্ণ চাঁদটা প্রতিফলিত হচ্ছে স্বচ্ছজলে। ক্যারিওকা ছুটে গেলো সেখানে পানি পান করার জন্য।

"এগুলো হলো ডিরেকশন পয়েন্ট," বললো লিলি। "আমরা আরো সামনে এগিয়ে যাবো, তারপর পাথরের বন নামের একটি জায়গা অতিক্রম করতে হবে..." বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে যাবার পরই আরেকটা সাইন দেখতে পেলাম : 'লা ফোর্তে দ্য পিয়েরে।'

"এই দিকে," লিলির হাতটা ধরে বললাম তাকে। পাহাড় বাইতে শুরু করলাম আমরা। পাহাড়ের মাটি বেশ নাজুক আর আলগা। আমাদের পায়ের নীচ থেকে ছোটো ছোটো পাথর গড়িয়ে পড়ে গেলো। একটু পর পর লিলি বলতে লাগলো 'ওহ্।" পাথর গড়িয়ে পড়লেই চমকে উঠে লাফাতে শুরু করলো ক্যারিওকা, আমি তাকে আবারো ব্যাগে ভরে নিলাম।

সরু আর খাড়া পথটি বেশ দীর্ঘ। আধঘণ্টা লাগলো পাড়ি দিতে। ক্যানিওনের শীর্ষদেশ একেবারেই সমতল। পাহাড়ের উপর একটি সমতলভূমি। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম অসংখ্য পেচানো আর সরু সরু পাথর দাঁড়িয়ে আছে, অনেকটা ডাইনোসরের কঙ্কালের মতো। উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে সেগুলো।

"পাথরের বন!" চাপাকণ্ঠে বললো লিলি। "ঠিক যেমনটি বলা হয়েছে।" পাহাড় বেয়ে আমরা দু'জনেই হাফাতে লাগলাম, তবে এখানে আসার পথটি খুব কঠিন বলে মনে হলো না।

সম্ভবত আমি একটু আগেভাগেই ভেবে ফেলেছি।

পাথরের বনের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলাম আমরা। সমতলভূমির শেষপ্রান্তে আরো কিছু সাইন চোখে পড়লো।

"এখন কি করবো?" লিলিকে বললাম।

"একটা সাইন দেখতে হবে আমাদের," রহস্য করে বললো সে।

"এই যে তোমার সাইন–কমপক্ষে এক ডজনেরও বেশি আছে।" সাইন আর তীর চিহ্নগুলো দেখিয়ে বললাম তাকে।

"এরকম সাইনের কথা বলছি না," লিলি বললো। "এমন একটি সাইন যা আমাদেরকে বলে দেবে ঘুঁটিগুলো কোথায় আছে।"

"ওটা দেখতে কেমন?"

"নিশ্চিত করে জানি না," চারপাশে তাকিয়ে বললো সে। "ওটা পাথরের বনের পরেই থাকার কথা–"

"তুমি নিশ্চিত নও?" ইচ্ছে করলো ধাক্কা মেরে ওকে ফেলে দেই কিন্তু বহু কষ্টে সেই কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। সারা দিনের ঝক্কিঝামেলা তো আর কম যায় নি। "তুমি বলেছিলে সবকিছু মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছো, অনেকটা চোখ বন্ধ করে দাবা খেলার মতো–কল্পনার একটি ল্যান্ডস্কেপ, এই শব্দটাই তো ব্যবহার করেছিলে, নাকি? আমি ভেবেছিলাম এখানকার সবকিছু তোমার মাথায় গেঁথে আছে।"

"তা তো আছেই," রেগেমেগে বললো লিলি। "আমি কি এতোদূর নিয়ে আসি নি? তুমি কেন মুখ বন্ধ করে সমস্যাটার সমাধান করতে সাহায্য করছো না?"

"তাহলে স্বীকার করলে তুমি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো," বললাম তাকে।

"কোনো তালগোল পাকাই নি!" চিৎকার করে বললো লিলি। তার আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হলো। "আমি একটা জিনিস খুঁজছি–নির্দিষ্ট একটা জিনিস। ঐ মহিলা বলেছে এখানে এমন একটি সাইন থাকবে যা দেখে কিছু বোঝা যাবে।"

"কার কাছে বোঝা যাবে?" আস্তে করে বললাম। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো সে। "মানে রঙধনুর মতো কোনো সাইনের কথা বলছো? নাকি বজ্রপাতের মতো? দেয়ালে হাতে লেখা–*মেনে মেনে টেকেল* জাতীয় কিছু লেখা..."

লিলি আর আমি একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে পড়ে গেলো। আমাদের সামনে সমভূমির শেষপ্রান্তে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেই আছে ওটা। টর্চের আলো ফেললো লিলি।

পাথুরে দেয়াল জুড়ে বিশালাকারের একটি পেইন্টিং। বন্য হরিণের দল ছুটে যাচ্ছে, এমন একটা রঙে ছবিটা আঁকা যে চাঁদের আলোতেও অসাধারণ দেখাচ্ছে। মাঝখানে একটি দ্রুতগামী রথের উপর এক শিকারীনি বসে আছে–সম্পূর্ণ সাদা পোশাকের এক নারী।

টর্চের আলোয় আমরা দেয়ালজুড়ে বিস্তৃত পেইন্টিংটা দেখে গেলাম। প্রতিটি ফর্ম আলাদা আলাদাভাবে দেখলাম আলো ফেলে। দেয়ালটা বেশ উঁচু আর চওড়া। মাঝখানের আকাশের রথের ছবিটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির। এর দুটো চাকা, প্রতিটি চাকার আটটি করে স্পোক। লাল, সাদা আর কালো রঙের কয়েকটি ঘোড়া টেনে যাচ্ছে সেটাকে। পাখিমাথার এক কৃষ্ণাঙ্গ লোক সামনে হাটু মুড়ে বসে ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে আছে। ঘোড়াগুলো ছুটে যাচ্ছে তুন্দ্রা অঞ্চলের দিকে। তার পেছনে সাপের মতো দেখতে দুটো রিবন ইংরেজি আট সংখ্যার আকৃতিতে একে অন্যেকে পেচিয়ে রেখেছে। মাঝখানের অবয়বটির উপর মানুষ আর পশুর সংমিশ্রনে বিশাল আকৃতির আরেকটি অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে। এটা হলো দেবি। চারপাশের হৈহল্লার মাঝে সে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। তার চুলগুলো যেনো বাতাসে উড়ছে, তবে শরীরটা জমে আছে বরফের মতো। তার হাত দুটো এমনভাবে উঠে আছে যেনো কোনো কিছুকে আঘাত করতে উদ্যত। এক হাতে যে বর্শাটা তুলে রেখেছে সেটা বন্য হরিণের দলের দিকে তাক করা নেই। সেটা তাক করা মাথার উপরে তারাভরা আকাশের দিকে। তার শরীরটাও অনেকটা ইংরেজি আট সংখ্যার মতো আকৃতি তৈরি করেছে।

"এটাই," ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললো লিলি। "তুমি জানো এই আকৃতিটার মানে কি, তাই না? দেখতে অনেকটা বালিঘড়ির মতো?" দেয়ালে আবারো টর্চের আলো ফেললো সে আকারটা দেখানোর জন্য :

"মিনির কাছে যে কাপড়টা আছে সেখানে এই চিহ্নটা দেখার পর থেকেই আমি ভাবার চেষ্টা করেছি কোথায় যেনো এটা দেখেছিলাম," বলে চললো লিলি। "এখন আমি জানি। এটা প্রাচীনকালের দুই মাথার কুড়াল *ল্যাবিরিস*, অনেকটা আট সংখ্যার মতো দেখতে। ক্রিটের প্রাচীন মিনোয়ানরা এটা ব্যবহার করতো।"

"আমরা এখানে যে কারণে এসেছি তার সাথে এর কি সম্পর্ক?"

"মোরদেচাই আমাকে একটা দাবার বই দেখিয়েছিলেন, এই চিহ্নটা আমি সেখানে দেখেছি। সবচেয়ে প্রাচীন দাবাবোর্ডটি আবিষ্কার করা হয়েছিলো ক্রিটের রাজা মিনোসের প্রাসাদ থেকে–ওখানেই বিখ্যাত *ল্যাবিরিন্থ* অর্থাৎ গোলোকধাঁধাটি নির্মাণ করা হয়েছিলো, যার নামকরণ করা হয় পবিত্র কুড়াল *ল্যাবিরিস*-এর নামে। ঐ দাবাবোর্ডটির বয়স ছিলো ২০০০ খৃস্টপূর্ব। সোনা, রূপা আর হীরা-জহরত দিয়ে ওটা তৈরি করা হয়েছিলো, ঠিক মন্তগ্নেইন সার্ভিসের মতোই। ওটার মাঝখানে খোদাই করা ছিলো *ল্যাবিরিস*।"

"মিনির কাপড়ে যেমনটি দেখেছিলাম," বললাম আমি। সায় দিয়ে টর্চের আলো ফেলে কী যেনো খুঁজে চললো লিলি। "তবে আমি মনে করেছিলাম ছয় থেকে সাতশ' খৃস্টাব্দের আগে দাবা খেলার আবিষ্কার হয় নি," যোগ করলাম। "সব সময়ই বলা হয় এটা এসেছে পারস্য কিংবা ভারত থেকে। তাহলে এই মিনোয়ান দাবাবোর্ডটি এতো পুরনো হলো কি করে?"

"দাবার ইতিহাস নিয়ে মোরদেচাই অনেক লেখা লিখেছেন," লিলি বললো, মাঝখানের সাদা পোশাকের মহিলার উপর আলো ফেললো আবার। "তিনি বলেছেন ল্যাবিরিন্থ যে লোক নির্মাণ করেছিলো সেই একই লোক ক্রিটের দাবাবোর্ডটির নক্সা করেছে। আর সেই লোকটি হলো ভাস্কর ডিডেলাস..."

এবার সবকিছু আস্তে আস্তে জায়গা মতো খাপ খেতে শুরু করলো। আমি টর্চলাইটটা লিলির হাত থেকে নিয়ে মাঝখানের ছবিটার উপর ফেললাম। "চন্দ্রদেবি," ফিসফিস করে বললাম। "ল্যাবিরিন্থের আচার-অনুষ্ঠান...'গাঢ় লালচে মদের সাগরের বুকে ক্রিট নামের একটি জায়গা আছে, জলবিধৌত সমৃদ্ধ আর উর্বর একটি জায়গা...' " মনে পড়ে গেলো, এটা ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য দ্বীপের মতোই একটি দ্বীপ–ফিনিশিয়ানরা ওখানে বসতি গেঁড়েছিলো। ফিনিশিয়দের মতো সেটাও জলরাশি বেষ্টিত গোলোকধাঁধার আরেকটি সংস্কৃতি–তারা চন্দ্রদেবির পূজা করতো। দেয়ালের অবয়বগুলোর দিকে ভালো করে তাকালাম।

"দাবাবোর্ডের মাঝখানে একটা কুড়ালের ছবি খোদাই করা থাকবে কেন?" তার মুখ খোলার আগেই জবাবটা জেনে গেলাম। "মোরদেচাই যা বলেছে সেটা কি কোনো কানেকশান?" যদিও জবাবটা শোনার প্রস্তুতি আমার ছিলো তারপরও কথাটা শুনে আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো।

"এটাই হলো আসল কথা," শান্তভাবে বললো সে। "রাজাকে খুন করা।"

∞

পবিত্র কুড়ালটি ব্যবহার করা হতো রাজাকে হত্যা করার কাজে। সেই আদি

থেকেই এই আচার-অনুষ্ঠানটি চলে আসছিলো। দাবাখেলাটি এর প্রতীকি সংস্করণ। আমি কেন এটা আগে ধরতে পারলাম না?

কামেল আমাকে কোরান পড়তে বলেছিলো। আর আলজিয়ার্সের মাটিতে পা রাখতেই শরিফ ইসলামিক ক্যালেন্ডার মতে আমার জন্ম তারিখের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলো আমাকে। ইসলামিক ক্যালেন্ডার হলো সবচাইতে প্রাচীন একটি ক্যালেন্ডার। এটা চান্দ্রবৎসর। চাঁদের পরিক্রমার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। তারপরও আমি ধরতে পারি নি।

সাগরের উপর যাদের টিকে থাকা নির্ভর করে এরকম প্রায় সব সভ্যতাতেই ঠিক একই রকম আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। যেহেতু চন্দ্রদেবি জোয়ার-ভাটার নিয়ন্ত্রণ করে, নদীর উত্থান পতনের কারণ হয়ে থাকে। এই দেবি মানববলি চায়। তার জন্যে তারা একজন জীবন্ত মানুষকে বেছে নিয়ে তাকে রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত করতো। তবে তার রাজত্বকাল নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে বেধে দেয়া হতো–আর সেই সময়টা হতো আট বছর। এই একই পরিমাণ সময়ে চান্দ্র আর সৌরবর্ষের ক্যালেন্ডার ফিরে আসে আগের জায়গায়। একশ' চান্দ্র বছরের সমান আট সৌরবছর। এই সময় শেষ হতেই দেবিকে তুষ্ট করার জন্য রাজাকে বলি দিয়ে আবার নতুন একজন রাজা খোঁজা হতো। সেই কাজটা করা হতো নতুন চাঁদের সময়।

মৃত্যু আর পুণর্জন্মের আচার-অনুষ্ঠানটি সব সময়ই বসন্তকালে করা হতো। সূর্য তখন রাশিচক্রের মেষ আর বৃষের মাঝখানে অবস্থান করে। এটাকেই আধুনিককালে এপ্রিলের চার তারিখ হিসেবে ধরা হয়। *এই দিনে তারা তাদের রাজাকে খুন করেতো!*

এটা ত্রি-দেবি কার-এর আচার-অনুষ্ঠান, প্রাচীনকালে কার্শেমিশ থেকে কারকাসোন, কার্থেজ আর খার্তুম পর্যন্ত তার নামে পূজা-অর্চনা দিয়ে উৎসর্গ করা হতো। কারনাকের সমাধি, কার্লসবাদ আর কারেলিয়া হয়ে কার্পেথিয়ান পার্বত্যাঞ্চল আজো তার নাম বহন করে চলেছে।

দেয়ালের মনোলিথিক ফর্মগুলো দেখার সময় তার নামগুলো আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। এর আগে কেন এই নামগুলো আমি শুনি নি? এই দেবি কারমাইন (বর্ণালি), কার্ডিনাল (যাজক), কার্ডিয়াক (হৃদপিণ্ড), কার্নিভোরোস, (মাংসাসি) আর কার্মার (কর্ম) মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে আছে–পূণর্জন্ম, রূপান্তর আর বিস্মৃতির সীমাহীন এক চক্র। সে রক্তমাংসের গড়া একটি শব্দ, নিয়তির অনুরণন, জীবনের প্রাণকেন্দ্রে *কুণ্ডোলিনী*'র মতোই পেচিয়ে আছে–কুণ্ডলীর শক্তি, যা সমগ্র মহাবিশ্ব গঠন করেছে। তার এই শক্তি উদ্ভাসিত হয়েছে মস্তগ্নেইন সার্ভিসের মাধ্যমে।

লিলির দিকে ফিরলাম আমি, হাতের টর্চলাইটটা কাঁপছে। একে অন্যেকে

জড়িয়ে ধরলাম আমরা। মাথার উপরে পূর্ণিমার আলো বরফের মতো শীতল জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে আমাদের উপর।

"আমি জানি দেবির হাতের বর্শাটা কিসের ইঙ্গিত করছে," দেয়ালের ছবিটা দেখিয়ে দুর্বল কণ্ঠে বললো লিলি। "সে ওটা চাঁদের দিকে তাক করে নি। তাক করে আছে পাহাড়ের চূড়ার দিকে।" রাতের এই সময়ে পাহাড়ে ওঠার কথা শুনে তার মতো আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। এটা একেবারে খাড়া, উচ্চতা কমপক্ষে চারশ' ফিট তো হবেই।

"হয়তো," জবাব দিলাম আমি। "তবে আমার পেশায় একটা কথা চালু আছে : 'খেটেখুটে কাজ কোরো না; কাজ করো বুদ্ধির সাথে।' মেসেজটা আমরা পেয়ে গেছি–জানি ঘুঁটিগুলো আশেপাশেই কোথাও আছে। তবে মেসেজের চেয়েও বেশি কিছু আছে, সেই জিনিসটা তুমিই ধরতে পেরেছো।"

"আমি ধরতে পেরেছি?" গোলগোল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলো সে। "সেটা কি?"

"দেয়ালের ঐ মহিলার দিকে দেখো," তাকে বললাম। "অসংখ্য বন্য হরিণের মাঝে চাঁদের রথে চড়ে আছে সে। তাদের দিকে তার কোনো খেয়াল নেই–আমাদের থেকে অন্যত্র চেয়ে আছে সে, হাতের বর্শা তাক করে রেখেছে আকাশের দিকে। কিন্তু তার দৃষ্টি আকাশের দিকেও নিবদ্ধ নয়..."

"সে সরাসরি পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে!" চিৎকার করে বললো লিলি। "এটা চূড়ার মধ্যে আছে!" ছবিটার দিকে আবারো তাকানোর পর তার এই উচ্ছ্বাস কিছুটা কমে এলো। "কিন্তু আমরা কি করবো এখন, চূড়াটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেবো? দুঃখিত, সঙ্গে করে নাইট্রোগ্লিসারিন আনতে ভুলে গেছি।"

"যৌক্তিকভাবে চিন্তা করো," তাকে বললাম। "আমরা পাথুরে বনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে গাছের মতো দেখতে এই যে কুণ্ডলী পাকানো আর জালের মতো পাথরগুলো আছে, এগুলো কি করে এরকম আকার পেলো বলে মনে করছো তুমি? যতো জোরেই বয়ে যাক না কেন, বালি কিন্তু এভাবে পাথর কাটতে পারে না। বালির কারণে পাথরগুলো মসৃণ আর পলিশ হবে, এরকম হবে না। পাথরের এমন আকৃতি শুধুমাত্র পানিই করতে পারবে। এই পুরো সমতল জায়গাটির নীচে ভূগর্ভস্থ নদী কিংবা স্রোতধারা আছে। এছাড়া আর কোনো কিছুই এ কাজ করতে পারবে না। পানি পাথরের মধ্যে ছিদ্র তৈরি করতে পারে...তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো?"

"একটা ল্যাবিরিন্থ...মানে গোলোকধাঁধা! চিৎকার করে বললো লিলি। "তুমি বলতে চাচ্ছো এই চূড়ার ভেতরে একটা গোলোকধাঁধা আছে! এজন্যেই তারা চন্দ্রদেবিকে *ল্যাবরিস* হিসেবে এঁকেছে! এটা একটা মেসেজ, অনেকটা পথনির্দেশকের মতো। বর্শাটা কিন্তু উপরের দিকেই তাক করা। পানিগুলো হয়তো উপর থেকেই এসে এর আকার তৈরি করেছে।"

"হয়তো," বললাম তাকে। "কিন্তু দেয়ালটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো কিভাবে ওটা কাটা হয়েছে। খোদাই করা হয়েছে ভেতরের দিকে, বোলের মতো খুবলে আনা হয়েছে। ঠিক যেভাবে সমুদ্র কেটে ফেলে পাহাড়ের চূড়া। এভাবেই সমুদ্রের তলদেশে সব গুহার সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কারমেল থেকে কাপ্রি পর্যন্ত প্রতিটি পাহাড়ঘেরা উপকূলে গেলেও তুমি এরকম জিনিস দেখতে পাবে। আমার মনে হয় প্রবেশপথটি নীচেই আছে। অন্ততপক্ষে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে মরার আগে সেই চেষ্টাটা করে দেখা কি ভালো না?"

টর্চলাইটটা নিয়ে নিলো লিলি, আমরা অন্ধের মতো খাড়া পাহাড় ধরে এগোতে লাগলাম আধঘণ্টা ধরে। পথে বেশ কয়েকটি ফাটল আর গর্ত থাকলেও সেগুলো এতো চওড়া নয় যে পা পিছলে ভেতরে পড়ে যাবো। একটা জায়গায় এসে যখন দেখতে পেলাম পাথরের দেয়াল কিছুটা ভেজা, পানি চুইয়ে পড়ছে তখন ভাবতে শুরু করলাম আমার আইডিয়াটা বুঝি ভেস্তে যেতে বসেছে। ভাগ্য ভালো আমি আমার হাত ঢুকালাম সেই ভেজা জায়গাটায়। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের সামনের দিকটা পেছনে সরে গেলো। আমি সেটা অনুসরণ করলে সেটাও ঘুরে গিয়ে যেনো অন্য পাথরের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছে বলে মনে হলো-কিন্তু তা হলো না।

"আমার মনে হয় আমি পেয়ে গেছি," অন্ধকারে ফাটলের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে লিলিকে ডাকলাম। আমার কণ্ঠ অনুসরণ করে টর্চলাইট জ্বালিয়ে সেও আমার পেছন পেছন আসতে লাগলো। লিলি ভেতরে এসে পড়লে তার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে পাথরের গায়ে আলো ফেললাম। ফাটলটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে কুণ্ডলী পাকিয়ে, গভীর থেকে গভীরে।

মনে হলো পাথরের দুটো অংশ একে অন্যের সাথে পেচিয়ে যাচ্ছে অনেকটা শামুকের খোলসের স্পাইরালের মতো। আমরাও তার সাথে সাথে চললাম। অন্ধকার এতো গাঢ় যে আমাদের টর্চের দুর্বল আলো সামনের কয়েক ফিটের বেশি গিয়ে পড়লো না।

আচমকা জোরে শব্দ হলে আমি চমকে উঠে লাফ দিয়ে উঠলাম। তারপরই বুঝতে পারলাম আমার কাঁধের ব্যাগে থাকা ক্যারিওকা ঘেউ ঘেউ করছে। কিন্তু সেই আওয়াজটা সিংহের গর্জনের মতো প্রতিধ্বণিত হলো।

"দেখে যতোটা মনে হচ্ছে তারচেয়ে অনেক বেশি বড় এই গুহাটা," লিলিকে বললাম। ক্যারিওকাকে ব্যাগ থেকে নীচে নামিয়ে দিলাম আমি। "প্রতিধ্বনিটা অনেক দূর পর্যন্ত গেছে।"

"ওকে নামিয়ো না-এখানে হয়তো মাকড় কিংবা সাপ আছে।"

"তুমি যদি মনে করো আমি তাকে ব্যাগের ভেতরে প্রশ্রাব করতে দেবো তাহলে ভুল ভেবেছো," তাকে বললাম। "তাছাড়া আমি আশা করবো আমার

আগে যেনো তাকেই সাপ কামড়ায়।" মৃদু আলোতেও দেখতে পেলাম আমার দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে আছে লিলি। ক্যারিওকা এরইমধ্যে যা করার করতে শুরু করে দিয়েছে। লিলির দিকে তাকাতেই আমি কাছের একটা জায়গায় ছুটে গেলাম।

গুহার ভেতরে ধীরে ধীরে হেটে গেলাম আমরা; জায়গাটা মাত্র দশ গজ দূরে। কিন্তু আমরা কোনো ক্লু খুঁজে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরই লিলি চাদর বিছিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো।

"ওগুলো এখানেই কোথাও আছে," বললো সে। "এটাই সবচাইতে উপযুক্ত জায়গা, যদিও এটাকে ঠিক গোলোকধাঁধা বলা যায় না।" আচমকা সে সোজা হয়ে বসলো। "ক্যারিওকা কোথায়?"

চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম কুকুরটা নেই। "হায় হায়," বললাম আমি, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। "তবে চিন্তার কিছু নেই–এখান থেকে বের হবার পথ একটাই। যেখান দিয়ে ঢুকেছি সেটাই বের হবার পথ। তুমি কেন তাকে ডাকছো না?" লিলি তাই করলো। অনেকক্ষণ পর আমরা কুকুরটার সাড়া পেলাম। আওয়াজটা আসছে কুণ্ডলী পাকানো প্রবেশপথ থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমরা।

"আমি তাকে নিয়ে আসছি," বললাম লিলিকে।

কিন্তু ততোক্ষণে লিলি উঠে দাঁড়িয়েছে। "প্রশ্নই ওঠে না," তার কথাটা অন্ধকারে প্রতিধ্বণিত হলো। "তুমি আমাকে এই অন্ধকারে রেখে কোথাও যেতে পারো না।" আমার পেছন পেছন আসতে লাগলো সে, আর সঙ্গে সঙ্গে হোচট খেয়ে আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। আমরা দু'জনেই গড়িয়ে পড়লাম ঢালু একটি জায়গা দিয়ে। ঠিক কতোক্ষণ পর নীচে এসে পড়লাম জানি না, তবে মনে হলো দীর্ঘ সময় লাগলো।

গুহার দিকে যে কুণ্ডলী পাকানো প্রবেশপথটি চলে গেছে সেটার শেষপ্রান্তে একটি সংকীর্ণ আর ঢালু পথ আছে, প্রায় ত্রিশ ফিটের মতো লম্বা হবে। কিন্তু একটা দেয়াল মোড় নেওয়াতে আমরা সেটা দেখতে পাই নি। লিলির ভারি শরীরের নীচ থেকে আমার ছিলে আর ছরে যাওয়া শরীরটা কোনোরকম মুক্ত করেই টর্চলাইটের আলো উপরের দিকে ফেললাম। ক্রিস্টালের মতো দেয়াল আর ছাদে সেই আলো দারুণভাবে প্রতিফলিত হলো। আমি এর আগে কখনও এতো বড় গুহা দেখি নি। আমরা যখন বসে বসে রঙের বর্ণালি দেখছি ক্যারিওকা তখন আমাদের চারপাশে মনের আনন্দে লাফাচ্ছে। এতো উপর থেকে পতনের পরও তার মধ্যে কোনো উদ্বেগ দেখতে পেলাম না।

"ভালো কাজ করেছো!" চিৎকার করে বলেই কুকুরটার মাথায় টোকা মারলাম। উঠে দাঁড়িয়ে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেললাম শরীর থেকে। লিলি

চাদরটাসহ আমার ব্যাগ থেকে যেসব জিনিস ছিটকে মাটিতে পড়ে গেছে সেগুলো তুলতে লাগলো। একটা বিশাল গুহার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। যেখানেই টর্চের আলো ফেলি না কেন কূলকিণারা খুঁজে পেলাম না।

"আমার মনে হয় বিরাট সমস্যায় পড়ে গেছি," পেছন থেকে বললো লিলি। "যে ঢালুপথ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছি সেটা এতোটাই খাড়া যে মনে হয় না ওটা বেয়ে উপরে উঠতে পারবো।"

তার কথা ঠিক, তবে আমার মস্তিষ্ক দারুণভাবে কাজ করছে এখন।

"একটু বসে ভাবো," ক্লান্ত হয়ে লিলিকে বললাম। "তুমি একটা ক্লু মনে করার চেষ্টা করো আর আমি ভেবে দেখি এখান থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়।" তখনই একটা আওয়াজ কানে এলো আমার–ফাঁকা রাস্তার উপর বাতাসে ওড়া শুকনো পাতার শব্দের মতো।

চারপাশে টর্চের আলো ফেলে দেখলাম কিন্তু আচমকা ক্যারিওকা লাফাতে শুরু করলো, সেইসাথে শুনতে পেলাম কানফাঁটা তীক্ষ্ণ শব্দ। যেনো একহাজার হার্পিস আমার কানের কাছে বাজছে।

"চাদর দুটো কোথায়!" সেই আওয়াজের মাঝেই লিলির উদ্দেশ্যে বললাম আমি। "চাদর দুটো এক্ষুণি দাও!" ক্যারিওকাকে খপ করে ধরে আমার বগলের নীচে নিয়ে নিলাম, তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়লাম লিলির উপর। তার হাত থেকে চাদরটা নিয়ে নিজের উপর মেলে দিলাম। কিছু বুঝতে না পেরে লিলি প্রাণপণে চিৎকার দিতে লাগলো। লিলিকেও টেনে নিলাম চাদরের নীচে।

শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম কমপক্ষে হাজারখানেক তো হবেই। চাদরের নীচে থাকা লিলি আর আমার উপর শত শত বাদুর ক্ষুদে কামিকাজি পাইলটের মতো আঘাত হানতে লাগলো। তাদের পাখা ঝাপটানো শব্দের মধ্যেও লিলির গগনবিদারি চিৎকারটা শুনতে পেলাম আমি। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে গেছে সে। ক্যারিওকাও ছটফট করছে আমার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য। মনে হচ্ছে সে একাই সাহারা মরুভূমির সব বাদুরকে শেষ করে দিতে চাইছে। প্রচণ্ড জোরে ঘেউ ঘেউ করছে ও। লিলি আর ক্যারিওকার চিৎকার মিলেমিশে অদ্ভুত একটা শব্দের জন্ম দিলো।

"আমি বাদুর ভীষণ অপছন্দ করি!" শক্ত করে আমার হাতটা ধরে চেঁচিয়ে বললো লিলি। আমি চাদরটা একটু তুলে দস্যুগুলোর কাজকারবার দেখার চেষ্টা করলাম। "একদম পছন্দ করি না! জঘন্য!"

"মনে হয় তারাও তোমাকে পছন্দ করে না," আমিও চেঁচিয়ে বললাম। ভালো করেই জানি চুলের সাথে পেচিয়ে না গেলে কিংবা জলাতঙ্কের জীবাণুতে আক্রান্ত না হলে বাদুর কখনও কামড়ায় না।

গায়ের উপর চাদর রেখে গুহার মধ্যে একটা সুড়ঙ্গের দিকে হামাগুড়ি দিয়েই

এগিয়ে গেলাম আমরা। এ সময় ক্যারিওকা হাত ফসকে চলে গেলো। এখনও চারপাশে অসংখ্য বাদুর উড়ে বেড়াচ্ছে।

"হায় ঈশ্বর!" চিৎকার করে বললাম। "ক্যারিওকা, ফিরে এসো!" চাদরটা একটু তুলে লিলিকে রেখে আমি ছুটে গেলাম কুকুরটার পেছনে। চারপাশে এলোপাতারিভাবে টর্চলাইটের আলো ফেললাম যাতে করে বাদুরগুলোকে ভড়কে দেয়া যায়।

"আমাকে ছেড়ে যেয়ো না!" লিলি চিৎকার করে বললো। তার পায়ের শব্দটাও পেছনে শুনতে পেলাম। দ্রুত গতিতে ছুটে গেলেও ক্যারিওকাকে হারিয়ে ফেললাম আমরা।

বাদুরগুলো আর নেই। লম্বা গুহাটি আমাদের সামনে হলওয়ের মতো চলে গেছে। লিলির দিকে ফিরলাম। দম ফুরিয়ে হাফাচ্ছে সে। মাথার উপর এখনও চাদরটা আছে।

"ও মরে গেছে," চারপাশে তাকিয়ে বললো লিলি। "তুমি ছেড়ে দিলে কিভাবে...বাদুরগুলো ওকে শেষ করে দিয়েছে। এখন আমরা কি করবো?" তার কণ্ঠে ভীতি। "তুমি সব সময়ই জানো কি করতে হবে। হ্যারি বলে–"

"হ্যারি কি বলে না বলে তার পরোয়া আমি করি না," বিরক্ত হয়ে বললাম। আমার মধ্যেও ভীতি জেঁকে বসেছে তবে গভীর করে দম নিয়ে সেটা তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। মাথা খারাপ করার কোনো মানেই হয় না। ঠিক এরকম একটি গুহা থেকেই হাকেলবেরি ফিন বের হয়েছিলো। নাকি টম সয়্যার? হাসতে শুরু করলাম আমি।

"তুমি হাসছো কেন?" উদভ্রান্তের মতো বললো লিলি। "আমরা এখন কি করবো?"

"টর্চটা বন্ধ করো," তাকে বললে সে টর্চটা বন্ধ করে দিলো। "এরকম জায়গায় ব্যাটারি শেষ করার কোনো মানে নেই–" তারপরই সেটা দেখতে পেলাম আমি।

হলওয়ের শেষ মাথায় যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে একটু দূরে মৃদু আলো জ্বলজ্বল করছে। খুবই মৃদু। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে সেটা বেশ চোখে পড়ছে।

"ওটা কি?" হাফাতে হাফাতে বললো লিলি। *আমাদের আশার আলো,* ভাবলাম আমি। তার হাতটা ধরে সেদিকে ছুটে গেলাম। এটা কি বের হবার আরেকটি পথ?

কতোটা হেটে গেলাম সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলাম না কারণ অন্ধকারে স্থান-কালের ধারণা গুলিয়ে যায়। তবে টর্চলাইট ছাড়া মৃদু আলোটার কাছে পৌছাতে আমাদের বেশ খানিকটা সময় লেগে গেলো। যতো সামনে এগোলাম

ততোই প্রকট হতে লাগলো সেই আলো। অবশেষে চমৎকার ডাইমেনশনের একটি ঘরে এসে পড়লাম আমরা–পঞ্চাশ ফিটের মতো উঁচুতে ছাদ, আর দেয়ালগুলোতে অদ্ভুত জ্বলজ্বলে কিছুর প্রলেপ দেয়া। ছাদের একটি খোলা জায়গা দিয়ে পূর্ণিমার আলো ঢুকে পড়েছে। কেঁদে ফেললো লিলি।

"আকাশ দেখে এতোটা খুশি হবো আগে কখনও ভাবি নি," ফুপিয়ে ফুপিয়ে বললো সে।

আমার অবস্থাও তার মতোই। যেনো শক্তিশালী কোনো মাদকের প্রভাবে দ্রুত কেটে গেলো সমস্ত ভয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু পঞ্চাশ ফুট উপরে কি করে উঠবো সে কথা যখন ভাবছি তখনই একটা পরিচিত শব্দ কানে এলো। টর্চটা জ্বালিয়ে নিলাম। ঘরের এককোণে মাটি খুড়ে চলছে ক্যারিওকা।

লিলি সেখানে ছুটে যেতে চাইলে আমি তার হাতটা ধরে ফেললাম। কুকুরটা করছে কি? ভুতুরে আলোয় আমরা দু'জন চেয়ে রইলাম তার দিকে।

প্রাণপণে মাটি খুড়ে চলেছে সে। কিন্তু মাটির স্তুপটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু আছে। আবারো টর্চটা নিভিয়ে দিলাম। ঘরে শুধু জ্যোৎস্নার আলো। এবার বুঝতে পারলাম জিনিসটা কি। মাটির স্তুপটাও জ্বলজ্বল করছে–মানে ওটার নীচে কিছু একটা জ্বলজ্বল করছে। ঠিক তার উপরে, দেয়ালের মাঝে বিশাল আকারে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সার্বজনীন প্রতীক *কদুসিয়াস* আর ইংরেজি আট সংখ্যাটি খোদাই করা।

লিলি আর আমি হাটু গেঁড়ে বসে পড়লাম, ক্যারিওকাকে সরিয়ে আমরাই মাটির স্তুপ থেকে প্রথম ঘুঁটিটা বের করে আনতে পারলাম। মাটি মুছে হাতে তুলে ধরলাম সেটা–একটা ঘোড়ার নিখুঁত ভাস্কর্য, সামনের পা দুটো উপরের দিকে তোলা। পাঁচ ইঞ্চির মতো উচ্চতা হবে, আর দেখতে যতোটা মনে হচ্ছে আদতে সেটা অনেক বেশি ভারি। টর্চটা জ্বালিয়ে লিলির কাছে দিয়ে দিলাম, সেই আলোতে ভালো করে দেখলাম অপূর্ব সুন্দর ঘুঁটিটা। অবিশ্বাস্য সূক্ষ্ম কারুকাজ। একেবারে বিশুদ্ধ রূপায় তৈরি। ফুলেফেপে ওঠা নাকের ছিদ্র থেকে শুরু করে পায়ের খুর পর্যন্ত নিখুঁতভাবে খোদাই করা হয়েছে। এটা নির্ঘাত কোনো মাস্টার ক্রাফটসম্যানের কাজ। ঘোড়ার স্যাডেলটা বেইজ হিসেবে কাজ করছে। চোখ দুটো দামি রত্ন-পাথরের। সারা শরীরে আরো কিছু মূল্যবান রত্ন খচিত আছে। অল্প আলোতেই সেগুলো জ্বলজ্বল করছে।

"অবিশ্বাস্য," ফিসফিস করে বললো লিলি। "চলো, এবার বাকিগুলো বের করি।"

দ্রুত সবগুলো ঘুঁটি বের করে আনলাম আমরা। সব মিলিয়ে মন্তগ্লেইন সার্ভিসের আটটি ঘুঁটি। রূপার ঘোড়া, তিন ইঞ্চির মতো লম্বা চারটা সৈন্য। দেখতে অদ্ভুত এক ধরণের আলখেল্লা পরে আছে তারা। অনেকটা গ্রিক সৈন্যরা

যেমনটি পরতো সেরকম। তাদের হাতে বল্লম। একটা সোনার উটও আছে, সেটার পিঠে আসন বসানো।

তবে শেষ দুটো ঘুঁটি সবচাইতে বিস্ময়কর। একটা ঘুঁটি হলো হাতির পিঠে বসা এক লোকের। হাতিটার শরীর উপরের দিকে উঠে আছে। পুরোটাই স্বর্ণের। কয়েক মাস আগে লিউলিন যে ছবিটা দেখিয়েছিলো অনেকটা সেরকমই তবে পাদদেশে পদাতিক সৈন্যগুলো ছাড়া। লোকটার চেহারা একেবারে জীবন্ত কারোর আদলে খোদাই করা হয়েছে। অভিজাত মুখ আর রোমান নাক তবে নাকের ছিদ্রগুলো নাইজেরিয়ার ইফি'তে খুঁজে পাওয়া নিগ্রোয়েড মানুষের মতো। তার লম্বা চুল কাঁধ অবধি আছড়ে পড়েছে। চুলের কিছু গোছায় ছোটো ছোটো রত্ন বসানো। রাজা।

শেষ ঘুঁটিটা রাজার মতোই প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। একটা সিংহাসন সদৃশ্য চেয়ারে বসে আছে 'ওটা'। চোখেমুখে ঔদ্ধত্য–নির্ভিকতা। চোখ দুটো সবুজ রত্ন এমারেল্ডের। আমি 'ওটা' বলছি তার কারণ অবয়বটির দাড়ি থাকলেও বক্ষটা দেখতে একেবারে নারীদের মতো।

"কুইন," আস্তে করে বললো লিলি। "মিশর আর পারস্যে কুইনের দাড়ি থাকে, এটা তার শাসন করার ক্ষমতাকে ইঙ্গিত করে। পুরনো দিনের খেলায় এই ঘুঁটিটা বর্তমান সময়ের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী ছিলো। তবে তার ক্ষমতা বেড়ে গেছে।

বিবর্ণ জ্যোৎস্নার আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকা মন্তগ্লেইন সার্ভিসের ঘুঁটিগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম দু'জন। আমাদের মুখে ফুটে উঠলো হাসি।

"অবশেষে আমরা সফল হতে পেরেছি," বললো লিলি। "এখন কিভাবে এখান থেকে বের হওয়া যায় সেটা খুঁজে বের করতে হবে।"

আমি টর্চলাইটটা দেয়ালের উপর ফেললাম। মনে হলো খুব কঠিন তবে অসম্ভব নয়।

"আমার মনে হয় আমি এই পাথর বেয়ে উঠতে পারবো," তাকে বললাম। "আমরা চাদর দুটো কেটে দড়ির মতো ব্যবহার করতে পারি। উপরে ওঠার পর আমি এটা নামিয়ে দিতে পারবো। তুমি আমার ব্যাগ, ক্যারিওকা আর ঘুঁটিগুলো তুলে দেবে।"

"দারুণ," বললো লিলি। "কিন্তু আমি কি করবো?"

"তোমাকে তো আমি টেনে তুলতে পারবো না," বললাম তাকে। "তোমাকে আমার মতোই বেয়ে বেয়ে উঠতে হবে।"

আমি জুতো খুলে ফেলতে লাগলাম আর লিলি আমার নেইলকাটারের কাঁচি দিয়ে চাদর দুটো কাটতে শুরু করলো।

দেয়ালটা বেশ এবরেখেবরো, পা রাখা আর হাতে ধরার জন্য বেশ ভালো

জায়গাই পেলাম। চাদরের দড়িসহ পাথুরে দেয়ালটা বেয়ে বেয়ে উঠতে আধঘণ্টা লেগে গেলো আমার। উপরে আসার পর দেখতে পেলাম দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। আমি এখন পাহাড়ের চূড়ার উপর। নীচ থেকে লিলি ব্যাগটা দড়ির সাথে বেঁধে দিলে প্রথমে ক্যারিওকাকে পরে ঘুঁটিগুলো তুলে নিলাম। এবার লিলির পালা। আমার দু'পায়ের চামড়া ছিলে গেছে। হাত বুলাতে লাগলাম সেখানে।

"ভয় পাচ্ছি," নীচ থেকে চিৎকার করে বললো সে। "পড়ে গিয়ে যদি পা ভেঙে ফেলি তাহলে কি হবে?"

"আমি তোমাকে গুলি করবো তখন," বললাম তাকে। "ওঠো–নীচের দিকে একটুও তাকাবে না।"

খালি পায়ে উঠতে শুরু করলো লিলি কিন্তু মাঝপথে এসে থমকে গেলো সে।

"আসো," বললাম তাকে। "ওখানে তুমি থেমে থাকতে পারো না।" ভয়ার্ত মাকড়ের মতো পাথর আকড়ে ধরে আছে লিলি। নড়াচড়া তো করছেই না, কথাও বলছে না। আমি নিজেই ভয় পেতে শুরু করলাম।

"দ্যাখো," বললাম তাকে, "তুমি কেন এটাকে দাবা খেলা মনে করছো না? তুমি একটা জায়গায় ফেঁসে গেছো, কিভাবে বের হবে, চাল দেবে বুঝতে পারছো না। কিন্তু উপায় একটা আছেই। আর তোমাকেও সেটা বের করতে হবে, না হলে তুমি খেলায় হেরে যাবে! সবগুলো ঘুঁটি যখন মুভ করার মতো পজিশনে থাকে না তখন তোমরা এটাকে কি নামে ডাকো আমি জানি না...তবে মনে করো এখন তোমারও একই অবস্থা।"

আমি দেখতে পেলাম তার হাতটা নড়ছে। আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করলো আবার। বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বেশ লম্বা একটা সময় লেগে গেলো লিলির উপরে উঠে আসতে।

উপরে উঠেই চোখ দুটো বন্ধ করে দম ফুরিয়ে হাফাতে লাগলো সে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথা বললো না। অবশেষে চোখ খুলে ভোরের আলো দেখতে পেলো, তারপর তাকালো আমার দিকে।

"আমরা এটাকে বলি *জুগজোয়াং*," বললো সে। "হায় ঈশ্বর–আমরা তাহলে পারলাম।"

∞

আরেকটা জিনিস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

জুতো পরে দিনের আলোয় পাহাড় থেকে নামতে শুরু করে কিছুক্ষণ পরই নেমে এলাম পাথুরে বনের মধ্যে। সেখান থেকে আরেকটা পাহাড়ের উপর এসে নীচে রেখে দেয়া আমাদের গাড়িটা দেখতে পেলাম।

অবশ্য গাড়ির সাথে আরো কিছু দেখতে পেলাম আমরা। লিলি আমার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললো।

"আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না," আমাদের গাড়ির দিকে চেয়ে বললো সে। দুটো পুলিশের গাড়ি পার্ক করা আছে কর্নিশটার পাশে–তৃতীয় গাড়িটা দেখে আমি চিনতে পারলাম। শরিফের দুই চ্যালা আমাদের গাড়ির উপর ঝুঁকে আছে।

"তারা এখানে কি করে চলে এলো?" লিলি বললো। "মানে, আমরা তো তাদেরকে শত মাইল দূরেই ফাঁকি দিতে পেরেছিলাম।"

"এই আলজেরিয়াতে কতোগুলো নীল রঙের কর্নিশ গাড়ি আছে বলে তুমি মনে করো?" একটু থেমে আবার বললাম, "আর তাসিলিতে আসার জন্যেই বা কয়টা রাস্তা আছে?"

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীচের দৃশ্যটা দেখে গেলাম।

"তুমি নিশ্চয় হ্যারির সব টাকা এরইমধ্যে উড়িয়ে দাও নি?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে। মাথা দুলিয়ে জানালো, দেয় নি।

"তাহলে আমি বলবো সেই টাকাগুলো তামরিতের তাবুর গ্রামে গিয়ে খরচ করা যেতে পারে। হয়তো কিছু গাধা ভাড়া করে জানেত-এ যেতে পারবো আমরা।"

"আমার এতো সুন্দর গাড়িটা এইসব বদমাশদের হাতে ফেলে চলে যাবো?" হিসহিসিয়ে বললে সে।

"তুমি যখন ঐ পাথুরে দেয়ালে আটকে ছিলে তখনই তোমাকে ফেলে চলে আসা উচিত ছিলো আমার," বললাম তাকে। "*জুগজোয়াং* অবস্থায় ছিলে যখন।"

জুগজোয়াং

বলি যদি দিতেই হয় প্রতিপক্ষের কাউকে দেয়াই ভালো।
–সাভিয়েল্লি তারতাকোভার
পোলিশ গ্র্যান্ডমাস্টার

তাসিলির আঁকাবাঁকা পথ ছেড়ে যখন জানেতের উপকণ্ঠে হাজার ফিট নীচে আদমেরে চলে এলাম তখন দুপুর হয়ে গেছে।

তাসিলির পথে অনেকগুলো ছোটোছোটো নদী ছিলো, সেখান থেকে আমরা ইচ্ছেমতো পান করে নিয়েছি। ওখানকার কিছু খেজুর গাছ থেকে কিছু পাকা খেজুর নিতেও ভুল করি নি। গতকাল রাত থেকে পেটে আর কিছু পড়ে নি তাই খেজুরগুলো বেশ সুস্বাদু লাগলো আমাদের কাছে।

তামরিত নামের তাবুর গ্রামে এসে এক গাইডের কাছ থেকে কিছু গাধা ভাড়া করে নিলাম।

ঘোড়ার চেয়ে গাধার পিঠে সওয়ার হওয়াটা কম আরামদায়ক। আমার পায়ে যে ক্ষত ছিলো তা তো সেরে ওঠেই নি এখন টের পেলাম পিঠ আর কোমর ব্যথা করছে; দীর্ঘ সময় হাটাহাটি করার ফল। রোদের কারণে হাতের জায়গায় জায়গায় ফস্‌কা পড়ে গেছে। তারপরও আমার মধ্যে বেশ চনমনে একটা ভাব বজায় আছে। অবশেষে ঘুঁটিগুলো আমরা পেয়েছি। আরেকটা স্বস্তির ব্যাপার হলো, আলজিয়ার্সের পথে রওনা দিচ্ছি এখন।

জানেতে এসে গাইডের চাচার কাছে গাধাগুলো রেখে তার দেয়া একটা খচ্চরে টানা গাড়িতে করে এয়ারপোর্টে চলে এলাম।

যদিও কামেল আমাকে বলেছিলো এয়ারপোর্টের ধারেকাছেও যেতে না, কিন্তু অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে ওখানে না গিয়ে আর কোনো উপায় নেই। আমাদের গাড়িটা গুণ্ডাপ্রকৃতির কিছু লোকের কব্জায় চলে গেছে। আর এরকম ছোটোখাটো শহরে গাড়ি ভাড়া করা অসম্ভব ব্যাপার। তাহলে আমরা আর কিসে করে আলজিয়ার্সে যাবো–গ্যাসের বেলুনে করে?

"আলজিয়ার্সের এয়ারপোর্টে যেতে আমার খুব ভয় হচ্ছে," জানেত এয়ারপোর্টে পৌছাতেই বললো লিলি। "তুমি কি বুঝতে পারছো না ওখানে শরিফের একটা অফিস আছে?"

"ওটা ইমিগ্রেশন গেটের ভেতরে," তাকে আশ্বস্ত করলাম। তবে একটু পরই বুঝতে পারলাম আলজিয়ার্স নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

"আলজিয়ার্সে আজ কোনো ফ্লাইট নেই," টিকেট কাউন্টারের মেয়েটি বললো। "শেষ ফ্লাইটটি চলে গেছে এক ঘণ্টা আগে। আগামীকাল সকালের আগে আর কোনো ফ্লাইট নেই।" মাত্র দুটো রাস্তা আর দুই লক্ষ খেজুর আর পাম গাছের শহরে এরচেয়ে বেশি কী আর আশা করতে পারি?

"হায় ঈশ্বর," আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বললো লিলি। "এই শহরে আমরা রাত কাটাতে পারবো না। কোনো হোটেলে গেলে তারা আমাদের পরিচয় জানতে চাইবে। আইডি কার্ড চাইবে। আমার তো সেরকম কিছু নেই। তারা আমাদের গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে, ভালো করেই জানে আমরা এখানে আছি। আমার মনে হয় আমাদের এখন নতুন একটি প্ল্যানের দরকার।"

আমাদেরকে এখান থেকে দ্রুত চলে যেতে হবে–খুব দ্রুত। নতুন কোনো ঘটনা ঘটার আগেই ঘুঁটিগুলো নিয়ে যেতে হবে মিনির কাছে। আবারো লিলিকে নিয়ে টিকেট কাউন্টারে গেলাম।

"অন্য কোথাও যাবার ফ্লাইট কি আছে?" টিকেট কাউন্টারের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"একটা চার্টার ফ্লাইট আছে, ওটা যাচ্ছে ওরানে," মেয়েটি বললো। "একদল জাপানি ছাত্র ওটা বুক করেছে মরোক্কো যাবার জন্যে। চার নাম্বার গেট থেকে ওটা কয়েক মিনিট পরই যাত্রা শুরু করবে।"

লিলি ততোক্ষণে ক্যারিওকাকে কোলে নিয়ে চার নাম্বার গেটের দিকে হনহন করে হাটা দিতে শুরু করেছে। আমি তার পেছন পেছন ছুটলাম। টাকা নামক জিনিসটা জাপানিরা ছাড়া আর কেউ এতো ভালো করে চেনে না, ভাবলাম আমি। আর লিলির কাছে সেই জিনিসটা বেশ ভালো পরিমাণেই আছে।

টুর অর্গানাইজার লোকটি বেশ কেতাদূরস্ত, নীল রঙের ব্লেজার পরে আছে, বুকের কাছে একটা ট্যাগে লাল অক্ষরে লেখা : হিরোশি। রানওয়েতে ছাত্রদেরকে দাঁড় করিয়ে কী যেনো বলছে লোকটা। লিলি তাকে ইংরেজিতে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললে আমি সেটা ফরাসিতে অনুবাদ করে দিলাম।

"নগদ পাঁচশ' ডলার," বললো লিলি। "আমেরিকান ডলার...এক্ষুণি আপনার পকেটে চলে যাবে।"

"সাড়ে সাতশ," ঝটপট জবাব দিলো সে।

"ঠিক আছে," কড়কড়ে নোটগুলো লোকটার নাকের সামনে তুলে ধরলো লিলি। দ্রুত সেগুলো পকেটে চালান করে দিলো সে। আমরাও উঠে গেলাম প্লেনে।

এই ফ্লাইটের আগে জাপানিদের কথা ভাবলেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো শান্তশিষ্ট আর চুপচাপ স্বভাবের লোকজন। কথা কম কাজ বেশি। নম্রভদ্র আর মার্জিত একটি সংস্কৃতির অধিকারী জাতি। কিন্তু তিন-চার ঘণ্টার ফ্লাইটের

পর আমার এই ধারণা পাল্টাতে হলো। এইসব ছাত্ররা হৈহল্লা আর নাচানাচি করে গেলো সারাটাক্ষণ। অশ্লীল জোক বলে একে অন্যের গায়ে হামলে পড়া, জাপানি ভাষায় বিটলসদের গান গাওয়া, সারাক্ষণ এসব চললো। তাদের গান শুনে আমার তাসিলির গুহার ভেতরে বাদুরের কিচিরমিচির আওয়াজের কথা মনে পড়ে গেলো।

এসব কিছু অবশ্য লিলি খেয়ালই করলো না। প্লেনের পেছনে টুর ডিরেক্টরের সাথে দাবা খেলায় ডুবে আছে সে। লোকটাকে বার বার নাস্তানাবুদ করে হারাচ্ছে, যদিও দাবা খেলা হলো ঐ লোকটার দেশের জাতীয় খেলা।

প্লেনের জানালা দিয়ে পার্বত্য শহর ওরানের দৃশ্য দেখতে পেয়ে স্বস্তি বোধ করলাম। লিলি আর আমি প্লেন থেকে নামতেই নতুন একটা সমস্যা টের পেলাম। এর আগে কথাটা আমার মাথায়ই আসে নি। প্লেন বদলাতে হলে আমরা কিভাবে মেটাল ডিটেক্টর অতিক্রম করবো?

তাই লিলিকে নিয়ে সোজা চলে গেলাম কার রেন্টাল এজেন্সিতে। সম্ভাব্য একটি অজুহাত আমার কাছে আছে : কাছের শহর আরজু'তে একটি তেল শোধনাগার রয়েছে, আমি নিশ্চিত।

"আমি পেট্রল মিনিস্ট্রি থেকে এসেছি," মিনিস্ট্রির ব্যাজটা দেখিয়ে রেন্টাল এজেন্টকে বললাম। "আরজুর রিফাইনারিতে ভিজিট করার জন্য আমার একটা গাড়ি দরকার। এটা খুব জরুরি–মিনিস্ট্রির গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে।"

"দুঃখের সাথে বলছি, মাদেমোয়ে," মাথা দুলিয়ে বললো লোকটা, "এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো রেন্টাল গাড়ি পাওয়া যাবে না।"

"এক সপ্তাহ! অসম্ভব! আমার আজকেই গাড়ি লাগবে। ওখানকার প্রোডাকশন রেটটা ইন্সপেক্ট করতে হবে। আমি চাই আপনি এক্ষুণি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করুন। বাইরে আপনাদের লটে অনেক গাড়ি দেখতে পেয়েছি। ওগুলো কে রিজার্ভ করেছে? যে-ই করে থাকুক না কেন, আমার ব্যাপারটা সবচেয়ে জরুরি।"

"ঐ গাড়িগুলো আজকেই ফিরে এসেছে। কিছু ক্লায়েন্ট ওগুলোর জন্য এক সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করছে। তারা সবাই ভিআইপি..." হাতের এক গোছা চাবি দুলিয়ে বললো সে। "একঘণ্টা আগে সোভিয়েত কনসাল থেকে ফোন করে জানিয়েছে তাদের পেট্রোলিয়ম লিয়াঁজো আলজিয়ার্স থেকে কিছুক্ষণ পরই প্লেনে করে নামবে।"

"রাশিয়ান পেট্রোলিয়াম অফিসার?" নাক সিঁটকিয়ে বললাম আমি। "আপনি ঠাট্টা করছেন নাকি। আপনি জানেন আমি আপনাদের অয়েল মিনিস্টারের লোক? তাকে ফোন করে বলে দিন আমাকে আরজুতে গিয়ে ইন্সপেকশন করার জন্য কোনো গাড়ি দিতে পারছেন না কারণ পুরোটা সপ্তাহ রাশিয়ানরা সব গাড়ি বুক করে রেখেছে–যারা তেল সম্পর্কে কিস্সু জানে না।"

আমি আর লিলি একে অন্যের দিকে তাকিয়ে সায় দিলাম। রেন্টাল এজেন্ট একটু নার্ভাস হয়ে গেলো। রাশিয়ানদের কথা বলে যেনো ভুল করে ফেলেছে এমন একটা ভঙ্গি করলো সে।

"আপনি ঠিকই বলেছেন!" চিৎকার করে বলেই হাতের ক্লিপবোর্ড থেকে কিছু কাগজ খুলে আমার হাতে তুলে দিলো। "সোভিয়েত অ্যাম্বাসির কী এমন জরুরি কাজ যে তাদেরকে এক্ষুণি গাড়ি জোগার করে দিতে হবে? এই যে, মাদেমোয়ে–এখানে সাইন করেন। আমি আপনার জন্য গাড়ি নিয়ে আসছি।"

এজেন্ট আমার হাতে চাবিটা দিলে আমি তার ফোনটা ব্যবহার করতে চাইলাম। তাকে জানালাম, আলজিয়ার্সের অপারেটর এজন্যে কোনো চার্জ করবে না। লাইনটার কানেকশান দিয়ে ফোনটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

"আরে আপনি!" চিৎকার করে বললো তেরেসা। "আপনি কি করেছেন? অর্ধেক আলজিয়ার্স আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমি ফোনকলগুলো শুনেছি, তাই সব জানি! মন্ত্রী সাহেব বলেছেন আপনার সাথে যোগাযোগ হলে আমি যেনো আপনাকে বলে দেই তার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ না করতে। আপনি তার অনুপস্থিতিতে কোনোভাবেই মিনিস্ট্রির ধারেকাছেও যাবেন না।"

"তিনি এখন কোথায় আছেন?" এজেন্টের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জানতে চাইলাম। লোকটা এমন ভান করছে যেনো একবর্ণ ইংরেজিও বুঝতে পারছে না, কিন্তু সব শুনে যাচ্ছে।

"তিনি কনফারেন্সে আছেন," ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললো তেরেসা। এর মানে কি ওপেকের কনফারেন্স শুরু হয়ে গেছে? "উনার যদি আপনাকে দরকার পড়ে সেজন্যে জানতে চাচ্ছি, আপনি এখন কোথায়?"

"আমি আরজু রিফাইনারি ইন্সপেকশন করতে যাচ্ছি," কথাটা জোরে জোরে ফরাসিতে বললাম। "আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, তবে ওরান এয়ারপোর্টের রেন্টাল এজেন্ট খুব ভালো কাজ করেছেন, তিনি অন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মন্ত্রী সাহেবকে বলবেন, আমি আগামীকাল তার কাছে রিপোর্ট দেবো।"

"আপনি যা-ই করেন না কেন, এ মুহূর্তে ফিরে আসবেন না!" বললো তেরেসা। "পারস্যের বানচোতটা জানে আপনি কোথায় গেছেন–কে আপনাকে ওখানে পাঠিয়েছে। ওই এয়ারপোর্ট থেকে যতো দ্রুত সম্ভব বের হয়ে যান। তার লোকজন আছে ওখানে!"

পারস্যের বানচোত বলতে সে আসলে শরিফকে বুঝিয়েছে। সে ভালো করেই জানে আমরা তাসিলি'তে গেছি। কিন্তু তেরেসা এটা জানলো কিভাবে–তারচেয়ে বড় কথা, কে আমাদের ওখানে পাঠিয়েছে সেটাই বা কি করে আন্দাজ করলো সে? তারপরই বুঝতে পারলাম, মিনি রেনসেলাসকে খুঁজে বের করার জন্য তেরেসার শরণাপন্ন হয়েছিলাম আমি!

"তেরেসা," এজেন্ট লোকটার দিকে চেয়েই ইংরেজিতে বললাম, "মন্ত্রীসাহেবকে কি আপনি বলেছেন আমি কাশাবাহ্‌তে একজনের সাথে দেখা করতে গেছি?"

"হ্যা," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "বুঝতে পারছি আপনি ঐ মহিলাকে খুঁজে পেয়েছেন। ঈশ্বর আপনার সহায় হন।" সে তার কণ্ঠ এতোটা নীচে নামিয়ে আনলো যে শুনতে বেগ পেলাম। "তারা আন্দাজ করতে পেরেছে *আপনি কে!*" লাইনে আর কিছু শোনা গেলো না, তারপরই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার শব্দ শুনতে পেলাম। রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই টের পেলাম হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। কাউন্টারের উপর থেকে চাবিটা তুলে নিলাম।

"আরজু রিফাইনারি অবশেষে ইন্সপেক্ট করা হচ্ছে জানতে পারলে মন্ত্রীসাহেব খুব খুশি হবেন!" এজেন্ট লোকটাকে বললাম আমি। "আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো..."

বাইরে এসে দেখি রেনল্ট গাড়িতে লিলি বসে আছে তার প্রিয় কুকুরটাকে নিয়ে। আমি ড্রাইভারের আসনে বসে পড়লাম। তেরেসার নিষেধ সত্ত্বেও আলজিয়ার্সের পথেই রওনা হলাম আমি। এছাড়া আর কি করতে পারি? গাড়ি যতো দ্রুত ছুটতে লাগলো তারচেয়ে দ্রুত কাজ করতে লাগলো আমার মাথাটা। তেরেসা যা বোঝাতে চেয়েছে সেটা যদি ঠিক ঠিক বুঝতে পারি তাহলে আমার জীবনের মূল্য ফুটো পয়সার চেয়েও কম।

আরজু রিফাইনারি অতিক্রম করে গাড়িটা থামিয়ে লিলিকে ড্রাইভার আসনে বসতে দিলাম। আমার এখন দরকার মিরিয়ের জার্নালটা ভালো করে পড়ে দেখার।

আমরা যে জায়গা থেকে চলে এসেছি সেই জায়গাটা খুঁজে বের করলাম জার্নালটায়।

মনোযোগ দিলাম মিরিয়ে নামের নান যে অদ্ভুত এক দুনিয়ার কথা লিখেছে সেটা পড়ার জন্য। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, মনে মনে ভাবলাম। আমার চারপাশের সত্যিকারের বিপদের চেয়েও এই বইটা এখন আমার কাছে বেশি বাস্তব বলে মনে হচ্ছে। আমাদের যাত্রাপথের অ্যাডভেঞ্চারে ফরাসি নান মিরিয়ে যেনো অনিবার্য সঙ্গি হয়ে উঠেছে। তার গল্পটা উন্মোচিত হয়েছে আমাদের সামনে–আমাদেরকে এর ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে।

লিলি চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগলে আমি অনুবাদ করতে লাগলাম। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যেনো আমার নিজের অনুসন্ধানের গল্পটাই অন্যের মুখ থেকে শুনছি–আমার পাশে বসেই শুনিয়ে যাচ্ছে সে। এই মহিলা এমন একটি মিশনে জড়িত ছিলো যা কেবল আমিই বুঝতে পারছি। মিরিয়ের অনুসন্ধানটি যেনো আমার নিজের অনুসন্ধানে পরিণত হয়েছে। আমি পড়তে লাগলাম...

জেলখানা থেকে মৃত্যুভয় নিয়ে চলে আসি। রঙের যে বাক্সটা বহন করছিলাম তাতে ছিলো অ্যাবিসের লেখা একটি চিঠি আর ভালো পরিমাণের টাকা, আমার মিশনের কাজে খরচ করার জন্য তিনি দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, আমাকে যে লেটার অব ক্রেডিট দিয়েছেন সেটার সাহায্যে বৃটিশ ব্যাঙ্ক থেকে আমার বোন ভ্যালেন্টাইনের ফান্ডের টাকা তুলতে পারবো। তবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইংল্যান্ডে যাবো না তখন–বরং অন্য একটা কাজ করবো তার আগে। আমার সন্তান চ্যারিয়ট আছে মরুভূমিতে–তাকে এ জীবনে আর দেখার কথা ভুলেও ভাবি নি। সে জন্মেছে দেবির চোখের সামনে। খেলাটার মধ্যেই সে জন্ম নিয়েছে...

∞

লিলি গাড়ির গতি কমিয়ে দিলে আমি পড়া থামিয়ে দিলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আলোর স্বল্পতার কারণে পড়তেও কষ্ট হচ্ছিলো। লিলি কেন রাস্তার পাশে গাড়িটা থামিয়ে দিলো সেটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেলো আমার। মৃদু আলোতে দেখতে পেলাম বেশ কয়েকটি পুলিশ আর মিলিটারি গাড়ি সামনের রাস্তার উপর থেমে আছে–কিছু প্যাসেঞ্জার কার রাস্তার পাশে থামিয়ে চেক করছে তারা।

"আমরা কোথায় আছি?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে। তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে কিনা বুঝতে পারলাম না।

"তোমার অ্যাপার্টমেন্ট আর আমার হোটেল, মানে সিদি-ফ্রেদি থেকে পাঁচ মাইল দূরে আছি। আলজিয়ার্স এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার সামনে। আধঘণ্টার পথ। এখন কি করবো?"

"আমরা এখানে থাকতে পারবো না," বললাম তাকে। "আবার সামনেও যেতে পারছি না। এই ঘুঁটিগুলো যেখানেই লুকিয়ে রাখি না কেন তারা ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে।" একটু ভেবে নিলাম। "সামনের কয়েক গজ দূরেই একটা সমুদ্রবন্দর আছে। কোনো ম্যাপে সেটার উল্লেখ নেই তবে মাছ আর চিংড়ি কেনার জন্যে ওখানে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলাম। ওদিকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। জায়গাটাকে লা মাদরাগ বলে। ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে থাকি, তারপর নতুন করে একটা প্ল্যান করবো।"

আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আমরা এসে পড়লাম ছোট্ট হারবারে। এতোক্ষণে চারপাশে নেমে এসেছে গাঢ় অন্ধকার। শহরের একমাত্র ইন-এর সামনে থামলাম। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে আলো আসতে দেখলাম আমরা। এখানে নাবিকেরা এসে একটু পানাহার করে।

"আশেপাশে বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে এখানেই শুধু ফোন আছে," গাড়ি থেকে নেমে বললাম লিলিকে। "খাবারদাবারের কথা না বললেও চলে। মনে হচ্ছে কয়েক মাস ধরে কিছু খাই নি। আগে কামেলকে ফোন করার চেষ্টা করি, দেখি সে আমাদের এখান থেকে বের করতে পারে কিনা। তুমি এই ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছো জানি না, তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা *জুগজোয়াং*-এর মধ্যে পড়ে গেছি।" তার দিকে চেয়ে দন্তবিকশিত হাসি হাসলাম।

"আর তাকে যদি ফোনে না পাও তাহলে কি হবে?" জানতে চাইলো লিলি। "এই সার্চপার্টি কতোক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারে? আমরা তো এখানে সারা রাত কাটিয়ে দিতে পারবো না।"

"আসলে, আমরা যদি আমাদের গাড়িটা পরিত্যাগ করি তাহলে সমুদ্র সৈকত দিয়েই চলে যেতে পারবো। আমার অ্যাপার্টমেন্টটা ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে, চাইলে পায়ে হেটেই যাওয়া যাবে।"

তো আমরা সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই পাব-এর ভেতরে ঢুকে পড়লাম। এই যাত্রাটা শুরু করার পর সম্ভবত এটাই ছিলো আমার নেয়া সবচাইতে বাজে সিদ্ধান্ত।

লা মাদরাগ পাবটি নাবিকদের আড্ডাস্থল, সেটা ঠিক আছে–কিন্তু যেসব নাবিক আমাদের দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালো তারা দেখতে *ট্রেজার আইল্যান্ড* সিনেমার এক্সট্রা চরিত্রের শিল্পীদের মতো। লিলির কোলে বসে ক্যারিওকা ঘোৎঘোৎ করতে শুরু করলো, যেনো বাজে কিছু আশংকা করছে সে।

"আমার এখন মনে পড়েছে," দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে লিলিকে বললাম। "দিনের বেলায় লা মাদরাগ নাবিক আর জেলেদের আড্ডাস্থল হলেও রাতের সময়টাতে এখানে ভীড় করে আলজেরিয়ান মাফিয়ার দল।"

"তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছো না," বারের দিকে এগোতে এগোতে বললো সে। "অবশ্য আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি ঠাট্টা করছো না।"

ঠিক তখনই আমার পেটটা গুলিয়ে উঠলো। এমন একটা মুখ দেখতে পেলাম যা মোটেও আশা করি নি। আমরা বারের কাছে যেতেই সে বারটেন্ডারকে হাত তুলে ইশারা করলো। লিলি আর আমার দিকে ঝুঁকে এলো বারটেন্ডার।

"ঐ কর্নার টেবিলে যিনি বসে আছেন আপনারা তার অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত," চাপাকণ্ঠে বললো সে। "কোন্ ড্রিং নেবেন নাম বলুন, আমি ওখানে পৌছে দেবো।"

"আমরা আমাদের ড্রিং নিজেরাই কিনবো," রেগেমেগে বললো লিলি, আমি ধপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেললাম।

"আমরা বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছি," তার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললাম। "ওদিকে তাকিও না এখন। আমাদের হোস্ট লং জন সিলভার তার

বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে।" ঘরের এককোণে টেবিলে বসে থাকা এক লোকের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। কার্পেট ব্যবসায়ী এল-মারাদ।

আমার ব্যাগে যে ঘুঁটিগুলো আছে সেটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লাম, এই লোকটা যদি জেনে যায় ওটার ভেতরে কি আছে তাহলে কী করবে কে জানে।

"আমরা টয়লেটের ট্রিকটা একবার করে ফেলেছি," লিলির কানে কানে বললাম। "আশা করি তোমার ভাণ্ডারে অন্য কিছু আছে। যে লোকটার সাথে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি সে হলো শ্বেতরাজা। আমরা কে আর কোথায় গেছিলাম সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই।"

টেবিলের উপর কতোগুলো ম্যাচের কাঠি সাজিয়ে বসে আছে এল-মারাদ। বাক্স থেকে কাঠিগুলো বের করে পিরামিড আকৃতিতে সাজাচ্ছে সে। আমরা টেবিলের কাছে চলে এলেও মুখ তুলে তাকালো না।

"গুড ইভনিং, লেডিস," ভীতিকর নরম কণ্ঠে বললো এল-মারাদ। "আপনাদের অপেক্ষায়ই ছিলাম। নিমের খেলায় যোগ দেবেন না আমার সাথে?" আমি বিষম খেলাম, কিন্তু কথাটার মধ্যে দ্ব্যার্থবোধকতা দেখতে পেলাম না।

"এটি একটি পুরনো বৃটিশ খেলা," সে বলতে লাগলো। "ইংরেজি স্ল্যাং নিম মানে 'খোঁচা দেয়া,' 'অন্যের জিনিস হাতিয়ে নেয়া'–'চুরি করা।' তবে আপনি সম্ভবত এটা জানেন না?" ঘন কালো চোখে তাকিয়ে বললো সে। "খুব সহজ একটি খেলা। প্রত্যেক খেলোয়াড় একটিমাত্র কাঠি সরাবে অথবা পিরামিডের যেকোনো একটি রো থেকে একাধিক কাঠি সরাবে, তবে শুধুমাত্র একটা রো থেকেই। যে খেলোয়াড়ের শেষ কাঠিটা সরানোর দরকার হবে সে হেরে যাবে।"

"নিয়মটা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ," একটা চেয়ার টেনে বসে গেলাম, লিলিকেও পাশের একটা চেয়ারে বসার ইশারা করলাম আমি। "রোডব্লকটার ব্যবস্থা আপনি করেন নি তো?"

"না, তবে ওটা যখন দেখতে পেলাম তখন বুঝেছিলাম আপনি এখানে আসবেন। এখানে ঘাপটি মারার জন্য এটাই একমাত্র জায়গা।"

একদম ঠিক বলেছে–কতো বড় বোকা আমি! সিদি-ফ্রেদির এই দিকটার ধারেকাছে কোনো শহরতলী নেই।

"আপনি নিশ্চয় আমাদের সাথে এই খেলাটা খেলার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলেন না," টেবিলের উপরে থাকা ম্যাচের কাঠি দিয়ে তৈরি করা পিরামিডের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকালাম। "আপনি কি চান?"

"কিন্তু আমি আপনাকে এই খেলাটা খেলানোর জন্যেই এখানে নিয়ে এসেছি," বাঁকা হাসি দিয়ে বললো কথাটা। "নাকি বলবো ঐ খেলাটা খেলার জন্য? আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, এই মেয়েটা নিশ্চয় তুখোর খেলোয়াড় মোরদেচাই র‍্যাডের নাতনী? চুরিচামারির খেলায় লোকটা আবার বেশি দক্ষ!" লিলির দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো সে।

"ও কিন্তু আপনার সহযোগী লিউলিনেরও ভাগ্নি হয়," তাকে বললাম। "এই খেলায় লিউলিন কোন্ ভূমিকায় খেলছে?"

"মোখফি মোখতারের সাথে মিটিংটা কেমন উপভোগ করলেন?" বললো এল-মারাদ। "যে মিশন থেকে এইমাত্র ফিরে এসেছেন সেখানে আপনাদেরকে পাঠিয়েছিলো ওই মহিলাই, তাই না?" একেবারে উপরের রো থেকে একটা কাঠি সরিয়ে ফেলে আমাকে সরানোর জন্য ইশারা করলো।

"সে আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে," পরের রো থেকে দুটো কাঠি সরিয়ে বললাম আমি। আমার মাথায় হাজারটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, তবে মনের গহীনে এই খেলাটার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো আমার। পাঁচটি রো-এর কাঠি আছে, সবার উপরে রো'তে একটি কাঠি, তারপর নীচের রো'তে দুটি, এভাবে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে নীচে চলে গেছে। এটা আমাকে কি একটা স্মরণ করিয়ে দিলো? তারপরই বুঝতে পারলাম।

"আমাকে?" আমার মনে হলো একটু অস্বস্তির সাথে বললো এল-মারাদ। "আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন।"

"আপনি হলেন শ্বেতরাজা, তাই না?" কথাটা বলেই লক্ষ্য করলাম তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "তার কাছে আপনার নাম্বার আছে। আমি খুব অবাক হয়েছি আপনি ঐ নিরাপদ পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে এতোদূর চলে এসেছেন–বোর্ড থেকে টুক করে নেমে লুকাতে চাইছেন। খুব খারাপ চাল দিয়েছেন।"

এল-মারাদ মাথা নীচু করে ঢোক গিললে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো লিলি, তারপর আরেকটা কাঠি তুলে নিলো লোকটা। আচমকা টেবিলের নীচ দিয়ে আমার পায়ে চাপ দিলো লিলি। আমি কি করবো সে বুঝতে পেরেছে।

"আপনি এখানেও ভুল চাল চেলেছেন," কাঠিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে তাকে বললাম। "আমি একজন কম্পিউটার এক্সপার্ট, আর এই নিমের খেলাটা বাইনারি সিস্টেমের। তার মানে এই খেলায় হার-জিতের একটি ফর্মুলা আছে। এইমাত্র আমি জিতে গেছি।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন সবটাই একটা ফাঁদ ছিলো?" এল-মারাদ ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো। রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালো সে, টেবিলের উপর থাকা সবগুলো কাঠি ছুড়ে ফেলে দিলো। "ওই মহিলা আপনাকে মরুভূমিতে পাঠিয়েছে আমাকে বের করে আনার জন্য? না! আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না!"

"ঠিক আছে, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না," বললাম। "আপনি এখনও আপনার অষ্টম বর্গের ঐ বাড়িতে নিরাপদেই আছেন। সুরক্ষিত আছেন নিজস্ব সেনাবাহিনী দ্বারা। আপনি এখানে বসে নেই..."

"নতুন ব্ল্যাক কুইনের সামনে," খুশিতে টগবগ করে বলে উঠলো লিলি।

এল-মারাদ তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, তারপর তাকালো আমার দিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম চলে যাবার জন্য কিন্তু সে আমার হাতটা ধরে ফেললো।

"আপনি!" উদভ্রান্তের মতো চিৎকার দিলো সে। "তাহলে ওই মহিলা খেলা ছেড়ে দিয়েছে! সে আমার সাথে চালাকি করেছে..." আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম, আমার পেছন পেছন লিলি। এল-মারাদ ছুটে এসে আবারো আমার হাতটা ধরে ফেললো।

"আপনার কাছে ঘুঁটিগুলো আছে," হিসহিসিয়ে বললো সে। "আমাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা একটা চালাকি ছিলো। তবে আপনার কাছে ওগুলো আছে। ঘুঁটিগুলো না পেলে তাসিলি থেকে আপনি ফিরে আসতেন না।"

"অবশ্যই আমার কাছে আছে," বললাম তাকে। "তবে এমন জায়গায় যেখানে আপনি কখনও খোঁজ করতে পারবেন না।" ওগুলো কোথায় আছে তা আন্দাজ করার আগেই আমাকে এখান থেকে সটকে পড়তে হবে। আমরা দরজার কাছে চলে এলাম।

ঠিক তখনই ক্যারিওকা লিলির কোল থেকে লাফিয়ে দরজার কাছে ছুটে গেলো। আমি ভয়ার্ত চোখে চেয়ে দেখলাম দরজাটা ধাক্কা মেরে খুলে শরিফ ঢুকছে, তার সঙ্গে বিজনেস সুট পরা একদল গুণ্ডাবাহিনী। দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলো তারা।

"একদম নড়বেন না–" কথাটা শেষ করতে পারলো না সে, ক্যারিওকা তার পছন্দের গোড়ালিটায় মরণ কামড় দিয়ে বসলো দ্বিতীয়বারের মতো। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পিছু হটে গেলো শরিফ। দৌড়ে পাবের স্ক্রিন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো সে, সঙ্গে করে টেনে নিলো তার সাথে আসা কয়েকজন গার্ডকেও। আমি আর লিলি এই সুযোগে বাইরে আমাদের গাড়িটার দিকে ছুটে গেলাম, আমাদের পেছনে এল-মারাদ আর বারের অর্ধেক লোক।

"পানিতে!" দৌড়াতে দৌড়াতে পেছন ফিরে লিলিকে বললাম আমি। "পানিতে!" কারণ ভালো করেই জানি গাড়িতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার মতো সময় আমরা পাবো না। আমি পেছনে তাকালাম না–সোজা ছুটে গেলাম জেটির দিকে। ওখানে অসংখ্য মাছ ধরার নৌকা ভেড়ানো আছে। জেটির শেষমাথায় এসে আবার পেছন ফিরে তাকালাম।

পুরো হট্টগোল লেগে গেছে। লিলির ঠিক পেছনেই এল-মারাদ। শরিফ এখনও ক্যারিওকার হাত থেকে রক্ষা পায় নি। প্রাণপণে লাথি মেরে কুকুরটাকে ছাড়াতে চাইছে আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে আমাকে। আমার পেছনে তিনজন লোক, দ্রুত ছুটে আসছে তারা। দম বন্ধ করে সোজা লাফ দিলাম পানিতে।

দ্য এইট

পানিতে ডুবে যাবার আগে দেখতে পেলাম ক্যারিওকাকে লাথি মেরে শূন্যে ছুড়ে মারছে শরিফ। ছোট্ট প্রাণীটা পানির উপর এসে পড়ছে। তারপরই টের পেলাম ভূমধ্যসাগরের শীতল জলরাশি আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো মুহূর্তে। মন্তগ্রেইন সার্ভিসের ভারি ঘুঁটিগুলোর কারণে দ্রুত তলিয়ে যেতে লাগলাম সমুদ্রের তলদেশে।

শ্বেতভূমি

যুদ্ধপ্রিয় ব্রাইটনরা এখন যে দেশটা অধিগ্রহণ করে আছে,
যেখানে তাদের শক্তিশালী সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে,
আদিমকালে সেটা ছিলো বনজঙ্গলে ঘেরা একটি জায়গা,
জনমানবহীন, বন্য আর দূর্গম একটি অঞ্চল...
জায়গাটির তখন একটি নামের দরকার পড়লো,
যাতে করে দুঃসাহসী নাবিকের দল ঐ পথ দিয়ে যাবার সময়
সাদা সাদা পাথরের হাত থেকে তাদের জাহাজ বাঁচাতে পারে।
দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল জুড়ে আছে এই সাদা পাথর,
অলক্ষ্যে ধাক্কা লেগে ভেঙে যাবার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো,
নিরাপত্তার জন্য এই উপকূলটির একটি উপযুক্ত নামের দরকার পড়লে
তারা সেটার নাম দিলো অ্যালবিয়ন।
–দ্য ফেইরি কুইন্স *(১৫৯০)*
এডমুন্ড স্পেন্সার

আহ্, পারফিদি, পারফিদি অ্যালবিয়ন!
–নেপোলিওন, কোটিং
জ্যাক বেনিন বুসে (১৬৯২)

লন্ডন
নভেম্বর ১৭৯৩

উইলিয়াম পিটের সেনাবাহিনী যখন তয়িরাঁর কেনসিংটনের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লো তখন বিকেল চারটা বাজে। দ্রুত একটা পোশাক গায়ে চাপিয়ে দরজার কাছে ছুটে গেলো কর্তিয়াদি। দরজা খুলতেই দেখতে পেলো আশেপাশের অনেক বাড়ি থেকে লোকজন কৌতুহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখছে সৈনিকদের।

অনেক দিন ধরেই কর্তিয়াদি আর তার মনিব এই আশংকা করছিলো। এরইমধ্যে তয়িরাঁ গায়ে পোশাক চাপিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো যথা সম্ভব গাম্ভীর্যের সাথে।

"মঁসিয়ে তয়িরাঁ?" অফিসার ইন চার্জ জানতে চাইলো।

"জি, বলছি," শীতলভাবে হেসে মাথা নেড়ে বললো তয়িরাঁ।

"প্রাইম মিনিস্টার পিট এই কাগজগুলো নিজের হাতে আপনাকে দিতে পারেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন," কথাটা যেনো অফিসারের মুখস্ত। জ্যাকেটের পকেট থেকে এক প্যাকেট কাগজ বের করে তয়িরাঁর কাছে দিলো। "গণপ্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স স্বীকৃতিহীন একটি দেশ, বর্তমানে একদল অরাজকতাবাদী লোক এটি শাসন করছে। তারা আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করার দুঃসাহসও দেখিয়েছে। আমাদের দেশে বসবাসরত যেসব ফরাসি নাগরিক ঐ তথাকথিত সরকারকে সমর্থন দিয়েছে তারা প্রকারন্তরে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করার যোগ্য নয়। তৃতীয় জর্জ তাদের প্রতি যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন তার প্রতি চরম অবমাননা এটি। শার্ল মরিস দ্য তয়িরাঁ-পেরিগোর্দ, আপনি বৃটেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত। ১৭৯৩ সালের 'ষড়যন্ত্রমূলক যোগাযোগ' আইনে আপনি আমাদের শত্রু রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রির সাথে যোগাযোগ করার অপরাধে অপরাধী, যারা একটি স্বাধীন সার্বভৌম..."

"মাই ডিয়ার ফেলো," কাগজটার দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো তয়িরাঁ। "এটা তো অদ্ভুত ব্যাপার। ফ্রান্স এক বছর আগেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে! পিট ভালো করেই জানেন আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে এটা প্রতিহত করার চেষ্টা করে গেছি। ফ্রান্সে আমি রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে ফেরারি আসামী–এটাই কি আমার পক্ষে বলার জন্য যথেষ্ট নয়?" কিন্তু তার এসব কথা আমলেই নিলো না দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসার।

"মিনিস্টার পিট আপনাকে তিন দিন সময় দিয়েছেন ইংল্যান্ড ত্যাগ করার জন্য। এই যে, আপনার দেশত্যাগ আর ভ্রমণের অনুমতি সংক্রান্ত কাগজপত্র। কামনা করি আপনার আগামী দিনগুলো ভালোভাবে কাটুক, মঁসিয়ে।"

কথাটা বলেই সেনাবাহিনীর ছোটোখাটো দলটি নিয়ে অফিসার চলে গেলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো তয়িরাঁ। তারপর আস্তে করে ঘুরে দাঁড়ালে কর্তিয়াদি দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

"*অ্যালবাস পারফিদে দিসিপারে,*" বিড়বিড় করে বললো তয়িরাঁ। "মাই ডিয়ার কর্তিয়াদি, এটা হলো ফ্রান্সের সর্বকালের সেরা বাগ্মি বুসের উক্তি। তিনি এটাকে বলেছেন 'ধোঁকা দেয়ার শ্বেতভূমি' : পারফিদিয়া অ্যালবিয়ন। এরা এমন একটি জাতি যারা কখনই নিজেদের দ্বারা শাসিত হয় নি–প্রথমে টিউটিনিক স্যাক্সনরা, তারপর নরম্যান, স্কট আর জার্মানরা তাদের শাসন করেছে, যাদেরকে তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো। রাজা নিধনের জন্য তারা এখন আমাদেরকে অভিযুক্ত করছে অথচ তাদের স্মৃতি কতোটাই না দুর্বল! তারা কি ভুলে গেছে ক্রমওয়েলের সাথে তারা কি করেছিলো?"

কথাটা বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কর্তিয়াদি গলা খাকারি দিয়ে বলতে শুরু করলো।

"মঁসিয়ে যদি অন্য কোনো দেশে চলে যাবার জন্য মনস্থির করে থাকেন তাহলে আমি কি সব গোছগাছ করতে শুরু করবো..."

"তিন দিন মোটেও যথেষ্ট নয়," বললো তয়িরাঁ। "আমি পিটের সাথে দেখা করে আরো কিছু দিন সময় বাড়িয়ে নেবো। আমাকে টাকাপয়সা জোগার করতে হবে, কোন দেশ আমাকে গ্রহণ করবে সেটাও তো দেখতে হবে।"

"কিন্তু মাদাম দ্য স্তায়েল...?" ভদ্রভাবে বললো কর্তিয়াদি।

"জেনেভা পর্যন্ত পৌছানোর জন্য জার্মেইন যা করার করেছিলো, তবে ঐ দেশের সরকার আমাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। মনে হচ্ছে আমি সবখানেই একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছি। আহ্, কর্তিয়াদি, কতো দ্রুতই না একজন মানুষের শেষজীবনটা এমন কঠিন হয়ে উঠলো!"

"মঁসিয়ে মোটেও শেষ জীবনে উপনীত হন নি," কর্তিয়াদি প্রতিবাদ করে বললো।

গাঢ় নীলচোখে চেয়ে রইলো তয়িরাঁ। "আমার বয়স এখন চল্লিশ, আর পুরোপুরি ব্যর্থ একজন মানুষ," বললো সে। "এটাই কি যথেষ্ট নয়?"

"কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ বলা যাবে না," দূর থেকে একটা নম্রকণ্ঠ বলে উঠলো।

দু'জন লোক সিঁড়ির দিকে চেয়ে দেখলো ল্যান্ডিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে পাতলা সিল্কের গাউন পরা ক্যাথারিন গ্র্যান্ড।

"প্রাইম মিনিস্টার হয়তো কাল তোমার দেখা পাবে–" প্রলুব্ধকর হাসি দিয়ে কথাটা বললো সে। "তবে আজ রাতে তুমি শুধুই আমার।"

∞

তয়িরাঁর জীবনে ক্যাথারিন গ্র্যান্ডের আগমণ আজ থেকে চার মাস আগে মন্তগ্লেইন সার্ভিসের স্বর্ণের একটি সৈন্য নিয়ে। তারপর থেকেই মহিলা থেকে গেছে এখানে।

মরিয়া হয়েই নাকি সে তার কাছে এসেছে, বলেছিলো ক্যাথারিন। মিরিয়েকে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, মৃত্যুর আগে নাকি সে ক্যাথারিনকে অনুনয় করে বলেছে এই দাবার ঘুঁটিটি যেনো তয়িরাঁর কাছে পৌছে দেয়া হয়, যাতে করে ওটা অন্য ঘুঁটিগুলোর সাথে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পারে সে। এটাই ছিলো তার গল্প।

তয়িরাঁর বাহুতে কাপঁছিলো সে, চোখ বেয়ে পড়ছিলো অশ্রুজল। জাপটে ধরে রেখেছিলো তয়িরাঁকে। মিরিয়ের মৃত্যুতে সে খুবই মুষড়ে পড়েছিলো, মেয়েটার কথায় তয়িরাঁও সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলো কিছুটা। মেয়েটা দেখতে দারুণ সুন্দরী, তার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলো সে।

সুন্দরের প্রতি মরিস তয়িরাঁর বরাবরই পক্ষপাত ছিলো, সেটা শিল্পকলা হোক আর পশুপাখিই হোক–বিশেষ করে সুন্দরী নারীদের প্রতি তার দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। ক্যাথারিন গ্র্যান্ডের সবকিছুই সুন্দর : নিখুত ত্বক, চমৎকার দেহবল্লরী, অভিজাত আর রুচিশীল পোশাক, সুগন্ধীর ব্যবহার আর সুন্দর সোনালি চুল। একটা জিনিস বাদে তার সবকিছুই যেনো ভ্যালেন্টাইনের মতো। আর সেই একটা জিনিস হলো, মেয়েটা অসাধারণ মিথ্যেবাদী।

কিন্তু সে একজন সুন্দরী মিথ্যেবাদী। এরকম সুন্দরী একজন কি করে এতোটা বিপজ্জনক হতে পারে, এতোটা বিশ্বাসঘাতক হতে পারে? ফরাসিরা বলে থাকে কোনো বিদেশীকে চেনার সবচাইতে ভালো জায়গা হলো বিছানা। মরিস স্বীকার করতে মোটেও লজ্জিত নয়, এটা করার জন্য সে মুখিয়ে আছে।

মেয়েটা সম্পর্কে যতোই জেনেছে ততোই বুঝতে পেরেছে সবদিক থেকে সে তার একেবারে যোগ্য। একটু বেশিই যোগ্য। ক্যাথারিন ভালোবাসে মাদিরা মদ, মোজার্ট আর হাইডেনের সঙ্গিত এবং চায়নিজ সিল্কের কাপড়। তার মতো এই মেয়েও কুকুর খুব পছন্দ করে। এমনকি তার মতো এই মেয়েটাও দিনে দু'বার গোসল করে। এই মেয়েটি যেনো তার সব ভালোলাগার খোঁজ নিয়েছে–সত্যি বলতে কি তয়িরাঁ এটা বিশ্বাসও করে। দীর্ঘদিন ধরে তার সাথে থাকা কর্তিয়াদির চেয়েও এই মেয়ে তার সম্পর্কে অনেক বেশি জানে। কিন্তু মেয়েটার অতীত, তার সাথে মিরিয়ের সম্পর্ক অথবা মন্তগ্নেইন সার্ভিস সম্পর্কে তার জ্ঞান, সবই ভুয়া। আর এই সত্যটা যখন থেকে বুঝতে পেরেছে তখন থেকেই মেয়েটার ব্যাপারে সবকিছু জানার সিদ্ধান্ত নেয়–ঠিক যেমনটি এই মেয়ে তার সম্পর্কে জানার জন্য উদগ্রীব। ফ্রান্সে এখনও তার বিশ্বস্ত যে আছে তার কাছে এসব লিখেছে তয়িরাঁ, শুরু করে দিয়েছে একটি তদন্ত। তাদের চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ফলে কৌতুহলোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া গেছে।

জন্মের সময় তার নাম ছিলো ক্যাথারিন নোয়েল অরলি–মেয়েটা যে সময়ের কথা বলেছে আসলে তারচেয়ে চার বছর আগেই জন্মেছে। ফরাসি বাবা-মার ঔরশে ভারতের ডাচ কলোনি ট্রাঙ্কুয়েবার নামক একটি জায়গায়। তার বয়স যখন পনেরো তখন তার বাবা-মা টাকার বিনিময়ে জর্জ গ্র্যান্ড নামের বয়স্ক এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেয়। তার বয়স যখন সতেরো তখন তার প্রেমিককে তার স্বামী গুলি করে মারার হুমকি দিলে সেই প্রেমিক তাকে পঁচাত্তর হাজার রুপি দিয়ে চিরকালের জন্য ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলে। ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে মহিলা বেশ ভালোভাবেই প্রথমে লন্ডন পরে প্যারিসে বসবাস করতে পেরেছিলো।

প্যারিসে থাকার সময় তাকে বৃটিশ গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা হয়। ত্রাসের রাজত্ব শুরু হবার আগে তার কুলিকে তারই বাড়ির সামনে গুলি করে হত্যা করা

হলে উধাও হয়ে যায় ক্যাথারিন। এরপর প্রায় এক বছর পর নির্বাসনে থাকা উদ্বাস্তু আর কপর্দকহীন তয়িরাঁকে সে খুঁজে বের করে এই লন্ডন শহরে। কেন?

ক্যাথারিনের গোলাপী রঙের সিল্কের গাউনটা আস্তে করে খুলে ফেলতেই তয়িরাঁ আপন মনে হেসে উঠলো। হাজার হোক সে তার ক্যারিয়ার নির্মাণ করেছে মেয়েদের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরে। নারীরা তার জন্যে প্রেম-ভালোবাসার সাথে সাথে টাকা-পয়সা, সামাজিক অবস্থান আর ক্ষমতার স্বাদও দিয়েছে। এই ক্যাথারিনও ঠিক একই কাজ করছে, তাহলে তাকে কিভাবে দোষ দেবে? কিন্তু তার কাছ থেকে এই মেয়েটা কি পাবে? তয়িরাঁ ভাবলো সে জানে। তার কাছে একটাই জিনিস আছে যা এই মেয়েটা পেতে চায়–মন্তগ্নেইন সার্ভিস।

তবে সে নিজে চায় এই মেয়েটাকে। যদিও সে জানে মেয়েটা বেশ পরিপক্ক, নিষ্কলুষতা অনেক আগেই তার জীবন থেকে তিরোহিত হয়ে গেছে, সত্যিকারের কামনা-বাসনা তার মধ্যে খুঁজে পাবে না, একে বিশ্বাস করারও কোনো কারণ নেই–তারপরও খুব দ্রুত তাকে পেতে চায় সে। এই বাসনাটি কোনোভাবেই দমন করতে পারছে না। মেয়েটার সবকিছু কৃত্রিম আর মিথ্যের আবরণে ঢাকা থাকলেও সে তাকে পেতে চায়।

ভ্যালেন্টাইন মারা গেছে। মিরিয়েও যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে এই মন্তগ্নেইন সার্ভিসের জন্য সে এমন দু'জনকে হারিয়েছে যাদেরকে সে সত্যিকার অর্থেই ভালোবেসেছিলো। এখন পর্যন্ত এই জীবনে আর কাউকে এমন করে ভালোবাসতে পারে নি। তাহলে সার্ভিসটার বিনিময়ে অন্য একজন যদি তার জীবনে চলে আসে খারাপ কি?

সুতীব্র কামনা আর বন্য উদগ্রতা নিয়ে জাপটে ধরলো ক্যাথারিনকে। যেনো হাজার বছর ধরে সে তৃষ্ণার্ত। তাকে পেতেই হবে–সমস্ত কামনা ঢেলে দিতে হবে তার মধ্যে।

জানুয়ারি ১৭৯৪

কিন্তু মিরিয়ে দিব্যি বেঁচে আছে–লন্ডনের খুব কাছেই আছে সে। একটা বাণিজ্যিক জাহাজে করে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে, ঝড় ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। সংকীর্ণ প্রণালীর ভেতর দিয়ে যাবার সময় ডোভারের ধবধবে সাদা পর্বতগাত্র প্রথমবারের মতো দেখতে পেলো সে।

ছয় মাস আগে শার্লোত্তে করদেকে তার জায়গায় রেখে বাস্তিল দূর্গ থেকে পালিয়ে আসার পর অনেক ভ্রমণ করেছে। অ্যাবিস তার কাছে যে টাকা পাঠিয়েছিলেন তা দিয়ে বাস্তিল বন্দর থেকে একটা ছোট্ট মাছ ধরার নৌকা ভাড়া

করে চলে যায় সেইনে। সেখান থেকে ত্রিপোলিগামী একটি জাহাজে উঠে বসে। খুবই গোপনীয়তার সাথে জাহাজে উঠেছিলো কারণ তখনও শার্লোত্তেকে গিলোটিনে নেয়া হয় নি।

ফ্রান্সের উপকূল ছেড়ে চলে যাবার সময় মিরিয়ের মনে হয়েছিলো শার্লোত্তের আর্তনাদটি যেনো সে শুনতে পাচ্ছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো প্লেস দ্য রেভুলুশনের জনতার উল্লাস আর রোদে চকচক করা গিলোটিনের ছবিটা। মিরিয়ের মনে হয়েছিলো ধারালো সেই ব্লেড তার শৈশব আর নিষ্কলুষতাকে কেটে ফেলছে, তার জন্যে রেখে যাচ্ছে সুকঠিন এক কাজ। যে কাজের জন্য তাকে বেছে নেয়া হয়েছে–শ্বেতরাণীকে ধ্বংস করে সার্ভিসের অংশগুলো একত্রিত করা।

তবে তার আগে আরেকটা কাজ করেছে। মরুভূমিতে ফিরে গিয়ে তার সন্তানকে নিয়ে এসেছে সে। যদিও শাহিন তাকে বলেছিলো তার সন্তানকে কালিম হিসেবে, মানে তাদের সম্প্রদায়ের একজন পয়গম্বর হিসেবে তারা রেখে দেবে, তারপরও মিরিয়ে তাকে রাজি করিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে চ্যারিয়টকে। তার ছেলে যদি একজন পয়গম্বর হয়ে থাকে তাহলে তার ভাগ্যটা তার নিজের ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে যাক, ভেবেছিলো মিরিয়ে।

কিন্তু এখন ঝড়ের প্রথম ধাক্কা হিসেবে যখন দমকা বাতাস আর প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেলো মিরিয়ে ভাবতে লাগলো ইংল্যান্ডে থাকা তয়িরাঁর কাছে যেতে কি একটু বেশি দেরি করে ফেলেছে কিনা। তার কাছে বেশ কয়েকটি ঘুঁটি আছে। চ্যারিয়টকে কোলে নিয়ে ডেকের উপর বসে আছে সে, তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে শাহিন, তাদের পাশ কাটিয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দেয়া আরেকটা জাহাজ দেখে যাচ্ছে সে। চ্যারিয়টকে একা একা ছেড়ে দিতে চায় নি শাহিন, তাই তাদের সাথে সেও চলে এসেছে। নীচু হয়ে ভেসে থাকা মেঘের দিকে দু'হাত তুলে দিলো বেদুইন।

"শ্বেতভূমি," শান্তকণ্ঠে বললো শাহিন। "শ্বেতরাণীর রাজত্ব। সে অপেক্ষা করছে–এতো দূর থেকেও আমি তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি।"

"প্রার্থনা করি খুব বেশি দেরি যেনো না হয়ে থাকে আমাদের," বললো মিরিয়ে।

"আমি দুর্ভাগ্যের গন্ধ পাচ্ছি," জবাবে বললো শাহিন। "এটা সব সময়ই ঝড়ের সাথে আসে। অনেকটা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিপজ্জনক একটি উপহার হিসেবে..." অতিক্রান্ত হওয়া জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগলো ওটা। এই জাহাজটা তাদের কাছে একেবারেই অচেনা–আর এই জাহাজে করেই তয়িরাঁ পাড়ি দিতে যাচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর।

∞

তয়িরাঁর জাহাজটা ঘন অন্ধকারে ঢুকে পড়ছে। অবসান হয়েছে বিভ্রান্তির যুগের, সম্ভবত মিরিয়ের জীবনটাও। আর চল্লিশ বছর বয়সে সে নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে এখন।

জাহাজের ক্যাবিনে বসে কাগজপত্র গোছগাছ করতে করতে তয়িরাঁ ভাবলো চল্লিশ বছর বয়সটা জীবনসায়াহ্ন হতে পারে না, আর আমেরিকাও পৃথিবীর শেষপ্রান্ত নয়। প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন এবং ট্রেজারি সেক্রেটারি আলেক্সান্ডার হ্যামিল্টনের কাছে পরিচয় দেবার মতো একটি চিঠি রয়েছে তার কাছে, সুতরাং ফিলাডেলফিয়ায় বেশ ভালো সঙ্গিই জুটবে। কিছুদিন আগে সেক্রেটারি অব স্টেট পদ থেকে ইস্তফা দেয়া জেফারসনের সাথেও তার বেশ ভালো খাতির আছে। তিনি এর আগে ফ্রান্সে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

তার একটা সুবিধা হলো শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো আছে আর লাইব্রেরিটা বিক্রি করে বেশ ভালো টাকা-পয়সা হাতে পেয়েছে। তারচেয়েও বড় কথা মন্তগ্নেইন সার্ভিসের আটটি ঘুঁটির বদলে তার কাছে এখন নয়টি ঘুঁটি রয়েছে। ক্যাথারিন অনেক গাইগুই করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি করাতে পেরেছে যে, তার নিজের লুকিয়ে থাকা জায়গাতেই স্বর্ণের সৈন্যটি সুরক্ষিত থাকবে। তাকে বিদায় দেয়ার সময় মেয়েটির অশ্রুপাতের কথা মনে পড়তেই হেসে ফেললো সে। ক্যাথারিনকে ঘুঁটি নিয়ে চিন্তা না করে তার সাথে আসার জন্য রাজি করানোর চেষ্টাও করেছিলো।

ঘুঁটিগুলো এখন তার সাথে এই জাহাজেই আছে। একটা ট্রাঙ্কের ভেতরে। সদাসতর্ক আর কর্মতৎপর কর্তিয়াদিকে এজন্যে ধন্যবাদ দিতেই হয়। এখন তারা নতুন ঠিকানার পথে। এসব কথা যখন ভাবছিলো তখনই ঝরটা প্রথম আঘাত হানলে সেটা মারাত্মকভাবে দুলে উঠলো।

অবাক হয়ে চারপাশে তাকালো তয়িরাঁ। সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্যাবিনে ছুটে এলো কর্তিয়াদি।

"মঁসিয়ে, আমাদেরকে নীচের ডেক্কে চলে আসতে বলা হচ্ছে...এক্ষুণি," যথারীতি শান্তভঙ্গিতেই বললো তার সার্বক্ষণিক সহকারী। কিন্তু ঝটপট ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রাখা মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ঘুঁটিগুলো বের করতে দেখে বোঝা গেলো পরিস্থিতি বেশ গুরুতর। "ক্যাপ্টেন মনে করছে এই জাহাজটা পাথরের গায়ে ধাক্কা খাবে। লাইফবোটের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। টপ ডেকটা তারা ক্লিয়ার রাখতে চাইছে। সৈকতে দ্রুত নেমে যেতে হবে, তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।"

"কোন্ সৈকতের কথা বলছো?" লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো তয়িরাঁ। আরেকটু হলে হাতের কলম আর কাগজ পড়ে যেতো মেঝেতে।

"আমরা এইমাত্র পয়েন্তে বারফ্লিউর অতিক্রম করেছি, মঁসিয়ে," শান্তকণ্ঠেই বললো কর্তিয়াদি, তয়িরাঁর কোটটা হাতে তুলে নিলো সে। জাহাজটা এখন আরো

জোরে জোরে দুলছে। "আমরা নরম্যান্ডি কর্নিশে যাচ্ছি।" ঘুঁটিগুলো একটা বহনযোগ্য কেসে ভরতে শুরু করলো সে।

"হায় ঈশ্বর," তয়িরাঁ কেসটা খপ করে ধরে বললো।

এক পা খোঁড়া বলে কর্তিয়াদির কাঁধে ভর দিয়ে নীচের ডেকে চলে এলো সে। আসার সময় দেখতে পেলো নারী-পুরুষ আর শিশুদের কান্না। নীচের ডেকটা এরইমধ্যে লোকে লোকারণ্য। তাদের আতঙ্কিত গুঞ্জন আর বাইরে ঝড়ের প্রকোপ, সব মিলিয়ে ভীতিকর একটি পরিবেশ।

তারপরই তাদের মনে হলো জাহাজটা যেনো পড়ে যাচ্ছে, লোকজন একে অন্যের গায়ে হুমরি খেয়ে পড়লো। জাহাজটা যেনো পড়ছে তো পড়ছেই, এই পতনের বুঝি শেষ নেই। তারপর বিকট শব্দে সেই পতন থেমে যেতেই শক্ত কাঠ ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা গেলো। জাহাজের ফুটো দিয়ে প্রবল বেগে পানি ঢুকে পড়তেই তারা সবাই ভেসে গেলো প্রবল স্রোতে। পাথরের সাথে গিয়ে ধাক্কা খেলো বিশাল জাহাজটা।

∞

কেনসিংটনে তয়িরাঁর বাড়ির সামনে গ্রিলের দরজার কাছে যখন মিরিয়ে এসে পৌছালো তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বৃষ্টি হচ্ছে। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তয়িরাঁর বাগানের দিকে উঁকি মারলো সে। তার পেছন পেছন শাহিন চলে এলো চ্যারিয়টকে কোলে নিয়ে। লম্বা একটি আলখেল্লা পরে আছে এই বেদুইন।

মিরিয়ের কাছে কখনও মনে হয় নি তয়িরাঁ ইংল্যান্ডে থাকবে না। কিন্তু গেটটা খোলার আগেই ফাঁকা বাগান আর সুনসান বাড়ি দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো সে। বাড়ির সামনের দরজা লোহার বার দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। তারপরও গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো মিরিয়ে।

মাথার উপর বৃষ্টির ফোটা যখন পড়ছে তখন মারাতের ভীতিকর কণ্ঠস্বর যেনো তার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, "দেরি করে ফেলেছো তুমি–অনেক দেরি!" দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। এক সময় খেয়াল করলো শাহিন তার কাঁধে হাত রেখেছে। তাকে কাছের একটা শেডের কাছে নিয়ে গেলো সে।

কাঠের একটি বেঞ্চ আছে শেডটার নীচে, সেখানে বসে পড়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো মিরিয়ে। চ্যারিয়টকে মেঝেতে রেখে দিলো শাহিন, বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো মায়ের কাছে। মিরিয়ের স্কার্ট ধরে ছোটো ছোটো পায়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

"বাহ্," মিরিয়ে তার দিকে তাকালে বাচ্চাটা বলে উঠলো। চ্যারিয়ট পরে আছে জেল্লাবা, মায়ের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইলো।

হেসে ফেললো মিরিয়ে। "বাহ্, তোই," বাচ্চাটার লাল চুলে হাত বুলিয়ে বললো সে। "তোমার বাবা উধাও হয়ে গেছে। তুমি তো একজন পয়গম্বর–তাহলে তুমি কেন এটা আগে থেকে বুঝতে পারলে না?"

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো চ্যারিয়ট। "বাহ্," আবারো বললো কথাটা।

শাহিন এসে তার পাশে বসলো। ঈগলের মতো মুখ আর ফ্যাকাশে নীল চোখ দুটোতে রহস্য খেলা করছে যেনো। বাইরে ঝড় বইছে এখন।

"মরুভূমিতে," আস্তে করে বললো সে, "একজন মানুষকে তার উটের পায়ের ছাপ দেখে খুঁজে বের করা যায়, কারণ প্রতিটি উটের পায়ের ছাপ মানুষের মুখের মতোই আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। এখানে অবশ্য কাউকে অনুসরণ করাটা অনেক বেশি কঠিন। তবে একজন মানুষ উটের মতোই, তার নিজস্ব অভ্যাস বা ধরণ আছে–তার ভাবভঙ্গি, আকৃতি আর পদক্ষেপ দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব।"

লন্ডন শহরের পিচঢালা পথে তয়িরাঁর খোড়া পায়ের পদচিহ্ন দেখে তাকে খুঁজে বের করার কথাটা শুনে হেসে ফেললো মিরিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই শাহিনের কথাটার মমার্থ বুঝতে পারলো সে।

"একটা নেকড়ে সব সময়ই তার পুরনো আস্তানায় ফিরে যায়?" বললো মিরিয়ে।

"নিদেনপক্ষে," বললো শাহিন, "তার গন্ধ তো রেখেই যায়।"

∞

কিন্তু তারা যে নেকড়ের গন্ধ খুঁজবে সেটা মুছে গেছে–শুধুমাত্র লন্ডন শহর থেকে নয়, বরং যে জাহাজে সে উঠেছিলো সেটা থেকেও। জাহাজ সমুদ্র তীরের বিশাল বিশাল পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। অন্য যাত্রিদের মতো তয়িরাঁ আর কর্তিয়াদিও ছোটো একটা নৌকায় করে ধারেকাছে চ্যানেল আইল্যান্ডে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে প্রবল ঝড়ের মধ্যে।

এরকম একটি জায়গায় আশ্রয় লাভের জন্য তয়িরাঁ দারুণ স্বস্তি বোধ করছে। কারণ এইসব ছোটো ছোটো দ্বীপগুলো ফরাসি উপকূল থেকে খুব কাছেই অবস্থিত তবে উইলিয়াম অব অরেঞ্জের সময়কাল থেকেই এর মালিকানা ইংল্যান্ডের।

এখানকার অধিবাসীরা এমন একটি প্রাচীন নরম্যান-ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলে যে ফরাসিরা পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারে না। যদিও তারা ইংল্যান্ডকেই খাজনা দিয়ে থাকে কিন্তু বহাল রেখেছে প্রাচীন নরম্যান আইন-কানুন। স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে যুদ্ধকালীন সময়ে তারা বেশ সম্পদের মালিক বনে যায়। চ্যানেলের দ্বীপগুলো জাহাজ ভাঙার জন্যে বিখ্যাত–আর বড় বড় শিপইয়ার্ডগুলো সব ধরণের যুদ্ধ জাহাজ এবং ব্যক্তিগত নৌযান মেরামতের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ভাগ্য ভালো যে

এইসব শিপইয়ার্ডেই তয়িরাঁর ভাঙা জাহাজটি মেরামত করা হবে। জাহাজ মেরামত হওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে হবে, এতে করে ফরাসি সরকারের হাতে গ্রেফতার হওয়া থেকে বেঁচে যাবে সে।

তাদের নৌকাটি অবশেষে তীরে ভীড়তে সক্ষম হলো। ক্লান্ত যাত্রিরা বৃষ্টির মধ্যে কাদার উপর দিয়ে পায়ে হেটে কাছের শহরে রওনা হলো একসঙ্গে।

একটা ব্যাগে করে ঘুঁটিগুলো অক্ষত অবস্থায় নিয়ে তয়িরাঁ আর কর্তিয়াদি প্রবেশ করলো শহরের একটি পাব-এ। কিছু ব্র্যান্ডি আর উষ্ণতার দরকার রয়েছে তাদের। জাহাজ মেরামত করার আগে কতো সপ্তাহ এখানে থাকতে হবে সে ব্যাপারে তাদের একদমই ধারণা নেই। তয়িরাঁ পাব-কিপারকে জিজ্ঞেস করলো ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ ঠিকঠাক করতে কতোদিন লাগতে পারে।

"শিপইয়ার্ডের মাস্টারকে জিজ্ঞেস করুন," জবাব দিলো লোকটি। "উনি এইমাত্র আপনাদের জাহাজ দেখে ফিরে এসেছেন, ঐযে, ওখানে বসে মদ পান করছেন," হাত তুলে ঘরের এককোণে বসে থাকা একলোককে দেখিয়ে দিলো।

তয়িরাঁ দেখতে পেলো মধ্য-পঞ্চাশের এক নাদুসনুদুস লোক একটা টেবিলে বসে পান করছে। তার সামনে চলে এলে লোকটা মুখ তুলে তাদের দেখে চেয়ারে বসার জন্য ইশারা করলো।

"ঐ ভাঙা জাহাজের যাত্রি আপনারা?" পাব-কিপারের সাথে তাদের কথাবার্তা শুনেছে লোকটা। "আমেরিকায় যাচ্ছিলেন নাকি। একটা কুফা জায়গা। আমি নিজেও ওখান থেকেই এসেছি। আমি ভেবে খুব অবাক হই আপনারা ফরাসিরা কেন দলে দলে ওখানে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে জায়গাটাকে আপনারা 'প্রতিশ্রুত দেশ' বলে ভাবছেন।"

লোকটার কথাবার্তা শুনে বোঝা গেলো খুবই ভালো পরিবার আর সুশিক্ষায় শিক্ষিত–তাকে দেখে মনে হয় শিপইয়ার্ড থেকে অনেক বেশি সময় কাটিয়েছে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে। তার ভাবভঙ্গিতে কর্তৃত্বের বর্হিপ্রকাশ সুস্পষ্ট। তবে তার মধ্যে এক ধরণের উদ্বেগ আর তিক্ততাও রয়েছে। তয়িরাঁ সিদ্ধান্ত নিলো এর সম্পর্কে আরেকটু জানতে হবে।

"আমেরিকা আমার কাছে এখন প্রতিশ্রুত দেশই," বললো সে। "তবে আমার কাছে খুব বেশি উপায়ও নেই এ মুহূর্তে। যদি নিজ দেশে ফিরে যাই সঙ্গে সঙ্গে গিলোটিনে পাঠিয়ে দেবে। মিনিস্টার পিটকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে কিছুদিন বৃটেনে থাকতে দিয়েছেন। তবে আমার কাছে আপনার দেশের দু'জন মহান ব্যক্তিকে সুপারিশ করে লেখা একটি চিঠি রয়েছে–সেক্রেটারি হ্যামিলটন আর প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন। উনারা হয়তো আমার মতো বয়সী একজন ফরাসিকে কোনো একটা কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।"

"আমি তাদের দু'জনকেই ভালোভাবে চিনি," লোকটা বললো। "জর্জ

ওয়াশিংটনের অধীনে আমি দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে কাজ করেছি। তিনিই আমাকে ব্রিগেডিয়ার এবং মেজর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত করে ফিলাডেলফিয়ার কমান্ডের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।"

"আমি খুবই বিস্মিত হলাম!" চিৎকার করে বললো তয়িরাঁ। এরকম একজন লোক এই প্রত্যন্ত দ্বীপে জাহাজ মেরামতের মতো কাজ করছে কেন? "তাহলে আপনি যদি উনাদের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করে একটি চিঠি লিখে দেন তো আমার খুবই উপকার হয়। আমি শুনেছি উনাদের সাথে দেখা করাটা নাকি সহজ কাজ নয়..."

"আমি যদি আপনার জন্য সুপারিশ করি তাহলে আপনার জন্যে ওদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে," তিক্ত হাসি দিয়ে বললো লোকটা। "এবার তাহলে আমার পরিচয়টা দিতে দিন। আমি বেনেডিক্ট আর্নল্ড।"

∞

অপেরা, ক্যাসিনো, গেইমিংক্লাব আর সেলুন...এইসব জায়গায় তয়িরাঁ নিয়মিত যাতায়াত করবে, ভাবলো মিরিয়ে। তাকে খুঁজে পেতে হলে ওখানে ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু ইন-এ ফিরে এসে দেয়ালে একটা লিফলেট দেখতে পেয়ে তার এই সিদ্ধান্তটি বদলে গেলো :

সম্মোহনের চেয়েও বিরাট কিছু!
স্মৃতিশক্তির এক বিস্ময়কর প্রদর্শনী!
ফরাসি দার্শনিকের মহান কীর্তি!
ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট, ফিলিপ স্টামা কিংবা
স্যার লিগ্যাল যাকে হারাতে পারে নি!
আজরাতে!
চোখ বেঁধে দাবা খেলবেন বিশ্ববিখ্যাত
দাবা মাস্টার
আঁদ্রে ফিলিদোর
পার্লোয়ে'র কফি হাউজ, সেন্ট জেমস স্ট্রিট

সেন্ট জেমস স্ট্রিটের পার্লোয়ে একটি কফি হাউজ এবং পাব, সেখানে দাবা খেলা হলো প্রধানতম কর্মকাণ্ড। এখানে শুধুমাত্র লন্ডনের সেরা দাবাড়ুদেরই পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ইউরোপের সব তুখোড় দাবা মাস্টারদের। তবে এখানকার সবচেয়ে বড় আর্কষণ হলো প্রখ্যাত ফরাসি দাবাড়ু আঁদ্রে ফিলিদোর,

যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ইউরোপে।

মিরিয়ে ভারি কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই যেনো অন্য একটি জগতে প্রবেশ করলো–নিঃশব্দ আর সমৃদ্ধ এক ভুবন। পলিশ করা কাঠের আসবাব, গাঢ় সবুজ রঙের ভারতীয় কার্পেট, কাঁচের বোলের ভেতর তেলের ল্যাম্প–সবই যেনো বড় বেশি অভিজাত।

দু'একজন কুলি আর পঞ্চাশোর্ধ এক ভদ্রলোক ছাড়া পুরো ঘরটাই খালি। ভদ্রলোক বসে আছে দরজার কাছে একটি চেয়ারে। লাল টকটকে ভেলভেটের কোট পরে আছে সে। শক্ত চোয়াল আর খাড়া নাক। ফোলাফোলা চোখে মিরিয়ের দিকে আগ্রহভরে চেয়ে রইলো লোকটি, কারণ তার পেছন পেছনই লাল টকটকে সিল্কের আলখেল্লা পরা এক লোক, তার কোলে লালচুলের এক বাচ্চাছেলে!

হাতের মদের গ্লাসের সবটুকু মদ শেষ হবার পর সে বার-কিপারকে ডেকে আরো মদ দিতে বলেই উঠে দাঁড়ালো, চলে এলো মিরিয়ের কাছে।

"লাল চুলের এমন সুন্দরী তরুণী আমি জীবনেও দেখি নি," নম্রকণ্ঠে বললো সে। "কোকড়ানো লালচুল পুরুষের হৃদয় ভেঙে দেয়, শুরু করে দেয় যুদ্ধ।" মিরিয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলো সপ্রসংশ দৃষ্টিতে। তারপর মিরিয়ের হাতটা তুলে নিয়ে আলতো করে চুমু খেলো সে।

"রহস্যময়ী এক নারী, সঙ্গে আরো জমকালো এক গৃহভৃত্য! আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি : আমি অ্যাফ্লেকের জেমস বসওয়েল। পেশায় একজন আইনজীবি, নেশায় ইতিহাসবিদ, স্টুয়ার্ট কিংস পরিবারের বংশধর।" হাত বাড়িয়ে দিলো লোকটা। মিরিয়ে তাকালো শাহিনের দিকে। সে যে ইংরেজি বোঝে না সেটা নিশ্চিত। নির্বিকার মুখে চেয়ে আছে কেবল।

"আপনি কি সেই মঁসিয়ে বসওয়েল যিনি *হিস্টোরি অব কর্সিকা* লিখেছেন?" ইংরেজিতেই বললো মিরিয়ে। এটা তো অভূতপূর্ব কাকতালীয় ব্যাপার। প্রথমে ফিলিদোর তারপর বসওয়েল, যার কথা বলেছিলেন লেতিজিয়া বোনাপার্ত–একই ক্লাবে একই সময় এই দুজন লোক উপস্থিত! হয়তো এটা মোটেও কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়।

"আমিই সেই বসওয়েল," ঢুলু ঢুলু চোখে বললো সে, মিরিয়ের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে এলো যেনো তার কাঁধে ভর দিয়ে নিজের ভারসাম্য রাখবে। "আপনার উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন ফরাসি। একজন তরুণ হিসেবে আমি যদি আপনার সরকারের বিরুদ্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলি তাহলে নিশ্চয় উদার মনে সেটা গ্রহণ করবেন না?"

"উল্টোটা বললেন, মঁসিয়ে," তাকে আশ্বস্ত করে বললো মিরিয়ে। "আমি আপনার মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি দারুণ পছন্দ করবো। এ মুহূর্তে ফ্রান্সে নতুন

একটি সরকার ক্ষমতায় আছে–তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আপনি এবং মঁসিয়ে রুশোর আদর্শের সাথেই বেশি মিলবে। আপনি নিশ্চয় রুশোকে চেনেন?"

"তাদের সবাইকে আমি ভালো করেই চিনি," বললো সে। "রুশো, পাওলি, গ্যারিক, শেরিডান, জনসন–সব মহান ব্যক্তির্গ। মনে রাখবেন, আমি আমার শয্যা পাতি ইতিহাসের কাদার উপর..." বাঁকা হাসি হাসলো সে।

তারা তার টেবিলে পৌঁছে গেলো, এইমাত্র মদ রেখে দেয়া হয়েছে সেখানে। একটা গ্লাস তুলে ঢকঢক করে পান করে নিলো সে। মিরিয়ে তার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলো। মদ্যপ হলেও লোকটা বোকা নয়। মন্তগ্লেইন সার্ভিসের সাথে সম্পর্কিত দু'দুজন লোক আজরাতে একই জায়গায় থাকাটা নিশ্চয় কোনো দৈবাৎ ব্যাপার নয়। তাকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। হয়তো আরো অনেকেই এখানে আছে।

"আজ যিনি এখানে দাবা খেলবেন সেই মঁসিয়ে ফিলিদোরকেও কি আপনি চেনেন?" সতর্ক হয়ে নির্দোষভাবে প্রশ্নটা করলো মিরিয়ে যদিও তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

"দাবার প্রতি আগ্রহ আছে এরকম সব লোকজনই আপনার ঐ স্বদেশী ভদ্রলোকের ব্যাপারে দারুণ কৌতুহলী," মদের গ্লাসে আবারো চুমুক দিয়ে বললো বসওয়েল। "কয়েক বছরের মধ্যে এটাই উনার প্রথম প্রকাশ্য দাবা খেলা হবে। তার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আপনি হয়তো সেটা জানেন? আজ রাতে যেহেতু এসেই পড়েছেন–আমি কি ধরে নেবো দাবা খেলা দেখতেই এসেছেন?" ঢুলু ঢুলু চোখে খুবই ইঙ্গিপূর্ণভাবে তাকালো সে।

"আমি সেজন্যেই এসেছি, মঁসিয়ে," মিষ্টি করে হেসে বললো মিরিয়ে। "আপনি যেহেতু উনাকে ভালো করে চেনেন, আমার সাথে কি উনাকে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন?"

"আনন্দের সাথে," মুখে বললেও তার ভাবভঙ্গি দেখে সেটা মনে হলো না। "সত্যি বলতে কি তিনি এখন এখানেই আছেন। পেছনের রুমে তারা সব গোছগাছ করছে।" মিরিয়েকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো সে। শাহিনও চুপচাপ তাদের পেছন পেছন চললো।

ঘরে বেশ কয়েকজন লোক জড়ো হয়ে আছে। মাঝখানে মিরিয়ের বয়সী একজন লম্বা আর খাড়া নাকের লোক কয়েকটি দাবাবোর্ডে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। তার পাশেই খাটোমতো ত্রিশোর্ধ এক লোক কথা বলে চলেছে বয়স্ক এক লোকের সাথে।

মিরিয়ে আর বসওয়েল সেই টেবিলের কাছে চলে গেলো।

"মাই ডিয়ার ফিলিদোর," বুড়ো লোকটার পিঠে চাপড় মেরে বললো সে। "আপনার দেশ থেকে আসা অসম্ভব সুন্দরী এক তরুণীর সাথে আপনার পরিচয়

করিয়ে দিতে এসেছি।" শাহিনকে সে আমলেই নিলো না। চুপচাপ সব দেখে যাচ্ছে সে।

বৃদ্ধ ফিলিদোর মিরিয়ের দিকে তাকালেন। তার গায়ের পোশাক ষোড়শ লুইয়ের আমলের, তবে তার মধ্যে বেশ আভিজাত্য আর সম্ভ্রম রয়েছে। লম্বা হলেও তার স্বাস্থ্য একেবারেই দূর্বল। আস্তে করে বো করে তিনি মিরিয়ের হাতে চুমু খেলেন।

"দাবাবোর্ডের পাশে এমন চোখ ধাঁধানো সুন্দরী দেখাটা বিরল ব্যাপারই বটে।"

"তারচেয়ে বিরল ব্যাপার হলো বসওয়েলের মতো বুড়োর বাহুলগ্না হওয়াটা," খাটোমতো লোকটা বাঁকা হাসি হেসে বললো। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে মিরিয়ের দিকে। সেও উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতে চুমু খেলো।

"এই ক্লাবে ঢোকার আগে মঁসিয়ে বসওয়েলের সাথে আমার আগে কখনও পরিচয় ছিলো না," বললো মিরিয়ে। "আমি আসলে মঁসিয়ে ফিলিদোরের সাথে দেখা করার জন্য এসেছি। আমি তার বিরাট ভক্ত।"

"আমাদের কারোর সাথে না!" লম্বামতো তরুণ বললো। "আমার নাম উইলিয়াম ব্লেক, আর আমার পাশে যে এই ছাগলটা আছে তার নাম উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থ। এক দামে দু দু'জন উইলিয়াম পাচ্ছেন আপনি।"

"ঘর ভর্তি কবি-সাহিত্যিক," যোগ করলেন ফিলিদোর। "তার মানে বলতে পারেন সব গরীব লোকজন। এই দুই উইলিয়াম আবার নিজেদেরকে কবি হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করে।"

মিরিয়ে ভাবতে লাগলো, এই দু'জন কবির কথা কোথায় যেনো শুনেছে? ডেভিড আর রোবসপাইয়ের সাথে জ্যাকোবিন ক্লাবে ছিলো ওয়ার্ডসওর্থ, তারা দু'জনেই ফিলিদোরকে চেনে। ডেভিড তাকে এসব কথা বলেছিলেন। ব্লেকের কথাও তার মনে পড়ে গেলো, এই নামটা ফ্রান্সে বেশ পরিচিত। আধাত্ম্যবাদী আর ফরাসি বিপ্লবের উপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন তিনি। এসব কিছু কিভাবে খাপ খায়?

"আপনি চোখ বেঁধে দাবা খেলা দেখতে এসেছেন?" ব্লেক জানতে চাইলেন। "এই ব্যাপারটা অসাধারণ, দিদেরো এটাকে *এনসাক্লোপিডিক*-এ অমর করে রেখেছেন। একটু পরই খেলা শুরু হবে। এইফাঁকে আমরা একটু কগন্যাক পান করতে পারি..."

"আমি বরং কিছু তথ্য জানতেই বেশি পছন্দ করবো," বললো মিরিয়ে, আর কালক্ষেপন করতে চাইলো না। এ জীবনে হয়তো এইসব রথিমহারথিদের একসাথে আর পাবে না সে। তারা সবাই যে একঘরে মিলিত হয়েছে তার নিশ্চয় একটা কারণ আছে।

"আমি আসলে আরেকটা দাবা খেলার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী, মঁসিয়ে বসওয়েল হয়তো সেটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। আমি জানি অনেক বছর আগে তিনি কর্সিকায় কি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন; জ্যঁ-জ্যাক রুশোও এটার অন্বেষণে ছিলেন। প্রুশিয়াতে থাকাকালীন মঁসিয়ে ফিলিদোর প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ইউলারের কাছ থেকে কি জানতে পেরেছিলেন আর মঁসিয়ে ওয়ার্ডসওর্থ ডেভিড এবং রোবসপাইয়ের কাছ থেকে কি জেনেছিলেন সেটাও আমি জানি।"

"আপনি এসব কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না," বসওয়েল কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেও ফিলিদোর ফ্যাকাশে মুখে চেয়ারে বসে পড়লেন।

"জেন্টেলমেন, আপনারা ভালো করেই জানেন আমি কিসের কথা বলছি," বললো মিরিয়ে। চারজন লোকই তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। "আমি মন্তগ্লেইন সার্ভিসের কথা বলছি, আপনারা যেটা নিয়ে আজরাতে আলোচনা করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন...আপনাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আর আমার দিকে ওভাবে ভয়ার্ত চোখে তাকাবেন না। আপনারা কি মনে করেন, আপনাদের পরিকল্পনার কথা না জেনেই আমি এখানে চলে এসেছি?"

"এই মেয়েটা কিছুই জানে না," বললেন বসওয়েল। "এক্সিবিশন দেখার জন্যে এখানে লোকজন হাজির হয়েছে। আমার মতে এই আলোচনা এখানেই শেষ করে দেয়া ভালো..."

ওয়ার্ডসওর্থ একগ্লাস পানি ঢেলে ফিলিদোরের হাতে তুলে দিলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি মূর্ছা যাবেন। "আপনি কে?" দাবামাস্টার জিজ্ঞেস করলেন মিরিয়েকে। তার দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেনো ভুত দেখছেন।

গভীর করে দম নিয়ে মিরিয়ে বললো, "আমার নাম মিরিয়ে, আমি মন্তগ্লেইন থেকে এসেছি...আমি জানি মন্তগ্লেইন সার্ভিসটার অস্তিত্ব আছে, আমার কাছে এর কিছু ঘুঁটিও রয়েছে।"

"তুমি ডেভিডের ভাতিজি!" আৎকে উঠে বললেন ফিলিদোর।

"যে মেয়েটা উধাও হয়ে গেছিলো!" বললেন ওয়ার্ডসওর্থ। "যাকে তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে..."

"দেরি না করে আমাদের উচিত অন্য কারোর সাথে আলোচনা–," বললেন বসওয়েল।

"সময় নেই," বাধা দিয়ে বললো মিরিয়ে। "আপনারা যা জানেন সেটা যদি আমাকে বলেন তাহলে আমিও আপনাদেরকে বিশ্বাস করে একটা কথা বলবো–তবে এক্ষুণি সেটা বলতে হবে, পরে হলে চলবে না।"

"এটাকে দরকষাকষি বলা যেতে পারে," আমোদিত ভঙ্গিতে বললেন ব্লেক। "আমি স্বীকার করছি ব্যক্তিগত কারণে আমি এই সার্ভিসটার ব্যাপারে আগ্রহী।

আপনার সঙ্গিনির কি ইচ্ছে আমি জানি না, মাই ডিয়ার বসওয়েল, তবে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যাথা নেই। আমি এই সার্ভিসটা অন্যভাবে জানতে পেরেছি, নিসর্গের মাঝে একটা আর্তনাদ হিসেবে..."

"তুমি একটা বোকা!" টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন বসওয়েল। "তুমি মনে করো তোমার মৃত ভায়ের প্রেতাত্মা তোমাকে এই সার্ভিসের উপর এক ধরণের সত্ত্ব দান করেছে। তবে অন্য অনেকেই আছে যারা এর মূল্য সম্পর্কে অবগত-তারা তোমার মতো আধ্যাত্মিকতাবাদে হাবুডুবু খাচ্ছে না।"

"আপনারা যদি আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরকম ধারণাই পোষণ করতেন," চট করে বললেন ব্লেক, "তাহলে আজরাতে এই গোপন মিটিংয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেন না।" শীতল হাসি দিয়ে তিনি ফিরলেন মিরিয়ের দিকে। "আমার ভাই রবার্ট বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছে," বলতে শুরু করলেন তিনি। "এই সবুজ পৃথিবীতে আমি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। তার আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হবার পর একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথেই আমার সঙ্গে কথা বলেছিলো-আমাকে বলেছিলো মন্তগ্লেইন সার্ভিসটার খোঁজ করতে। এটা নাকি সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিপূর্ণ আর সমস্ত রহস্যের উৎস। মাদেমোয়ে, আপনি যদি এই বিষয়টা সম্পর্কে কিছু জেনে থাকেন তাহলে আমি সেটা শুনতে আগ্রহী। আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, ওয়ার্ডসওর্থও এটা শোনার জন্য ব্যাকুল।"

ভয়ার্ত চোখেমুখে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন বসওয়েল। ফিলিদোর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন ব্লেকের দিকে, হাত রাখলেন তার কাঁধে, যেনো সতর্ক করিয়ে দিচ্ছেন তাকে।

"সম্ভবত অবশেষে আমি আমার ভায়ের আত্মার শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবো," বললেন ব্লেক।

মিরিয়েকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে কনগ্যাক আনার জন্যে চলে গেলেন তিনি। ওয়ার্ডসওর্থ বসে পড়লেন ফিলিদোরের পাশে। শাহিন চ্যারিয়টকে নিয়ে মিরিয়ের পাশে বসতেই দেখা গেলো ঘর ভরে উঠছে লোকজনে।

"মাতাল লোকটা চলে গেছে," শাহিন বললো চাপাকণ্ঠে। "আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। আল-কালিমও আঁচ করতে পারছে এটা। আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

"এখন না," বললো মিরিয়ে। "একটা বিষয় আমাকে আগে জানতে হবে।"

মিরিয়ের জন্য মদ নিয়ে এসে তার পাশেই বসে পড়লেন ব্লেক। বোর্ডের সামনে বসা ফিলিদোরের চোখে কাপড়ের পট্টি লাগানোর সময় এক লোক খেলাটার নিয়মকানুন বলে দিলো। ব্লেক মিরিয়ের সাথে নীচুস্বরে কথা বলতে শুরু করলেন।

"ইংল্যান্ডে একটা গল্প প্রচলিত আছে," বললেন তিনি, "এটা ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারকে নিয়ে। ১৭২৫ সালের ক্রিসমাসের সময়-আমার জন্মেরও

ত্রিশ বছর আগে–এক রাতে ভলতেয়ার অভিনেত্রি আদ্রিয়েন লেকুভ্রিয়েকে নিয়ে প্যারিসের কমেদি-ফ্রাসোয়া'তে গেছিলেন। ঢুকতেই শেভালিয়ে দ্য রোহন শাবোত তাকে অপমান করে। লবি থেকে চিৎকার করে সে বলেছিলো, 'মঁসিয়ে দ্য ভলতেয়ার, মঁসিয়ে আরুয়ে–আপনি কেন ঠিক করতে পারছেন না আপনার নাম কোন্‌টা হবে?' ভলতেয়ার কখনও দমে যাবার পাত্র নন। তিনি চট করে জবাব দিলেন, 'আমার নাম শুরু হয় আমার সাথে, আর তোমারটা শেষ হয় তোমার সাথে।' এর পর পরই অপমাণের শোধ নিতে শেভালিয়ে ছয়জন গুন্ডা দিয়ে ভলতেয়ারকে লাঞ্ছিত করে।

"দ্বৈত লড়াইয়ের বিরুদ্ধে আইনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও," ব্লেক বলতে লাগলেন, "কবি ভার্সেই'তে চলে গেলেন, প্রকাশ্যে বন্দুকযুদ্ধের আহ্বান জানালেন শেভালিয়ের প্রতি। সঙ্গত কারণেই তাকে বাস্তিলে বন্দী করে রাখা হয়। জেলখানায় বসেই তার মাথায় একটি আইডিয়া চলে আসে। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন তাকে যেনো আর জেলে না রাখা হয়–তার বদলে তিনি ইল্যান্ডে স্বেচ্ছানির্বাসনে যাবার প্রস্তাব করেন।"

"তারা বলে," ওয়ার্ডসওর্থ পাশ থেকে বললেন, "বাস্তিলে থাকার সময় মন্তগ্নেইন সার্ভিসের সাথে সম্পর্কিত একটি সিক্রেট পাণ্ডুলিপির মর্মোদ্ধার করেছিলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন, ইংল্যান্ডে এসে আমাদের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের কাছে এটা উপস্থাপন করবেন একটি ধাঁধা হিসেবে। নিউটনের ব্যাপারে তার অগাধ শ্রদ্ধা ছিলো। বিজ্ঞানী তখন বয়োবৃদ্ধ আর অক্ষম, নিজের কাজের প্রতিও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোনো কাজে আর চ্যালেঞ্জ অনুভব করছিলেন না। ভলতেয়ার তাকে নতুন একটি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চাইলেন–এমন একটি চ্যালেঞ্জ যার মর্মোদ্ধার শুধু তিনি নিজেই করেন নি বরং সমস্যাটির গভীরে সত্যিকারের অর্থও বুঝতেও চাইছিলেন। লোকে বলে এই পাণ্ডুলিপিটাতে এমন একটি সিক্রেট বর্ণিত আছে যা লুকিয়ে রাখা হয়েছে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের মধ্যে–অসীম ক্ষমতার একটি ফর্মুলা।"

"আমি জানি," চ্যারিয়ট তার চুল খামচে ধরলে বাচ্চাটার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললো মিরিয়ে। বাকি শ্রোতাদের চোখ নিবদ্ধ মাঝখানে দাবাবোর্ডের উপর, যেখানে চোখ বাঁধা ফিলিদোর তার প্রতিপক্ষের চাল শুনে যাচ্ছেন গভীর মনোযোগের সাথে। তিনি দাবাবোর্ডের দিকে পেছন ফিরে আছেন। প্রতিপক্ষের চাল শুনে মুখে মুখে নিজের চাল বলে দিচ্ছেন তিনি।

"স্যার আইজ্যাক নিউটন কি ঐ ধাঁধাটা সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন?" অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলো মিরিয়ে।

"অবশ্যই," বললেন ব্লেক। "এই কথাটাই আমরা আপনাকে বলতে চাইছি। এটাই ছিলো তার শেষ কাজ, কারণ পরের বছরই তিনি মারা যান..."

ভলতেয়ারের বয়স তখন ত্রিশের কোঠায় আর নিউটনের তিরাশি, লন্ডনে তাদের মধ্যে দেখা হয়। সময়টা ছিলো ১৭২৬ সালের মে মাস। তারও ত্রিশ বছর আগে নিউটন ব্রেকডাউন রোগে আক্রান্ত হন। এরপর থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কিছু আর প্রকাশ করেন নি।

ভলতেয়ার তখন টগবগে এক তরুণ আর নিউটন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। সমাজে বিরাট অবস্থান আর প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও নিউটন ছিলেন ভীষণ একা, কথাবার্তাও খুব একটা বলতেন না। নিজের গভীর চিন্তাভাবনাগুলো সহজে প্রকাশ করতেন না তিনি–এদিক থেকে ভলতেয়ার ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। যথেচ্ছভাবে মতপ্রকাশ আর অসতর্ক আচরণের কারণে ততোদিনে দু দু'বার বাস্তিল দূর্গে জেল খেটেছেন তিনি।

তবে নিউটন সব সময়ই জটিল সমস্যার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হতেন, সেটা গাণিতিক হোক আর আধ্যাত্মবাদই হোক না কেন। ভলতেয়ার যখন তার আধ্যাত্মিক পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে আসেন নিউটনের কাছে তখন এই বিজ্ঞানী সেটা নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহের জন্য উধাও হয়ে যান। ভলতেয়ার কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বেশ বিপাকে পড়ে যান তিনি। অবশেষে ফরাসি কবিকে তিনি আবারো তার স্টাডিতে আমন্ত্রণ জানান, ঐ জায়গাটি অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি আর প্রচুর বইয়ে ঠাঁসা ছিলো।

"আমি আমার কাজের খুবই অল্পসংখ্যকই প্রকাশ করেছি," বিজ্ঞানী বললেন দার্শনিক-কবিকে। "আর সেটাও রয়্যাল সোসাইটির চাপাচাপিতে। এখন আমি বৃদ্ধ এবং যথেষ্ট ধনী, যা ইচ্ছে তাই করতে পারি–তারপরও আমি ওগুলো প্রকাশ করি নি। আপনার সহকর্মী কার্ডিনাল রিশেলু আমার এই রির্জাভেশনটা বুঝতে পারতেন, তা না হলে তিনি এই জার্নালটি কোডের আকারে লিখে রাখতেন না।"

"আপনি তাহলে এটার মর্মোদ্ধার করে ফেলেছেন?" বললেন ভলতেয়ার।

"তারচেয়েও বেশি," মুচকি হেসে বললেন গণিতজ্ঞ। ভলতেয়ারের হাত ধরে তাকে স্টাডির এককোণে লোহার একটি বাক্সের কাছে নিয়ে গেলেন। পকেট থেকে চাবি বের করে সেটা খুলে ফরাসি লোকটির দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। "প্যান্ডোরার বাক্স। আমরা কি এটা খুলবো?" তিনি বললেন। ভলতেয়ার যখন সায় দিলেন তখন তারা বাক্সের জং ধরা তালাটি খুলে ফেললেন।

ওখানে রাখা ছিলো শতশত বছরের পুরনো বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি। পাতাগুলো একেবারে জরাজীর্ণ। ভলতেয়ার বুঝতে পারলেন নিউটনের হাতের কারণেই এটা হয়েছে। ধাতব ট্রাঙ্ক থেকে সযত্নে সেগুলো বের করে আনলেন নিউটন। ভলতেয়ার পাণ্ডুলিপিগুলোর শিরোনাম দেখে দারুণ বিস্মিত হলেন : *দ্য ওকাল্‌তা*

ফিলোসফিয়া, দ্য মিউজিয়াম হার্মেটিকাম, ট্রান্সমিউটেশন মেটালোরাম...আল-জাবেরের হেরেটিক্যাল বইপুস্তক, প্যারাসেলাস, ভিয়ানোভা, অ্যাগ্রিপ্পা, লালি। খৃস্টান চার্চ কর্তৃক নিষিদ্ধ ডাইনীবিদ্যার উপরে লেখা বই। অ্যালকেমিদের কাজের উপর বারোটির মতো পুস্তক। সবার নীচে নিউটনের নিজের হাতে লেখা হাজার হাজার পৃষ্ঠা নিরীক্ষাধর্মী নোট আর বিশ্লেষণ।

"কিন্তু আপনি তো আমাদের শতাব্দীর সবচেয়ে মহান যুক্তিবাদী একজন মানুষ!" বইপত্র আর নোটগুলো দেখে অবিশ্বাসে বলে উঠলেন ভলতেয়ার। "আপনি কি করে আধ্যাত্মবাদ আর জাদুর দুনিয়ায় বিচরণ করেন?"

"জাদু নয়," নিউটন তাকে শুধরে দিলেন, "বিজ্ঞান। সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিজ্ঞান, যার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতির গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টি ফর্মুলাগুলোর মর্মোদ্ধার করার কাজে সাহায্য করার জন্য মানুষ যুক্তি-কারণ আবিষ্কার করেছে। প্রকৃতির সর্বত্রই একটি কোড রয়েছে–আর প্রতিটি কোডের রয়েছে একটি চাবি। আমি প্রাচীন অ্যালকেমিস্টদের অনেক এক্সপেরিয়েমেন্ট পুণরুৎপাদন করেছি, কিন্তু আপনি যে ডকুমেন্টটা আমাকে দিয়েছেন তাতে বলা আছে চূড়ান্ত চাবিটা লুকিয়ে রাখা আছে মন্তগ্লেইন সার্ভিসে। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমি এ পর্যন্ত যা আবিষ্কার করেছি তার সবটাই দিয়ে দেবো–যদি ঐসব ঘুঁটিগুলো এক ঘণ্টার জন্যে আমাকে দেয়া হয়।"

"এই চূড়ান্ত চাবিটা এমন কি উন্মোচন করবে যা আপনি সারাজীবন ধরে রিসার্চ আর এক্সপেরিয়েমেন্ট করেও বের করতে পারেন নি?" জানতে চাইলেন ভলতেয়ার।

"পাথরটা," জবাব দিলেন নিউটন। "সব সিক্রেটের চাবি।"

∞

কবি দম ফুরিয়ে থেমে গেলে মিরিয়ে তাকালো ব্লেকের দিকে। চোখ বেধে দাবা খেলায় মগ্ন আর গুঞ্জনমুখর দর্শকের কারণে তাদের কথাবার্তা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

"তিনি পাথরটা বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?" কবির হাতটা শক্ত করে ধরে জানতে চাইলো সে।

"বলতে ভুলে গেছি।" হাসতে হাসতে বললেন ব্লেক। "এইসব জিনিস আমি নিজেও অনেক স্টাডি করেছি। আমার ধারণা সবাই জানে। অ্যালকেমিদের সব এক্সপেরিয়েমেন্ট একটা সলিউশনে গিয়ে পৌছায়–সেটা লালচে রঙের শুকনো পাউডারের কেক–এটাকে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। আমি নিউটনের পেপারগুলো পড়েছি। যদিও ওগুলো বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য প্রকাশ করা হয় নি কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না তার মতো একজন বৈজ্ঞানিক এরকম

নানারেঙ্গ বিষয় নিয়ে এতোটা সময় অপচয় করে গেছেন। তবে ভাগ্য ভালো, পেপারগুলো নষ্ট করে ফেলা হয় নি।"

"লাল্চে পাউডারের কেক জিনিসটা কি?" জানতে উদগ্রীব হয়ে উঠলো মিরিয়ে। পারলে চিৎকার করে বলে। পেছন থেকে চ্যারিয়ট তাকে টেনে যাচ্ছে। অবশ্য এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা যে নিরাপদ নয় এটা বোঝার জন্য তার কোনো পয়গম্বরের দরকার নেই।

"জিনিসটা কি," ওয়ার্ডসওর্থ সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন। তার চোখেমুখে উত্তেজনা। "এই কেকটা হলো সেই পাথর। এর কিছু অংশ সাধারণ ধাতুর সাথে মিশ্রণ করলে সেটা স্বর্ণে পরিণত হয়। এটার গুঁড়ো যদি কোনো কিছুর সাথে মিশিয়ে খাওয়া হয় তাহলে সব ধরণের রোগ থেকে সেরে উঠবেন। তারা এটাকে বলে ফিলোসফার্স স্টোন..."

যা জানে সেসব নিয়ে মিরিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলো। ফিনিশিয়ানরা একটি পবিত্র পাথর পূজা করতো, ভেনিসের দেয়ালে প্রোথিত একটি শ্বেত পাথরের কথা বলে গেছেন রুশো : 'যদি কোনো মানুষ যা ভাবে তাই করতে পারে,' দেয়ালের গায়ে খোদাই করে লেখা আছে, 'সে নিজেকে রূপান্তরিত হতে দেখবে।' তার চোখের সামনে শ্বেতরাণী ভাসছিলো, একজন মানুষকে দেবতায় পরিণত করছিলো...

আচমকা উঠে দাঁড়ালো মিরিয়ে। ওয়ার্ডসওর্থ আর ব্লেকও অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"কি হয়েছে?" তরুণ ওয়ার্ডসওর্থ চাপাস্বরে বললেন। তাদের চারপাশে থাকা বেশ কয়েকজন লোক বিরক্ত হয়ে তাদের দিকে তাকালো এ সময়।

"আমাকে যেতে হবে," কথাটা বলেই তরুণ কবির হাতে চুমু খেয়ে ব্লেকের দিকে ফিরলো মিরিয়ে। "আমি বিপদে আছি–এখানে আর থাকতে পারবো না। তবে আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে।" ঘুরেই শাহিনের পেছন পেছন দ্রুত ঘর থেকে চলে গেলো। শাহিন আগেভাগেই বের হতে শুরু করে দিয়েছিলো।

"সম্ভবত তার পিছু নেয়া উচিত আমাদের," বললেন ব্লেক। "তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তার সাথে আমাদের আবারো দেখা হবে। অসাধারণ এক মহিলা, তুমি কি বলো?"

"হ্যা," বললেন ওয়ার্ডসওর্থ। "আমি তাকে এরইমধ্যে একটি কবিতায় দেখতে পাচ্ছি।" ব্লেকের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন তিনি। "আরে আমার কবিতায় না! তোমার কোনো কবিতায়..."

মিরিয়ে আর শাহিন দ্রুত ক্লাব থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই শাহিন তার হাতটা খপ্ করে ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি দেয়ালের পাশে টেনে নিয়ে গেলো। শাহিনের হাতে থাকা চ্যারিয়টও অন্ধকারের দিকে বেড়ালের মতো জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

"কি হয়েছে?" মিরিয়ে ফিসফিস করে বলতে গেলে শাহিন তার মুখের উপর আঙুল রেখে তাকে বিরত রাখলো। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলো না সে, তবে একটু পরই পায়ের শব্দগুলো শুনতে পেলো স্পষ্ট। দূরে কুয়াশার মধ্যে দুটো অবয়ব দেখতে পেলো মিরিয়ে।

আবছা অবয়ব দুটো সন্তর্পনে এগিয়ে আসছে পার্লোয়ে'র দরজার দিকে, শাহিন আর মিরিয়ে সেই দরজা থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি চ্যারিয়টও চুপ মেরে আছে ইঁদুরের মতো। ক্লাবের দরজা খুলে গেলে ভেতর থেকে আলো ছিটকে এলো–সেই আলোতে অবয়ব দুটো স্পষ্ট হলো তাদের কাছে। একজন মাতাল বসওয়েল, মাথায় লম্বা টুপি পরে আছে। অন্যজন...মিরিয়ের মুখ হা হয়ে গেলো তাকে দেখে।

একজন মহিলা, লম্বা আর দারুণ সুন্দরী, দরজা দিয়ে ঢোকার আগে মাথার হুডটা নামিয়ে ফেলতেই ভ্যালেন্টাইনের মতো সোনালি চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত আছড়ে পড়লো! ভ্যালেন্টাইন! অস্ফুট আর্তনাদ দিয়ে মিরিয়ে সামনের দিকে ছুটে যেতে উদ্যত হলো কিন্তু শাহিনের শক্ত হাত জাপটে ধরে রাখলো তাকে। রেগেমেগে তার দিকে তাকালো মিরিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার কানে ফিসফিসিয়ে বললো শাহিন।

"শ্বেতরাণী।" ক্লাবের ভেতরে তারা প্রবেশ করলে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো, ভয়ার্ত চোখে মিরিয়ে তাকালো শাহিনের দিকে।

চ্যানেল আইল্যান্ড
ফেব্রুয়ারি ১৭৯৪

জাহাজ মেরামতের জন্য কয়েক সপ্তাহ দ্বীপে থাকার সময়টাতে বেনেডিক্ট আর্নল্ড সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেলো তয়িরাঁ। বৃটিশ সরকারের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে নিজ দেশে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিচিত ভদ্রলোক।

ইন-এ বসে একসাথে এ দু'জন চেকার কিংবা দাবা খেলে যাচ্ছে, ব্যাপারটা একেবারেই বেখাপ্পা। তাদের দু'জনেরই বেশ উজ্জ্বল ক্যারিয়ার ছিলো, সমাজে, রাষ্ট্রে দু'জনেরই ছিলো বেশ উঁচু পদমর্যাদা। তবে দু'জনেই কর্মদোষে আজ এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে আর্নল্ড ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেনাবাহিনীতে কোনো স্থান পান নি। ঘৃণা আর উপহাসের পাত্র হয়ে যান। হয়ে পড়েন অসহায়। যার কারণে আজ তিনি এরকম একটি জায়গায় এরকম একটি পেশা বেছে নিয়েছেন।

আর্নল্ড আমেরিকার বড় কর্তাদের কাছে তয়িরাঁর জন্য রেফারেন্স সম্বলিত চিঠি দিতে না পারলেও সেই দেশটা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

এতে করে তয়িরাঁর বেশ উপকার হবে কারণ আর কিছুদিন পরই সে ঐ দেশটায় চলে যাচ্ছে সম্ভবত চিরকালের জন্যে। দ্বীপে থাকাকালীন প্রায় প্রতিদিনই সে শিপইয়ার্ড মাস্টারকে নানান প্রশ্ন করে নতুন দেশটা সম্পর্কে জেনে নিয়েছে, আজ তার শেষ দিন। আগামীকালই রওনা হবে আটলান্টিকের ওপাড়ে নিউ ওয়ার্ল্ড হিসেবে পরিচিত দেশটার উদ্দেশ্যে। দাবা খেলতে খেলতে শেষবারের মতো আরো কিছু জেনে নেবার জন্য তয়িরাঁ কিছু প্রশ্ন করলো।

"আমেরিকার সামাজিক পেশাগুলো কি?" জিজ্ঞেস করলো তয়িরাঁ। "তাদের ওখানে কি ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মতো সেলুন আছে?"

"একবার আপনি ফিলাডেলফিয়া কিংবা নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে গেলেই দেখতে পাবেন ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটি শহর আছে। নিউইয়র্ক আর ফিলাডেলফিয়া হলো ডাচ অভিবাসিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা। সাধারণত লোকজন আগুনের পাশে বসে বই পড়ে নয়তো দাবা খেলে। পূর্ব-উপকূলের বাইরে খুব একটা সামাজিক পরিবেশ পাবেন না। তবে দাবা খেলাটা সময় কাটানোর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হয়ে উঠেছে। কসাই আর ভেড়ার লোম তোলে যারা, তারাও ভ্রমণের সময় সঙ্গে একটি দাবাবোর্ড রাখে।"

"তাই নাকি," বললো তয়িরাঁ। "আমার ধারণা ছিলো না ওরকম জায়গায় এতো বুদ্ধিদীপ্ত লোকজন আছে।"

"বুদ্ধিদীপ্ততা নয়–নৈতিকতা," বললেন আর্নল্ড। "তারা এটাকে এভাবেই দেখে থাকে। সম্ভবত আপনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের একটি লেখা পড়েছেন?–আমেরিকাতে উনি ভীষণ জনপ্রিয়। বইটার নাম *দ্য মরাল্‌স অব চেস*–এই বইতে উনি বলেছেন কিভাবে দাবা খেলা স্টাডি করে জীবন সম্পর্কে অসংখ্য শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।" তিক্তভাবে হেসে দাবাবোর্ডের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর তয়িরাঁর দিকে। "জানেন, ফ্রাঙ্কলিন কিন্তু মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ধাঁধাটি সমাধা করার জন্য বেশ উঠেপড়ে লেগেছিলেন।"

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে রইলো তয়িরাঁ। "আপনি এসব কি বলছেন?" জিজ্ঞেস করলো সে। "আপনি বলতে চাচ্ছেন ঐ হাস্যকর রূপকথাটা নিয়ে আটলান্টিকের ওপাড়েও আলোচিত হয়েছে?"

"হাস্যকর কিনা জানি না," এমন একটা হাসি দিয়ে বললেন আর্নল্ড যা তার প্রতিপক্ষের কাছে বোধগম্য হলো না। "তারা বলে বৃদ্ধ বেন ফ্রাঙ্কলিন সারা জীবন ধরে এই রহস্যের সমাধা করার চেষ্টা করে গেছেন। এমনকি রাষ্ট্রদূত হিসেবে ফ্রান্সে থাকা সময় তিনি ওটা খুঁজতে মন্তগ্নেইনেও গিয়েছিলেন। জায়গাটা ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত।"

"আমি জানি সেটা কোথায়," একটু ঝাঁঝের সাথেই বললো তয়িরাঁ। "তিনি কিসের খোঁজ করছিলেন?"

"কেন, শার্লেমেইনের দাবাবোর্ডের। আমার তো মনে হয় এখানকার সবাই সেটা জানে। তারা বলে ওটা নাকি মন্তগ্নেইনের কোথাও মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একজন অসাধারণ গণিতজ্ঞ আর দাবা খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি নিজে একটি নাইট টুর আবিষ্কার করেছিলেন। দাবি করতেন মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা যেভাবে লে-আউট করা হয়েছিলো সেটা নাকি তার এই নাইট টুর-এ বিবৃত করা আছে।"

"লে-আউট?" তয়িরাঁর মনে হলো তার শিরদাড়া বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের ভীতিকর পরিবেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, আমেরিকাতেও এই ভয়ঙ্কর সার্ভিসটির হাত থেকে সে নিরাপদে থাকতে পারবে না। এই সার্ভিসটা তার জীবন কিভাবেই না ওলটপালট করে দিয়েছে!

"হ্যা," দাবাবোর্ডে একটা চাল দিয়ে বললেন আর্নল্ড। "আপনি আমার ফ্রিম্যাসন ভাই আলেক্সান্ডার হ্যামিল্টনকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। তারা বলে, ফ্রাঙ্কলিন নাকি ফর্মুলার কিছু অংশ উদ্ধার করেছিলেন–মারা যাবার আগে সেটা তাদের কাছে দিয়ে গেছেন তিনি..."

অষ্টম বর্গ

"অবশেষে অষ্টম বর্গে এলাম!" মেয়েটা চিৎকার করে বললো..."এখানে আসতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত! কিন্তু আমার মাথার উপরে এটা কি?" বিস্মিত আর ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো সে...জিনিসটা মাথা থেকে নামিয়ে কোলের উপর রেখে দেখতে লাগলো। স্বর্ণের একটি মুকুট।

–থ্রু দ্য লুকিং-গ্লাস

লুইস ক্যারোল

পানি থেকে উঠে এলাম পাইন বনের পাদদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতির পাথুরে সৈকতে। সমুদ্রের নোনাজল উগলে দিলাম। আরেকটু হলে মরেই গেছিলাম। তবে আসল কথা হলো আমি বেঁচে আছি। মন্তগ্রেইন সার্ভিসের কারণেই আজ আমি জীবিত। আমার কাঁধে ব্যাগের ভেতরে রাখা ঘুঁটিগুলোর ওজনের কারণে খুব দ্রুতই পানির নীচে তলিয়ে যাই। এরফলে শরিফেরর লোকজন আমাকে লক্ষ্য করে পানির উপর থেকে যতোগুলো গুলি করেছিলো তার কোনোটাই আমাকে আঘাত হানতে পারে নি। যেখানে ডাইভ দিয়েছিলাম সেখানকার পানির গভীরতা ছিলো মাত্র দশ ফুট, খুব সহজেই মাটি খামচে খামচে বহু দূর পর্যন্ত চলে আসি। আন্দাজ করে বোটগুলোর নীচ দিয়ে এসেছি, সেজন্যে শরিফের লোকজন বুঝতে পারে নি কোথায় গেছি। অনেক দূর যাওয়ার পর একটা মাছ ধরার নৌকার আড়ালে নাকটা কোনোমতে পানির উপর তুলে দম নিয়ে নেই। অবশেষে অন্ধকার রাতে আস্তে আস্তে সাতঁরিয়ে চলে এলাম পাইন বন সংলগ্ন ছোট্ট সৈকতে।

সৈকতে বসে চারপাশটা চেয়ে দেখলাম, কোথায় আছি সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম আমি। যদিও রাত ন'টা বাজে, চারপাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, তারপরও আনুমানিক দুই মাইল দূরে আলোকবিন্দু দেখতে পেলাম। মনে হয় ওটা সিদি-ফ্রেদির বন্দর। ধরা না পড়লে আমি পায়ে হেটেই ওখানে চলে যেতে পারবো, কিন্তু লিলি কোথায়?

পানিতে ভেজা কাঁধের ব্যাগটা খুলে ঘুঁটিগুলো দেখতে পেলাম। তবে দুশ' বছরের পুরনো ফরাসি নান মিরিয়ের পাণ্ডুলিপিটা রেখেছিলাম ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ বক্সে। ব্যাগের ভেতর ঘুঁটিগুলোর সাথে সেটা আছে। বাক্সটা লিক না হয়ে থাকলেই হয়।

এরপর কি করবো সে কথা যখন ভাবছি তখনই ভেজা একটা জিনিস পানি

থেকে উঠে এসে তুরতুর করে আমার দিকে ছুটে এলো। প্রথমে ভেবেছিলাম অন্য কিছু কিন্তু কাছে আসতেই দেখলাম ভেজা লোমে জুবুথুবু ক্যারিওকা। তাকে শুকাবার মতো কোনো কিছু আমার কাছে নেই, আমি নিজেই তো ভিজে একাকার। কুকুরটাকে কোলে তুলে উঠে দাঁড়ালাম আমি, এগিয়ে গেলাম পাইন বনের দিকে। এই শর্টকাট পথে আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাওয়া যাবে।

পানিতে একপাটি জুতো খুইয়েছি, অন্যটা ছুড়ে মারলাম বনের দিকে। খালি পায়েই হাটতে শুরু করলাম। পনেরো মিনিট হাটার পরই বনের ভেতরে বেশ কাছ থেকে ডালপালা নড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম আমি।

কোনো কিছুই হলো না। কিন্তু আমি যে-ই না সামনের দিকে পা বাড়াবো অমনি চোখ ঝলসানো ফ্লাডলাইটের আলো এসে পড়লো মুখের উপর। চোখ কুচকে দেখার চেষ্টা করলাম, ভয়ে আমার হৃদস্পন্দন থেমে গেলো। ঠিক তখনই খাকি পোশাক পরা এক সৈনিক এসে হাজির হলো আমার সামনে। তার হাতে দেখতে ভয়ঙ্কর সাব-মেশিনগান, কাঁধের একপাশে বুলেটের বেল্টটা ঝুলছে। অস্ত্রটা আমার দিকে তাক করা।

"ফ্রিজ!" অযথাই চেঁচিয়ে বললো সে। "আপনি কে? পরিচয় দিন! এখানে কি করছেন?"

"আমার কুকুরটাকে একটু গোসল করাতে নিয়ে গেছিলাম," বললাম তাকে। ক্যারিওকাকে তুলে দেখালাম প্রমাণ হিসেবে। "আমি ক্যাথারিন ভেলিস। আমার আইডি কার্ড দেখাচ্ছি..."

বুঝতে পারলাম কাগজগুলো ভিজে আছে। আর আমি চাই না সে আমার ব্যাগটা সার্চ করুক। দ্রুত কথা বলতে শুরু করলাম।

"আমি সিদি-ফ্রেদি'তে কুকুরটা নিয়ে হাটছিলাম," বললাম তাকে, "তখনই ও পাইয়ের উপর থেকে পানিতে পড়ে যায়। আমিও সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ঝাপ দেই তাকে তুলে আনার জন্য, স্রোতের টানে এখানে চলে আসি..." কথাটা শেষ করার আগেই মনে পড়ে গেলো ভূমধ্যসাগরে তো কোনো স্রোত নেই। আমার কথার ফাঁক ধরে ফেলার আগেই আবার বলতে লাগলাম, "আমি ওপেকে কাজ করি। মিনিস্টার কাদেরের অধীনে। তাকে আমার কথা বললেই বুঝতে পারবেন। আমি ওইখানে থাকি।" হাত তুলে দেখাতে গেলে সৈনিক তার অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলো আমার মুখ বরাবর।

নিজেকে একটু সংযত করে নিলাম।

"মিনিস্টার কাদেরের সাথে আমার দেখা করাটা খুবই জরুরি!" বেশ দৃঢ়তার সাথে বললাম। "আপনাদের কি ধারণা আছে আমি কে?!" সৈনিকটি পেছনে ফিরে তার অপর সঙ্গির দিকে তাকালো। আগে তাকে লক্ষ্য করি নি, ফ্লাডলাইটের আলোর কারণে দৃষ্টির আড়ালে ছিলো সে।

"আপনি কনফারেন্সে যাচ্ছিলেন সম্ভবত?" আমার দিকে ফিরে বললো।

তাই তো! এজন্যেই এখানে এই বনের ভেতরেও সৈনিকের দল প্রহরা দিচ্ছে! পথে যে রোডব্লক দেখেছিলাম সেটাও এই একই কারণে। কামেল তাহলে এজন্যেই আমাকে তাগাদা দিচ্ছিলো তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য। ওপেকের কনফারেন্স শুরু হয়ে গেছে!

"অবশ্যই," সৈনিককে বললাম। "আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ডেলিগেট। তারা আমাকে নিশ্চয় খুঁজছে।"

সৈনিকটি অপর সঙ্গির সাথে আরবিতে কথা বলে গেলো। কিছুক্ষণ পর তারা ফ্লাডলাইটটা বন্ধ করে দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো তাদের আচরণের জন্য।

"মাদাম, আমরা আপনাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। দু পোর্ত রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ আগে ডেলিগেটরা এসে পৌছেছে। আপনি বরং নিজের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে জামা-কাপড় পাল্টে আসুন?"

তাদের কথায় সায় দিলাম আমি। আধঘণ্টা পর আমাকে প্রহরা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এলো সেই সৈনিকটি। সে বাইরে অপেক্ষা করার সময় আমি দ্রুত জামা পাল্টে ভেজা চুল শুকিয়ে ফেললাম ড্রাইয়ারে। যতোটুকু সম্ভব ক্যারিওকাকেও ড্রাইয়ারে শুকিয়ে রাখলাম।

ঘুঁটিগুলো অ্যাপার্টমেন্টে রেখে যাওয়াটা সঙ্গত বলে মনে করলাম না, তাই ক্লোসেট থেকে একটা ডাফেল ব্যাগ বের করে সেটার ভেতরে ঘুঁটিগুলোসহ ক্যারিওকাকে ভরে নিলাম। মিনি যে বইটা দিয়েছিলো সেটা ওয়াটারপ্রুফ বাক্সে থাকলেও কিছুটা ভিজে গেছে, ড্রাইয়ার দিয়ে সেটাও একটু শুকিয়ে নিয়ে ডাফেল ব্যাগে নিয়ে নিলাম। অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে চলে এলে সৈনিকটি আমাকে কনফারেন্স পর্যন্ত পৌছে দিলো।

দু পোর্ত রেস্তোরাঁটি বিশাল একটি ভবন। উঁচু ছাদ আর মার্বেলের মেঝে। এল-রিয়াদে থাকার সময় এখানে বেশ কয়েকবার এসে লাঞ্চ করেছিলাম। ত্রিশ কদম দূরে দূরে সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। প্রবেশদ্বারের সামনে পৌছে কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে উঁকি দিলাম কামেলকে দেখার জন্য।

রেস্তোরাঁর ভেতরটা কনফারেন্সের জন্য নতুন করে সাজানো হয়েছে। মেঝের মাঝখানে ইউ-আকৃতির উঁচু জায়গা আছে রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখানে কনফারেন্স টেবিল বসানো। এখানে শুধু যে ওপেকের তেলমন্ত্রীরাই আছেন তা নয়, বরং ওপেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রধানরাও আছে।

সশস্ত্র সৈনিক আমাকে সেই টেবিলের কাছে নিয়ে গেলো। আমি কাছে যেতেই দেখতে পেলাম কামেলের ভয়ার্ত অভিব্যক্তি। টেবিলের সামনে আমাকে সৈনিকসহ আসতে দেখেই কামেল উঠে দাঁড়ালো।

"মাদেমোয়ে ভেলিস!" বললো কামেল। সৈনিকের দিকে চেয়ে বললো, উনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, অফিসার। উনি কি হারিয়ে গেছিলেন নাকি?" আড়চোখে আমার দিকে তাকালো সে।

"জি, স্যার। পাইন বনে," সৈনিকটি বললো। "কুকুর নিয়ে একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটে গেছিলো। আমাদেরকে যখন আপনার কথা বললো তখন উনাকে এখানে নিয়ে এলাম..." টেবিলের দিকে চেয়ে দেখলো সে, সবগুলোতেই সম্মানিত অতিথিরা বসে আছে, কোনোটাই খালি নেই।

"বেশ ভালো কাজ করেছো তুমি," বললো কামেল। "তুমি এখন তোমার জায়গায় চলে যেতে পারো। তোমার এই বুদ্ধিদীপ্ত কাজের কথা আমার মনে থাকবে।" সৈনিকটি সেলুট দিয়ে চলে গেলো।

কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক ওয়েটারকে একটা চেয়ার এনে দেয়ার জন্য ইশারা করলো কামেল। চেয়ার চলে আসার আগপর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলো সে। এরপর আমরা একসাথেই বসে পড়লাম। সবার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো কামেল।

"মিনিস্টার ইয়ামেনি," আমার ডান দিকে বসা নাদুসনুদুস গোলাপি রঙের দেবদূতের মতো দেখতে সৌদি ওপেক মিনিস্টারের উদ্দেশ্যে কামেল বললে ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "মাদেমোয়ে ভেলিস আমেরিকান এক্সপার্ট, উনি অসাধারণ একটি কম্পিউটার সিস্টেম এবং অ্যানালিসিস প্রস্তুত করেছেন। আজকের মিটিংয়ে এটা নিয়ে আমি কথা বলবো।" মিনিস্টার ইয়ামেনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন কেবল।

"আমার ধারণা আপনি মিনিস্টার বেলায়েতকে চেনেন," আব্দেল-সালাম বেলায়েতকে দেখিয়ে বললো কামেল। এই লোকই আমার কন্ট্রাক্টে সাইন করেছিলেন। চেয়ার থেকে উঠে আমার সাথে করমর্দন করলেন তিনি। তার বাদামি গায়ের রঙ, টেকো মাথা আর ভাবভঙ্গি দেখে আমার মনে পড়ে গেলো মাফিয়াদের কথা।

মিনিস্টার বেলায়েত তার পাশের জনের সাথে কথা বলতেই ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। লোকটাকে চিনতে পেরে আমার মুখ সবুজ হয়ে গেলো।

"মাদেমোয়ে ক্যাথারিন ভেলিস, আমাদের কম্পিউটার এক্সপার্ট," ফিসফিস করে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন কথাটা বলেই আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে চিফ মিনিস্টারের দিকে ফিরলেন তিনি, ভাবটা এমন, যেনো আমি এখানে কী করতে এসেছি। কাঁধ তুলে মুচকি হেসে অপারগতা প্রকাশ করলেন বেলায়েত।

"*এনশাল্লে*," বললেন প্রেসিডেন্ট।

"সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল," আমার দিকে ঈগলপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকা আলখেল্লা পরা এক লোককে দেখিয়ে বললেন বেলায়েত। তিনি একটুও হাসলেন না তবে আমার দিকে তাকিয়ে আলতো করে কেবল মাথা নড়লেন।

আমার সামনে থাকা মদের গ্লাস তুলে ঢকঢক করে কিছুটা পান করে নিলাম। কি ঘটে গেছে সে কথা আমি কামেলকে বলি কি করে–আর এখান থেকে বের হয়ে লিলিকে কিভাবে উদ্ধার করবো? এই টেবিলে এমন সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বসে আছে যে এক্সকিউজ চেয়ে টয়লেটে যাওয়াটাও সহজ হবে না।

ঠিক তখনই হৈহল্লার শব্দ শোন গেলো নীচের ফ্লোর থেকে। সবাই সেদিকে তাকালো দেখার জন্য। নীচের ফ্লোরে কম করে হলেও ছয়শ' লোক উপস্থিত আছে। সবাই বসে আছে শুধু ওয়েটাররা বাদে। তারা টেবিলে খাবার-দাবার আর মদের গ্লাস রাখার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু সাদা আলখেল্লা পরা লম্বা আর হালকাপাতলা এক লোক ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে টেবিলের উপর থাকা মদের বোতল আর গ্লাসগুলো হাতের ছড়ি দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলো। ওয়েটাররা তাকে বাধা দেয়া তো দূরের কথা, ভয়ে গুটিসুটি মেরে সরে যাবার চেষ্টা করলো তার কাছ থেকে। টেবিলে বসা কেউ নড়লো না। লোকটা এক এক করে ডান আর বাম দিকে থাকা সব মদের বোতল ফেলে দিলো তার হাতের একটি ছড়ি দিয়ে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুমেদিয়ান উঠে দাঁড়ালেন, ইশারায় ডেকে নিলেন চিফ বাটলারকে, তারপর নীচের ফ্লোরের দিকে বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন ক্ষুব্ধ ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা জানাতে।

"এই লোকটা কে?" চাপাকণ্ঠে বললাম কামেলকে।

"লিবিয়ার মুয়াম্মার গাদ্দাফি," শান্তকণ্ঠে বললো কামেল। "আজকের কনফারেন্সে তিনি এক বক্তৃতায় বলেছেন, ইসলামের অনুসারিরা যেনো মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকে। এখন দেখতে পাচ্ছি উনি উনার কথাকে কাজে পরিণত করতে নেমে পড়েছেন। লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। অনেকেই বলে তিনি নাকি গুপ্তঘাতক ভাড়া করে ওপেকের হোমরাচোমরা মিনিস্টারদের ইউরোপের মাটিতে খুন করার পরিকল্পনা করছেন।"

"আমি এটা ভালো করেই জানি," প্রসন্ন মুখের ইয়ামেনি হেসে বললেন বৃদ্ধটা। "ঐ তালিকায় আমার নামটা সবার উপরে আছে।" তার ভাসাব দেখে মনে হলো না এ নিয়ে ভদ্রলোক খুব একটা চিন্তিত।

"কিন্তু কেন?" নীচুস্বরেই বললাম কামেলকে। "তারা মদ্যপান করে এজন্যে?"

"কারণ রাজনৈতিক অবরোধ না করে অর্থনৈতিক অবরোধ করার জন্য জোর দিয়েছিলাম," জবাবে বললো কামেল। "এখন কথা বলার একটু ফুরসত পাওয়া

গেলো তাহলে। এবার বলো, কি হয়েছে কি? কোথায় ছিলে তুমি? শরিফ তো তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদিও এখান থেকে সে তোমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না কিন্তু তুমি মারাত্মক সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছো।"

"আমি জানি," নীচের ফ্লোরের দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, ওখানে গাদ্দাফির সাথে শান্তভঙ্গিতে কথা বলছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন। তার লম্বা মুখটা একটু ঝুঁকে আছে, তাই অভিব্যক্তিটা দেখতে পেলাম না। মেঝে থেকে ভাঙা মদের বোতলগুলো সরিয়ে ফেলছে ওয়েটাররা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সে জায়গায় আবার নতুন বোতল রাখা হচ্ছে।

"আপনার সাথে আমার একান্তে কথা বলতে হবে," বললাম তাকে। "আপনার ঐ পারস্যের বদমাশটার কব্জায় আছে আমার বান্ধবী। আধঘণ্টা আগে আমি সাঁতরিয়ে সৈকতে চলে আসি। আমার ডাফেল ব্যাগে পানিতে ভেজা একটা কুকুরও আছে–তারচেয়েও বেশি আগ্রহের জিনিস আছে এই ব্যাগে। আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে..."

"হায় খোদা," আস্তে করে বললো কামেল। "তুমি বলতে চাচ্ছো তোমার কাছে সত্যিই ঐ জিনিসগুলো আছে? এখানে?" টেবিলে বসা অন্যদের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম হাসি দিলো সে।

"তাহলে আপনিও খেলাটাতে আছেন," আমিও হেসে চাপাকণ্ঠে বললাম তাকে।

"তোমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছি বলে মনে করো তুমি?" ফিসফিসিয়ে বললো কামেল। "কনফারেন্স শুরুর আগে তোমার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে ঘাম বের হয়ে গেছিলো আমার।"

"এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। এখন আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে, উদ্ধার করতে হবে লিলিকে।"

"এই ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও–আমরা কিছু একটা করবো। সে কোথায় আছে এখন?"

"লা মাদরাগে," মুখটা প্রায় বন্ধ করেই কথাটা বললাম।

কামেল আমার দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো, ঠিক তখনই বুমেদিন ফিরে এলেন টেবিলে। সবাই তার দিকে হাসিমুখে তাকালে বাদশাহ ফয়সাল ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলেন।

"আমাদের কর্নেল গাদ্দাফিকে দেখে যতোটা বোকা বলে মনে হয় আসলে তিনি ততোটা বোকা নন," আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে বললেন কথাটা। "আপনার মনে আছে, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে কাস্ত্রোর উপস্থিতি নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে গাদ্দাফি কি বলেছিলেন?" বাদশাহ তার মন্ত্রী ইয়ামেনির দিকে তাকালেন। "কর্নেল গাদ্দাফি বলেছিলেন, তৃতীয় বিশ্বের অংশগ্রহণ থেকে বিরত

থাকার জন্য কোনো দেশ যদি বৃহৎ দুই পরাশক্তির কাছ থেকে টাকা খেয়ে থাকে তাহলে আমাদের সবার উচিত ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিজ নিজ দেশে চলে যাওয়া। তিনি উপস্থিত দেশগুলোর অর্ধেকের অর্থনৈতিক এবং অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা পড়ে শুনিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। বলতেই হয়, তার বক্তব্য বেশ সঠিকই ছিলো। আমি তাকে মোটেও ধর্মের ধ্বজাধারী বলে মনে করি না।"

বুমেদিন আমার দিকে তাকালেন। লোকটা একেবারেই রহস্যময়। তার বয়স কতো, ব্যাকগ্রাউন্ড কি কিংবা জন্মস্থান কোথায় সে ব্যাপারে কেউ জানে না। দশ বছর আগে বিপ্লবের সময় লোকটার উত্থান, এরপর মিলিটারি ক্যু'র মাধ্যমে এই দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে যান। আলজেরিয়াকে তিনি ওপেকের নের্তৃত্বস্থানীয় অবস্থায় নিয়ে এসেছেন আর দেশটাকে পরিণত করেছেন তৃতীয়বিশ্বের সুইজারল্যান্ড হিসেবে।

"মাদেমোয়ে ভেলিস," প্রথমবারের মতো আমাকে সম্বোধন করে বললেন তিনি, "মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে গিয়ে আপনি কি কখনও কর্নেল গাদ্দাফির সাথে পরিচিত হয়েছেন?"

"না, কখনও না," বললাম তাকে।

"অদ্ভুত ব্যাপার," বললেন বুমেদিন। "আমরা যখন নীচে কথা বলছিলাম তখন তিনি আপনার দিকে তাকিয়ে এমন একটা কথা বলছিলেন যাতে করে আমার মনে হয়েছে তিনি আপনাকে চেনেন।"

টের পেলাম আমার পাশে বসা কামেল আড়ষ্ট হয়ে আছে। টেবিলের নীচে আমার হাতটা শক্ত করে ধরলো সে। "তাই নাকি?" হালকাচালে বললো কামেল। "তিনি কি বলেছেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট?"

"অন্য কারো সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন মনে হয়," কামেলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আরো বললেন, "আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন উনিই কি সেই মহিলা কিনা।"

"সেই মহিলা?" মিনিস্টার বেলায়েত দ্বিধার সাথে বললেন। "এর মানে কি?"

"এর মানে," প্রেসিডেন্ট স্বাভাবিকভাবে বললেন, "তিনি বলতে চেয়েছেন, কামেল কাদেরের কাছ থেকে আমরা যে কম্পিউটার প্রজেকশনের কথা শুনে আসছি সেটা উনি তৈরি করেছেন কিনা।" কথাটা বলেই তিনি অন্য দিকে ফিরলেন।

আমি চাপাকণ্ঠে কামেলের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম কিন্তু সে মাথা নেড়ে বারণ করে তার বস বেলায়েতের দিকে তাকালো। "আগামীকাল ওটা প্রেজেন্ট করার আগে ক্যাথারিন আর আমি পুরো বিষয়টা একটু রিভিউ করে দেখতে চাই। আমরা কি এই ডিনার থেকে চলে যেতে পারি? কাজটা এখন না করলে সারা রাত জেগে করতে হবে।"

বেলায়েতের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেলো তিনি এসব কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করছেন না। "তার আগে আপনার সাথে আমার একটু কথা বলতে হবে," টেবিল থেকে উঠে কামেলকে নিয়ে একপাশে চলে গেলেন তিনি। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে হাতের রুমালটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। ইয়ামেনি আমার দিকে ঝুঁকে এলেন।

"যতো অল্প সময়ের জন্যেই হোক না কেন, আপনাকে আমার পাশে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে," টোল পড়া হাসি দিয়ে আশ্বস্ত করলেন তিনি।

কামেলের সাথে এককোণে গিয়ে বেলায়েত নীচুস্বরে কথা বলে যাচ্ছে। আমি তাদের কাছে যেতেই তিনি বললে, "মাদেমোয়ে, আমাদের কাজটা সুন্দরভাবে করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কামেল কাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন।" টেবিলে ফিরে গেলেন তিনি।

"এখন কি আমরা যেতে পারি?" আস্তে করে বললাম কামেলকে।

"হ্যা, এক্ষুণি," আমার হাতটা ধরে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো সে। "আব্দেল সালাম সিক্রেট পুলিশের কাছ থেকে একটি মেসেজ পেয়েছেন, তারা তোমাকে খুঁজছে। তুমি নাকি লা মাদরাগে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য পালিয়ে গেছো। ডিনারের সময় এটা তিনি জানতে পেরেছেন। তিনি তোমাকে ওদের হাতে তুলে না দিয়ে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আশা করি তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো। আবারো যদি উধাও হয়ে যাও তাহলে আমার খবর আছে।"

"কী বলছেন এসব," যেতে যেতে চাপাকণ্ঠে বললাম তাকে। "আপনি ভালো করেই জানেন আমি মরুভূমিতে কেন গিয়েছিলাম। আপনি এও জানেন এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি! প্রশ্ন তো করার কথা আমার। আপনি কেন আমাকে বলেন নি এই খেলায় আপনিও জড়িত আছেন? বেলায়েতও কি জড়িত? তেরেসা? আর ঐ লিবিয়া থেকে আসা মুসলিম ক্রুসেডর-যে নাকি আমাকে চেনে, তার ব্যাপরটাই বা কি?"

"আমি যদি জানতে পারতাম তাহলে তো ভালোই হতো," তিক্তকণ্ঠে বললো কামেল। "আমার গাড়িতে করে লা মাদরাগে যাবো। কি ঘটেছে তার সবকিছু আমাকে বলবে যাতে করে আমরা তোমার বন্ধুকে সাহায্য করতে পারি।"

প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্কিংলটে চলে এলাম আমরা। লিলির ব্যাপারটা সংক্ষেপে তাকে জানালাম তারপর জিজ্ঞেস করলাম মিনি রেনসেলাস সম্পর্কে।

"আমি মোখফি মোখতারকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি," বললো সে। "আমার বাবাকে একটি মিশনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তিনি-এল-মারাদের সাথে জোট বেধে সাদাঅঞ্চলে প্রবেশ করার জন্য। এই মিশনে গিয়েই বাবা মারা যান। তেরেসা আমার বাবার হয়ে কাজ করতো। এখন পোস্তে সেন্ত্রেইলে চাকরি

করলেও আদতে মোখফি মোখতার আর তার নিজের সন্তানদের হয়েই কাজ করে সে।"

"তার সন্তানদের?" দেখতে আকর্ষণীয় সুইচবোর্ড অপারেটরকে মা হিসেবে ভাবতে কষ্ট হলো আমার।

"ভ্যালেরি আর মিচেল," বললো কামেল। "আমার বিশ্বাস তুমি মিচেলকে দেখেছো। সে অবশ্য নিজেকে ওয়াহাদ নামেই পরিচয় দিয়ে থাকে..."

তাহলে ওয়াহাদ হলো তেরেসার ছেলে! প্লটটা সুপের মতোই ঘন-যেহেতু আমি কাকতালীয় ব্যাপার-স্যাপার খুব একটা বিশ্বাস করি না তাই সবকিছু দ্রুত খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম মনে মনে। কেউ না বললেও এখন বুঝতে পারলাম এই ভ্যালেরিই হ্যারির বাড়িতে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করে। তবে সামান্য সৈন্যদের চিহ্নিত করার চেয়ে আমাকে এখন রাঘববোয়ালদের দিকেই নজর দিতে হবে।

"আমি বুঝতে পারছি না," বললাম তাকে। "আপনার বাবাকে যদি এই মিশনে পাঠানো হয়ে থাকে এবং তিনি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তার মানে উনি যে ঘুঁটিগুলোর সন্ধানে ছিলেন সেগুলো সাদা দলের কাছে আছে, ঠিক? তাহলে খেলাটা কখন শেষ হবে? কখন সবগুলো ঘুঁটি সংগ্রহ করতে পারবে একজন?"

"কখনও কখনও আমার মনে হয় এই খেলাটা কোনোদিনই শেষ হবে না," তিক্তকণ্ঠে বললো কামেল। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো সে। আমরা ছুটে চললাম সিদি-ফ্রেদির উদ্দেশ্যে। "তবে তোমার বান্ধবীর জীবনটা শেষ হয়ে যাবে যদিনা লা মাদরাগে দ্রুত পৌঁছাতে পারি।"

"তারা তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য যে দাবি করবে সেটা মেটানোর ক্ষমতা কি আপনি রাখেন?"

আমি দেখতে পেলাম কামেল শীতল একটি হাসি দিলো। যে রোডব্লকটা আমি আর লিলি দেখেছিলাম সেটার কাছে এসে সে পাস দেখাতেই ব্যারিকেড তুলে নেয়া হলো।

"এল-মারাদ যা চাইবে সেটা তোমার ডাফেল ব্যাগে আছে," শান্তকণ্ঠে সে বললো। "আমি কিন্তু পানিতে ভেজা কুকুরের কথা বলছি না। তুমি কি ওসবের বিনিময়ে তোমার বান্ধবীকে ফিরে পেতে চাও?"

"মানে তাকে ঐ ঘুঁটিগুলো দিয়ে দিলে লিলিকে ছেড়ে দেবে?" কথাটা বলতে খারাপ লাগলেও মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এখান থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরে যাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। "আমরা কি তাকে একটা ঘুঁটি দিতে পারি না?" বললাম তাকে।

কামেল হেসে আমার কাঁধে একটা হাত রাখলো। "এল-মারাদ যদি একবার জানে ওগুলো তোমার কাছে আছে," বললে সে, "তাহলে সে আমাদেরকে বোর্ড থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবে।"

আমরা কেন সাথে করে একদল সৈন্য কিংবা ওপেকের কিছু ডেলিগেট নিয়ে এলাম না? ঐ উগ্রবাদী গাদ্দাফিকেও তো ব্যবহার করা যেতো, একহাতে তার বিখ্যাত ছড়ি দিয়ে মঙ্গোল দস্যুর মতো সব খতম করে দিতে পারতেন। তার বদলে কিনা নম্রভদ্র কামেলকে নিয়ে যাচ্ছি! দশ বছর আগে তার বাবার মতো তিনি আবার মরতে যাচ্ছেন না তো?

যে পাব থেকে আমরা পালিয়েছিলাম সেখানে না থেমে কামেল গাড়িটা নিয়ে চলে গেলো আরো এক ব্লক সামনে, শহরের একেবারে ফাঁকা একটি জায়গায়। ছোটোখাটো একটি টিলার সামনে গাড়িটা থামালো সে। খাড়া সিঁড়ি চলে গেছে টিলার উপরে। আশেপাশে একটা প্রাণীও দেখতে পেলাম না। আকাশে মেঘের আনাগোনা বাড়ছে, চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বার বার। কামেল টিলার উপর ছোট্ট একটি ভিলার দিকে হাত তুলে দেখালো আমাকে। টিলার পেছন দিকটা একশ' ফুটের মতো খাড়া হয়ে নেমে গেছে সাগরের দিকে।

"এল-মারাদের গ্রীষ্মকালীন বাড়ি," আস্তে করে বললো কামেল। বাড়ির ভেতর বাতি জ্বলছে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই ভেতর থেকে হৈহল্লার শব্দ শুনতে পেলাম। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন ছাপিয়ে লিলির চিৎকারটা স্পষ্ট শোনা গেলো।

"আমার গায়ে যদি আরেকবার হাত তুলিস তো শুয়োরের বাচ্চা," চিৎকার করে বলছে সে, "তোর একদিন কি আমার একদিন!"

চাঁদের আলোয় আমার দিকে তাকালো কামেল। "তোমার বান্ধবীর হয়তো আমাদের সাহায্যের কোনো দরকার নেই," বললো সে।

"ও শরিফের সাথে কথা বলছে," বললাম তাকে। "শরিফই তার প্রিয় কুকুরটাকে পানিতে ফেলে দিয়েছিলো।" ক্যারিওকা ইতিমধ্যে ব্যাগের ভেতর থেকে ঘোৎঘোৎ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি ব্যাগের উপর দিয়েই তার মাথায় টোকা মারলাম। "সময় এসে গেছে তোমার দুষ্টুমি দেখাবার," কথাটা বলেই ব্যাগ থেকে বের করে আনলাম তাকে।

"তুমি বরং নীচে গিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করে অপেক্ষা করো," কামেল বললো আমার কানে কানে, গাড়ির চাবিটা আমার হাতে তুলে দিলো। "বাকিটা আমাকে করতে দাও।"

"অসম্ভব," টিলার উপর থেকে লিলির কণ্ঠটা শুনে রাগে আমার গা কাঁপছে। "চলেন, তাদেরকে একটু অবাক করে দেই।" ক্যারিওকাকে সিঁড়িতে নামিয়ে দিলে পিংপং বলের মতো লাফাতে লাফাতে সে চলে গেলো টিলার উপর। গাড়ির চাবিটা হাতেই রাখলাম।

বাড়িতে প্রবেশ করতে হলে সারি সারি ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে ঢুকতে হয়। সেখানে যাবার পথটি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম টিলার শেষপ্রান্ত ঘেষে চলে

গাছ, পাথরের নীচু দেয়াল দিয়ে সেটি ঘেরা। এটা হয়তো আমাদের কাজে লাগবে।

ক্যারিওকা কাঁচের দরজার সামনে এসে ছোট্ট থাবা দিয়ে থামছে যাচ্ছে। ভেতরে চেয়ে দেখলাম বাম দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন পাণ্ডা, তাদের জ্যাকেটের বুক খোলা, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শোল্ডার হোলস্টার। ঘরের মেঝেটা নীল আর সোনালি রঙের পিচ্ছিল এনামেল টাইল্‌সের। মাঝখানে লিলি একটা চেয়ারে বসে আছে, তার উপর ঝুঁকে আছে শরিফ। ক্যারিওকার ঘেউ ঘেউ শুনে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে শরিফ তাকে জোর করে বসিয়ে দিলো। লিলির গাল দেখে আন্দাজ করলাম তাকে চপেটাঘাত কিংবা ঘুষি মারা হয়েছে। ঘরের অন্য দিকে কুশনের উপর আরাম করে বসে আছে এল-মারাদ। তার সামনে নীচু একটি টেবিলে দাবাবোর্ড রাখা, একটি ঘুঁটি তুলে সামনে বাড়ালো সে।

জানালার দিকে ঘুরে তাকালো শরিফ। চাঁদের আলোয় আমাদের স্পষ্ট দেখতে পেলো সে। আমি ঢোক গিলে আরো সামনে এগিয়ে গেলাম যাতে করে আমাকে কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে পায়।

"তারা পাঁচজন, আর আমরা সাড়ে তিনজন," নীচুগলায় কামেলকে বললাম। আমার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। দরজার দিকে এগোনোর আগে শরিফ তার সঙ্গিদেব অস্ত্র হাতে তুলে নেবার ইশারা করলো। "আপনি পাণ্ডাগুলোকে মোকাবেলা করবেন। আমি এল-মারাদকে। আমার বিশ্বাস ক্যারিওকা তার শিকারকে পেয়ে গেছে," শরিফ দরজা খুলে দিতেই বললাম।

নীচের দিকে তাকিয়ে শরিফ তার ছোট্ট নেমেসিসের দিকে চেয়ে বললো, "আপনারা আসুন–কিন্তু এই জিনিসটা বাইরে থাকবে।"

"ও বেঁচে আছে!" আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো লিলি। তারপর শরিফের দিকে নাক সিঁটকিয়ে আরো বললো, "যারা নিরীহ প্রাণীদের হুমকিধামকি দিয়ে বেড়ায় তারা আসলে নিজেদের অযোগ্যতাকেই আড়াল করার চেষ্টা করে..."

শরিফ তার দিকে তেড়ে যেতেই এল-মারাদ আস্তে করে কিছু একটা বলে আমার দিকে তীর্যক হাসি হাসলো।

"মাদেমোয়ে ভেলিস," বললো সে, "আমাদের কী সৌভাগ্য আপনি ফিরে এসেছেন–তাও আবার হোমরাচোমরা একজন বডিগার্ড নিয়ে। কামেল কাদের আপনাকে আমার কাছে দু'দুবার নিয়ে এলো–লোকে তো তাকে বুদ্ধিমান বলে মনে করবে না। এখন আমরা সবাই এখানে আছি তাহলে..."

"আজাইরা প্যাচাল বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসুন," তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম। লিলিকে অতিক্রম করার সময় আস্তে করে সবার অলক্ষ্যে তার হাতে গাড়ির চাবিটা দিয়ে শুধু বললাম, "দরজার দিকে–এক্ষুণি।"

"আপনি ভালো করেই জানেন আমরা এখানে কেন এসেছি," তার কাছে যেতে যেতেই বললাম আমি।

"আর আপনিও ভালো করে জানেন আমি কি চাই," আমাকে বললো সে। "আমরা কি এটাকে বাণিজ্য বলতে পারি?"

তার নীচু টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালাম আমি। শরীফ পাণ্ডা দু'জনের কাছে এসে পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরাতে বললো তাদের একজনকে। লিলি এখন ফ্রেঞ্চ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, ওপাশে থাকা ক্যারিওকার সাথে ভাব বিনিময় করছে সে। আমরা সবাই পজিশনে আছি-হয় এখনই করতে হবে নইলে কখনও না।

"আমার মিনিস্টারবন্ধু অবশ্য মনে করেন না আপনি দরকষাকষির ব্যাপারে সুবিধার লোক," কার্পেট ব্যবসায়ীকে বললাম আমি। সে কিছু বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দিলাম। "তবে আপনি যদি এই ঘুঁটিগুলো চান তো," বললাম তাকে, "এগুলো আমার সাথেই আছে!"

কাঁধ থেকে ডাফেল ব্যাগটা নামিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে সজোরে আঘাত হানলাম এল-মারাদের মুখ লক্ষ্য করে। বিশাল ওজন আর গতি মিলে এমন শক্তি তৈরি হলো যে লোকটা ছিটকে পড়ে গেলো কয়েক হাত দূরে। দেখতে পেলাম তার চোখ উল্টে গেছে। আমি ঘুরে পেছনের হট্টগোলটা দেখলাম।

লিলি ফ্রেঞ্চ জানালাটা খুলে দিয়েছে এই ফাঁকে, ক্যারিওকা বুলেট গতিতে ছুটে এসে তার প্রিয় জিনিসটা আবার কামড়ে ধরেছে প্রাণপণে। আমি ডাফেল ব্যাগ নিয়ে ছুটে গেলাম পাণ্ডা দুটোর দিকে, তাদের একজন শোল্ডার হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা হাতে নিতে উদ্যত, ঠিক তখনই দ্বিতীয়বারের মতো ডাফেল ব্যাগের কার্যকারিতা পরখ করলাম আমি। দ্বিতীয় পাণ্ডাটার পেটে সজোরে ঘুষি মেরে বসলো কামেল। কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডা অস্ত্র হাতে নিয়েই আমার দিকে তাক করে ফেললো।

"আরে এখানে গুলি কর বানচোত!" শরিফ চিৎকার করে বললো, তার এক পা কামড়ে ধরে আছে ছোট্ট ক্যারিওকা। সজোরে লাথি মেরে গেলেও ক্যারিওকা মরণ কামড় দিয়ে বসে আছে। এরইমধ্যে দরজার কাছে ছুটে যাচ্ছে লিলি। পাণ্ডা লোকটি এবার তার দিকে অস্ত্র তাক করলো। ট্রিগার টিপে যেই না গুলি চালাবে অমনি তাকে ধাক্কা মেরে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরলো কামেল।

শরিফ একটা আর্তচিৎকার দিলো এ সময়। ক্যারিওকা এখনও তাকে ছাড়ে নি। আমার পেছনে কামেল, অস্ত্র হাতে পাণ্ডার সাথে ধস্তাধস্তি করে যাচ্ছে। অন্য পাণ্ডাটি মেঝে থেকে ওঠার চেষ্টা করতেই আমি ব্যাগটা তুলে আবারো আঘাত করলাম তাকে। এবার আর সাড়াশব্দ পেলাম না। অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধহয়। এরপর কামেলের সাথে ধস্তাধস্তি করছে যে পাণ্ডা তার মাথার পেছনে ব্যাগটা

দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম। লোকটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়লে কামেল তার অস্ত্রটা তুলে নিলো।

আমরা দরজার কাছে ছুটে যেতেই হঠাৎ কে যেনো আমাকে পেছন থেকে ধরে ফেললো। চেয়ে দেখি শরিফ। কুকুরটা তার পা কামড়ে ধরে রাখলেও সে এখনও অক্ষতই আছে। তার পায়ের ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়ছে। তার পেছনে পর্যুদস্ত হওয়া দুই পাণ্ডা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এখন। ঝটকা মেরে শরিফের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ির দিকে না গিয়ে সোজা চলে গেলাম টিলার যে প্রান্তটি খাড়া হয়ে নীচের সমুদ্রের দিকে চলে গেছে সেখানে। উপর থেকে দেখতে পেলাম কামেল সিঁড়ি দিয়ে বেশ নীচে নেমে গেছে, আমার দিকে উদভ্রান্তের দৃষ্টিতে তাকালো সে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম লিলি কামেলের গাড়ির কাছে পৌছে গেছে।

কোনো চিন্তাভাবনা না করেই টিলার কানা ঘেষে যে নীচু দেয়ালটা আছে সেটা টপকে শুইয়ে পড়লাম। শরিফ আর তার লোকজন সোজা সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো। তারা ধারণা করতে পারে নি আমি নীচু দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারি। রাতের অন্ধকার আমাকে বেশ সাহায্য করেছে। ডাফেল ব্যাগটা আমার হাত থেকে ঝুলে আছে, হাতছাড়া হলেই পড়ে যাবে একশ' ফুট নীচে সমুদ্রসংলগ্ন পাথরের উপর। আস্তে করে উঠে বসলাম।

"গাড়িটা!" শুনতে পেলাম শরিফ চিৎকার করে বলছে। "তারা গাড়িটার দিকে গেছে!" সিঁড়ি দিয়ে তাদের নেমে যাবার শব্দটাও শুনতে পেলাম। দেয়ালের উপর দিয়ে তাকাতে গেলে মুখোমুখি হলাম ক্যারিওকার। সে তার জিভ দিয়ে আমার মুখ চাটতে শুরু করলো। কিন্তু যে-ই না উঠে দাঁড়াবো অমনি দেখতে পেলাম তৃতীয় পাণ্ডাটি আমার দিকেই তেড়ে আসছে মাথার একপাশ ডলতে ডলতে। ভেবেছিলাম তাকে আমি পুরোপুরি অজ্ঞান করে ফেলেছি। আবারো শুয়ে পড়লাম কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সে দুই ফুট উঁচু দেয়ালের উপর হামলে পড়লো আমাকে ধরার জন্য। আমি সরে যাওয়ার কারণে, কিংবা অন্ধকারের জন্যেও হতে পারে, একটা আর্তচিৎকার দিয়ে সে পড়ে গেলো একশ' ফুট নীচে। উঠে দাঁড়িয়ে নীচু দেয়ালটা টপকে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম সিঁড়ির কাছে।

বাতাস বইছে প্রবল বেগে, ঝড় আসি আসি করছে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেখতে পেলাম কামেলের গাড়িটা ধূলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তার পেছন পেছন শরিফ আর তার সঙ্গিরা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে দ্রুতগতিতে পেছন ফিরে আসতে লাগলো গাড়িটা। তিনজন পাণ্ডা রাস্তা থেকে সরে গেলো নিজেদের বাঁচানোর জন্য। লিলি আর কামেল আমার জন্যে ফিরে আসছে!

একহাতে ক্যারিওকা আর অন্য হাতে ডাফেল ব্যাগটা শক্ত করে ধরে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নীচে চলে গেলাম। সিঁড়ির নীচে চলে আসতেই গাড়িটাও আমার সামনে এসে গেলো, খুলে গেলো একটা দরজা। মুহূর্ত দেরি না করে লাফিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে, দরজা বন্ধ করার আগেই গাড়িটা সামনের দিকে ছোটাতে শুরু করলো লিলি। কামেল বসে আছে পেছনের সিটে, জানালা দিয়ে অস্ত্র বের করে গুলি ছুড়লো সে। গুলির শব্দে কান ফাটার জোগার হলো আমার। দরজা বন্ধ করার সময় দেখতে পেলাম শরিফ আর তার সঙ্গিরা বন্দরের কাছে একটি পার্ক করা গাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে প্রাণপণে। আমরা সামনের দিকে ছুটে যাবার সময় কামেল তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে আবারো গুলি ছুড়লো।

আমি গাড়িতে ওঠার পর লিলি প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে শুরু করলো। আমি আর কামেল দম বন্ধ করে দেখতে লাগলাম তার কাজকারবার। প্রথমে আশি, তারপর নব্বই। মেইন রোডে এসে একশ' মাইল গতি তুলে ফেললো সে। দখতে পেলাম আমাদের সামনে ওপেকের রোডব্লকটা।

"ড্যাশবোর্ডের লাল সুইচটা অন করে দাও!" চিৎকার করে বললো কামেল। আমি সামনের দিকে ঝুঁকে সেটা অন করতেই ছোট্ট একটা লালবাতি জ্বলে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কানফাটা শব্দে বেজে উঠলো সাইরেন।

"ভালো জিনিস!" রোডব্লকের ফটকটা উঠে যাচ্ছে দেখে পেছন ফিরে কামেলকে বললাম। লিলি বেশ সহজেই রোডব্লকটা অতিক্রম করে চলে যেতে পারলো।

"মিনিস্টার হবার বাড়তি সুবিধা," বললো কামেল। "তবে সিদি-ফ্রেদি'তেও আরেকটা রোডব্লক আছে।"

"গুল্লি মারি রোডব্লকের, ফুল স্পিডে চলে যাবো!" চিৎকার করে বলেই গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলো লিলি। প্রথম ব্লকের মতোই দ্বিতীয় ব্লকটা পার হয়ে গেলাম।

"ভালো কথা," রিয়ারভিউ মিররে কামেলের দিকে চেয়ে বললো লিলি, "আমাদের এখনও পরিচয় হয় নি। আমি লিলি ব্যাড। শুনেছি আপনি নাকি আমার দাদাকে চেনেন।"

"রাস্তার উপর চোখ রাখো," রাস্তা থেকে গাড়িটা একটু সরে গেলে আমি চিৎকার করে বললাম।

"মোরদেচাই আর আমার বাবা খুব ভালো বন্ধু ছিলো," বললো কামেল। "হয়তো তার সাথে আমার আবারো দেখা হবে। এরপর তার সাথে তোমার দেখা হলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে দিও তাকে।"

ঠিক তখনই পেছন ফিরে দেখলো। কিছু গাড়ি আমাদের খুব কাছে চলে আসছে ফলো করতে করতে। "ফেউ লেগেছে আবার," লিলিকে তাড়া দিয়ে

বললাম। "এবার তোমার ড্রাইভিং দক্ষতা প্রদর্শন করে আমাদেরকে একটু মুগ্ধ করো।" কামেল বিড়বিড় করে কী যেনো বলে অস্ত্রটা আবারো তুলে নিয়ে সাইরেন আর বাতি জ্বালিয়ে দিলো। দমকা বাতাস আর ধুলোর মধ্য দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করলো সে।

"হায় হায়, এটা তো পুলিশের গাড়ি," বললো লিলি। গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলো সে।

"যেতে থাকো!" তাড়া দিয়ে বললো কামেল। লিলি সর্বোচ্চ গতিতে তোলার চেষ্টা করলো এবার। মিটারে দেখতে পেলাম ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার গতিতে চলছে গাড়িটা। তার মানে ১২০ মাইল! পেছনের গাড়িগুলো এরকম পথে, দমকা বাতাসের মধ্যে এতো দ্রুতগতিতে আসতে পারবে না, আমি এ ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত।

"কাশাবাহ্'তে যাওয়ার একটি ব্যাকরুট আছে," বাইরে চোখ রেখেই বললো কামেল। "এখান থেকে দশ মিনিটের পথ। ওই পথে আলজিয়ার্সের ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে। ওইসব অলিগলি শরিফের চেয়ে অনেক ভালো করে চিনি আমি...মিনির ওখানে যাবার পথটাও চিনি," শান্তকণ্ঠে বললো। "কারণ ওটা আমার বাবার বাড়ি!"

"মিনি রেনসেলাস আপনার বাবার বাড়িতে থাকেন?" চিৎকার করে বললাম। "আমি তো জানতাম আপনি পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছেন?"

"আমার বাবা তার স্ত্রীদের জন্য কাশাবাহ্'তে একটি বাড়ি রেখেছিলেন।"

"তার স্ত্রীদের জন্যে?" বললাম আমি।

"মিনি রেনসেলাস আমার সৎমা," বললো কামেল। "আমার বাবা ছিলেন ব্ল্যাক কিং।"

∞

আলজিয়ার্সের গোলোকধাঁধাতুল্য উঁচু এলাকার একটি সাইড স্ট্রিটে আমাদের গাড়িটা পরিত্যাগ করলাম। আমার মনে হাজারটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকলেও চোখ নিবদ্ধ রইলো শরিফের গাড়ির দিকে। আমি নিশ্চিত তাদেরকে পুরোপুরি ধোঁকা দিতে পারি নি তবে তাদের গাড়িটা বেশ পেছনে পড়ে গেছে, সেজন্যে গাড়িটার হেডলাইট চোখে পড়ছে না। গাড়ি থেকে পায়ে হেটে গোলোকধাঁধাতুল্য অলিগলি ধরে এগোতে লাগলাম।

লিলি কামেলের পেছনে, তার জামার হাতা ধরে আছে সে। অন্ধকার তার উপর গলিটা এতো সংকীর্ণ যে হাটতেও বেগ পেতে হলো।

"আমি বুঝতে পারছি না," লিলি গজগজ করতে করতে বললো, বার বার শুধু পেছনে তাকাচ্ছি আমি। "মিনি যদি ডাচ কনসাল রেনসেলাসের স্ত্রী হয়ে

থাকে তাহলে আপনার বাবার স্ত্রী হয় কি করে? আমার তো মনে হয় না এই অঞ্চলে মেয়েদের একাধিক স্বামী রাখার রীতি প্রচলিত আছে।"

"মি: রেনসেলাস বিপ্লবের সময় মারা যান," বললো কামেল। "ঐ মহিলার আলজিয়ার্সে থাকার দরকার ছিলো–আমার বাবা তার জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। যদিও তারা ভালো বন্ধু ছিলো তারপরও আমার মনে হয় বিয়েটা নিছক প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে। ম্যারেজ অব কনভিনিয়েন্স। অবশ্য আমার বাবাও এক বছরের মধ্যে মারা যান।"

"তিনি যদি ব্ল্যাক কিং হয়ে থাকেন," লিলি ঝাঁঝের সাথে বললো, "এবং মারা গিয়ে থাকেন তাহলে খেলাটা শেষ হলো না কেন? *শাহ-মাত*, মানে কিং মারা গেলে তো খেলা শেষ হয়ে যাবারই কথা, নাকি?"

"জীবন যেমন থেমে থাকে না তেমনি খেলাটাও থেমে থাকে নি," বললো কামেল। "কিং মারা গেছেন–কিং দীর্ঘজীবি হোক।"

কাশাবাহ্'র অভ্যন্তরে যেতে যেতে আকাশের দিকে তাকালাম। যদিও বাতাসের আওয়াজ কানে আসছে কিন্তু সংকীর্ণ গলিতে সেই বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে না। আমার দেখাদেখি কামেলও আকাশের দিকে তাকালো।

"সিরোক্কো," বললেনা সে। "আমাদেরকে দ্রুত হাটতে হবে, ওটা ধেয়ে আসছে। শুধু আশা করবো এর ফলে যেনো আমাদের পরিকল্পনাটি ভেস্তে না যায়।"

সিরোক্কো হলো বালিঝড়, এ বিশ্বের খুবই পরিচিত ঝড় এটি। এটা আঘাত হানার আগেই আমি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চাই। একটা কানাগলিতে এসে পকেট থেকে চাবি বের করলো কামেল।

"আফিমের আস্তানা!" ফিসফিস করে বললো লিলি, এর আগে আমরা যে এখানে এসেছিলাম সেটার ইঙ্গিত করলো সে। "নাকি হাশিশের?"

"এটি ভিন্ন একটি রুট," বললো কামেল। "এটি এমন একটি দরজা যার একমাত্র চাবিটি আমার কাছে রয়েছে।" অন্ধকারে তালা খুলে ফেললে ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমরা। কামেল দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো।

দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোর, মৃদু আলো জ্বলছে শেষপ্রান্তে। টের পেলাম পায়ের নীচে পুরু কার্পেট বিছানো।

করিডোর পেরিয়ে অবশেষে বিশাল একটি ঘরে প্রবেশ করলাম আমরা। মেঝেটা পারস্যের কার্পেটে মোড়ানো, ঘরের এককোণে বড়সড় একটি মার্বেল টেবিলের উপর অনেকগুলো মোমের মোমদানি রাখা, সেটাই একমাত্র আলো হলেও পুরো ঘরটা দেখার জন্য যথেষ্ট : বেশ কয়েকটি নীচু টেবিল, হলুদ সিল্কের অটোমান, সোফা, বিরাট বিরাট ভাস্কর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঘরের বিভিন্ন অংশে। এক কথায় অপূর্ব। লিলিকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতেই দূরে দু'জন মানুষকে দেখতে পেলাম।

মিনি রেনসেলাস দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশে গ্লাস হাতে আমার দিকে গাঢ় সবুজ চোখে চেয়ে আছে আলেক্সান্ডার সোলারিন।

আমার দিকে তাকিয়ে হৃদয়কাড়া হাসি দিলো সে। সমুদ্র সৈকত থেকে উধাও হয়ে যাবার পর তার কথা খুব একটা মনে পড়ে নি আমার। তবে সঙ্গোপনে আশা করেছিলাম তার সাথে আবারো দেখা হবে। সামনে এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরলো সে, তারপর তাকালো লিলির দিকে।

"আমাদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও পরিচয় হয় নি," তাকে বললো। লিলির ভাব দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি কষে একটা চড় বসিয়ে দেবে সোলারিনের গালে। "আমি আলেক্সান্ডার সোলারিন, আর তুমি হলে জীবিত দাবাড়ুদের মধ্যে সবচাইতে সেরা দাবাড়ু মোরদেচাইর নাতনি। আশা করি তোমাকে খুব জলদি তার কাছে নিয়ে যেতে পারবো।" নিজের রাগ দমন করে লিলি কোনোমতে হাত মেলাতে পারলো তার সাথে।

"যথেষ্ট হয়েছে," কামেল ঘরে এসে ঢুকলে মিনি বললো। "আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। ধরে নিচ্ছি তোমার কাছে ঘুঁটিগুলো আছে?" লক্ষ্য করলাম কাছের একটি টেবিলের উপর ধাতব বাক্সটা রাখা আছে, যেটার ভেতরে ঐ কাপড়টা ছিলো।

আমি আমার ডাফেল ব্যাগে আলতো করে চাপড় মেরে টেবিলে বসে পড়লাম। ব্যাগটা খুলে বের করে আনলাম ঘুঁটিগুলো। মোমবাতির আলোয় ঘুঁটিগুলোর গায়ে প্রোথিত রত্ন-পাথরগুলো জ্বলজ্বল করছে। আমরা সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখে গেলাম–অসাধারণ উট, উদ্যত ঘোড়া, চোখ ধাঁধানো রাজা আর রাণী। সোলারিন ঝুঁকে পড়লো ওগুলো স্পর্শ করার জন্য, তারপর তাকালো মিনির দিকে। সবার আগে সে-ই কথা বললো।

"অবশেষে," বললো সে। "তারা বাকিগুলোর সাথে পুণরায় একত্রিত হবে। এজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি তোমার কাজের মধ্য দিয়ে শত শত বছর ধরে অসংখ্য লোকের মৃত্যুকে সফলতায় পর্যবসিত করেছো..."

"বাকিগুলো মানে কি?" তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম।

"ওগুলো আমেরিকায় আছে," মুচকি হেসে বললো মিনি। "আজরাতে সোলারিন তোমাদেরকে মার্সেই নিয়ে যাবে, ওখান থেকে তুমি তোমার দেশে ফিরে যেতে পারবে। সেরকম বন্দোবস্তই করা হয়েছে।" কামেল তার জ্যাকেটের পকেট থেকে লিলির পাসপোর্টটা বের করে তার কাছে ফিরিয়ে দিলো। লিলি আর আমি বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম মিনির দিকে।

"আমেরিকায়?" বললাম তাকে। "কিন্তু বাকি ঘুঁটিগুলো কোথায়?"

"মোরদেচাইর কাছে," হেসে বললো মহিলা। "তার কাছে আরো নয়টি আছে। কাপড়টাসহ," যোগ করলো সে। বাক্সটা তুলে আমার হাতে দিয়ে দিলো,

"তুমি অর্ধেকেরও বেশি ফর্মুলা পেয়ে যাবে। দুশ' বছরের মধ্যে এই প্রথম এতোগুলো ঘুঁটি একত্রিত হতে যাচ্ছে।"

"ওগুলো একত্রিত করা হলে কি হবে?" আমি জানতে চাইলাম।

"এটাই তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে," আমার দিকে গম্ভীরভাবে চেয়ে বললো মিনি। তারপরই ঘুঁটিগুলোর দিকে তাকালো মহিলা। "এবার তোমার পালা..." আস্তে করে সোলারিনের দিকে ফিরে তার মুখে হাত রাখলো সে।

"আমার *সাস্‌চা*," অশ্রুসজল চোখে বললো মিনি। "নিজের প্রতি যত্ন নিও, বাবা। এগুলোকে রক্ষা কোরো..." আলতো করে সোলারিনের কপালে চুমু খেলো সে। আমাকে অবাক করে দিয়ে সোলারিনও জড়িয়ে ধরলো মিনিকে। আমরা সবাই বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখলাম দাবা মাস্টার সোলারিন আর মোখফি মোখতার একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে রাখলো বেশ কিছুটা সময়। সোলারিনকে ছেড়ে মিনি এবার কামেলের হাতটা ধরলো।

"তাদেরকে নিরাপদে বন্দর পর্যন্ত পৌছে দাও," চাপাকণ্ঠে বললো মিনি। লিলি কিংবা আমার সাথে আর কোনো কথা না বলেই ঘর থেকে চলে গেলো সে।

"তোমাদের এক্ষুণি রওনা দেয়া উচিত," সোলারিনকে বললো কামেল। "আমি উনাকে দেখবো। এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।" ঘুঁটিগুলো আর বাক্সটা টেবিল থেকে তুলে আমার ব্যাগে ভরে দিলো সে। লিলি ক্যারিওকাকে কোলে নিয়ে চুপচাপ দেখে যাচ্ছে, তার মুখে কোনো রা নেই।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না," দুর্বল কণ্ঠে বললো সে। "আমরা চলে যাচ্ছি? কিন্তু মার্সেই'তে আমরা কিভাবে যাবো?"

"একটা বোটের ব্যবস্থা করে রেখেছি," বললো কামেল। "জলদি আসো, আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

"কিন্তু মিনির কি হবে?" বললো সে। "তার সাথে কি আমাদের আর দেখা হবে না?"

"আপাতত হচ্ছে না," চট করে বললো সোলারিন। "ঝড় আঘাত হানার আগে আমাদেরকে সমুদ্রে চলে যেতে হবে। বন্দর পার হলেই আর কোনো চিন্তা নেই।"

আমি এখনও একটা ঘোরের মধ্যে আছি। লিলি এবং সোলারিনের সাথে কাশাবাহ্'র অলিগলি দিয়ে বন্দরের দিকে ছুটে যাচ্ছি এখন।

নোনতা মাছের গন্ধ নাকে আসলে বুঝতে পারলাম বন্দর থেকে খুব একটা দূরে নেই। মসকি দে লা পেশিয়ে নামক মসজিদের কাছে চলে এলাম আমরা.

এখানেই ওয়াহাদ নামের ছেলেটির সাথে দেখা করেছিলাম। চারপাশে বাতাসের সাথে সাথে বালি উড়ছে এখন।

আমার হাতটা ধরে সোলারিন দৌড়াতে শুরু করলে লিলি তার প্রিয় কুকুর ক্যারিওকাকে কোলে নিয়ে আমাদের পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলো।

বন্দরের কাছে ফিশারম্যান স্টেপ্‌সে চলে এলে আমার দম ফুরিয়ে গেলেও সোলারিনকে বললাম, "মিনি আপনাকে বাবা বলে ডাকলো–উনি নিশ্চয় আপনার সৎমা নন, নাকি?"

"না," দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আস্তে করে বললো সে। "প্রার্থনা করি মৃত্যুর আগে যেনো তার সাথে আরেকবার দেখা করতে পারি। উনি আমার নানি হোন..."

ঝড়ের আগে নিস্তব্ধতা

শান্ত তারাদের নীচে
একা একা হাটতাম,
আর অনুভব করতাম সঙ্গিতের ক্ষমতা...
থমকেও দাঁড়াতাম কখনও,
ঘনকালো রাতে প্রবল ঝড় ধেয়ে আসতো যখন
কোনো পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে
শুনে যেতাম প্রাচীন পৃথিবীর ভুতুরে ভাষার সুর,
অথবা ভেসে বেড়াতো তারা
দূর বহু দূর।
এভাবেই স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষমতা করেছিলাম আকণ্ঠ পান।
–দ্য প্রিলুড
উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থ

ভারমন্ত
মে, ১৭৯৬

গাছগাছালির মধ্য দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেটে যাচ্ছে মরিস তয়িরাঁ। আশেপাশে কোথাও হামিংবার্ড গান গেয়ে চলছে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির পানি। রোদ উঠে গেলে গাছের পাতায় জমে থাকা জলবিন্দুগুলো মুক্তোর দানার মতো চকচক করতে শুরু করলো।

দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সে আমেরিকায় আছে। যেমনটি ভেবেছিলো তারচেয়েও ভালো এই দেশটি। তার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে–তবে আকাঙ্খাকে এখনও মেটাতে পারে নি। আমেরিকায় নিযুক্ত ফরাসি অ্যাম্বাসেডর বুঝতে পেরেছে তয়িরাঁর রাজনৈতিক আকাঙ্খাটি, ভদ্রলোক তার বিরুদ্ধে আনা রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ সম্পর্কেও অবগত আছে। প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের সঙ্গে দেখা করার পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন কি লন্ডনের মতো ফিলাডেলফিয়ার সামাজিক দুনিয়াতেও তার প্রবেশাধিকার নেই। শুধুমাত্র আলেক্সান্ডার হ্যামিল্টন তার বন্ধু আর মিত্র হিসেবে রয়ে গেছে, যদিও তার জন্যে কোনো চাকরি জোগার করে দিতে পারে নি সে। টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেলে

তয়িরাঁ তার ভরমন্তের এস্টেটের কিছু অংশ নতুন আসা ফরাসি অভিবাসীদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কোনোমতো বেঁচেবর্তে থাকার চেষ্টা করেছে।

আগামীকাল যেটুকু জমি বিক্রি করে দেবে সেটার মাপজোক করছে এখন। হাতে থাকা একটি দণ্ড মাটিতে পুঁতে থামলো সে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের বিপর্যস্ত জীবনটা নিয়ে ভাবলো। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে তার মতো সুশিক্ষিত একজন লোক কিছুই করতে পারলো না। মেধা আর প্রতিভার কোনো স্বাক্ষর রাখতে পারলো না এ দুনিয়াতে। এই আমেরিকাতে সেসব দেখানোর চিন্তাও সে করতে পারে না। হাতেগোণা কয়েকজনকে বাদ দিলে বেশিরভাগ আমেরিকানই অসভ্য আর ক্রিমিনাল, ইউরোপের সভ্য দুনিয়া থেকে তারা যোজন যোজন মাইল দূরে বসবাস করছে। ফিলাডেলফিয়ার উচ্চশ্রেণীর লোকজনের মধ্যে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে সেটা ঐ বর্বর মারাত কিংবা দাঁতোয়াঁর সামনে কিছুই না। মারাত একজন চিকিৎক ছিলো, আর দাঁতোয়াঁ ছিলো আইনবিদ।

তবে তারা সবাই এখন মৃত। তারাই প্রথম বিপ্লবের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো, অথচ সেই বিপ্লবকে তারাই নস্যাৎ করে ফেলেছিলো নিজেদের উগ্রতা আর অদূরদর্শিতা দিয়ে। মারাত নিহত হয়েছে, কামিয়ে দেমোলাঁ আর দাঁতোয়াঁকে গিলোটিনে শিরোচ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। লেবাস নিজের মাথায় নিজেই গুলি চালিয়ে গ্রেফতার আর বিচারের অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। রোবসপাইয়ে আর তার ভাই অগুস্তের মুণ্ডু কাটার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ত্রাসের রাজত্ব। ফ্রান্সে থাকলে তাকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হতো। কিন্তু এখন সময় এসেছে ঘুঁটিগুলো নিয়ে আসার। পকেটে থাকা চিঠিটার উপর আলতো করে চাপড় মেরে আপন মনে হেসে ফেললো সে। ফ্রান্সই হলো তার জায়গা, জার্মেইন দ্য স্তায়েলের জাঁকজমক সেলুনে বসে আড্ডা দেয়া, রাজনীতি নিয়ে তুমুল আলোচনা করা, এটাই তো তার জীবন। এই ঈশ্বরবিহীন বন্য প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়ানো তার কাজ নয়।

হঠাৎ করে সে বুঝতে পারলো অনেক্ষণ ধরে মৌমাছির গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মাটিতে দণ্ডটা আরো শক্ত করে পুঁতে জোরে ডাক দিলো সে : "কর্তিয়াদি, তুমি কোথায়?"

কোনো জবাব এলো না। আবারো ডাক দিলো, আরো জোরে।

"হ্যা, মঁসিয়ে–এই তো আমি।"

ঝোঁপঝাড় থেকে বেড়িয়ে এলো কর্তিয়াদি। তার কাঁধে একটি বড়সড় চামড়ার ব্যাগ।

তয়িরাঁ তার কাঁধে একহাত রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাহাড়ের ঢালু থেকে নেমে এগোতে লাগলো।

"বিশ পার্সেল জমি," বললো তয়িরাঁ। "আসো কর্তিয়াদি–আগামীকাল যদি বিক্রি করে দিতে পারি তাহলে ফিলাডেলফিয়ায় যথেষ্ট টাকা নিয়ে ফিরে যেতে পারবো, আর সেখান থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার খরচ মেটানো যাবে অনায়াসে।"

"তাহলে মাদাম দ্য স্তায়েল আপনাকে ফ্রান্সে ফিরে যাবার আশ্বাস দিয়ে চিঠি দিয়েছেন?" কর্তিয়াদির গুরুগম্ভীর ভাবটা হারিয়ে গেলো, মুখে ফুটে উঠলো চওড়া হাসি।

তয়িরাঁ পকেট থেকে চিঠিটা বের করে নিলো। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এটা তার কাছে আছে। কর্তিয়াদি দেখতে পেলো চিঠির খামের উপর ফরাসি রিপাবলিকের প্রতীকের ছাপ দেয়া।

"যথারীতি জার্মেইন আবারো ঝামেলা পাকিয়েছে," চিঠিটার উপর টোকা মেরে বললো তয়িরাঁ। "ফ্রান্সে ফিরে এসেই নতুন এক প্রেমিক জোগার করে ফেলে সে–এবারের ভদ্রলোক একজন সুইস, নাম বেঞ্জামিন কন্সট্যান্ট। তার স্বামীর নাকের ডগার উপর দিয়েই চালিয়ে যায় কাজকারবার। রাজতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে বলে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। প্যারিস থেকে বিশ মাইল দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয় তাকে। কিন্তু সেখান থেকেও নিজের কাজকারবার অব্যাহত রেখেছে। খুবই শক্তিশালী আর চার্মিং এক মহিলা। তাকে আমি সব সময় আমার এক নাম্বার বন্ধু মনে করি..." কর্তিয়াদিকে চিঠিটা খুলে পড়ার জন্য ইশারা করলো তয়িরাঁ। তারা দু'জন আস্তে আস্তে ঘোড়াগাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলে কর্তিয়াদি পড়তে শুরু করলো।

> আপনার দিন এসে গেছে, *মঁ শের ওমি*। জলদি ফিরে আসুন, প্রতীক্ষার সুস্বাদু ফলের আস্বাদ গ্রহণ করুন। এখনও আমার কিছু ক্ষমতাশালী বন্ধু রয়েছে যারা অতীতে আপনার দেশসেবার কথা ভুলে যায় নি। আপনার প্রাণপ্রিয়, জার্মেইন।

চিঠিটা পড়ার পর কর্তিয়াদির চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক আরো বেড়ে গেলো। এক ঘোড়াগাড়িটার কাছে পৌছে গেলো তারা। ঘোড়ার ঘাড়ে চাপড় মেরে কর্তিয়াদির দিকে তাকালো তয়িরাঁ।

"তুমি ঘুঁটিগুলো নিয়ে এসেছো?" আস্তে করে বললো সে।

"এই তো এই ব্যাগেই আছে," কাঁধের ব্যাগটায় টোকা মেরে বললো গৃহপরিচারিকা। "সেই সাথে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাইট টুর'টাও, সেক্রেটারি হ্যামিল্টন যেটা আপনাকে কপি করে দিয়েছিলেন।"

"এটা আমরা রেখে দিতে পারি কারণ আমাদের ছাড়া এটা আর কারো কাছে কোনো মূল্য বহন করবে না। তবে ঘুঁটিগুলো ফ্রান্সে নিয়ে যাবার পক্ষে খুবই

বিপজ্জনক। সেজন্যেই আমি ওগুলো এখানে নিয়ে আসতে বলেছি। এই বন্য প্রকৃতির মাঝে এগুলো থাকবে সেটা কেউই কল্পনা করতে পারবে না। ভারমন্ত-একটা ফরাসি নাম, তাই না? গ্রিন মাউন্টেন-সবুজ পাহাড়।" গ্রিন মাউন্টেন-এর নীচে ঢালু অংশটাতে যে দণ্ড পুঁতে রাখা আছে সেটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "ওখানে, ঐ চূড়ার উপর, ঈশ্বরের অতি সন্নিকটে। ওখানে রাখলে আমার হয়ে ঈশ্বর সব সময় ওগুলোকে চোখে চোখে রাখতে পারবেন।"

কর্তিয়াদির দিকে যখন তাকালো তখন তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগলো। তার সার্বক্ষণিক সঙ্গির মধ্যে ফিরে এলো স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যতা।

"কিছু বলবে?" জানতে চাইলো তয়িরাঁ। "তুমি এই আইডিয়াটা পছন্দ করছো না?"

"এই ঘুঁটিগুলোর জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন, স্যার," ভদ্রভাবে বললো কর্তিয়াদি। "এগুলোর জন্য অনেক জীবনহানি ঘটে গেছে। এভাবে এগুলো রেখে যাওয়াটা মনে হচ্ছে..." কথাটা কিভাবে বলবে ভেবে পেলো না সে।

"সব কিছুই অনর্থক হয়ে যাবে," তিক্ত কণ্ঠে বললো তয়িরাঁ।

"আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো সাহস করে কিছু কথা বলি, মঁসিয়ে...মাদেমোয়ে মিরিয়ে যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আপনি এই ঘুঁটিগুলো নিজের কাছে আগলে রাখার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে দিতেন কারণ মেয়েটা আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার কাছে এগুলো দিয়েছিলো-এই বনেজঙ্গলে পুঁতে রাখার জন্য নয়।" তয়িরাঁর দিকে চিন্তিত মুখে তাকালো সে।

"প্রায় চার বছর হয়ে গেলো অথচ তার কোনো খোঁজই পেলাম না," আবেগাপ্লুত হয়ে বললো তয়িরাঁ। "তারপরও আমি আশা ছাড়ি নি-এখন পর্যন্ত ছাড়ি নি। তবে জার্মেইন ফ্রান্সে ফিরে এসেছে, তার পরিচিত মহলের সাহায্য নিয়ে মিরিয়ের খোঁজ করা সম্ভব হবে। জানা যাবে তার ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছে। তার এই দীর্ঘ নীরবতা আমাকে খারাপ কিছু ভাবাতে বাধ্য করে। হয়তো এই ঘুঁটিগুলো মাটিতে পুঁতে রাখার মাধ্যমেই আমার আশার বীজ রোপন করা হবে আবার।"

তিন ঘণ্টা পর গ্রিন মাউন্টেন-এর পাদদেশে দু'জন লোক মাটির উপর শেষ পাথরটি রেখে উঠে দাঁড়ালো।

"হয়তো এখন," মাটিচাপা দেয়া জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বললো তয়িরাঁ, "আমরা আশ্বস্ত হবো এগুলো আরো হাজার বছর ধরে মাটি চাপা পড়েই থাকবে।"

কর্তিয়াদি গাছের ডালপালা আর আগাছা ছড়িয়ে দিলো ওখানে। তারপর গুরুগম্ভীরভাবে জবাব দিলো, "যাইহোক না কেন, অন্তত এগুলো টিকে থাকলো।"

সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া
নভেম্বর ১৭৯৬

ছয় মাস পর সেন্ট পিটার্সবার্গের ইম্পেরিয়াল প্রাসাদের একটি কক্ষে ভ্যালেরিয়ান জুবোভ আর তার ভাই প্লাতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে চাপাস্বরে। তাদের পরনে শোকের কালো পোশাক, একটু আগেভাগেই পরে ফেলেছে তারা। রয়্যাল চেম্বারের দরজার সামনে অনেকেই ভীড় করে আছে।

"আমরা টিকে থাকতে পারবো না," ভ্যালেরিয়ান ফিসফিসিয়ে বললো তার ভাইকে। "আমাদেরকে এখনই যা করার করতে হবে–তা না হলে সব শেষ হয়ে যাবে!"

"জারিনা মারা না যাওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে চলে যেতে পারবো না," রেগেমেগে বললো প্লাতো। "তিনি হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে সেরে উঠতে পারেন!"

"তিনি কখনও সেরে উঠতে পারবেন না!" বললো ভ্যালেরিয়ান। "এটা হলো ব্রেন হেমারেজ। ডাক্তার বলেছে, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হলে কেউ বাঁচে না। তিনি মারা গেলে পল হবে নতুন জার।"

"আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো সে," বললো প্লাতো। "আজ সকালে আমাকে একটি এস্টেট আর টাইটেল দেবার প্রস্তাব করে। টোরিডা প্যালাসের মতো জমকালো কোনো প্রাসাদ নয়, গ্রামীণ এলাকার একটি প্রাসাদ।"

"তুমি কি তাকে বিশ্বাস করো?"

"না," স্বীকার করলো প্লাতো। "কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি যদি পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তও নেই সীমান্ত পর্যন্ত যেতে পারবো না..."

∞

সমগ্র রাশিয়ার জারিনা ক্যাথারিন দি গ্রেটের বিছানার পাশে বসে আছেন অ্যাবিস। ক্যাথারিনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। তার একটা হাত ধরে আছেন তিনি। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত সম্রাজ্ঞি।

প্রিয় বান্ধবীকে এভাবে নিষ্প্রাণ পড়ে থাকতে দেখাটা কতোই না যন্ত্রণাদায়ক। এটা হলো ঈশ্বরের নির্ধারিত একটি পরিণতি–ধনী-গরীব, সাধু-শয়তান সবার জন্য এটা বরাদ্দ থাকে। কাউকেই এ থেকে বঞ্চিত করা হয় না। মনেপ্রাণে অ্যাবিস চাইছেন ক্যাথারিন যেনো কিছুক্ষণের জন্যে হলেও জেগে ওঠে। জেগে ওঠো ক্যাথারিন। তোমার সাহায্য দরকার আমার। মৃত্যুর আগে আমাকে বলো, যে ঘুঁটিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি সেটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছো। সেই ব্ল্যাক কুইনটা কোথায় রেখেছো!

∞

ক্যাথরিন দি গ্রেট আর জেগে উঠলেন না।

দরজার ওপাশে পুরো রাজসভা যতোটা না ক্যাথারিনের জন্যে তারচেয়ে অনেক বেশি নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে শোকে মুহ্যমান। উন্মাদ পল যদি ক্ষমতা দখল করে নেয় তাহলে তাদের ভাগ্যে কী নেমে আসবে সেই চিন্তায় অস্থির সবাই।

তারা বলাবলি করছে, ক্যাথারিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই পল সেখানে ঢুকে জারিনার ডেস্ক থেকে সমস্ত কাগজপত্র আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। আশংকার ব্যাপার হলো, এরমধ্যে সেই কাগজটাও থাকবে যেখানে জারিনা তার উত্তরাধিকার হিসেবে পলের ছেলে আলেক্সান্ডারকে বেছে নেয়ার কথা লিখে গেছেন।

প্রাসাদটাকে ব্যারাকে পরিণত করা হয়েছে। প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীর মতো ইউনিফর্ম পরা পলের নিজস্ব সেনাবাহিনী পুরো প্রাসাদের দখল নিয়ে নিয়েছে। আদেশ-নির্দেশ সবই তারা দিচ্ছে। তাদের উচ্চস্বরের হুকুম প্রাসাদের সবর্ত্র শোনা যাচ্ছে। যেসব ফ্রম্যাসন আর উদারপন্থীদের জেলে পুরে রেখেছিলেন ক্যাথারিন তাদের সবাইকে এরইমধ্যে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ক্যাথারিন তার সমগ্র জীবনে যা যা করেছিলেন তার সবই উল্টে দিতে শুরু করেছে পল। অ্যাবিস জানেন, খুব জলদিই ক্যাথারিনের বন্ধুদের দিকে কুনজর পড়বে উন্মাদ পলের।

দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। দেখতে পেলেন পল ঢুকছে। তার চোখ দুটো দিয়ে যেনো আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে এখন। দু'হাত ঘষছে সে। হয়তো সন্তুষ্টির উত্তেজনায় নয়তো ঘরের হিমশীতল ঠাণ্ডার কারণে, অ্যাবিস নিশ্চিত হতে পারলেন না।

"পাভেল পেত্রোভিচ," আমি তোমার প্রতীক্ষায়ই ছিলাম," হেসে বললেন অ্যাবিস।

"আপনি আমাকে ইউর ম্যাজেস্টি বলে সম্বোধন করবেন–আর আমি যখন ঘরে ঢুকবো তখন বসে না থেকে উঠে দাঁড়াবেন!" প্রায় চিৎকার করে বললো সে। অ্যাবিস উঠে দাঁড়ালে নিজেকে শান্ত করলো পল। "আগের বার যখন এই ঘরে ঢুকেছিলাম তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থার মধ্যে বিস্তর ফারাক, তাই না মাদাম দ্য রকুয়ে?"

"তাতো ঠিকই," শান্তকণ্ঠে বললেন অ্যাবিস। "তোমার যদি স্মৃতিভ্রষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে ভালো করেই জানো কেন তোমার মা তোমাকে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকার করেন নি।"

"তার সিংহাসন?!" চিৎকার করে বললো পল। রাগেক্ষোভে মুষ্টিবদ্ধ করে

ফেললো হাত দুটো। "এটা আমার সিংহাসন–আমার বয়স যখন আট তখন তিনি এটা আমার কাছ থেকে চুরি করেছিলেন! তিনি একজন অত্যাচারি স্বৈরাচার!" রাগে তার মুখ লাল হয়ে গেলো। "আমি জানি আপনারা কি নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিলেন! আপনার কাছে কি আছে সেটাও আমি জেনে গেছি! আমাকে বলুন, কোথায় ওগুলো লুকিয়ে রেখেছেন!" এ কথা বলেই সে পকেট থেকে ব্ল্যাক কুইন ঘুঁটিটা বের করে আনলো। আৎকে উঠলেন অ্যাবিস, তারপর দ্রুত নিজের অভিব্যক্তি লুকিয়ে ফেললেন।

"এটা আমার," শান্তকণ্ঠে বলেই হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

"না, না!" আনন্দে চিৎকার করে বললো পল। "আমি সবগুলো চাই–আমি জানি এগুলো কি, বুঝলেন। ওগুলো আমার! সবগুলো!"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি ওগুলো তোমার নয়," বললেন অ্যাবিস, হাত বাড়িয়েই রইলেন তিনি।

"একটু জেলের ভাত খেলে হয়তো আপনার হুশজ্ঞান হবে," কথাটা বলেই পকেটে ঘুঁটিটা ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো পল।

"তুমি যা বলছো তা নিশ্চয় সত্যি নয়," বললেন অ্যাবিস।

"শেষকৃত্যের আগপর্যন্ত সত্যি নয়," হেসে বললো পল, দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। "ঐ জমকালো অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন না বলে আপনার জন্যে আমার খুব আফসোস হচ্ছে। আমি আমার নিহত বাবা পিটার দ্য থার্ডের হাড়গোর আলেক্সান্ডার নেভস্কি মোনাস্টেরি থেকে উইন্টার প্যালাসে নিয়ে আসার জন্য অর্ডার জারি করেছি। যে মহিলা তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন তার পাশেই তাকে সমাহিত করা হবে। সেই কবর দুটোর উপর বড় বড় করে লেখা থাকবে : 'জীবনে বিচ্ছিন্ন কিন্তু মৃত্যুতে সঙ্গি।' তাদের দু'জনের কফিন শহরের রাস্তা দিয়ে প্রদক্ষিণ করানো হবে, সেখানে উপস্থিত থাকবে আমার মায়ের সাবেক প্রেমিকরা। আমার বাবাকে যারা খুন করেছে তারাই তার কফিনটা বহন করবে নিজেদের কাঁধে!" উন্মাদের মতো হাসতে লাগলো পল।

"কিন্তু পটেমকিন তো মারা গেছে," অ্যাবিস বললেন আস্তে করে।

"হ্যা–এই কাজের জন্য একটু দেরিই হয়ে গেছে।" আবারো হেসে ফেললো সে। "তার হাড়গোর খারসনের সমাধি থেকে তুলে এনে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে!" দরজাটা খুলে ফেললো পল। "আর আমার মায়ের সর্বশেষ প্রেমিক প্লাতো জুবোভ, তাকে নতুন একটি এস্টেট দেয়া হবে। ওখানে গিয়ে তার সাথে আমি শ্যাম্পেইন পান করবো। ডিনার করবো স্বর্ণের প্লেটে করে। তবে ওরকম খাওয়ার সুযোগ সে এই জীবনে একবারই পাবে!"

"সে হয়তো আমার সহবন্দী হবে, তাই না?" এই উন্মাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আরেকটু জানার উদ্দেশ্যে বললেন অ্যাবিস।

"ওর মতো একটা বোকাকে নিয়ে এতো মাথা ঘামানোর কি দরকার? ওকে আমি ভ্রমণে নিয়ে যাবো, তারপর আমার মায়ের সাথে বছরের পর বছর ধরে বিছানায় থেকে যা কিছু অর্জন করেছিলো তার সবটাই একদিনে এক ফুৎকারে আমার কাছে অর্পন করে নিঃস্ব হয়ে দেশ ছাড়বে!"

ঘর থেকে পল বেরিয়ে যেতেই অ্যাবিস ছুটে গেলেন লেখার ডেস্কে। মিরিয়ে যে জীবিত আছে সেটা তিনি জানেন। শার্লোত্তে করদের মাধ্যমে তিনি যে লেটার অব ক্রেডিট পাঠিয়েছিলেন সেটা দিয়ে লন্ডনের ব্যাঙ্ক থেকে একবার নয় বেশ কয়েকবার টাকা ওঠানো হয়েছে। প্লাতো জুবোভকে যদি নির্বাসনে পাঠানো হয় তাহলে সে হয়তো ঐ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মিরিয়ের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবে। পল যদি তার পরিকল্পনা না পাল্টায় তাহলেই ভালো। পলের কাছে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের একটি ঘুঁটি থাকলেও সবগুলো তো নেই। তার নিজের কাছে এখনও কাপড়টা আছে–আর ভালো করেই জানেন বোর্ডটা কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে।

এমনভাবে চিঠি লিখতে শুরু করলেন যাতে ভুল কারো হাতে পড়লে তেমন কোনো সমস্যা না হয়। মনে মনে প্রার্থনা করলেন মিরিয়ে যেনো চিঠিটা পেতে খুব বেশি দেরি না করে। লেখা শেষ হলে তিনি সেটা গাউনের ভেতর লুকিয়ে রাখলেন শেষকৃত্যের সময় সুযোগ পেলে জুবোভের হাতে পাচার করে দেয়ার জন্য। এরপর মন্তগ্নেইন সার্ভিসের কাপড়টা সিজের আলখেল্লার সাথে সেলাই করে লাগিয়ে নিলেন। জেলখানায় যাওয়ার আগে এটা লুকানোর আর কোনো সুযোগ হয়তো তিনি পাবেন না।

প্যারিস
ডিসেম্বর ১৭৯৭

রুই দ্য বাকের হোটেল গাইফে'তে প্রবেশ করলো জার্মেইন দ্য স্তায়েলের ঘোড়াগাড়িটা। ছয়টি সাদা ঘোড়া এসে থামলো প্রবেশদ্বারের সামনে। কোচোয়ান নেমে এসে তার বিক্ষুব্ধ মিসট্রেসকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলো। এক বছরের মধ্যে সে তয়িরাঁকে নির্বাসন থেকে এই জাঁকজমক প্রাসাদে আনতে সক্ষম হয়েছে–আর তার সাথেই কিনা এমন আচরণ করা হলো!

প্রাঙ্গণটি প্রচুর টবের গাছ আর অর্কিড দিয়ে সাজানো হচ্ছে। কর্তিয়াদি নির্দেশনা দিচ্ছে কোথায় কোন গাছটা রাখা হবে। প্রাঙ্গণে প্রায় একশ'র মতো গাছ এই শীতকালেও জায়গাটাকে বসন্তকালের রূপকথার রাজ্যে পরিণত করেছে। মাদাম দ্য স্তায়েলকে দেখেই কর্তিয়াদি একটু ইতস্তত করে ছুটে এলো তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

"আমাকে তেল মারার চেষ্টা কোরো না, কর্তিয়াদি!" কাছে আসার আগেই জার্মেইন চিৎকার করে বললো। "আমি তোমার অকৃতজ্ঞ মণিবের ঘাড় মটকাতে এসেছি!" কর্তিয়াদি কিছু বলার আগেই গটগট করে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

দোতলায় এসে তয়িরাঁকে দেখতে পেলো জার্মেইন, স্টাডির দিকে যাচ্ছিলো সে। তাকে দেখতে পেয়েই সুন্দর করে হাসি দিলো।

"জার্মেইন–আরে তুমি যে! অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!" তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলো সে।

"আপনার কতো বড় সাহস আমাকে দাওয়াত না দিয়েই ঐ উঠতি কর্সিকানটার জন্যে পার্টি দিয়েছেন?" চিৎকার করে বললো জার্মেইন। "আপনি কি ভুলে গেছেন কে আপনাকে আমেরিকা থেকে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে? আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ কে তুলে নিতে সাহায্য করেছে? দেলাক্রোয়াকে বাদ দিয়ে বারাসকে দিয়ে কে আপনাকে *রিলেশন এক্সতেরিয়ে* মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করার সুপারিশ করেছিলো? এসবের প্রতিদান দেয়ার জন্যই কি আপনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান নি? ফরাসিরা কতো দ্রুত বন্ধুদের ভুলে যায় সেটাই কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন!"

"মাই ডিয়ার জার্মেইন," বললো তয়িরাঁ, আলতো করে জার্মেইনের হাতটা ধরলো সে। "মঁসিয়ে দেলাক্রোয়া নিজেই বারাসকে বলেছিলেন তারচেয়ে আমিই ঐ পদের জন্য বেশি যোগ্য।"

"অনেক বেশিই যোগ্য," চিৎকার করে বললো জার্মেইন। "সারা প্যারিস জানে তার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান আসছে সেটা আপনার! আপনি হয়তো তাদের দু'জনকেও আমন্ত্রণ করেছেন–আপনার পূর্বসূরী এবং মিসট্রেস, যার স্ত্রীর সাথে আপনি পরকীয়ায় মত্ত!"

"আমি আমার সব মিসট্রেসদেরই আমন্ত্রণ করেছি।" হেসে বললো তয়িরাঁ। "তার মধ্যে তুমিও আছো। কিন্তু পরকীয়ার কথা যখন এলো তখন বলছি, তোমার জায়গায় আমি হলে কাঁচের ঘরে বসে অন্য কারোর দিকে ঢিল ছুঁড়তাম না।"

"আমি কোনো আমন্ত্রণ পাই নি," রেগেমেগে বললো জার্মেইন।

"অবশ্যই পাও নি," গাঢ় নীলচোখে হাসি হাসি করে তাকালো তার দিকে। "আমার সেরা বন্ধুর জন্য আমি কেন খামোখা একটা আমন্ত্রণপত্র নষ্ট করতে যাবো? এরকম বিশাল পার্টি তোমাকে ছাড়া আমি কিভাবে করবো বলে ভেবেছো? পাঁচশ' অতিথির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি তো আশা করেছিলাম তুমি আরো কয়েক দিন আগেই আমার কাছে এসে সাহায্যের কথা বলবে!"

কয়েক মুহূর্তের জন্য কিছু বুঝতে পারলো না জার্মেইন। "কিন্তু সমস্ত আয়োজন তো এরইমধ্যে করা হয়ে গেছে," বললো সে।

"কয়েক শ' গাছ আর অর্কিড," নাক সিঁটকিয়ে বললো তয়িরাঁ। "আমি যা পরিকল্পনা করেছি তাতে তো এটা কিছুই না।" তার হাতটা ধরে সারি সারি ফ্রেঞ্চ জানালার কাছে নিয়ে গেলো সে। নীচের প্রাঙ্গণটির দিকে হাত তুলে দেখালো।

"এসব দেখে কি ভাবছো তুমি–রিবন আর ব্যানারসহ কয়েক ডজন সিল্কের তাবু। ফরাসি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত সৈনিকেরা প্রহরা দিচ্ছে চারপাশে..." তাকে নিয়ে স্টাডিতে ফিরে গেলো সে। সেখান থেকে ইটালিয়ান কার্পেটে মোড়ানো সিঁড়িটা দেখা গেলো। অসংখ্য শ্রমিক মেঝেতে লাল গালিচা বসানোর কাজ করে যাচ্ছে।

অতিথিদের প্রবেশপথের সামনে বাদ্যযন্ত্রীরা সামরিক সঙ্গিত 'মার্সেই' পরিবেশন করছে আর মার্চ করে যাচ্ছে আস্তে আস্তে!

"চমৎকার!" তালি দিয়ে বলে উঠলো জার্মেইন। "ফুলগুলো সব সাদা, লাল আর নীল রঙের হতে হবে–রেলিংগুলো রঙ্গিন কাগজে মুড়িয়ে দিতে হবে পেচিয়ে পেচিয়ে..."

"দেখলে তো?" তাকে জড়িয়ে ধরে হেসে বললো তয়িরাঁ। "তোমাকে ছাড়া আমি কিছু করতে পারি?"

∞

আরো একটি চমক রেখেছে তয়িরাঁ। ডাইনিং হলে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য আলাদা একটি বাঙ্কোয়েটের ব্যবস্থা করেছে সে। মহিলাদের চেয়ারের পেছনে একজন করে জেন্টেলম্যান দাঁড়িয়ে আছে। ওয়েটারদের কাছ থেকে আনা খাবার মহিলাদের জন্য পরিবেশন করে দিচ্ছে তারা। এই ব্যবস্থায় মহিলাদের মুগ্ধ যেমন করছে তেমনি পুরুষদেরও সুযোগ করে দিচ্ছে তাদের সাথে কথা বলার।

প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢোকার সময় নেপোলিওন তার ইটালিয়ান মিলিটারি ক্যাম্পটাকে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে দেখে যারপরনাই খুশি হলো। তয়িরাঁর কথামতো সে একেবারে সাদামাটা পোশাকে হাজির হয়েছে। এরফলে সরকারের ডিরেক্টরদের জাঁকজমকের মাঝে তাকে খুব বেশি করে চোখে পড়লো। তারা সবাই চিত্রকর ডেভিডের ডিজাইন করা জমকালো পোশাক পরে এসেছে।

ডেভিড নিজেও ঘরের এককোণে সোনালি চুলের এক সুন্দরী মহিলার সেবায় নিয়োজিত, যে মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নেপোলিওন উতলা হয়ে আছে।

"আমি কি তাকে এর আগে কোথাও দেখেছি?" সারি সারি টেবিলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তয়িরাঁকে নীচুকণ্ঠে বললো সে।

"সম্ভবত," শীতলভাবে জবাব দিলো তয়িরাঁ। "ত্রাসের রাজত্ব চলাকালীন সময়ে সে লন্ডনে ছিলো, তবে কিছুদিন আগে ফ্রান্সে চলে আসে। তার নাম ক্যাথারিন গ্র্যান্ড।"

অতিথিরা সবাই যখন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বলরুম আর মিউজিক রুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো তখন ঐ সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে এলো তয়িরাঁ। এরইমধ্যে নেপোলিওনকে ঘরের এককোণে নিয়ে গিয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো মাদাম দ্য স্তায়েল।

"আমাকে বলুন, জেনারেল বোনাপার্ত," জোর দিয়ে বললো জার্মেইন দ্য স্তায়েল, "কি ধরণের মেয়েমানুষ আপনার পছন্দ?"

"যে সবচাইতে বেশি সংখ্যক বাচ্চা জন্ম দিতে পারে," একটু ব্যঙ্গ করে জবাব দিলো সে। দেখতে পেলো ক্যাথারিন গ্র্যান্ড তয়িরাঁর বাহুলগ্না হয়ে তাদের দিকেই আসছে।

"হে সুন্দরী, আপনি এতোদিন কোথায় ছিলেন?" তয়িরাঁ তার সাথে ক্যাথারিনের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বললো সে। "আপনাকে দেখে ফরাসি বলে মনে হয় কিন্তু নামটা ইংলিশ। আপনি কি জন্মসূত্রে বৃটিশ?"

"*জো সুই দিদে*," মিষ্টি করে হেসে বললো ক্যাথারিন গ্র্যান্ড। দীর্ঘশ্বাস ফেললো জার্মেইন, নেপোলিওন দেখতে পেলো তয়িরাঁর ভুরু কপালে উঠে গেছে। ক্যাথারিনের কথাটা দ্ব্যর্থবোধক, এর আরেকটি অর্থ হলো, 'আমি একেবারে বোকার হদ্দ।'

"মাদাম গ্র্যান্ড নিজেকে যতোটা বোকা হিসেবে আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইছে আসলে সে ততোটা বোকা নয়," জার্মেইনের দিকে তাকিয়ে বললো তয়িরাঁ। "সত্যি বলতে কি, আমার দেখা ইউরোপের সবচাইতে চতুর মহিলা সে!"

"সুন্দরী মেয়েরা সব সময় স্মার্ট নাও হতে পারে," বললো নেপোলিওন, "তবে স্মার্ট মেয়েরা সব সময়ই সুন্দরী হয়ে থাকে।"

"এসব বলে আপনি আমাকে মাদাম দ্য স্তায়েলের সামনে বিব্রত করছেন," বললো ক্যাথারিন গ্র্যান্ড। "সবাই জানে উনি ইউরোপের সবচাইতে অসাধারণ একজন মহিলা। এমন কি তিনি বইও লিখেছেন!"

"উনি বই লেখেন," ক্যাথারিনের হাতটা বাহুতে নিয়ে বললো নেপোলিওন, "তবে আপনাকে নিয়ে বই লেখা হবে!"

ডেভিড এসে তাদের সবাইকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন, কিন্তু ক্যাথারিন গ্র্যান্ডকে দেখে থমকে গেলেন তিনি।

"হুমম, মিলটা খুবই অসাধারণ, তাই না?" চিত্রকরের অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে বললো তয়িরাঁ। "এজন্যেই আমি আপনাকে মাদাম গ্র্যান্ডের পাশে রেখেছি। এখন বলুন, আপনি যে স্যাবিন উইমেন নামের একটি পেইন্টিং আঁকছিলেন সেটার কি খবর? আমি ওটা কিনতে চাই, একটা পুরনো স্মৃতির কারণে।"

"জেলখানায় থাকার সময় আমি ওটার কাজ শেষ করেছিলাম," নার্ভাসভাবে হেসে বললেন ডেভিড। "*আকাদেমি*'তে ওটা খুব শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে। তুমি নিশ্চয় জানো, রোবসপাইয়ের মৃত্যুর পর আমি বেশ কয়েক মাস কোনো কাজই করি নি।"

"আমাকেও মার্সেইর জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো।" হেসে বললো নেপোলিওন। "ঠিক একই কারণে রোবসপাইয়ের ভাই অগুস্তে আমার বিশাল সমর্থক ছিলো...কিন্তু যে পেইন্টিংটা নিয়ে কথা বলছেন সেটা কি? মাদাম গ্র্যান্ড যদি ওটার জন্য পোজ দিয়ে থাকেন তাহলে আমি সেটা দেখার জন্য আগ্রহী।"

"উনি না," কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলেন ডেভিড, "তবে এমন একজন যে দেখতে ঠিক উনার মতোই। আমার তত্ত্বাবধানে থাকা একজন–ত্রাসের রাজত্বের সময় নিহত হয়েছে। তারা দু'জন ছিলো..."

"ভ্যালেন্টাইন এবং মিরিয়ে," কথার মাঝখানে বলে উঠলো মাদাম দ্য স্তায়েল। "দারুণ সুন্দরী ছিলো ওরা...আমাদের সাথে অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছিলো। একজন মারা গেছে–কিন্তু অন্যজনের কি হয়েছে, ঐ যে লালচুলের মেয়েটি?"

"আমার বিশ্বাস সেও মারা গেছে," বললো তয়িরাঁ। "মাদাম গ্র্যান্ড সেরকমই দাবি করে। তোমরা তো খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলে, তাই না মাই ডিয়ার?"

ক্যাথারিন গ্র্যান্ডের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও নিজেকে খুব দ্রুত সামলে নিয়ে হেসে ফেললো। ডেভিড তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তবে তিনি কিছু বলার আগেই নেপোলিওন কথা বলে উঠলো।

"মিরিয়ে? লালচুলের মেয়েটার নাম কি মিরিয়ে ছিলো?"

"ঠিক," বললো তয়িরাঁ। "তারা দু'জনেই ছিলো মন্তগ্লেইনের নান।

"মন্তগ্লেইন!" ফিসফিস করে বললো নেপোলিওন, চেয়ে রইলো তয়িরাঁর দিকে, তারপর ডেভিডের দিকে তাকালো সে। "তারাই কি আপনার তত্ত্বাবধানে ছিলো?"

"তাদের মৃত্যুর আগপর্যন্ত," কথাটা বলেই মাদাম গ্র্যান্ডের দিকে আড়চোখে তাকালো তয়িরাঁ। মহিলার চোখমুখ কেমন বিকৃত হয়ে আছে। এবার ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বললো সে, "মনে হচ্ছে আপনি একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছেন," চিত্রকরের হাতটা ধরলো তয়িরাঁ।

"আমাকে একটা ব্যাপার খুব ভাবাচ্ছে," বললো নেপোলিওন। "জেন্টেলমেন, আমি বলি কি, লেডিসদেরকে বলরুমে রেখে আমরা কিছুক্ষণের জন্য স্টাডিতে চলে যাই। আমি এই ব্যাপারটার গভীরে যেতে চাচ্ছি।"

"কেন, জেনারেল বোনাপার্ত?" বললো তয়িরাঁ। "আমরা যে দু'জন মেয়ে সম্পর্কে কথা বলছি আপনি কি তাদেরকে চেনেন?"

"অবশ্যই। অন্তত একজনকে তো ভালো করেই চিনি," জোর দিয়ে বললো সে। "আমি যা ভাবছি তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে ঐ মেয়েটা গর্ভবতী অবস্থায় কিছুদিন কর্সিকায় আমাদের বাড়িতেই ছিলো!"

∞

"মিরিয়ে জীবিত আছে–সে একটা সন্তান জন্ম দিয়েছে," নেপোলিওন আর ডেভিডের কাছ থেকে টুকরো টুকরো গল্প শোনার পর তয়িরাঁ বললো। আমার সন্তান, ভাবলো সে। স্টাডিতে পায়চারি করতে লাগলো, বাকি দু'জন ভদ্রলোক ফায়ারপ্লেসের কাছে দামাস্কের আর্মচেয়ারে বসে মাদিরা পান করছে। "কিন্তু এখন সে কোথায় থাকতে পারে? কর্সিকা আর মাগরেবে ছিলো–তারপর ফিরে আসে ফ্রান্সে, এখানে এসে মারাতকে হত্যা করে, আপনি তো তাই বললেন, না?" ডেভিডের দিকে তাকালো সে, মাথা নেড়ে সায় দিলেন চিত্রকর। এই প্রথম তিনি কথাটা কাউকে বললেন। এতোদিন এটা গোপনই ছিলো।

"কিন্তু রোবসপাইয়ে এখন মৃত। ফ্রান্সে আপনি ছাড়া আর কেউ এটা জানে না," ডেভিডকে বললো। "কোথায় থাকতে পারে সে? কেন সে ফিরে এলো না?"

"সম্ভবত ব্যাপারটা নিয়ে আমার মায়ের সাথে কথা বলা উচিত," বললো নেপোলিওন। "আমি তো আপনাদেরকে বলেছিই, তিনি অ্যাবিসকে চেনেন, আর ঐ অ্যাবিসই পুরো খেলাটা শুরু করেছেন। আমার ধারণা তার নাম মাদাম দ্য রকুয়ে।"

"কিন্তু–তিনি তো রাশিয়ায় আছেন!" চট করে ঘুরে বললো তয়িরাঁ। "গতশীতে ক্যাথারিন দি গ্রেট মারা গেছেন–প্রায় এক বছর আগের ঘটনা! এখন রাশিয়ার সিংহাসনে আছে পল, তাহলে ঐ অ্যাবিসের কি হয়েছে?"

"আর সেইসব ঘুঁটিগুলো–যেগুলোর অবস্থানের কথা একমাত্র ঐ মহিলাই জানতেন?" যোগ করলো নেপোলিওন।

"কিছু ঘুঁটি কোথায় গেছে আমি জানি," এই প্রথম ভীতিকর গল্পটা বলার পর ডেভিড মুখ খুললেন। তয়িরাঁর চোখে চোখ রাখতেই একটু অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি। মিরিয়ে তার শেষ রাতটা প্যারিসের কোথায় কাটিয়েছে সেটা কি ডেভিড আন্দাজ করতে পেরেছেন? নেপোলিওন কি অনুমাণ করতে পারছে, তাদের সাথে যখন মিরিয়ের দেখা হয় তখন সে কার ঘোড়ায় করে যাত্রা করেছিলো? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তারা আন্দাজ করতে পারছে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের স্বর্ণ আর রূপার ঘুঁটিগুলো ফ্রান্স ছাড়ার আগে কার কাছে রেখে গিয়েছিলো মিরিয়ে।

ডেভিডের দিকে তাকালো সে, তার মুখ নির্বিকার।

"রোবসপাইয়ে ঐ ঘুঁটিগুলো হস্তগত করতে গিয়ে মারা যাবার আগেই আমাকে বলেছিলেন, এসবের পেছনে একজন মহিলা আছে–শ্বেতরাণী, মারাত

এবং তার পৃষ্ঠপোষক। মিরিয়ের সাথে দেখা করতে আসা বেশ কিছু নানকে ঐ মহিলাই হত্যা করেছে—ঐ মহিলা তাদের কাছ থেকে কিছু ঘুঁটি হস্তগত করে। ঈশ্বরই জানেন, তার কাছে কতোগুলো ঘুঁটি আছে এখন। মিরিয়ে ঐ বিপজ্জনক মহিলা সম্পর্কে জানে কি না কে জানে। কিন্তু আপনারা তো জানেন, জেন্টেলমেন। ত্রাসের রাজত্বের সময় ঐ মহিলা লন্ডনে থাকলেও তাকে রোবসপাইয়ে 'ভারত থেকে আসা মহিলা' বলে অভিহিত করেছিলেন।"

ঝড়

রাতের পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আলবিওন অ্যাঞ্জেল
ধূমকেতু কিংবা লালগ্রহের মতো ত্রাস
মুহূর্তেই তার পৃষ্ঠদেশের চারপাশ ঘিরে পাক খেতে লাগলো ভয়ঙ্কর
ধূমকেতুর দল। এভাবেই কণ্ঠটা প্রকম্পিত করলো মন্দির।
–আমেরিকা : অ্যা প্রফেসি
উইলিয়াম ব্লেক

এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সোলারিন মিনি রেনসেলাসের নাতি হয় কথাটা শুনে আমি বেশ চমকে গিয়েছিলাম। তবে এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করার সময় পাই নি, কারণ আমাদেরকে ছুটতে হচ্ছে ফিশারম্যান স্টেপ্‌সের দিকে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম ঝড় ধেয়ে আসছে। দূরের পাহাড়ের উপর দিয়ে ভেসে আসছে বালির ঝড়। পূর্ণিমা হলেও ধীরে ধীরে আলো ফিকে হয়ে আসছে সেই বালির কারণে।

নোঙর করা একটি প্রাইভেট শিপের কাছে এসে থামলাম আমরা। শিপটা কেমন সেটা আন্দাজও করতে পারলাম না রাতের অন্ধকার আর বালির ঝড়ের কারণে। একে একে আমি, সোলারিন, লিলি আর তার প্রিয় কুকুর ক্যারিওকা উঠে পড়লাম সেই শিপের উপর। বাতাসে প্রচুর বালির কারণে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমাদের। সোলারিনকে দেখলাম নোঙর খুলে ফেলতে। ছোট্ট একটা কেবিনে ঢুকে পড়লাম আমি, টের পেলাম আমার পেছনে লিলি।

ইঞ্জিন স্টার্ট করা হয়েছে, শিপটাও আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো এবার। কেবিনের ভেতর একটা কেরোসিন ল্যাম্প খুঁজে পেলে সেটা জ্বালিয়ে দিলাম। বেশ মোটা কাঠের আসবাব আর দেয়াল, মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো। চামড়ার চেয়ার আছে বেশ কয়েকটি। দেয়ালের সাথে লাগোয়া দোতলার একটি বাঙ্ক-বিছানা। বিছানার পাশেই কাপবোর্ডের নীচে সিঙ্ক আর স্টোভ। আমি কাপবোর্ডটা খুলে হতাশ হলাম। কোনো খাবার নেই, আছে শুধু পানীয়। একটা কগন্যাগের বোতল খুলে দুই গ্লাসে ঢেলে নিলাম।

"আশা করি সোলারিন জানে সেইলবোট কিভাবে চালাতে হয়," মদে চুমুক দিয়ে বললো লিলি।

"হাস্যকর কথা বোলো না," কগন্যাগে চুমুক দিয়ে বললাম তাকে।

অনেকক্ষণ পর আমার পেটে কিছু পড়লো বলে ভালোই লাগছে। "সেইলবোটে কোনো ইঞ্জিন থাকে না। তুমি কি আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছো না?"

"এটা যদি কোনো মোটরবোট হয়ে থাকে," বললো লিলি, "তাহলে মাঝখানে এতোগুলো পাল স্তুপ করে রেখেছে কেন? সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য?"

তার কথাটা শুনে আমারও মনে পড়ে গেলো ওঠার সময় ওগুলো দেখেছিলাম। এরকম ঝড়ের রাতে একটা সেইলবোটে করে আমরা সমুদ্রে যেতে পারি না। সোলারিনের সাথে এ নিয়ে কথা বলা দরকার।

সংকীর্ণ সিঁড়িটা বেয়ে ককপিটে চলে এলাম। আমরা এখন বন্দর থেকে বেশ দূরে চলে এসেছি। দেখতে পেলাম বালিঝড় আলজিয়ার্সের উপর হামলে পড়ছে। বাতাসের বেগ এখন অনেক বেশি। মেঘ আর বালি থেকে চাঁদটা মুক্ত হওয়াতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাদের বোটটা।

যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক বড়। ডেকটা খুবই চমৎকার, কাঠের পাটাতন সুন্দর করে পালিশ করা। দু'দিকে পিতলের রেলিংগুলো আরো সুন্দর। ককপিটটার ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। একটা না দু দুটো পাল তোলা আছে আমাদের বোটে। সোলারিন একহাতে হুইলটা ধরে অন্য হাতে গুটিয়ে রাখা ক্যানভাস খুলছে।

"এটা কি সেইলবোট?" তাকে বললাম।

"এটাকে বলে 'কেচ'," বললো সে। "এতো অল্প সময়ে এরচেয়ে ভালো কিছু চুরি করতে পারি নি, তবে শিপটা খুব ভালো–ত্রিশ ফিট লম্বা।"

"দারুণ। চুরি করা একটি সেইলবোট," বললাম তাকে। "লিলি আর আমি কেউই সেইলিং করতে জানি না। আশা করি আপনি সেটা জানেন।"

"অবশ্যই জানি," নাক সিঁটকিয়ে বললো সে। "আমি কৃষ্ণসাগরে বেড়ে উঠেছি।"

"তাতে কি? আমিও তো ম্যানহাটনে বেড়ে উঠেছি–ওটা একটা দ্বীপ, চারপাশে বোট আর শিপে গিজগিজ করে। তার মানে তো এই না, ঝড়ের রাতে আমি খুব ভালো সেইলিং করতে পারি।"

"তুমি যদি তোমার মুখটা বন্ধ রেখে অভিযোগ অনুযোগ বাদ দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করো তাহলে এই ঝড়টাকে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো। সব কিছু সেটআপ করার পর তোমাকে বলবো কি করতে হবে। আমরা যদি দ্রুত রওনা হই তাহলে ঝড় আঘাত হানার আগেই মিনোরকা'তে পৌছে যেতে পারবো।"

সোলারিনের নির্দেশে কিছু কাজ করার পর আমি ফিরে এলাম ককপিটে।

"ভালো কাজ করেছো তুমি," বললো সে। "শিপটা খুব ভালো..." একটু থেমে আমার দিকে তাকালো। "তুমি নীচে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছো না কেন?

তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে বিশ্রাম নেবার দরকার আছে। খেলাটা কিন্তু এখনও শেষ হয় নি।"

কথাটা সত্যি। ওরানে যাবার সময় প্লেনে একটু ঘুমিয়ে নেয়া ছাড়া আমি আর ঘুমাই নি। তারচেয়েও বড় কথা গোসল করা হয় নি আমার। কিন্তু বিশ্রাম নেবার আগে আমার কিছু বিষয় জানা দরকার।

"আপনি বললেন আমরা মার্সেই'তে যাচ্ছি," বললাম তাকে। "শরিফ যখন জানতে পারবে আমরা আলজিয়ার্সে নেই তখন কি সবার আগে আমাদেরকে ওখানেই খোঁজ করবে না?"

"আমরা লা কামার্গের কাছে নোঙর করবো," আমাকে বসার জন্য ইশারা করলো সে। "সেখানকার এয়ারস্ট্রিপে কামেলের একটি প্রাইভেট প্লেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। খুব বেশি সময় ওটা অপেক্ষা করবে না। তবে বাতাসের বেগ বেশি বলে আমাদের ভাগ্যটা ভালো। দ্রুত চলে যেতে পারবো ওখানে।"

"আপনি কেন আমাকে বলছেন না, আসলে কি হচ্ছে এসব?" বললাম তাকে। "আপনি কেন বলেন নি মিনি আপনার নানি হন, কিংবা কামেলকে আপনি চেনেন? এই খেলাটায় আপনি কিভাবে জড়িয়ে পড়লেন? আমরা তো ভেবেছিলাম মোরদেচাই আপনাকে এসবে জড়িয়েছে।"

"সেটাই," বললো সে। তার চোখ অন্ধকার সমুদ্রে নিবদ্ধ। "নিউইয়র্কে আসার আগে নানির সাথে মাত্র একবারই দেখা হয়েছিলো আমার। তখন আমি বেশ ছোটো ছিলাম। ছয় বছরের বেশি হবে না। তবে সেই দেখার স্মৃতি আমার মনে নেই..." একটু থামলেও আমি তাকে কিছু বললাম না।

"আমি আমার নানাকে কখনও দেখি নি," আস্তে করে বললো সে। "আমার জন্মের আগেই তিনি মারা যান। পরে রেনসেলাসকে বিয়ে করেন নানি–তার মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করেন কামেলের বাবাকে। আলজিয়ার্সে আসার পরই আমার সাথে কামেলের প্রথম দেখা হয়। মোরদেচাই রাশিয়ায় গিয়ে আমাকে এই খেলায় জড়িত করেছেন। আমি জানি না মিনির সাথে তার কিভাবে পরিচয় হয়েছে। তবে এটা ঠিক, আলেখাইনের পর তিনিই সবচাইতে নির্দয় দাবাড়ু এবং অনেক বেশি চার্মিং। তার কাছ থেকে অল্প সময়েই আমি দাবা খেলার অনেক টেকনিক শিখেছি।"

"কিন্তু তিনি নিশ্চয় আপনার সাথে দাবা খেলার জন্য রাশিয়াতে যান নি," বললাম আমি।

"অবশ্যই না," হেসে বললো সোলারিন। "তিনি গিয়েছিলেন বোর্ডটা খুঁজে বের করার জন্য, ভেবেছিলেন আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো।"

"আপনি কি সাহায্য করেছিলেন?"

"না," কেমন জানি রহস্যভরা সবুজ চোখে তাকালো আমার দিকে। "আমি তোমাকে পেতে সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে। এটাই কি যথেষ্ট নয়?"

আমার আরো কিছু প্রশ্ন ছিলো কিন্তু তার অর্ন্তভেদী দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করলাম–আমি জানি না কেন। বাতাসের বেগ বেড়ে গেলো এবার। উড়িয়ে নিয়ে আসলো বালি। একটু ঘাবড়ে উঠে দাঁড়াতেই সোলারিন আমাকে বললো, "তুমি নীচে চলে যাও, দরকার হলে তোমাকে ডেকে নেবো।"

নীচের কেবিনে এসে দেখি লিলি যেনো কোথেকে শুকনো বিস্কুট আর পিনাট খুঁজে পেয়ে ক্যারিওকাকে খাওয়াচ্ছে। লিলিকে এখন আগের মতো বিধ্বস্ত লাগছে না।

"তোমারও কিছু খাওয়া উচিত," বললো সে।

পিনাটের সাথে কিছু মাখনও দেখতে পেলাম। কিছু পিনাট আর কগন্যাগ মদ নিয়ে উঠে বসলাম বিছানায়।

"আমার মনে হয় আমাদের একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার," বললাম তাকে। "এই ভ্রমণটা কিন্তু বেশ লম্বা হবে। হয়তো আগামীকাল পুরো দিন লেগে যাবে।"

"এখনই আগামীকাল এসে গেছে, ডার্লিং," উঠে ঘড়িটা দেখিয়ে বললো লিলি। ল্যাম্পটা নিভিয়ে ক্যারিওকাকে নিয়ে বিছানায় বসতেই খ্যাচ করে শব্দ হলো। ঘুমে তলিয়ে যাবার আগে এটাই ছিলো আমার শোনা শেষ কোনো শব্দ।

∞

প্রথম কখন প্রচণ্ড শব্দটা শুনতে পেলাম বলতে পারবো না। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, সমুদ্রের তলদেশে আছি। বালি খামচে এগোনোর চেষ্টা করছি সামনের দিকে। স্বপ্নে আমার ব্যাগের ভেতর থেকে মন্তগ্রেইন সার্ভিসের ঘুঁটিগুলো জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলাম সেগুলো ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে সামনে এগোনোর জন্য কিন্তু আমার পা দুটো যেনো কাঁদার মধ্যে আটকে যেতে লাগলো। আমাকে নিঃশ্বাস নিতে হবে। পানির উপর উঠে আসার চেষ্টা করতেই বিরাট একটি ঢেউ এসে আমাকে আবারও সমুদ্রতলে ডুবিয়ে দিলো।

চোখ খোলার পর প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না কোথায় আছি। মনে হলো পানির নীচেই আছি এখনও। তারপরই শিপটা এক দিকে কাত হয়ে পড়লে আমি বিছানা থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম। ভেজা মেঝে থেকে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালাম। কেবিনের ভেতর হাটু পানি, চারদিক থেকে আরো পানি ঢুকছে প্রবল বেগে। লিলি আর ক্যারিওকা এখনও নীচের বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে। তাদের বিছানা ছুই ছুই করছে পানি। সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে।

"ওঠো!" বিক্ষুব্ধ পানি আর ঝড়ের শব্দের মাঝেই চিৎকার করে বললাম। পাম্পগুলো কোথায়? পানি নিষ্কাশনের জন্য তো পাম্প থাকার কথা।

"হায় ঈশ্বর," ঘুম থেকে উঠেই আর্তনাদ করে উঠলো লিলি। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো সে। "আমার বমি বমি লাগছে।"

"এখন এসব বোলো না!" আমি তাকে টেনে ফিশনেট হ্যামোকের দিকে নিয়ে গেলাম। এক হাতে তাকে ধরে অন্য হাতে লাইফজ্যাকেট বের করার চেষ্টা করলাম। ঠিক এ সময় লিলি বমি করতে উদ্যত হলো। শিপটা প্রবলভাবে দুলছে। পানিতে ভেসে থাকা একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে নিয়ে তার মুখের সামনে ধরলাম। গলগল করে বমি করে দিলো লিলি। তারপর নিজেকে ধাতস্থ করেই আমার দিকে তাকালো।

"সোলারিন কোথায়?" জানতে চাইলো সে।

"জানি না," তাকে একটা লাইফজ্যাকেট দিয়ে আমি নিজেও একটা পরে নিলাম। "এটা পরে নাও–আমি উপরে যাচ্ছি।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বেগ পেতে হলো। প্রবল বেগে পানি ঢুকছে উপর থেকে। ডেকের উপর এসে চারপাশটা তাকিয়ে দেখতেই ভয়ে গলা শুকিয়ে এলো।

শিপটা মারাত্মকভাবে ডান দিকে কাত হয়ে আছে, একটা বিশাল ঘুর্ণিতে পড়ে আস্তে আস্তে পেছন দিকে চলে যাচ্ছে কুণ্ডলী পাকানো পথে। ডেকের উপর আছড়ে পড়ছে ঢেউ। ককপিটটা পানিতে ডুবে আছে যেনো। পাল দুটো ভিজে একাকার, বাতাসের চোটে জায়গায় জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। মাত্র ছয় ফুট দূরে সোলারিন পড়ে আছে হাত পা ছড়িয়ে। তার শরীরের অর্ধেকটা ককপিটে বাকি অর্ধেকটা ডেকের উপর। পানির স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত। আমি তার কাছে ছুটে গিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করলাম।

হুইলটা এক হাতে ধরে অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলাম সোলারিনের দিকে। তার অসাড় হয়ে পড়ে থাকা শরীরের একটা পা ধরে টান দিলাম...কিন্তু পানির স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। হঠাৎ করে আমার হাত থেকে তার পা'টা ছুটে গেলে তার অচেতন দেহ ভেসে রেলিংয়ের সাথে আঘাত খেলো। পানিতে ভেসে রেলিং টপকে পড়ে যেতে উদ্যত হলো সে!

আমি ডেকের উপর হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ডেকের ফ্লোরে থাকা কোনো কিছু আকড়ে ধরার চেষ্টা করলাম প্রাণপণ। কিছু ধাতব আঙটা আছে ডেকের ফ্লোরে, সেগুলো ধরে চলে এলাম তার কাছে। বিশাল একটি ঢেউ শিপটাতে আঘাত হানলে ডেকের উপর আমরা দু'জনেই ভেসে যেতে লাগলাম।

আমি সোলারিনের শার্টটা শক্ত করে ধরে রাখলাম একহাতে। ঈশ্বরই জানে কিভাবে তাকে টেনে টেনে ককপিটে নিয়ে যেতে পারলাম অবশেষে। কোনোমতে তাকে টেনে সিটের উপর বসিয়ে গালে চপেটাঘাত করলাম। তার মাথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। কোথাও আঘাত লেগে এটা হয়েছে। কানের পাশ দিয়ে বেশি রক্ত পড়ছে। চিৎকার করে তাকে জাগাতে চাইলাম কারণ শিপটা ক্রমশ ঘুর্ণিপাকে পড়ে নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে।

কোনো রকম চোখ টেনে তাকালো সে।

"আমরা ঘুর্ণিতে পড়ে গেছি!" চিৎকার করে বললাম তাকে। "এখন কি করবো?"

সিটের উপর সোজা হয়ে বসলো সোলারিন, আশেপাশে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলো সে।

"পাল দুটো কেটে ফেলতে হবে...হুইল ঘোরাও এক্ষুণি..." আমার হাতটা ধরে হুইলের উপর রেখে বললো। "স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরাও!" চিৎকার করে কথাটা বলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো সে।

"ডানে নাকি বামে?" ভয়ে চিৎকার করে বললাম আমি।

"ডানে!" চিৎকার করে বলেই আবারো ধপাস করে বসে পড়লো আমার পাশের সিটে। পানির ঝাপটা এসে পড়তেই দেখতে পেলাম তার মাথা থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। শক্ত করে হুইলটা ধরে রাখলাম আমি।

যতোটা দ্রুত সম্ভব হুইল ঘুরালাম, আমার কাছে মনে হলো শিপটা আস্তে আস্তে আরো নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের চারপাশে ঘুর্ণির দেয়াল, সকালের মৃদু আলোকে ঢেকে দিয়েছে সেটা।

"দড়িগুলো!" আমাকে ধরে চিৎকার করে বললো সোলারিন। তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বুঝতে পারলাম, সঙ্গে সঙ্গে হুইলের কাছে টেনে এনে আনলাম তাকে।

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। সোলারিন এখনও সামনের বিশাল ঢেউয়ের অভিমুখে হুইল ধরে রেখেছে একহাতে। অন্যহাতে একটা কুড়াল বের করে আমাকে দিলো। ককপিট থেকে হামাগুঁড়িয়ে দিয়ে শিপের সামনের পালটার দিকে যাবার চেষ্টা করলাম। আমাদের উপর বিশাল ঢেউটা আছড়ে পড়লে চোখে কিছু দেখতে পেলাম না কয়েক মুহূর্তের জন্য। হাজার হাজার টন পানির কান ফাটানো শব্দে খেই হারিয়ে ফেললাম। একটু পিছলে গেলেও আবারো হামাগুঁড়ি দিয়ে সামনের পালটার দিকে এগিয়ে চললাম।

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দড়িটায় কোপ বসালাম আমি। দড়ি কাটতেই হুরমুর করে ভেঙে পড়লো পালটা, কাঠ ভাঙার শব্দও শুনতে পেলাম। বিশাল কাপড়ের পালটা ছড়িয়ে পড়লো পানি আর শিপের উপর। আবারো বিশাল একটি ঢেউ শিপটার উপর আছড়ে পড়লে টের পেলাম বালি আর নুড়ি পাথর চোখেমুখে এসে লাগলো। নাকেমুখে ঢুকে গেলো কিছু বালি। মুখের ভেতরও কিছু নোনা জল ঢুকে পড়লো এ সময়। কাশতে কাশতে সেগুলো উগলে দিলাম। দম ফুরিয়ে হাপিয়ে উঠলাম আমি।

এ সময় দেখতে পেলাম শিপটার সম্মুখভাগ উপরের দিকে উঠে আবার নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। তবে ভাগ্য ভালো এখনও আমরা ভাসছি, ডুবে যাই

নি। ঢেউয়ের ঝাপটায় দুমড়ে মুচরে যাওয়া পালটি উড়ে গেলো সমুদ্রে। আমি এবার সামনের পালটির দিকে এগিয়ে গেলাম। শক্ত করে রেলিংটা ধরে তাকালাম সোলারিনের দিকে।

ককপিটে হুইলটা ধরে আছে সে। তার মাথা থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। সোনালি চুলগুলো সেই রক্তে ভিজে একাকার।

"ঐ পালটা গুটিয়ে ফেলো!" আমার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললো সে। "আরেকটা ঢেউ আসার আগে ওটা নামিয়ে ফেলো।"

দড়িটা আঙটা থেকে খুলে টেনে টেনে গুটিয়ে নিলাম কিন্তু কাজটা মোটেও সহজ নয়। বার বার পিছলে যেতে লাগলো আমার পা দুটো। অবশেষে পালটা গুটিয়ে ফেলতে সক্ষম হলাম।

আরেকটা ঢেউ আসার আগেই ককপিটে হুরমুর করে ঢুকে দেখতে পেলাম হুইলটা নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করছে সোলারিন। আমাদের শিপটা এখনও কাদা রঙের পানির উপর ছোট্ট কর্কের মতো ভাসছে। সাগর এখনও উত্তাল থাকলেও আগের মতো বড় বড় ঢেউ আর দেখা গেলো না। যেনো সমুদ্রের সমস্ত ক্ষোভ ঢেউয়ের আকার নিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে। শান্ত হয়ে গেছে সেই ক্ষোভ। অন্তত সেরকমই ভাবলাম।

আমি ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে পড়েছি–তবে বেঁচে আছি বলে যারপরনাই বিস্মিত। ককপিটে বসে ঠাণ্ডায় আর ভয়ে কাঁপতে লাগলাম রীতিমতো। সোলারিনের দিকে তাকালাম। তাকে দেখে মনে হলো দাবা খেলার সময় যেরকম মনোযোগী ছিলো এখন ঠিক সেরকমই মনোযোগী হয়ে উঠেছে। তার একটা কথা আমার কানে বাজতে লাগলো : "আমি এই খেলায় একজন মাস্টার।" আরো মনে পড়লো তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কে জিতছে?" তার জবাবটা ছিলো, "আমি। আমিই সব সময় জিতি।"

সোলারিন আর আমি কোনো কথা বললাম না। এই সময়টাকে মনে হলো অনেক দীর্ঘ। আমার মাথা একেবারে ফাঁকা হয়ে আছে। বাতাসের বেগ কমে এলেও ঢেউগুলো প্রশমিত হয়ে যায় নি, এখনও এমন ঢেউ হচ্ছে যে মনে হচ্ছে আমরা বুঝি কোনো রোলার কোস্টারে বসে আছি। এরকম ঝড় আমি সিদি-ফ্রেদি বন্দরেও দেখেছি। যতোই প্রবল হোক না কেন, হঠাৎ করেই সেটা মিইয়ে যায়। প্রার্থনা করলাম এবারও যেনো সেরকমই হয়।

মাথার উপরে আকাশটা পরিস্কার হতে শুরু করলে অবশেষে কথা বললাম।

"এখন তো একটু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে," সোলারিনকে বললাম আমি, "নীচে গিয়ে দেখে আসি লিলি এখনও বেঁচে আছে কিনা।"

"এক্ষুণি চলে যাও।" আমার দিকে পাশ ফিরে বললো সে, তার মাথার একপাশে শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে। "তবে প্রথমে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমার জীবন বাঁচানোর জন্য।"

"আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো," হেসে বললাম তাকে, যদিও ঠাণ্ডার চোটে কাঁপছি। "তুমি না থাকলে আমি জানতামই না কিভাবে কি করতে হবে..."

কিন্তু সোলারিন আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, তার হাত এখনও হুইলের উপর। আমি কোনো কিছু বলার আগেই আচমকা সে উপুড় হয়ে আমার ঠোঁটে চুমু খেলো। তার ভেজা চুল এসে লাগলো আমার মুখে। হুইলের উপর হেলান দিয়ে আমাকে টেনে জড়িয়ে ধরলো। আবারো প্রগাঢ়ভাবে চুম্বন করতেই বিদ্যুৎ খেলে গেলো আমার শরীরে। এবার বেশ দীর্ঘ সময় ধরে চুমু খেলো সে। আমি একটুও নড়তে পারলাম না। তার উষ্ণ জিভ আমার মুখের ভেতর প্রবিষ্ট হলো। এক সময় আমাকে ছেড়ে দিয়ে চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হেসে ফেললো সে।

"এভাবে চুমু খেতে থাকলে আমরা আবারো ডুবে যাবো," বললো সোলারিন, তার ঠোঁট এখনও আমার ঠোঁট থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। একান্ত অনিচ্ছায় হুইলের উপর হাত রাখলো আবার। মনোযোগ দিলো সামনের সমুদ্রের দিকে। "তুমি নীচে চলে যাও," আস্তে করে বললো সে, যেনো কোনো কিছু নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। আমার দিকে আর ফিরে তাকালো না।

"আমি দেখি তোমার মাথায় ব্যান্ডেজ করা যায় কিনা," একটু রেগেই বললাম কথাটা। এখনও সমুদ্র উত্তাল, চারপাশে প্রবল ঢেউ বইছে। আমি কেন তার উপর রেগে গেলাম সেটাও বুঝতে পারছি না।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। ভাবলাম, সোলারিন আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে হয়তো আমাকে বিব্রত করেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে আমার মধ্যে কেন এরকম অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে? চুমু খাবার ঠিক আগ মুহূর্তে আমি কেন তার গাঢ় সবুজ চোখে চেয়ে থাকলাম?

কেবিনে ঢুকে দেখি লিলি বিছানার উপর বসে আছে, তার কোলে ক্যারিওকা। জিভ দিয়ে লিলির গাল চেটে যাচ্ছে সে।

"তুমি ঠিক আছো তো?" লিলিকে বললাম আমি। মেঝেতে বমির চিহ্ন দেখতে পেলাম।

"আমরা মারা যাবো," ফুপিয়ে ফুপিয়ে বললো সে। "হায় ঈশ্বর, এতো কিছুর পর আমরা কিনা এখানে মরতে বসেছি। এর কারণ ঐ বালের ঘুঁটিগুলো।"

"ওগুলো কোথায়?" একটু ভয় পেয়েই বললাম তাকে। মনে হলো আমার স্বপ্নটা বুঝি অন্যভাবে সত্যি হতে চলেছে।

"এই তো ব্যাগের ভেতর," মেঝের ছিপছিপে পানি থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললো। "শিপটা যখন নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছিলো তখন আমি হুমরি খেয়ে পড়ে গেছিলাম। খুব ব্যাথা পেয়েছি..." তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

"আমি এগুলো সরিয়ে রাখছি," বললাম তাকে। ব্যাগটা তুলে কাপবোর্ডের ভেতরে রেখে দরজা বন্ধ করে দিলাম। "আমার মনে হয় আমরা এ যাত্রায় বেঁচে গেছি। ঝড় থেমে যাচ্ছে। তবে সোলারিন মাথায় খুব চোট পেয়েছে। তার মাথায় ব্যান্ডেজ করার জন্য কিছু একটা খুঁজতে হবে।"

"টয়লেটে কিছু মেডিকেল সাপ্লাই আছে," দুর্বল কণ্ঠে বললো লিলি। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো সে। "হায় ঈশ্বর আমি অসুস্থ হয়ে গেছি।"

"বিছানায় শুয়ে থাকার চেষ্টা করো," বললাম তাকে। "উপরের বাঙ্কটা হয়তো শুকনো আছে। আমি উপরে যাচ্ছি ওকে সাহায্য করার জন্য।"

টয়লেটের ভেতর থেকে পানিতে ভিজে একাকার মেডিকামেন্টের বাক্সটা নিয়ে চলে এলাম উপরে।

আকাশ এখন বেশ পরিস্কার–এমনকি দূরের সমুদ্রের বুকে এক চিলতে সূর্যের আলোও দেখতে পেলাম। তাহলে কি বিপদ কেটে গেছে? সোলারিনের পাশে বসার সময় বেশ স্বস্তি অনুভব করলাম আমি।

"কোনো শুকনো ব্যান্ডেজ নেই," তাকে বললাম বাক্সটা খুলতে খুলতে। "তবে আইওডিন আর কাঁচি আছে..."

বাক্স থেকে একটা অয়েনমেন্টের টিউব হাতে নিয়ে আমার দিকে না তাকিয়েই সেটা তুলে দিলো। "এটা একটু মেখে দাও," বললো সোলারিন, তারপর আবারো সমুদ্রের দিকে তাকালো সে। "এতে করে ইনফেকশন হবে না, রক্তপাতও কিছুটা বন্ধ হবে। তারপর আমার শার্টটা ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ করে দিতে পারো..."

তার শরীর থেকে শার্টটা খুলে ফেলতে সাহায্য করলাম আমি। খুব কাছ থেকে তার শরীরের গন্ধটা টের পেলাম। চেয়ে দেখলাম সে এখনও সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। এ নিয়ে চিন্তা না করার চেষ্টা করলাম আমি।

"এই ঝড়টা থেমে গেছে," আপন মনেই বলতে লাগলো সে। "তবে আমাদের আরো বাজে সমস্যা রয়ে গেছে। পালগুলো তো নেই। আমরা মার্সেই'তে যেতে পারবো না। তাছাড়া অনেকটা পথ সরে গেছি ঝড়ের কারণে–নতুন করে দিক নির্ণয় করতে হবে। আমার মাথায় ব্যান্ডেজটা করে দেবার পর তুমি একটু হুইলে থাকবে, এই ফাঁকে চার্টটা দেখে নেবো।"

সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকলেও মুখে কৃত্রিম একটা অভিব্যক্তি এঁটে রেখেছে সে। আমি তার অর্ধনগ্ন শরীরের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলাম। আমার এসব কি হচ্ছে? ভাবলাম। এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতে আমার চিন্তা করার কথা কিভাবে নিরাপদে গন্তব্যে পৌছাবো, কিন্তু আমি ভেবে যাচ্ছি সোলারিনের চুম্বন কতোটা উষ্ণ ছিলো, গাঢ় সবুজ চোখে যখন আমার দিকে তাকিয়েছিলো তখন কেমন লাগছিলো...

"আমরা যদি মার্সেই'তে পৌছাতে না পারি," জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে বললাম, "প্লেনটা কি আমাদের না নিয়েই চলে যাবে?"

"হ্যা," সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসি দিয়ে বললো সোলারিন। "কি বাজে ব্যাপার–আমাদেরকে হয়তো প্রত্যন্ত কোনো এলাকায় গিয়ে নোঙর করতে হবে। কয়েক মাস ধরে হয়তো যানবাহন ছাড়া একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে হবে।" আমি হাটু মুড়ে তার মাথায় অয়েনমেন্ট লাগিয়ে দিতে লাগলাম। "কী সাংঘাতিক...এক পাগলা রাশিয়ানের সাথে এভাবে ফেসে গেলে তুমি কি করবে, যে কিনা দাবা খেলা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না?"

"হয়তো খেলাটা শিখে নিতে পারবো," বললাম তাকে। এবার ব্যান্ডেজ করতে শুরু করলাম।

"আমার মনে হয় ব্যান্ডেজটা একটু পরে করলেও হবে," কথাটা বলেই আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো সে। আমার দু'হাতে ওষুধ আর শার্টের ছেঁড়া অংশ। আমাকে শূন্যে তুলে ফেললো, সিটের উপর তুলে তার কাঁধের উপর ফেলে আমাকে নিয়ে ককপিট থেকে বের হয়ে গেলো।

"তুমি কি করছো?" হেসে বললাম আমি, আমার মাথাটা তার পিঠের উপর উল্টো করে আছে।

ডেকের উপর আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলো সে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি দু'জন। আমাদের খালি পায়ের উপর দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে।

"রাশিয়ান দাবা মাস্টাররা আর কি করতে পারে সেটা তোমাকে দেখাবো এখন," আমার চোখে চোখ রেখে বললো সে। তার সবুজ চোখ দুটোতে কোনো হাসি নেই। জাপটে ধরলো আমাকে। আমাদের শরীর আর ঠোঁটজোড়া একে অন্যের সাথে লেগে রইলো। তার ভেজা শরীরের উষ্ণতা টের পেলাম আমার ভেজা শার্টের ভেতর দিয়ে। আমার চোখে-মুখে চুমু খেতে লাগলো সে। দু'হাতে আমার চুল শক্ত করে ধরে রাখলো সোলারিন। অনুভব করলাম আমার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠছে, গ্রীষ্মের রোদ্দুরে বরফ যেমন গলে যায় তেমনি আমার ভেতরটা গলতে শুরু করলো। তার কাঁধটা জড়িয়ে ধরে তার নগ্ন বুকে মুখ লুকালাম। শিপটা দুলতে দুলতে এগোতে লাগলে সে আমার কানে কানে ফিসফিস করে কথা বললো...

"চেজক্লাবে ঐ দিন আমি তোমাকে চেয়েছিলাম।" আমার মুখটা তুলে ধরে চোখেচোখ রেখে আরো বললো, "আমি তোমাকে ঐ ফ্লোরে ফেলেই করতে চেয়েছিলাম–শ্রমিকগুলোর সামনেই। যে রাতে আমি তোমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে নোটটা রেখে এসেছিলাম তখন মনে মনে আশা করেছিলাম তুমি যেনো ভুল করে একটু আগেভাগে ফ্ল্যাটে ফিরে এসে আমাকে খুঁজে পাও..."

"খেলাটায় আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্য?" হেসে ফেললাম।

"জাহান্নামে যাক ঐ খেলা," তিক্ত কণ্ঠে বললো সে, তবে তার সবুজ দু'চোখে কামনার স্ফুলিঙ্গ। "তারা আমাকে বলেছিলো তোমার ধারেকাছেও যেনো না যাই-তোমার সাথে না জড়াই। কিন্তু তোমাকে না ভেবে, তোমাকে না চেয়ে আমি একটা রাতও পার করি নি। হায় ঈশ্বর, এটা আমার একমাস আগেই করা উচিত ছিলো..." আমার শার্ট খুলতে শুরু করলো সে। সারা গায়ে আদরের পরশ বুলিয়ে দিতে লাগলো। আমি তার কামনার আগুনে উষ্ণ হয়ে উঠলাম। উত্তেজনার প্রবল স্রোতে ভেসে গেলো সব, আমার মাথা থেকে তিরোহিত হলো সমস্ত চিন্তাভাবনা।

আমাদের মাথার উপর আকাশটা বিবর্ণ হয়ে আছে। সোলারিন আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে ঝুঁকে এলো। তার ঠোঁটজোড়া ঘুরে বেড়াতে লাগলো আমার শরীর জুড়ে। তার হাত দুটো আমাকে পাগল করে তুললো। তার শরীর প্রবল আকাঙ্খায় আমার শরীরের সাথে মিশে যেতে চাইছে। আমিও তার সাথে মিশে যাবার জন্য তার কাঁধ দুটো জড়িয়ে ধরলাম।

সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে আমাদের শিপটা আর আমরা দুলছি বন্যতায়, আদিম কামনায়। আমার কাছে মনে হলো তলিয়ে যাচ্ছি-গভীর থেকে গভীরে। সোলারিনের গোঙানি শুনতে পেলাম। টের পেলাম তার দাঁত আমার মাংস কামড়ে ধরছে, তার দেহ ডুবে যেতে চাইছে আমার গলিত-তরল দেহের গভীরে।

∞

আমার উপর শুয়ে আছে সোলারিন, তার এক হাত আমার চুল জড়িয়ে আছে, তার সোনালি চুল থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে আমার নগ্ন স্তনের উপর, সেখান থেকে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে তলপেটের দিকে। কী অদ্ভুত, তার মাথায় এক হাত রেখে ভাবলাম আমি, মনে হচ্ছে তাকে আমি সারাজীবন ধরে চিনি। অথচ এই নিয়ে তার সাথে আমার মাত্র চারবার দেখা হলো। লিলির কাছ থেকে গালগপ্পো আর নিমের কাছ থেকে কিছু তথ্য জানার বাইরে সোলারিন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। সোলারিন কোথায় থাকে, কী ধরণের জীবনযাপন করে, তার বন্ধুবান্ধব কারা, সকালের নাস্তার সময় সে ডিম খায় কিনা, বিছানায় শুতে যাবার আগে পাজামা পরে কিনা, কিছুই জানি না। আমি তাকে এও জিজ্ঞেস করি নি বা করার সুযোগ পাই নি, কিভাবে সে কেজিবি'র চোখ ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়েছে, আর কেনই বা তার সাথে ঐ কুখ্যাত সংস্থাটি আঠার মতো লেগেছিলো। তার নানির সাথে এর আগে তার মাত্র একবারই দেখা হয়েছে, কিন্তু কেন-সেটাও আমি জানি না।

হঠাৎ করেই আমার মনে হলো তাকে দেখার আগে কেন তার বাইসাইকেলে

চড়ার ছবিটা এঁকেছিলাম। বাইসাইকেলে বসে রাস্তার উপর থেকে আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় আমি হয়তো তাকে অবচেতনে দেখেছিলাম। তবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এইসব জিনিস আসলে আমার জানার দরকার নেই–এরকম ঘটনা বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই কমবেশি ঘটে থাকে, তারা এগুলোকে বেশ গুরুত্বও দিয়ে থাকে। তবে আমি দেই না। সোলারিনের রহস্য, মুখে এঁটে থাকা মুখোশ, শান্তশিষ্ট অবয়বের নীচে কি লুকিয়ে আছে সেটা যেনো আমি দেখতে পাচ্ছি। আর সেটা হলো বাসনা, জীবনের প্রতি অপ্রতিরোধ্য তৃষ্ণা–আড়ালে থাকা সত্যটাকে আবিষ্কার করার সুতীব্র আকাঙ্খা। এই আকাঙ্খাটি আমি চিনতে পেরেছি কারণ এটা আমার নিজের সাথে মিলে যায়।

এই জিনিসটা মিনিও আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলো, আমার মধ্যে এটা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলো সে। এই আকাঙ্খাটি তার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে ঘুঁটিগুলোর অন্বেষণের অভিযানে পরিণত হয়েছে। এজন্যে সে তার নাতিকে সাবধান করে দিয়েছিলো আমাকে যেনো রক্ষা করা হয় কিন্তু কোনোক্রমেই আমার সাথে নিজেকে 'জড়িয়ে' মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত না হয়। সোলারিন আমার পেটে চুমু খেলে আমার শরীরে শিহরণ বয়ে গেলো আবার। তার চুলে হাত বুলালাম। মিনির ধারণা ভুল ছিলো, ভাবলাম আমি। চিরকালের জন্য শয়তানকে পরাভূত করার যে অ্যালকেমিক্যাল রসায়ন সে প্রস্তুত করেছে তাতে একটি উপাদান তার নজর এড়িয়ে গেছে। আর সেই উপাদানটি হলো ভালোবাসা।

সমুদ্র থিতু হয়ে প্রশান্ত হয়ে উঠলো। আকাশও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। আমাদের ভেজা জামাকাপড়গুলো খুঁজে নিয়ে পরে নিলাম দ্রুত। কোনো কথা না বলে সোলারিন তার ছেঁড়া শার্টটা দিয়ে আমার শরীরে যেখানে যেখানে তার রক্ত লেগে আছে সেই জায়গাগুলো পরিস্কার করে দিলো। তারপর গাঢ় সবুজ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসলো।

"কিছু দুঃসংবাদ আছে," কথাটা বলে আমার কাঁধে এক হাত রেখে অন্য হাতটা দূরের সমুদ্রের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। দূরে চকচকে পানির পরে একটা মরিচীকার মতো কিছু দেখতে পেলাম। "একটা দ্বীপ," আমার কানে কানে বললো সে। "দু'ঘণ্টা আগে এরকম দৃশ্য দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। কিন্তু এখন আমি ভান করবো এটা সত্যি না..."

∞

এই দ্বীপটির নাম ফরমেনতেরা। স্পেনের পূর্ব উপকূলের বালিয়ারিক গ্রুপের দক্ষিণে অবস্থিত এটি। আমি দ্রুত হিসেব করে দেখলাম, ঝড়ের কারণে আমরা

আমাদের গন্তব্যস্থল থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে সরে গেছি। লা কামার্গে গিয়ে প্লেন ধরাটা এখন প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া আমাদের শিপে পাল নেই, পালের বুমও ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করার জন্যেও আমাদের কোথাও থামতে হবে। সোলারিন দ্বীপের দক্ষিণ দিকে শিপটা ভেড়ানোর চেষ্টা করলো। আমি উঠে নীচের কেবিনে চলে গেলাম লিলিকে ঘুম থেকে তোলার জন্য। এখন আমাদেরকে বিকল্প পরিকল্পনা করতে হবে।

"এই পানির কফিনে সারাটা রাত কাটানোর পর কী যে স্বস্তি পাচ্ছি এখন বলে বোঝাতে পারবো না," ডেকের উপর এসে বললো লিলি। "কিন্তু শিপের অবস্থা তো খুব খারাপ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি অসুস্থ ছিলাম বলে এসব চোখে দেখতে হয় নি।" লিলিকে দেখে মনে হলো গতকালকের অসুস্থতা সে কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"আমাদের একটা সমস্যা হয়ে গেছে," সোলারিনের পাশে এসে বসতেই লিলিকে বললাম। "আমরা প্লেন ধরতে পারবো না। এখন ঠিক করতে হবে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশনের চেকিং ছাড়া ঘুঁটিগুলো নিয়ে কিভাবে ম্যানহাটনে যাওয়া যায়।"

"আমরা সোভিয়েত সিটিজেনরা," লিলি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে সোলারিন বলতে শুরু করলো, "সচরাচর যেকোনো জায়গায় ভ্রমণ করার অনুমতি পাই না। তাছাড়া শরিফ ইবিজা আর মায়ারকোর সবগুলো কমার্শিয়াল এয়ারপোর্টেই কড়া নজর রাখবে। কিন্তু মিনিকে যেহেতু কথা দিয়েছি তোমাদের দু'জনকে ঘুঁটিগুলোসহ নিরাপদে পৌছে দেবো তাই আমি একটা পরিকল্পনার কথা বলতে পারি।"

"বলে ফেলুন," বললো লিলি।

"ফরমেনতেরা একটি ছোটোখাটো মাছধরার দ্বীপ। মাঝেমধ্যেই ইজিবা থেকে ভিজিটররা বেড়াতে আসে ওখানে, তাদের কাছে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই আমরা ওখানে কিছুদিন থাকলে কেউ সন্দেহের চোখে দেখবে না। আমি বলবো, লোকাল টাউনে গিয়ে কিছু নতুন জামাকাপড় আর খাবারদাবার কিনে শিপটা মেরামত করিয়ে নেয়া যেতে পারে। এতে হয়তো বেশ কিছু টাকা খরচ হবে কিন্তু দুয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা সাগরে নামার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবো। যেভাবে নীরবে এসেছিলাম সেভাবেই চলে যেতে পারবো আবার। কেউ কোনো কিছু বুঝতে পারবে না।"

"শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে," লিলি বললো। "আমার কাছে এখনও বেশ ভালো পরিমাণের টাকা আছে। ওগুলো দিয়ে ভালো কিছু জামাকাপড় কেনা যাবে সেই সাথে কয়েকটা দিন বিশ্রামও নেয়া যাবে। আমাদের শিপটা মেরামত হবার পর আমরা কোথায় রওনা দেবো?"

"নিউইয়র্ক," বললো সোলারিন। "বাহামা হয়ে সমুদ্রপথে।"

"কি?!" আমি এবং লিলি দু'জনেই চিৎকার করে উঠলাম।

"চার হাজার মাইল!" ভয়ে শিউড়ে উঠে বললাম আমি, "তাও আবার এমন একটি শিপে করে যেটা তিনশ' মাইল পাড়ি দিতে গিয়েই নস্তনাবুদ হয়ে গেছে।"

"আমি যে পথের কথা বললাম সেভাবে গেলে হাজার মাইলের পথ," সহজ করে হেসে বললো সোলারিন। "ওই পথে যদি কলম্বাস যেতে পারে আমরা কেন পারবো না? ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেবার জন্য এই সময়টা সবচাইতে খারাপ সময় হতে পারে কিন্তু আটলান্টিক পাড়ি দেবার জন্য এরচেয়ে ভালো সময় আর হয় না। সমুদ্র একেবারে শান্ত থাকবে, তবে পর্যাপ্ত বাতাস থাকার কারণে এক মাসেরও কম সময়ে আমরা পৌছে যেতে পারবো। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, এই একমাসে তোমরা দু'জন বেশ ভালো নাবিক হয়ে উঠতে পারবে।"

লিলি আর আমি ক্ষুধা-ক্লান্তিতে এতোটাই বিপর্যস্ত যে এ নিয়ে তার সাথে তর্কে গেলাম না। তারচেয়ে বড় কথা ঝড়ের স্মৃতির চেয়েও আমার মনে সোলারিনের সাথে সুখকর স্মৃতিটাই বেশি প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এক মাসের মতো সময় একেবারে অগ্রহণযোগ্য তা বলা যাবে না। তো, আমরা দ্বীপে নেমে শহরের দিকে চলে গেলাম আর সোলারিন ধ্বংসস্তুপ সাফসুতরো করার জন্য শিপেই রয়ে গেলো।

বেশ কয়েক দিনের খাটুনি আর চমৎকার আবহাওয়া আমাদেরকে ভুলিয়ে রাখলো সব কিছু থেকে। ফরমেনতেরা দ্বীপের বাড়িগুলো সব সাদা রঙের, বালুময় পথঘাট আর বসন্তকালের আবহ জুড়ে থাকে সব সময়। বৃদ্ধমহিলারা কালো রঙের জামা পরে, জেলেরা পরে স্ট্রাইপের শার্ট। মনোরম একটি জায়গা। তিনদিন ধরে সামুদ্রিক মাছ, তাজা ফলমূল, স্থানীয় মদ আর সমুদ্রের টাটকা বাতাস সেবন করে বেশ তরতাজা হয়ে উঠলাম। রোদে পুড়িয়ে গায়ের রঙ তামাটে করে ফেললাম আমরা। জাহাজ মেরামত করতে গিয়ে যে খাটুনি খাটতে হলো তাতে করে সবার আগে লিলির শরীর থেকে বাড়তি মেদ ঝরে পড়লো। তাকে দেখে মনে হলো বেশ হালকাপাতলা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

লিলি আর সোলারিন প্রতি রাতেই দাবা খেললো। যদিও লিলিকে কখনও জিততে দেয় নি সে তারপরও হারিয়ে দেবার পর পরই বুঝিয়ে দিয়েছে কোন্ ভুল চাল দেবার জন্য সে হেরেছে। আমি কেবিনে না ঘুমিয়ে ডেকে সোলারিনের সাথেই ঘুমাতে শুরু করলাম।

"তার সত্যি প্রতিভা আছে," একরাতে ডেকের উপর যখন আমরা বসে আছি তখন সোলারিন আমাকে বলেছিলো। "তার দাদার সব গুনই পেয়েছে–আমি তো বলবো তারচেয়েও বেশি। নিজেকে একজন নারী না ভাবলে ও অনেক বড় দাবাড়ু হতে পারবে।"

"এর সাথে নারী হওয়ার কি সম্পর্ক?" জানতে চেয়েছিলাম আমি।

মুচকি হেসে আমার চুলে হাত বুলিয়ে সোলারিন বলেছিলো, "বালিকারা বালকদের চেয়ে একটু আলাদা হয়ে থাকে। আমি এটা প্রমাণ করে দেখাবো?"

হেসে তার দিকে তাকালাম। "বুঝেছি, আর বোঝাতে হবে না," বললাম তাকে।

"আমরা একটু ভিন্নভাবে চিন্তাভাবনা করি," বললো সে। আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো এবার। আমার দিকে চেয়ে রইলো সে, বুঝতে পারলাম সিরিয়াসলি চেয়ে আছে। "উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, মস্তগ্নেইন সার্ভিসের মধ্যে যে ফর্মুলাটি লুকিয়ে রাখা আছে সেটা আবিষ্কার করার জন্য আমার চেয়ে তুমি একটু ভিন্নভাবে করবে।"

"ঠিক আছে," হেসে বললাম তাকে। "তুমি ওটা কিভাবে আবিষ্কার করতে যাবে?"

"আমি যা জানি সবকিছুই তালিকাবদ্ধ করার চেষ্টা করবো," আমার কোল থেকে উঠে আমার ব্র্যান্ডিতে একটু চুমুক দিয়ে দিলো। "এরপর দেখবো এইসব জিনিস কিভাবে সমন্বিত করলে সমাধান করা যায়। আমি স্বীকার করছি, এ ব্যাপারে আমি একটু বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবো। কারণ, হাজার বছরের মধ্যে আমি হলাম একমাত্র ব্যক্তি যে কাপড়, বোর্ড আর ঘুঁটিগুলো এক ঝলক হলেও দেখেছে।" আমার দিকে তাকালো সে।

"রাশিয়াতে," বললো সোলারিন, "বোর্ডটি আবিষ্কৃত হলে ওখানে কিছু লোক দ্রুত ঘুঁটিগুলো খুঁজে বের করার কাজে নেমে পড়ে। অবশ্যই তারা সাদা দলের সদস্য। আমার বিশ্বাস, নিউইয়র্কে আমার সাথে কেজিবির যে অফিসার গিয়েছিলো সেই ব্রদস্কি তাদেরই একজন। মোরদেচাইর নির্দেশমতো আমি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অফিশিয়ালদের বোঝাতে সক্ষম হই যে, বাকি ঘুঁটিগুলো কোথায় আছে এবং কিভাবে হস্তগত করা যেতে পারে।"

একটু ভেবে আবার প্রথম কথায় ফিরে গেলো সে। "সার্ভিসটার মধ্যে আমি অনেকগুলো সিম্বল দেখতে পেয়েছিলাম, এতে করে আমার বিশ্বাস হয়েছিলো একটি নয়, বেশ কয়েকটি ফর্মুলা রয়েছে। তুমিও এরইমধ্যে আন্দাজ করেছো, এইসব সিম্বলগুলো শুধুমাত্র গ্রহ আর রাশিফলের চিহ্নকে নির্দেশ করে না, পিরিয়ডিক টেবিলের উপাদানকেও নির্দেশ করে। আমার মনে হয় প্রতিটি এলিমেন্ট কনভার্ট করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন ফর্মুলার দরকার হবে তোমার। কিন্তু তুমি কি করে জানবে কোন্ সিম্বলগুলোকে কোন্ সিকোয়েন্সে সমন্বয় করতে হবে? এইসব ফর্মুলা সত্যি সত্যি কাজ করবে কিনা সেটাই বা জানবে কি করে?"

"তোমার থিওরি অনুযায়ি দেখলে এটা আমরা জানতে পারবো না," ব্র্যান্ডিতে একটু চুমুক দিয়ে মাথাটা পরিস্কার করে নিলাম। "অনেক বেশি র‍্যান্ডম

ভ্যারিয়েবল্‌স–অনেক বেশি বিকল্প থাকবে। আমি হয়তো অ্যালকেমি সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না তবে ফর্মুলা ভালোই বুঝি। এ পর্যন্ত আমরা যা জানতে পেরেছি তা একটিমাত্র ফর্মুলার কথাই ইঙ্গিত করে। তবে আমরা যা ভাবছি এটা সেরকম কিছু নাও হতে পারে..."

"কি বলতে চাচ্ছো তুমি?" আমার দিকে চেয়ে বললো সোলারিন।

এই দ্বীপে আসার পর থেকে ব্যাগের ভেতরে থাকা ঘুঁটিগুলো নিয়ে আমরা কেউই কোনো কথা বলি নি। যেনো ঐ ঘুঁটিগুলোর কথা বলে আমরা আমাদের স্বল্পকালীন শান্তি বিনষ্ট না করার জন্য অলিখিত চুক্তি করেছি। এটা উদ্ধার করতে গিয়ে কী রকম বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে সেটা তো সবাই ভালো করেই জানি। কিন্তু এখন সোলারিনের কথায় সেগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। বিগত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যে চিন্তাগুলো আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিলো সেটা নিয়ে নতুন করে আবার ভাবতে শুরু করলাম।

"বলতে চাচ্ছি একটাই ফর্মুলা আছে, আর এর সমাধানটিও বেশ সহজসরল। এটা যদি খুব দুর্বোধ্য হতো, সহজে বোঝা না যেতো তাহলে এরকম রহস্যের চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে কেন? এটা অনেকটা পিরামিডের মতো–হাজার হাজার বছর ধরে লোকজন ভেবে গেছে, মিশরিয়রা আদিম হাতিয়ারের সাহায্যে কতো কঠিনভাবেই না দু'হাজার টন ব্লকের গ্রানাইট আর চুনাপাথর এভাবে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু যেভাবে ভাবা হচ্ছে সেভাবে যদি ওগুলো রাখা না হয়ে থাকে তাহলে কি হবে? মিশরিয়রা অ্যালকেমিস্ট ছিলো, তাই না? তারা অবশ্যই জানতো ঐসব পাথর কিভাবে এসিডের সাহায্যে দ্রবীভূত করে বাকেটে নিয়ে পুণরায় সিমেন্টের মতো ব্লক করে রাখা যায়।"

"বলে যাও," অদ্ভুতভাবে হেসে বললো সোলারিন।

"মন্তগ্লেইন সার্ভিসের ঘুঁটিগুলো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে," বললাম তাকে। "তুমি কি জানো পারদের উপাদান ভেঙে ফেললে কি পাবে? দুটো রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটপ–একটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অথবা থালিয়ামে রাখলে কয়েক দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে, অন্যটা রেডিওঅ্যাক্টিভ স্বর্ণে।"

আমার কোল থেকে উঠে দুই হাতে ভর দিয়ে আমার দিকে তাকালো। "আমি কি কিছুক্ষণের জন্য ডেভিল অ্যাডভোকেট হবো?" বললো সে। "তুমি বলছো, ঘুঁটিগুলো যদি জ্বলজ্বল করে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা ফর্মুলা আছে, যদি তাই হয়ে থাকে–একটি ফর্মুলা কেন? কেন পঞ্চাশ কিংবা একশ'টি না হয়ে একটিমাত্র ফর্মুলা হবে?"

"কারণ প্রকৃতির মতো বিজ্ঞানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহজ সমাধানটাই কাজ করে ভালোভাবে, আর সেটি সবসময় একটিই হয়ে থাকে," বললাম আমি। "মিনি মনে করে একটি ফর্মুলাই আছে। সে বলেছে এটার তিনটি অংশ আছে :

বোর্ড, ঘুঁটিগু আর কাপড়।" একটা জিনিস মনে পড়তেই অদ্ভুত এক অনুভূতি বয়ে গেলো আমার মধ্যে। "পাথর, কাঁচি আর কাগজের মতো," বললাম আমি। সোলারিনকে পাজল হতে দেখে আরো যোগ করলাম, "এটা বাচ্চাকাচ্চাদের খেলা।"

"তুমি আমাকে ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো।" হেসে আরো এক চুমুক ব্র্যান্ডি পান করলো সে। "তবে এটাও ঠিক মহান বৈজ্ঞানিকেরা সবাই মনেপ্রাণে শিশুই ছিলো। বলে যাও।"

"ঘুঁটিগুলো বোর্ড জুড়ে থাকে–কাপড়টা ব্যবহার করা হয় ঘুঁটিগুলো মোড়ানোর জন্য," বললাম আমি। আমার মাথাটা দারুণ কাজ করছে। "সুতরাং ফর্মুলার প্রথম অংশটি হয়তো বর্ণনা করে *কি*, দ্বিতীয় অংশটা বলে *কিভাবে*, আর তৃতীয়টা...ব্যাখ্যা করে *কখন*।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো কোন্ বস্তু কিংবা উপাদান ব্যবহার করা হবে সেটা বলে দেবে বোর্ডের সিম্বলগুলো," একটু থেমে আবার বললো সোলারিন, "ঘুঁটিগুলো বলে দেবে সেগুলোকে কোন্ অনুপাতে মেশাতে হবে, আর কাপড়টা বলবে কোন্ সিকোয়েন্সে এটা করা হবে?"

"অনেকটা তাই," প্রচণ্ড উত্তেজনায় বললাম আমি। "তুমি যেমনটি বললে, এইসব সিম্বলগুলো পিরিওডিক টেবিলের উপাদানগুলোকে বর্ণনা করে। তবে প্রথম যে জিনিসটা আমরা খেয়াল করেছিলাম সেটা আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। তারা গ্রহ এবং রাশিফলের চিহ্নও বুঝিয়ে থাকে! তৃতীয় অংশটা বলে ঠিক *কখন*–কোন্ সময়ে, কোন্ মাসে কিংবা কোন্ ছরে–প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করতে হবে!" কিন্তু কথাটা বলামাত্রই আমি বুঝতে পারলাম এটা হতে পারে না। "কোনো এক্সপেরিয়েমেন্ট কখন শুরু করলে আর কখন শেষ করলে তাতে কি এসে যায়?"

কয়েক মুহূর্ত সোলারিন কিছুই বললো না, কিন্তু যখন বললো তখন বেশ ধীরস্থির হয়ে ফর্মাল ইংলিশেই বললো। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকলে সে এমনটা করে।

"অনেক কিছুই এসে যায়," বললো আমাকে, "পিথাগোরাস 'নক্ষমণ্ডলের সঙ্গিত' বলতে কি বুঝিয়েছেন সেটা যদি তুমি বুঝে থাকো। আমার মনে হয় তুমি কিছু একটা ঠিকই ধরতে পেরেছো। ঘুঁটিগুলো নিয়ে আসো এবার।"

∞

নীচের কেবিনে এসে দেখি লিলি আর ক্যারিওকা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

"কি হয়েছে?" আমি ঘুঁটির ব্যাগটা কাপবোর্ড থেকে নেবার সময় ঘুম থেকে জেগে উঠে বললো লিলি।

"আমরা ধাঁধাটির সমাধান করছি," উৎফুল্ল হয়ে বললাম তাকে। "আমাদের সাথে যোগ দেবে নাকি?"

"অবশ্যই," বললো সে। বিছানা থেকে নেমে এলো লিলি। "আমি তো সেই কবে থেকেই ভাবছি তোমরা তোমাদের রাত্রিকালীন অভিসারে কখন আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে। আচ্ছা, আমি জানতে পারি, তোমাদের দু'জনের মধ্যে আসলে কি চলছে?" ঘরটা অন্ধকার ছিলো বলে রক্ষা–আমার মুখ আরক্তিম হয়ে গেলো কথাটা শুনে। "বাদ দাও, বলতে হবে না," বললো লিলি। "হারামজাদা যথেষ্ট হ্যান্ডসাম, তবে আমার টাইপ না। একদিন না একদিন আমি তাকে দাবা খেলায় অবশ্যই হারাবো।"

আমি, লিলি আর সোলারিন বসলাম ককপিটে। ল্যাম্পের আলোয় ব্যাগ থেকে ঘুঁটিগুলো বের করতে নিলে লিলি কিছু ড্রিঙ্ক ঢেলে নিলো তার গ্লাসে।

আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা সংক্ষেপে লিলিকে বললাম, তারপর সোলারিনকে ফ্লোর দিলাম তার কথা বলার জন্য। আমাদের শিপটা মৃদু দুলছে, সমুদ্রে এখন ঢেউ বলতে নেই। হাজার হাজার তারার নীচে বসে আছি আমরা। কাপড়টার উপর আলতো করে হাত বুলিয়ে সোলারিনের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো লিলি।

"পিথাগোরাস 'নক্ষমণ্ডলের সঙ্গিত' বলে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন?" সে জানতে চাইলো।

"তিনি মনে করতেন এই মহাবিশ্ব সংখ্যা দ্বারা গঠিন," মন্তগ্নেইন সার্ভিসের ঘুঁটিগুলোর দিকে চেয়ে বললো সোলারিন। "ঠিক যেমন সঙ্গিতের স্কেলের স্বরগুলো অক্টেভের পর অক্টেভ ধরে রিপিট হতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির সব কিছু সেই প্যাটার্নেই আকার লাভ করতে থাকে। তিনি একটি গাণিতিক ক্ষেত্রের অনুসন্ধান শুরু করলে এমন একটি বিশাল আবষ্কার হয়, যা কেবল সাম্প্রতিক সময়েই আমরা জানতে পেরেছি। এটাকে বলে *হারমোনিক অ্যানালিসিস*–আমার অ্যাকুস্টিক্স ফিজিক্সের বেসিক এটাই। কোয়ান্টাম ফিজিক্সেরও এটি একটি মূল প্রতিপাদ্য।"

সোলারিন উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করলো। আমার মনে পড়ে গেলো একবার বলেছিলো, এক জায়গায় স্থির হয়ে থেকে ভালোমতো চিন্তা করতে পারে না সে।

"বেসিক আইডিয়াটা হলো," লিলি তার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে থাকলো বললো সে, "প্রকৃতির যেকোনো কিছু পরিমাপ করা যায়। যেমন, যেকোনো শব্দ, উত্তাপ কিংবা আলোক তরঙ্গ, এমনকি সাগরের স্রোত। কেপলার এই তত্ত্বটি ব্যবহার করে গ্রহগুলোর ঘুর্ণনের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, নিউটন ব্যাখ্যা করেছিলেন মহাকর্ষ শক্তি এবং বিষুবের সঠিক পরিমাপ। লিওনহার্ড এটা ব্যবহার

করে প্রমাণ করেছিলেন আলো এক ধরণের তরঙ্গ, যার রঙ নির্ভর করে তরঙ্গ দৈর্ঘের উপর। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহান ফরাসি গণিতজ্ঞ ফুরিয়ে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যার সাহায্যে সব ধরণের তরঙ্গের আকৃতি পরিমাপ করা সম্ভব। এরমধ্যে পরমাণুর তরঙ্গও অর্ন্তভুক্ত।" আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে, তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

"তাহলে পিথাগোরাসের ধারণাই ঠিক," বললাম আমি। "এই মহাবিশ্ব সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে। এবং এটার সবকিছুই পরিমাপ করা যেতে পারে। তুমি কি মনে করছো মস্তগ্লেইন সার্ভিসটা এই কথাই বলতে চাইছে–আণবিক গঠনের হারমোনিক অ্যানালিসিস? এলিমেন্টের গঠন বিশ্লেষণ করার জন্য তরঙ্গের পরিমাপ করা?"

"যা পরিমাপ করা যায় তা বোধগম্যও হয়?" আস্তে করে বললো সোলারিন। "যা বোধগম্য তা পাল্টেও দেয়া যেতে পারে। পিথাগোরাস সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যালকেমিস্ট হার্মেস ট্রিসমেজিস্টাসের কাজ স্টাডি করেছিলেন। মিশরিয়রা তাকে মহান দেবতা থোথ-এর অবতার বলে বিবেচনা করতো। তিনিই অ্যালকেমির প্রথম প্রিন্সিপ্যাল সংজ্ঞায়িত করেছিলেন : 'যতো উপরে ততো নীচে।' বিশাল মহাবিশ্বের তরঙ্গ আর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতিতুল্য বস্তুর পরমাণুর তরঙ্গ একই নিয়ম অনুসরণ করে–এবং তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াও দেখানো যেতে পারে।" থেমে আমার দিকে তাকালো সে।

"দু'হাজার বছর আগে ফুরিয়ে দেখিয়েছিলেন তারা কিভাবে মিথস্ক্রিয়া করে। ম্যাক্সওয়েল আর প্লাঙ্ক দেখিয়েছেন শক্তিকে এই তরঙ্গের আকারে বর্ণনা করা যেতে পারে। আইনস্টাইন শেষ পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন, ফুরিয়ে যেমনটি বলেছিলেন, সেইমতো তিনি দেখান, বস্তু এবং শক্তি এক ধরণের তরঙ্গ, যা উভয় আকারেই রূপান্তর করা যেতে পারে।"

আমার মাথায় কিছু একটা ঘুরপাক খেতে লাগলো। কাপড়টার দিকে তাকালাম আমি। সেটার উপরে সোনালি কাজের দুটো সাপের পেচিয়ে থাকা ইংরেজি আট সংখ্যার যে সিম্বলটা আছে তার উপর হাত বুলিয়ে যাচ্ছে লিলি। কাপড়টার ঐ সিম্বল দেখে আমার ভেতরে একটা কানেকশান তৈরি হতে লাগলো–লিলি বর্ণনা করেছিলো *ল্যাবরিস/ল্যাবিরিন্থ*–আর এইমাত্র সোলারিন বললো তরঙ্গের কথা। যেমন উপরে তেমনি নীচে। সর্বাত্মকবাদ, ক্ষুদ্রত্ববাদ। বস্তু। শক্তি। এসবের মানে কি?

"আট," ভাবনার ঘোরেই উচ্চারণ করে ফেললাম আমি। "সবকিছুই ঐ আট-এর দিকে ধাবিত করছে। *ল্যাবরিস*-এর আকৃতি ইংরেজি আটের মতো। বিষুবের নিখুঁত আকৃতি হিসেবে নিউটন আমাদের যে স্পাইরালটি দেখিয়েছেন সেটাও দেখতে ঠিক ওরকম। আমাদের কাছে থাকা জার্নালে রুশোর জবানিতে

ভেনিসের যে আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণটির বর্ণনা দেয়া আছে সেটিও একটি আর্ট। এটা অসীমতার প্রতীক..."

"কিসের জার্নাল?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো সোলারিন। আমি অবিশ্বাসে তার দিকে চেয়ে রইলাম। এটা কি সম্ভব মিনি আমাদের যা দেখিয়েছিলো সে সম্পর্কে তার নিজের নাতিই অবগত নয়?

"মিনি আমাদেরকে একটি বই দিয়েছিলো," বললাম তাকে। "এটা দুশ' বছর আগে ফরাসি এক নানের ডায়রি। মন্তগ্নেইন অ্যাবি থেকে সার্ভিসটা যখন উত্তোলন করা হয় তখন ঐ নান সেখানে উপস্থিত ছিলো। বইটা শেষ করার সময় পাই নি। ওটা এখনও আমার কাছেই আছে..." আমি ব্যাগ থেকে বইটা বের করতে নিলে সোলারিন লাফিয়ে সামনে চলে এলো।

"হায় ঈশ্বর," চিৎকার করে বললো সে, "তাহলে এজন্যেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার কাছে নাকি চূড়ান্ত চাবিটা আছে। এ কথা তুমি কেন আগে বলো নি?" আমার হাতে থাকা চামড়ার বইটা স্পর্শ করলো সে।

"আমার মাথায় কিছু জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছে।" বইটা খুলে ভেনিসের লংমার্চের বর্ণনা আর ডায়াগ্রাম আঁকা পৃষ্ঠাটি বের করলাম আমি। আমরা তিনজন উপুড় হয়ে মোমবাতির আলোয় চুপচাপ দেখে গেলাম সেটা। লিলি হেসে সোলারিনের দিকে তাকালো।

"এগুলো তো দাবার চাল, তাই না?" বললো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সোলারিন। "এই ডায়াগ্রামের আট সংখ্যাটির ফিগারের উপর প্রতিটি চাল," বললো সে, "এই কাপড়ের উপরের থাকা সিম্বলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ–সম্ভবত এই সিম্বলটা তারা ঐ অনুষ্ঠানেও দেখেছে। আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, এটা আমাদের বলছে কি ধরণের ঘুঁটি বোর্ডের উপর কোথায় যৌক্তিকভাবে ল্যান্ড করবে। ষোলো ধাপ, তিনটি তথ্যের প্রতিটি ধারণ করছে। সম্ভবত যে তিনটি জিনিসের কথা তুমি আন্দাজ করেছিলে : কি, কিভাবে এবং কোথায়..."

"অনেকটা I-Ching-এর তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের মতো," বললাম আমি। "প্রতিটি গ্রুপেই একটি তথ্যের কোয়ান্টাম রয়েছে।"

আমার দিকে চেয়ে রইলো সোলারিন। তারপরই হেসে ফেললো সে। "ঠিক," আমার কাঁধটা ধরে বললো। "আসো, দাবা খেলোয়াড়। খেলাটার স্ট্রাকচার আমরা বের করে ফেলেছি। এবার সবগুলো একত্র করে অসীমের প্রবেশদ্বার আবিষ্কার করা যাক।"

∞

সারা রাত ধরে আমরা পাজলটা নিয়ে কাজ করে গেলাম। এবার বুঝতে পারলাম

গণিতবিদেরা যখন নতুন কোনো ফর্মুলা আবিষ্কার করতেন কিংবা হাজার হাজার বার দেখে আসা জিনিসের মধ্যে নতুন কোনো প্যাটার্ন দেখতে পেতেন তখন কেন অপ্রাকৃত শক্তির তরঙ্গ অনুভব করতেন। এক ডাইমেনশন থেকে আরেক ডাইমেনশনে যাওয়ার ব্যাপারটা, যা সময় এবং স্থানে অস্তিত্বময় নয়, সেটা শুধুমাত্র গণিতের মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব।

আমি বিরাট কোনো গণিতবিদ নই, তবে পিথাগোরাস যখন বলেন গণিত হলো একধরণের সঙ্গিত তখন সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারি। লিলি আর সোলারিন যখন দাবাবোর্ডের উপর চাল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে আমি তখন কাগজের উপর প্যাটার্নটা লেখার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে মস্তগ্নেইন সার্ভিসের ফর্মুলাটার সঙ্গিত যেনো কানে বাজছে। আমরা যখন মাটি কামড়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি ঘুঁটিগুলোর প্যাটার্ন খুঁজে বের করার জন্য তখন আমার শিরা-উপশিরা দিয়ে এক ধরণের অমৃত প্রবাহিত হচ্ছে, এর চমৎকার হারমোনি পরিচালিত করছে আমাকে।

এটা খুব সহজ কোনো কাজ নয়। সোলারিন যেমটি বলেছিলো, তুমি যখন এমন একটি ফর্মুলা নিয়ে কাজ করবে যার চৌষট্টিটি বর্গ, বত্রিশটি ঘুঁটি আর কাপড়ের উপর ষোলোটি অবস্থান রয়েছে, তখন এর সম্ভাব্য কম্বিনেশনের সংখ্যা মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সংখ্যাকেও ছাপিয়ে যাবে। যদিও আমাদের ড্রইং দেখে মনে হচ্ছে কিছু কিছু চাল নাইটের এবং বাকিগুলো রুক কিংবা বিশপের, তারপরও আমরা নিশ্চিত হতে পারলাম না। পুরো প্যাটার্নটা মস্তগ্নেইন সার্ভিসের চৌষট্টিটি বর্গের সাথে খাপ খেতে হবে।

যদিও আমরা জানি নির্দিষ্ট বর্গে কোন্ সৈন্য অথবা নাইটের চাল দেয়া আছে, তারপরও জানতে পারবো না খেলাটা শুরুর সময় কোন্টা কোন্ বর্গে বসানো ছিলো।

অবশ্য আমি নিশ্চিত, এইসব জিনিসের একটা চাবি আছে, যাতে করে আমাদের হাতে থাকা তথ্যগুলোর সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারি। সাদা ঘুঁটি দিয়েই প্রথম চাল দেয়া হয়, আর সাধারণত এটা করা হয় কোনো সৈন্য দিয়ে। লিলি যদিও এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলেছে আদিতে নাকি এরকম কোনো রীতি ছিলো না তারপরও আমাদের ম্যাপ দেখে মনে হচ্ছে প্রথম চালটা কোনো সৈন্যেরই হবে–খেলার শুরুতে একমাত্র সৈন্যকেই সোজা সামনের দিকে চাল দেয়া যায়।

চালগুলো কি সাদা-কালো'তে অদলবদল করা হয়েছে নাকি আমরা এমনটি ধরে নেবো। আমরা সেটাই ধরে নিলাম। এতে করে বিকল্পগুলো কমে আসবে। আমরা আরো সিদ্ধান্ত নিলাম, এটি যেহেতু কোনো খেলা নয়, একটি ফর্মুলা, তাই প্রতিটি ঘুঁটির মাত্র একবারই চাল দিতে হবে, আর প্রতিটি বর্গ দখল করা হবে

মাত্র একবার। সোলারিনের কাছে প্যাটার্নটি সত্যিকারের কোনো খেলার বলে মনে হলো না, তবে এটি এমন একটি প্যাটার্ন হিসেবে দাঁড়ালো ঠিক যেমনটি কাপড় আর ম্যাপের মধ্যে আছে। শুধু বেখাপ্পা বলতে, ভেনিসে যে লংমার্চের ছবিটা আছে সেটার মিরর ইমেজ এটি।

ভোরের মধ্যে আমরা এমন একটি ছবি পেয়ে গেলাম যেটা দেখতে লিলির *ল্যাবরিস*-এর ইমেজের মতোই। চাল না দেয়া ঘুঁটিগুলো যদি বোর্ডে রেখে দেয়া হয় তাহলে সেগুলো আরেকটি জ্যামিতিক ফিগার ইংরেজি আট সংখ্যার মতো আকার লাভ করে। বুঝতে পারলাম আমরা খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি :

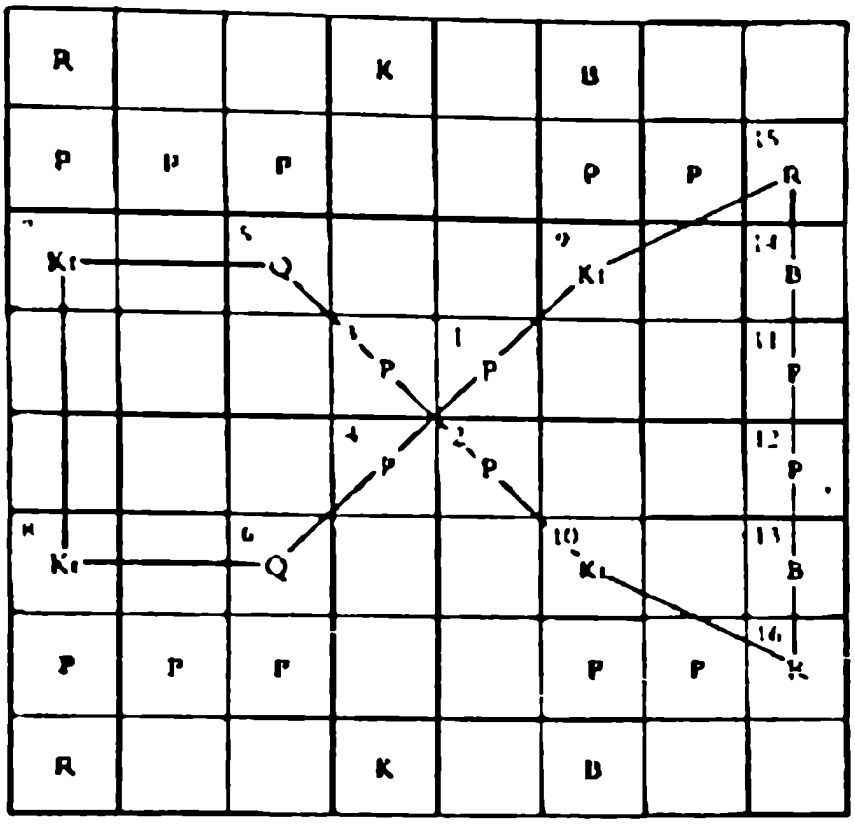

ঢুলু ঢুলু চোখে আমরা আট সংখ্যার আকৃতিটার দিকে চেয়ে রইলাম। লিলি তার প্রিয় কুকুরটা নিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। উন্মাদগ্রস্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে নিয়ে ঘোরাতে শুরু করলো সোলারিন। সূর্য উঠে গেছে, সমুদ্রের পানির রঙ হয়ে উঠেছে রক্ত লাল। আকাশের রঙ গোলাপি মুক্তোর মতো।

"এখন আমাদের দরকার দাবাবোর্ড আর বাকি ঘুঁটিগুলো," ব্যঙ্গ করে হেসে বললাম আমি। "তাহলে পুরো জিনিসটা একেবারে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে।"

"আমরা জানি আরো নয়টি ঘুঁটি আছে নিউইয়র্কে," এমনভাবে হেসে বললো সে যেনো তার মাথায় আরো দাবা রয়ে গেছে। "আমার মনে হয় ওখানে যাওয়া দরকার, তাই না?"

"আরে ক্যাপ্টেন," বললো লিলি। "চলো পাল তুলি, হাল ধরি। আমি যাওয়ার পক্ষে ভোট দিচ্ছি।"

"তাহলে নৌপথেই যাচ্ছি," খুশিমনে বললো সোলারিন।

"এই নৌভ্রমণে মহান দেবি কার-এর আশীর্বাদ যেনো থাকে আমাদের," বললাম আমি।

"পাল দুটো সামলানোর দায়িত্ব আমার," বললো লিলি।

সিক্রেট

নিউটন এইজ অব রিজনের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাদুকর, ব্যাবিলন আর সুমেরিয়দের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি...কারণ তিনি মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, যার সবটাই জুড়ে আছে ধাঁধা, একটি সিক্রেট হিসেবে এটাকে বিশুদ্ধ চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করে নিশ্চিত প্রমাণসহকারে পাঠ করা যেতে পারে। এটি এমন নিশ্চিত আধ্যাত্মিক প্রমাণাদি যা ঈশ্বর এনলাইটেন্ট লোকজনের জন্য এই পৃথিবীতে বিছিয়ে রেখেছেন দার্শনিক সম্পদ আহোরণের আকারে...
তিনি এই বিশ্বচরাচরকে মহানসৃষ্টিকর্তার একটি ক্রিপ্টোগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন–ঠিক যেমন করে লাইবর্থনিজের সাথে ভাব আদানপ্রদান করার সময় তিনি ক্যালকুলাসের আবিষ্কার wrapt করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিশুদ্ধ মস্তিষ্কের সাহায্যে, পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে ধাঁধাটি উন্মোচন হবে কোনো ইনিশিয়েটের কাছে।
–জন মেইনার্ড কিন্স

শেষপর্যন্ত আমরা পিথাগোরাসের পুরনো মতবাদেই ফিরে যাবো, যেখান থেকে গণিত এবং গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে। তিনি নির্দেশ করেছেন সংখ্যাকে সঙ্গিতের স্বরের পর্যাবৃত্তিকে ক্যারাক্টাররাইজিং করতে...এখন এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাই বেশিরভাগ পদার্থবিজ্ঞানীরাই আণবিক পর্যাবৃত্তি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

–আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড

সেন্ট পিটার্সবার্গ রাশিয়া
অক্টোবর ১৭৯৮

সমগ্র রাশিয়ার জার প্রথম পল নিজের কক্ষে পায়চারি করছে আর হাতের ছড়িটা দিয়ে তার পরনে গাঢ় সবুজ মিলিটারি ইউনিফর্মের ফুলপ্যান্টে বারি মেরে যাচ্ছে। প্রুশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মের আদলে মোটা কাপড়ের এই ইউনিফর্মটা নিয়ে বেশ গর্বিত সে। হাই-কাট ওয়েস্টকোটের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে তার ছেলে আলেক্সান্ডারের সামনে তুলে ধরলো। বাবার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

আলেক্সান্ডার কতোটাই না হতাশ করেছে তাকে, ভাবলো পল। ফ্যাকাশে মুখ আর কাব্যিক মুখের সুদর্শন এই ছেলেটাকে এক কথায় অপূর্ব সুন্দর বলা যায়। দাদি ক্যাথারিন দি গ্রেটের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গাঢ় নীল চোখের পেছনে আধ্যাত্মিক আর বোকা বোকা একটা ভাব রয়েছে। তবে দাদির মতো বুদ্ধি পায় নি। একজন নেতা হবার জন্য যেসব গুণাবলীর দরকার তার কোনো কিছুই তার মধ্যে নেই।

একদিক থেকে দেখলে এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার, ভাবলো পল। কারণ একুশ বছরের এই ছেলেটা কোনো দিনই তার সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করবে না। যদিও তার দাদি তাকেই সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে গিয়েছিলেন। অবশ্য আলেক্সান্ডারের মতে, পিটার্সবার্গের বিপজ্জনক রাজসভার চেয়ে দানিয়ুব নদীর তীরে শান্ত আর নির্জন পরিবেশে পড়াশোনা করতেই বেশি আগ্রহী সে। তার বাবাই তাকে ওখানে থাকার আদেশ করেছে।

এখন বাবার সামনে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে হেমন্তকালে বাগানের সৌন্দর্য দেখছে। তার ফাঁকা দৃষ্টি দেখে মনে হতে পারে সে কিছুই ভাবছে না। কথাটা একদমই সত্যি নয়। তার ঐ দু'চোখের পেছনে কি চিন্তাভাবনা কাজ করে সেটা বোঝা পলের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন সে ভাবছে, বাবার সন্দেহ উদ্রেক না করে কিভাবে একটা বিষয় তুলবে। এটি এমন একটি বিষয় যা পলের দরবারে কখনও উপস্থাপন করা হয় না, বিশেষ করে দু'বছর আগে ক্যাথারিন দি গ্রেটের মৃত্যুর পর থেকে। বিষয়টা মন্তগ্লেইনের অ্যাবিসকে নিয়ে।

এই বৃদ্ধমহিলার কি হয়েছে সেটা জানা আলেক্সান্ডারের জন্য খুব জরুরি। তার দাদি মারা যাবার কয়েক দিন পরই মহিলা পুরোপুরি লাপাত্তা হয়ে যান। কিন্তু কথাটা কিভাবে বলতে শুরু করবে সেটা যখন ভাবছে ঠিক তখনই পল ঘুরে দাঁড়ালো তার দিকে। এখনও হাতের ছড়িটা নিজের প্যান্টের উপর বাচ্চা ছেলেদের মতো বারি মেরে যাচ্ছে। আলেক্সান্ডার মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলো।

"আমি জানি তুমি দেশের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কোনো কথা শুনতে আগ্রহী নও," ঘৃণার সাথে ছেলেকে বললো পল। "কিন্তু তোমাকে একটু আগ্রহ দেখাতে হবে, বুঝলে। হাজার হোক, একদিন না একদিন তুমি এই সাম্রাজ্যের অধিপতি হবে। আজ আমি যে পদক্ষেপ নেবো আগামীতে সেটাই হবে তোমার দায়। তোমাকে আজ আমি এখানে ডেকে এনেছি একেবারে গোপন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো বলে, এরফলে হয়তো রাশিয়ার ভাগ্যটাই পাল্টে যেতে পারে।" একটু থেমে ভেবে নিলো সে। "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইংল্যান্ডের সাথে একটি চুক্তি করবো।"

"কিন্তু বাবা, আপনি তো বৃটিশদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন!" বললো আলেক্সান্ডার।

"হ্যা, তাদেরকে আমি ভীষণ অপছন্দ করি," বললো পল, "তবে এছাড়া আমার কোনো উপায়ও নেই। ফরাসিরা অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়াতে মেটেও তুষ্ট নয়, তারা তাদের চারপাশে নিজেদের সীমানা বাড়িয়ে চলেছে, নিজেদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ হত্যা করেছে মুখ বন্ধ রাখার জন্য। এখন তারা রক্তপিপাসু জেনারেল বোনাপার্তকে পাঠিয়েছে মাল্টা আর মিশর দখল করতে!" চামড়ার ডেস্কের উপর ছড়িটা রেখে দিলো পল। তার মুখ গ্রীষ্মকালীন ঝড়ের মতোই কালো হয়ে আছে। আলেক্সান্ডার কিছুই বললো না।

"আমি মাল্টার নাইটদের নির্বাচিত গ্র্যান্ডমাস্টার!" বুকের উপর স্বর্ণের মেডেলগুলোতে জোরে জোরে চাপড় মেরে চিৎকার করে বললো পল। "মল্টিজ ক্রশের আট বিন্দুর তারা আমার বুকে! ঐ দ্বীপটা আমার! শত শত বছর ধরে মাল্টার মতো উষ্ণপানির একটি বন্দর খুঁজে বেড়িয়েছি আমরা–অবশেষে যখন সেটা করায়ত্ত করে ফেললাম তখনই কিনা ঐ হারামজাদা ফরাসি খুনিটা চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হাজির হলো সেখানে।" আলেক্সান্ডারের দিকে তাকালো সম্মতি পাবার আশায়।

"একজন ফরাসি জেনারেল কেন এমন একটি দেশ দখল করার চেষ্টা করবে যেটা শতশত বছর ধরে অটোমান সাম্রাজ্যের পাশে কাটা হয়ে ছিলো?" বললো সে, কিন্তু মনে মনে ভাবলো পল কেন এরকম কাজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এতে করে ঐসব মুসলিম তুর্কিদের ভিন্ন দিকে পরিচালিত করা ছাড়া আর কিছুই করা হবে না। যাদের সাথে কন্সটান্টিনোপল আর কৃষ্ণসাগরের দখল নিয়ে তার দাদি দীর্ঘ বিশ বছর যুদ্ধ করে গেছে।

"তুমি কি বুঝতে পারছো না তার আসল উদ্দেশ্যটা কি?" ফিসফিস করে বললো পল।

মাথা ঝাঁকালো আলেক্সান্ডার। "আপনি কি মনে করছেন বৃটিশরা এরচেয়ে ভালো কিছু করবে আপনার জন্য?" বললো সে। "আমার গৃহশিক্ষক লা হার্পে ইংল্যান্ডকে প্রায়শই *পারফিদিয়াস অ্যালবিয়ন* বলে থাকেন..."

"এটা কোনো ইসু না!" চিৎকার করে বললো পল। "বরাবরের মতোই তুমি কবিতা আর রাজনীতি গুলিয়ে ফেলছো। আমি জানি ঐ হারামজাদা নেপোলিওন কেন মিশরে গেছে। সে তার দেশের সরকারকে যা-ই বুঝিয়ে থাকুক না কেন, যতো হাজার সৈন্য নিয়ে ওখানে পদার্পণ করে থাকুক না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না! মহামান্য পোর্তের ক্ষমতাকে পুণপ্রতিষ্ঠা করতে? মামলুকদের হঠাতে? হা! সবই আসল উদ্দেশ্যকে আড়াল করার জন্য বলা হচ্ছে।" আলেক্সান্ডার খুব সতর্ক হয়ে বাবার কথা শুনে গেলো। "আমার কথাটা লিখে রাখতে পারো, সে মিশর জয় করেই ক্ষান্ত থাকবে না। সিরিয়া, আসিরিয়া, ফিনিশিয়া আর ব্যাবিলনের দিকেও মনোযোগ দেবে–যেসব ভূখণ্ড সব সময় দখল করতে

চাইতেন আমার মা। তিনি এমনকি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে তোমার নাম আলেক্সান্ডার এবং তোমার ভাইয়ের নাম কন্সট্যান্টিন রেখেছিলেন।" একটু থেমে ভেবে নিলো পল।

"এই বোনাপার্ত কোনো ভূখণ্ড চায় না–সে চায় ক্ষমতা! প্রচুর বিজ্ঞানী আর গণিতবিদ সাথে করে নিয়ে গেছে : গণিতজ্ঞ মঙ্গি, রসায়নবিদ বার্থোয়ে, পদার্থবিজ্ঞানী ফুরিয়ে...*ইকোলে পলিতেকনিক* আর *ইন্সতিতিউত ন্যাশনাল* খালি করে ফেলেছে সে! শুধুমাত্র ভূখণ্ড দখল করার জন্য? না!"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" চাপাকণ্ঠে বললো আলেক্সান্ডার।

"মন্তগ্নেইন সার্ভিসের সিক্রেটটা ওখানে লুকিয়ে রাখা আছে!" রাগে-ক্ষোভে মুখ বিকৃত করে বললো পল। "এটার পেছনেই সে ছুটছে।"

"কিন্তু বাবা," খুবই সতর্কতার সাথে শব্দ চয়ন করলো আলেক্সান্ডার। "আপনি নিশ্চয় এইসব প্রাচীন রূপকথা বিশ্বাস করেন না? হাজার হোক, মন্তগ্নেইনের অ্যাবিস নিজে–"

"অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি!" চিৎকার করে বললো পল। তারপর উন্মাদগ্রস্ত হয়ে ফিসফিসিয়ে বললো সে, "আমার নিজের কাছেই তো ওটার একটা ঘুঁটি আছে।" হাতের ছড়িটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেললো। "বাকিগুলো এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে! কিন্তু দু'বছর ধরে রোপশা জেলখানায় বন্দী ঐ মহিলার মুখ খুলতে পারি নি। মহিলা যেনো স্ফিংসের মতো অটল। তবে একদিন না একদিন মুখ সে খুলবেই–আর যখন মুখ খুলবে..."

এরপর তার বাবা ফরাসি, বৃটিশ, মাল্টা আর বোনাপার্তকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে কী বললো না বললো সেটা খুব একটা মন দিয়ে শুনলো না আলেক্সান্ডার। এসব কথার কোনো মূল্য আছে বলেও সে মনে করে না। খামোখাই আস্ফালন করছে তার বাবা। সে ভালো করেই জানে পলের নিজের সেনাবাহিনীই তাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।

আলেক্সান্ডার তার বাবার সব ধরণের পরিকল্পনাকে অসাধারন বলে, বাবার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রজ্ঞাকে দারুণ সাধুবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। *তাহলে ঐ অ্যাবিস রোপশা জেলখানায় বন্দী হয়ে আছেন*, ঘর থেকে বের হতে হতে ভাবলো সে। নেপোলিওন বোনাপার্ত একগাদা বিজ্ঞানী নিয়ে মিশরে গেছেন। আর পলের কাছে মন্তগ্নেইন সার্ভিসের একটি ঘুঁটিও আছে। দিনটা খুবই ফলপ্রসু হলো তার জন্য। অবশেষে সবটাই পরিস্কার হয়ে উঠেছে তার কাছে।

উইন্টার প্যালাসের শেষমাথায় ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে যেতে আধঘণ্টা লেগে গেলো আলেক্সান্ডারের। ওখানকার চাকরবাকররা যুবরাজকে দেখে একটু অবাকই হলো। সুন্দর মুখশ্রী, কোকড়ানো বাদামী চুল আর গাঢ় নীল চোখ দেখে তার প্রয়াত দাদি ক্যাথারিনের যৌবনের কথা মনে পড়ে যায় তাদের।

এই ছেলেটাকে তারা মনেপ্রাণে তাদের জার হিসেবে চায়।

আস্তাবলের প্রধানের কাছে যেতেই লোকটা তার ঘোড়ায় স্যাডেল চাপিয়ে দিলো। কালক্ষেপন না করে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলো সে। আস্তাবলের অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো তাকে। তারা জানে সময় এসে গেছে। তার জন্যেই তারা অপেক্ষা করছে। পিটার দি গ্রেটের সময়কাল থেকেই এই ভবিষ্যৎবাণীটি করা হচ্ছে। এই চুপচাপ রহস্যময় আলেক্সান্ডারকে শুধুমাত্র তাদের নেতা হিসেবেই বেছে নেয়া হয় নি বরং সে হয়ে উঠবে রাশিয়ার হৃদয়।

∞

আলেক্সান্ডার সব সময়ই চাষি আর ভূস্বামীদের সংস্পর্শে অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তারা তাকে সাধুসন্ত পর্যায়ের লোক ভাবে–আশা করে তাদের জার হিসেবে যেনো আবির্ভূত হয় সে।

এটা বিপজ্জনকও বটে। পল তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া সিংহাসন বেশ সতর্কতার সাথেই পাহারা দিচ্ছে। যে ক্ষমতার জন্য সে দীর্ঘদিন লালায়িত ছিলো সেটা এখন তার কব্জায়–সুতরাং ইচ্ছেমতো এটার ব্যবহার করে যাচ্ছে। এ কাজে যেনো তার কোনো নিয়ন্ত্রণও নেই।

নেভা নদী পার হয়ে শহরের মার্কেটগুলো পেরিয়ে গেলো সে। বিশাল খোলা প্রান্তর ছাড়িয়ে বনের ভেতর দিয়ে কয়েক ঘণ্টা পথ চলার পর ঘন অরণ্যের মাঝে একটি খালি কুড়েঘরের সামনে চলে এলো। ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা হাতে নিয়ে হেটে গেলো কিছুটা পথ।

তার পরনে এখন কালো সামরিক পোশাক আর পায়ে কালো বুট। এতে করে তাকে সামান্য একজন সৈনিক বলে মনে হচ্ছে। বনেবাদারে এমনি এমনি হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুড়েঘরটার সামনে বেধে রাখা দুটো ঘোড়া দেখতে পেলো।

বনের চারপাশটা চেয়ে দেখলো আলেক্সান্ডার। ধারেকাছে একটা কোকিল তিনবার ডেকে উঠলো–তারপর আর কোনো শব্দ নেই। ঘোড়ার লাগামটা ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলে কুড়েঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো সে।

ভেতরটা একেবারে ঘন অন্ধকার। কিছু দেখতে না পেলেও একটা গন্ধ নাকে এলো–একটু আগে মোমবাতি নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। অন্ধকারে কারোর নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো।

"আপনি কি আছেন?" অন্ধকারে চাপাকণ্ঠে বললো আলেক্সান্ডার। সঙ্গে সঙ্গে কিছু জ্বালানোর শব্দ হতেই একটা মোমবাতি জ্বলে উঠলো। সেই মোমের আলোতে সুন্দর একটি মুখ দেখতে পেলো সে। অসাধারণ সুন্দর লালচুল, জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ তার দিকেই নিবদ্ধ।

"আপনি কি জানতে পেরেছেন?" একেবারে চাপাস্বরে বললো মিরিয়ে।

"হ্যা। উনি রোপশা জেলে আছেন," আশেপাশে কাউকে দেখতে না পেলেও আলেক্সান্ডার ফিসফিসিয়ে বললো। "আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবো। তবে আরো কিছু কথা আছে। আপনি যেমনটি আশংকা করেছিলেন, তার কাছে একটি ঘুঁটি আছে।"

"আর বাকিটা?" শান্তকণ্ঠে বললো মিরিয়ে।

"তার সন্দেহের উদ্রেক না করে এরচেয়ে বেশি জানতে পারি নি। তবে যতোটুকু বলেছে তাতে মনে হয়েছে অলৌকিক ব্যাপার। হ্যা–ফরাসিদের মিশর অভিযানের উদ্দেশ্য আসলে আমরা যা ভাবছি তা নয়। জেনারেল বোনাপার্ত সঙ্গে করে অনেক বিজ্ঞানী নিয়ে গেছেন।"

"বিজ্ঞানী?" সামনের একটা চেয়ারে বসে বললো মিরিয়ে।

"গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ," আলেক্সান্ডার বললো।

পেছন ফিরে ঘরের এককোণে তাকালো মিরিয়ে। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো দীর্ঘ আর পেটানো শরীরের শাহিন। কালো আলখেল্লা পরে আছে যথারীতি। তার একহাত ধরে আছে পাঁচ-ছয় বছরের এক ছোট্ট ছেলে। আলেক্সান্ডারের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো সে। যুবরাজও পাল্টা হাসি ছুঁড়ে দিলো।

"আপনি শুনলেন তো?" শাহিনকে বললো মিরিয়ে। নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "নেপোলিওন এখন মিশরে আছে, তবে আমার অনুরোধে নয়। ওখানে সে কি করছে? কতোটুকু জানতে পেরেছে সে? আমি চাই সে ফ্রান্সে ফিরে আসুক। আপনি যদি এখনই রওনা দেন তাহলে কতো দ্রুত তার কাছে পৌছাতে পারবেন?"

"সম্ভবত সে আলেক্সান্দ্রিয়া কিংবা কায়রোতে আছে," বললো শাহিন। "তুর্কি সাম্রাজ্য পার হতে পারলে ঐ দুটো জায়গার যেকোনো একটিতে পৌছাতে দুই চাঁদের বেশি সময় লাগবে না। আমার সঙ্গে অবশ্যই আল-কালিমকে নিয়ে যাবো–ঐসব অটোমানরা তাদের পয়গম্বরকে দেখবে। পোর্তে আমাকে লেতিজিয়া বোনাপার্তের ছেলের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।"

বিস্ময়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলো আলেক্সান্ডার। "আপনারা এমনভাবে কথা বলছেন যেনো জেনারেল বোনাপার্তকে চেনেন," মিরিয়েকে বললো সে।

"জেনারেল একজন কর্সিকান," কাটাকাটাভাবে বললো মিরিয়ে। "তার চেয়ে আপনার ফরাসি অনেক ভালো। তবে এ নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারি না আমরা–দেরি হবার আগেই আমাকে রোপশা'তে নিয়ে যান।"

আলেক্সান্ডার দরজার দিকে পা বাড়াতেই দেখতে পেলো তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট চ্যারিয়ট।

"আল-কালিম আপনাকে কিছু বলতে চাচ্ছে, ম্যাজেস্টি," চ্যারিয়টের দিকে ইঙ্গিত করে বললো শাহিন। আলেক্সান্ডার তার দিকে তাকাতেই বাচ্চাটা হেসে ফেললো।

"খুব জলদি আপনি রাজা হবেন," শিশুতোষ কণ্ঠে বললো চ্যারিয়ট। আলেক্সান্ডার হেসে ফেললো, কিন্তু বাচ্চাটার পরের কথায় তার সেই হাসি উবে গেলো মুহূর্তে। "আপনার হাতে রক্তের দাগ আপনার দাদির চেয়ে কম লাগবে, তবে এই রক্তপাত হবে একই কাজের জন্য। আপনি যে লোককে শ্রদ্ধা করেন সে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে–আমি তীব্র শীত আর দাবানল দেখতে পাচ্ছি। আপনি আমার মাকে সাহায্য করছেন, এজন্যে আপনি ঐ বেঈমানের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন। বেঁচে থাকবেন পঁচিশ বছর ধরে দেশ শাসন করার জন্য..."

"চ্যারিয়ট, যথেষ্ট হয়েছে!" রেগেমেগে বললো মিরিয়ে।

আলেক্সান্ডার বরফের মতো জমে রইলো। "এই বাচ্চাটার দিব্যদৃষ্টি আছে!" বিড়বিড় করে বললো সে।

"সেজন্যে সুযোগ পেলেই সেটা ব্যবহার করে," ঝাঁঝের সাথে বললো মিরিয়ে। যুবরাজকে নিয়ে বের হয়ে গেলো সে। শাহিনের দিকে তাকাতেই বাচ্চাটার কণ্ঠ আবারো শুনতে পেলো :

"আমি দুঃখিত, *মামান*," কাঁদো কাঁদো গলায় বললো সে। "আমি ভুলে গেছিলাম। কথা দিচ্ছি আর কখনও এটা করবো না।"

∞

রোপশা জেলখানাটি দেখে বাস্তিলকে প্রাসাদ বলে মনে হলো। ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে, কোনো জানালা নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুই বছর ধরে অ্যাবিস এখানে থাকার পরও বেঁচে আছেন। কালচে পানি আর শূয়োরের বিষ্ঠার মতো খাবার দেয়া হয় তাকে। এই দুই বছর প্রতিটি দিন মিরিয়ে তার অবস্থান জানার চেষ্টা করে গেছে।

আলেক্সান্ডার তাকে নিয়ে জেলখানার ভেতরে ঢুকে পড়লো, গার্ডদের সাথে কথা বললো সে। তারা তাকে তার বাবার চেয়েও অনেক বেশি পছন্দ করে। তার প্রতিটি কথা তাদের কাছে শিরোধার্য। মিরিয়ে এখনও চ্যারিয়টের হাত ধরে আছে। আলেক্সান্ডার আর শাহিনসহ ল্যাম্প হাতে এক গার্ডের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলো সে।

জেলখানার অনেক গভীরে অ্যাবিসের সেলটা অবস্থিত। সেল বলতে আসলে ছোট্ট একটি গর্ত, ভারি লোহার দরজা ছাড়া আর কিছু নেই। ঢোকার আগে মিরিয়ের ভেতরে এক ধরণের ভীতি জেঁকে বসলো। ভেতরে ঢুকেই দেখতে

পেলো কঙ্কালসার এক বৃদ্ধমহিলা শুয়ে আছে। হাটু মুড়ে বসে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো মিরিয়ে। উঠে বসালো কোনোমতে।

চ্যারিয়ট কাছে এসে অ্যাবিসের হাতটা ধরলো। "*মামান*," বললো সে, "এই বৃদ্ধমহিলা খুবই অসুস্থ। তিনি চাচ্ছেন মৃত্যুর আগে এখান থেকে যেনো তাকে বের করা হয়..." তার দিকে তাকিয়ে আলেক্সান্ডারের দিকে মুখ তুলে তাকালো মিরিয়ে।

"দেখি আমি কি করতে পারি," বললো সে। গার্ডকে নিয়ে বাইরে চলে গেলো এবার। বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো শাহিন। অনেক চেষ্টা করে অ্যাবিস চোখ দুটো খুলতেই আবার বন্ধ করে ফেললেন। মিরিয়ে উপুড় হয়ে বৃদ্ধার বুকে মাথা রাখলো। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার। চ্যারিয়ট তার মার কাঁধে হাত রাখলো পেছন থেকে।

"উনি কিছু বলতে চাচ্ছেন," মাকে বললো সে। "আমি উনার চিন্তাভাবনাগুলো শুনতে পাচ্ছি...উনি চাচ্ছেন না অন্য কেউ তাকে কবর দিক...মা," ফিসফিস করে বললো চ্যারিয়ট। "উনার পোশাকের ভেতরে কিছু একটা আছে! উনি চাচ্ছেন আমরা যেনো সেটা নিয়ে নেই।"

"হায় ঈশ্বর," আলেক্সান্ডার ঘরে ঢুকতেই বললো মিরিয়ে।

"চলুন, গার্ডরা তাদের সিদ্ধান্ত বদলাবার আগেই উনাকে নিয়ে যাই," ফিসফিস করে বললো সে। শাহিন পাজাকোলা করে তুলে নিলো অ্যাবিসকে। তারা চারজন জেলখানা থেকে কোনো রকম বাধা ছাড়াই বেরিয়ে এলো। ঘোড়াগুলো যেখানে রেখে গেছিলো সেখানেই চলে এলো সবাই। একহাতে কঙ্কালসার অ্যাবিসকে খুব সহজেই ধরে ঘোড়ায় উঠে যেতে পারলো শাহিন। তারা সবাই এবার বনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো ঘোড়ায় চড়ে।

বনের খুব গভীরে নিরিবিলি জায়গায় এসে সবাই থামলো। অ্যাবিসকে ঘোড়া থেকে নামাতে সাহায্য করলো আলেক্সান্ডার। মিরিয়ে তার গায়ের চাদরটা খুলে বিছিয়ে দিলো মাটির উপর, সেখানে রাখা হলো অ্যাবিসকে। মন্তগ্লেইনের অ্যাবিস চোখ বন্ধ করে রাখলেও মুখ ফুটে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কাছের একটি ঝর্ণা থেকে হাতে করে পানি এনে অ্যাবিসের মুখে ঢেলে দিলো আলেক্সান্ডার।

"আমি জানতাম..." ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বললেন মৃত্যুপথযাত্রি বৃদ্ধা।

"আপনি জানতেন আমি আসবো," মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো মিরিয়ে। "তবে আমার আশংকা আমি বড্ড দেরি করে ফেলেছি। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন–আপনাকে যথাযথ খৃস্টিয় রীতিতেই কবর দেয়া হবে। আমি আপনার কনফেশন নেবো এখানে।" অশ্রু ঝরে পড়লো দু'চোখ বেয়ে। শক্ত করে অ্যাবিসের হাতটা ধরে রাখলো সে। চ্যারিয়ট তার মার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"মা, এটা উনার জামার মধ্যে আছে–কাপড় আর লাইনিংয়ের মাঝখানে!" চিৎকার করে বললো বাচ্চাটা। শাহিন এগিয়ে এসে তার বোওসাদি চাকুটা দিয়ে কাপড় কাটতে উদ্যত হলে মিরিয়ে তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখলো। ঠিক তখনই চোখ খুলে অ্যাবিস কথা বললেন।

"শাহিন," মৃদু হেসে বললেন তিনি, মাথাটা একটু তুলে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করলেন। "তোমরা তোমাদের পয়গম্বরকে অবশেষে খুঁজে পেয়েছো। আমি তোমার আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছি...খুব জলদি। আমি তোমার ভালোবাসা...তার কাছে পৌছে দেবো..." তার হাতটা পড়ে যেতেই চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো। মিরিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেও অ্যাবিসের ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠলো। কাছে এসে অ্যাবিসের কপালে আলতো করে চুমু খেলো চ্যারিয়ট। "কাপড়টা কাটবেন না..." বললো মিরিয়ে। তারপরই অ্যাবিসের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না।

মিরিয়ে মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলে আলেক্সান্ডার এবং শাহিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। বেশ কয়েক মিনিট এভাবে চলে যাওয়ার পর মাকে একপাশে সরিয়ে নিলো চ্যারিয়ট। ছোটো ছোটো হাতেই অ্যাবিসের শরীর থেকে ভারি আলখেল্লাটি খুলে ফেললো সে। গাউনের সামনের প্যানেলের লাইনিংয়ে অ্যাবিস তার নিজের রক্ত দিয়ে একটা দাবাবোর্ড এঁকে রেখেছেন–দীর্ঘদিন পর সেই রক্তের রঙ অনেকটা বাদামি হয়ে গেছে। প্রতিটি বর্গে খুব যত্নের সাথে একটি করে সিম্বল এঁকেছেন তিনি। চ্যারিয়ট শাহিনের দিকে তাকালে সে তার হাতে চাকুটা তুলে দিলো। খুব সাবধানে আলখেল্লার সাথে যে আলগা কাপড়টা সেলাই করে লাগানো আছে সেটা খুলে ফেললো সে। দাবাবোর্ড আঁকা আছে যে কাপড়ে তার নীচে নীল রঙের আরেকটি কাপড়–সেই কাপড়ের উপর জ্বলজ্বল করছে কতোগুলো রত্ন।

প্যারিস
জানুয়ারি ১৭৯৯

শার্ল মরিস তয়িরাঁ ডিরেক্টরি অফিস থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণে রাখা ঘোড়াগাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো খোঁড়া পায়ে। পাঁচজন ডিরেক্টর তাকে আমেরিকান ডেলিগেটদের কাছ থেকে ঘুষ নেবার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, অপমান করেছে। নিজের কাজকে জায়েজ করা কিংবা সাফাই গাওয়ার জন্য সে গর্বিত–সাম্প্রতিক সময়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও সে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে। তাদের এসব অভিযোগের কথা চুপচাপ শুনে গেছে সে। কথা বলতে বলতে যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তয়িরাঁ কোনো কথা না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

ঘোড়াগাড়ির সামনে এসে কোচোয়ানকে রওনা দেবার ইশারা করে দরজা খুলে উঠে পড়লো তয়িরাঁ। কিন্তু সিটে বসতেই অন্ধকারে কিছু একটা নড়ে ওঠার শব্দ শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেলো সে।

"ভয় পেও না," একটা নারী কণ্ঠ আস্তে করে বললো তাকে–কণ্ঠটা শুনেই তার শিরদাড়া বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো। গ্লোভ পরা একজোড়া হাত তার মুখ ধরে রেখেছে। ঘোড়াগাড়িটা রাস্তায় নামলে দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো ক্রিমের মতো গায়ের রঙ আর লালচে চুলগুলো।

"মিরিয়ে!" মুখটা সরিয়ে নিয়ে চিৎকার করে বললো তয়িরাঁ, কিন্তু গ্লোভ পরা হাতটা আবারো চেপে বসলো তার মুখের উপর। কি ঘটছে বোঝার আগেই তাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলো সে। কি করবে না করবে ভেবে পেলো না। তার মাথায় হাজারটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে সে বুঝি পাগলই হয়ে যাবে।

"তুমি জানো কতো আকুল হয়ে তোমাকে খুঁজেছি–শুধু এখানে না, অনেক জায়গায়। আমাকে ছেড়ে কিভাবে এতোদিন থাকতে পারলে? আমি তো ভেবেছিলাম..." মিরিয়ে তার মুখের উপর হাত রেখে চুপ করিয়ে দিলো। তার শরীরের গন্ধ নিয়ে তার বুকে মুখ ঘষলো তয়িরাঁ। মিরিয়ের চোখ বেয়ে যে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়লো তার সবটাই জিভ দিয়ে চেটে নিলো সে। একে অন্যেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলো তারা।

রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে মিরিয়েকে নিয়ে তার বাড়িতে চলে এলো সে। বড় বড় ফ্রেঞ্চ জানালাগুলো বন্ধ করে দিলো তয়িরাঁ। তারপর মিরিয়েকে কোলে করে নিয়ে এলো বিছানার উপর। কোনো কথা বললো না কেউ। মেয়েটার শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলে তাকে নগ্ন করে ফেললো, হারিয়ে গেলো তার রক্তমাংসের মধ্যে।

"ভালোবাসি," বললো সে। "অনেক ভালোবাসি তোমাকে।" এই প্রথম এই শব্দগুলো কাউকে বললো সে।

"তোমার ভালোবাসা আমাদেরকে এক সন্তান উপহার দিয়েছে," ফিসফিস করে বললো মিরিয়ে। জানালার পর্দার ফাঁক গলে আসা পূর্ণিমার আলোয় তার মুখের দিকে তাকালো।

"আমরা আরেকটি উপহার পাবো," কথাটা বলতেই টের পেলো কামনার তীব্রতা ঝড়ের মতো গ্রাস করলো তাকে।

∞

"ওগুলো আমি মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছি," বিছানার নীচে কাঠের মেঝেতে বসে আছে তয়িরাঁ। "আমেরিকার গ্রিন মাউন্টেনে–কর্তিয়াদি অবশ্য কাজটা করার

জন্য বারণ করেছিলো আমাকে। আমার চেয়ে তার বিশ্বাসের জোর বেশিই ছিলো। সে মনে করতো তুমি বেঁচে আছো।" খোলা চুলে গায়ের পোশাকটা কোনো রকম জড়িয়ে টেবিলে বসে আছে মিরিয়ে, তার দিকে চেয়ে হেসে বললো সে। তাকে দেখে এতো সুন্দর লাগছে যে আবারও সঙ্গম করতে ইচ্ছে করলো তার। কিন্তু তাদের মাঝখানে এখন কর্তিয়াদি বসে আছে। চুপচাপ তাদের কথা শুনে যাচ্ছে সে।

"কর্তিয়াদি," নিজের সুতীব্র কামনাকে দমন করে বললো, "আমার একটি সন্তান আছে–ছেলে। আমার নামে তার নাম রাখা হয়েছে চ্যারিয়ট।" এবার মিরিয়ের দিকে তাকালো। "কখন আমি সেই প্রোডিজি ছেলেটাকে দেখতে পাবো?"

"খুব শীঘ্রই," বললো মিরিয়ে। "সে মিশরে গেছে, জেনারেল বোনাপার্তের শিবিরে। তুমি এই নেপোলিওনকে কতোটা চেনো?"

"আমিই তাকে ওখানে যাবার জন্যে রাজি করিয়েছিলাম, কিংবা বলা যায় সে আমার কথায় বিশ্বাস করেছিলো।" বোনাপার্ত এবং ডেভিডের সাথে তার সাক্ষাতের কথাটা সংক্ষেপে জানালো তাকে। "এভাবেই আমি জানতে পারলাম তুমি বেঁচে আছো, তোমার একটি সন্তান আছে," বললো সে। "ডেভিড আমাকে মারাতের কথা বলেছিলো।" মিরিয়ে এমনভাবে মাথা ঝাঁকালো যেনো এইসব চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

"আরো কিছু ব্যাপার আছে তোমার জানা দরকার," কর্তিয়াদির দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বললো তয়িরাঁ। "ক্যাথারিন গ্র্যান্ড নামের এক মহিলা আছে। সেও মন্তগ্নেইন সার্ভিসটা খুঁজছে। ডেভিড আমাকে বলেছে, রোবসপাইয়ে এই মহিলাকে শ্বেতরাণী বলে অভিহিত করেছে..."

মিরিয়ের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। মাখনের চাকুটা এমন শক্ত করে ধরলো যে তার হাতটাই বুঝি কেটে যাবে। কোনো কথা বললো না। কর্তিয়াদি তার জন্য এক গ্লাস শ্যাম্পেইন ঢেলে দিলো। তয়িরাঁর চোখে চোখ রাখলো সে।

"ও এখন কোথায়?" ফিসফিসিয়ে বললো মিরিয়ে।

"গতরাতে যদি তোমাকে আমি খুঁজে না পেতাম," আস্তে করে বললো সে, "তাহলে সে আজ আমার বিছানায় থাকতো।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মিরিয়ে। পেছন থেকে তয়িরাঁ এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

"আমার জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে," তার কানে কানে বললো। "আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছো। মেয়েটাকে দেখলে তুমি সব বুঝতে পারবে।"

"আমি তাকে দেখেছি." নির্বিকার কণ্ঠে বললো মিরিয়ে। ঘুরে তার চোখে চোখ রাখলো। "ঐ মেয়েটাই সব নাটেরগুরু। তার কাছে আটটি ঘুঁটি রয়েছে..."

"সত্যি," বললো তয়িরাঁ। "আমার কাছে আছে অষ্টম ঘুঁটিটা।" বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলো মিরিয়ে।

"বাকিগুলোর সাথে ওটাও আমরা বনের মধ্যে পুঁতে রেখেছি," বললো তাকে। "কিন্তু মিরিয়ে, আমি ওগুলো মাটির নীচে রেখে ঠিক কাজটাই করেছি। ঐ ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি বলতে পারো। এক সময় আমিও ওগুলো পেতে চেয়েছি। ভ্যালেন্টাইন আর তোমার সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করেছি বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্য। কিন্তু শেষে দেখা গেলো তুমিই আমার হৃদয় জয় করে ফেলেছো।" শক্ত করে তার কাঁধটা ধরলো সে। মিরিয়ের মনে কোন্ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা ধরতে পারলো না। "আমি তোমাকে ভালোবাসি। ঘৃণার এই অতল গহ্বরে আমরা সবাই কি ডুবে মরবো? এই খেলাটা কি এরইমধ্যে আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু কেড়ে নেয় নি?..."

"অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে," তিক্তমুখে বললো সে। "এতো বেশি কেড়ে নিয়েছে যে ভুলে যাওয়া কিংবা ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। ঐ মেয়েটা পাঁচজন নানকে নিজের হাতে খুন করেছে। ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুর জন্যেও সে দায়ি। কাজটা সে করিয়েছে মারাত আর রোবসপাইয়েকে দিয়ে। তুমি ভুলে গেছো–আমি তাকে চোখের সামনে পশুর মতো খুন হতে দেখেছি!" তার সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে এখন। "তাদের সবাইকে আমি মরে যেতে দেখেছি–ভ্যালেন্টাইন, অ্যাবিস, মারাত। শার্লোত্তে করদে আমাকে বাঁচাতে নিজের জীবন দিয়েছেন! এই মহিলাকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেতেই হবে। তোমাকে বলে রাখছি, ঐসব ঘুঁটিগুলো যেকোনো মূল্যেই হোক আমাকে পেতেই হবে!"

তয়িরাঁ অশ্রুসজল চোখে তার দিকে তাকালো। কর্তিয়াদি পেছন থেকে তার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলে ফিরে দেখলো তাকে।

"মঁসিয়ে, উনি ঠিক কথাই বলছেন," আস্তে করে বললো সে। "সুখের জন্য আমরা যতোই ব্যাকুল হই না কেন, যতোই চোখ বন্ধ করে রাখি না কেন–এই খেলাটা কখনও শেষ হবে না, যতোক্ষণ না সবগুলো অংশ একত্র করে কোথাও রাখি। আমার মতো আপনিও এটা ভালো করে জানেন। মাদাম গ্র্যান্ডকে অবশ্যই থামাতে হবে।"

"এরইমধ্যে যথেষ্ট রক্তপাত কি ঘটে নি?" জানতে চাইলো তয়িরাঁ।

"প্রতিশোধ নেবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই," বললো মিরিয়ে। "আমি ঘুঁটিগুলো চাই–খেলাটা অবশ্যই শেষ করতে হবে।"

"সে নিজে থেকেই আমাকে একটা ঘুঁটি দিয়েছিলো," বললো তয়িরাঁ। "তাকে মেরে কেটে ফেললেও বাকিগুলো কাউকে দেবে না।"

"তুমি যদি তাকে বিয়ে করো," বললো মিরিয়ে, "তাহলে ফরাসি আইনে তার সব সম্পত্তি তোমার হয়ে যাবে। সে চলে আসবে তোমার অধীনে।"

"বিয়ে!" রেগেমেগে চিৎকার করে বললো তয়িরাঁ। "কিন্তু আমি তো ভালোবাসি তোমাকে! তাছাড়া আমি ক্যাথলিক চার্চের একজন বিশপ। আমার বেলায় ফরাসি আইন নয়, রোমান আইনই প্রযোজ্য হবে।"

কর্তিয়াদি গলা খাকারি দিলো। "মঁসিয়ে, আপনি পোপের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অনুমোদন পাবেন," ভদ্রভাবে বললো কথাটা। "এসব আইনের ব্যতিক্রমের নজিরও অনেক আছে।"

"কর্তিয়াদি, দয়া করে ভুলে যেও না তুমি কার অধীনে কাজ করছো," রেগেমেগে বললো তয়িরাঁ। "প্রশ্নই ওঠে না। এই মেয়েটা সম্পর্কে তোমরা যা বললে তারপর কি করে এ কথা বলতে পারলে? ঐ অভিশপ্ত সাতটি ঘুঁটির জন্য তোমরা আমার আত্মা বিক্রি করে দিতে চাইছো!"

"এই খেলাটা চিরতরের জন্য শেষ করার প্রয়োজনে," দৃঢ়কণ্ঠে বললো মিরিয়ে, "আমি আমার নিজের আত্মা বিক্রি করে দেবো।"

কায়রো, মিশর
ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯

গিজার পিরামিডের সামনে এসে চ্যারিয়টকে আগে নামিয়ে উট থেকে নেমে পড়লো শাহিন। মিশরে পৌছানোর পরই সে চেয়েছিলো চ্যারিয়টকে এই পবিত্র জায়গায় নিয়ে আসার জন্য। বিশাল আকৃতির স্ফিংসের সামনে ছুটে গেলো চ্যারিয়ট।

"এটা হলো স্ফিংস," শাহিন বললো চ্যারিয়টের কাছে এসে। লালচে চুলের বাচ্চা ছেলেটার বয়স এখন প্রায় ছয় বছর। কাবিল, আরবি আর ফরাসি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে সে। সুতরাং তার সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে শাহিন। "খুবই প্রাচীন আর রহসময় একটি মূর্তি। শরীরটা সিংহের মতো, কিন্তু মুখটা একজন নারীর। রাশিচক্রে সে লিও আর ভার্জিনের মাঝখানে বসে আছে। যেখানে গ্রীষ্মের বিষুবের সময় সূর্যাস্ত হয়।"

"এটা যদি মহিলার মুখ হয়ে থাকে তাহলে তার দাড়ি আছে কেন?" স্ফিংসের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে চ্যারিয়ট প্রশ্ন করলো।

"সে একজন মহানরাণী–নৈশরাণী," জবাবে বললো শাহিন। "তার গ্রহ হলো বুধ, সারিয়ে তোলার দেবি। দাড়িটা অসাধারণ ক্ষমতার নিদর্শন প্রকাশ করছে।"

"আমার মাও তো মহানরাণী–তুমি বলেছো আমাকে," বললো চ্যারিয়ট। "কিন্তু তার তো কোনো দাড়ি নেই।"

"হয়তো তোমার মা তার নিজের ক্ষমতা সবাইকে দেখাতে চায় না সেজন্যে," বললো শাহিন।

বিশাল বালিময় প্রান্তরের দিকে তাকালো তারা দু'জন। বেশ দূরে কিছু তাবু দেখা যাচ্ছে। ওখানে যাবার জন্যেই তারা এসেছে। তার পাশেই বিশাল বিশাল পিরামিড সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। গাঢ় নীলচোখে শাহিনের দিকে তাকালো চ্যারিয়ট।

"ওগুলো কারা বানিয়েছে?" জানতে চাইলো সে।

"হাজার হাজার বছর ধরে অসংখ্য রাজা এসব বানিয়েছে," বললো শাহিন। "এসব রাজারা ছিলো মহান পুরোহিত। আরবিতে তাদেরকে *কাহিন* বলে ডাকা হয়। যে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। ফিনিশিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান আর খাবিরুরা–যাদেরকে তোমরা হিব্রু বলে ডাকো–পুরোহিতকে বলে *কোহেন*। আর আমার মাতৃভাষায় একে বলে *কাহুনা*।"

"আমি সেরকমই একজন?" শাহিনকে বললো চ্যারিয়ট। দূরে ঐ ক্যাম্প থেকে কিছু ঘোড়া এগিয়ে আসতে দেখলো তারা।

"না," শান্তকণ্ঠে বললো শাহিন। "তুমি তারচেয়েও বেশি।"

ঘোড়াগুলো তাদের কাছে আসতেই এক তরুণ ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলো তাদের দিকে। হাতের গ্লাভটা খুলে ফেললো সে। কাঁধ অবধি নেমে আসা বাদামি চুল আর দেখতে বেশ সুশ্রী। ছোট্ট চ্যারিয়টের সামনে এসে এক হাটু মুড়ে বসে পড়লো সেই তরুণ।

"তাহলে তুমি এসে গেছো," বললো তরুণ। ফরাসি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা। "মিরিয়ের ছেলে! আমি জেনারেল বোনাপার্ত–তোমার মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু সে নিজে কেন এলো না? তুমি নাকি একা একাই এসেছো, আমাকে খুঁজছো।"

চ্যারিয়টের লালচে চুলে হাত বোলালো নেপোলিওন, তারপরই শাহিনের দিকে ফিরে বো করলো সে।

"আপনি নিশ্চয় শাহিন," জবাবের অপেক্ষা না করেই বললো জেনারেল। "আমার নানি অ্যাঞ্জেলা-মারিয়া দি পিয়েত্রা-সান্তা প্রায়ই বলতেন আপনি একজন মহানব্যক্তি। উনিই তো এই ছেলেটার মাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাই না? পাঁচ বছর আগের ঘটনা হবে কিংবা আরো বেশি..."

শাহিন তার মুখের নেকাবটা আবার তুলে নিলো। "আল-কালিম আপনার কাছে একটি জরুরি বার্তা নিয়ে এসেছে," শান্তকণ্ঠে বললো সে। "এটা শুধু আপনিই শুনবেন।"

"আসো, আসো," সৈনিকদের বললো নেপোলিওন। "এরা আমার অফিসার। ভোরের দিকে আমরা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো–কঠিন ভ্রমণ। যা-ই হোক না কেন, আজরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে। গভর্নরের প্রাসাদে আজরাতে আপনাদের দু'জনকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" কথাটা বলেই চলে

যেতে উদ্যত হবে এমন সময় জেনারেল বোনাপার্তের হাতটা ধরে ফেললো চ্যারিয়ট।

"এই অভিযানের ভাগ্য ভালো নয়," বললো ছোট্ট ছেলেটি। অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো নেপোলিওন। কিন্তু চ্যারিয়টের কথা শেষ হয় নি। "আমি দুর্ভিক্ষ আর পিপাসা দেখছি। অনেক মানুষ মারা যাবে, কোনো কিছুই জয় করা হবে না। আপনাকে এক্ষুণি ফ্রান্সে ফিরে যেতে হবে। সেখানে গেলে আপনি মহান এক নেতা বনে যাবেন। এই পৃথিবীর উপর অনেক বেশি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তবে সেটা মাত্র পনেরো বছর টিকে থাকবে। তারপরই শেষ হয়ে যাবে..."

একটু বিব্রত বোধ করলেও পরক্ষণেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে।

"তারা বলাবলি করছে তোমাকে নাকি ক্ষুদে পয়গম্বর বলে ডাকা হয়," চ্যারিয়টের দিকে চেয়ে হেসে বললো জেনারেল। "ক্যাম্পে সৈনিকেরা বলাবলি করে, তাদের কার কতোটা সন্তান হবে, কোন্ যুদ্ধে তারা জিতবে কিংবা হারবে এসব ভবিষ্যৎবাণী করেছো। এরকম দিব্যদৃষ্টির অস্তিত্ব থাকলে কতোই না ভালো হতো। জেনারেলরা যদি পয়গম্বর হতো তাহলে তারা অনেক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি এড়াতে পারতো।"

"এরকম একজন পয়গম্বর ছিলেন যিনি একইসাথে একজন জেনারেলও ছিলেন," আস্তে করে বললো শাহিন। "তার নাম মুহাম্মদ।"

"আমার নিজের কাছে কোরান আছে, আমি সেটা পড়ি, বন্ধু," হেসে বললো নেপোলিওন। "কিন্তু তিনি যুদ্ধ করেছেন সৃষ্টিকর্তার জন্য। আমরা ফরাসিরা শুধুমাত্র ফ্রান্সের জন্য যুদ্ধ করি।"

"কিন্তু যে নিজের গৌরবের জন্য যুদ্ধ করে তার সাবধান হওয়া দরকার," বললো চ্যারিয়ট।

নেপোলিওন শুনতে পেলো সৈনিকেরা গজগজ করে কথা বলছে আর ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চ্যারিয়টের দিকে। জেনারেলের হাসিটা মিইয়ে গেলো। নিজের রাগ দমন করতে বেগ পেলো সে। "একটা বাচ্চা ছেলে আমাকে অপমান করবে সেটা আমি মেনে নেবো না," দাঁতে দাঁত পিষে বললো জেনারেল। তারপর উচ্চস্বরে আরো বললো, "তুমি যেমনটি ভাবছো আমার গৌরব এতো দ্রুত ফুরিয়ে যাবে না। ভোরের দিকে আমি সিনাইর দিকে মার্চ করবো। আর শুধুমাত্র আমার দেশের সরকারের আদেশেই দেশে ফিরে যাবো আমি, অন্য কারোর কথায় নয়।"

বড় বড় পা ফেলে নিজের ঘোড়ার উপর উঠে গেলো বোনাপার্ত। চলে যাবার আগে একজন অফিসারকে বলে গেলো চ্যারিয়ট আর শাহিনকে যেনো কায়রোর প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয় ডিনারের জন্য। তারপরই বাকিদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলো নেপোলিওন।

সৈনিককে শাহিন বললো তারা নিজেরাই প্রাসাদে যেতে পারবে, এই বাচ্চাটা খুব কাছ থেকে পিরামিড দেখে নি, তাই তাকে একটু ঘুরিয়ে টুরিয়ে প্রাসাদে চলে যাবে তারা। সৈনিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গেলো তাদের রেখে। চ্যারিয়ট শাহিনের হাতটা ধরলে তারা বিস্তৃত সমতলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

"শাহিন," বললো চ্যারিয়ট, "জেনারেল বোনাপার্ত কেন রেগে গেলেন? আমি যা বলেছি সত্যিই তো বলেছি।"

শাহিন চুপ মেরে রইলো কিছুক্ষণ। "ভাবো তুমি অন্ধকার জঙ্গলে আছো," অবশেষে বললো সে, "তোমার একমাত্র সঙ্গি হলো পেঁচা, যে অন্ধকারেও দেখতে পায়। ঠিক এ ধরণের দৃষ্টিই তোমার আছে–পেঁচা অন্ধকারে দেখতে পায় তুমি দেখতে পাও ভবিষ্যৎ। এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে তুমি কি ভয় পেতে না?"

"হয়তো," চ্যারিয়ট স্বীকার করলো। "তবে আমি কোনোভাবেই রাগ করতাম না, যদি ঐ পেঁচা আমাকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতো!"

শাহিন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে স্বভাববিরুদ্ধভাবেই হেসে ফেললো।

"অন্যের কাছে নেই এরকম কোনো কিছু থাকা সব সময়ই কঠিন–আর প্রায়শই বিপজ্জনক," বললো সে। "কখনও কখনও তাদের অন্ধকারে রাখাটাই ভালো।"

"মন্তগ্নেইন সার্ভিসের মতো," বললো চ্যারিয়ট। "মা বলেছে এটা নাকি হাজার বছর ধরে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো।"

"হ্যা," বললো শাহিন। "সেটার মতোই।"

ঠিক এমন সময় তারা বিশাল একটি পিরামিডের কাছে চলে এলো। তাদের সামনে মাটিতে কাপড় পেতে বসে আছেন এক লোক। তার সামনে অসংখ্য প্যাপিরাসের স্ক্রল। পিরামিডের দিকে চেয়ে ছিলেন, চ্যারিয়ট আর শাহিন কাছে চলে এলে তাদের দিকে তাকালেন তিনি। তাদেরকে চিনতে পেরে হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে।

"ক্ষুদে পয়গম্বর!" উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি। "আমি আজ ক্যাম্পে ছিলাম, সৈনিকেরা বলছে আপনারা ফ্রান্সে ফিরে যাবার জন্য যে উপদেশ জেনারেলকে দেবার কথা ভাবছেন সেটা নাকি তিনি কানেই তুলবেন না! তিনি ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস করেন না। হয়তো ভাবছেন তার নবম ক্রুসেডটায় তিনি সফল হবেন, এর আগের আটটি ব্যর্থ হয়েছে।"

"মঁসিয়ে ফুরিয়ে!" বললো চ্যারিয়ট, ছুটে গেলো পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে। "আপনি কি পিরামিডের সিক্রেটটা আবিষ্কার করেছেন? আপনি তো এখানে অনেক দিন ধরে আছেন, কঠোর পরিশ্রম করছেন।"

"না," মুচকি হেসে বললেন ফুরিয়ে, চ্যারিয়টের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। "এইসব কাগজের সংখ্যাগুলো আরবি সংখ্যা। বাকিটা হিজিবিজি, পড়ার

অযোগ্য। ছবির ড্রইং এরকম কিছু আর কি। তারা বলে তারা নাকি রোসেট্টায় কিছু পাথর খুঁজে পেয়েছে। সেটার উপর কয়েকটি ভাষায় কিছু লেখা আছে। হয়তো সেগুলো সবকিছু অনুবাদ করার কাজে সাহায্য করবে। তারা ওগুলো ফ্রান্সে নিয়ে গেছে। কিন্তু যে সময়ের মধ্যে তারা ওটার মর্মোদ্ধার করবে ততোদিনে আমি মরে ভূত হয়ে যাবো!" হেসে শাহিনের হাতটা ধরলেন তিনি। "তোমার এই ছোট্ট সঙ্গি যদি সত্যি পয়গম্বর হয়ে থাকে তাহলে সে হয়তো এইসব ছবিগুলো পড়তে পারবে, আমাদেরও অনেক সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে দেবে।"

"শাহিন তাদের মধ্যে কিছু কিছু ছবি বোঝে," গর্বিতভাবে বললো চ্যারিয়ট। পিরামিডের কাছে এগিয়ে গিয়ে এর দেয়ালে খোদাই করা এবং আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো সে। "এই ছবিটা–পাখির মাথার লোকটা–উনি হলেন মহান দেবতা থোথ। একজন ডাক্তার ছিলেন, রোগ সারাতে পারতেন। তিনি লেখা উদ্ভাবন করেছিলেন। সবার নাম মৃত্যুপুস্তকে লেখার দায়িত্ব তার। শাহিন বলেছেন, প্রত্যেক মানুষকেই জন্মের সময় একটি গোপন নাম দেয়া হয়, সেটা লেখা থাকে পাথরে। সে যখন মারা যায় তখন সেটা তার হাতে দেয়া হয়। আর প্রত্যেক দেবতার নামের জায়গায় দেয়া হয় একটি সংখ্যা..."

"সংখ্যা!" শাহিনের দিকে চট করে তাকালেন ফুরিয়ে। "তুমি এইসব ড্রইং পড়তে পারো?"

মাথা ঝাঁকালো শাহিন। "আমি শুধু পুরনো গল্পগুলো জানি," ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে বললো সে। "আমার সম্প্রদায়ের লোকজন সংখ্যাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাদেরকে স্বর্গীয় সম্পদ বলে মনে করে। আমরা বিশ্বাস করি এই মহাবিশ্ব সংখ্যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।"

"কিন্তু এটা তো আমি নিজে বিশ্বাস করি!" গণিতজ্ঞ চিৎকার করে বললেন। "আমি কম্পনের পদার্থবিজ্ঞানের একজন ছাত্র। আমি 'হারমোনিক থিওরি' নামে একটি বইও লিখেছি। এটা তাপ আর আলোর উপরও প্রযোজ্য! তোমরা আরবরা সংখ্যার বিষয়ে সব সত্য কথা আবিষ্কার করেছো, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের থিওরিগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে..."

"শাহিন আরব নন," চ্যারিয়ট কথার মাঝখানে বললো। "তিনি তুয়ারেগের নীলমানব।"

বুঝতে না পেরে ফুরিয়ে তাকালেন শাহিনের দিকে। "তারপরও আমি যেটা খুঁজছি সেটার সাথে তুমি পরিচিত? আল-খাওয়ারিজমির সব কাজ ইউরোপে নিয়ে গেছিলেন মহান গণিতজ্ঞ লিওনহার্ড ইউলার ফিবোনাচ্চি। আরবিয় সংখ্যা আর আলজেব্রা আমাদের চিন্তাভাবনার জগতে বিপ্লব এনে দেয়।"

"না," তার সামনে থাকা ড্রইংগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো শাহিন। "তারা

এসেছে মেসোপটেমিয়া থেকে–হিন্দু সংখ্যাগুলো তুর্কেস্তানের পার্বত্যাঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু যিনি এই সিক্রেটটা জানতেন, লিখে রেখেছিলেন, তিনি হলেন আল-জাবির আল-হায়ান, একহাজার একরাত্রির সেই বিখ্যাত বাদশাহ্ মেসোপটেমিয়ার হারুন আল-রশিদের রাজসভার রসায়নবিদ। এই আল-জাবির ছিলেন একজন সুফি। তারা গোত্র ছিলো বিখ্যাত হাসাসিনদের সদস্য। তিনি সিক্রেটটা রেকর্ড করে রাখেন, ফলস্বরূপ সর্বকালের জন্য অভিশাপ হয়ে যায় সেটি। এটা তিনি মন্তগ্রেইন সার্ভিসে লুকিয়ে রেখেছেন।"

শেষ খেলা

নিজের আসনে ঘাপটি মেরে থেকে
খেলোয়াড়েরা তাদের স্থবির ঘুঁটিগুলো চাল দেয়।
দাবাবোর্ডটি ভোর অবধি আঁটকে রাখে তাদের
যেখানে অবিরাম চলতে থাকে দুটো রঙের সংঘর্ষ।
ভেতর থেকে আকারগুলো তাদের জাদুময় নিয়মের আভা ছড়ায়।
হোমারের ক্যাসলিং, টগবগে ঘোড়া, সুরক্ষিত রাণী, পশ্চাদপদ রাজা,
তীর্যক বিশপ, আর আক্রমণাত্মক সৈন্যের দল।
খেলোয়াড়েরা যখন চলে যাবে, সময় যখন তাদেরকে গ্রাস করবে,
তারপরও এটা নিশ্চিত, খেলাটা শেষ হয়ে যাবে না।
প্রাচ্যে এই যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেও এর নাট্যমঞ্চ এখন সমগ্র পৃথিবী।
আর সব খেলার মতোই এই খেলাটাও চিরন্তন।
দুর্বল রাজা, তীর্যক বিশপ, মাংসাসি রাণী, সোজাসাপ্টা কিস্তি আর ধূর্ত সৈন্য।
কালো আর সাদার মধ্যে তারা খুঁজে বেড়ায় পথ
শুরু করে দেয় তাদের সশস্ত্র যুদ্ধের দামামা।
তারা জানে না খেলোয়াড়দের বৈশিষ্টমণ্ডিত হাতই
পরিচালিত করে তাদের নিয়তি।
তারা এও জানে না, অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে
তাদের স্বাধীনতা আর প্রতিটি দিন।
খেলোয়াড়েরাও বন্দী (ওমরের প্রবাদবাক্য)
আরেকটি সাদা দিন আর কালো রাতের দাবাবোর্ডে।
ঈশ্বর পরিচালিত করে খেলোয়াড় এবং তার ঘুঁটি।
ভোর আর সময়, স্বপ্ন আর যন্ত্রণার সাথে আড়াল থেকে এ কোন্ ঈশ্বর প্লটটি বোনার কাজ শুরু করে?

–চেস্
হোর্হে লুইস বোর্হেস

নিউইয়র্ক
সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

অন্ধকার সাগরের মাঝে অবশেষে আরেকটি দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। আটলান্টিকের বুকে ১২০ মাইল দীর্ঘ ভাসমান একটি ভূখণ্ড, সবাই যেটাকে লং আইল্যান্ড হিসেবেই চেনে।

কিন্তু পাল গোটাতে গোটাতে আমরা যে ভূভাগকে দেখতে পেলাম সেটা আমাদের কাছে স্বর্গের মতোই মনে হলো। আরেকটু সামনে এগোতেই চোখে পড়লো নিউইয়র্ক হারবারের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তিনশ' ফিট দীর্ঘ স্ট্যাচু অব লিবার্টির নির্বিকার অবয়বটি। ক্যাপিটালিজম আর মুক্তবাজার অর্থনীতির দরজার সামনে যেনো সেটা দাঁড়িয়ে আছে স্বাগত জানানোর জন্য।

লিলি আর আমি একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। ভাবলাম, সোলারিন এই রৌদ্রোজ্জ্বল, সম্পদশালী আর মুক্তির দেশটাকে নিয়ে কি ভাবছে–রাশিয়ার বদ্ধ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে একেবারেই আলাদা এটি। এক মাসের মতো সময় লেগে গেছে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই ভূখণ্ডে চলে আসতে। এই সময়টাতে আমরা মিরিয়ের জার্নাল পড়েছি, ফর্মুলাটির মর্মোদ্ধার করেছি আর নিজেদেরকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে গেছি দিনের পর দিন রাতের পর রাত ধরে। কিন্তু একবারের জন্যেও সোলারিন তার রাশিয়ার দিনগুলোর কথা বলে নি, তার অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি তাও জানায় নি। তার সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে মনে হয়েছে বরফের মতো জমে যাওয়া সোনালি সময়ের বিন্দু। কালো কাপড়ের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মণিমুক্তার মতো–যেমন বর্ণিল তেমনি মূল্যবান।

আমাদের শিপটা আইল্যান্ডের কাছে নোঙর করার সময় ভাবতে লাগলাম খেলাটা শেষ হয়ে গেলে আমাদের দু'জনের কি হবে। এটাও ঠিক, মিনি সব সময় বলে আসছে খেলাটা নাকি কখনও শেষ হবে না। তবে হৃদয়ের গভীরে আমার মন বলছে, এটা শেষ হবে–অন্ততপক্ষে আমাদের জন্য–আর সেটা খুব শীঘ্রই।

চারদিকে অসংখ্য বোট আর ইয়ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আইল্যান্ডের যতো কাছে এগোতে লাগলাম ততোই বাড়তে লাগলো নৌযানের ভীড়–রঙবেরঙের ফ্ল্যাগ আর পাল বাতাসে পতপত করে উড়ছে। এইসব বোট আর ইয়টের ভীড়ে মাঝেমধ্যেই ধূসর রঙের ইউনিফর্ম পরা কোস্টগার্ডদের দেখা যাচ্ছে। কতোগুলো বিশাল নৌবাহিনীর জাহাজের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা ছোটো ছোটো বোটে করে। এতো বেশি জাহাজ কেন, ভাবলাম আমি। কি হচ্ছে এখানে? আমার প্রশ্নের জবাব দিলো লিলি।

"আমি জানি না এটা আমাদের দুর্ভাগ্য নাকি সৌভাগ্য," বললো সে। সোলারিন আবার হুইলে ফিরে গেছে। "তবে এই গ্রিটিংস কমিটি আমাদের জন্য এখানে আসে নি। তুমি জানো না আজ কোন্ দিবস? লেবার ডে!"

ঠিক আছে, আজ তাহলে লেবার ডে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আজ একই সাথে ইয়ট সিজনেরও শেষ দিন। এজন্যেই আশেপাশে এতো কোলাহল।

শাইনকক ইনলেটের কাছে শিপটা ভেড়াতে গেলে দেখা গেলো একফুট জায়গাও নেই। চল্লিশটি বোটের এক লাইন পড়ে গেছে নোঙর করার জন্য। সেজন্যে আমরা দশ মাইল দূরে মরিশে ইনলেটে চলে গেলাম। সেখানে এসে দেখি কোস্টগার্ডরা অচল বোট টেনে নেয়া এবং মাতাল লোকজনকে বোট থেকে নামাতেই বেশি ব্যস্ত। ফলে অবৈধ অভিবাসী আর অবৈধ মালামাল থাকা আমাদের বোটটাকে তারা খুব একটা খেয়ালই করলো না। সবার অলক্ষ্যে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক না করেই বোটটা ভেড়াতে পারলাম সেখানে।

বোট থেকে নামতেই পাশের একটা বোট থেকে লিলির হাতে প্লাস্টিকের বোতলে শ্যাম্পেইন আর আমন্ত্রণপত্র ধরিয়ে দিলো। সাউদাম্পটনের ইয়ট ক্লাবে আজ সন্ধ্যা ছ'টা বাজে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ।

এভাবে অন্য দেশ থেকে বিনা অনুমতিতে এসে ধরা পড়লে পঞ্চাশ হাজার ডলার জরিমানা আর একজন রাশিয়ান গুপ্তচরকে পাচার করার অপরাধে বিশ বছরের জেল খাটার ঝুঁকি ছিলো। কিন্তু সে সবের কিছুই হলো না। অনেকটা ভাগ্যদেবির সহায়তায় চলে এলাম আমরা। তবে ভালো করেই জানি, খেলাটা এখনও শেষ হয় নি।

অবশেষে ওয়েস্টদাম্পটন বিচের দিকে রওনা হলাম। স্থানীয় একটি পাবে চলে গেলাম সবাই, যাতে সোলারিন তার ভেজা কাপড় পাল্টাতে পারে আর আমরা আমাদের পরিকল্পনাটা আবার সাজিয়ে নিতে পারি। আমাদের সবার চোখেই ঘুম। লিলি ফোনবুথে চলে গেলো তার দাদা মোরদেচাইকে ফোন করার জন্য।

"উনার সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম না," আমাদের টেবিলে ফিরে এসে বললো সে। এরইমধ্যে তিন তিনটি ব্লাডি মেরি সাবাড় করে দিয়েছি আমি। এইসব ঘুঁটিগুলো নিয়ে মোরদেচাইর সাথে আমাদের দেখা করতে হবে। তাকে পেলেই আমরা এখান থেকে চলে যাবো।

"মনটাউক পয়েন্টে আমার বন্ধু নিমের একটি বাড়ি আছে, এখান থেকে এক ঘণ্টার পথ," বললাম তাদের। "এখান থেকে একটু সামনে কুয়োগ-এ চলে গেলে সেখান থেকেই আমরা ট্রেন ধরতে পারবো। আমার মনে হয়, মনটাউক পয়েন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার আগে আমরা যে আসছি সেটা জানিয়ে তাকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেয়া উচিত। ম্যানহাটনের মধ্য দিয়ে যাওয়াটা খুব বিপজ্জনক।" ওয়ান-ওয়ে স্ট্রিটের গোলোকধাঁধাতুল্য একটি শহর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ওখানে গিয়ে ফাঁদে পড়াটা কতোই না সহজ।

"আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে," বললো লিলি। "আমি কেন মোরদেচাইর কাছে যাচ্ছি না। তিনি তো ডায়মন্ডের মার্কেট ছেড়ে কখনও অন্য কোথাও যান না। জায়গাটা এখান থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে। তিনি বইয়ের

দোকানে কিংবা আশেপাশের কোনো ক্যাফে'তেই আছেন। আমি আমার বাড়িতে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে ওখানে চলে যাই। তার কাছে যে ঘুঁটিগুলো আছে সেগুলোসহ তাকে নিয়ে এখানে আসি তারপর মনটাউক পয়েন্টে তোমার কাছে ফোন করি।"

"নিমের কাছে কোনো ফোন নেই," বললাম তাকে, "কম্পিউটারের সাথে অ্যাটাচ টেলিফোনটা বাদে। আমি আশা করি সে এই মেসেজটা পেয়ে যাবে। তা না হলে আমরা এতিমের মতো ঘুরতে থাকবো।"

"তাহলে একটা সময় ঠিক করে দেখা করি," লিলি প্রস্তাব করলো। "আজরাত ন'টা হলে কেমন হয়? এই সময়ে দাদাকে খুঁজে, আমাদের অভিযানের সব কথা বিস্তারিত বলাও যাবে।"

এ কথায় রাজি হয়ে আমি নিমের কম্পিউটারে মেসেজ রেখে দিলাম। তাকে জানিয়ে দিলাম ট্রেনে করে এক ঘণ্টার মধ্যে তার ওখানে চলে আসছি। পাব থেকে বেরিয়ে আমরা স্টেশনের পথে পা বাড়ালাম। লিলি ম্যানহাটনে চলে গেলো মোরদেচাইর সাথে দেখা করার জন্য, আমি আর সোলারিন ছুটলাম ট্রেন ধরতে।

আমরা আলাদা হবার আগে লিলি আমাকে বলে গেলো, ন'টার পর যদি দেখা করতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে সে নিমের কম্পিউটারে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেবে।

ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। সোলারিন আর আমি প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে পড়লাম।

খালি রেললাইনের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "আমি মনে করতাম পশ্চিমাদের সময়জ্ঞান খুব ভালো। সব কিছু তারা সময়মতো করে। বাস-ট্রেন সব সময়মতোই স্টেশন ছাড়ে।" উঠে গিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করলো সে। আমি তার এই অবস্থা দেখে আর পারলাম না, ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক তখনই আমাদের ট্রেনটা চলে এলো স্টেশনে।

∞

পাঁচচল্লিশ মাইল দূরের পথ হলেও এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেলো বিভিন্ন স্টেশনে থামার কারণে। নিমকে মেসেজ পাঠানোর পর দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আমি তাকে আশা করি নি। সে হয়তো মাসে একবার দু'বার মেসেজ চেক করে।

সেজন্যেই ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্মের উপর তাকে দেখতে পেয়ে দারুণ অবাক হলাম। লোকজনের ভীড়ে আমাকে দেখতে পেয়ে চওড়া হাসি দিয়ে পাগলের মতো হাত নাড়তে লাগলো সে। প্যাসেঞ্জারদের ঠেলেঠুলে কাছে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। দীর্ঘ সময় জড়িয়ে রাখলো এভাবে। যখন ছেড়ে দিলো দেখতে পেলাম তার চোখে পানি।

"হায় ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর," ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বললো সে। "আমি মনে করেছিলাম তুমি নির্ঘাত মারা গেছো। তুমি কিভাবে আলজিয়ার্স ছেড়েছো সেটা শোনার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ঘুমাতে পারি নি। ঐ ঝড়ের পর থেকে তোমার আর কোনা খবর পাই নি!" একটু থেমে আবার বললো, "আমি মনে করেছি তোমাকে এভাবে ওখানে পাঠিয়ে খুন করে ফেললাম বুঝি..."

আবারো জড়িয়ে ধরলো সে কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলাম কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেলো। আস্তে করে ছেড়ে দিলো আমাকে। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি অবিশ্বাসে আমার পেছনে চেয়ে আছে। কিংবা ভয়ে–আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না। তার দুর্বোধ্য গাঢ় সবুজ চোখ জোড়া বিকেলের আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

পেছন ফিরে দেখি সোলারিন ট্রেন থেকে নেমে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে ক্যানভাস ব্যাগটা। আমাদের দিকে তাকিয়ে তার মুখটাও কেমন জানি শীতল হয়ে গেলো, ঠিক যেমন তাকে প্রথম দেখেছিলাম ক্লাবে। নিমের দিকে চেয়ে আছে সে। নিমের দিকে ফিরে আমি কিছু বলতে উদ্যত হলাম কিন্তু সে সোলারিনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বিড়বিড় করে কী যেনো বলতে শুরু করলো। তার কথাগুলো শুনতে বেগ পেলাম।

"সাস্‌চা?" ফিসফিসিয়ে বললো সে। তার কণ্ঠটা যেনো ধরে এলো। "সাস্‌চা..."

আমি সোলারিনের দিকে ফিরে তাকালাম, সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছে।

"স্লাভা!" কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করে বললো সে। হাতের ব্যাগগুলো প্লাটফর্মে ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো নিমকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুঁটিভর্তি ব্যাগটা হাতে তুলে নিলাম আমি। তারা একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। সোলারিনকে ছেড়ে দিয়ে তার মুখটা ভালো করে দেখে নিয়ে আবারো সজোরে জড়িয়ে ধরলো নিম। আমি বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের চারপাশে শত শত প্যাসেঞ্জার আসছে যাচ্ছে। কারোরই এসব খেয়াল করার ফুরসত নেই। এটা শুধুমাত্র নিউইয়র্ক শহরেই সম্ভব।

"সাস্‌চা," নিম জড়িয়ে ধরেই বললো। সোলারিন চোখ বন্ধ করে নিমের কাঁধে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে।

প্যাসেঞ্জারদের ভীড় কমে এলে আমি অন্য ব্যাগগুলো হাতে তুলে নিলাম।

"আমার হাতে দাও," নাক ঝেড়ে বললো নিম। চেয়ে দেখি সোলারিনের কাঁধে একহাত রেখে সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার দু'চোখ লাল টকটকে।

"মনে হচ্ছে তোমাদের সাথে আগে থেকে পরিচয় আছে," একটু বিব্রত হয়েই বললাম, অবাক হয়ে ভাবছি এরা কেউ আমার কাছে এ কথা আগে কেন বলে নি।

"বিশ বছর পর আবার দেখা হলো," হেসে বললো নিম। কাছে এসে ব্যাগগুলো তুলে নিয়ে দুই রঙা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালো সে। "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি আমার জন্যে কী আনন্দ বয়ে এনেছো, মাই ডিয়ার। সাস্‌চা আমার ভাই।"

∞

নিমের ছোট্ট মরগ্যান গাড়িটা আমাদের তিনজনের জন্যে যথেষ্ট নয়, ব্যাগগুলো রাখার কথা না হয় বাদই দিলাম। ব্যাগগুলো কোনোরকম রেখে সোলারিনের কোলে বসলাম আমি। গাড়ি চলতে শুরু করলে নিম বার বার সোলারিনের দিকে অবিশ্বাস আর আনন্দে তাকাতে লাগলো।

এই দু'জন অন্তর্মুখি লোককে এমন আবেগে আক্রান্ত হতে দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছি। দীর্ঘক্ষণ তারা কোনো কথা বললো না। একটা সময় নিম আমার দিকে ফিরে কথা বললো।

"আমার মনে হয় তোমাকে সব বলা উচিত," আমাকে বললো নিম।

"আমারও তাই মনে হচ্ছে," বললাম তাকে।

সুন্দর করে হাসলো সে। "তোমার এবং আমাদের ভালোর জন্যেই এ কথাটা আগে বলি নি," একটু থেমে আবার বললো, "শৈশব থেকে আলেক্সান্ডার আর আমার সাথে কোনো দেখাসাক্ষাত হয় নি। তার বয়স যখন ছয় আর আমার দশ তখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই..."

"এটা আমাকে বলতে দাও," বললো সোলারিন।

"আমরা দু'জনেই বলবো," নিম বললো।

গাড়িটা এবার নিমের সৈকতঘেষা চমৎকার এস্টেটের দিকে যাচ্ছে। খেলাটার জন্য তাদের যে মূল্য চুকাতে হয়েছে সেই গল্পটা প্রথমবারের মতো কাউকে বললো তারা।

দুই পদার্থবিদের গল্প

আমরা ক্রিম দ্বীপে জন্মেছি–এটা কৃষ্ণসাগরের সেই বিখ্যাত দ্বীপপুঞ্জ যার কথা স্বয়ং হোমার লিখে গেছেন। পিটার দি গ্রেটের সময় থেকেই রাশিয়া এই ভূখণ্ডটি করায়ত্ত করতে চেয়েছিলো, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও তারা এটা অব্যাহত রাখে।

আমাদের বাবা ছিলেন একজন গ্রিক নাবিক, এক রাশিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেন। তিনিই আমাদের মা। পরবর্তী সময়ে বাবা বিরাট শিপিংমার্চেন্ট হয়ে যান। তার নিজের ছোটোখাটো একটি নৌবহর ছিলো।

যুদ্ধের পর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। পুরো দুনিয়ায় অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে–কৃষ্ণ সাগরের চারপাশে যতোগুলো দেশ ছিলো তারা সবাই যুদ্ধরত ছিলো বলা যায়।

তবে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে জীবন খুব সুন্দর ছিলো। দক্ষিণের ভূমধ্যসাগরীয় আহাওয়া, অলিভ, লরেল আর সাইপ্রেস গাছ, পাহাড়-পর্বতে ঘেরা চমৎকার একটি জায়গা। ওখানে তাতারদের গ্রাম আর বাইজানটাইনদের মসজিদ ছিলো অনেকগুলো। স্ট্যালিনের শুদ্ধি অভিযানের হাত থেকে বহু দূরে ছিলাম আমরা। বলতে গেলে ওটা ছিলো আমাদের কাছে স্বর্গতুল্য একটি জায়গা। সমগ্র রাশিয়ায় যে অবস্থা বিরাজ করছিলো আমাদের ওখানে পরিস্থিতি সেরকম ছিলো না।

আমাদের বাবা হাজার বার আলোচনা করেছেন দেশত্যাগের ব্যাপারে। দানিয়ুব এবং বসফরাস নদী তীরবর্তী অনেক অঞ্চলে তার প্রচুর জানাশোনা লোকজন তাকে আশ্রয়ের আশ্বাস দিলেও তিনি চলে যান নি। আমাদের মনে হতো তিনি আসলে মন থেকে এটা মেনে নিতে পারেন নি বলেই যাচ্ছেন না। কোথায় যাবো? বলতেন তিনি। গ্রিস আর ইউরোপে তো যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে তখন যুদ্ধোত্তর সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটলো, যার কারণে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। এমন একটি ঘটনা যা আমাদের জীবনটাই পাল্টে দিলো।

সময়টা ছিলো ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে, আসন্ন ঝড়ের এক মাঝরাতে। আমরা সবাই বিছানায়, বাড়ির সব দরজা-জানালা বন্ধ করে ফায়ারপ্লেসের আগুন কমিয়ে শুইয়ে আছি। আমরা ছেলেরা নীচের তলায় একটি শোবারঘরে শুতাম, তাই জানালায় টোকা দেবার শব্দটা আমরাই প্রথম শুনতে পেয়েছিলাম। সেটা কোনো গাছের ডালপালার আঘাতের শব্দ ছিলো না। কোনো মানুষ টোকা দিচ্ছিলো আমাদের জানালায়। জানালা খুলে আমরা দেখতে পেলাম বাইরে ঝড়োরাতে সাদা চুলের এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরনে লম্বা কালো আলখেল্লা। আমাদের দিকে হেসে জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে হাটু মুড়ে বসে পড়লেন আমাদের সামনে। তিনি দেখতে অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন।

"আমি মিনার্ভা–তোমাদের নানি," তিনি বলেছিলেন। "তবে তোমরা আমাকে মিনি নামে ডাকবে। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, খুবই ক্লান্ত কিন্তু বিশ্রাম নেবার মতো সময় আমার হাতে নেই। ভীষণ বিপদের মধ্যে আছি। তোমাদের মাকে ঘুম থেকে ডেকে বলো আমি এসেছি।" কথাটা বলেই তিনি আমাদের জড়িয়ে ধরলেন পরম মমতায়। এরপর আমরা ছুটে গেলাম উপর তলায় বাবা-মাকে ডেকে তোলার জন্য।

"তাহলে তোমার নানি শেষপর্যন্ত এলেন," মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু

গজগজ করতে করতেই বললেন আমার বাবা। আমরা কিছুটা অবাক হলাম। মিনি বলেছেন তিনি আমাদের নানি হন, তাহলে একই সাথে তিনি আমার মায়ের নানি হন কিভাবে?

কাঁপতে থাকা মায়ের কাঁধে হাত রাখলেন বাবা। তার চুলে চুমু খেয়ে চোখে চোখ রাখলেন। "আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই আশংকার মধ্যে অপেক্ষা করছিলাম," বিড়বিড় করে বললেন তিনি। "অবশেষে সেই প্রতীক্ষা শেষ হলো। জামাকাপড় পরে নাও। আমি নীচে গিয়ে তার সাথে দেখা করছি।" আমাদেরকে নিয়ে তিনি নীচে চলে এলেন। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে ছিলেন মিনি। বাবাকে দেখে গোল গোল চোখে তাকালেন, উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

"ইউসেফ পাভলোভিচ," রাশিয়ান ভাষায় আমার বাবাকে বললেন তিনি। "আমার পেছনে লোক লেগেছে। সময় খুব কম। আমাদেরকে এখনই পালাতে হবে। ইয়াল্টা কিংবা সেভাসটোপোল-এ একটা জাহাজ হবে কি তোমার কাছে–এখনই? আজরাতে?"

"আমি এর জন্যে প্রস্তুত নই," আমাদের দু'ভায়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন তিনি। "এরকম ঝড়োরাতে আমি আমার পরিবারকে নিয়ে জাহাজে উঠতে পারবো না। আপনার উচিত ছিলো একটু আগে জানানো। এরকম গভীর রাতে হুট করে এসে আপনি আমাকে এ কথা বলতে পারেন না..."

"কিন্তু আমাদেরকে এক্ষুণি যেতে হবে!" আমাদেরকে ঠেলে দিয়ে বললেন তিনি। "পনেরো বছর ধরেই তুমি জানো এরকম একটি দিন আসবে–এখন সেটা এসে গেছে। তুমি কি করে বলতে পারলে আগে থেকে তোমাকে সতর্ক করা হয় নি? আমি সেই লেনিনগ্রাদ থেকে ছুটে এসেছি..."

"তাহলে আপনি কি সেটা খুঁজে পেয়েছেন?" উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন আমার বাবা।

"দাবাবোর্ডটি পাই নি, সেটার কোনো হদিস করতে পারছি না। তবে এগুলো আমি অন্যভাবে জোগার করতে পেরেছি।" আলখেল্লার ভেতর থেকে তিনটি ঘুঁটি বের করে টেবিলের উপর রাখলেন–ল্যাম্পের আলোয় রূপা আর স্বর্ণের ঘুঁটিগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

"এগুলো রাশিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা ছিলো," বললেন তিনি। আমাদের বাবা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ঘুঁটিগুলোর দিকে, কাছে গিয়ে আলতো করে স্পর্শ করলেন সেগুলো। একটা স্বর্ণের সৈন্য আর রূপার হাতি, তাদের গায়ে রত্নখচিত, তবে সবচাইতে সুন্দর হলো একটি রূপার ঘোড়া। সামনের পা দুটো উপরের দিকে তোলা।

"এক্ষুণি ডকে চলে যাও, জাহাজটা প্রস্তুত করো," ফিসফিস করে বললেন মিনি। "বাচ্চারা জামাকাপড় পরার পরই ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে আমি যতো দ্রুত

সম্ভব চলে আসছি। কিন্তু দয়া করে জলদি করো–সঙ্গে করে এগুলো নিয়ে যাও।" ঘুঁটিগুলোর দিকে ইশারা করে বললেন তিনি।

"তারা আমার সন্তান, আমার স্ত্রী," একটু প্রতিবাদের সুরে বললেন বাবা। "তাদের নিরাপত্তা আর দায়দায়িত্ব আমার।" কিন্তু মিনি আমাদের হাত ধরে জ্বলজ্বলে চোখে তাকালেন বাবার দিকে।

"এই ঘুঁটিগুলো যদি অন্য কারো হাতে পড়ে, তুমি এদের কাউকেই বাঁচাতে পারবে না!" রাগে গজগজ করতে করতে বললেন।

আমার বাবা তার চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে ফেললেন। মনে হলো একটা সিদ্ধান্তে এসে পড়েছেন তিনি। আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন কেবল। "সেভাসটোপোলে মাছ ধরার একটি জাহাজ আছে আমার কাছে," মিনিকে বললেন বাবা। "স্লাভা জানে ওখানে কিভাবে যেতে হয়। দুই ঘণ্টার মধ্যে আমি ওটাকে সাগরে নামানোর জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারবো। চলে আসুন ওখানে। ঈশ্বর এই মিশনে আমাদের সহায় হোন।" মিনি তার হাতে আলতো করে চাপড় দিলে তিনি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেলেন।

আমাদের সদ্য আবির্ভূত নানি দ্রুত জামাকাপড় পরে নিতে বললেন আমাদের। বাবা-মা নীচে নেমে এলেন, মায়ের কপালে চুমু খেয়ে মিনির দিকে ফিরলেন তিনি। তার হাতে ঘুঁটিগুলো তুলে দিলেন মিনি। গম্ভীর মুখে তিনি বেরিয়ে পড়লেন রাতের অন্ধকারে।

আমরা উপরে চলে গেলাম প্রস্তুত হবার জন্য। উপর থেকেই শুনতে পেলাম আমাদের মা মিনির সাথে চাপাস্বরে কথা বলছেন।

"তাহলে আপনি এসেছেন," বললেন তিনি। "ঐ ভয়ঙ্কর খেলাটা আবার শুরু করার জন্য ঈশ্বর যেনো আপনাকে কঠিন শাস্তি দেন। আমি ভেবেছিলাম এটা শেষ হয়ে গেছে।"

"আমি এই খেলাটা শুরু করি নি," জবাবে বললেন মিনি। "তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, পনেরো বছর ধরে স্বামী-সন্তান নিয়ে শান্তিতে বসবাস করে আসছো। এই পনেরো বছরে কোনো বিপদের আঁচ পর্যন্ত তোমাদের স্পর্শ করে নি। অন্য দিকে আমার কথা ভাবো। তোমাদের তুলনায় আমি কি পেয়েছি? কিচ্ছু না। এই আমিই তোমাদেরকে খেলাটা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি..."

তারপর আর কিছু শুনতে পাই নি আমরা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বাড়ির বাইরে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পাই। আমাদের দরজায় জোরে জোরে আঘাত করলো তারা। আমরা ভয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেলাম। কিন্তু দরজার কাছে আসতেই দেখলাম মিনি চলে এসেছেন আমাদের সামনে। তার চোখেমুখে অন্য রকম এক ভীতি। আমাদের মায়ের পায়ের শব্দ পেলাম, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছেন। নীচের দরজা ভাঙার শব্দ শোনা গেলো, বজ্রপাতের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেলো লোকজনের হৈহল্লা।

"জানালা দিয়ে বের হও!" মিনি বললেন, আমাদেরকে এক এক করে জানালা সংলগ্ন গাছের ডালে তুলে দিলেন তিনি। ঐ গাছের ডাল বেয়ে কতো বার যে আমরা ওঠা নামা করেছি তার কোনো হিসেব নেই। আমরা যখন বানরের মতো ডাল বেয়ে বেয়ে নামছি তখনই মায়ের চিৎকারটা শুনতে পেলাম।

"পালাও!" চিৎকার করে বলছেন তিনি। "বাঁচতে হলে পালাও!" তারপর আর কিছু শুনতে পাই নি, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে আমরা গাছের নীচে নেমে আসি।

∞

নিমের এস্টেটের বিশাল লোহার গেটটা খুলে গেলো। ভেতরে ঢুকে বাড়ির সামনে গাড়িটা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো নিম। আমি যেহেতু সোলারিনের কোলের উপর বসে আছি তাই টের পেলাম তার শরীর টেনশনে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

"ওটাই ছিলো মাকে শেষবারের মতো দেখা, তারপর আর দেখি নি তাকে," বললো নিম। "মিনিও গাছ বেয়ে নীচে নেমে এলেন। বৃষ্টির প্রচণ্ড শব্দেও আমরা মায়ের চিৎকার শুনতে পেলাম। বাড়ির ভেতরে লোকজনের দৌড়াদৌড়ির শব্দও। তারা চিৎকার করে বলছে, 'বনের ভেতরে খোঁজো!' মিনি আমাদেরকে নিয়ে খাড়া পাহাড়ের শেষপ্রান্তের দিকে ছুটে চললেন।" নিম থামলো, আমার দিকে চেয়ে আছে সে।

"হায় ঈশ্বর," বললাম আমি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছি। "তারা তোমাদের মাকে ধরে ফেলে...কিন্তু তোমরা কিভাবে পালাতে পারলে?"

"আমাদের বাগানের শেষ সীমানাটি ছিলো খাড়া পাহাড়ের শেষপ্রান্ত, সেটার নীচে সমুদ্র," নিম বলতে আরম্ভ করলো। "ওখানে পৌছানোর পর মিনি আমাদেরকে কার্নিশের মতো ছোট্ট একটি পরিসরে নামিয়ে দিলেন। আমি তার হাতে চামড়ায় বাধানো ছোট্ট একটি বই দেখতে পেলাম, অনেকটা বাইবেলের মতো দেখতে। একটা চাকু বের করে বই থেকে কিছু পৃষ্ঠা কেটে ভাঁজ করে আমার শার্টের ভেতর গুঁজে দিলেন। তারপর আমাকে বললেন চলে যেতে–বাবার জাহাজটা যেখানে আছে সেখানে। আরো বলে দিলেন, বাবাকে গিয়ে যেনো বলি সাস্‌চা আর তার জন্যে একঘণ্টা অপেক্ষা করতে। এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা না এসে পৌছাই তাহলে যেনো তিনি অপেক্ষা না করে চলে যান। প্রথমে তার কথা শুনে আমার ভাইকে রেখে আমি যেতে চাই নি।" সোলারিনের দিকে তাকালো নিম।

"কিন্তু আমার বয়স তখন মাত্র ছয় বছর," বললো সোলারিন। "আমি প্রচণ্ড বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যে খাড়া পাহাড় বেয়ে লাডিসলাউসের মতো দ্রুত নামতে পারতাম না। সে আমার চেয়ে চার বছরের বড় ছিলো। মিনি ভয় পাচ্ছিলেন

আমরা সবাই হয়তো ধরা পড়ে যাবো। স্লাভা চলে যাওয়ার আগে আমার কপালে চুমু খেয়ে আমাকে সাহসী হতে বলেছিলো..." সোলারিনের দিকে চেয়ে দেখি সে কাঁদছে। "ঝড়ের মধ্যে খাড়া পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে যেতে মিনি আর আমার কয়েক ঘণ্টা লেগে গেলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন সেভাসটোপোল ডকে এসে পৌছালাম দেখতে পেলাম বাবার জাহাজটা ওখানে নেই।"

গাড়ি থেকে নেমে এলো নিম। তার মুখে বিষন্নতা।

"আমি নিজেও বেশ কয়েকবার পড়ে গেছিলাম," গাড়ি থেকে আমাকে নামতে সাহায্য করলো সে। "কাদা আর পাথরের উপর পিছলে পড়ে গেছিলাম বাবার কাছে পৌছানোর সময়। আমাকে একা আসতে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বাড়িতে যা ঘটেছে আর মিনি আমাকে যা বলে দিয়েছিলেন সব তাকে বললাম। আমার কথা শুনে বাবা বাচ্চাছেলেদের মতো কাঁদতে লাগলেন। 'যদি তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমরা ফিরে যাই তাহলে কি হবে?' তাকে বলি আমি। 'আমি তোমার মায়ের কাছে প্রতীজ্ঞা করেছি আমাদের সবার জীবনের বিনিময়ে হলেও ঘুঁটিগুলো রক্ষা করবো...'

"তার মানে তোমরা মিনি আর আলেক্সান্ডারের জন্য অপেক্ষা না করেই চলে গেছিলে?" বললাম আমি। ব্যাগগুলো নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো সোলারিন।

"কাজটা করা খুব সহজ ছিলো না," বিষন্ন কণ্ঠে বললো নিম "আমরা বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম–মিনি আমাদের যে সময় দিয়েছিলেন তারচেয়ে অনেক বেশি। বৃষ্টির মধ্যে আমার বাবা ডেকের উপর পায়চারি করছিলেন অস্থিরভাবে। আমিও বেশ কয়েক বার পালের মাস্তুল বেয়ে উঠে দেখেছি তারা আসছে কিনা। অবশেষে আমরা ধরে নিলাম তারা আর আসবে না। নির্ঘাত ধরা পড়ে গেছে। এছাড়া অন্য কিছু ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। আমার বাবা যখন রওনা দিতে উদ্যত হলেন তখন আমি আরেকটু অপেক্ষা করার জন্য অনুনয় করি তার কাছে। তখন তিনি আমার কাছে স্পষ্ট করেন যে, আমরা নিছক সমুদ্রের পথে পাড়ি দিচ্ছি না–আমরা পাড়ি দিচ্ছি আমেরিকায়। আমার মাকে বিয়ের করার সময় থেকেই তিনি খেলাটা সম্পর্কে জানতেন। তিনি জানতেন এক দিন আসবে যখন মিনি এসে হাজির হবেন আমাদের বাড়িতে, তখন আমাদের সবাইকে বিশাল একটি স্যাক্রিফাইস করতে হবে। সেই দিনটি এসে গেছে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার পুরো পরিবারটি রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেছে। তবে আমার মায়ের কাছে তিনি প্রথম এবং চূড়ান্ত প্রতিজ্ঞা যেটি করেছিলেন সেটি হলো, নিজের সন্তানদের আগে এই ঘুঁটিগুলো রক্ষা করবেন।"

"হায় ঈশ্বর!" তাদের দু'জনের দিকে চেয়ে বললাম। "যার জন্যে তোমাদের পুরো পরিবারটি ধ্বংস হয়ে গেলো সেই খেলায় তোমরা দু'জনেই খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে রাজি হলে কেমনে, আমি ভেবে পাচ্ছি না!"

নিম আমার কাঁধে হাত রাখলো।

"তুমি যথেষ্ট করেছো," বললো সে, "মিনি তোমার নানি না হওয়া সত্ত্বেও। তবে আমি আন্দাজ করতে পারছি, স্লাভাই তোমাকে এই খেলায় নিয়ে আসতে প্রলুব্ধ করেছে?"

আমি তার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারলাম না সে কি ভাবছে। তবে আন্দাজ করাটা খুব কঠিন কিছু না।

"*মিয়া কুলপা,*" হেসে বললো নিম, "মানে, আমি দুঃখিত।"

"যখন জানতে পারলে তোমার বাবা তোমাদের রেখেই জাহাজ নিয়ে চলে গেছে তখন মিনি আর তোমার কি হলো?" সোলারিনকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। "তোমরা কিভাবে বেঁচে থাকলে?"

"তিনি আমাকে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলেন ঝড় থেমে যাওয়ার আগপর্যন্ত," একটু উদাস হয়ে বললো সে। "সমুদ্র উপকূল ধরে তিন দিন হেটে আমরা জর্জিয়ায় চলে আসি। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আশ্রয় নেবার পর কথা বললাম কি করবো না করবো। 'আমি যা বলবো তা বোঝার মতো বয়স তোমার হয়েছে,' তিনি বলেছিলেন আমায়। 'তবে সামনে যে মিশনটা আছে সেটাতে সাহায্য করার মতো বয়স তোমার হয় নি। এক দিন হবে–সেদিন আমি তোমাকে বলবো কি করতে হবে। তবে এখন তোমার মাকে রক্ষা করার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে। সঙ্গে করে তোমাকে নিয়ে গেলে আমার কাজে যেমন সমস্যা হবে তেমনি তোমারও ক্ষতি হতে পারে।' " আমাদের দিকে তাকালো সোলারিন। "আমি ব্যাপারটা পুরোপুরিই বুঝতে পেরেছিলাম," বললো সে।

"মিনি ফিরে গেলো সোভিয়েত পুলিশের হাত থেকে তোমার মাকে উদ্ধার করার জন্য?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"তুমি তোমার বান্ধবী লিলির জন্য একই কাজ করেছো, করো নি?" সে পাল্টা জিজ্ঞেস করলো।

"সাস্‌চাকে একটা এতিমখানায় রেখে দেন মিনি," নিম কথাটা বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে তার ভায়ের দিকে তাকালো। "আমরা আমেরিকায় পৌছানোর পর পরই বাবা মারা যান, ফলে আমাকে সাস্‌চার মতোই এখানে একা একা সব কিছু করতে হয়েছে। যদিও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না কিন্তু পত্রপত্রিকায় ক্ষুদে দাবাপ্রতিভা সোলারিনের কথা শুনে আমার মন বলতো এটা আমার ভাই-ই হবে। এই সময়ে আমি নিজেকে নিম নামে পরিচয় দিতে শুরু করি। ম্যানহাটন চেজক্লাবে একরাতে মোরদেচাইর সাথে দেখা হলে সেই আবিষ্কার করে আমি আসলে কে।"

"তোমার মায়ের কি হয়েছিলো?" বললাম তাকে।

"তাকে বাঁচাতে পারেন নি মিনি, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিলো," বিষন্ন কণ্ঠে

বললো সোলারিন। "উনি নিজেও রাশিয়া থেকে পালাতে পারেন নি। অনেক দিন পর এতিমখানায় আমি তার একটি চিঠি পাই। ঠিক চিঠি বলা যাবে না–*প্রাভদা* সংবাদপত্রের কিছু ক্লিপিংস। কোনো তারিখ কিংবা ঠিকানা না থাকলেও চিঠিটা রাশিয়ার ভেতর থেকেই এসেছিলো, আর আমিও জানতাম কে পাঠিয়েছে। আর্টিকেলটায় ছিলো বিখ্যাত দাবা মাস্টার মোরদেচাই র‍্যাডের রাশিয়া টুর নিয়ে। তিনি বিশ্ব দাবার সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে বক্তৃতা দেবেন, প্রদর্শনী করবেন এবং ক্ষুদে প্রোডিজি দাবাড়ুদের খুঁজে বের করবেন দাবার উপরে বই লেখার উদ্দেশ্যে। আমি দেখতে পেলাম কাকতালীয়ভাবে আমার এতিমখানাও তার টুরের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে। তার মানে মিনি আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন।"

"বাকিটা ইতিহাস," বললো নিম, আমার আর সোলারিনের কাঁধে হাত রেখে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলো সে।

আমরা সোজা চলে এলাম কিচেনে। আমার দিকে আন্তরিকভাবে তাকালো নিম।

"তুমি আমার জন্যে অসাধারণ একটি উপহার নিয়ে এসেছো," বললো সে। "সাস্‌চা যে এখানে এসেছে আমার কাছে অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়–তবে তুমি যে বেঁচে আছো সেটা আমার কাছে সবথেকে বড় পাওয়া। তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি নিজেকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারতাম না।" আবারো আমাকে জড়িয়ে ধরে প্যান্ট্রির দিকে চলে গেলো সে।

ব্যাগগুলো রেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের সমুদ্র দেখতে লাগলো সোলারিন। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"বাড়িটা খুবই সুন্দর," আস্তে করে বললো সোলারিন। "আমার ভাই তোমাকে ভালোবাসে।"

মনে হলো কেউ বুঝি আমার পেটে বরফের গোলা দিয়ে আঘাত করলো। "বাজে কথা বোলো না," বললাম তাকে।

"এ নিয়ে অবশ্যই কথা বলতে হবে," আমার দিকে ঘুরে তাকালো সে। তার এই সবুজ চোখজোড়া সব সময়ই আমাকে দুর্বল করে দেয়। যেই না আমার চুলে হাত বোলাতে যাবে অমনি নিম এসে পড়াতে হাতটা সরিয়ে নিলো সে। শ্যাম্পেইন আর গ্লাস নিয়ে হাজির নিম। জানালার সামনে নীচু টেবিলটার উপর সেগুলো রেখে দিলো।

"আমাদেরকে অনেক কিছু নিয়েই কথা বলতে হবে–মনে আছে," শ্যাম্পেইন খুলতে খুলতে সোলারিনকে বললো সে। "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি আমার বাড়িতে বসে আছো। আমি আর তোমাকে অন্য কোথাও যেতে দেবো না..."

"দিতে হবে হয়তো," আমার হাতটা ধরে আমাকে নিয়ে সোফায় বসতে বসতে বললো সে। "মিনি এখন খেলা ছেড়ে দিয়েছে, কাউকে রাশিয়ায় গিয়ে দাবাবোর্ডটি নিয়ে আসতে হবে।"

"খেলা ছেড়ে দিয়েছে?" অবাক হয়ে বললো নিম। "কিভাবে ছাড়তে পারলেন তিনি? এটা তো সম্ভব নয়।"

"আমাদের এখন নতুন ব্ল্যাক কুইন আছে," হেসে বললো সোলারিন। "এমন একজন যাকে তুমি নিজে বেছে নিয়েছো।"

আমার দিকে তাকালো নিম। মনে হলো সে বুঝতে পেরেছে। "ধ্যাত্!" বললো সে। গ্লাসে মদ ঢালতে লাগলো আবার। "এখন আমি ধরে নিচ্ছি উনি হাওয়া হয়ে গেছেন, অসমাপ্ত কাজগুলো এখন আমাদেরকেই সমাধা করতে হবে।"

"ঠিক তা নয়," সোলারিন শার্টের ভেতর থেকে একটা এনভেলপ বের করলো। "উনি আমাকে এটা দিয়েছেন, ক্যাথারিনকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠি। আমরা এখানে পৌছানোর পর পরই তাকে এটা দেবার কথা। যদিও এটা আমি খুলে দেখি নি তবে মনে হচ্ছে এটার মধ্যে যে তথ্য আছে সেটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন।" আমার হাতে সিল করা এনভেলপটা তুলে দিলো সে। আমি সেটা হাতে নিয়েই যে-ই না খুলতে যাবো অমনি একটা ঘরঘর শব্দ হলো–শব্দটা চিনতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেলো আমার। এটা তো টেলিফোনের!

"আমি তো জানতাম তোমার কাছে কোনো ফোন নেই!" অভিযোগের সুরে বললাম নিমকে। বোতলটা টেবিলের উপর রেখে কাপবোর্ডের দিকে ছুটে গেলো সে।

"আসলেই নেই," পকেট থেকে চাবি বের করে কাপবোর্ডটা খুলতে খুলতে বললো নিম। ভেতর থেকে টেলিফোন সদৃশ্য একটি যন্ত্র বের করে আনলো সে। যন্ত্রটা রিং হচ্ছে। "এই ফোনটা অন্য একজনের–এটাকে তুমি 'হট লাইন' বলতে পারো। রিসিভার তুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে আমি আর সোলারিন উঠে দাঁড়ালাম।

"মোরদেচাই!" ফিসফিসিয়ে বলে ছুটে গেলাম নিমের কাছে। "লিলিও নিশ্চয় আছে।"

নিম আমার দিকে গম্ভীরভাবে চেয়ে ফোনটা বাড়িয়ে দিলো। "তোমার সাথে একজন কথা বলতে চায়," শান্তকণ্ঠে বললো সে। আমি ফোনটা তুলে নিলাম।

"মোরদেচাই, আমি ক্যাট বলছি। আপনার সাথে কি লিলি আছে?"

"ডার্লিং!" খুবই পরিচিত ভরাট একটি কণ্ঠ বললো–হ্যারি র‍্যাড! "বুঝতে পারছি ঐ আরবগুলোর দেশ থেকে সফলভাবেই ফিরে এসেছো! সবাই একসাথে

হলে এ নিয়ে কথা বলবো। তবে ডার্লিং, তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি এখন মোরদেচাইর ওখান থেকে বলছি। সে আমাকে ফোন করে বলেছে লিলি নাকি ট্রেনে করে তার ওখানে আসছে। তাই দেরি না করে আমি এখানে চলে এসেছি। কিন্তু সে তো এখনও আসে নি..."

আমি কী বলবো বুঝতে পারলাম না। "আমি জানতাম তুমি আর মোরদেচাই একে অন্যের সাথে কথাই বলো না!" চিৎকার করে বললাম তাকে।

"ডার্লিং, এটা কি সম্ভব?" হ্যারি বললো। "মোরদেচাই আমার বাবা। অবশ্যই তার সাথে আমি কথা বলি। এখনও তার সাথে কথা বলছি।"

"কিন্তু ব্লাঁশে বলেছিলো–"

"আহ্, সেটা আলাদা ব্যাপার," বললো হ্যারি। "এরকম কথা বলার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো কিন্তু আমার স্ত্রী আর তার ভাই, তারা মোটেও ভালো মানুষ নয়। ব্লাঁশে রেজিনকে বিয়ে করার পর থেকে আমি মোরদেচাইকে নিয়ে ভীত ছিলাম। আশা করি তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছো। আমিই তাকে আমার বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছিলাম..."

ব্লাঁশে রেজিন। *ব্লাঁশে রেজিন?*! অবশ্যই! আমি কি বোকারে রে বাবা! এটা কেন আমার নজরে আগে ধরা পড়লো না? ব্লাঁশে আর লিলি–লিলি আর ব্লাঁশে–তাদের দু'জনের নামের অর্থ 'সাদা।' ব্লাঁশে তার মেয়ের নাম রেখেছে লিলি, এই আশায় মেয়ে যেনো তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ব্লাঁশে রেজিন–হোয়াইট কুইন–শ্বেতরাণী!

আমি যখন ফোন হাতে এসব ভাবছি সোলারিন আর নিম তখন আমার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্যই সব কিছুর পেছনে হ্যারি ছিলো–শুরু থেকেই। নিম তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলো একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে। হ্যারি নিজ উদ্যোগে তার পরিবারের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো, নিমের মতো হ্যারিও আমার কম্পিউটার জ্ঞান সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। মহিলা গণকের সাথে দেখা করিয়ে দেবার ঘটনাটাও হ্যারিরই কাজ–নিউ ইয়ার্সইভের সময় আমাকে অনেকটা জোর করেই নিয়ে এসেছিলো সে।

তার বাড়িতে আমাকে রাতে ডিনার করবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়–এর আসল কারণ ছিলো আমাকে আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেশ কিছুটা সময়ের জন্য দূরে রাখা, যাতে করে সোলারিন আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে নোটটা রেখে আসতে পারে! ডিনারের সময় হ্যারি তার গৃহপরিচারিকা ভ্যালেরিকে কথারছলে জানিয়ে দেয় আমি আলজিয়ার্সে যাচ্ছি–এই ভ্যালেরির মা হলো টেলিফোন অপারেটর তেরেসা, কামেলের বাবার হয়ে কাজ করতো সে। ভ্যালেরির ছোটো ভাই ওয়াহাদ কাশাবাহ্'তে একজন গাইডটুর হিসেবে কাজ করলেও তার আসল কাজ ব্ল্যাক কুইনকে পাহারা দেয়া!

হ্যারির কারণেই ব্লাঁশে আর লিউলিনের হয়ে ডাবল-এজেন্টের কাজ করেছে সল। সম্ভবত হ্যারিই সলের লাশটা ইস্ট রিভারে ফেলে দিয়েছিলো যাতে পুরো ব্যাপারটা সাধারণ কোনো ছিনতাই বলে মনে হয়–হয়তো শুধুমাত্র পুলিশকে ধোঁকা দেয়া নয়, নিজের শ্যালককেও বোকা বানানোর জন্য এ কাজ করেছে সে!

মোরদেচাই নয়, লিলিকে আলজিয়ার্সে পাঠিয়েছে হ্যারি। যখন সে জানতে পারলো লিলি দাবা টুনার্মেন্টে ছিলো, বুঝতে পারলো শুধুমাত্র হারমানোল্ডের কাছ থেকেই বিপদের আশংকা নেই, সম্ভবত তার মা আর মামার দিক থেকেও বিপদের সম্ভাবনা আছে! হারমানোল্ড হয়তো সামান্য সৈন্য ছাড়া আর কিছু না।

কিন্তু হ্যারিই তো ব্লাঁশেকে, মানে শ্বেতরাণীকে বিয়ে করেছে। ঠিক যেভাবে মিরিয়ে তার প্রেমিক তয়িরাঁকে রাজি করিয়েছিলো ভারত থেকে আসা রহস্যময় মহিলাকে বিয়ে করার জন্য। তবে তয়িরাঁ ছিলো নিতান্তই দাবার একজন বিশপ!

"হ্যারি," আমি ভড়কে গিয়ে বললাম, "তুমি হলে ব্ল্যাক কিং!"

"ডার্লিং," বললো হ্যারি। "এভাবে তোমাকে অন্ধকারে রাখার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও। এখন তো পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছো। লিলি যদি তোমার সাথে না থাকতো..."

"আমি তোমাকে পরে ফোন করছি," বললাম তাকে। "আমাকে ফোন রাখতে হবে এখন।"

আমি ফোন রেখেই নিমের হাতটা ধরলাম। তার চোখেমুখে সত্যিকারের ভীতি। "তোমার কম্পিউটারে ডায়াল করো," তাড়া দিয়ে বললাম তাকে। "আমার মনে হয় লিলি কোথায় গেছে আমি জানি–তবে সে বলেছিলো কোনো সমস্যা হলে একটা মেসেজ পাঠাবে। আশা করি খারাপ কিছু ঘটে নি।"

নিম দ্রুত তার কম্পিউটারে ডায়াল করলো। কিছুক্ষণ পরই লিলির ভয়েস মেইলটা শুনতে পেলাম আমরা।

"আমি প্লাজার পাম কোর্টে আছি। বাসায় গেছিলাম গাড়ির চাবিটা আনার জন্য। চাবিটা আমরা লিভিংরুমের সেক্রেটারির ড্রয়ারে রাখি। কিন্তু আমি এটা কী দেখলাম!–" একটু থেমে আবার বললো সে, "তুমি তো লিউলিনের ঐ জঘন্য ডেস্কটার পিতলের নবগুলো দেখেছো, তাই না? ওগুলো আসলে নব না–ওগুলো ঘুঁটি! মোট ছয়টি। কেবিনেটে বসানো আছে। বেইজগুলো দেখতে নবের মতো মনে হলেও ওগুলো আসলে ঘুঁটি–উপরের অংশগুলো–ড্রয়ারের ফলস প্যানেল হিসেবে তৈরি করা হয়েছে! ঐ ড্রয়ারগুলো সব সময়ই জ্যাম হয়ে থাকতো তবে আমি কখনও ভাবি নি এরকম কিছু হবে, তাই আমি লেটার নাইফ দিয়ে চেষ্টা করে দেখি তারপর রান্নাঘর থেকে হাতুরি নিয়ে এসে প্যানেলটা আলাদা করি। দুটো ঘুঁটি বের করতে পেরেছি, অ্যাপার্টমেন্টে কারো আসার শব্দ শুনে দৌড়ে পেছনের দরজা দিয়ে লিফটে করে চলে আসি ওখান থেকে। হায় ঈশ্বর, তোমাকে এক্ষুণি আসতে হবে। আমি ওখানে একা একা যেতে পারবো না..."

এরপরই ফোন রেখে দেবার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি আরেকটা মেসেজের জন্য অপেক্ষা করলেও আর কোনা মেসেজ এলো না।

"আমাদেরকে এক্ষুণি যেতে হবে," নিম আর সোলারিনকে বললাম, তারা দু'জনেই আমার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে আছে। "যেতে যেতে সব খুলে বলছি তোমাদের।"

"হ্যারির কি খবর?" মিনির চিঠিটা পকেটে ভরে ঘুঁটিগুলো নেবার জন্য ছুটে যেতেই নিম বললো।

"আমি তাকে ফোন করে বলবো প্লাজা'তে যেনো আমাদের সাথে দেখা করে," বললাম তাকে। "গাড়ি স্টার্ট করো, লিলি আরো কিছু ঘুঁটি পেয়েছে।"

∞

ম্যানহাটনের দুর্বিষহ ট্রাফিক জ্যাম পেরিয়ে নিমের মরগ্যান গাড়িটা প্লাজার কাছে এসে পৌছাতেই পাম কোর্টের ভেতর ছুটে গেলাম আমি, কিন্তু লিলি সেখানে নেই। হ্যারি আমাকে বলেছিলো সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু সেখানে কেউ নেই–আমি এমন কি টয়লেটে গিয়েও খুঁজে দেখলাম।

এক দৌড়ে বাইরে এসে হাত নেড়েই উঠে বসলাম গাড়িতে।

"কিছু একটা হয়েছে," তাদের দু'জনকে বললাম। "হ্যারি এখানে অপেক্ষা না করার একমাত্র কারণ হলো লিলি এখানে আসে নি।"

"নাকি অন্য কেউ এসেছিলো," বিড়বিড় করে বললো নিম। "লিলি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়া মাত্রই ওখানে অন্য কেউ ঢুকেছিলো। তারা হয়তো জেনে গেছে ঘুঁটিগুলো লিলি আবিষ্কার করে ফেলেছে। হয়তো তারা লিলিকে ধাওয়া করছে। তারা নিশ্চয় হ্যারির কাছে অন্য কাউকে পাঠিয়েছিলো..." গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো সে। "তারা প্রথমে কোথায় যেতে পারে–মোরদেচাইর কাছে? বাকি নয়টি ঘুঁটি তো তার কাছেই আছে। নাকি অ্যাপার্টমেন্টে?"

"আগে অ্যাপার্টমেন্টেই চলো," আমি তাড়া দিলাম। "ওটা এখান থেকে একেবারে সামনে, হ্যারির সাথে কথা বলার পর পরই আমি নিজেই একটা গ্রিটিং কমিটি সেটআপ করতে পারতাম।" নিম আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো। "কামেল কাদের এখানে আছে এখন," বললাম আমি। সোলারিন আমার কাঁধে হাত রাখলো।

এর মানে কি আমরা সবাই সেটা জানি। মোরদেচাইর কাছে আছে নয়টি ঘুঁটি, আটটি আছে আমার ব্যাগে, আর লিলির মতে অ্যাপার্টমেন্টে আছে আরো ছয়টি। খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট, সেইসাথে ফর্মুলাটি মর্মোদ্ধার করার জন্যেও। যাদের কাছে এগুলো থাকবে তারাই জিতবে।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়ি থামিয়েই দ্রুত নেমে পড়লো নিম, বিস্মিত

দারোয়ানের কাছে গাড়ির চাবিটা দিয়েই আমাদের দু'জনকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। লিফটের বোতাম চাপলাম আমি। দারোয়ান ছুটে এলো আমাদের কাছে।

"মি: র‍্যাড কি এখানে এসেছে?" দারোয়ানকে বললাম।

আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো দারোয়ান।

"দশ মিনিট আগে," বললো সে। "উনার শ্যালকের সাথে..."

যা ভেবেছিলাম! দারোয়ান আর কিছু বলার আগেই আমরা লিফটে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু লিফটের দরজা বন্ধ হবার আগে আমার চোখের কোণে কিছু একটা ধরা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বোতাম চেপে দরজা খুলে ফেললাম। ক্যারিওকা ছুটে এলো আমার কাছে। তাকে কোলে তুলে নেবার জন্য উপুড় হতেই দেখতে পেলাম লবির ওখান থেকে লিলি হেলেদুলে ছুটে আসছে। তাকে লিফটের ভেতরে টেনে নিয়ে বোতাম টিপে দিলাম।

"তারা তোমাকে পায় নি!" চিৎকার করে বললাম।

"না, তবে তারা হ্যারিকে ধরে ফেলেছে," বললো লিলি। "পাম কোর্টে থাকাটা নিরাপদ মনে না করে আমি ক্যারিওকাকে নিয়ে রাস্তার ওপারে পার্কে চলে আসি। হ্যারি একটা গর্দভ-অ্যাপার্টমেন্টে গাড়ি রেখে সে আমাকে ওখানে খুঁজতে এসেছিলো। তারা আমাকে না, ফলো করছিলো তাকে। তার পেছনে আমি লিউলিন আর হারমানোল্ডকে দেখেছি। তারা আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেও মনে হয় আমাকে চিনতে পারে নি!" বেশ আমুদে ভঙ্গিতে বললো সে। "আমার ব্যাগের ভেতর ক্যারিওকা আর দুটো ঘুঁটি আছে।" হায় ঈশ্বর, আমরা রীতিমতো বোমা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। "আমি তাদেরকে ফলো করে এখানে এসে রাস্তার ওপারে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। হ্যারিকে যখন ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন তারা বুঝতে পারছিলো না কী করবে। হ্যারির খুব কাছে ছিলো লিউলিন-তার হাতে কোনো পিস্তল থাকতে পারে।"

দরজা খুলে গেলে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে চলে এলাম আমরা। লিলি চাবি বের করে যেই না দরজা খুলতে যাবে অমনি সেটা খুলে গেলো। ব্লাঁশে দাঁড়িয়ে আছে ধবধবে সাদা ককটেইল ড্রেস পরে, তার হাতে শ্যাম্পেইনের গ্লাস।

"তাহলে সবাই এসে গেছে দেখছি-একেবারে একসঙ্গে," টেনে টেনে বললো সে। আমার দিকে গাল বাড়িয়ে দিলো চুমু খাওয়ার জন্য। আমি এড়িয়ে গেলে সে লিলির দিকে ফিরলো। "এই কুকুরটাকে স্টাডিতে রেখে আসো," শীতলকণ্ঠে বললো ব্লাঁশে। "আমার মনে হয় আজকের দিনটা যথেষ্ট ঘটনাবহুল।"

"দাঁড়াও," লিলি তার কুকুরটাকে তুলতে গেলে বললাম আমি। "আমরা এখানে ককটেইল পার্টি করতে আসি নি। হ্যারিকে কি করেছো তুমি?" ব্লাঁশেকে

পাশ কাটিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ছয় মাস আগে যেমনটি দেখেছিলাম তেমনটিই আছে শুধুমাত্র ফয়ারের মার্বেল ফ্লোরটা দাবাবোর্ডের মতো সাদা-কালো বর্গে সজ্জিত। শেষ খেলা, ভাবলাম আমি।

"ও ভালোই আছে," আমার পেছন পেছন লিভিংরুমে আসার সময় বললো ব্লাঁশে। লিলি, সোলারিন আর নিমও ঢুকে পড়লো অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে। ঘরের এককোণে দেখতে পেলাম লিউলিন উপুড় হয়ে সেক্রেটারির ড্রয়ারগুলো টেনে খুলছে। এখানেই বাকি চারটা ঘুঁটি আছে, লিলি যেগুলো খুলতে পারে নি। ঘরের মেঝেতে কিছু কাঠ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

"হ্যালো, ডার্লিং," সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো লিউলিন। "আমি খুব খুশি তুমি ঐ ঘুঁটিগুলো আমার কথামতো সংগ্রহ করতে পেরেছো–শুধুমাত্র যেরকম আশা করেছিলাম সেরকমভাবে খেলাটা খেলো নি। বুঝতে পারছি তুমি দল বদল করেছো। কী দুঃখজনক ব্যাপার। আমি সব সময় তোমাকে পছন্দ করতাম।"

"আমি কখনও তোমার দলে ছিলাম না, লিউলিন," প্রচণ্ড ঘেন্নার সাথে বললাম তাকে। "হ্যারিকে দেখতে চাই। আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে তোমরা কেউ যেতে পারবে না। আমি জানি হারমানোল্ড এখানে আছে, কিন্তু তারপরও সংখ্যায় কিন্তু আমরাই বেশি।"

"কথাটা সত্যি নয়," ব্লাঁশে একপাশ থেকে বললো। শ্যাম্পেইনে চুমুক দিয়ে লিলির দিকে কটমট চোখে চেয়ে আমার কাছে চলে এলো সে। "ভেতরের ঘরে তোমার আরো কিছু বন্ধুবান্ধব আছে–কেজিবির মিঃ ব্রদস্কি, সে আমার হয়েই কাজ করে। আর শরিফকে তো চেনোই–এল-মারাদ তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আলজিয়ার্স থেকে তোমার ফিরে আসার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে তারা। তোমার বাড়িটা দিনরাত চোখে চোখে রাখছিলো। মনে হয় তুমি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসেছো।"

আমি সোলারিন আর নিমের দিকে এক ঝলক তাকালাম। এরকম কিছু ঘটবে সেটা আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিলো।

"তুমি আমার বাবাকে কি করেছো?" দাঁতে দাঁত পিষে ব্লাঁশের দিকে ছুটে গিয়ে বললো লিলি! তার কোলে থাকা ক্যারিওকা লিউলিনের দিকে চেয়ে ঘোৎঘোৎ করতে লাগলো।

"ভেতরের ঘরে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে," গলার মুক্তোর মালাটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বললো ব্লাঁশে। "একদম নিরাপদে আছে সে, তোমরা যদি উল্টাপাল্টা কিছু না করো তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি ঘুঁটিগুলো চাই। যথেষ্ট খুনোখুনি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে–আমি নিশ্চিত আমরা সবাই এখন বড্ড ক্লান্ত। ঘুঁটিগুলো আমাকে দিয়ে দিলে কারোর কিচ্ছু হবে না।"

লিউলিন জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করে আনলো।

"আমার দিক থেকে এখনও যথেষ্ট খুনোখুনি হয় নি," শান্তকণ্ঠে বললো লিউলিন। "এই কুত্তার বাচ্চাটাকে কোল থেকে কেন নামাচ্ছো না, আমি অনেক দিন থেকেই এটাকে উচিত শিক্ষা দেবার কথা ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে আজই সেটা দেয়া সম্ভব।"

লিলি তার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকালো। তার হাতের উপর একটা হাত রেখে নিম আর সোলারিনের দিকে তাকালাম আমি। তারা দু'জন আস্তে আস্তে দেয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রস্তুতি নেবার জন্য। ভাবলাম যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি, আমার ঘুঁটিগুলো সব এখন জায়গামতো আছে।

"তুমি আসলে খুব গভীরভাবে খেলাটা অনুসরণ করো নি," ব্লাঁশেকে বললাম আমি। "আমার কাছে উনিশটি ঘুঁটি আছে। তোমাদের কাছে থাকা চারটা ঘুঁটি আমাকে দিলে মোট তেইশটি ঘুঁটি হবে–ফর্মুলাটা বের করা এবং খেলায় জেতার জন্য সেটাই যথেষ্ট।" আড়চোখে চেয়ে দেখলাম ঘরের এক কোণ থেকে নিম আমার দিকে চেয়ে হাসলো। অবিশ্বাসে আমার দিকে চেয়ে রইলো ব্লাঁশে।

"তুমি পাগল হয়ে গেছো," বললো সে। "আমার ভায়ের হাতে অস্ত্র আছে, আর সেটা তোমার দিকে তাক করা। আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী–ব্ল্যাক কিং–তাকে ভেতরের রুমে আরো তিনজনের সাথে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। এটাই হলো খেলাটার আসল উদ্দেশ্য–রাজাকে একজায়গায় আটকে ফেলো।"

"এই খেলাতে না," কথাটা বলেই চকিতে ঘরের এককোণে বারের সামনে থাকা সোলারিনকে দেখে নিলাম। "কারণ খেলা থেকে তোমার পাততারি গোটানোর সময় এসে গেছে। তুমি উদ্দেশ্য, চাল, এমনকি এর খেলোয়াড়দের সম্পর্কেও কিছু জানো না। মনে রেখো, শুধু তুমিই সলের মতো কাউকে সৈন্য বানিয়ে নিজের ঘরের ভেতরে ব্যবহার করো নি। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি নও যে রাশিয়া এবং আলজিয়ার্সে মিত্র তৈরি করেছে..." একটু এগিয়ে গিয়ে ব্লাঁশের দিকে হেসে বার থেকে একটা শ্যাম্পেইনের বোতল তুলে নিলাম। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। লিউলিনের পিস্তলটা আমার দিকে তাক করা। মনে হয় না সব কথা শোনার আগে সে ট্রিগার চাপবে। পেছন থেকে সোলারিন আমার বাহুতে আস্তে করে চাপ দিলো।

"তুমি এসব কি বলছো?" নীচের ঠোঁট কামড়ে বললো ব্লাঁশে।

"আমি যখন হ্যারিকে প্লাজাতে যেতে বলেছিলাম তখন সে একা ছিলো না। তার সাথে ছিলো মোরদেচাই, কামেল কাদের আর বিশ্বস্ত ভ্যালেরি। তারা হ্যারির সাথে প্লাজাতে যায় নি। তারা সার্ভিস এন্ট্রান্স দিয়ে এখানে প্রবেশ করে। তুমি কেন একটু দেখে আসছো না?"

ঠিক তখনই শুরু হয়ে গেলো হট্টগোল। ক্যারিওকাকে লিলি হাত থেকে ছেড়ে দিতেই সে ছুটে গেলো লিউলিনের দিকে, নিম আর তেড়ে আসা কুকুর,

কোনটাকে টার্গেট করবে সেটা বুঝতে বুঝতে কয়েক সেকেন্ড দেরি করে ফেললো সে। আমি এই সুযোগে শ্যাম্পেইনের বোতলটা হাতে নিয়ে ছুটে গেলাম লিউলিনের মাথা লক্ষ্য করে। ট্রিগার টিপে দেবার আগেই নিম মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো। লিউলিনের মাথার চুল একহাতে ধরে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

লিউলিনের সাথে যখন আমার ধস্তাধস্তি চলছে তখন আড়চোখে দেখতে পেলাম হারমানোল্ড ছুটে আসতেই তাকে সামলাতে এগিয়ে গেলো সোলারিন। আমি লিউলিনের কাঁধে শক্ত করে কামড় বসিয়ে দিলাম, আর ক্যারিওকা বেছে নিলো তার একটা পা। আমার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে মেঝেতে পড়ে নিমকে গোঙাতে দেখলাম। লিউলিনের হাতের পিস্তলটা নিয়ে তার সাথে আমার তুমুল ধস্তাধস্তি চলছে। আমার অন্য হাতে থাকা শ্যাম্পেইনের বোতলটা তার হাতের উপর সজোরে আঘাত করলে সেটা ভেঙে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে হাটু দিয়ে তার জননেন্দ্রিয় বরাবর কষে আঘাত করলাম। চিৎকার দিয়ে উঠলো সে। দেখতে পেলাম ব্লাঁশে মার্বেলের সিঁড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে, তবে লিলি তার মুক্তোর মালাটা ধরে জোরে টান দিতেই পিছু হটে গেলো ব্লাঁশে।

এক হাতে হারমানোল্ডের কলার ধরে রেখেছে সোলারিন, অন্য হাতে সজোরে একটা ঘুষি চালালো চোয়াল বরাবর। আমি জানি না কোনো দাবাড়ুর হাতে এতো শক্তি আছে কিনা। হারমানোল্ড মনে হয় এক ঘুষিতেই কাবু হয়ে গেলো। লিউলিন দু'হাতে তার জননেন্দ্রিয় ধরে কোঁকাতে থাকলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিলাম।

পিস্তল হাতে নিমের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। সোলারিনও আমাদের দিকে ছুটে এলো। "আমি ঠিক আছি," তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও বললো নিম। সোলারিন দেখতে পেলো তার কোমরে ছোট্ট একটি দাগ। "হ্যারির কাছে যাও!"

"তুমি এখানে থাকো, আমি যাচ্ছি," সোলারিন আমাকে বলেই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো।

হারমানোল্ড অচেতন হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। আমার থেকে কয়েক ফিট দূরে এখনও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লিউলিন। তার একটা পা কামড়ে ধরে আছে ক্যারিওকা। নিম একহাতে তার কোমরের ক্ষতস্থান ধরে কোঁকাচ্ছে। বেশ রক্তপাত হচ্ছে ওখান থেকে। আমি তার পাশে হাটু মুড়ে বসে পড়লাম। লিলি এখনও ব্লাঁশের সাথে ধস্তাধস্তি করে যাচ্ছে। তার মায়ের মুক্তার মালা ছিঁড়ে গেছে, মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে অসংখ্য মুক্তা।

নিমের দিকে ঝুঁকতেই ভেতরের ঘর থেকে দরজায় আঘাত আর হৈহল্লার শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

"তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে," হাপাতে হাপাতে বললাম তাকে। "তুমি

আমাকে যে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছিলে সেটার প্রতিশোধ তো আমাকে নিতে হবে, তাই না?" তার আঘাতটি ছোট্ট হলেও বেশ গভীর।

নিম আমার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো। "তুমি কি সাস্‌চাকে ভালোবাসো?" বললো সে।

আমি চোখ উল্টিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "তুমি সেরে উঠেছো," বললাম তাকে। উঠে বসতে সাহায্য করে তার হাতে পিস্তলটা ধরিয়ে দিলাম। এটা ধরো, আমার এখন ওখানে যাওয়া দরকার।"

দৌড়ে লিলির সাথে ধস্তাধস্তি করতে থাকা ব্লাঁশের কাছে ছুটে গিয়ে তার চুলটা ধরে হেচকা টান মেরে নিমের হাতের পিস্তলটা দেখিয়ে বললাম, "সে কিন্তু ওটা ব্যবহার করবে।"

লিলি আমার সাথে উপরে চলে এলো। যে শব্দ ওখান থেকে আসছিলো এখন তা নেই। সন্দেহজনকভাবেই নীরবতা নেমে এলো যেনো। স্টাডির দিকে পা টিপে টিপে আমরা এগোতেই দরজার সামনে হাজির হলো কামেল কাদের। আমাদের দেখেই তার বিখ্যাত ভুবনমোহিনী হাসি দিয়ে আমার হাতটা ধরলো।

"দারুণ কাজ করেছো," খুশিতে বলে উঠলো সে। "মনে হচ্ছে সাদা-দল ক্ষান্ত দিয়েছে।"

কামেল লিভিংরুমের দিকে চলে গেলে আমি আর লিলি স্টাডিরুমে ঢুকে পড়লাম। হ্যারি বসে আছে, মাথা ঘষছে সে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মোরদেচাই আর গৃহপরিচারিকা ভ্যালেরি। এই মেয়েটাই পেছনের দরজা দিয়ে তাদেরকে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে দিয়েছে। লিলি দৌড়ে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরলো। আনন্দে কেঁদে ফেললো সে। মোরদেচাই আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন।

ঘরের এককোণে দেখতে পেলাম শরিফকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেধে শেষ গিটটা দিচ্ছে সোলারিন। তার পাশেই কেজিবি'র ব্রদস্কি, তার হাত-পা বাধা। মুখের ভেতর দলা পাকানো কাপড় ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। সেই কাপড়টা আরেকটু ঠেলে আমার দিকে ফিরলো সোলারিন।

"আমার ভাই?" চাপাকণ্ঠে বললো সে।

"সে ঠিক আছে," বললাম তাকে।

"ক্যাট ডার্লিং," পেছন থেকে হ্যারি আমাকে বললো, "আমার মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।" আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো ভ্যালেরি।

"আহ্, আমার ছোট্ট ভাইটি যদি এসব দেখতে পেতো!" চারপাশটা দেখে বললো সে। "তার মন খুব খারাপ হবে–মারামারি করতে ভীষণ পছন্দ করে ও।" আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

"আমরা পরে কথা বলবো," বললো হ্যারি। "তবে এখন আমার স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে আসি।"

"আমি তাকে ঘৃণা করি," বললো লিলি। "ক্যাট আমাকে না থামালে তাকে আমি মেরেই ফেলতাম।"

"না, ডার্লিং, এ কথা বলে না," মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে বললো হ্যারি। "সে যা-ই হোক না কেন, ভুলে যেও না তোমার মা হয়। সে না থাকলে তুমি এ পৃথিবীতে আসতে না। এ কথাটা কখনও ভুলে যেও না।" এবার বিষন্ন চোখে আমার দিকে তাকালো হ্যারি। "একদিক থেকে দোষটা আমারই," একটু থেমে আবার বললো, "তাকে যখন বিয়ে করি তখনই আমি জানতাম সে কে। খেলাটার জন্যই আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম।"

মাথা নীচু করে বিষন্নমুখে ঘর থেকে চলে গেলো সে। মোরদেচাই লিলির কাঁধে চাপড় মেরে চশমার ভারি কাঁচের ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকালেন।

"খেলাটা এখনও শেষ হয়ে যায় নি," শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি। "একদিক থেকে বলতে গেলে এটা মাত্র শুরু হলো।"

∞

আমার হাত ধরে ডাইনিংরুমের পেছনে বিশাল রান্নাঘরে নিয়ে গেলো সোলারিন। টেবিলের উপর আমাকে ফেলে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলো সে। তার উষ্ণ জিভ ঢুকে পড়লো আমার মুখের ভেতর। তার অস্থির হাত দুটো চষে বেড়ালো আমার সারা দেহ। একটু আগে এখানে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তাতে করে তার এই উন্মাদনাকে আমার কাছে বেশ অদ্ভুত বলেই মনে হলো। আমার ঘাড়ে, পিঠে, গলায় আলতো করে কামড় দিতে লাগলো এবার। আমি ছুটে যাবার চেষ্টা করলে আবারো আমার মুখে জিভ ঢুকিয়ে পাগলের মতো চুমু খেতে শুরু করলো। অবশেষে ক্ষান্ত দিলো আমায়।

"আমাকে রাশিয়ায় ফিরে যেতে হবে," আমার কানে কানে বললো সোলারিন। "দাবাবোর্ডটি আমাকে উদ্ধার করতে হবে। তাহলেই কেবলমাত্র খেলাটা সত্যিকার অর্থে শেষ হবে..."

"আমি তোমার সাথে যাবো," একটু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চোখে চোখ রেখে বললাম। কিন্তু আবারো আমাকে জড়িয়ে ধরে চোখের পাতায় চুমু খেলো সে।

"অসম্ভব," ফিসফিসিয়ে বললো। আবেগে তার শরীর কাঁপছে। "আমি ফিরে আসবো–কথা দিচ্ছি। এই যে তোমাকে ছুঁয়ে কথা দিলাম, আমি তোমাকে কখনও ছেড়ে যাবো না।"

ঠিক তখনই দরজা খোলার শব্দ শুনে আমরা দু'জন সেদিকে তাকালাম। এখনও সে আমাকে জড়িয়ে রেখেছে। কামেল দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে, তার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিম। তার মুখটা নির্বিকার।

"স্লাভা..." কামেলের কাঁধে ভর দিয়েই এগিয়ে এলো সে। "পার্টি শেষ হয়ে

গেছে," মুচকি হেসে বললো নিম। কামেল ভুরু তুলে আমার দিকে চেয়ে আছে, যেনো বলতে চাচ্ছে, এসবের মানে কি। "আসো, সাস্‌চা," বললো নিম। "খেলাটা শেষ করার সময় এসে গেছে।"

∞

সাদা দলটির যাদেরকে আমরা ধরতে পেরেছি তাদের সবাইকে হাত-পা-মুখ বেঁধে সাদা চাদরে ঢেকে সার্ভিস এলিভেটরে করে হ্যারির লিমোজিনে নিয়ে এলাম। শরিফ, ব্রদস্কি, হারমানোল্ড, লিউলিন আর শ্বেতরাণী ব্লাঁশে–সবাইকে গাদাগাদি করে পেছনের বিশাল আসনে রাখা হলো, কামেল আর ভ্যালেরি পিস্তল হাতে পেছনে বসলো তাদেরকে পাহারা দেবার জন্য। হ্যারি বসলো ড্রাইভার সিটে, তার পাশে নিম। এখনও সন্ধ্যা নামে নি তবে জানালার টিনটেড কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে কেউ কিছু দেখতে পারবে না।

"আমরা তাদেরকে নিমের ওখানে নিয়ে যাচ্ছি," হ্যারি বললো। "তারপর কামেল তোমাদের সেইলবোটটা নিয়ে আসবে সমুদ্রের কাছে।"

"আমার বাগান থেকেই তাদেরকে ছোটো একটা বোটে করে সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারবো," হেসে বললো নিম। এখনও সে কোমরের ক্ষতস্থানটি হাত দিয়ে চেপে রেখেছে। "ওখানে এমন কেউ নেই যে তাদেরকে দেখতে পাবে।"

"ওদেরকে বোটে তুলে দেবার পর কি করবে তোমরা?" আমি জানতে চাইলাম।

"ভ্যালেরি এবং আমি," বললো কামেল, "ওদেরকে সাগরে নিয়ে যাবো। আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমায় চলে গেলে আমি একটি আলজেরিয়ান বোট ডেকে আনবো। আলজেরিয়ান সরকার ওপেকের সদস্যদের হত্যা করার কর্নেল গাদ্দাফির যে ষড়যন্ত্র তার সহযোগীদের ধরতে পেরে খুব খুশিই হবে। সত্যি বলতে কি, এটা হয়তো পুরোপুরি মিথ্যে নাও হতে পারে। কনফারেন্সে তোমার ব্যাপারে যেভাবে কথা বলছিলো তাতে করে মনে হচ্ছে এই খেলায় তারও একটি ভূমিকা রয়েছে।"

"কী দারুণ আইডিয়া," হেসে বললাম আমি। "এতে করে তাদের হাত থেকে কিছুদিনের জন্য আমরা একটু শান্তিতে থাকতে পারবো।" ভ্যালেরির দিকে ঝুঁকে আরো বললাম, "আলজিয়ার্সে ফিরে গিয়ে তোমার মা আর ছোটো ভাই ওয়াহাদকে আমার তরফ থেকে বিশাল ধন্যবাদ দিও।"

"আমার ভাই মনে করে তুমি খুব সাহসী," আমার হাতটা ধরে বললো ভ্যালেরি। "সে আমাকে বলেছে, সে মনে মনে আশা করে, একদিন তুমিও আলজিয়ার্সে ফিরে আসবে!"

তো হ্যারি, কামেল আর নিম বন্দীদের নিয়ে লং আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা

হয়ে গেলো। অন্ততপক্ষে শরিফ আর শ্বেতরাণী ব্লাঁশে আলজেরিয়ান জেলখানার ভাত খাবে, যেটা অল্পের জন্য আমি আর লিলি এড়াতে পেরেছিলাম।

সোলারিন, লিলি, মোরদেচাই আর আমি সেক্রেটারির ড্রয়ার থেকে বাকি ঘুঁটিগুলো নিয়ে নিমের সবুজ রঙের মরগ্যান গাড়িতে করে মোরদেচাইর অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ওখানে গিয়ে ঘুঁটিগুলো একত্র করে সত্যিকারের কাজটি শুরু করবো : শত শত বছর ধরে অসংখ্য লোক যে ফর্মুলাটির মর্মোদ্ধার করতে চেয়েছিলো। লিলি গাড়ি চালাচ্ছে, আমি আবারো সোলারিনের কোলে বসলাম। মোরদেচাই পেছনের সিটে কোনোমতে গুটিসুটি মেরে বসে আছেন ক্যারিওকাকে কোলে নিয়ে।

"এই যে পিচ্চি কুকুর," আদর করতে করতে বললেন মোরদেচাই, "এতোসব অভিযান আর রোমাঞ্চকর ভ্রমণের পর তুমি বাস্তবিকই দাবা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছো! মরুভূমি থেকে যে আটটি ঘুঁটি নিয়ে এসেছো এখন আমরা সেগুলো যোগ করবো অপ্রত্যাশিতভাবে সাদা দলের কাছ থেকে পাওয়া ছয়টি ঘুঁটির সাথে। দিনটি বেশ ফলপ্রসু হয়েছে।"

"মিনি বলেছে আপনার কাছে আরো নয়টি আছে," বললাম তাকে। "তার মানে মোট তেইশটি।"

"ছাব্বিশটি," মুচকি হেসে বললেন মোরদেচাই। "১৯৫১ সালে মিনি রাশিয়া থেকে যে তিনটি উদ্ধার করেছিলো সেগুলোও আমার কাছে আছে–নিম আর তার বাবা ওগুলো আমেরিকায় নিয়ে এসেছিলো!"

"তাই তো!" আমি চিৎকার করে বললাম। "আপনার কাছে যে নয়টি আছে সেটা তয়িরাঁ ভারমন্তের মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু আমাদের আটটি কোত্থেকে এলো–যেগুলো লিলি আর আমি মরুভূমি থেকে নিয়ে এসেছি?"

"আহ্, তা ঠিক। মাই ডিয়ার, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার," উৎফুল্ল হয়ে বললো মোরদেচাই। "ওটা আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঘুঁটিগুলোর সাথে আছে। হয়তো নিম তোমাকে বলেছে, মিনি যখন ঝড়ো রাতে তাকে বিদায় জানায় তখন তাকে ভাঁজ করা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ দিয়েছিলো?"

"হ্যা," সোলারিন কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লো। "একটা বই থেকে পৃষ্ঠাগুলো কাটা হয়েছিলো। আমি তাকে এটা করতে দেখেছি। যদিও আমার বয়স ছিলো খুব কম তারপরও আমার ভালোভাবেই মনে আছে। এটা কি ঐ জার্নাল যেটা মিনি ক্যাথারিনকে দিয়েছিলেন? যখন থেকে তিনি আমাকে এটা দেখিয়েছিলেন, আমি ভেবে যাচ্ছি..."

"তোমাকে আর কষ্ট করে ভাবতে হবে না," রহস্য করে বললেন মোরদেচাই। "খুব জলদিই তুমি জানবে। এসব পৃষ্ঠাগুলোই চূড়ান্ত রহস্যটা উন্মোচন করবে। মানে খেলাটার সিক্রেট।"

∞

কাছের একটি পাবলিক গ্যারাজে নিমের গাড়িটা রেখে পায়ে হেটে মোরদেচাইর অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলাম আমরা। সোলারিনের কাঁধে ঘুঁটিগুলোর ব্যাগ–এখন যার ওজন অনেক বেড়ে গেছে।

রাত আটটা বাজে, ডায়মন্ড মার্কেট এলাকাটি একেবারে সুনশান। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। অবশ্য এখনও লেবার ডে চলছে, সে কারণেই কোনো দোকান আজ খোলে নি।

আধব্লক হাটার পর মোরদেচাই একটি লোহার দরজার সামনে এসে চাবি দিয়ে তালা খুলতে লাগলেন। ভেতরে সংকীর্ণ আর দীর্ঘ একটি সিঁড়ি সরাসরি ভবনের পেছন দিকে চলে গেছে। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে এসে মোরদেচাই আরেকটি দরজা খুলে ফেললেন।

বিশাল একটি ঘরে প্রবেশ করলাম আমরা, ত্রিশ ফিট উঁচু ছাদ থেকে বেশ কয়েকটি ঝাঝরবাতি ঝুলছে। ঘরের একপাশে বেশ উঁচুতে সারি সারি জানালা। মোরদেচাই বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। ঘরের সবখানেই কালচে রঙের ভারি কার্পেট বিছানো, কৃত্রিম গাছ আর চমৎকার সব আসবাবপত্রে সাজানো। অনেকগুলো টেবিল, আর সেগুলোর উপর বইপত্র স্তুপ করা আছে। একপাশের দেয়ালে বিশালাকৃতি আর দেখতে মনোরম একটি ট্যাপেস্ট্রি, মন্তগ্রেইন সার্ভিসের মতোই পুরনো বলে মনে হচ্ছে।

সোলারিন আমি আর লিলি নরম একটি সোফায় বসে পড়লাম। আমাদের সামনে বিশাল একটি টেবিলের উপর বড়সড় দাবাবোর্ড রাখা। ওটার উপর যে ঘুঁটিগুলো ছিলো সেগুলো সরিয়ে ফেললো লিলি, ব্যাগ থেকে মন্তগ্রেইন সার্ভিসের ঘুঁটিগুলো বের করে বোর্ডের উপর রাখলো সোলারিন।

মোরদেচাইর দাবাবোর্ডের তুলনায় সার্ভিসের ঘুঁটিগুলো বেশ বড়, তবে ঝাঝর বাতির আলোয় জ্বলজ্বল করতে লাগলো সেগুলো।

দেয়ালের ট্যাপেস্ট্রি সরিয়ে একটি সিন্দুক খুলে বিশাল বাক্স থেকে আরো বারোটি ঘুঁটি বের করলেন মোরদেচাই।

সবগুলো সেটআপ করার পর আমরা স্টাডি করতে শুরু করলাম। উদ্যত ঘোড়াগুলো নাইট, স্থির হাতিগুলো বিশপ, উটগুলো রুক। স্বর্ণের রাজা বসে আছে হাতির পিঠে, রাণী বসে আছে সিংহাসনে–সবার গায়ে মূল্যবান রত্ন খচিত। মাত্র ছয়টি ঘুঁটি নেই : দুটো রূপার আর একটি স্বর্ণের তৈরি সৈন্য, স্বর্ণের রাজা, রূপার বিশপ আর রূপার তৈরি সাদা রাজা।

সবগুলো ঘুঁটি দেখতে অবিশ্বাস্য লাগছে।

বোর্ডের টেবিলের পাশেই বিশাল একটি কফি টেবিলের উপর কাপড়টা

মেলে রাখলাম আমরা। কাপড়ের উপরে জ্বলজ্বল করতে থাকা অদ্ভুত সব আকার আর চমৎকার পাথরের রঙগুলোর দিকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম আমি–এমারেল্ড, সাফায়ার, রুবি, ডায়মন্ড, হলুদ রঙের কোয়ার্টজ, হালকা নীল রঙের আকুয়ামেরিন আর গাঢ় সবুজ রঙের পেরিডট, ঠিক যেনো সোলারিনের চোখের মতো। আমরা সবাই চুপচাপ বসে থাকলে আস্তে করে আমার কাঁধে হাত রাখলো সে।

আমি আর লিলি চালগুলোর যে ড্রইং এঁকেছিলাম সেই কাগজটা কাপড়ের পাশে বিছিয়ে দিলো লিলি।

"একটা জিনিস আছে, আমার মনে হয় তোমাদের ওটা দেখা উচিত," কথাটা বলেই সিন্দুকের কাছে ফিরে গেলেন মোরদেচাই। ফিরে এসে আমাকে ছোট্ট একটি প্যাকেট তুলে দিলেন। তার দিকে তাকালে চশমার ভারি কাঁচের ভেতর দিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে হাসলেন শুধু। লিলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, যেনো সে উঠে দাঁড়ায়। "আসো, তুমি আর আমি রাতের খাবার তৈরি করবো। তোমার বাবা আর নিম ফিরে আসার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা। তারা যখন আসবে তখন খুব ক্ষুধার্ত থাকবে, এই ফাঁকে আমি যা দিয়েছি সেটা আমাদের বন্ধু ক্যাট পড়ে ফেলতে পারবে।"

লিলি গাইগুই করলেও তাকে নিয়ে কিচেনে চলে গেলেন মোরদেচাই। প্যাকেটটা খুলে ভাঁজ করা কাগজগুলো বের করতেই সোলারিন আমার আরো কাছে এসে বসলো। সোলারিন যেমনটি আন্দাজ করেছিলো–মিরিয়ের সেই জার্নালের কিছু পৃষ্ঠা। ব্যাগ থেকে ফরাসি নানের জার্নালটা বের করে মিলিয়ে দেখলাম। স্পষ্ট বোঝা গেলো কোত্থেকে পৃষ্ঠাগুলো কাটা হয়েছে। সোলারিনের দিকে চেয়ে হাসলাম আমি।

সোফায় হেলান দিয়ে বসে কাগজগুলোর ভাঁজ খুলতেই সোলারিন আমার কাঁধটা জড়িয়ে ধরলো। এটা মিরিয়ের জার্নালের শেষ অংশ...

ব্ল্যাক কুইনের গল্প

১৭৯৯ সালের বসন্তে আমি যখন শার্ল মরিস তয়িরাঁকে ছেড়ে লন্ডনে চলে যাই তখন প্যারিসের গাছগুলোতে নতুন পাতা পল্লবিত হচ্ছে। এভাবে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো কারণ আমি আবারো গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলাম। আমার ভেতরে নতুন আরেকটি জীবনের সূচনা হচ্ছে। কিন্তু খেলাটা চিরকালের জন্য শেষ করার যে দৃঢ় সংকল্প সেটা থেকে আমি একচুলও বিচ্যুত হই নি।

এর চার বছর পর মরিসের সাথে আমার আবার দেখা হয়। এই চার বছরে সারা দুনিয়াতে অসংখ্য ঘটনা ঘটে গেছে। ফ্রান্সে, নেপোলিওন ফিরে এসে

ডিরেক্টরির ক্ষমতা বিলোপ করে নিজেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। রাশিয়াতে প্রথম পল তার নিজেরই সেনাবাহিনীর একটি ক্যাডার গ্রুপ এবং তার মায়ের প্রেমিক প্লাতো জুবোভের হাতে প্রাণ হারায়। মৃত্যুপথযাত্রি অ্যাবিসের কাছে আমাকে নিয়ে গেছিলো যে রহস্যময় আর আধ্যাত্মিক আলেক্সান্ডার, সে এখন রাশিয়ার জার। তার কাছেই এখন মন্তগ্রেইন সার্ভিসের ব্ল্যাক কুইন ঘুঁটিটা আছে। যেসব দেশকে আমি চিনি–ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া আর রাশিয়া–তারা সবাই আবারও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এখন। আমার সন্তানদের পিতা মরিস তয়িরাঁ আমার অনুরোধে পোপের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ক্যাথারিন নোয়েল অরলি গ্র্যান্ড নামের সেই শ্বেতরাণীকে বিয়ে করেছে।

তবে আমার কাছে কাপড়টা আছে, আরো আছে বোর্ডের ড্রইং আর সতেরোটি ঘুঁটির নিশ্চিত অবস্থান। ভারমন্তে যে নয়টি মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে শুধু তা-ই নয়, আরো আটটি ঘুঁটির কথাও আমি জানি : সাতটি মাদাম গ্র্যান্ডের কাছে আর একটি আছে আলেক্সান্ডারের কাছে। এই তথ্য নিয়েই ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে চলে গেলাম আমি–সেখানে উইলিয়াম ব্লেক আমাকে বললেন, স্যার আইজ্যাক নিউটনের পেপারগুলো খুবই গোপনীয় জিনিস। ব্লেক নিজেও এরকম জিনিস নিয়ে দারুণ আগ্রহী, তিনিই আমাকে নিউটনের পেপারগুলো পড়ার অনুমতি দেন।

১৭৯৫ সালেই বসওয়েল মারা যান আর ফিলিদোর তার মাত্র তিনমাস পর ইহলোক ত্যাগ করেন। শ্বেতরাণীর দলটি মৃত্যুর কারণে ভেঙে গেছে। ঐ মহিলা নতুন করে দল গঠন করার আগেই আমাকে নতুন চাল দিতে হবে।

আমার জন্মদিনের ছয় মাস পর ১৭৯৯ সালের অক্টোবরে শাহিন আর চ্যারিয়ট নেপোলিওনের সাথে ফ্রান্সে ফিরে আসে। লন্ডনে আমি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলাম। এলিসা রেডের নামে তার নাম রাখি এলিসা–এই এলিসা রেড ছিলো কার্থেজ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। যার নামানুসারে নেপোলিওনের বোনের নাম রাখা হয়েছিলো। তবে আমি আমার মেয়েকে শার্লোত্তে নামে ডাকি, এর কারণ তার বাবার নাম শার্ল আর ভায়ের নাম চ্যারিয়ট বলে নয়–যে শার্লোত্তে করদে নিজের জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে।

শাহিন আর চ্যারিয়ট আমার কাছে লন্ডনে চলে এলে আসল কাজটি শুরু হয়। আমরা রাতের বেলায় নিউটনের কাজ আর এক্সপেরিয়েমেন্টের নোটগুলো নিয়ে স্টাডি করে গেলাম মোমবাতি জ্বালিয়ে। তবে সবকিছুই যেনো বৃথা বলে মনে হলো। কয়েক মাস পর আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম, নিউটনের মতো মহানজ্ঞানীও এই সিক্রেটটা আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবে পরক্ষণেই আমার মনে একটা চিন্তার উদ্রেক হলো–আমি হয়তো জানিই না সিক্রেটটা আসলে কি।

"আট," কেমব্রিজের রুমে বসে এক রাতে জোরে উচ্চারণ করলাম কথাটা। এই জায়গায় বসেই শত বছর আগে নিউটন অধ্যয়ন করতেন। "এই আট-এর মানেটা কি?"

"মিশরে," বললো শাহিন, "বিশ্বাস করা হয় সব দেবতার উর্ধ্বে আটজন দেবতা আছে। চায়নাতে বিশ্বাস করা হয় আটে নিহিত আছে অমরত্ব। ভারতে মনে করা হয় কৃষ্ণ ছিলো অষ্টম সন্তান, যার কারণে তার জন্মাষ্টমি মহা আয়োজন করে পালন করা হয়-তিনিও অমর হয়ে উঠেছিলেন। মানুষের মোক্ষ লাভের একটি হাতিয়ার। বুদ্ধরা বিশ্বাস করে অষ্টমার্গের মাধ্যমেই নির্বাণ লাভ সম্ভব। পৃথিবীর মিথলজিতে অসংখ্য আট রয়েছে..."

"কিন্তু সবগুলোর অর্থই এক," কচিকণ্ঠে বললো আমার ছেলে চ্যারিয়ট, নিজের বয়সের চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক সে। "অ্যালকেমিস্টরা শুধুমাত্র এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরের অন্বেষণ করেন নি। মিশরিয়রা যে উদ্দেশে পিরামিড বানাতে চেয়েছিলো তারাও একই জিনিস চেয়েছিলো-এই একই কারণে ব্যাবিলনিয়রা প্যাগান দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিজেদের সন্তান বলি দিতো। এইসব অ্যালকেমিস্টরা সব সময় হার্মেসের কাছে প্রার্থনা করে কাজ শুরু করতো-তিনি শুধু মৃতদের আত্মা হেইডসের কাছে নিয়ে যাবার দূত হিসেবেই কাজ করেন না, তিনি একাধারে সারিয়ে তোলার দেবতাও বটে..."

"শাহিন তোমার মধ্যে অনেক বেশি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ঢুকিয়ে দিয়েছে," বললাম তাকে। "আমরা এখানে যা খুঁজছি সেটি একটি বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা।"

"কিন্তু মা, আমি তো সেটার কথাই বলছি-তুমি বুঝতে পারছো না?" জবাব দিলো চ্যারিয়ট। "সেজন্যেই তো তারা হার্মেস দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতো। এক্সপেরিয়েমেন্টর অধ্যায়ে-ষোলো ধাপে-তলানিতে পড়ে থাকা লালচে রঙের একটি পাউডার উৎপন্ন করতো। ওটাকে কেকে রূপান্তরিত করতো তারা, যা ফিলোসফার্স স্টোন নামে পরিচিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এটাকে ধাতু বিগলনের কাজে ব্যবহার করা হতো। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত অধ্যায়ে এই পাউডারকে বিশেষ এক ধরণের পানির সাথে মেশাতো, বছরের নির্দিষ্ট সময়ের কুয়াশা থেকে সংগ্রহ করা হতো সেই পানি-সূর্য যখন বৃষল এবং মেষের মাঝখানে অবস্থান করে। সব বইপত্রে আর ছবিতে এটা দেখানো হয়েছে-এটা ঘটে তোমার জন্মদিনের দিন। এই সময়েই চূড়ান্ত অধ্যায়টি শুরু হয়।"

"বুঝতে পারছি না," বললাম আমি। "ফিলোসফার্স স্টোনের পাউডারের সাথে কিসের পানি মেশানো হতো?"

"তারা এটাকে বলে *আল-ইক্সির*," আস্তে করে বললো শাহিন। "এটা পান করলে রোগবালাই দূর হয়ে যায়, সমস্ত ক্ষত সেরে ওঠে, দীর্ঘ জীবন লাভ করা হয়।"

"মা," আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললো চ্যারিয়ট, "এটা অনন্ত পরমায়ুর সিক্রেট। *elixir of life!*"

∞

খেলার এই পর্যায়ে আসতে আমাদের চার বছর সময় লেগে যায়। যদিও আমরা ফর্মুলাটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বগত হতে পেরেছি কিন্তু জানতাম না এটা কিভাবে তৈরি করা হয়।

১৮০৩ সালের আগস্ট মাসে শাহনিকে নিয়ে আমি আর আমার দু'সন্তান হাজির হই মধ্য-ফ্রান্সের বারবোন-লারশামবোয়ে'র স্পা'তে। এই শহরের নামকরণ করা হয়েছে বারবোন রাজাদের নামে। এই শহরেই মরিস তয়িরাঁ প্রতি আগস্টে উষ্ণপানিতে গোসল করতে আসে।

স্পা'টি প্রাচীন ওক গাছে পরেবিষ্টত, এর সুদীর্ঘ সীমানা পুষ্পময় পিয়নি গাছে ঘেরা। সকালবেলা লম্বা লিনেন কাপড়ের আলখেল্লা পরে আমি পথের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই কাপড় পরেই সবাই গোসল করতে আসে এখানে। প্রজাপতি আর ফুলের মাঝখানে অপেক্ষায় রইলাম আমি–এক সময় দেখতে পেলাম মরিস তয়িরাঁ পথ দিয়ে হেটে আসছে।

চার বছর আগে তাকে যখন শেষ দেখেছিলাম তারপর অনেকটাই বদলে গেছে সে। আমার বয়স ত্রিশ না পেরোলেও খুব শীঘ্রই সে পঞ্চাশে পা দেবে। তার হ্যান্ডসাম মুখে বয়সের ছাপ সুস্পষ্ট, বলি রেখা পড়ে গেছে। মাথার কাঁচাপাকা চুল ছোটো ছোটো করে ছাটা। আমাকে দেখেই বরফের মতো জমে গেলো সে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

যেনো আমাকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছে এমনভাবে কাছে এসে আমার চুলে হাত বোলাতে লাগলো মরিস।

"আমি তোমাকে কখনও ক্ষমা করবো না," এই কথাটাই সে প্রথম বললো, "ভালোবাসা কারে কয় শিখিয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেলে। তুমি কেন আমার চিঠির জবাব দাও নি? কেন উধাও হয়ে গেলে, ফিরে এসে আবার আমার হৃদয়টা দুমড়েমুচড়ে চলে গেলে? কতো যে ভেবেছি তোমাকে–এক সময় ভাবতে ইচ্ছে করতো, তোমার সাথে আমার এ জীবনে দেখাই হয় নি।"

এরপর আর কোনো কথা না বলেই তীব্র আকুতি নিয়ে জড়িয়ে ধরলো আমায়। চোখে-মুখে-সারা দেহে চুমু খেতে লাগলো পাগলের মতো। আমার দুই স্তনের মাঝখানে মুখ লুকাতে চাইলো সে। তার ভালোবাসার অন্ধ আকুতি আমাকে গ্রাস করে ফেললো মুহূর্তে। নিজের কামনাকে জোর করে দমিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলাম।

"আমি এসেছি তোমার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ওগুলো নিতে," দুর্বল কণ্ঠে বললাম তাকে।

"আমি তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম তার সবটাই পালন করেছি–তারচেয়েও বেশি করেছি বলতে পারো," তিক্ত মুখে বললো সে। "তোমার জন্য আমি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েছি–আমার জীবন, আমার স্বাধীনতা, সম্ভবত আমার আত্মাও। ঈশ্বরের চোখে আমি এখনও একজন যাজক। তোমার জন্য এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেছি যাকে আমি ভালোবাসি না। সে কখনও আমার সন্তানের মা হতে পারবে না। আর তুমি–আমার দু দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছো। অথচ তাদেরকে এক নজর দেখার সুযোগও দাও নি।"

"তারা আমার সাথে এখানে এসেছে," বললাম তাকে। কথাটা শুনে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো আমার দিকে। "কিন্তু সবার আগে বলো, শ্বেতরাণীর ঘুঁটিটা কোথায়?"

"ঘুঁটিগুলো," ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো সে। "ভয় পেও না, ওগুলো আমার কাছেই আছে। এমন এক মহিলার কাছ থেকে সুকৌশলে ওগুলো হস্তগত করেছি যে তোমার চেয়েও বেশি ভালোবাসে আমাকে। এখন আমার সন্তানদের জিম্মি করে ওগুলো আমার কাছ থেকে নিতে চাইছো। আমি কি এই প্রতিদান আশা করেছিলাম!" একটু থামলো। মনের তিক্ততা লুকালো না সে। তবে এর সাথে সুতীব্র কামনাও মিশে আছে। "আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না," ফিসফিসিয়ে বললো এবার।

আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগলো সে। তার হাত আমার মুখে, চুলে, তার ঠোঁট আমার ঠোঁটে। যেকোনো সময় লোকজন এসে পড়তে পারে। দেখে ফেলতে পারে আমাদেরকে। বরাবরের মতোই তার ভালোবাসার শক্তি সহ্য করতে হিমশিম খেলাম। আমিও তার চুমুর জবাবে চুমু, স্পর্শের জবাবে স্পর্শ করলাম।

"এবার," ফিসফিস করে বললো সে, "আমরা সন্তান জন্ম দেবো না–তবে ভালোবাসবো। আমাকে তোমার ভেতরে গ্রহণ করো। এছাড়া আর কিছু চাই না আমি।"

∞

মরিস যখন তার সন্তানদের প্রথমবারের মতো দেখতে পেলো তখন তার চোখেমুখে যে আনন্দ দেখতে পেলাম আমি সেটা বর্ণনাতীত। মাঝরাতে আমরা বাথহাউজে গেলাম শাহিনকে নিয়ে, আমরা যখন ভেতরে তখন সে দরজায় পাহারা দিলো।

চ্যারিয়টের বয়স দশ, তাকে ইতিমধ্যেই পয়গম্বরের মতো লাগে, ঠিক যেমনটি শাহিন ধারণা করেছিলো। তার মাথাভর্তি লাল চুল আর বাবার মতো বিস্ফারিত গাঢ় নীল চোখ যেনো স্থান আর কালকে ভেদ করে যায়। চার বছরের

ছোট্ট শার্লোত্তে দেখতে একেবারে ভ্যালেন্টাইনের মতো হয়েছে। তয়িরাঁ যখন উষ্ণ মিনারেল ওয়াটারের বাথটাবে বসে আছে তখন তাকে দেখেই তার চোখ আটকে গেলো।

"আমি আমার সন্তানদের আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই," শার্লোত্তের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললো তয়িরাঁ। "তুমি যে জীবনটা বেছে নিয়েছো সেটা কোনো বাচ্চার জন্য উপযুক্ত নয়। কেউ আমাদের সম্পর্কের কথা জানতে পারবে না। ভ্যালেনগে'র এস্টেটটা আমি অধিগ্রহণ করেছি। তাদেরকে নিজস্ব উপাধি আর জমি দিতে পারবো আমি। তাদের আসল পরিচয়টা রহস্য হয়েই থাকুক। তুমি যদি এ প্রস্তাবে রাজি হও তাহলে আমি ঘুঁটিগুলো তোমাকে দিয়ে দেবো।"

আমি জানি সে ঠিকই বলেছে। আমার জীবনটা এমন এক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যে শক্তির নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে নেই। তাহলে আমি মা হয়ে কিভাবে তাদেরকে এরকম অনিশ্চিত জীবনের সাথে জড়াই? আমি মরিসের চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি সে তাদেরকে আমার চেয়ে কোনো অংশে কম স্নেহ করবে না। কিন্তু অন্য একটি সমস্যা আছে।

"চ্যারিয়ট তোমার কাছে থাকতে পারবে না," তাকে বললাম। "সে জন্মেছে দেবির চোখের সামনে–ধাঁধাটির সমাধান সে-ই করবে। এরকমই ভবিষ্যৎবাণী করা আছে।" চ্যারিয়ট তার বাবার কাছে গিয়ে হাতটা ধরলো।

"আপনি মহান একজন ব্যক্তি হবেন," তাকে বললো সে, "প্রচুর ক্ষমতার এক যুবরাজ। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন, তবে আমাদের পর আপনার আর কোনো সন্তান হবে না। আপনি আমার বোন শার্লোত্তেকে নিয়ে যান–আপনার পরিবারে তাকে বিয়ে দেন, তাহলে তার সন্তানেরা আপনার বংশের সাথে পুণরায় বন্ধন তৈরি করতে পারবে। আমাকে ফিরে যেতে হবে মরুভূমিতে। আমার নিয়তি ওখানেই লেখা আছে..."

বিস্ময়ে ছোট্ট ছেলেটার দিকে চেয়ে রইলো তয়িরাঁ, কিন্তু চ্যারিয়ট তার কথা তখনও শেষ করে নি।

"আপনাকে নেপোলিওনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, কারণ তিনি পতিত হবেন। আপনি যদি এটা করতে পারেন তাহলে অনেক পরিবর্তনের পরও আপনার ক্ষমতা টিকে থাকবে। আপনাকে খেলাটার জন্য আরেকটা কাজ করতে হবে। রাশিয়ার আলেক্সান্ডারের কাছ থেকে ব্ল্যাক কুইনটা নিয়ে আসেন। তাকে বলবেন আপনি আমার কথায় তার কাছে গেছেন। আপনার কাছে যা আছে তার সাথে ওটা যোগ করলে আটটি ঘুঁটি হবে।"

"আলেক্সান্ডার?" তয়িরাঁ কথাটা বলেই আমার দিকে তাকালো। "তার কাছেও একটা ঘুঁটি আছে? কিন্তু সে কেন আমাকে ওটা দেবে?"

"এর বিনিময়ে আপনি তার হাতে নেপোলিওনকে তুলে দেবেন," জবাব দিলো চ্যারিয়ট।

∞

আরফার্তের কনফারেন্সে তয়িরাঁর সাথে আলেক্সান্ডারের দেখা হয়েছিলো। চ্যারিয়ট যা ধারণা করেছিলো তাই হয়। তারা কিছু গোপন চুক্তি করে। নেপোলিওনের পতন হয়, পুণরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে সে, তারপর চিরতরের জন্য ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায়। শেষের দিকে নেপোলিওন বুঝতে পেরেছিলো তয়িরাঁ তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এক সকালে রাজসভায় সবার সামনে নাস্তা খেতে খেতে সে বলেছিলো, "মঁসিয়ে, আপনি সিল্কের মোজায় লেগে থাকা বিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু না।" কিন্তু তয়িরাঁ ততোদিনে রাশিয়া থেকে ব্ল্যাক কুইনের ঘুঁটিটা হস্তগত করে নিতে পেরেছে। ওটা ছাড়াও আরেকটা মূল্যবান জিনিস সে আমাকে দিয়েছিলো : আমেরিকান পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাইট টুরের একটি কপি। যেখানে ফর্মুলাটি চিত্রিত করা হয়েছে।

বোর্ড থেকে অ্যাবিস যে ড্রইং এঁকেছিলেন সেটার সাথে কাপড় আর ঘুঁটিগুলো নিয়ে শাহিন আর চ্যারিয়টসহ গ্রেনোবেল-এ গেলাম। খেলাটা যেখান থেকে প্রথম শুরু হয়েছিলো তার খুব কাছেই ফ্রান্সের এই দক্ষিণাঞ্চল, ওখানে গিয়ে বিখ্যাত পদার্থবিদ জ্যঁ ব্যাপ্তিস্ত জোসেফ ফুরিয়ের দেখা পেলাম। এর আগে শাহিন আর চ্যারিয়টের সাথে মিশরে উনার দেখা হয়েছিলো। আমাদের কাছে অনেকগুলো ঘুঁটি থাকলেও সবগুলো ছিলো না। ত্রিশ বছর পর অবশেষে ফর্মুলাটির মর্মোদ্ধার করি আমরা।

ফুরিয়ের ল্যাবরেটরিতে গভীর একরাতে আমরা চারজন চোখের সামনে দেখতে পেলাম ফিলোসফার্স স্টোনটি দ্রবণপাত্র হিসেবে রূপান্তরিত হতে। ত্রিশ বছরে অসংখ্য ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর অবশেষে আমরা ষোলোটি ধাপ সম্পন্ন করতে সক্ষম হলাম। এটাকে বলা হয় লালরাজা আর শ্বেতরাণীর বিয়ে–এই সিক্রেটটা হাজার বছর ধরে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো। তাপ প্রয়োগে চূর্ণীকরণ, জমাটবদ্ধকরণ, স্থায়ীকরণ, দ্রবীভূতকরণ, কোমলীকরণ, পাতন, বাষ্পীকরণ, উর্ধ্বপাতন, পৃথকীকরণ, আরোহণ, উৎপাদন, অম্লযোগ, গাঁজানো, স্থানান্তরীকরণ–অবশেষে প্রক্ষেপণ। ক্রিস্টালের মধ্য থেকে উদগীরিত বিভিন্ন ধরণের গ্যাস দেখতে পেলাম আমরা, মহাবিশ্বের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগলো সেগুলো। গ্যাসগুলো যতোই উত্থিত হতে লাগলো বিভিন্ন ধরণের রঙ ধারণ করতে লাগলো সেগুলো : গাঢ়নীল, বেগুনি, গোলাপি, ম্যাজেন্টা, লাল, কমলা, হলুদ, সোনালি...এটাকে বলা হয় ময়ূরপুচ্ছ–তরঙ্গ দৈর্ঘের দর্শনযোগ্য বর্ণালি। নীচু তরঙ্গগুলো চোখে দেখা গেলো না, শুধু শোনা গেলো।

ওটা যখন মিঁইয়ে গেলো আমরা দেখতে পেলাম গ্লাসের তলানিতে কালচে লাল রঙের অবশেষের প্রলেপ। গ্লাসটা থেকে ওটা তুলে নিয়ে মৌচাকের মোমে

মুড়িয়ে আকুয়া ফিলোসফিয়াতে ফেলে দিলাম–যাকে সাধারণত হেভি ওয়াটার বলেই সবাই চেনে।

একটাই প্রশ্ন রয়ে গেলো : কে এটা পান করবে?

১৮৩০ সালে আমরা ফর্মুলাটি সম্পন্ন করি। বইপত্র থেকে জেনেছিলাম, এরকম পানীয় ভুলভাবে প্রস্তুত করলে সেটা হতে পারে মারাত্মক প্রাণঘাতি। আরেকটি সমস্যা ছিলো। আমাদের কাছে যা আছে সেটা যদি *Elixir* অর্থাৎ অমৃতসুধা হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে দেরি না করে ঘুঁটিগুলো লুকিয়ে ফেলতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম এটার সমাপ্তির জন্য মরুভূমিতে ফিরে যাবো।

আমি আবারো সাগর পাড়ি দিয়ে আলজিয়ার্সে চলে এলাম। আমার আশংকা এটাই আমার শেষ যাত্রা। শাহিন আর চ্যারিয়টকে নিয়ে কাশাবাহ্'তে চলে গেলাম আমি। আমার ধারণা ওখানে এমন একজন আছে যাকে আমার মিশনে ব্যবহার করা যাবে। অবশেষে তাকে হারেমে পেয়ে গেলাম–তার সামনে বিশাল একটি ক্যানভাস, চারপাশে ডিভানে হেলান দিয়ে বসে আছে অসংখ্য নেকাব পরা রমনী। আমার দিকে সে গাঢ় নীল চোখে তাকালো, তার কালো চুল এলোমেলো, ঠিক যেমনটি অনেক বছর আগে ডেভিডের স্টুডিও'তে আমি আর ভ্যালেন্টাইন পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় চেয়েছিলো। তবে এই তরুণ চিত্রকরের সাথে ডেভিডের তেমন কোনো মিল নেই–তার সাথে অনেক বেশি মিল শার্ল মরিস তয়িরাঁর।

"তোমার বাবা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে," তরুণকে বললাম আমি, চ্যারিয়টের চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের ছোটো হবে।

চিত্রকর আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালো। "আপনি নিশ্চয় একজন মিডিয়াম," হেসে বললো আমাকে। "আমার বাবা মঁসিয়ে দেলাক্রোয়া অনেক বছর আগেই মারা গেছেন।" হাতের তুলিটা ঘোরালো সে।

"মানে তুমি যার ঔরশে জন্মেছো সেই প্রিন্স তয়িরাঁর কথা বলছি," এ কথাটা বলতেই তার মুখ উজ্জ্বল থেকে কালো হয়ে উঠলো।

"এসব গুজবের কোনো ভিত্তি নেই," কাটাকাটাভাবে বললো সে।

"আমি অবশ্য অন্যরকম জানি," বললাম তাকে। "আমার নাম মিরিয়ে, ফ্রান্স থেকে একটা মিশনে এসেছি, তোমাকে আমার দরকার। এ হলো আমার ছেলে চ্যারিয়ট–তোমার সৎভাই। আর শাহিন আমাদের গাইড। আমি চাই তুমি আমার সাথে মরুভূমিতে আসবে, ওখানে আমি মহামূল্যবান আর পরাক্রমশালী কিছু পুণরায় অধিষ্ঠিত করবো, কারণ ওটা ওখানকারই সম্পদ। আমি তোমাকে ঐ স্থানটির পেইন্টিং আঁকার জন্য নিয়োগ দেবো–সেই সাথে একটা সাবধানবাণী লিখে দেবে সবার উদ্দেশ্যে, এটা দেবতাদের কর্তৃক সুরক্ষিত।"

তারপরই তাকে পুরো গল্পটা বললাম।

কয়েক সপ্তাহ পর তাসিলিতে পৌছালাম আমরা। অবশেষে গোপন একটি গুহা খুঁজে পেলাম ঘুঁটিগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য। শ্বেতরাণীর ল্যাবিরিস আকৃতির *কদুসিয়াস* কোথায় আঁকতে হবে সেটা ইউজিন দেলাক্রোয়কে চ্যারিয়ট দেখিয়ে দিলো। দেবির চারপাশে শিকার করার দৃশ্যটা যোগ করলো দেলাক্রোয়া।

কাজ শেষ হলে আকুয়া ফিলোসফিয়ার ভায়াল আর মোমে মোড়ানো পাউডারগুলো বের করে নিলো শাহিন। পাউডারগুলো ভায়ালে মিশিয়ে নেবার পর সেটা হাতে তুলে নিলাম আমি। আমার দিকে চেয়ে রইলো শাহিন আর তয়িরার দুই ছেলে।

আমার মনে পড়ে গেলো প্যারাসেলসাসের সেই কথাটা, এক সময় মনে করা হতো এই মহান রসায়নবিদই ফর্মুলাটি আবিষ্কার করেছেন : "আমরা দেবতা হবো," বলেছিলেন তিনি। মুখের কাছে ভায়ালটি তুলে ধরে পান করলাম আমি।

∞

গল্পটা পড়ে শেষ করতেই আপাদমস্তক কাঁপতে শুরু করলাম। পাশে বসে থাকা সোলারিন আমার হাতটা শক্ত করে ধরলো। এটা কি তাহলে *Elixir of life*–অনন্ত পরমায়ুর ফর্মুলা? এরকম কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা কি সম্ভব?

আমার চিন্তা-ভাবনা দ্রুত কাজ করছে। আমার জন্য সোলারিন কিছু ব্র্যান্ডি নিয়ে এলো। কথাটা সত্যি, ভাবলাম আমি। সাম্প্রতিক সময়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা ডিএনএ'র যে স্ট্রাকচার আবিষ্কার করেছে সেটা দেখতে হার্মেসের *কদুসিয়াস*-এর মতোই, অনেকটা ইংরেজি আট সংখ্যা যেমনটি হয়। তবে কোনো প্রাচীন লেখায় উল্লেখ নেই এই সিক্রেটটা মানুষ আগে জানতো। ধাতুকে রূপান্তরিত করতে পারে এমন জিনিস কি করে মানুষের জীবনকেও পাল্টে দিতে পারে?

এবার ঘুঁটিগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম–ওগুলো যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। আমি আরো কনফিউজ হয়ে গেলাম। মিনি নিজে কি বলে নি সে ওগুলো তালিসিতে রেখেছিলো, *কদুসিয়াস*-এর নীচে, পাথরের দেয়ালের আড়ালে? মিরিয়ে যদি প্রায় দুশ' বছর আগে ওগুলো মাটির নীচে লুকিয়ে রেখে থাকে তাহলে মিনি কিভাবে জানতে পারলো ঠিক কোথায় আছে ঘুঁটিগুলো?

তারপরই আমার মনে পড়ে গেলো মিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলো, সোলারিন সেটা আলজিয়ার্স থেকে নিয়ে এসে নিমের বাড়িতে আমার হাতে তুলে দেয়। পকেট থেকে চিঠিটা বের করে খুলে দেখলাম। সোলারিন আমার পাশে চুপচাপ বসে বসে দেখছে। তার দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারলাম তার চোখ আমার উপরেই নিবদ্ধ।

চিঠিটার দিকে তাকালাম। পড়া শুরু করার আগেই শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো। *চিঠির হাতের লেখা আর মিরিয়ের জার্নালের হাতের লেখা একদম এক!* যদিও চিঠিটা আধুনিক ইংরেজিতে আর জার্নালটা পুরনো ফরাসিতে লেখা তারপরও হাতের লেখা দুটোতে অসম্ভব মিল। এটা এক ব্যক্তির না হয়ে যায়ই না।

সোলারিনের দিকে তাকালাম। ভয়ে আর অবিশ্বাসে চিঠিটার দিকে চেয়ে আছে সে।

আমাদের মধ্যে চোখাচোখি হলো, তারপর একসাথেই চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম আমরা :

প্রিয় ক্যাথারিন,

তুমি এখন এমন একটি সিক্রেট জানো যা খুব কম মানুষই জানে। এমনকি আলেক্সান্ডার এবং লাডিসলাউসও জানে না আমি তাদের নানি হই না, তাদের পূর্বপুরুষ চ্যারিয়টকে জন্ম দেবার পর বারোটি প্রজন্ম চলে গেছে। মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে কামেলের বাবাকে আমি বিয়ে করি, সে ছিলো আমার বন্ধু শাহিনের বংশধর। আজ থেকে দেড়শ' বছর আগেই শাহিন মারা গেছে।

তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমি উন্মাদ কোনো বৃদ্ধা। তোমার যেমন খুশি বিশ্বাস কোরো–তুমি এখন ব্ল্যাক কুইন। তোমার কাছে বিপজ্জনক এবং মহাক্ষমতাধর সিক্রেটের কিছু অংশ রয়েছে। তবে যা আছে তা দিয়ে ধাঁধাটির সমাধান করা সম্ভব, ঠিক যেমনটি আমি অনেক বছর আগে করেছিলাম। কিন্তু তুমি কি সেটা করবে? এই সিদ্ধান্তটি এখন তোমাকে নিতে হবে, আর সেটা নিতে হবে সম্পূর্ণ একা।

তুমি যদি আমার উপদেশ চাও, আমি বলবো ঘুঁটিগুলো ধ্বংস করে ফেলো–ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলো, আমি যেরকম দুঃখ আর যন্ত্রণার শিকার হয়েছি তা যেনো অন্য কেউ ভোগ না করে। মানুষের জন্য সবচাইতে আকাঙ্খিত বস্তু তার জন্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর অভিশাপও হয়ে উঠতে পারে, ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। তবে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। আমার আর্শীবাদ রইলো তোমার জন্য।

ঈশ্বর তোমার সহায় হন
মিরিয়ে

আমি চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম, সোলারিন আমার হাতটা ধরে রাখলো। চোখ খুলে দেখি মোরদেচাই লিলির কাঁধে হাত রেখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে নিম আর হ্যারি। আমি টের পাই নি কখন তারা ফিরে এসেছে। তারা সবাই সোলারিন আর আমার সাথে টেবিলে এসে বসলো। টেবিলের মাঝখানে ঘুঁটিগুলো রাখা।

"তুমি এ নিয়ে কী ভাবছো?" শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মোরদেচাই।

আমি কাঁপতে থাকলে আমার হাতে হাত রেখে আশ্বস্ত করলো হ্যারি। "এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কি হবে?" বললো সে।

"তাহলে এটা হবে মানবেতিহাসের সবচাইতে বিপজ্জনক জিনিস," বললাম তাকে। যদিও এটা স্বীকার করতে চাইছি না তবে এটা আমি বিশ্বাস করি। "আমার মনে হয় মিনি ঠিক কথাই বলেছে। এই ঘুঁটিগুলো আমাদের ধ্বংস করা উচিত।"

"কিন্তু তুমি এখন ব্ল্যাক কুইন," বললো লিলি। "মিনির কথা তোমাকে শুনতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।"

"স্লাভা আর আমি দু'জনেই পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি," সোলারিন বললো। "ফর্মুলাটি উদ্ধার করার সময় মিরিয়ের কাছে যতোগুলো ঘুঁটি ছিলো আমাদের কাছে তার তিনগুন বেশি আছে এখন। যদিও দাবাবোর্ডটি আমাদের কাছে নেই তারপরও আমি নিশ্চিত আমরা এটা সমাধা করতে পারবো। বোর্ডটাও জোগার করতে পারবো আমরা..."

"তাছাড়া," হেসে বললো নিম, এখনও তার ক্ষতস্থানটি হাত দিয়ে ধরে রেখেছে, "এটা ব্যবহার করে আমি আমার আঘাতটা সারিয়ে তুলতে পারবো দ্রুত।"

ভাবতে লাগলাম তুমি যখন জানতে পারবে দুশ' কিংবা তারচেয়েও বেশি বছর বেঁচে থাকার মতো ক্ষমতা তোমার আছে তখন কেমন লাগবে। তোমার যাই হোক না কেন, প্লেন থেকে ফেলে দিলেও তোমার ক্ষত সেরে উঠবে, তোমার সমস্ত রোগবালাই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি কি এই ফর্মুলাটি সমাধা করার জন্য ত্রিশ বছর ব্যয় করতে চাই? যদিও মনে হচ্ছে এটা করতে এতো বেশি সময় লাগবে না, তারপরও মিরিয়ের অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি। এটা কতো দ্রুতই না তার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পরিচিত আর ভালোবাসার মানুষগুলো তার চোখের সামনে মরে গেছে একের পর এক। সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে আমি কি এরকম দীর্ঘ জীবন চাই? মিরিয়ের নিজের জবানবন্দীতে, ফর্মুলাটি পাওয়ার পরও সে দুশ' বছর ধরে ভীতি আর বিপদের মধ্যে বেঁচে রয়েছে। সে যে এই খেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

এটা এখন আমার সিদ্ধান্ত। টেবিলের উপর রাখা ঘুঁটিগুলোর দিকে তাকালাম। এটা করা খুব সহজ। মোরদেচাই কেবল একজন দাবা মাস্টার বলে তাকে বেছে নেয় নি মিনি–তিনি একজন জুয়েলারি ব্যবসায়ীও বটে। সন্দেহ নেই ঘুঁটিগুলো অ্যানালাইজ করার মতো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তার কাছে আছে। তাতে করে বোঝা যাবে কি দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়েছে, ওগুলোকে তিনি রূপান্তর করতেও পারবেন। তবে আমি ওগুলোর দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম এটা আমি কোনো দিনও করতে পারবো না। ওগুলো ভেতর থেকে এক ধরণের আলো বিকিরণ করছে। মন্তগ্নেইন সার্ভিসের সাথে আমার একটি বন্ধন রয়েছে–এটা আমি বিচ্ছিন্ন করতে পারবো না।

আমার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকা মুখগুলোর দিকে তাকালাম। "আমি ঘুঁটিগুলো মাটির নীচে লুকিয়ে রাখবো," আস্তে করে বললাম। "লিলি, তুমি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে। আমরা দু'জন ভালো একটি টিম হবো। ঘুঁটিগুলোকে আমরা মরুভূমি কিংবা পার্বত্যাঞ্চলের কোথাও নিয়ে যাবো। আর সোলারিন বোর্ডটা নিয়ে ফিরে আসবে। এই খেলাটা অবশ্যই শেষ করতে হবে। মন্তগ্নেইন সার্ভিসটাকে আমরা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবো যে আগামী হাজার বছর পর্যন্ত এটার হদিশ কেউ পাবে না।"

"কিন্তু শেষপর্যন্ত এটা আবারো কেউ না কেউ খুঁজে পাবে," আস্তে করে বললো সোলারিন।

তার দিকে তাকাতেই আমাদের দু'জনের ভেতরে কিছু একটা বয়ে গেলো। সে এখন জানে কি ঘটবে–আর আমিও জানি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাত হবে না, যদি আমি আমার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করি।

"হয়তো হাজার বছর পর," তাকে বললাম, "তখন হয়তো এই গ্রহে অনেক ভালো মানুষের আর্বিভাব ঘটবে–যারা এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে সবার মঙ্গলের জন্য কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা জানবে। তখন হয়তো বিজ্ঞানীরা এই ফর্মুলাটি নিজেরাই পুণআবিষ্কার করে ফেলবে। এই সার্ভিসের তথ্যটা যদি গোপন কোনো বিষয় না হয়ে থাকে, সবার জানা কোনো বিষয় হয়ে যায় তখন ঘুঁটিগুলোর বিক্রয়মূল্য ট্রেনে টিকেট কাটার মতো যৎসামান্য হয়ে যাবে।"

"তাহলে এই ফর্মুলাটি এখনই সমাধা করছি না কেন?" বললো নিম। "এটাকে সবার জানা কোনো বিষয় করে ফেলি?"

এবার সে আসল জায়গায় হাত দিয়েছে–একেবারেই গোড়াতে। সমস্যা হলো আমার চেনা কতো লোককে আমি অমরত্ব দান করবো? ব্লাঁশে আর এল-মারাদের মতো শয়তানরাই শুধু নয়, আমি যেসব বদমাশদের সাথে কাজ করেছি সেই জোক আপহাম আর জ্যঁ ফিলিপ পিটার্ড, এরাও তো আছে। আমি কি চাই এসব লোকজন অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকুক?

প্যারাসেল্‌সাস যে বলেছিলেন 'আমরা দেবতা হবো' সে কথাটা এখন আমি বুঝতে পারছি। এইসব সিদ্ধান্ত সব সময়ই নশ্বর মানুষ নিয়ে আসছে, তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক তাদেরকে ঈশ্বর, টটেম দেবতা আর প্রাকৃতিক নির্বাচনই নিয়ন্ত্রণ করে। এরকম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া মানে আগুন নিয়ে খেলা। আমরা এটার ব্যবহার নিয়ে যতোই সতর্ক আর দায়িত্ববান হই না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না। প্রাচীনকালের পুরোহিতেরা এজন্যেই সিক্রেটটাকে লুকিয়ে রেখেছিলো। সর্বপ্রথম 'পারমাণবিক বোমা' আবিষ্কার করেছিলো যেসব বিজ্ঞানী তাদের আর আমাদের অবস্থা একেবারেই অভিন্ন।

"না," নিমকে বললাম। উঠে দাঁড়ালাম আমি। টেবিলের উপর থাকা জ্বলজ্বলে ঘুঁটিগুলোর দিকে তাকালাম–এই ঘুঁটিগুলোর জন্য কতোটা ঝুঁকিই না নিয়েছি। ভাবছি, আমি কি সত্যি এগুলোর প্রতি দুর্নিবার আর্কষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো, লুকিয়ে রাখতে পারবো সবার কাছ থেকে? হ্যারি আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসছে যেনো আমার চিন্তাভাবনাগুলো সে ধরে ফেলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চলে এলো সে।

"এ কাজটা তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না," আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো। "এজন্যেই মিনি তোমাকে বেছে নিয়েছে। বুঝলে, সে ভেবেছে, তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে সেটা তার মধ্যেও কখনও ছিলো না–এই মহাক্ষমতাধর জিনিসটার লোভ থেকে নিজেকে বিরত রাখা..."

"হায় ঈশ্বর, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি মহামতি সাভোনারোলা," তাকে বললাম। "আমি শুধু চেষ্টা করছি এই জিনিসগুলোর কারণে যেনো কারো কোনো ক্ষতি না হয়।"

মোরদেচাই ট্রে ভর্তি সুস্বাদু খাবার নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম, আড়ষ্ট হওয়া হাত-পা ছুঁড়ে চলে গেলাম বড় রুমটায়–আমাদের সবার মধ্যে যেনো এক ধরণের স্বস্তি নেমে এলো হঠাৎ করে। আমি বসলাম নিম আর সোলারিনের মাঝখানে। খাওয়ার এক পর্যায়ে নিম আমার কাঁধে হাত রাখলো, তবে এবার আর সোলারিন কিছু মনে করলো না।

"আমি আর সাস্‌চা একটু আগে কথা বলেছি," নিম বললো আমাকে। "তুমি হয়তো আমার ভায়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো না কিন্তু সে তোমার প্রেমে একেবারে কুপোকাত। রাশিয়ান কামনা-বাসনার তীব্রতা সম্পর্কে সতর্ক থেকো–তারা সব কিছু গিলে ফেলতে পারে।" সোলারিনের দিকে তাকিয়ে প্রাণ খুলে হাসলো সে।

"আমাকে গিলে ফেলা অতো সহজ নয়," বললাম তাকে। "তাছাড়া, আমার অবস্থাও তার মতোই।" অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো সোলারিন–আমি জানি না কেন। নিম যদিও আমার কাঁধে হাত রেখে দিয়েছে তারপরও সোলারিন আমাকে জড়িয়ে ধরে লম্বা একটা চুমু খেলো।

"আমি তাকে বেশিদিন দূরে রাখতে পারবো না," আমার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে নিম বললো। "বোর্ডটা নিয়ে আসতে তার সাথে আমিও রাশিয়া যাচ্ছি। একবার তাকে হারিয়েছিলাম, দ্বিতীয়বার আর হারাতে চাই না। এবার যদি যেতে হয় একসঙ্গেই যাবো।"

মোরদেচাই আমাদের সবার হাতে শ্যাম্পেইনের গ্লাস তুলে দিয়ে সবার সঙ্গে টোস্ট করলেন।

"মস্তগ্রেইন সার্ভিসের জন্য," হেসে বললেন কথাটা। "আরো হাজার বছর ওটা চিরনিদ্রায় শায়িত থাকুক!" আমরা সবাই পান করলাম, আর তখনই হ্যারির কণ্ঠটা গমগম করে উঠলো।

"শোনো শোনো। ক্যাট আর লিলির জন্য!" গ্লাসটা তুলে বললো হ্যারি। "তারা অনেক বিপদ মোকাবেলা করেছে সাহসের সাথে। তাদের বন্ধুত্ব টিকে থাকুক আজীবন, যদিও চিরকাল তারা বেঁচে থাকবে না জানি। অন্ততপক্ষে তাদের প্রতিদিনের জীবন যেনো আনন্দে কাটে।" আমার দিকে চোখ টিপলো সে।

এবার আমার পালা। আমি গ্লাস তুলে সবার দিকে তাকালাম।

এরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। এদের সবাইকেই আমি আন্তরিকভাবে ভালোবাসি। এরা সবাই মরণশীল, সময়ে জরাব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে একদিন মৃত্যুবরণ করবে। আমাদের দেহঘড়ি টিকটিক করছে; সময়কে ধীরগতির করা সম্ভব নয়। শত বছর বেঁচে থেকে আমরা কি অর্জন করবো? খুব দূরে যাবার দরকার নেই। বাইবেলের মতে, এক সময় পৃথিবীর বুকে দৈত্যরা ঘুরে বেড়াতো : মহাক্ষমতাধর মানুষ ছিলো তারা, বেঁচে থাকতো সাত থেকে আটশ' বছর পর্যন্ত। তাতে কি হয়েছে? কী এমন মহান কাজ তারা করতে পেরেছে এই পৃথিবীতে?...বরং দানবীয় কাজ করে সভ্যতাকে শুধুই পিছিয়ে দিয়েছে তারা। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে শ্যাম্পেইনের গ্লাসটা তুলে ধরে সবার দিকে হাসিমুখে তাকালাম।

"খেলাটার জন্য," বললাম আমি। "রাজরাজরাদের খেলা...সবচাইতে বিপজ্জনক খেলা : চিরন্তন খেলা। যে খেলায় এইমাত্র আমরা জয় লাভ করেছি। আর সেই মিনির জন্য, যে তার সারাটা জীবন সংগ্রাম করে গেছে ঘুঁটিগুলো যেনো ভুল কারো হাতে না পড়ে...সে যেখানেই থাকুক না কেন শান্তিতে থাকুক, তার জন্য রইলো আমাদের শুভকামনা..."

"শোনো শোনো," হ্যারি আবারো বললো কিন্তু আমার কথা শেষ হয় নি।

"এখন এই খেলাটা শেষ হয়েছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঘুঁটিগুলো মাটির নীচে লুকিয়ে রাখবো," যোগ করলাম আমি। "লোভে পড়ে সেগুলো যেনো আবারো মাটি খুঁড়ে বের না করি সেই শক্তি যেনো আমাদের থাকে!"

সবাই হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে হাত তালি দিয়ে আমাকে সাধুবাদ জানালো, যেনো আমরা সবাই নিজেদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি।

গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। গলা দিয়ে শ্যাম্পেইনটা যখন নেমে যাচ্ছে তখন কিছুটা তিক্ত স্বাদ পেলাম আমি–মুহূর্তের জন্য ভাবলাম ওটার স্বাদ কেমন হতো; যদি আমার গলা দিয়ে নেমে যাওয়া এই তরলগুলো শ্যাম্পেইন না হয়ে অমৃতসুধা হতো!

খেলা শেষ ॥